শান্তিপুর-পরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী

"নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি ন ধীরাঃ॥"

—মহাজন-বাক্য

"History is, indeed, little more than the register of crimes, follies, and misfortunes of mankind."

—Gibbon : Decline and Fall of the Roman Empire

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, এম-এ, বি-এল, গীতাভূষণ

শান্তিপুর-পরিচয়, ২য় ভাগ

ডাঃ কেশবচন্দ্র লাহিড়ী

উৎসর্গ

যিনি মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন,
'যাতনার অনুভূতি'তে 'জীবে শিব' দেখিয়াছেন,
জনহিতরূপ ভাবমোহে নিঃস্ব হইয়াছেন,
আদর্শনিষ্ঠাকল্পে প্রেয়কে বলি দিয়াছেন,
সেই আপনা-ভোলা সদাশয় মহাপ্রাণ
মদীয় সমমতাবলম্বী পথচারী
ভগবৎকরুণা-প্রেরিত সুহৃদ্বর
জীবন-মরুর শান্তি-সহচর
জীবশিব - মিসন - প্রতিষ্ঠাতা
ডাঃ কেশবচন্দ্র লাহিড়ীর
সদয় পূত করকমলে
সশ্রদ্ধ প্রীতির সহিত
আয়াসলব্ধ সুফল
এই দ্বিতীয় ভাগ
স্মৃতি-বন্ধনের
চিহ্নস্বরূপ
সমর্পিত
হইল।

আত্ম-নিবেদন

ভৈরবী—ঝং

(বুঝি) একূল ওকূল দুকূল গেল তোমার পানে চাহিয়ে।
সব কিছু প্রায় নিলে কেড়ে, (ওগো) একলা তোমায় রাখিয়ে॥
কামিনী কাঞ্চন মান, রাখিলে না কোন টান,
বিষয় কর্ম্ম পরিজন, (আমার) সব তোমায় লইয়ে।
দিয়েছ যা' বোঝ ভাল, দাও নাই যা' তাতেও আলো,
দেওয়ানেওয়ার টানাটানি, (ওগো) দিয়েছ সব চুকিয়ে॥
মরণ-চিন্তা দৈন্যমাঝে, ফেলে মোরে প্রতি কাজে,
শিখায়েছ সযতনে, (তুমি) দুখে রাখ সুখ জড়িয়ে।
দিয়েছ পিপাসু মন, এখনও আছে বন্ধন,
দূরে কেন থাক, প্রভু, বাধা সব দাও ঘুচিয়ে॥
কত কাল তোমায় ছেড়ে, থাকব আমি মায়াবেড়ে,
নিজের মায়া নিজে কেটে, লও চরণেতে তুলিয়ে।
খেলা আর ভাল লাগে না, শেষ করিতে বড় বাসনা,
এখেলায় আর এস নাক', স্বরূপানন্দে রহিয়ে॥

কীর্ত্তন

নির্গুণ তোমারে চাহি না, হে হরি, সগুণ তোমারে চাহি, হে!
নিরাকারে ধ্যান হয় না বলিয়ে, সাকার তোমায় পুজি, হে!
বলহীন আমি এ বিশ্ব-মাঝারে, আলোর সন্ধান না পাই আঁধারে,
তাই অনন্ত তোমায় সান্ত করিয়ে, ধরিয়ে পরাণ জুড়াই, হে!

জানি তুমি মোর শোন সব কথা, সাথে থেকে মোর দূর কর ব্যথা,
না দেখেও তোমায় ক্ষোভ নাহি কিছু, তুমি আড়ালে থাকিয়া দেখ, হে
থাকিতে বাঁধনে বড় সাধ মোর, পলে পলে তুমি ঘুচাও মোহ ডোর,
আর কিছু তুমি চাহ না ত' দেখি, সব ছেড়ে চাহ জীবেরে, হে !
ব'সে আছি চেয়ে পথপানে তব, চিরকাল আমি তোমায় মিশে র'ব,
যা' ছিলে তুমি তাহাতেই ফের, দুইয়ের খেলা ভেঙে দাও, হে !

ইমন কল্যাণ—একতালা

(আমায়) হাতে ২ ধ'রে, সাথে সাথে ক'রে, এনেছ তোমারি দুয়ারে
(আমি) বুঝি নাই কিছু, জানি নাই কিছু, কেমনে টেনেছ আমারে !
ভাল জানি' মনে চেয়েছি যাহা, ভাল নহে ব'লে দাও নাই তাহা,
দুখের পথে লইয়া আমারে, (ওগো) চিনিয়ে দিয়েছ তোমারে ।
অনন্ত বাসনা মনে কেন হয় ! নিয়তি-বাঁধন ঘুচিবার নয়,
ব'লে দাও, প্রভু, পথ আমারে, কিছুই দেখি না আঁধারে ।
জীব-লীলায় বড় সাধ তব, মেটে নাই কি পিপাসা সব !
তোমা বিনা আর বলিব কাহারে ? মোরে মিশাও তব মাঝারে ।

ভৈরবী—দাদরা

তোমারে চাহি কই ? (আমি)
তোমারে চাহি যদি, কেমনে ঘরে রই ?
বিষয়, বন্ধন, কর্ম্ম যত, তা'তে মজে আছি অবিরত,
এ সব ছেড়ে তোমা পানে, চিত মোর ধায় কই ?
সুখ শান্তি খুঁজে বেড়াই, তোমা বিনা তা' কোথাও না পাই,
জেনেও না সে পথে যাই, উপায় নাই আর তোমা বই !
কর্ম্ম তুমি, ফল তুমি, সুখ তুমি, শান্তি তুমি,
নিরাশায় আশা তুমি, তবে কেন যাতনা সই ?

ভালবাসার এমনি ধারা, রহে না মাঝে অন্য কা'রা,
যা' আছে তা' লও না হরি', তোমায় আমায় এক হই !

ভীমপলশ্রী—একতালা

(তোমার) ভাঙা-গড়ার চাকে প'ড়ে প্রাণ করে আনচান।
তোমার লীলা তোমার ভাল, আমার হয় মৃত্যুবাণ।
কেহ বাঁচে, কেহ মরে, ওঠে নামে, জেতে হারে,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, জীবে দেছ অহংজ্ঞান।
আদি অন্ত এখেলার, খুঁজিয়া না পাই তোমার,
তুমি না বুঝালে পরে, কেমনে যাবে অজ্ঞান ?
বিচারে আর নাহি কাজ, চাহি তব মিলন আজ,
বরষিয়া কৃপা-বারি, কর মোরে শান্তি দান।

রামপ্রসাদী সুর

(আমি) প'ড়ে গেছি এবার সঙ্কটে।
জানি না কিসে বিপদ্ কাটে ॥
দেহ জন বিষয় সব, কোথায় রাখি ভাবনা বটে।
একূল ওকূল দুকূলের কেমনেতে মিলন ঘটে ॥
মুক্তিডাক ডেকেছ তুমি, উপায় কিন্তু দেখি না মোটে।
অসহায়ের সহায় তুমি, একথা কি মিথ্যা রটে ॥
লয়-তাণ্ডবে মেতে গিয়ে, নাচিতেছ মেরে কেটে।
নিয়তিকে বড় ক'রে, 'দয়াল' নাম ফেলেছ ছেঁটে ॥
কেন গড়, কেন ভাঙ, বুঝা যায় না ভবের হাটে।
মায়া-বেড়ি দিয়ে জীবে, বাঁধ তারে ক'সে এঁটে ॥
হয় রাখ, নয় মার তারে, চিন্তা যেন হয় না মোটে।
জ্যান্তে মরা ক'র না, ওগো, টানাটানির ফেরের চোটে ॥

ভূমিকা

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥"

—গীতা, ২।৩৮

"Unblemish'd let me live, or die unknown;
O, grant me honest fame, or grant me none!"

—Pope: The Temple of Fame

বর্তমান ভাগে জীবশিব-মিসন-পত্রিকা, তপোবন, পঞ্চপুষ্প, পরাগ, প্রবুদ্ধ ভারত, যুবক, শান্তিপুর ও সংহতি পত্রিকায় মল্লিখিত শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির কিয়দংশ পরিবর্ধিত ও সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। যথেষ্ট চেষ্টাসত্ত্বেও শান্তিপুর-সম্বন্ধে সমস্ত উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ভগবদিচ্ছা হইলে তৃতীয় ভাগ প্রকাশের পর অন্য সংস্করণে অসম্পূর্ণতা দূর হইতে পারে। সময় প্রতিকূল, স্বাস্থ্য পতনশীল, জীবন ক্ষণভঙ্গুর এবং উপাদান-সংরক্ষণ দুরূহ বলিয়া সংগৃহীত বিষয়গুলির কিয়দংশ শীঘ্র প্রকাশ করিয়া দিলাম। এই ভাগকে 'অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী'র নামে অভিহিত করিয়া ধন্য হইলাম।

ভগবৎকৃপায় নানা বাধাবিঘ্নের পর তন্নিয়োজিত কর্ম কতকটা অগ্রসর হইল: বিধিচালিত কর্মেই মানবের অধিকার, ফল বা নিয়তি তাঁহার অধীন; প্রতিষ্ঠাকুণ্ঠ স্বল্পসন্তুষ্ট 'সর্বহারা'র কেন জন্মভূমির দিকে প্রবল আকর্ষণ হয়,—অশেষ ক্লেশকর কার্যে আত্মপ্রসাদ, অন্তরঙ্গের সামান্য সহানুভূতি, সাময়িক স্থায়িত্ব ও প্রাদেশিক প্রচারের মোহ কেন বিচারশক্তিকে অভিভূত করে,—আপাতসুখদ পরিণামবিষ প্রেয়ের

শান্তিপুর-পরিচয়, ২য় ভাগ
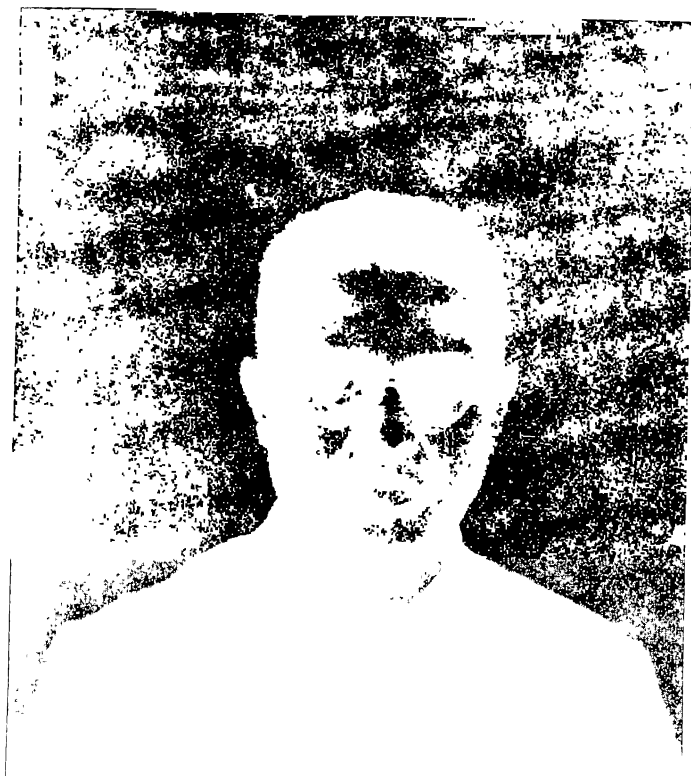
কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পরিবর্তে আপাতবিষ পরিণামসুখ শ্রেয়ের জন্য কেহ কেহ কেন লালায়িত হয়,—সৎকার্য-সম্পাদনে কেন পুঞ্জীভূত বিঘ্ন উপস্থিত হয়,—আদর্শ ও বাস্তবে কেন সঙ্ঘর্ষ হয়,—জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া মায়ামোহিত স্বরূপবিচ্যুত জীব স্বকপোলকল্পিত ক্রীড়নকের পশ্চাতে কেন ধাবিত হয়—ইহার কারণ গুহাহিত পরম পুরুষের নিয়তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

প্রকৃত দোষক্রটি জ্ঞাপিত হইলে প্রথম ভাগের ন্যায় সংশোধিত হইতে পারে ; এবিষয়ে পাঠকবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ব্যবহারিক সত্যজ্ঞান বা বিশ্বাসে মতভেদ অনিবার্য ; কিন্তু এই গ্রন্থে কোনও ব্যক্তি, বংশ, সমাজ, সম্প্রদায় বা তৎসম্বন্ধীয় ঘটনাকে হীনদৃষ্টিতে দেখি নাই। অখণ্ড বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ভারতীয়ত্ব, হিন্দুত্ব বা বঙ্গীয় হিন্দুত্ব আদর্শ হইলেও, সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থানুযায়ী শ্রেণীবিভাগকে মান্য করা সমীচীন মনে করিতে বাধ্য হইয়াছি। নিজের স্বাধীন নিরপেক্ষ মতকে অনেক সময় প্রাধান্য না দিয়া বিভিন্ন মতের ও বিবরণের সমাবেশ মাত্র করিয়া দিয়াছি ; তাহাতে অপরিহার্য পুনরুক্তি ও সূক্ষ্ম বিচারবর্জন করিতে হইয়াছে। জীবনের অন্ধকারাংশ হইতেও আলোকের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং ব্যবহারিক সত্তা বজায় রাখিয়াও পারমার্থিক সত্তার ঔৎকর্ষ স্বীকার করা যায়—এই ভাবে ব্যক্তি বা ঘটনাপুঞ্জকে বর্ণনা করিয়াছি। 'অচলায়তন' সমর্থন বা 'অতিপ্রাকৃতে' অতিবিশ্বাস করা অনেক স্থলে সম্ভব হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তিহীন উচ্ছৃঙ্খল 'প্রগতি' সমর্থন করিতে পারি নাই, এবং মোক্ষ, ঈশ্বরানুভূতি ও কৃপা, যোগবিভূতি, প্রেততত্ত্ব, 'গুপ্তবিদ্যা' ও চরিত্রবত্তাকে মান্য করিয়াছি। নবীন-প্রাচীন ও প্রাচ্য-প্রতীচ্য ভাবসমূহ, ধর্ম-বিজ্ঞান, ভক্তি-জ্ঞান এবং যুক্তি-বিশ্বাস—এই সকল দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য সর্বান্তঃকরণে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আর এক কথা। ধারাবাহিকতা-সম্বন্ধে সকলের ধারণা সমান নয়, এবং সমগ্র উপাদানের অভাবে ও অন্যান্য কারণে অনেক স্থলে বাঞ্ছনীয় ধারাবাহিকতা সম্ভবপর হয় নাই। আশা

আছে, সংগৃহীত তথ্যগুলি অন্তত 'বহু সাহিত্যিককে লেখার খোরাক জোগাবে'। যদি এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ হয়, অধিকতর সুশৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের দিকে লক্ষ্য রাখা হইবে। প্রিয় 'শান্তিপুরের মহাভারতের' জন্য যদি কোথাও কিছু অতিরঞ্জন হইয়া গিয়া থাকে, এবং একান্ত অনিচ্ছায় সংশোধন-আশায় কোনও দোষের উল্লেখ করিয়া থাকি, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অনেক স্থলে, শান্তিপুরের অযথা নিন্দার প্রতিবাদ করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছি। সাধ্যমত, সত্য যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাস ও অর্থকরী জনপ্রিয়তা—এই দুইটির মধ্যে প্রথমটিকেই উচ্চতর স্থান দিয়াছি; নীতিহিসাবেও বটে, এবং সকলকে সন্তুষ্ট করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াও জীবনের মূলমন্ত্র ঐরূপভাবে গঠিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। গোচরীভূত উল্লেখযোগ্য সমালোচনার উত্তররূপে এই কয়টি কথা লিখিলাম।

যাঁহারা অর্থ, উপাদান, প্রতিকৃতির ফলক বা তন্মূল্য ও উৎসাহ প্রদান, পুস্তক-ক্রেতার সন্ধান, সহানুভূতিসূচক অধ্যয়ন, ত্রুটি-সংশোধন ও অনুরূপ কার্যের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বিরূপভাব প্রকাশ করিয়া মদীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষার সহায়ক হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ। দুই জন বিশেষ সাহায্যদাতার নাম কারণবশত লিখিত হইল না। উল্লেখযোগ্য দাতা বা সহায়কগণের নাম প্রদত্ত হইল, এতন্মধ্যে কয়েকজন শান্তিপুরবাসী নহেন—ডাঃ কেশবচন্দ্র লাহিড়ী (ইনি প্রথম ভাগের প্রায় অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন), বিভূতিভূষণ লাহিড়ী (দুর্ভাগ্যবশত এই বিশিষ্ট ও মহাপ্রাণ দাতার প্রতিকৃতি যথাসময়ে সংগৃহীত না হওয়ায় এই ভাগে দিতে পারা গেল না), মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব বাহাদুর, রায় কালীপদ মৈত্র বাহাদুর, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়,

হেমচন্দ্র রায় (ভবানীপুরস্থ রামকৃষ্ণ-মন্দির), সুবোধচন্দ্র গোস্বামী, পূর্ণচন্দ্র দে, মৌলবী মোজাম্মেল হক, রামচন্দ্র গোস্বামী, ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ, শশীন্দ্রশেখর নন্দী (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ), অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, উপেন্দ্রনাথ জ্যোতীরত্ন, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল লাহিড়ী, ক্ষিতীশচন্দ্র পাল, চণ্ডীচরণ দে, রাজলক্ষ্মী দেবী, এবং ইম্পারিয়াল ও কমার্সিয়াল লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীগণ। কেহ কেহ প্রথমে কিঞ্চিৎ দান করেন, কিন্তু পরে পুস্তক বা ফলকাদির জন্য ঋণী হইয়া পড়েন;—তাঁহাদের নাম এখানে প্রায়শ লিখিত হইল না। অপ্রীতি পরিহারের জন্য অনেক স্থলে পুস্তক বিতরণ-খাদে ফেলিয়া বন্ধন পরিষ্কার করিতে হইয়াছে। একান্ত দুঃখের বিষয় যে, আগ্রহশীল পরামর্শদাতা বিশ্বেশ্বর দাসমহাশয়ের জীবিতকালের মধ্যে এই ভাগ প্রকাশিত হইল না।

এবারেও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুযায়ী বানান অনুসৃত হইয়াছে। অনেক স্থলে সুবিধার জন্য নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' বা '৺' প্রদত্ত হয় নাই। স্বত পরত যে সকল অনিবার্য ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে, পাঠকবর্গ সেগুলি যেন অনুকম্পার চক্ষে দেখেন। নানা কারণে প্রেস হইতে পুস্তক বাহির হইতে প্রায় এক বৎসর বিলম্ব হইয়া গেল। 'টুথ'-প্রেসের স্বত্বাধিকারী সুধাংশুরঞ্জন সেনের সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। প্রতিকৃতিগুলি অন্য প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে প্রমাণ-পঞ্জী ও সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট দেওয়া সম্ভবপর হইল না। পরিশিষ্ট (অতিরিক্ত অংশসহ) এবং শুদ্ধি ও সংযোজন নামক দুইটি অংশ দিতে বাধ্য হইলাম; এবং প্রথম ভাগেরও শুদ্ধি-সংযোজন ও অধিকন্তর ধারা-বাহিক সূচী প্রদত্ত হইল। স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রসঙ্গগুলি গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহার্ঘ্যতার জন্য এই ভাগের মূল্য কম করিতে পারা গেল না, যদিও

এই আকারের অনেক তরল গ্রন্থের মূল্যাপেক্ষা ইহা কম ধার্য হইয়াছে। তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের সমাদর হওয়া না হওয়া জাতীয় শিক্ষা ও প্রবৃত্তির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। পাঠকগণের তৃপ্তি হইলে, এবং 'অত্যধিক' ব্যয় পূর্বের ন্যায় সঙ্কুলান হইলে, জীবনের এক-তৃতীয়াংশব্যাপী গুরু শ্রম সফল জ্ঞান করিব, এবং ৩য় ভাগ মুদ্রণে সাহসী হইব।

৩য় ভাগে প্রধানত ব্যক্তি ও বংশের বিবরণ থাকিবে; এবিষয়ে, শান্তিপুরের সাধারণের নিকট উপাদানের ও সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি। কালাচাঁদ দালালের সংগৃহীত শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় উপাদান নষ্ট হইয়া গেল; রাধিকানাথ মণ্ডল কর্তৃক সংগৃহীত উপাদানের অবশিষ্টাংশের প্রকাশ সম্ভবপর হইল না; এবং স্বজননাথ মুস্তোফীর সংগৃহীত অবশিষ্ট উপাদানও দৃষ্টিগোচরে আসিল না। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইবার পর সেরূপ সাড়া না পাওয়ায় মনে হয় যে, শান্তিপুরের প্রাচীন উপাদান দিবার মত লোক আর নাই। সুতরাং, এই ক্ষুদ্র সংগ্রহেই বর্তমানে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। সাধারণে যেন অপুষ্ট সন্তানের ন্যায় ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, এবং যাহাতে ইহা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরবর্তী ভাগে ও কালে প্রকাশিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করেন। ভগবদিচ্ছা পূর্ণ হউক! অকিঞ্চন তাঁহার উদ্দেশে গ্রন্থ সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত। বিস্তরেণালম্।

৫ই আশ্বিন, ১৩৪৯
১।১৪, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন,
লীলাবাস, ভবানীপুর, কলিকাতা
(বা বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষৎ, শান্তিপুর)

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় ভাগের সূচী

'বড় ও ছোট গৌড়ীয়া'-গদি—সীতা-ঠাকুরাণী : নন্দিনী, জঙ্গলী—শিষ্যাদি : গোকুলানন্দ—শান্তিপুরে ৺গৌরনিতাই-সীতানাথ-বিগ্রহ—শান্তিপুরের গোস্বামীদের কীর্তি-কথা, ও দুরবস্থা—গৌরমন্ত্র—অদ্বৈতাচার্য-সম্বন্ধীয় প্রমাণ-পঞ্জী।

প্রতিকৃতি

[প্রথম ভাগের বিশেষ সূচী

শুদ্ধি ও সংযোজন

[ক্ষুদ্রতর ত্রুটিগুলির উল্লেখ প্রায়শ করা হয় নাই। ( ) বন্ধনীযুক্ত পৃষ্ঠাগুলি প্রথম ভাগের বিষয়-সম্বন্ধীয়।]

পৃষ্ঠা ১৪—ছত্র ৮ মুর্শিদাবাদে
১৬—২ মুর্শিদাবাদে
১৮—পাদটীকা (১) 'শান্তিপুর')
২৬—১৮ } সমুদ্র
২৭—১৪
৪৮—১৮
৩২—১৮ পূর্ব
৩৮—পাদটীকা (৪) উত্তর-পূর্বে
—৭ পৌণ্ড
৪৩—পাদটীকা (১) পুণ্ড্র, পৌণ্ড্রবর্ধন
৪৪—১০ কাশ্মীরে
৪৫—পাদটীকা (১) পৃথক্
৬২—১৬ পৌণ্ড্র
৬৪—১৩ চরিতাভিধান
—১৭ রাজত্বকাল
৭০—পাদটীকা (১) বিষয়ে
৭৩—১৪ মোহন্ত
৭৬—৮ 'এই
৮২—পাদটীকা (৩) লালগোলাঘাট, বা কারণান্তরে
৮৮—পাদটীকা (৬) স্ট্র্যাণ্ড
৮৯—১০ চুয়াডাঙা
৯১—১৫ দরখাস্ত
৯৬ পৃষ্ঠাঙ্ক বসিবে।
—৯ বর্ধমানের
১০১—৫, ৯ } ম্যাজিস্ট্রেট
১০২—৫
৭০১—১১
১০২ } —পাদটীকা (১) তিন ভাগে
১১৪
১০২—পাদটীকা (৩) ৩য় ভাগে
১০৩—পাদটীকা (২) ৩য় ভাগে
১১০—১৬ অমূলক
১০২—১৮ পুলিশ-দারোগা বামাচরণ
১১৩—৬ বাঙালী
১১৫—শিরোনামা মিউনিসিপ্যালিটী
১২১—২০ স্ট্র্যাণ্ড

১২৫—৬ ৮-৯

১২৮—পাদটীকা (৩)

Dt. Gazetteer

১৩০—২২ পাদটীকা (২)

১৩৫—শিরোনামা ব্যবসায়

১৩৮—১২ দেশীয়

১৪৯—১ বাংলার

১৬২—১ দুর্গাপদ

১৬৩—১৬ পাখী

১৬৫—২৩ প্রস্তুত

১৬৭—পাদটীকা (৩) বিসর্জন

১৭১—শিরোনামা ৪র্থ

১৭৬—২ পুঁটে

১৭৭—শিরোনামা ধর্ম

—১৯ ঝুলন

১৮৮—১৫ গোপালপুরে

১৯২, ২০৯, ২২২, ২৩৪—

শিরোনামা ধর্ম

১৯৪—১২ সাধু

১৯৭—৪ জ্ঞানেন্দ্র

১৯৯—পাদটীকা (৩) নিতুবাবুর

২০৭—১৭ মিউনিসিপ্যাল

২০৯—১৪ এমবেট

২১৫—১১ রাঢ়া

২২৩—৪ পুনরায়

২২৫—পাদটীকা (২) উঠিয়া গিয়া পরপৃষ্ঠায় পাদটীকা (১) হইয়া বসিবে।

২২৬—৫ (১)

২২৭—১৬ বিধবা

২৬৬—৯ প্রতীক

২৪৭—২২ প্রাপ্ত হয়

২৬৭—২২ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪।৫।১৩৫৯ : যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও নারী-শিক্ষা

—পাদটীকা (১) যুবক

২৬৮—৫ : ১৭৫৲

—২১ হয়

২৭০—পাদটীকা (৭) তরঙ্গিণী

২৭১—৮ ভাটপাড়াদি হইতে

২৮৮—৩-৪ কার্তিকচন্দ্র দত্ত কিয়ৎকাল পূর্বকালের 'যুগান্তরের' সম্পাদক ছিলেন।

২৯২—৯ নিম্নের 'যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য ...' এইখানে বসিবে।

২৯৩—৬ সুতরাগড়ের জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবর্তক, বাতায়ন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ইত্যাদিতে কবিতা লিখেন।—যুবক, ১৩৪৯ আষাঢ়

২৯৬—২১ : ৩৪

৩০৪—পাদটীকা (১) পরিষৎও

৩১২—১০ জ্ঞানকর্মভক্তিসমন্বয়ঃ,
মহামায়া (সং)—নলিনীমোহন
সান্যাল

৩২০—২০ হুক ;
—২৪ চক্রবর্তী ; ঋতু
—২৫ এণাঙ্ক-প্রয়াণ (১৩৪৬)

৩২১—৫ কীর্তিগাথা

৩৪১—১৬ তাম্বূল

৩৬০—পাদটীকা (৩) বিদ্যালঙ্কার

৩৬৪—২১ চতুষ্পাঠী

৩৬৮—৪ শান্তিপুরে

৩৭৪—৭ রাধাবল্লভ

৩৭৬—১২ অদ্বৈতাচার্য

৩৮৫—৩ মোঠো

৩৯৪—৮ তিনি

৩৯৯—১৫ প্রেমবিলাস

৪২৮—১৮ ধর্ম

৪৫৭—১৪ নির্যাতিত

৪৬২—পাদটীকা (৩) ব্রাহ্মণীর

৪৭২—১৩ বিষহরী

৪৮০—১৪ দোষী

৪৯০—২০ নিত্যানন্দ

৫১৪—১ এখনও এইরূপ

৫২১—১,৭ রাঢ়া

৫২৮—২৩ সিদ্ধান্তে

৫৪০—৪ শান্তিপুরে

৫৪৩—১৯ মোহন্তেরা

৫৪৫—পাদটীকা (৩) রাঢ়ীয়

৫৫৩—১৮ অদ্বৈতচরিত (হস্তলিখিত)

৫৫৯—১৩ রায়

৫৬১—১২ চট্টোপাধ্যায়

৫৬৮—১৪ গল্পটি

৫৭৫—১১ 'করচা'
—২১ গণের

৫৭৭—৭ দেখা

৫৯০—৫ ।(২)

৫৯৫—১২ চৈতন্য
—১৮ ভূতপূর্ব

৬০০—১৩ } মুরলীমোহন
৬১২— ৮ }

৬০০—২০ সমালোচক (কাব্য)

৬০৯—২২ মম

৬১১—৪ নলিনীমোহন সান্যাল
ভাষাতত্ত্বরত্নের 'বিবিধ প্রসঙ্গ
(পৃ ১০৩…)' পুস্তকে কবির
সম্বন্ধে অনেকখানি লিখিত
হইয়াছে।

৬০৩—১৮ ব্রজনাথ
—১৩ তেমু

৬২২—১ সজোরে

—১২ ষড়্ভুজ-মূর্তি

৬৫৩—১০ ৩০শ

৬৫৫—১০ ভাগবতের কোনও

—২৩ বংশতালিকা

৬৭৭—১০ ভ্রাতু

৬৮৬—২১ ডাণ্ডায়

৬৯৩—১ Geikie's Introductory

৬৯৪—৮ এণাঙ্ক

৭১৩—১৫ কেদার রায় (কেদার); বিয়ের পরে

৭১৫—১৮ : ৩০।৪।৪৯ (?) স্থলে ৫।৫।৪৯ (পৃ ২৫৪) হইবে।

৭২২ — ১৪ ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর দুইটি বিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়ার জন্য পেটেণ্ট লওয়া হইয়াছে।—১ম : সেলুলাস এসিটেট-সম্বন্ধে (সিনেমা-ফিল্ম, খেলানা, কৃত্রিম রেশম ও বার্ণিস প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়); ২য় : ইহাতে যে কোন প্রকার তৈল বা চর্বি হইতে প্রস্তুত সাবানকে উত্তম কাপড়-কাচা অথবা গায়ে মাখা সাবানে পরিণত করা যায়। — আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯।৫।১৩৪৯; Amrita Bazar Patrika, 15.9. 1942

(৭৩১) জন্মকুণ্ডলীতে ৪ কোণে ৪টি দাঁড়ি (ফাঁক আছে) টানিয়া লইতে হইবে।

(৭৩৫)—১৬-৭ কল্যাণকুমার, বি-এ

(৭৫১)—২০ রেবতীর

(৭৫৪)—৮ খাঁ

(৭৬০)—১২ কীর্তন

(৭৬১)—১৫ যুবক, ১৩৪৯ আষাঢ় (পৃ ৪) : ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের উক্তি

(৭৬৩) – ৭ এই গণ-আন্দোলনে (?) শান্তিপুরে মিছিল, বক্তৃতাদি, থানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার (১১ জন) যথারীতি হয়। মিউনিসিপ্যালিটি সরকারী নীতির প্রতিবাদ করে।—Amrita Bazar Patrika, 18.9. 1942; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪,৫।৬।১৩৪৯

৭৬৭—৮ দত্ত ২৮৮

৭৮৫ —৮ স্বেচ্ছা

(৮)—১২ শান্তিপুরের

(৯)—১৯ ওতপ্রোত

[১ম ভাগ, পৃ ২৯২, ছত্র ২১—
তেজচন্দ্র কলিকাতায় বাটী নির্ম্মাণ
করিয়া বাস করেন।]

৩১৭—১৩ ৫ পরিশিষ্ট

৬০৫—১১ প্রিয়

শান্তিপুর-পরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
জগদেতদসদিত্যবধারয় ॥"

"Your orthodox historian puts
In foremost rank the soldier thus,
The red-coat bully in his boots,
That hides the march of men from us."

—Thackeray : Chronicle of the Drum

কলিকাতা হইতে ৫৮ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং নদীয়া-জেলার রাণাঘাট-মহকুমার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম ও বৈষ্ণব তীর্থ শান্তিপুর ভাগীরথীর উত্তর তীরে বিরাজমান। ইহার লঘিমা ২৩° ১৩′ ২৪″ উত্তর, এবং দ্রাঘিমা ৮৮°২৯′৬″ পূর্ব। (১) ইহা নদীয়া-জেলার নগরাদির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপূর্ণ, এবং এ বিষয়ে এককালে বঙ্গের মধ্যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান চতুঃসীমা

(১) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., Vol. II (1875) ; বিশ্বকোষ (১ম সংস্করণ)। লঘিমা ২৩°:৫′ উত্তর, এবং দ্রাঘিমা ৮৮°২১′ পূর্ব।—Nadia Dt. Gazetteer (1910)

এইরূপ—উত্তরে গোবিন্দপুর, বাবলা ও নির্ঝরিণীর বা নির্ঝরের (নেজোর) খাত; পূর্বে নির্ঝরের খাত, কন্দখোলা, ছোট রাণাঘাট, বাতনা, ঘোড়ালিয়া, বেহারিয়া, ফুলিয়া, বয়রা (বদরিকা), মালিপোতা, ইত্যাদি; দক্ষিণে ভাগীরথী (ও চর); এবং পশ্চিমে হরিপুরের খাল, হরিপুর, ব্রহ্মশাসন, রঘুনাথপুর ও বাগাঁচড়া। শান্তিপুরের পশ্চিম অংশস্থ সুতরাগড়-নিবাসী খুন্দকারবংশীয় কাজেম আলিকে আকবর বাদশাহ যখন শান্তিপুর খেলায়ৎস্বরূপ প্রদান করেন, তখন তিনি যে পাঞ্জা (ছাড়পত্র) দেন তাহাতে শান্তিপুরের চতুঃসীমা কিঞ্চিৎ অন্যরূপ লিখিত আছে। (১)

শান্তিপুর বহুকাল পূর্বে ভাগীরথীগর্ভে বিলীন ছিল। নানা স্থানীয় খাতসকল দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের পার্শ্বস্থ জমি ক্রমে ভরাট হইয়াছে। কূপাদি খননকালে ৫।৬ ফুট মৃত্তিকানিম্নস্থ বালুকামধ্যে প্রাপ্ত নৌকাদির ভগ্নাবশেষ উক্ত কথার সাক্ষ্য দেয়; মাত্র ১৫।১৬ হস্ত খনন করিলেই বালুকানিম্নস্থ জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামনগর-পল্লীতে এইরূপ খননে প্রাপ্ত একটি চকোর কাষ্ঠ অদ্যাপি বর্তমান আছে। (২)

অদ্বৈতাচার্যের সময় শান্তিপুরের পরিমাণ ও সীমা এইরূপ ছিল।—

শান্তিপুর গ্রাম হয় যোজন প্রমাণ।
প্রভু কহে নিত্যধাম মথুরা সমান॥
বৈকুণ্ঠে বিরজা নদী বহে চতুর্দিগে।
শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিন ভাগে॥ (৩)

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২২৫; সারাগড়—সুরুগড়; বোধ হয়, সারাগড় হইতে সুতরাগড় পর্যন্ত একটি কেল্লা ছিল; অথবা, কেল্লার দুই দিকে দুই পরিখা ছিল।)

(২) যুবক, ১৩১৫ বৈশাখ; কুমুদনাথ মল্লিক—নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩১৪) (৩) হরিচরণ দাস—অদ্বৈত-মঙ্গল

এই মতে, তখন শান্তিপুরের উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। উত্তরদিকস্থ বাবলা হইতে পূর্বদিকস্থ ঘোঁড়ালিয়ার নিকট ভাগীরথী পর্যন্ত প্রসারিত নির্ঝরের খাত এখনও বর্তমান, ইহা বর্ষাকালে জলপূর্ণ হয়। দক্ষিণে গঙ্গা এখনও প্রবাহিত, তবে মধ্যে ১॥ মাইল (উত্তর-দক্ষিণ) × ৩ মাইল (পূর্ব পশ্চিম) পরিমাণ চর পড়িয়াছে,—এই চরে বর্ষাকালে জল আসে, ইহাকে 'বাঁওড়ের খাল' বলে। মধ্যে গঙ্গা স্ট্র্যাণ্ড রোডের অব্যবহিত নিম্নে প্রবাহিত ছিল, ক্রমে ক্রমে উহা সরিয়া যাইতেছে। অদ্বৈতাচার্যের সময় গঙ্গা বর্তমান পাকা স্ট্র্যাণ্ড রোডের (১) কিয়দ্দূর দক্ষিণে অবস্থিত নগর-সীমান্তের নিম্নে প্রবাহিত ছিল। (২) উক্ত চরে বর্তমানে ধান, যব, গম, মটর, মসুর, কলাই আদি শস্য এবং বিস্তর বাবলাবৃক্ষ জন্মে, এবং ইহার কতিপয় বিল ও দহে প্রচুর মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঁওড়ে জল আসিলে নগরের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, নৌকায় বাচখেলা আরম্ভ হয়, এবং স্ট্র্যাণ্ড রোডের শোভা বৃদ্ধি পায়; এবং পশ্চিম দিকের ভেড়ীবাঁধ কাটিয়া দিলে, হরিপুরের খালে জল ও মৎস্য প্রবেশ করে। গঙ্গা সরিয়া যাওয়াতে নগরের স্বাস্থ্য ও ব্যবসায়ের হানি হইয়াছে। পূর্বে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীরা (৩) এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা স্বাস্থ্যলাভার্থ শান্তিপুরের গঙ্গায় বজরা লইয়া অবস্থান করিতেন।

---

(১) ১২৮২ সালে কাঁচা স্ট্র্যাণ্ড রোড নির্মিত হয়; তার পর মহকুমা-হাকিম নবীনচন্দ্র সেনের সময় উহা পাকা হয়। পূর্বে (১২৩০ সালের পর) গঙ্গার জল গ্রামের মধ্যে, কখন কখন চৌগাছা-পাড়া পর্যন্ত, প্রবেশ করিত।

(২) 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(৩) "তখন নদীয়া-জেলা পদ্মানদীর পর (দক্ষিণ)-পার হইতে

মেজর জে রেণেলের মানচিত্রে শান্তিপুর (বৃহৎ অক্ষরে লিখিত) ভাগীরথী হইতে বহু দূরে প্রদর্শিত আছে। তৎকালে ভাগীরথী ফুলিয়া ও নবলার পার্শ্ব দিয়াও প্রবাহিত হইত, এবং নবলা হইতে একটি খাল পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া হরিনদীর উত্তর-পূর্ব দিক্ পর্যন্ত যাইত; এই বাঁওড়ের প্রায় ১। মাইল উত্তর দিকে শান্তিপুর এবং দক্ষিণ দিকে বয়রা অবস্থিত ছিল। (১) হলওয়েল ১৭৬৬ খৃস্টাব্দে তৎকর্তৃক

গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং শান্তিপুর নদীয়া-রাজধানীর সন্নিকটে সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত।”—যুবক, ১৩২৬ আষাঢ়। নদীয়ার জলবায়ু এককালে এত উৎকৃষ্ট ছিল যে, ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে ইংরাজ-কোম্পানীর গভর্ণর দুইবার নদীয়ায় স্বাস্থ্যলাভার্থ আগমন করেন। —Abstract of Letters from Bengal to the Court of Directors; Wilson—Early Annals of the English, Vol. II (p. 96); নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃঃ ৯১-২); স্বাস্থ্য-সমাচার, ১৩২১ শ্রাবণ (পৃঃ ১১১-২)

(১) The Hooghly River from Naddeah to the Sea with Balasore Road (১৭৭৪ খৃস্টাব্দে জরিপীকৃত, ১৭৮০ খৃস্টাব্দে বিলাতে প্রকাশিত); বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃঃ ৬৮৭); সুজননাথ মুস্তৌফী—উলা; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃঃ ৩৩৩); ভারতবর্ষ, ১৩৪১ ভাদ্র (পৃঃ ৩৪৮), ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ (পৃঃ ৯৩৫); G. A. Searle—Project of a Navigable Canal from the Ganges at Sahibgunge to Calcutta (1871), Bengal Dts. Map. “রেণেলের মানচিত্র হইতে দৃষ্ট হয় যে, ফুলিয়ার নিম্নে গঙ্গায় দুইটি বাঁক ছিল। উহার ফলে নদীর বেগ-জনিত ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্বকূলের বহু নগরগ্রামাদি সময় সময় বিধ্বস্ত হইয়াছে।......সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাণ্ডেল ও অগ্রদ্বীপের মধ্যে পুনরায় ভাগীরথীর উভয় কূলের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। (Blochman—J. A. S. B)”—পঞ্চপুষ্প, ১৩৪০ আশ্বিন (পৃঃ ৮)

প্রকাশিত মানচিত্রে শান্তিপুরের অবস্থান নদী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) স্তর স্ট্রেনশাম (Straynsham) মাস্টার কোম্পানীর কারবারের পরিদর্শকরূপে ১৬৭৬ ও ১৬৭৯ খৃস্টাব্দের আগস্ট-ডিসেম্বর মাসে তাঁহার ভাগীরথী-ভ্রমণের দৈনন্দিন লিপি রাখেন, এবং স্তর রিচার্ড কার্ণ্যাক টেম্পল টীকাটিপ্পনী ও মানচিত্র সহ এই ডায়েরী প্রকাশ করেন ;—টেম্পলের এই মানচিত্রে শান্তিপুর ভাগীরথী হইতে দূরে প্রদর্শিত আছে। (২) ট্যাভার্ণিয়ার লিখিতেছেন যে, তিনি ইং ১৯।২।১৬৬৬ তারিখে 'নদীয়া' নামে একটি বৃহৎ নগর অতিক্রম করেন, এবং ইহা জোয়ারের শেষ সীমা। (৩) অনুমান হয় যে, তিনি ঐ সময় শান্তিপুর-তলবাহিনী ভাগীরথী দিয়া গমন করেন।

"শান্তিপুরের নিকটবর্তী অধুনাপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতপ্রভুর আশ্রমস্থান (৪) বাবলা-গ্রামের পাদদেশ (পশ্চিম দিক্) দিয়া ও উলা হইয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, ইহা খাতগুলির অবস্থান ও নিম্নভূমির বিস্তৃতি দেখিয়া অনুমান হয়।......কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে (১৫৮৮-৯ বা ১৫৯৭-৯ খৃ) দেখা যায় যে, গঙ্গা গুপ্তিপাড়া ও শান্তিপুর হইয়া উলা দিয়া প্রবাহিত ছিল।...... ১৬৫৭।৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গঙ্গা উলার পার্শ্ব দিয়া বহিয়া যাইত। গঙ্গা সরিয়া যাওয়ায় (খাল মাত্র অবশিষ্ট ছিল) রঘুনন্দন মুস্তৌফী (৫) ১৭০৭-৮

---

(১) Interesting Historical Events ; শরদিন্দুনারায়ণ রায়—চিত্রে নবদ্বীপ (পৃঃ ৩৩) ; নিম্নে দ্রষ্টব্য।

(২) ভারতবর্ষ, ১৩৪১ ভাদ্র (পৃঃ ৩৪৯-৫০)

(৩) Travels in India, Vol. I (p. 133)

(৪) 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। বাবলার প্রবাহ, বোধ হয়, নির্ঝরমাত্র ছিল।

(৫) 'রাধামোহন গোস্বামী-ভট্টাচার্য'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। মহারাজ

খৃস্টাব্দে (বাং ১১১৪ সালে) উলার বাস উঠাইয়া হুগলীর শ্রীপুরে যাইয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন।......'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে (আনুমানিক ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে রচিত) প্রকাশ আছে যে, গঙ্গা পলাশী, কাটোয়া, বারহাট, ইন্দ্রাণী, মাটিয়ারী, অগ্রদ্বীপ, পাটুলী, নবদ্বীপ, অম্বিকা, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, উলা, চাকদহ, ত্রিবেণী, ইত্যাদি স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। (১)...তৎকালের ইউরোপীয় বণিক্‌গণ কলিকাতা ও হুগলী হইতে জলপথে কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদাদি স্থানে যাইতে হইলে শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া ও অম্বিকা-কালনার নিকট দিয়া যাইতেন।......রেণেলের মানচিত্রে উলা ('Hallow') হইতে বহুদূরে নবলা ও ফুলিয়ার নিকট দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত, এবং উলাকে একটি খালের উপর অবস্থিত দেখা যায়। ...খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের পার্শ্বদেশ হইতে ভাগীরথী-গঙ্গা সরিয়া গিয়া অন্য খাত দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, হুগলী নদী বা ভাগীরথীর নিম্নাংশ দিয়া পূর্বে যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হইত তাহা আর হইতে পারিত না।" (২)

কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র ও এই রঘুনন্দন মুস্তৌফী দুই জনে ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।—সুজননাথ মুস্তৌফী : উলার মুস্তৌফী-বংশ (পৃঃ ১০০)। সুজননাথ বাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, রঘুনন্দন মুস্তৌফী বাং ১২২৫ (১১১৪।৫ ?) সালে উলা ত্যাগ করেন।—ভারতবর্ষ, ১৩৩১ ভাদ্র (পৃঃ ৩৭৯), অগ্রহায়ণ (পৃঃ ৮৭৯)। উলাবাসীরা প্রায় ৪০।৪২৲ টাকা ব্যয় ও নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া শান্তিপুরের নিকট শব সৎকারার্থ লইয়া যাইত।—সুজননাথ মুস্তৌফী : উলা (পৃঃ ১৯০)

(১) সম্ভবত গঙ্গা বর্তমান কালের ন্যায় শান্তিপুরের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইত, এবং তৎপরে ফুলিয়ার নিকট বাঁকিয়া উলা পর্যন্ত যাইয়া আবার ফিরিয়া বহিত।

(২) সুজননাথ মুস্তৌফী—উলা (পৃ ৬, ১০-১২, ১৫)

"কোথায় রন্ধন কোথা চিড়া খণ্ড কলা।
নবদ্বীপে উত্তরিল বেণিয়ার বালা॥
চৈতন্য-চরণে সাধু করিল প্রণাম।
সে ঘাটে রহিয়া করে রন্ধন ভোজন॥
রজনী প্রভাতে সাধু মেলি' সাত নায়।
নবদ্বীপ পাড়পুর এড়াইয়া যায়॥
ত্বরায় চালায় তরী তীরের পয়াণ।
মৃজাপুরের ঘাটে ডিঙা করিল চাপান॥
নায়্যা পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মুলুক॥
বাহ বাহ বল্যা ঘন প'ড়ে গেল সাড়া।
বামভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া॥
উলা বাহিয়া খিসমার আশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙা ভাসে॥
মহেশপুর সদাগর বাহিল তখন।
ফুলিয়ার ঘাটে ডিঙা দিল দরশন॥" (১)

এখানে ধনপতি সদাগরের সিংহলযাত্রার পথের কথা লিখিত হইল। ধনপতি ও তৎপুত্র শ্রীমন্তের (শ্রীপতির) (২) সিংহলের পথে

(১) কবিকঙ্কণ চণ্ডী; ভারতবর্ষ, ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ (পৃ ৯২৯); শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (পৃ ৬৪): কবিকঙ্কণ-কাব্যে বাংলার বহির্বাণিজ্য-বিবরণ

(২) ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। "জগজ্জীবনের মনসার ভাসানে আছে,—গৌড়ের অন্তঃপাতী চম্পাইতে (চম্পানী নগরে) কোটীশ্বর নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। কোটীশ্বরের

এইরূপ বাণিজ্যযাত্রা বা শ্রীমন্তের বাণিজ্যার্থ শান্তিপুরে আগমন অন্যত্র (১) বর্ণিত হইয়াছে। মনস্বী ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন (২)—"গত শতাব্দীতে শান্তিপুরের অব্যবহিত নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। এখন মধ্যে প্রায় এক বর্গ মাইল চর পড়িয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে শান্তিপুরের ইতিহাসের ঠিক (৩) উপাদান পাওয়া যায় না। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র (খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী) বোধিদ্রুমের শাখা লইয়া এই ভাগীরথী দিয়াই, হয় ত, সিংহলে গিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ানও (৩৯৯—৪১৪খৃ), হয় ত, এই পথ দিয়াই সমুদ্রে গিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। চাঁদ সদাগর ও শ্রীমন্তের যাত্রাও, হয় ত, এই পথে হইয়াছিল।" (৪) কিন্তু "যে নদীপথে শ্রীমন্ত সদাগর

পিতার নাম রাজা ধনঞ্জয়। চন্দ্রপতি বা চন্দ্রভব, অথবা, চন্দ্রধর কোটীশ্বরের পুত্র। ইনিই বিখ্যাত চাঁদ সওদাগর (গন্ধবণিক্)। রাজা বিক্রমকেশরীর সময়ে চাঁদ বর্তমান ছিলেন। বিক্রমকেশরী উজানীনগরে রাজত্ব করিতেন, এবং গৌড়রাজ্যের করদ ছিলেন। চম্পাই ও উজানী নিকটবর্তী স্থান।...অজয়নদের তীরবর্তী মঙ্গলকোটের নিকট উজানীনগরে ধনপতি দত্ত ও তৎপুত্র শ্রীপতি দত্ত (শ্রীমন্ত সদাগর) বাস করিতেন।"—রজনীকান্ত চক্রবর্তী : গৌড়ের ইতিহাস। এখনও গন্ধবণিক্‌দের মধ্যে কেহ কেহ চাঁদ সদাগরের বংশসম্ভূত বলিয়া দাবী করেন এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়।

(১) দেবগণের মর্ত্যে আগমন (২য় সংস্ক), কুশদ্বীপ-কাহিনী ; সুজননাথ মুস্তোফী—উলা (পৃ ৬) ; ভারতবর্ষ, ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৯৬২), ১৩৩৭ বৈশাখ (পৃ ৬৮০) ; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯৬) (২) Travels of a Hindoo ; পরে দ্রষ্টব্য। (৩) পরে দ্রষ্টব্য। (৪) শান্তিপুর উক্ত দুই সময়ে বর্তমান ছিল কিনা সন্দেহ, এবং ফা হিয়ান সিংহল হইতে সমুদ্রপথে দেশে ফিরেন।

পোতে গমন করিয়া মহাঝড়বৃষ্টিতে মগরায় পতিত হইয়াছিলেন, সে নদীর চিহ্নমাত্র নাই বলিলে বেশী বলা হয় না।" (১)

চন্দ্রধর বা চাঁদ বেণের বাণিজ্যযাত্রা এই পথেই হয় বলিয়া লিখিত আছে।—

ইন্দ্রাণী বাহিয়া নদীয়ায় উপনীত।
আঁবুয়া ফুলিয়া গিয়া চাপায় বুহিত ॥
রন্ধ[ন] ভোজন করি' গোঁয়ায় রজনী।
বাহো বাহো বলিয়া ডাকে নৃপমণি ॥
বুহিত্র বাহিয়া সুখে চলিল প্রভাতে।
ফুলিয়া বাহিয়া গিয়া হৈল উপনীতে ॥
গুপ্তিপাড়া বাহিয়া মির্জাপুর আইসে।
ত্রিবেণী লাগায় ডিঙা বলে বিপ্রদাসে ॥ (২)

চাঁদ সদাগরের সপ্ত ডিঙা বহু পণ্য ও ধনজনসহ পূর্বোক্ত নির্ঝরে মগ্ন হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে কভু মিলে কত ধন,
বাদশাহী আমলের সুন্দর গঠন।—
রজত-কাঞ্চন মুদ্রা কিবা পরিপাটী,
বিশুদ্ধ ধাতুর, শঙ্খকড়ি মাখা মাটী।
ভাগ্যগুণে কত জনে পেয়ে এই ধন,
'চাঁদ সদাগরে' মনে করয়ে স্মরণ।" (৩)

(১) সারদাচরণ মিত্র—পুরন্দর খাঁ; তপোবন, ১৩৪৪ মাঘ (পৃ২৪২)

(২) বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল; সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম ভাগ (পৃ ১১৩)

(৩) যুবক, ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ (কবি হরিচরণ দে কর্তৃক লিখিত)

কিন্তু কাণা হরিদত্তের পরে ১৪৯৪ খৃস্টাব্দে লিখিত বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' (১) চাঁদ সদাগর বা বেহুলার শান্তিপুরতলস্থ ভাগীরথী দিয়া গমনের কোন উল্লেখ নাই। চাঁদ সদাগরের নিবাসভূমি চম্পকনগর বিভিন্নমতে ত্রিপুরায়, বর্ধমান বা মেদিনীপুর-জেলায়, ভাগলপুরের সন্নিকটে, ধুবড়ীতে, বগুড়ার নিকটবর্তী মহাস্থানে, দিনাজপুর-জেলার সনকাগ্রামে বা দার্জিলিংএ রণিৎ নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। "কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস যে, চাঁদ বেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনামূলক।" (২)

কেহ বলেন যে, কোনও এক সদাগর বাবলার দক্ষিণের প্রবাহ দিয়া যাইতে যাইতে কুতুবপুরের ৺চণ্ডীর নিকট মানত করিয়া তাহা পূর্ণ না করায়, প্রবাদমতে, তাঁহার সাতখানি ডিঙা জলমগ্ন হয় (এই জন্য ঐ গ্রামের নাম 'ডিঙিপোঁতা'), এবং তৎপরে তিনি শান্তিপুরের উত্তর-পূর্বে বানকের প্রবাহের ধারে প্রতিষ্ঠিত ৺লোহাজাঙি ঠাকুরের নিকট গিয়া ঐ মানত পূর্ণ করেন। (৩)

> "ডাহিনে সমুদ্রগড় বসতি প্রচুর।
> রত্ননদী বাহি' যান বামে শান্তিপুর ॥
> সপ্তগ্রাম দিয়া নৌকা গমন করিল।
> ত্রিবেণীর ঘাটে ডিঙা প্রবেশ করিল ॥" (৪)

(১) প্রামাণিক গ্রন্থ। (২) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক)। চাঁদ সদাগর নবম শতাব্দীর লোক হইতে পারেন; ১৪টি স্থান তাঁহার বাসভূমি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৭ (পৃ ১৫৭; কার্য-বিবরণ, পৃ ৪২-৫)।

(৩) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (পৃ ৪১-৩)

(৪) রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্তৃক সংগৃহীত 'বিশ্বেশ্বরের সত্যনারায়ণের পুথি'—গৃহস্থ, ১৩২০ আশ্বিন (পৃ ৯৪৪)

১৭৮১ খৃস্টাব্দে উলার দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন (১)।—

পাটুলি দক্ষিণে করি,' প্রেমানন্দে সুরেশ্বরী,
নবদ্বীপ সমীপে আইলা।
গঙ্গাকে সারদা ক'ন, মম ভক্ত বিবরণ,
আছে হেথা বলিয়া চলিলা॥
অম্বিকা পশ্চিম পারে, শান্তিপুর পূর্বধারে,
রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।
উল্লাসে উলায় গতি, বটমূলে ভগবতী,
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া॥" (২)

"(তখনকার) গঙ্গার একটি শাখা বাবলার দক্ষিণ ভাগ দিয়া কিয়দ্দূর গিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, তৎপরে বানক ও নির্ঝরের মধ্য দিয়া সারাগড় হইয়া বক্সারের ঘাটে মূল গঙ্গার সহিত মিলিত হয়।......এই শাখা স্বরূপ-গঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত নদীয়া-মহারাজের বাগানবাড়ী বা গঙ্গাবাসের জন্য নির্মিত 'গঙ্গাবাস' বা 'আনন্দবাস' নামক গ্রামের দক্ষিণভাগ দিয়া এবং বাগাচড়ার নিকটবর্তী সগুণা ও ভালুকা-গ্রামের উত্তর-ভাগ দিয়া বহির্গত

(১) গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী (১২৮৪ সালের সংস্ক, পৃ ২৭৪)

(২) "উলার নীচে একটি নদীগর্ভাকার স্থানকে তথাকার লোকে 'বারোমেসে' বলে। অনেকে অনুমান করেন যে, জাহ্নবী (গঙ্গা) পূর্বে সেই স্থানে প্রবাহিত ছিলেন।"—বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক) : উলা ; সুজননাথ মুস্তৌকী—উলা (পৃ ৯)। কবি কৃষ্ণরাম-প্রণীত 'শীতলা-মঙ্গলে' হৃষীকেশ সদাগরের দক্ষিণ পাটনাযাত্রার প্রসঙ্গে ভাগীরথী ও শান্তিপুরের উল্লেখ আছে।—বিশ্বকোষ (১ম সংস্ক), ৫ম ভাগ : গুপ্তিপাড়া

হইয়া বক্রগতিতে পূর্বাভিমুখে আসিয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়। তাহার একটি শাখা পশ্চিমে বাগাঁচড়ার বাগ্‌দেবীতলা দিয়া (১) সাবেক গঙ্গায় মিলিত হয়।·· ···অপর শাখাটি পূর্বাভিমুখী হইয়া দিগ্‌নগরের পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া গোবিন্দপুর ও ডিঙ্গিপোঁতা গ্রামের পার্শ্ব দিয়া আসিয়া দুইটি শাখা হইয়া পড়ে। ইহাদের একটি শাখা পশ্চিমাভিমুখে রঘুনাথ-পুরের সন্নিকটস্থ রঘু মণ্ডলের দীঘিতে মিলিয়া তথা হইতে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে শান্তিপুরের 'মেলের মাঠের' মধ্য দিয়া আসিয়া 'পালের দীঘি', ফাঁড়ির গর্ত, সরিবৎ উল্লার পুকুর (সরের পুকুর), লঙ্কাপুকুর, রায়পুকুর, সাহাদের পুকুর, ইত্যাদি স্থান দিয়া মূল গঙ্গায় মিলিত হয়। অপর শাখাটি ডিঙ্গিপোঁতা ও কুতুবপুরের পার্শ্ব দিয়া পূর্বাভিমুখে কিয়দ্দূর আসিয়া স্টেশনের উত্তরস্থ পুলের (২) মধ্য দিয়া বাবলার দক্ষিণভাগ, বানক ও নির্ঝর হইয়া পূর্বোক্তমত মূল গঙ্গায় মিশে। ······কোনও সময়ে বাবলা হইতে ঐ শাখাটি উলা-খিসমা বৈঁচি হইয়া ফুলিয়ায় আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। (৩)······হরিনদী শান্তি-পুরের বন্দর ছিল। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আত্মজীবনীতে (৪) আছে, 'দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী'। তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ নৃসিংহ ওঝার সময়েও ফুলিয়ার নিকট দিয়া গঙ্গা-প্রবাহ বিদ্যমান ছিল।" (৫)

(১) 'ডাহিনে বাগ্‌দেবী নদী'—গোবিন্দদাসের করচা।

(২) স্টেশনের ৪ ফার্লং দূরে অবস্থিত নারায়ণ বাবুর পুলের নিকটে গঙ্গার এই শাখার রাজা রুদ্র স্নান করিতেন বলিয়া প্রবাদ।

(৩) এই উপশাখার বিভিন্ন সময়ে আরও পাঁচটি প্রবাহ ছিল।

(৪) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্ক)

(৫) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (পৃ ৩৮-৪৫)। এই প্রবন্ধে লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেব বাবলার নিম্নস্থ গঙ্গা দিয়া অদ্বৈতা-শ্রমে উপনীত হন; এ সম্বন্ধে 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

মৌলবী মোজাম্মেল হক লিখিয়াছেন—"বর্তমান নবদ্বীপের অর্ধ মাইল পূর্বে গঙ্গানদীর পূর্বপারে এবং প্রাচীন নবদ্বীপের, অর্থাৎ, মেয়াপুর ও বামনপুকুরিয়া পল্লীদ্বয়ের দেড় মাইল দক্ষিণে খড়িয়া বা জলঙ্গী-নদীর দক্ষিণ ধারে মহেশগঞ্জ গ্রাম আছে। মহেশগঞ্জের দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া একটি প্রাচীন জলপ্রবাহের খাত টেংরা, আমঘাটা, গঙ্গাবাস, উশিদপুর, ভালুকা, কুঁদপাড়া, শিংডাঙা, কুর্শী, টেয়াবালি, গোয়ালপাড়া, কুলে, হিজুলী, বাঁকিপুরাদি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রায় ৫।৬ মাইল চলিয়া আসিয়া বাগাঁচড়া গ্রামে বাগ্দেবীর খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ খাতটির স্থানে স্থানে কালের গতিতে মাটী ভরাট হইয়া গিয়াছে, এবং ইহা স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে,—যেমন, অলকার বিল, গোপেয়ার বিল, বাগ্দেবীর খাল, ইত্যাদি। বাগ্দেবীর খাল বাগাঁচড়া গ্রামের উত্তর দিয়া গঙ্গা-নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্ষাকালে গঙ্গার জল এই খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রাচীনকালে ইহা যে একই জলপ্রবাহে পরিণত ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এবং ইহা যে বাগ্দেবী-নদী নামেই খ্যাত ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। এই বাগ্দেবী-নদী নদীয়ার নিকট দিয়াই প্রবাহিত হইত। তখন নদীয়া গঙ্গানদীর পূর্ব-উত্তর তীরে এবং পদ্মার শাখানদী জলঙ্গী বা খড়িয়ার পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল; তাহা হইলে বাগ্দেবী-নদী গঙ্গা বা পদ্মা ইহার কোনটি হইতে বহির্গত হইয়াছিল বলিতে হয়।··· হরিপুরে বাগ্দেবী প্রতিষ্ঠিতা।" (১)

বড়-গোস্বামী-পাড়ার হুড়ো, পাগলা-গোস্বামীপাড়ার প্রাচীন বঙ্গ-বিল, এবং শান্তিপুরের মধ্যবর্তী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নানা খাত দৃষ্টে বুঝা যায় যে, এককালে সমগ্র শান্তিপুর গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহে পরিব্যাপ্ত ছিল;

(১) গোবিন্দদাসের করচা (কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়)

অবশ্য তৎপূর্বে শান্তিপুর গঙ্গাগর্ভে ছিল। কেহ বলেন যে, এককালে চৌগাছাপল্লীর ভিতর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল; এবং গঙ্গাতীরস্থ চারিটি প্রাচীন বৃক্ষের জন্য ঐ পল্লীর নাম 'চৌগাছা' হয়,—উহার মধ্যে একটি বৃক্ষ অদ্যাপি বর্তমান আছে। (১)

ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর এজেণ্ট বা গভর্ণর হেজ সাহেব লিখিয়াছেন যে, কোম্পানীর সোরাবাহী (২) তরণীগুলি ফুলিয়ায় থামিত। (৩) প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, ইং ২৯-৩০।৬।১৭৫৬ তারিখে উপরিলিখিত হলওয়েল সাহেবকে বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে লইয়া যাইবার পথে শান্তিপুরের সম্মুখবর্তী স্থানে (৪) একখানি বৃহৎ নৌকায় (৫) করিয়া আনা হয়। হলওয়েল 'কলিকাতা-অঞ্চলের দুর্দান্ত (৬) জমিদার' ছিলেন, এবং অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণের প্রচারক বলিয়া খ্যাত। কিন্তু হলওয়েল-লিখিত অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ যে অপ্রামাণিক বা অতিরঞ্জিত, এবং গ্রে (ছোট) সাহেবই যে ইহার প্রথম প্রচারক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে; হলওয়েলের বর্ণনায় তারিখাদিরও গোলমাল আছে। (৭) লং সাহেবও তাঁহার প্রবন্ধে

---

(১) শান্তিপুর-স্মৃতি (পৃ ২১)

(২) পূর্বে শান্তিপুরে অনেকে নোনালাগা প্রাচীরাদি হইতে বিক্রয়ার্থ সোরা সংগহ করিত।

(৩) চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষ, ১৩৪১ ভাদ্র (পৃ ৩৪৯)

(৪) 'Opposite to Santipore'

(৫) Wollack (৬) Black

(৭) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—সিরাজদ্দৌলা; Modern Review, 1931 March: Further Light on the Black Hole; Calcutta Municipal Gazette, 20, 27.7. 1940: Holwell

(১) হলওয়েলের শান্তিপুরগমনের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। হলওয়েল লিখিয়াছেন যে, শান্তিপুরের জমিদারগৃহ নদী হইতে ১॥ মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত ছিল, এবং শান্তিপুরের নিকট নদীর জল হ্রাস হওয়ায়, তরী

---

and the Black Hole; ভারতবর্ষ, ১৩২৩ আষাঢ় (পৃ ১৫৬)। 'হলওয়েলের জলন্ত বর্ণনাসমন্বিত অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনী অতিরঞ্জিত।"—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলার ইতিহাস (নবাবী আমল; পৃ ২২৩)। 'এই ঘটনার জন্য সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে কতদূর দায়ী ছিলেন, তাহা বলা সুকঠিন।"—হিন্দুস্থান, ২।৪।১৯১১ (পৃ ৩) হিল তাঁহার গ্রন্থে এই ঘটনা স্বীকার করিয়াছেন।—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়: কলিকাতা, সেকালের ও একালের। যাহা হউক, কষ্টকর আন্দোলনের পর কলিকাতার হলওয়েল-মনুমেণ্ট স্থানান্তরিত হইয়াছে, এবং বাংলা (ও সিন্ধুতে) পুরস্কার ও পাঠ্যপুস্তকে তথাকথিত অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নিষিদ্ধ হইয়াছে। – Calcutta Gazette, 16.1. 1941; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯।১০।১৩৪৭, ১৫।৩।১৩৪৮। "গবেষণার দ্বারা নহে, কিন্তু ভোটের চোটে, ঠিক হইয়া গেল 'অন্ধকূপ'টা ছিল না, সেখানে কেউ মারা পড়ে নাই, বিদ্যালয়পাঠ্য কোন বহিতে উহার উল্লেখ থাকিতে পারিবে না।...... প্রথমত, এক জন এম-এল-এ প্রস্তাব করেন যে, কোন ইতিহাসে কেহই অন্ধকূপ-হত্যা'র বিষয় লিখিতে পারিবে না!"—প্রবাসী, ১৩৪৭ আশ্বিন (পৃ ৮১৮)। "সিন্ধু-প্রদেশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি হইতে সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ জাগানো হইতে পারে, এমন সব অংশ বর্জন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।...কিন্তু সেই সঙ্গে যাহাতে সত্য ইতিহাসকে মিথ্যার প্রলেপ দিয়া আবৃত করিয়া সম্প্রদায়বিশেষের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া না হয় তাহাও বিবেচনা করিবার বিষয়। ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং সত্যের আবর্জনা দিয়া ইতিহাসের মর্যাদা নষ্ট করার হুজুগ বর্তমানে কোন কোন স্থানে বেশ চলিয়াছে।"—ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ ভাদ্র (পৃ ৩৯৬)

(১) The Banks of the Bhagirathi—The Cal. Review, 1846, Vol. 6

আর অগ্রসর হইল না। তখন এক জন প্রহরীকে 'সেই জেলা'র জমিদারের নিকট পাঠান হইল। তাঁহার উপর রাজবন্দীকে মুর্শিদাবাদ লইয়া যাইবার জন্য ক্ষুদ্র তরী-সরবরাহের আদেশ ছিল। জমিদার পাইক-সাহায্যে উক্ত প্রহরীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া তরীর জমাদার তাহার অধীনস্থ লোকদিগকে বন্দুক, ঢাল ও তরবারি দ্বারা সজ্জিত করিয়া জমিদারকে বন্ধন করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া যাইবার জন্য সাক্ষাৎ প্রমাণ-স্বরূপ হলওয়েল সাহেবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। সাহেবের পায়ে তখন যন্ত্রণাদায়ক স্ফোটকাবলী হইয়াছিল, শৃঙ্খলের ঘর্ষণের জন্যও ব্যথা লাগিতেছিল এবং রক্ত পড়িতেছিল। (১) সুতরাং সাহেব শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু 'বাঘ বা বাতাসের নিকট আবেদনের ন্যায়' উহা গ্রাহ্য হইল না। তাহারা বলিল, 'ইহা আলিনগরের (কলিকাতার) কেল্লা নয়'। সাহেব কখনও কখনও হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলেন। দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্যতাপ, ১॥ মাইলের উপর পথ ;— দুর্বলতা ও অকথ্য যন্ত্রণায় প্রতি পদক্ষেপে সাহেবের পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। জমিদার বরকন্দাজ লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। রক্ষীরা হলওয়েলকে দেখাইল, এবং বলিল 'বন্দীর মূল্য ৪ লক্ষ টাকা'। তখন জমিদার ভ্রম স্বীকার করিলেন, কিন্তু জমাদার উঁহাকে বাঁধিবার আদেশ দিল। এইবার জমিদার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, ক্ষতিপূরণ করিতে সম্মত হইলেন এবং তরীসংগ্রহের ভার লইলেন। তখন 'নির্দয় পামরেরা' সাহেবকে পথে কিছুদূর আনয়ন করিবার পর, তাঁহাকে ধরিয়া এবং রৌদ্রাতপের জন্য ঢাল দ্বারা আবরণ করিয়া লইয়া চলিল। এক জন নিম্নপদস্থ গোমস্তা সাহেবকে চিনিত, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং সে

---

(১) এই বর্ণনায় অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কারণ হলওয়েল এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সাহেবকে এক ছড়া কলা দিল ; কিন্তু পথে প্রহরী তাহার অর্ধেক কাড়িয়া লইল। প্রতিশ্রুত তরী আসিল না। পরদিন প্রহরী একখানি ছোট জেলে-ডিঙি জোর করিয়া ধরিয়া আনিল ; উহাতে মাত্র সাহেব ও দুইজন প্রহরীর স্থান হইল ; বাঁশের শয্যা হইলেও উহা পূর্বের বৃহৎ তরণীর অপেক্ষা মসৃণ ও আরামদায়ক ছিল ; স্থানের অভাবে ক্লেশ হইতে লাগিল, এবং স্বল্প স্পন্দনেই সাহেবের স্ফোটকে বা ক্ষতে ব্যথা অনুভূত হইতে থাকিল। ৭ই জুলাই তরী মুর্শিদাবাদে পৌছিল। পথে সাহেবকে বরাবর পর্যায়ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি বা প্রখর রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রহরী শেখ বদুল কৃপা করিয়া সাহেবকে কলা, পেঁয়াজ, মুড়িগুড়, করোলা(?), ইত্যাদি দিয়াছিল। মুর্শিদাবাদে সাহেবকে উন্মুক্ত অশ্বশালায় রাখা হইয়াছিল। সেখানে ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিক্ ল ও ভার্নেট এবং ইহুদী বণিক্‌বর্গের নিকট হইতে সাহেব যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সাহেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সহরের পথে পথে প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। (১)

লং সাহেব উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "শান্তিপুরতলবাহিনী ভাগীরথীর গতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে ; এক শতাব্দী পূর্বে নদী নগরের দুই মাইল দূরস্থ রায়গড়ের চিনির কারখানার পশ্চাৎভাগ দিয়া প্রবাহিত হইত ;······নদীয়ার নদীসমূহের তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক মে সাহেব ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর হইতে নবগঙ্গাতীরস্থ মগরা পর্যন্ত একটি প্রস্তাবিত খালের জন্য জরিপ করেন,—উহা কার্যে পরিণত হইলে সমগ্র বৎসরই বড় নদীর সহিত সংযোগ থাকিত।" (২)

বখতিয়ার খিলিজি শান্তিপুরের নিকট কদমপুরে (৩) প্রথম

(১) Holwell—Indian Tracts (1764); Nadia Dist. Gazetteer (২) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃঃ ৩১৮)
(৩) কদম = পা

অবতরণ বা শিবির-সন্নিবেশ করেন, এবং ঘোঁড়ালিয়ায় 'ঘোঁড়া লে আও' বলেন, অথবা, সেখানে তাঁহার ঘোঁড়ার আস্তাবল থাকে; এবং শান্তিপুরে যে ঘাটে তিনি পার হন তাহা 'বক্তারের ঘাট' নামে চলিত হয় বলিয়া কিম্বদন্তী;—প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে বক্তার নামে শান্তিপুরে একজন মুসলমান কৃষক ছিল, কেহ কেহ তাহাকে রহস্য করিয়া ঐ ঘাট তাহার ঘাট এইরূপ বলিত। (১) "এই অভিযান ১২০০ (মতান্তরে, ১১৯৮ বা ১২০৩) খৃস্টাব্দে হয়। নদীয়া-বিজয়ের সাধারণে প্রচলিত গল্প মিনহাজ-উস-সিরাজের তবকৎ-ই-নাসিরি (Ravertyর ইংরাজী অনুবাদ আছে) হইতে গৃহীত। মিনহাজ গৌড়বিজয়ের ৪৪ বর্ষ পরে লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) নগরে সমসামুদ্দীন ও নিজামুদ্দীনের নিকট এই কাহিনী শুনেন। নবদ্বীপে যে সেন-রাজবংশের রাজধানী ছিল তাহার প্রমাণ নাই। (২) বক্তিয়ার কোন্ পথে নদীয়ায় যান তাহারও প্রমাণ নাই। এ কাহিনী অবিশ্বাসযোগ্য। লক্ষ্মণ সেন তখন জীবিত ছিলেন না, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কে রাজা হইবে তখনও ঠিক হয় নাই।" (৩) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন যে, লছমনিয়ার (লাক্ষ্মণেয়) জন্ম ১১৮৮ খৃস্টাব্দে হয়, এবং তখন প্রকৃত রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে ছিল; এবং তিনি প্রচলিত কাহিনী বিশ্বাস করিয়াছেন। (৪) বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি যে

(১) প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মহানাদ; মোজাম্মেল হক—প্রাথমিক রচনা-শিক্ষা ('শান্তিপুর'); নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ১১,৩১৪); শান্তিপুর-স্মৃতি (পৃ ২৫) ; বসুমতী, ১৩৩৫ ভাদ্র (পৃ ৮১০) (২) এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। (৩) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড; তৃতীয় সংস্করণ) (৪) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৪৭৭—৮,৫২৬—৭, ৫৪১—২)

বাংলা জয় করে নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখতিয়ার বহুতর সৈন্য লইয়া বাংলা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখতিয়ারের পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব বাংলায় বিরাজ করিয়া অর্ধেক বাংলা শাসন করিয়া আসিলেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তর-বাংলা, দক্ষিণ-বাংলা—কোন অংশই বখতিয়ার জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার বাংলা জয় করে, এ কথা যে বাঙালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।...মিনহাজ উদ্দীন বাংলা-জয়ের ৬০ বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন।" (১) "এই অসাধারণ ক্ষমতাশালী লক্ষ্মণ সেন বক্তিয়ার দ্বারা পরাজিত হন নাই।...প্রকৃত ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে প্রয়াগ ও দক্ষিণে উড়িষ্যা বঙ্গরাজ লক্ষ্মণ সেনের করতলস্থ ছিল।" (২)

"বিজয়পুর বা নবদ্বীপ লক্ষ্মণ সেনের প্রধান রাজধানী এবং গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীও তাঁহার আর একটি রাজধানী ছিল।...লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে থাকিতেই ভালবাসিতেন। তাঁহার বৃদ্ধকাল ও সৈন্যগণের অন্যত্র বিশ্রামাবস্থা বুঝিতে পারিয়া বক্তিয়ার খিলিজীর পুত্র ইক্তিয়ার উদ্দীন মহম্মদ একেবারে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।...ইক্তিয়ার কেবল ১৭ জন অশ্বারোহী লইয়া নবদ্বীপে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন।...'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন-কলঙ্ক' লইয়া বাংলা সাহিত্যে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন।

(১) বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড (৩য় সংস্ক, বসুমতী কার্যালয়, পৃ ১২৫—৬) (২) ভারতবর্ষ, ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৯২০): সেন-রাজগণের সময় বাংলার বিস্তৃতি। দ্রষ্টব্য—বক্তিয়ার খিলিজী: যুবক, ১৩৪৭ (পৃ ২৯,৫৬,৫৮; লেখক শান্তিপুরের আমির আলি)

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমাণ করিয়াছেন—এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল কিনা তাহাই সন্দেহস্থল।...ইক্তিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়া লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন।... ইক্তিয়ারের নবদ্বীপ-লুণ্ঠনের পর লক্ষ্মণ সেন কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন।" (১) "তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি।...১১৭০ খৃস্টাব্দের পরে ও ১২০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে লক্ষ্মণ সেনের মাধব, বিশ্বরূপ ও কেশব নামক তিন পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রন্থকর্তা মিনহাজের মতে সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বখতিয়ার নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া জয় করেন, এবং রাজা লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করেন। কিন্তু ইহার বহু পূর্বে লক্ষ্মণ সেন পরলোক গমন করেন।" (২).

প্রসঙ্গক্রমে ইহা লিখিত হইল যে, ভাগীরথী শান্তিপুরের দক্ষিণ দিক্ দিয়া বর্তমানে প্রবাহিত ;—মূল গঙ্গা হইতে বহির্গত ভাগীরথীতীরস্থ অন্য কোন স্থানের, বোধ হয়, এইরূপ সৌভাগ্য হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (৩) স্বাস্থ্যলাভার্থ শান্তিপুরস্থ ভাগীরথীবক্ষে বাসকালীন প্রসঙ্গ লোকমুখে প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ এই পথ দিয়া যাইবার সময় শান্তিপুরের মন্দিরের আরতি-বাদ্য শুনিয়া মুগ্ধ হন বলিয়া লিখিয়াছেন (গদ্যে ও পদ্যে)। তিনি "ইং ১৮৮৪ সালের মে মাসে (২২।২৩ বৎসর বয়সের সময়) কর্তাবাবু, দাদা ও বৌদি সমভিব্যাহারে নিজেদের 'সরোজিনী' জাহাজে চ'ড়ে" যাইবার সময় এইরূপ লিখিয়াছেন। (৪)—

(১) শিশু-ভারতী, ৮ম খণ্ড (পৃ ৩০৬৮, ৩১২১)

(২) শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (বখতিয়ার খলজি)

(৩) যুবক, ১৩২৬ আষাঢ় ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মচরিত (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী) (৪) প্রবাসী, ১৩৪১ অগ্রহায়ণ (পৃ ২২৬ ; 'সরোজিনী-প্রয়াণ'—'ভারতী' হইতে উদ্ধৃত)

"বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা-ছায়া-কুটীর নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুই ধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই।...এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না।" কবিবর নবীন-চন্দ্র সেন শান্তিপুরতলবাহিনী ভাগীরথীর সুখ্যাতি করিয়াছেন। (১) দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন—

"পরিহরি' কালনায় গৌরাঙ্গ-ভবন,
শান্তিপুরে সুরধুনী দিল দরশন।
যথায় ভবানীপতি 'ভক্ত অবতার,'
হ'লেন 'অদ্বৈত' নামে, হরিতে ভূভার,
চৈতন্যের দীক্ষাগুরু অসীম-গৌরব,
খৃস্ট-অবতারে যথা 'জনের' সম্ভব।
*   *   *
সারি সারি কত নারী নবীনা সুন্দরী,
চলিতেছে হাস্যমুখে পথ আলো করি'
বাজিছে মোহন মল চঞ্চল চরণে,
উড়িছে অঞ্চল চারু চল সমীরণে।
মনোভব-মনোরমা-সমা রামাগণ,
হাসিল আনন্দে করি' গঙ্গা দরশন।
অঞ্চল পেঁচিয়ে কান্ধে বান্ধিয়ে কোমর,
ভাসাইল নব অঙ্গ গঙ্গার উপর।
একেবারে কত রামা জীবনে ভাসিল,
কমলে কমলে যেন কমল ঢাকিল।

(১) প্রথম ভাগ ও এই ভাগের অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

* * *

সুরপুর-সমপুর শান্তিপুর-ধাম,
গায় গায় অট্টালিকা শোভে অবিরাম।
কিবা ঘাট, কিবা বাট, কিবা ফুলবন,
যে দিকে চাহিয়ে দেখি জুড়ায় নয়ন।" (১)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়, মহারাজ গিরিশচন্দ্র ও কৃষ্ণকান্ত রসসাগর, আশানন্দ ঢেঁকি, অদ্বৈতাচার্য-চৈতন্যদেব-নিত্যানন্দ-'ব্রহ্ম হরিদাস', মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভৃতির কত কথা শান্তিপুরের ভাগীরথীর সহিত জড়িত আছে! ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতিপত্তিশালী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একবার শান্তিপুরের ঘাটে বজরায় কয়েক দিন থাকেন। ভক্ত ও দাতার নিকটে দুর্গাপূজার জন্য কিছু আদায় করিবার উদ্দেশ্যে উলার ব্রাহ্মণেরা সেই সময় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন—প্রত্যেকেরই মল্লবেশ এবং হস্তে রজ্জু। তাঁহারা আসিয়াই বলেন, "বেটা সিংহ কোথায়?" রসগ্রাহী সিংহ মহাশয় বাহির হইলে, দলপতি বলেন, "মায়ের সিংহের পায়ে ব্যথা হইয়াছে। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন যে, এবার তোমার স্কন্ধে চাপিয়া আসিবেন। তাই আমরা রজ্জু লইয়া আসিয়াছি, তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।" এইরূপে ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, এবং তাঁহারা প্রচুর অর্থ লইয়া বিদায় লন। (২)

যদুনাথ সর্বাধিকারী বাং ৭।৭।১২৬৪ তারিখে শান্তিপুরে আসিয়া রোজনামচায় লিখিয়াছেন, "গুপ্তিপাড়ার আড়পার শান্তিপুর, অতি

---

(১) সুরধুনী (১৮৭১ খৃ); চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৫৭); সৃজননাথ মুস্তোফী—উলা (পৃ ১১৯)

বৃহৎ গ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাস।…প্রায় দুই ক্রোশ মধ্যে এক ক্রোশ এক চড়া হইয়াছে। দুই দিকে দুই গঙ্গার প্রবাহ। শান্তিপুরের নীচের গঙ্গা হইয়া মাথাভাঙার মোহানা দিয়া যাইতে হয়। এই গুপ্তিপাড়ার চড়াতে আহারাদি করিয়া দুই ক্রোশ আসিয়া গুপ্তিপাড়ার বাজারের ঘাটে সন্ধ্যার পূর্বে লাগান করিয়া থাকা হইল।" (১)

ভাগীরথী-প্রসঙ্গে শান্তিপুরের ভূতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচিত হইল। "ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এক সময়ে সাগরের স্রোত রাজমহল অবধি প্রবাহিত হইত; এরূপস্থলে স্বীকার করিতে হয় যে, এখনকার প্রায় দেড় শত ক্রোশ উত্তরে সাগরসঙ্গম ছিল, এবং ২৪-পরগণা, নদীয়া, যশোর, বর্ধমানাদি-জেলা তখন নদীগর্ভে অবস্থিত ছিল। মহাভারতে তীর্থযাত্রাপর্বাধ্যায়ে (২) লিখিত আছে—'কৌশিকী-তীর্থে (অর্থাৎ, গঙ্গা ও কোশীনদীর সঙ্গমে) রাজা যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইয়া অনুক্রমে সমস্ত আয়তন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারই পর পঞ্চ শত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম। সাগরের তীরে কলিঙ্গদেশ।'…রঘুবংশে (৩) রঘুর দিগ্বিজয়বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় যে, তৎকালে বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এবং ইহার মধ্যে বড় বড় দ্বীপ ছিল।… সপ্তম শতাব্দে (৪) হিউএন-সিয়াং কামরূপের প্রায় এক শত ক্রোশ দক্ষিণে সমতট (৫) নামক স্থানে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনানুসারে এই স্থান বর্তমান ঢাকা-জেলার উত্তরাংশ, এবং সমতট সাগরের তীরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়।…কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী (৬) পাঠে জানা যায় যে,

---

(১) তীর্থ-ভ্রমণ (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ) (২) বনপর্ব, ১১৩শ অধ্যায় (৩) ৪।৩৫-৬ (৪) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৫) নিম্নে দ্রষ্টব্য।

(৬) ৫ম তরঙ্গ; ইহাতে লিখিত আছে যে, বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন (পৌণ্ড্রপট্টন বা পাণ্ডুয়া) সমুদ্র হইতে অধিক দূরবর্তী ছিল না।

কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য অষ্টম শতাব্দীতে যখন দিগ্বিজয়ার্থে গৌড়ে আগমন করেন, তখন গৌড়ের পরই পূর্ব-সমুদ্র প্রবাহিত ছিল। (১)··· উপরোক্ত প্রমাণ ও অনুমান দ্বারা বোধ হয় যে, সহস্র বৎসর পূর্বে বঙ্গের অধিকাংশ সমুদ্রশায়ী ছিল, সাগরসঙ্গমও অনেকটা উত্তরে ছিল।··· বঙ্গবাসীরা এখন যাহাকে গঙ্গা বলিয়া থাকেন, তাহারই প্রকৃত নাম ভাগীরথী। ভৌগোলিকের মতে ইহা মূল গঙ্গা নয়, গঙ্গার একটি শাখা মাত্র। গৌড়নগরের দক্ষিণে গঙ্গা হইতে এই শাখার উৎপত্তি। বর্তমান মানচিত্রে দেখা যায় যে, গৌড়ের দক্ষিণ দিয়া পূর্বমুখে গিয়া যে নদী 'পদ্মা' নাম ধারণ করিয়া শেষে 'কীর্তিনাশা' নামে সাগরে মিলিত হইয়াছে, তাহাকেই প্রকৃত গঙ্গানদী বলিয়া বোধ হয়; এই জন্যই কৃত্তিবাস প্রভৃতি

ললিতাদিত্যকে বাঙালী সৈন্যের সাত দিন ধরিয়া প্রতিরোধকরণ, তাঁহার কৃত্রিম শ্বেত নিশান উত্তোলন এবং গুপ্তঘাতকের দ্বারা গৌড়রাজ আদিত্যবর্মাকে নিধন, তাহার কিয়ৎকাল পরে ৪০ জন বাঙালীর ছদ্মবেশে কাশ্মীর-গমন এবং মন্দির-ধ্বংসকরণাদি ঘটনা 'রাজতরঙ্গিণী'তে বর্ণিত আছে।—আনন্দবাজার, ৫।১১।১৩৪৭ : জয়তু বাঙালী। নিম্নে দ্রষ্টব্য।

(১) "ফরিদপুর-ঘুঘরাহাটিতে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রদত্ত মহারাজ ধর্মাদিত্যের তাম্রশাসনে 'নাবাতাক্ষেণি' ও 'নৌদণ্ড' শব্দের ব্যবহার দ্বারা ঐ স্থানে জাহাজ নির্মিত হইত, এবং উহা বন্দর বা পোতাধিষ্ঠান ছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। মৌখরি-রাজ ঈশান বর্মা কর্তৃক প্রদত্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর হরাহালিপিতে গৌড়বাসিগণকে 'সমুদ্রাশ্রয়ান্', অর্থাৎ, সমুদ্রবাসী বলা হইয়াছে।...মুর্শিদাবাদ-রাঙামাটীই মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। রাঢ়-প্রদেশ যে কর্ণসুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।"—পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮ চৈত্র (পৃ ১৪৭৩, ১৪৭৬) : বাংলার বাহিরে বাঙালীর রাজ্য-সংস্থাপন

বঙ্গীয় কবিগণ (১) গঙ্গাকে পদ্মার সহিত মিশাইয়া আবার গৌড়নগরের নিকট হইতে দক্ষিণ দিকে গঙ্গাকে টানিয়া আনিয়াছেন। এরূপ করিবার তাৎপর্য কি? বোধ হয়, পূর্বকালে এই গৌড়নগরের দক্ষিণে সাগরসঙ্গম ছিল; পরে গঙ্গার স্রোত ও সমুদ্র সরিয়া পড়ায়, মূল গঙ্গা হইতে অনেক শাখা বাহির হইয়া কতক দক্ষিণ ও পূর্বমুখী হয়। সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায়, ইহার মধ্যে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া যায়, তাহাতেই গাঙ্গেয় বদ্বীপের উৎপত্তি হয়।" (২)

নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "বৈদিকযুগে বঙ্গদেশ অনার্য-নিবাস বলিয়া গণ্য ছিল।...মনুসংহিতা-রচনাকালে সম্ভবত বঙ্গের নির্জন বনমধ্যে দুই এক জন আর্যঋষির আশ্রম গঠিত এবং সেই সঙ্গে ঐ সকল স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।...রামায়ণের সময়ে বঙ্গদেশে আর্যসভ্যতার সূত্রপাত ও মহাভারতীয় যুগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।...মহাভারতের উক্তি (৩) হইতে জানা যায় যে, তৎপূর্বেই পৌণ্ড্র, অর্থাৎ, এখনকার উত্তরবঙ্গে, বৈদিক ধর্ম ও আর্যসভ্যতা প্রবেশলাভ করিয়াছিল।... মহাভারতকার বলি-পুত্র অঙ্গবঙ্গাদির নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অথর্ববেদ (৪), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৫) ও ঐতরেয় আরণ্যকের (৬) অনুবর্তী হইলে অবশ্যই বলিতে হয় যে, আর্যসভ্যতাবিস্তারের পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ ও পুণ্ড্রের নামকরণ হইয়াছিল।... মহাভারতের সভাপর্বের (৭) রচনাকালে নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ

(১) নিম্নে দ্রষ্টব্য।

(২) বিশ্বকোষ (১ম সংস্ক): গঙ্গা; দুর্গাচন্দ্র সান্যাল—বাংলার সামাজিক ইতিহাস, ১ম অধ্যায় (২য় সংস্ক)

(৩) কর্ণপর্ব, ৪৫।১৪ (৪) ৫।২২।১৪ (৫) ৭।১৮ (৬) ২।১।১

(৭) ৩০শ অধ্যায়

সমুদ্রগর্ভশায়ী ছিল। নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, ২৪-পরগণা ও মুর্শিদাবাদ-জেলার কিয়দংশ বা বাগড়ী-বিভাগের তৎকালে অস্তিত্ব ছিল না।" (১)

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (২) সভায় মেগাস্থিনিস নামে যে গ্রীক রাজদূত ছিলেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র (পাটনা) হইতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ন্যূনাধিক ৩০০ মাইল (৩) দূরে অবস্থিত। নদীয়া, যশোহর (৪), ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, ২৪-পরগণা এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশের তখন অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমে ক্রমে দ্বীপ ও চরভূমিতে পরিণত হওয়ায়, এই সকল স্থানের—অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, সাগরদিয়া, কালাদিয়া, শিবচর, গোপালচর, ইত্যাদি—উৎপত্তি হইয়াছে।" (৫)

পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "বর্তমান বঙ্গদেশের অধিকাংশ অনুমান ৪,৫০০ বৎসর পূর্বে সমুদ্রগর্ভে ছিল। করতোয়া, মহানন্দা, ত্রিস্রোতা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, গঙ্গা, ইত্যাদি নদীপ্রবাহিত মৃত্তিকারাশি সমুদ্রমুখে পতিত হইয়া চর উৎপন্ন হয়। এই সকল চর বহুকাল লতাগুল্মে আচ্ছাদিত থাকিয়া ক্রমে মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে।··· ২৪-পরগণা, খুলনা, যশোহর, নদীয়া, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, এবং ঢাকা, নোয়াখালি ও ত্রিপুরার কিয়দংশ যে পূর্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (৬)······পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, পাবনা,

(১) সাহিত্য, ১৩১৩ অগ্রহায়ণ : প্রাচীন বঙ্গ (২) খৃস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী (৩) এক্ষণে রেলপথে ৪৫০ এবং হাঁটা পথে ৫০০ মাইল। (৪) পূর্বে 'যশোর' নাম ছিল। (৫) বাংলার প্রাচীন ভূতত্ত্ব

(৬) গাঙ্গেয় বদ্বীপের অধিকাংশ ভূমিকম্পের ফলে উৎপন্ন হয়। —ব্রহ্মখণ্ড, ১২।৩

রংপুরাদি জেলাও একসময়ে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, কিন্তু সে ঐতিহাসিক যুগের পূর্বের কথা। (১) এই সকল জেলার উৎপত্তির বহু শতাব্দী পরে পূর্বোক্ত জেলাগুলির উদ্ভব হইয়াছে।......ভাগীরথীর অর্থাৎ, বর্তমান হুগলী-নদীর পশ্চিমতটস্থ জেলাসমূহ পূর্ণিয়া, রাজসাহী, ইত্যাদি জেলারও বহুকাল পূর্বে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে।...... আর্যাবর্তের পূর্বসীমা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুষং, আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বতসমূহ সমুদ্রের উপকূলে ছিল বলিয়া বোধ হয়। সদানীরা বা গণ্ডকের পরপারস্থিত দেশগুলি জলে প্লাবিত হইত। (২) অতএব, এই সকল স্থান যে সমুদ্রের নিকটবর্তী ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। মহাভারতের সময় সমুদ্র গৌড়ের নিকটবর্তী ছিল।...... ভাগলপুর-জেলার অন্তর্গত কহলগাঁওএর নিকট জহ্নুগিরিতে জহ্নুমুনি তপস্যা করিতেন। তাঁহার আশ্রম সমুদ্রকূলের নিকটবর্তী ছিল। সুতরাং, গঙ্গাসমুদ্রসঙ্গম এক সময়ে রাজমহলের সন্নিকটে ছিল।...... ত্রিহুত (তীরভুক্তি বা বিদেহ—মিথিলার পূর্ব নাম) সমুদ্রকূলের নিকটবর্তী ছিল।......কৌশিকীর পূর্বে চম্পারণ্য সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল।......খৃস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি, বর্ধমান, বঙ্গ এবং উপবঙ্গের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৩) উপবঙ্গ ভাগীরথীর পূর্বাংশ।......হিউএন সাঙের সময়ে বঙ্গদেশ এই কয়টি বিভাগে বিভক্ত ছিল—পৌণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি।......হিউএন সাং বঙ্গে সঙ্ঘারাম ছিল লিখিয়াছেন। কর্ণ-সুবর্ণ, কাটোয়া, পাটুলী, নবদ্বীপ, চৌমাহা, ইত্যাদি স্থানে সঙ্ঘারামগুলি

(১) Lyall—Principles of Geology

(২) শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।৪।১।১০—৭

(৩) বরাহমিহির—বৃহৎসংহিতা, ১৪।৭,৮

ছিল বলিয়া অনুমান হয়।...নবদ্বীপের নিকটে সুবর্ণবিহার (১) ছিল। খৃস্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে নবদ্বীপের পূর্বাঞ্চল 'ভড়' নামে কথিত হইত। 'নবদ্বীপ পূর্বভাগ অঞ্জে কহে ভড়।' (২) এই স্থান খৃস্টীয় ১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে 'ভাটী' (৩) নামে পরিচিত ছিল।...

(১) নিম্নে দ্রষ্টব্য। "এই স্থান বৌদ্ধধর্মের বিস্তারকালে সুবর্ণ-বিহার নামে কথিত হয়।......বর্তমান কালে ইহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা মায়াপুরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে জলঙ্গী-নদীর অপর পারে অবস্থিত। আতোপুরস্থ অন্তর্দ্বীপের মাঠ হইতে ঐ স্থানের উচ্চভূমি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে যে, শ্রীনিবাসাচার্যকে ঈশান ঠাকুর আতোপুরের মাঠ হইতে সুবর্ণবিহার দেখান।"—শরদিন্দু-নারায়ণ রায়ঃ চিত্রে নবদ্বীপ (পৃ ৭৮—৮০, ১৭—২০)। "কৃষ্ণনগর সিটি হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত আমঘাটা স্টেশনের নিকটে প্রাচীন সুবর্ণ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই ধ্বংসাবশেষ প্রায় দুই বিঘা জমি লইয়া বিস্তৃত এবং ১০ হাত উচ্চ। ইহা ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এই স্তূপ হইতে বহু ইষ্টকাদি লইয়া স্থানীয় অধিবাসীগণ গৃহনির্মাণাদি কার্যে লাগাইয়াছে।......অনেকে অনুমান করেন যে, পাল-রাজবংশ কর্তৃক এই বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবাদ যে, এখানে সুবর্ণ নামে একজন কুম্ভকারজাতীয় রাজা বাস করিতেন। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি সপরিবারে মৃত্তিকানিম্নস্থ নিরাপদ গৃহে প্রবেশ করেন, এবং সেখানেই সমাহিত হন। বর্তমানে এই ধ্বংসস্তূপের উপর গৌড়ীয় মঠের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৺রাধাকৃষ্ণের একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে।"—বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড (পৃ ২৫২, ২৫৪ ; ই—বি—আর ; ১৯৪০ খৃ)

(২) কুলগ্রন্থ

(৩) "মুসলমান ঐতিহাসিক যে প্রদেশকে 'ভাটি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার অবস্থান লইয়া মতভেদ দেখা যায়। ইহা পূর্ব-

রামায়ণ-রচনার পূর্বে যে বঙ্গদেশে আর্যগণ আগমন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চন্দ্রবংশীয় অমূর্ত্তরজা নৃপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করেন। (১) প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পৌণ্ড্রবর্ধনের পূর্বে ও উত্তরে ছিল। সুতরাং, পৌণ্ড্রবর্ধনে যে তৎপূর্বে আর্যগণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।...হণ্টার সাহেব ও রমেশচন্দ্র দত্ত অনুমান করেন যে, খৃস্টপূর্ব ১১শ শতাব্দী হইতে ৯ম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে আর্যগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। মহাভারতাদির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নাই।" (২)

"বেদে 'বঙ্গ'শব্দ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা দেশবাচক কিনা সন্দেহের বিষয়। রামায়ণে 'বঙ্গ'শব্দের উল্লেখ নাই।...মহাভারতে বঙ্গদেশের, বঙ্গরাজের এবং বঙ্গবীরগণের বহু উল্লেখ আছে, এবং মৎস্য, বিষ্ণু ইত্যাদি পুরাণেও বঙ্গের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চানন তর্করত্ন বলেন, 'ভারতাদিপুরাণবর্ণিতবঙ্গদেশস্য অধুনাতনবঙ্গদেশাৎ সীমাগতৎ পার্থক্যমস্তি'। তাঁহার সিদ্ধান্তানুসারে প্রাচীন সুহ্মদেশ বর্তমান চট্টগ্রাম, এবং প্রাচীন বঙ্গদেশ বর্তমান নোয়াখালি-কুমিল্লা-বরিশালাদি

পশ্চিমে চারি শত ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে তিন শত ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এই জনপদের পূর্বদিকে যশোহর ও সমুদ্র, পশ্চিমে টাঁড়ার দক্ষিণে (?) অবস্থিত পার্বত্যপ্রদেশ এবং উত্তরে সাগরবেলা ও তিব্বতের পর্বতমালা। (Elliot—Akbarnama, Vol. VI, p. 73) সাধারণত 'ভাটি' বলিলে কেহ কেহ পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের কিয়দংশ বুঝিত। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, No. 1, 1904, p. 57...)"—রাজেন্দ্রলাল আচার্য : বাঙালীর বল

(১) রামায়ণ, ১।১৫ (২) বাংলার পুরাবৃত্ত

ভূমিভাগ। 'যশোহর-খুলনা' পুরাণে 'উপবঙ্গ' নামে খ্যাত ছিল, 'পূর্ণিয়া-মালদহাদি' 'ভদ্রগৌড়'-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'রংপুর-দিনাজপুরাদি'র পুরাতন নাম 'পৌণ্ড্রদেশ'।" (১)

কুমুদনাথ মল্লিক লিখিয়াছেন, "পুরাকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের লিখিত বিবরণে কুত্রাপি নদীয়ার নাম দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীক বা রোমীয়গণের বৃত্তান্তেও ইহার কোনও উল্লেখ নাই, কিংবা সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ানের বর্ণিত তৎকালীন বঙ্গের ইতিহাসে নবদ্বীপের উল্লেখ নাই। আবার যখন খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অন্যতম চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্ত সাং বঙ্গের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখনও তিনি নবদ্বীপের নামোল্লেখ (২) করেন নাই। অতএব, এ সময়ে হয় নবদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল না, অথবা, উহা সামান্য নগণ্য অবস্থায় থাকায় কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তবে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের সংগৃহীত গ্রন্থসমুদায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পৌরাণিক যুগেও নদীয়ার নাম পরিচিত ছিল।...ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে, সমগ্র নদীয়া এবং বর্তমান যশোহরের উত্তরাংশ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বহু পুরাতন সুবিস্তীর্ণ ও সমুন্নত চরভূমি এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে অধ্যুষিত।" (৩) এই 'অতি প্রাচীনকাল' কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সে সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

গঙ্গার বদ্বীপ (বকদ্বীপ বা বগ্দী) বা বৌদ্ধযুগের সমতট বা উপবঙ্গের উৎপত্তি সুপ্রাচীনকালে হয়; কিন্তু তখন শান্তিপুর গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। "বৈদিক যুগে বা রামায়ণের

(১) বিদ্যোদয়:, ১৯১৫ এপ্রিল-জুন; ভারতবর্ষ, ১৩২২ আশ্বিন (পৃ ৭৮৬)

(২) উপরে দ্রষ্টব্য। (৩) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক)

সময় সমুদ্রগর্ভ হইতে বঙ্গদেশের সম্পূর্ণ উত্থান হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।……মহাভারতে পাণ্ডবগণের গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে পঞ্চ শত (১) নদীতে অবগাহনানন্তর সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গগমনের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, তখন ২৪-পরগণার উদ্ভব হইয়াছে।…এই গঙ্গাসাগর-সঙ্গম হিন্দুর মহাতীর্থ, পুরাণ-তন্ত্রাদিতে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।… কালিদাসের রঘু (১) বঙ্গীয়দিগকে উৎখাত করিয়া, গঙ্গাস্রোতের মধ্যে যে স্থানে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়াছিলেন, সেই বদ্বীপ ২৪-পরগণাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বরাহমিহিরের (২) 'বৃহৎসংহিতা'য় ও কবিরামের 'দিগ্বিজয়-প্রকাশে' এই বদ্বীপকে 'উপবঙ্গ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।" (৩) "সেন-রাজত্বের প্রাক্কালে গাঙ্গেয় রাজ্যে (সমতটে) অন্তত ১২টি প্রধান দ্বীপ ছিল; তন্মধ্যে নবদ্বীপ ১টি, এবং নবদ্বীপই পুনরায় ৯টি দ্বীপের সমষ্টি। এখনও নানাবিধ কারিকা ও বৈষ্ণবগ্রন্থের সাহায্যে ভাগীরথী-প্রবাহের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে এই সকল দ্বীপের অস্তিত্ব ও প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে।" (৪) "শ্রীহর্ষ যখন আদিশূরের রাজধানীতে (৫) উপনীত হন, তখন তিনি উহার সন্নিকটেই সমুদ্র দর্শন করেন।……ঘটককারিকা এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে এই সকল দ্বীপের বিবরণ ও সীমা দেওয়া হইয়াছে। সেন-রাজগণের সময়ে যখন নবদ্বীপ অন্যতম রাজধানী ছিল, তখন সেই নবদ্বীপ-রাজ্য গঙ্গাগর্ভোত্থিত বহুসংখ্যক দ্বীপমালায় বিভক্ত ছিল; ইহার

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য।

(২) ৫০৫-৮৭ খৃঃ—জাহ্নবীচরণ ভৌমিক: সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস (পৃঃ ৩৮৬) (৩) মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ (৪) ভারতবর্ষ, ১৩৩০ আশ্বিন (পৃঃ ৫৪১) (৫) গৌড় (রামপাল বা কর্ণসুবর্ণ বা সুবর্ণগ্রাম ?)। নিম্নে 'আদিশূর'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে ১২টি দ্বীপ [অগ্রদ্বীপ (মধ্যাংশ কণ্টকদ্বীপ বা কাটোয়া), নবদ্বীপ (৯টি—মধ্যদ্বীপ, সীমন্ত, রুদ্র, অন্তঃ, মোদক্রম, গোদ্রুম, জহ্নু বা জাননগর, ঋতু, কোল), মধ্যদ্বীপ (?), চক্রদ্বীপ (বা চাকদহ), এড়ুদ্বীপ (বা এঁড়েদহ), প্রবালদ্বীপ, কুশদ্বীপ (বা কুশদহ), অন্ধদ্বীপ, বৃদ্ধদ্বীপ (বা বুড়ন), সূর্যদ্বীপ, জয়দ্বীপ ও চন্দ্রদ্বীপ] প্রধান। উক্ত ১২টি দ্বীপের মধ্যে অন্যতম 'মধ্যদ্বীপের' অন্তর্গত উলা বা বীরনগর, শান্তিপুর আদি বিখ্যাত স্থান। প্রাচীন নবদ্বীপ-রাজ্যের ৬টি দ্বীপ (অগ্র, নব, মধ্য, চক্র, এড়ু ও প্রবাল) গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ভাগীরথী দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। অপর ৬টি ইহাদেরই পূর্বভাগে অবস্থিত।" (১) "মিনহাজ নবদ্বীপকে 'নৌ-দিয়া', অর্থাৎ, 'নূতন দ্বীপ' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।" (২) "নবদ্বীপের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তাদৃশ প্রমাণাদি নাই।……খৃস্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে সেনরাজগণের গঙ্গাবাস-স্থানস্বরূপ নবদ্বীপের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।……কেহ বলেন, গঙ্গার গর্ভ হইতে নূতন উত্থিত হওয়ায় ইহার নাম হয় নূতন বা নবদ্বীপ; কাহারও কাহারও মতে, জনৈক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এই দ্বীপে রাত্রিকালে নয়টি আলোক জ্বালিয়া যোগসাধনা করিতেন বলিয়া ইহাকে 'নবদ্বীপ' বা 'নদীয়া' (৩) বলা হইত। অধিকাংশের মতে, গঙ্গাগর্ভোত্থিত এই পবিত্র ভূমি নয়টি দ্বীপের সমষ্টি দ্বারা গঠিত বলিয়া ইহার নাম হয় নবদ্বীপ।……'গঙ্গার পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়। পূর্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ চতুষ্টয়॥ কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর। রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥'

(১) সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃঃ ১৩৪-৬); সুজননাথ মুস্তৌফী—উলা (পৃঃ ৩); সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃঃ ৭১৯-২৪) (২) চিত্রে নবদ্বীপ (পৃঃ ৮০); নব=নূতন। (৩) 'নয় দীয়ার চর'—চণ্ডীচরণ দে : ছোটদের নদীয়া (পৃঃ ৬)

(১) বর্তমান নবদ্বীপের আশেপাশে ও গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত কতিপয় গ্রামকে প্রাচীন নয়টি দ্বীপের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়।......আদি নবদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে।" (২)

কেহ বলেন যে, নবদ্বীপাদি প্রবল ভূমিকম্পের ফলে উদ্ভূত হয়; কিন্তু এই ভূমিকম্প কবে হয় তাহা বলা যায় না। "প্রথিত আছে, ভূমিকম্প দ্বারা বঙ্গদেশ উৎপন্ন হয়। 'দিগ্বিজয়-প্রকাশে' (মোগল-যুগের প্রাক্কালে রচিত) এই ভূমিকম্পের উল্লেখ আছে।... ...'বৃহৎ-সংহিতা'য় 'সমতত' উল্লিখিত আছে। সে সময়ে খুলনা, যশোহর ও সুন্দরবনে মনুষ্য-বসতি ছিল না, ৭ম শতাব্দীর পরে এ সকল স্থানে বসতির সূত্রপাত হয়।......উপর্যুক্ত ভূমিকম্পের ফলে নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সুখচর, চাকদহ, দামুরদহ, এঁড়েদহ, হালিসহর, বরাহনগর, শিয়ালদহ আদির উৎপত্তি হয়।" (৩)

চৈনিক পরিব্রাজক আইৎ-সিং ভারত-ভ্রমণে আসিয়া (৬৭১-৯৫ খৃঃ) লিখিয়াছেন, "তাম্রলিপ্তিই (তমলুক) পূর্ব-ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত-সীমা। ভারতবর্ষের পূর্ব সীমা হইতে তাম্রলিপ্তি ৪০ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত।... ইহা মহাবোধি (বুদ্ধগয়া) ও নালন্দা হইতে ৬০ যোজন দূরবর্তী। চীন হইতে আসিতে হইলে এই স্থানেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে হয়।"

(১) নরহরি চক্রবর্তী—নবদ্বীপ-পরিক্রমা।

(২) বাংলায় ভ্রমণ, ২য় খণ্ড (পৃঃ ১০৫-১, ১০৫), ১ম খণ্ড (পৃঃ ২৫৪-৫ ; ই-বি-আর ; ১৯৪০ খৃ)

(৩) নব্যভারত, ১৩১১ : সমাজ-ব্যাধির চিকিৎসা (ধর্মানন্দ মহাভারতী); ভারতবর্ষ, ১৩২০ শ্রাবণ (পৃঃ ২০১): রাজমহলের সহিত পৌণ্ড্রক্ষেত্রের সম্বন্ধ

(১) এই বিবরণ হইতে নবদ্বীপ তথা শান্তিপুর তখন ছিল কিনা ঠিক বলা যায় না। (২)

আরণ্যকে (৩) বঙ্গের উল্লেখ আছে। বঙ্গে আসিলে তখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, এবং বঙ্গবাসীদের প্রতি 'পক্ষী' (৪), ইত্যাদি শ্লেষ প্রযুক্ত হইত। বেদোক্ত দীর্ঘতমা ঋষির (৫) ঔরসে বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে জাত পঞ্চপুত্রের নামানুসারে অঙ্গ (বেহার), বঙ্গ (ভাগীরথার উভয় তীরবর্তী স্থান, অর্থাৎ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং সম্ভবত রাজসাহী, পাবনার কতকাংশ ও ঢাকা-অঞ্চল), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা-অঞ্চল), পুণ্ড্র (মালদহ হইতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত প্রদেশ) ও সুহ্ম (দক্ষিণ-রাঢ় বা হুগলী-অঞ্চল) এই পাঁচটি প্রদেশের নামকরণ হয়। (৬) তখন বঙ্গের দক্ষিণে ও পূর্বে সমুদ্র ছিল, এবং গঙ্গা-সাগরসঙ্গম পুণ্ড্রদেশের সীমার নিকটবর্তী ছিল। উপরোক্ত বর্ণনায় নদীয়া তথা শান্তিপুরের নাম পাওয়া যায় না।

রামায়ণের সময় না কি পূর্তবিদ্যাবিশারদ ভগীরথ (৭) কর্তৃক গঙ্গা হিমাচল হইতে আনীত হইয়া পর্বতের পাদদেশের অনতিদূরে সমুদ্রে পতিত হয়। "ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের গণনায় পৃথিবীর ভূপঞ্জর সৃষ্ট হওয়ার যুগে

(১) সমসাময়িক ভারত (১১শ খণ্ড) (২) উপরে দ্রষ্টব্য।

(৩) ঐতরেয়, ২।১০১

(৪) "ঐতরেয় আরণ্যকে (২-১-১৫) বঙ্গ, বগধ (মগধ) ও চেরপাদ জাতিকে পক্ষী (বয়াংসি) বলা হইয়াছে।......বৌধায়নের ধর্মসূত্রে লিখিত আছে যে, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ইত্যাদি স্থানে গমন করিলে পুনষ্টোম বা সর্বপৃষ্ঠি যজ্ঞ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে।"—পঞ্চপুষ্প, ১৩৪০ কার্তিক (পৃঃ ১১০-১) (৫) উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে, ইঁহার সময় খৃঃ-পূ ১৬৯০ অব্দ। রজনীকান্ত চক্রবর্তী : গৌড়ের ইতিহাস

(৬) মহাভারত, আদিপর্ব, ১০৪।৫০ (৭) পথ, ১৩৩৭ ফাল্গুন

(Eocene Period) হিমালয়ের তটদেশ পর্যন্ত সমুদ্রতরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। শুদ্ধ তটভাগ কেন, বর্তমান উচ্চতার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত জলমগ্ন ছিল।" (১) উপরোক্ত সময়ে গঙ্গার সমগ্র প্রবাহই 'ভাগীরথী' -আখ্যা প্রাপ্ত হইত। বহুকাল পরে যখন পদ্মা বা নলিনীর উৎপত্তি হয়, তখন তৎসঙ্গমস্থল হইতে তৎকালীন সমুদ্র পর্যন্ত প্রবাহেরই 'ভাগীরথী' নাম প্রচলিত হয়। মহাভারতের সময় যখন যুধিষ্ঠিরাদি সাগরের অনতি-দূরে মিথিলার গঙ্গা-কৌশিকী (কুশী)-সঙ্গমে স্নান করেন (২), তখন ঐ স্থলের দক্ষিণে ও পূর্বে বিস্তৃত চরভূমির উৎপত্তি (৩) হইয়াছিল, এবং তন্মধ্যে অনেক নদী প্রবাহিত হইতেছিল। (৪) সে সময় বঙ্গের বিভাগ ছিল—পূর্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণ (রাঢ়)। তাম্রলিপ্তকগণকে 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। (৫)

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, খৃস্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে বা ঐরূপ কোন সময়ে বঙ্গে প্রকৃতভাবে আর্যজাতির অধিকার বিস্তৃত হয়। (৬) তৎপূর্বে বাংলায় পুণ্ড্র (পুঁড়া বা পোদ)-জাতি সমুদ্রকূলে বাস করিত;

(১) প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্য—বাংলার প্রাচীন ভূতত্ত্ব (এই নামীয় প্রবন্ধ—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪)। হিমালয়ের গর্ভে সামুদ্রিক জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) পূর্বে দ্রষ্টব্য।

(৩) ভূমিকম্পের জন্য ? (৪) বনপর্ব, ১১৩।১-৩ (৫) দ্রোণপর্ব, ১১৯।১৫

(৬) বঙ্গদর্শন, ১২৮০ : বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার। "খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্যভূমি ছিল।...অবশ্য অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে আর্যরাজকুল বাংলায় ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের আনুষঙ্গিক অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন।"—বঙ্গদর্শন, ১২৮২ অগ্রহায়ণ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার); বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো : বিবিধ প্রবন্ধ। নগেন্দ্রনাথ বসু (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ, ১ম অধ্যায় ; ২য় সংস্ক) ভিন্ন মত পোষণ করিতেন।

নমঃশূদ্র, বাগ্‌দী, প্রভৃতি জাতিও বঙ্গের অধিবাসী ছিল। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট-জাতি বঙ্গে আসিয়া 'রাঢ়' বা 'লাঢ়ে' বাস করে। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে মেগাস্থিনিস-বর্ণিত 'গঙ্গারিডি', 'গঙ্গারাষ্ট্র' বা 'গঙ্গারাঢ়ী'র মধ্যে বঙ্গদেশ অবস্থিত ছিল। প্লিনি গঙ্গাসঙ্গমের নিকটবর্তী দ্বীপে লবণ-প্রস্তুতকারী 'মোদ্গালিঙ্গী (মোলঙ্গী)'-জাতির বাসের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ রাজ্যের প্রধান বন্দর গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মসলিন, ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হইত। (১) গঙ্গে কলিকাতার দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগ বা পূর্বোক্ত প্রবাল-দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বদ্বীপের সমুদ্রতীরবর্তী অংশ বহুকাল বনাবৃত ছিল। নদীর মোহানার সঙ্গে সঙ্গে বনও সরিয়া গিয়াছে। কতবার ভূমির উত্থানপতন হইয়া গিয়াছে। পতঞ্জলি পাণিনির মহাভাষ্যে যে কালক-বনের (সুন্দরবন) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা, হয় ত, রাজগৃহের নিকট, অথবা, আর্যাবর্তের প্রাচীন সীমানুযায়ী মগধের আরও বহু পূর্বে অবস্থিত ছিল। প্রয়াগে সমুদ্রগুপ্তের (৩২৫ খৃ) প্রশস্তিতে যে সমতট (২)-বিজয়ের উল্লেখ আছে, তাহা বর্তমান প্রেসিডেন্সি-বিভাগ, ফরিদপুর ও বরিশাল লইয়া প্রধানত গঠিত এবং তত্রোক্ত 'ডবাক' পূর্ববঙ্গ বলিয়া অনুমিত হয়। তবকাত-ই-নাসিরি ও যশোধর্মদেবের প্রশস্তিতে পূর্ববঙ্গ ও সমতটের ঐরূপ উল্লেখ আছে। হুয়েন-সাং বা ইউয়ান-চোয়াং (৩)

(১) Periplus of the Erythrean Sea (খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দী) (২) "পশ্চিম ব্রহ্মপুত্রনদের প্রাচীন খাত, উত্তরে গারো এবং অন্যান্য শৈলমালা, পূর্বে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের পর্বতরাজি এবং দক্ষিণে সমুদ্র —এই সীমার অন্তর্বর্তী ভূভাগ 'সমতট' নামে পরিচিত ছিল।" —J.A.S.B., 1915 Jan. (pp. 17-8) ; বাঙালীর বল (পৃ ৬০)

(৩) Rhys Davidএর উচ্চারণ

(৬২৯-৪৫ খৃ) কর্ণসুবর্ণ, সমতটাদির যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবদ্দশা হইতেই সমতটে বৌদ্ধধর্মের প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। (১) ইহা হইতে সমুদ্রগুপ্তের সময় নদীয়া-শান্তিপুরাদি, হয় ত, বর্তমান ছিল এইরূপ মনে হইতে পারে।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফার্গুসন বলেন যে, বর্ধমানের উত্তরাংশ, সমগ্র বীরভূম-জেলা, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, এবং প্রাচীন যশোর কর্ণসুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত। কর্ণসুবর্ণের স্থাননির্দেশ লইয়া অবশ্য মতভেদ আছে। প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহে ইহার উল্লেখ নাই। ফা-হিয়ান ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। (২) যখন কৃষ্ণনগরের পূর্বতন নাম পাওয়া যায়, তখন, হয় ত, হুয়েন-সাংএর সময় শান্তিপুরও অন্তত নগণ্যরূপে বর্তমান ছিল বলিতে হয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "প্রাচীন সাহিত্যে আর্যগণ কর্তৃক মগধ ও বঙ্গ-অধিকারের কোন উল্লেখ নাই। ...খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয়সিংহ নামক বঙ্গীয় রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহার পূর্বে মগধে ও বঙ্গে আর্যসভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল বলিতে হয়, কারণ বিজয়সিংহ আর্য নাম।......যখন আর্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাংলা সভ্য ছিল। আর্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাংলার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙালীকে ধর্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য 'পক্ষী' বলিয়া বর্ণনা করেন। (৩) ......সমুদ্রগুপ্ত খৃস্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনে আরোহণ

(১) যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (২) দুর্গাদাস লাহিড়ী —ভারতবর্ষ (পৃথিবীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ২৫৫); পূর্বে দ্রষ্টব্য।

(৩) মানসী, ১৩২১ বৈশাখ (সাহিত্য-সম্মেলনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিভাষণ); বসুমতী, ১৩৪৭ বৈশাখ (পৃ ৮৭)

করেন। গৌড় ও রাঢ় তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। সমতট যদি বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম হয় (১), তবে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গও গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।……ফা-হিয়েন বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্তি নগরে দুই বৎসর বাস করিয়া, এই স্থান হইতে অর্ণব-পোতে সিংহলে যাত্রা করেন। (২)……৬৩৬-৯ খৃস্টাব্দের কোনও সময়ে ইউয়ান-চোয়াং কর্ণসুবর্ণে আসেন। (৩)……তিনি গৌড়ে পৌণ্ড্রবর্ধন, পূর্বদেশে সমতট, রাঢ়ে কর্ণসুবর্ণ ও সুহ্মে তাম্রলিপ্তি দর্শন করেন।…সমতট (৪) সমুদ্রতীরে অবস্থিত।…সমতটের পূর্বে শ্রীক্ষেত্র (বর্তমান প্রোম), কমলাঙ্ক বা কামলঙ্কা (বর্তমান পেগু), দ্বারাবতী (শ্যামদেশের বা থাইল্যাণ্ডের প্রাচীন রাজধানী আয়ুথা বা অযোধ্যার প্রাচীন নাম), যবনপতি ও ঈশানপুর (পূর্বে কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া) নামক ৫টি প্রদেশ। ইহাদের পূর্বে মহাচম্পা (বর্তমান কোচিনচীন ও আনাম), দক্ষিণ-পূর্বে যমন বা যব-দ্বীপ (?) ছিল। তাম্রলিপ্তি সমুদ্রতটে ছিল।…'রাজতরঙ্গিণী'র অনুবাদকর্তা স্তর অরেল

(১) Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, Vol. X (pp. 85-91); 'ত্রিপুরা সমতটের অন্তর্গত'—নব্যভারত, ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ (২) সমসাময়িক ভারত, ৮ম খণ্ড (পৃ ২৮-১২৪) (৩) Watters—On Yuan-Chwang, Vol. II (p. 335) (৪) ইহার স্থান-নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কানিংহাম 'Ancient Geography of India' নামক গ্রন্থে যে মানচিত্র (৬২৯-৪২ খৃ) দিয়াছেন, তাহাতে সমতটের দক্ষিণ-পশ্চিমে তমলুক, এবং তমলুক ও সমতটের নিম্নে সমুদ্র, এবং তাম্রলিপ্তির প্রায় ১৫০ মাইল উত্তর-পূবে এবং কামরূপের প্রায় ২০০-১৭ মাইল দক্ষিণে সমতটের রাজধানী যশোর প্রদর্শিত আছে। এই সমতটের মধ্যে, হয় ত, শান্তিপুরের ক্ষীণ অস্তিত্ব ছিল।

স্টাইন ললিতাদিত্য কর্তৃক কান্যকুব্জবিজয় ব্যতীত কহ্লণ-বর্ণিত অন্য কোন ঘটনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন (১) ; এবং ইহাই, বোধ হয়, প্রকৃত ইতিহাস।" (২) নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিয়াছেন, "সমতটের উত্তর সীমা গারো, খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে কাছাড় ও ত্রিপুরার পর্বত এবং পশ্চিমে মহানদ ব্রহ্মপুত্র। সুতরাং, প্রাচীন সমতট-রাজ্য বর্তমান শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি-জেলা—ময়মনসিংহ-জেলার পূর্বভাগ এবং ঢাকা-জেলার পূর্ব-সীমান্তে কিঞ্চিদংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল।" (৩)

আরও প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইল। "সুদূর অতীতকালে যখন সমস্ত বঙ্গদেশ সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, তখন বঙ্গোপসাগরের উত্তর-সীমা ছিল রাজমহল-পর্বতমালা। ক্রমশ মহাসমুদ্রের লীলাভূমি দক্ষিণাভিমুখী হওয়ায়, ইদানীন্তন বঙ্গদেশের 'বদ্বীপ' সহস্র সহস্র নদনদীসহ সাগরগর্ভ থেকে উত্থিত হইতে আরম্ভ করে। ক্রমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিতে পুষ্ট হইয়া বর্তমান বঙ্গদেশের সৃষ্টি হইয়াছে। (৪)···বর্তমান রাজসাহী ও ভাগলপুর-বিভাগের সন্নিহিত প্রদেশটিই প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল ; উত্তরে ভাগীরথী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত কলিঙ্গের সীমা বিস্তৃত ছিল ; এবং অঙ্গ ও কলিঙ্গের পূর্বপ্রদেশটিই 'বঙ্গ' নামে অভিহিত হইত। ···সুদেষ্ণার পঞ্চ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। (৫) বায়ু, বিষ্ণু, মৎস্য, মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণগুলিতেও এই পাঁচটি নাম একসঙ্গে দৃষ্ট হয়। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের অংশ লইয়াই পুণ্ড্র ও সুহ্ম গঠিত হয়।···

(১) Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. I (p.90) (২) বাংলার ইতিহাস, ১ম ভাগ (৩য় সংস্ক) ; পরে দ্রষ্টব্য। (৩) ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ আষাঢ় (পৃ ৮৭) (৪) Lyall—Principles of Geology, Vol. I (৫) হরিবংশ, ৩১শ অধ্যায় ; পূর্বে দ্রষ্টব্য।

আধুনিক বঙ্গদেশের পূর্বভাগই তখন বঙ্গদেশ এবং পশ্চিমভাগই পুণ্ড্রদেশ নামে অভিহিত হইত। ইহাদের দক্ষিণেই সমুদ্রোপকূলে সুহ্ম (রাজধানী তাম্রলিপ্তি বা তমলুক) অবস্থিত ছিল।...মহাভারত, পুরাণ, সংহিতাদি পাঠে জানা যায় যে, তৎকালে তমলুক সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল।......বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ ও মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে পাওয়া যায় যে, খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তি সমুদ্রকূলদূরবর্তী বিখ্যাত বন্দর ছিল।...হিউয়েন সাংএর সময় তাম্রলিপ্ত (?) সমুদ্র হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছিল। (১)...তাঁহার সময়ে কিছুদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণ-রাজ্য বর্তমান ছিল। মুর্শিদাবাদের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে ভাগীরথীর দক্ষিণতটে যে একটি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ ভূগর্ভে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কাহারও কাহারও মতে, উহা প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ,—অধুনাতন রাঙামাটী।...... আমাদের মত অন্যরূপ। উক্ত পরিব্রাজক পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ, তথা হইতে সমতট, সমতট হইতে তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত হইতে কর্ণসুবর্ণ, এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে উড়িষ্যার জাজপুরে গমন করেন। তাম্রলিপ্ত হইতে কর্ণসুবর্ণ, বা কর্ণসুবর্ণ হইতে জাজপুরের দূরত্ব প্রায় ১৪০ মাইল (৭০০ লি) লিখিত আছে; উপরোক্তরূপ রেখা টানিলে কর্ণসুবর্ণ সিংভূম-জেলায় পড়ে,—লিখিত 'কিলোনসুফলন' কর্ণসুবর্ণের রাজধানী।...... দামলিপ্তি দামল বা তামল-জাতির প্রধান নগর ছিল। বাঙালীরা মঙ্গোল ও দ্রবিড়-জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। (২)......প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর ভারতে আর্য-সভ্যতা বিস্তৃত হইবার বহুকাল পূর্বে তাম্রলিপ্তের সভ্যতাই দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল।..... বাংলার যে অংশ ভাগীরথার পশ্চিমদিকে অবস্থিত, অর্থাৎ, সুহ্ম, রাঢ়, ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল,

(১) এক্ষণে উহা ৬০ ক্রোশ দূরে আছে। (২) ৭ম সাহিত্য-সম্মেলনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিভাষণ—মানসী, ১৩২১ বৈশাখ

সেই অংশ গঙ্গরিডি-রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, এবং বর্তমান উড়িষ্যা ও উড়িষ্যার দক্ষিণদিকে অবস্থিত গোদাবরী পর্যন্ত প্রদেশ (কলিঙ্গ) ঐ রাজ্যের সহিত সংলগ্ন ছিল।" (১)

এই কতিপয় বিষয়ের আলোচনা আরও কিঞ্চিৎ অনুসরণ করা যাউক; আশা আছে যে, অপরিহার্য পুনরুক্তি ও প্রমাণের বাহুল্য বিরক্তিকর বিবেচিত হইবে না। "চেদিরাজ উপরিচর বসুর পুত্র বৃহদ্রথের অধীন থাকিয়া বৃহদ্রথের কনিষ্ঠ অঙ্গ যে স্থান শাসন করেন, তাহার নাম 'অঙ্গ' হয়। (২)...তবে ইহা সম্ভব যে, বালেয় ক্ষত্রিয়গণ বর্তমান বালিয়া-জেলা হইতে অঙ্গদেশে আসিয়া আর্যসভ্যতা বিস্তার করেন।...রামায়ণোক্ত অঙ্গদেশ কিছু পশ্চিমে ছিল, মহাভারতোক্ত অঙ্গদেশ কিছু পূর্বে ছিল।...দক্ষিণ-রাঢ়ের প্রাচীন নাম 'সুহ্ম'।... পূর্বকালে 'বঙ্গদেশ' বলিতে কেবল ঢাকা-অঞ্চল বুঝাইত। ঐতরেয় আরণ্যকে প্রথম 'বঙ্গ' নাম পাওয়া গিয়াছে।...মহাভারতের বনপর্বে লিখিত আছে যে, পরশুরাম লৌহিত্যতীর্থ সৃষ্টি করেন। রামায়ণে দশরথ বলিতেছেন (৩) যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কাশী, কোশলাদির রাজারা তাঁহার অধীন ছিল। বঙ্গদেশের পার্শ্ব দিয়া হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত সমুদ্র (লৌহিত্য বা লোহিত) বিস্তৃত ছিল। মনু আর্যাবর্তের পূর্বসীমায় এই লৌহিত্য-সমুদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন।...মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, বর্তমান ময়মনসিংহের সমতলাংশ, পাবনা, রাজসাহী,

(১) যোগেশচন্দ্র বসু—মেদিনীপুরের ইতিহাস; বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ—নব্যভারত, ১৩১৭ অগ্রহায়ণ; 'বঙ্গ'নামের প্রাচীনতা—নব্যভারত, ১৩১৭ কার্তিক (২) মহাভারত, আদিপর্ব (৩) অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

নোয়াখালি, যশোহর, খুলনা, নদীয়া, ইত্যাদি জেলা পূর্বকালে সমুদ্রমগ্ন ছিল।...খৃস্টীয় ৫ম শতাব্দীতেও সুবিস্তীর্ণ গঙ্গার জলরাশির মধ্য হইতে নূতন দ্বীপের উৎপত্তি হইতেছিল।...বোধ হয়, কালিদাস (৬ষ্ঠ শতাব্দী) (১) সমসাময়িক কোন রাজার দিগ্বিজয়-ব্যাপার রঘুতে আরোপিত করিয়াছেন।...উচ্চ উচ্চ বাঁধ বা আলি দিয়া অধিবাসীরা কোনরূপে জলপ্লাবন হইতে বাসস্থান রক্ষা করিত বলিয়া দেশের নাম 'বঙ্গালা' (বঙ্গ+আলি বা আল) বা 'বাঙ্গালা' হইয়াছে (মুসলমান-আগমনের পূর্বে)। (২)...বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্রতটবর্তী স্থানের প্রাচীন নাম 'উপবঙ্গ'।...এই অংশের প্রধান অধিবাসী চণ্ডালদের মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ মুসলমান হইয়া গিয়াছে।...সুন্দরবন উপবঙ্গের অন্তর্গত। সাগরসঙ্গম এক সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে ছিল।...পূর্বকালে গঙ্গার প্রধান জলস্রোত ভাগীরথী দিয়া প্রবাহিত হইত। কিম্বদন্তী আছে যে, কোন দৈত্য (=পলিমাটী) গঙ্গাকে পদ্মার পথে ভুলাইয়া লইয়া যায়।. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও দেবীভাগবতে পদ্মা বা পদ্মাবতীকে স্বতন্ত্র নদীরূপে

---

(১) কালিদাসের সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

(২) "আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, 'বঙ্গাল' প্রাচীন বঙ্গেরই নামান্তর। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের রাজগণ প্লাবন নিবারণের জন্য ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ আয়ত মৃত্তিকা-নির্মিত এক একটি 'আল' প্রস্তুত করাইতেন। এই প্রথার ফলে, বঙ্গ+আল এই দুই শব্দযোগে 'বঙ্গাল' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।...প্রাচীনকালে সঙ্কীর্ণ অর্থে 'বঙ্গ' বলিতে বিক্রমপুর ও তৎসন্নিহিত ব্রহ্মপুত্রের পূর্বকূলস্থিত ভূখণ্ড বুঝাইত; কিন্তু ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব হইতে মেদিনীপুরের কাঁসাই নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম ছিল 'বঙ্গ'।"—ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ ; পৃ ৭৬৯ ; এই স্থানে 'বঙ্গাল' শব্দ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা আছে।)

দেখিতে পাওয়া যায়। কোন সময়ে উহা কাহালগাঁয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশিয়া অমৃতির নিকট আবার পৃথক্ হইয়াছিল। কৌশিকী-নদীর জলস্রোত প্রবলবেগে আসিয়া গঙ্গার সলিলপ্রবাহ-পদ্মা দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, পদ্মা প্রবল হইয়া উঠে, এবং উহার উপর দিকের প্রবাহ বিলুপ্ত হয়।…পুণ্ড্রবর্ধন নগর পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী ছিল। মালদহ-জেলার বর্তমান পাণ্ডুয়া বা পাঁড়ুয়া উহার ভগ্নাবশেষ। (১) কেহ

(১) "কানিংহামের মতে, পাবনা ও পুণ্ড্রবর্ধন অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।…চলিত ভাষায় পুণ্ড্রবর্ধন 'পোনবর্ধন' বা 'পোবাধান'রূপেও উচ্চারিত হইয়া থাকে। কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন যে, উহা হইতেই 'পাবনা' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।…পুণ্ড্রদেশের রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধন বর্তমান মালদহ-জেলার 'পাণ্ডুয়া' নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষে চিহ্নিত হইয়া থাকে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, পাণ্ডুয়া বা পুণ্ড্রবর্ধন একই স্থান। উত্তর বঙ্গে 'ডিহি পুণ্ডরিয়া' নামে আর একটী স্থান আছে। কেহ কেহ তাহাতেও প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন।"—দুর্গাদাস লাহিড়ীঃ ভারতবর্ষ (পৃথিবীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ২২১, ২৫৮)

"বগুড়া-জেলার অন্তর্গত আদমদীঘি-পুলিস-স্টেশনের অধীন উত্তর-বঙ্গ-রেলপথের শান্তাহার ও আক্কেলপুর-স্টেশনের মধ্যবর্তী তিলকপুর-স্টেশনের পূর্ব দিকে চারি মাইল দূরে বাংলার সর্বপ্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধনের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অধুনা ইহা 'পুণ্ডরী' বা 'পুণ্ডরিয়া' নামক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রাম জমিদারী সেরেস্তায় 'ডিহি পুণ্ডরী' বা 'ডিহি পুণ্ডরিয়া' বলিয়া লিখিত হয়। পুণ্ডরিয়ার চতুর্দিকে প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের কীর্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি ভূগর্ভে সমাহিত দেখিতে পাওয়া যায়।"—সাহিত্য, ১৩১৮ মাঘ: পৌণ্ড্রবর্ধন

বগুড়ার মহাস্থানগড়কে (১) এবং কেহ বর্ধনকুঠীকে পুরাতন পুণ্ড্রবর্ধনের স্থানে অবস্থিত বলেন।...হোয়েন সাং (চৈনিক নাম 'জেন শো'; ৬২৯-৪৫ খৃ) বলেন যে, তথন গৌড়-বঙ্গদেশ, হিরণ্যপর্বত (মুঙ্গের), চম্পা, কজ্বথির, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণ—এই কয় ভাগে বিভক্ত ছিল।...নবদ্বীপের ৪ ক্রোশ পূর্বে বৌদ্ধ সুবর্ণবিহার ছিল। (২)...পুণ্ড্রবর্ধনের তুলনায় গৌড় আধুনিক নগর। পূর্বকালে ভারতে ৫টি 'গৌড়' ছিল।...ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ৬৯৫-৭৩১ খৃস্টাব্দের মধ্যে গৌড় অধিকার করিয়া গৌড়রাজকে কাশ্মীরে লইয়া গিয়া বধ করেন। গৌড়-বাসিগণ (বৌদ্ধ) কাশ্মীর গিয়া বীরত্ব প্রকাশ করে। (৩)...সেনরাজ-বংশের সময় বাগড়ির মধ্যদ্বীপবিভাগ জলঙ্গী (৪), চূর্ণী ও ইচ্ছামতীর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। হাঁসখালি, মামজোয়ান, শান্তিপুর, উলা, ইত্যাদি মধ্যদ্বীপের

(১) ভারতবর্ষ, ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ (পৃ ৯৫৭): পুদনগর, পুণ্ড্রনগর, পৌণ্ড্রবর্ধন, পাণ্ডুনগর, পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো; ভারতবর্ষ, ১৩৩৭ আষাঢ় (পৃ ৮)

(২) পূর্বে দ্রষ্টব্য। পাণ্ডুয়ার কিয়দ্দূরে মাধাইপুর-বিলের পশ্চিম ধারে 'শান্তিপুর' নামে একটি ঘনবসতিসম্পন্ন গ্রামের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। —রজনীকান্ত চক্রবর্তী: গৌড়ের ইতিহাস। ঢাকা-জেলায় 'শান্তিপুর' নামে একটি গ্রাম আছে।

(৩) "সম্ভবত এই দিগ্বিজয়-কাহিনী অংশত কহ্লণের কল্পনা-প্রসূত এবং অংশত অলীক জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তথাপি ললিতাদিত্য যে বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।"—ভারতবর্ষ, ১৩৩০ ভাদ্র (পৃ ৩৩৯): কাশ্মীর-চিত্র (ডাঃ রমেশ-চন্দ্র মজুমদার)। পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৪) গাঙ্গিনী, বা খ'ড়ে

অন্তর্গত।…মেগাস্থিনিস-বর্ণিত গঙ্গারাঢ় ও গণকর অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ-জেলার জঙ্গীপুর-উপরিভাগে বর্তমান আছে। গ্যাঙ্গরড়ার বর্তমান নাম গঙ্গারড়া।…টলেমির গঙ্গারেজিয়া, বোধ হয়, সপ্তগ্রাম।…শূরবংশের রাজত্বকালে পুণ্ড্রের নাম 'বরেন্দ্র' হয়, পরবর্তীকালে উপবঙ্গের 'বাগ্ড়ি'নাম হয়। বল্লাল সেন নিজ রাজ্যকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগ্ড়ি ও মিথিলায় ভাগ করেন।…উপবঙ্গের গঠনকালে বারংবার আগ্নেয় উৎপাত হয়।" (১)

(১) রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস; McCrindle—Ancient India as described by Megasthenes and Arrian (with Map); বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০ (পৃ ৫৫): বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড (৩য় সংস্ক): বাংলার কলঙ্ক; শিশু-ভারতী, ৭ম খণ্ড (পৃ ২৬৮৮…)। "ভূতত্ত্ববিদ্গণের মতে সুন্দরবন-অঞ্চল সম্প্রতি সমুদ্র হইতে শির উত্তোলন করিয়াছে। কিন্তু এই 'সম্প্রতি'র অর্থ লক্ষ লক্ষ (!) বৎসর।"—দীনেশ-চন্দ্র সেন: বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ১১২৩)। "অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতের ধারণা, বাংলা সেদিনকার দেশ—হাজার খানেক বা দেড় হাজার বৎসর পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উর্মিমালা বাংলার সমতল ক্ষেত্রে লীলায়িত হইত। কিন্তু ইতিহাস বলে, এই বাংলাদেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অতি প্রাচীন ভূমি আছে।…খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যে অস্ট্রীক, দ্রাবিড়, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড-বিরোধী আর্য ও গোঁড়া আর্যের সংমিশ্রণে বাঙালীজাতির পুষ্টি সাধিত হয়।"—হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়: আমরা বাঙালী (পৃ ১৪, ২০)। পাঠকগণ যেন মনে রাখেন যে, এই অংশের বিভিন্ন স্থলে লিখিত বিভিন্ন বিষয়গুলি কতিপয় নির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক বিষয়সম্বন্ধীয়, এবং উদ্ধৃতিগুলির বোধসৌকর্যার্থে পৃথক পৃথক বিষয়গুলি একত্র সংগৃহীত করিয়া লিখিত হয় নাই।

"খৃস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে বঙ্গে বৈদিক ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলেও আর্যগণ তথায় যাতায়াত করিতেন, এবং কেহ কেহ তথায় বাসস্থাপন করিয়াছিলেন।...আমরা পুরাণোক্ত গৌড়দেশকে বঙ্গের 'গৌড়' বলিয়াই মনে করি।" (১)

কোনও মতে, রামায়ণের সময় ভাগীরথী নবদ্বীপের নিকট সমুদ্রগর্ভে পতিত হইত, কিন্তু সে সময় নিশ্চয়ই শান্তিপুর ছিল না। মহাভারতের সময় নিম্নবঙ্গের সমুদ্রে দ্বীপসৃজন আরম্ভ হইয়াছিল বটে, তবে তখন শান্তি-পুরের উদ্ভব হওয়ার প্রমাণ নাই। "ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, গঙ্গা তাহার প্রাচীন প্রবাহ ভাগীরথী হইতে পূর্বমুখে সরিয়া ক্রমে পদ্মাকে আপনার প্রধান প্রবাহ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদের মতে, পদ্মা ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে,—ইহা অনেক পরিমাণে সত্য বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে যে স্থানে পদ্মা অবস্থিত, পূর্বে তাহা যে সমুদ্র-গর্ভে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।...রামায়ণের সময়কার পদ্মা (নলিনী) বর্তমান পদ্মা হইতে আরও উত্তরে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল।...পরে দ্বীপসৃজন আরব্ধ হইলে, সমুদ্রের একাংশ প্রাচীন পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া বর্তমান পদ্মা হইয়া উঠে; এবং গঙ্গার প্রবাহ ভাগীরথী হইতে ক্রমে পূর্বমুখে বর্তমান পদ্মা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কেহ বলেন যে, এক্ষণে যে স্থানে মুর্শিদাবাদ-প্রদেশ অবস্থিত, রামায়ণের সময় সেই পর্যন্ত, অথবা, নবদ্বীপ পর্যন্ত গঙ্গা বা ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছিল। (২) আমাদের বিবেচনায়, রামায়ণের সময় নবদ্বীপ পর্যন্তই (৩) সমুদ্রগর্ভ থাকার সম্ভাবনা,

---

(১) পঞ্চপুষ্প, ১৩৪০ কার্তিক : বঙ্গের গৌড় কত প্রাচীন ?

(২) Nabinchandra Das—Ancient Geography of Asia from the Ramayana (pp. 20—1) (৩) কিন্তু মনে হয় যে, মেগাস্থিনিসের সময় পর্যন্ত নবদ্বীপের উদ্ভব হয় নাই ; পূর্বে দ্রষ্টব্য।

কারণ গঙ্গার 'ভাগীরথী' নাম কেবল বর্তমান ভাগীরথী নদী ও তাহার সংলগ্ন গঙ্গার কতকাংশ দ্বারা বুঝা গিয়া থাকে। সুতরাং, রামায়ণের সময় থেকে গঙ্গার 'ভাগীরথী' নাম হইতে আরব্ধ হওয়ায়, এবং বর্তমান ভাগীরথী-নদীর কেবল উক্ত নাম থাকায়, রামায়ণের সময় যে তাহার কতকাংশ বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বিশেষত ভগীরথ কর্তৃক আনীত গঙ্গা যে স্থানে সমুদ্রে পতিত হইয়া ভগীরথের পূর্বপুরুষ সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধন করে বলিয়া প্রসিদ্ধি, তাহারই নিকট ভগীরথের নামানুসারে তাহার 'ভাগীরথী' নাম প্রসিদ্ধ থাকা সম্ভব। (১)...মহাভারতের সময় হইতে সমুদ্রগর্ভস্থ নিম্ন-বঙ্গে দ্বীপসৃজন আরব্ধ হইয়াছে। পরে ক্রমে ক্রমে তাহা বিস্তৃত হইয়া বর্তমান নিম্নবঙ্গের সৃষ্টি করিয়া তুলে। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ (আদিকাণ্ড)' ও 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে লিখিত হইয়াছে যে, পদ্মাই গঙ্গার প্রথম প্রবাহ ছিল, এবং পরে ভাগীরথীর উৎপত্তি হইয়াছে; এ কথা সঙ্গত নহে,—উহারা আধুনিক গ্রন্থ। (২)...ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ বন্ধুর, ঈষৎ পীতবর্ণাভ ও কঙ্করময় কঠিন মৃত্তিকা দেখিয়া পশ্চিম-মুর্শিদাবাদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া উঠে, এবং ভাগীরথী তাহার বর্তমান প্রবাহ হইতে আরও পশ্চিমে যে প্রবাহিত ছিল না তাহাও প্রতিপন্ন হয়; আবার, ভাগীরথীর পূর্বতীরস্থ পললময়, আর্দ্র, সমতল ভূভাগ দেখিয়া তাহা যে ক্রমে ক্রমে চরভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও বেশ বুঝা যায়।...'রাঙামাটী' অঙ্গরাজ কর্ণের আবাস ছিল বলিয়া প্রবাদ।...পশ্চিম-মুর্শিদাবাদ গৌড়-দেশস্থ কর্ণসুবর্ণের (রাঙামাটী) অন্তর্গত ছিল, পূর্ব-মুর্শিদাবাদ সমতট বা বঙ্গের অন্তর্গত ছিল।...ইউরোপীয় মতে, হিউয়েন সিয়াঙ ৭ম শতাব্দীতে,

(১) গঙ্গার প্রাচীন গতি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—প্রবাসী, ১৩৪৫ বৈশাখ।

(২) পূর্বে দ্রষ্টব্য।

এবং দেশীয় গ্রন্থমতে, ৩য় শতাব্দীতে ভারতে আসেন।...বাণভট্ট ও হিউয়েন সিয়াঙ প্রায় সমসাময়িক। হর্ষচরিতের গৌড়াধিপ ও হিউয়েন সিয়াঙের কর্ণসুবর্ণরাজ এক ব্যক্তি।...মেগাস্থিনিস গ্যাঙ্গারিডি (Gangaridai) নামে এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন ;—যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেইখানকার গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্বসীমা। এই বর্ণনা রাঢ়দেশকেই বুঝায়, এবং উক্ত শব্দ গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গারাষ্ট্রের অপভ্রংশ।" (১)

"গঙ্গারিদের বিষয় বলিতে গিয়া মেগাস্থিনিস বলিতেছেন যে, গঙ্গারিদের মধ্যে গঙ্গার ন্যূনকল্প প্রশস্ততা ৪ ক্রোশ এবং উর্ধ্বকল্প ১০ ক্রোশ। তখনকার কালের ভাগীরথী যাহা দিয়া গঙ্গার মূলস্রোত প্রবাহিত হইত, তাহার তদ্রূপ প্রশস্ততাই সম্ভব, এবং নদী যতই সাগরমুখে গিয়া থাকে, ততই তাহার প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়। (২)...কাশ্মীরপতি রাজা ললিতাদিত্য [৬১৯—৫৫ শক রাজত্বকাল (৩)] গৌড়নগরের অত্যল্প দেশ পরেই পূর্বসমুদ্র প্রবাহিত দেখেন।...ন্যূনাধিক ১২০০ বৎসর পূর্বে, গৌড়ের অতি নিকট পর্যন্ত, পূর্ণপ্রবাহে না হউক, অন্তত এখন যেমন খুলনা ও বরিশাল-জেলার দক্ষিণে সুন্দরবন-বিভাগে এবং মেঘনা-নদীর মুখে, সেইরূপভাবে মাঝে মাঝে দ্বীপ, চরভূমি ও জলাভূমিসমন্বিত পূর্বসমুদ্র প্রবাহিত ছিল।...তখনকার কালে এখনকার এই নদীয়া, যশোহর,

(১) নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। "প্লিনি গৌড়ের নাম 'গাঙ্গিয়া রেজিয়া' দিয়াছেন।"—উপেন্দ্রনাথ মুখোঃ হিন্দুসমাজ, ২য় খণ্ড (পৃ ৪০৩)

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪ (পৃ ৫২) : বাংলার প্রত্নতত্ত্ব (প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

(৩) রাজতরঙ্গিণী ; পূর্বে দ্রষ্টব্য।

ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, ২৪-পরগণা এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ এই কয়টি জেলার অস্তিত্ব ছিল না।...কিন্তু ঐ সময়েরই ন্যূনাধিক ৪০০ বৎসর পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাগীরথীতটে নবদ্বীপ-নগর গৌড়পতি বল্লাল এবং লক্ষ্মণ সেনের সাময়িক বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।...যে পরিবর্ত্তন ১,২০০ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল, এখনও তাহার অভিনয় চলিতেছে।...গঙ্গার যে দুর্জয় মূলপ্রবাহ এখন পদ্মার খাদ দিয়া চলিতেছে, তখন তাহা বর্তমান ভাগীরথার খাদ দিয়া, পদ্মারই ন্যায় সম-প্রবল, অথবা হয় ত, প্রবলতর বেগেও প্রবাহিত হইত। এখনকার ন্যায় তখনও গঙ্গার অপর যে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা ছিল, তাহারা ভাগীরথীর পূর্বস্থ তাৎকালিক সেই অসম্পূর্ণ বদ্বীপের বহুলাঙ্গ ব্যাপিয়া আপনাপন জলরাশি ঢালিত। এখন যাহাকে 'পদ্মা' বলা যায়, তখন তাহার অস্তিত্ব আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ; অথবা থাকিলেও, হয় ত, সেই অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মধ্যে, কোন একটি শাখা 'পদ্মা' নামে গণিত হইত, এবং, এখনকার তুলনায়, তখন যে তাহার প্রবলতা অতি সামান্য ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ফলত সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায়, যখন বদ্বীপ সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রথম উত্থিত হয়, তখন মূলগঙ্গার প্রবাহ ভাগীরথীর খাদ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়াই লোকে উহাকে 'গঙ্গা' ও উহারই সাগরসঙ্গমকে 'গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম' বলিত, এবং তৎস্বরূপেই উহা এতকাল গণিত ও মানিত হইয়া আসিতেছে।...খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত পেরিপ্লুসে (১) দেখা যায় যে, বর্তমান রংপুরাদি-অঞ্চল হইতে তেজপত্র ও অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য গঙ্গা বাহিয়া নৌকা ও জাহাজযোগে গাঙ্গেয় বন্দর, অর্থাৎ, তমোলুক বা তাম্রলিপ্তিতে আনীত হইত। অবশ্যই গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথীখাদে প্রবাহিত না থাকিলে, বাণিজ্যদ্রব্য উত্তর-বঙ্গ হইতে গঙ্গা দ্বারা বাহিত

(১) McCrindle—Periplus of the Erythrean Sea

হইয়া তমোলুকমুখে আসিতে পারে না। কিন্তু এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই যে, গঙ্গা তখন তমোলুক পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। অথবা, এমনও হইতে পারে যে, এখন যেমন মেঘনার মুখে বহুদূরপ্রবিষ্ট সমুদ্র-খাড়িকেও 'মেঘনা' বলিয়া থাকে, তখনও সেইরূপ গঙ্গার মুখে বহুদূরপ্রবিষ্ট এবং তমোলুকের তটবাহী সমুদ্রখাড়িকেও 'গঙ্গা' বলিয়া ডাকিত।... হিউএন-সিয়াঙের সময় (৭ম শতাব্দী) পর্যন্ত ভাগীরথী-খাদে গঙ্গা ছিল।...ইহার কিছুকাল পরেই, যখন ভাগীরথার পূর্বকূলস্থ মাটী ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, এবং যৎকালে বদ্বীপের অপরাংশেও বহুলপরিমাণে ভূমিখণ্ডসকল নির্মিত ও জলরেখা ছাড়াইয়া মস্তকোত্তোলন করিয়াছে, সেই সময়েই বিবিধ নৈসর্গিক কারণের প্রবলতায়, গঙ্গার মূলস্রোত ভাগীরথী-খাদ পরিত্যাগ করিয়া, 'পদ্মা' নাম গ্রহণ ও স্বতন্ত্র খাদ অবলম্বনপূর্বক, ভাগীরথার পূর্বকূলের আরও উত্তরপূর্বভাগে সরিয়া গিয়াছিল। এখনও পদ্মা উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে।" (১)

"বাংলা বা বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন।...(প্রাচীন) অঙ্গদেশের অবস্থান বিহারের ভাগলপুর-বিভাগে, বঙ্গের বর্তমান বাংলার ঢাকা-বিভাগে, কলিঙ্গের দক্ষিণ-উড়িষ্যায়, সুহ্মের রাঢ়দেশ বা বর্ধমান-বিভাগে এবং পুণ্ড্রের অবস্থান উত্তরবঙ্গ বা রাজসাহী-বিভাগে নির্দেশ করা যাইতে পারে।... মেগাস্থিনিস (খৃ-পূ ৪র্থ শতক)-বর্ণিত গঙ্গারিড়ি বর্তমান বর্ধমানবিভাগ বা রাঢ়দেশ হইতে অভিন্ন।...এক সময়ে পূর্ববঙ্গ ছাড়া বাংলার প্রায় অধিকাংশ ভূভাগ 'গৌড়' নামে পরিচিত ছিল।...সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বঙ্গরাজ্যের পুনরুদ্ধার (মগধ হইতে)

---

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪ : বাংলার প্রাচীন ভূতত্ত্ব (প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

করেন। শশাঙ্কের রাজত্বকালে পর্যটক য়ুয়ান চোয়াঙ লিখেন যে, বঙ্গরাজ্য কামরূপ, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি এই পাচ ভাগে বিভক্ত ছিল।…বল্লাল সেনের সময়ে বঙ্গরাজ্য মিথিলা, রাঢ় (পশ্চিম-বঙ্গ), বরেন্দ্র (উত্তর-বঙ্গ), বগড়ি বা বকদ্বীপ (মধ্য ও দক্ষিণ-বঙ্গ) ও বঙ্গ (পূর্ব-বঙ্গ) এই পাঁচ অংশে বিভক্ত ছিল।" (১)

উপরোক্ত জটিল আলোচনায় মোটের উপর দেখা গেল যে, খৃস্টীয় ৩য়, ৫ম বা ৭ম শতাব্দীতে শান্তিপুরের উদ্ভব হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সেনরাজগণের সময়েই 'শান্তিপুর' নামের প্রকাশ্য উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইবার তথাকথিত আদিশূর রাজার সময়ে শান্তিপুরের প্রসঙ্গ কিরূপ চলিত ছিল দেখা যাউক।

"প্রাচ্যাং ভাগীরথা যত্রোদীচ্যামপি চকাশতে।
স্বেচ্ছয়া বেদগর্ভেণ বর্ধমানঃ স যাচিতঃ॥
এতেভ্যো জীবিকাহেতোর্দাবেতান্নৃপো মুদা।
পঞ্চভ্যঃ পঞ্চতীর্থেষু পুনঃ পঞ্চ দদৌ নৃপঃ॥

… … … …

মেদিন্যা বর্ধিতাংশো বৈ বটগ্রামঃ সমীরিতঃ।
নদীমাতৃকদেশোঽয়ং শস্যপূর্ণো মনোরমঃ॥

… … … …

শান্তিপণমুনের্বাসাৎ শান্তিপুরমিতি স্মৃতং।
তস্য দাক্ষিণ্যগুপ্তিত্বাৎ গুপ্তপল্লীতি যা বভৌ॥" (২)

(১) বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড (পৃ ১—২ ; ই-বি-আর ; ১৯৪০ খৃ)

(২) লালমোহন বিদ্যানিধি—সম্বন্ধনির্ণয় (ক্রোড়পত্র ও তৃতীয় পরিশিষ্ট ; ৩য় সংস্ক) : বংশীবদন কুলাচার্য-প্রদত্ত মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকা

"পূর্ব ভূপ আদিশূর আনে পঞ্চজন।
দেন তিনি পঞ্চগ্রাম, যার যাতে মন॥
হরিকোটী, পঞ্চকোটী, কামকোটী তিন।
কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম সবে পায় ভিন॥

... ...

বেদগর্ভে বটগ্রাম রাজা দিল বাসে।
পুত্রে ছাপ্পান্ন গ্রাম রাজার অভিলাষে।
রাঢ়-দেশে ব্রাহ্মণ্য করিবারে প্রচার।
চুনি চুনি দেয় গ্রাম, যাহা হয় সার॥

... ...

বটগ্রাম বর্ধমানে গঙ্গা ত প্রদীপ।
গঙ্গাবাসে গুপ্তপল্লী অম্বিকা-সমীপ॥
পরপারে থাকে শান্তিপণ মুনিবর।
সে তীর্থ-দর্শনে যাতায়াত নিরন্তর॥" (১)
"শান্তিপণমুনের্বাসঃ পিপ্পলী রূপরুদ্রকৌ।
দুর্গাপুরে জয়দ্বীপে পারি চাঁকুঃ প্রসিদ্ধকঃ॥" (২)
"কহেন রাজা, কাহার কোথা অভিলাষ।
নব নব দ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপে প্রকাশ॥

... ...

রাজা প্রীতমনে ত্রয়োদশ গৌণকুলে।
নবোৎপন্ন দ্বীপপুঞ্জে স্থাপে সমতুলে॥

(১) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৭০৮-৯) : মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠী-কথা (মাধব সেনের রাজ্যসীমা ও মহেশ্বর মিশ্র কুলাচার্যের পরিচয়)
(২) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৭১৭) : এডু মিশ্রের বচন

রুদ্র, অতিরূপ পিপ্লা মধ্যদ্বীপাধিকারী।
শান্তিপণ মুনির সুখাশ্রম-বিহারী ॥
… … …
গঙ্গা, যমুনা, আর সরস্বতী মিলন।
আর যত নদ নদী সাগরে চলন ॥
তাদের সঙ্গমে হ'ল কত কত দ্বীপ।
ব্রাহ্মণ্য-সংস্থাপনে দ্বিজ রাখে সমীপ ॥
… … …
পঞ্চানন মুলো কয়, নব-রাষ্ট্র রাঢ়।
নবদ্বীপ-পূর্বভাগ, অজ্ঞে কহে ভড় ॥" (১)
"গঙ্গা-সম্মুখে গ্রাম স্তো-তুল্য, নাম ফুলে।
পল্লী বিল্বগড়, মুখো ত্রিবিক্রমের বলে ॥
পার্শ্বে কপিলা (২), বদরিকা (৩) তীর্থদ্বয়।
শান্তিপণ-জন্য যত্র আসে মুনিচয় ॥" (৪)
"পাটুলী অগ্রদ্বীপে, চৈতলী শান্তিপণে।
ধনো মনো পাণ্ডুবাস-রাজ্যে নিজ-মনে ॥" (৫)

(১) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৭১৪-৭): মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা (এভু মিশ্রের পরিচয়)। নূতন নূতন দ্বীপে গঠিত বলিয়া 'নবদ্বীপের' এই নাম হয়।—সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৭২২)। পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) কুমিল্লা (কুমলে) (৩) বয়রা—ইহা এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। (৪) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৭৩১): গোষ্ঠীকথা (কুলীনগণের গঙ্গাবাস) (৫) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৭২৭): গোষ্ঠীকথা (হরি মিশ্র ও ধ্রুবানন্দের পরিচয়)। ইনি কোন্ শান্তিপণ বলা যায় না।

এই সব বচন হইতে দৃষ্ট হয় যে, আদিশূর তৎকর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বাস-জীবিকার্থ ও তীর্থাবাস-চতুষ্পাঠীর জন্য বা বেদ-ব্রাহ্মণ্য প্রচারার্থ যে পাচ পাঁচখানি গ্রাম দান করেন, তন্মধ্যে বেদগর্ভ বটগ্রাম (অধুনাতন নাম বর্ধমান বা বড়গ্রাম) ও গুপ্তপল্লী প্রাপ্ত হন, এবং গুপ্তপল্লী হইতে শান্তিপুরের (বা ফুলিয়ার) শান্তিপণ মুনির সাহচর্য করেন। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু এই গ্রামগুলির যে ভিন্ন রূপ নির্দেশ করিয়াছেন (তাঁহার মতে, বটগ্রাম=মালদহ-জেলার বটরিয়া বা বটোরি) (১) তাহা অন্যত্র খণ্ডিত হইয়াছে। (২) উক্ত শান্তিপণ মুনি স্থানান্তরে (৩) লিখিত শান্ত মুনি হইতে পারেন, এবং তাঁহার জন্য যে শান্তিপুরের ঐ নাম হয় ইহাও সম্ভব,—ঐ নামের অন্য হেতু সম্বন্ধে পরে লিখিত হইল। এই শান্ত মুনির পাট কিন্তু বাবলায় ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি; তখন অবশ্য ফুলিয়া হইতে বাবলা জলপথে সুগম্য ছিল।

আদিশূরের অস্তিত্ব ও পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন-কাল ও স্থান-নির্দেশ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। "জয়ন্ত ও আদিশূর একই ব্যক্তি।... কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ৭৬৫ খৃস্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধনে আগমন করেন। জয়ন্ত তাঁহাকে জামাতা করেন, এবং তাঁহার সাহায্যে 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' হন।... পঞ্চ ব্রাহ্মণাগমনের তারিখ ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃস্টাব্দ। বৈদিক কুলাচার্যগণের মতে ইহা ৬৫৪ শক, 'বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা'মতে ৬৫৪ শক, 'কায়স্থ-কৌস্তুভ'-মতে ৮১৪ শক, 'দত্তবংশমালা'-মতে ৮০৪ শক, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Indo-Aryans' গ্রন্থের মতে ৮৮৬ (?) শক, এবং 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং'-মতে ৯৯৯ শক।...কুলপঞ্জিকা ও পাতড়া দ্বারা

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (১ম ভাগ, ১ম অংশ; ২য় সংস্ক, পৃ ১১৩) (২) সম্বন্ধনির্ণয় (ক্রোড়পত্র ও ৩য় পরিশিষ্ট, ৩য় সংস্ক) (৩) 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গ ও পরে দ্রষ্টব্য। ফুলিয়ায় অদ্বৈতাচার্যের শিক্ষাগুরু আর এক শান্তাচার্য ছিলেন।

'সম্বন্ধনির্ণয়ের' মত সমর্থিত হইতে পারে, কিন্তু উহা কতদুর বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় না।...নগেন্দ্রনাথ বসু কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, কামকোটী, হরিকোটী ও পঞ্চকোটীকে মালদহ-জেলায় অবস্থিত বলিয়াছেন। এদিকে মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্তী পঞ্চসার গ্রামকে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। আবার, বারেন্দ্র কুলগ্রন্থমতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তদ্বংশীয়েরা প্রায় ১২৬ বৎসর ভট্টশালী-গ্রামে একত্র বাস করেন, পরে চড়াইয়া পড়েন। সম্প্রতি মালদহ-নগরের মসজিদময় প্রদেশে একটি প্রস্তরময় ভগ্ন বাসুদেব-মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—তাহার পাদদেশে ঈষৎ রূপান্তরিত দেবনাগরাক্ষরে 'বটগ্রামীয় বিগ্রহকা' এই কথাগুলি ক্ষোদিত আছে, ইহা অতি ভারী; অনুমান হয় যে, বটগ্রাম সুবৃহৎ মালদহ-নগরের দক্ষিণ বা পূর্বদিকে ছিল। বারেন্দ্র-শ্রেণীর কোন কোন কুলগ্রন্থে 'পুণ্ড্রবর্ধনী' নামে একটি সাবর্ণগোত্রীয় গ্রামীণ আছে; সাবর্ণ বেদগর্ভকে বটগ্রাম দান করা হইয়াছিল; অনুভূত হয় যে, বটগ্রাম পুণ্ড্রবর্ধনের (পাণ্ডুয়ার) নিকট ছিল, এবং ইহা বর্তমান বড়গাঁ।...রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে যে সকল গ্রাম প্রদত্ত হয়, তাহা বর্তমান ২৪-পরগণা, নদীয়া, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, ইত্যাদি কোন জেলায় অবস্থিত নহে। ইহাতে বোধ হয়, তৎকালে এই সকল জেলা শিষ্টনিবাসের যোগ্য হয় নাই।...আদিশূরের সময় হইতে ক্রমাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বঙ্গে উপনিবিষ্ট হইতেছিলেন। সেই উপনিবেশ-স্রোত বল্লাল সেনের সময় পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল।" (১)

"৭৬০ খৃস্টাব্দে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হয়।...বেদগর্ভের বর্ধমান বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়, এবং তাঁহাকে গুপ্তপল্লী চতুষ্পাঠীর জন্য দান

(১) রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস; সাহিত্য, ১৩১৪ ভাদ্র: প্রাচীন পুণ্ড্ররাজ্য

করা হয়।...গৌড়রাজ জয়ন্ত তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণী দেবীর সহিত কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের বিবাহ দেন। জয়াপীড় জয়ন্তের আলয়ে কিছুকাল অবস্থানপূর্বক গৌড়ের পাঁচ জন নৃপতিকে পরাভূত করিয়া শ্বশুরকে রাজচক্রবর্ত্তী করেন। (১)...অনুমান, ৭৪০ খৃস্টাব্দে আদিশূর বা জয়ন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ...তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থাদিমতে ৮ম শতাব্দীর লোক—বিশ্বকোষ ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, সাহিত্য-পত্রিকা, ১২শ ভাগ (পৃ ৭২৩), জীমূতবাহনের বংশতালিকা (২), ভবদেব বালবল্লভী-ভুজঙ্গের বংশাবলী। কানিংহাম (৩), রমেশচন্দ্র দত্ত (৪) ও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, বীরসেন (শূরসেন) ও আদিশূর (৯৬৪-১০০০ খৃ) এক ব্যক্তি ; এ কথা ভ্রমাত্মক।" (৫)

"কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রকাশ,—পুণ্ড্রবর্ধন গৌড়-রাজ্যের রাজা জয়ন্তের রাজধানী ছিল। রাজা জয়ন্ত ৭৮২-৮১৩ খৃ রাজত্ব করেন।...প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, বীরসেন ও আদিশূর একই ব্যক্তি।...কানিংহামের মতে, তিনি খৃস্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক।...অনেকে বলেন, আদিশূর কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। শূরবংশের আদি বলিয়া, ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আদিশূর'-আখ্যা লাভ করেন। কেহ বলেন যে, তিনি ঢাকা-জেলার অন্তর্গত সোনার-গাঁ বা সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেন। আবার কাহারও মতে, তাঁহার রাজ্য প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বা মুর্শিদাবাদ-জেলার বর্তমান কানসোনা। খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম-বঙ্গে শশাঙ্ক

(১) রাজতরঙ্গিণী, ৪।৪৬৫ (২) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্করণ), ক্রোড়পত্র (পৃ ৯২) (৩) Archæological Survey of Ind., Vol. 15 (p. 163) (৪) Ancient India, Vol. III (p. 246) (৫) পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার পুরাবৃত্ত

নামক এক নৃপতিব পরিচয় পাওয়া যায় ; আদিশূর তাঁহার অধস্তন সপ্তম বা অষ্টম পুরুষে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।" (১)

"অদ্যাবধি কোন সমসাময়িক লিপিতে অথবা গ্রন্থে গৌড়েশ্বর জয়ন্তের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই ; সুতরাং, কহ্লন মিশ্র-বর্ণিত জয়াপীড়ের (ললিতাদিত্যের পৌত্র) কাহিনীর মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্টাইন জয়াপীড়ের গৌড়বিজয়-কাহিনী ইতিহাসমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে, জয়াপীড় রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে যান, কিন্তু তাঁহার গৌড়বিজয়কাহিনী কাল্পনিক। (২) স্মিথ জয়াপীড়ের গৌড়দেশ-গমনের কথা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাপ্রসূত বলেন। (৩) সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ না পাওয়া পর্যন্ত, তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাস-উপন্যাসের উপনায়কমাত্র, তাহা বলা কঠিন। (৪) কেবল নগেন্দ্রনাথ বসু (৫) ও ব্যোমকেশ মুস্তৌফী (৬) জয়াপীড় ও জয়ন্তের কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। (৭)······নগেন্দ্রনাথ বসুর প্রমাণগ্রন্থ 'কুলপঞ্জিকা' (৮)

(১) দুর্গাদাস লাহিড়ী—ভারতবর্ষ (পৃথিবীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ২২১,২৪৪); সুবলচন্দ্র মিত্র—অভিধান (৬ষ্ঠ সংস্ক): আদিশূর (২) Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. I (p. 94) ; শিশু-ভারতী, ১ম খণ্ড (পৃ ২৬৯৭); পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৩) Early History of India (3rd edn., pp. 375-6) (৪) গৌড়রাজমালা (পৃ ১৮) (৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ (পৃ ১০১) (৬) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬ (কার্যবিবরণ, পৃ ।০) (৭) শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ : জয়াপীড় ; প্রমথনাথ মল্লিক—কলিকাতার কথা (পৃ ২৩১-২) ; ভারতবর্ষ, ১৩৩৭ আষাঢ় (পৃ ৭ ; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়) (৮) 'কুলপঞ্জী' গ্রন্থে আদিশূর বা জয়ন্তের নাম নাই।

বা 'কুলকারিকা' (১) ও 'কুলমঞ্জরী' (২) পাওয়া যায় নাই,—ইহা সম্ভবত ধ্রুবানন্দ মিশ্র-প্রণীত 'মহাবংশাবলী'র অন্তর্গত 'কুলদোষ' নামক গ্রন্থ ; এই শেষোক্ত গ্রন্থে আদিশূর ও জয়ন্তের কোনই প্রমাণ নাই।...... খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্বে গৌড়ে, মগধে বা বঙ্গে শূরবংশীয় রাজগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই...... কুলশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন স্থলে আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় না। দুই একখানি ব্যতীত সমস্ত কুলগ্রন্থই গত দুই শতাব্দীর মধ্যে রচিত।...... আদিশূর সম্বন্ধে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত কুলশাস্ত্রের যত প্রমাণ সব 'গৌড়রাজমালা'য় সংগৃহীত হইয়াছে।......৬৫৪ বা ৬৬৮ শকে ব্রাহ্মণ-আগমন এবং পঞ্চ গৌড়ে আদিশূরের সাম্রাজ্য-স্থাপন এই দুইটি 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থমালার মূলমন্ত্র।...খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আদিশূরের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা, অথবা, গৌড়ে একাধিক আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।...ব্রাহ্মণাগমন-সম্বন্ধীয় প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হয় ; তবে 'কোলাঞ্চ' কান্যকুব্জ নহে। বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেনের প্রাপ্ত তাম্রশাসনে বল্লাল-মাতা বিলাসদেবীকে শূরবংশের কন্যা বলিয়া লিখিত আছে। (৩)...খৃস্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রথম পাদে বল্লাল সেন গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করেন। (৪)...কৌলীন্যপ্রথা বল্লাল কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।...তদ্রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক গ্রন্থদ্বয়ের কোন কোন পুথিতে উহারা যথাক্রমে ১১৬৮ খৃ ও ১১৬৯ খৃ (৫) সমাপ্ত হয় বলিয়া লিখিত আছে ; প্রাসঙ্গিক শ্লোকদ্বয় প্রক্ষিপ্ত।...

(১) ব্রাহ্মণকাণ্ডে (২) রাজন্যকাণ্ডে (৩) শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার —জীবনীকোষ (বিলাস দেবী) (৪) বল্লাল সেন দুই জন ছিলেন।— বিদ্যালঙ্কার : জীবনীকোষ (বিশ্বকতাত) (৫) Ind. Hist. Qrly., Vol. V, 1929 (p. 133)

সীতাহাটির তাম্রশাসন হইতে বল্লাল ১১১৮ বা ১১১৯ খৃস্টাব্দে পরলোক গমন করেন ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (১)

নগেন্দ্রনাথ বসুর মত বিস্তৃতভাবে লিখিত হইল। "উত্তর-রাঢ়ে বা কর্ণসুবর্ণে আদিশূরের অভ্যুদয় হয়। আদিশূরের প্রকৃত নাম 'জয়ন্ত'; তিনি কবিশূরের পৌত্র ও মাধবশূরের পুত্র। তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে পৌণ্ড্রবর্ধন জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন, এবং ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃস্টাব্দে যথারীতি অভিষিক্ত হন।" (২)

"কুলার্ণবের মতে, ৮৫৪ শকে, বারেন্দ্রকুলপঞ্জী, রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী ও বাচস্পতি মিশ্রের 'কুলরমা'র মতে, ৬৫৪ শকে, ভট্টগ্রন্থমতে ৯৯৪ শকে,··· সম্বন্ধনির্ণয়ের মতে, ৯৯৯ সংবতে (৮৬৪ শকে) এবং 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-রচয়িতার মতে, ৯৫৪ শকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন।··· জয়াদিত্য (জয়াপীড়) ৭৪৫-৭৬ খৃ রাজত্ব করেন। এই সময়ে পঞ্চ-গৌড়াধিপ জয়ন্ত (আদিশূর) জীবিত ছিলেন।······মহারাজ আদিশূর কোলাঞ্চদেশ হইতে জ্ঞান ও তপোযুক্ত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি নামক পাঁচ জন ব্রাহ্মণ গৌড়-মণ্ডলে আনয়ন করেন। (৩)···সম্ভবত কনোজপতি যশোধর্মদেবের সময় ৬৫৪ শকে গৌড়পতি জয়ন্ত ক্ষিতীশাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন।

---

(১) রাখালদাস বন্দ্য—বাংলার ইতিহাস, ১ম ভাগ (৩য় সংস্ক)। দ্রষ্টব্য—মানসী, ১৩২১ মাঘ (রমাপ্রসাদ চন্দ); রমাপ্রসাদ চন্দ—আদিশূর; ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ কার্তিক-ফাল্গুন: বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য; আশুতোষ দেব: অভিধান (আদিশূর)। 'আইন-ই-আকবরী'-মতে, বল্লাল সেন ৯৮৮ শকে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। 'সময়প্রকাশ' গ্রন্থমতে, ১০৯১ শকে 'দানসাগর'-গ্রন্থ রচিত হয়।

(২) সাহিত্য, ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ: প্রাচীন বাংলা (নগেন্দ্রনাথ বসু)

(৩) হরি মিশ্র

তৎপরে জামাতার সাহায্যে পঞ্চগৌড়াধিপত্য লাভের পর গৌড়াধিপের আহ্বানে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণ, পুত্রাদি (ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভাদি) ও অপরাপর সাগ্নিক ব্রাহ্মণও আসিয়া থাকিবেন।... বহু লোকের বিশ্বাস, আদিশূর বিক্রমপুরের অন্তর্গত 'রামপাল' নামক স্থানে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন।...কিন্তু তৎকালে পৌণ্ড্রবর্ধন-নগরে আদিশূরের রাজধানী ছিল ; সুতরাং, সেখানেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের শুভাগমন হয়।...আদিশূরের পুত্র ভূশূর (১) পৌণ্ড্রবর্ধন হারাইয়া 'পুণ্ড্র' (হুগলী-জেলার পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো) নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।...তখন পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুত্রদের কেহ কেহ (তন্মধ্যে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ ছিলেন) রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন।" (২)

"রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা শৌর্যশালী একাধিক নৃপতি 'আদিশূর' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন, মল্লভূম বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় আদি-নৃপতি 'আদিমল্ল,' ময়ুরভঞ্জের আদি-নৃপতি 'আদিভঞ্জ' এবং বরাহভূমের বরাহবংশীয় আদি-নৃপতি 'আদিবরাহ' নামে পরিচিত, অথচ, তাঁহাদের প্রকৃত নাম সাধারণে বিস্মৃত হইয়াছেন, সেইরূপ আদিশূরের প্রকৃত নাম লোপ পাইয়া এক্ষণে 'আদিশূর' উপাধিটিই তাঁহাদের কীর্তি ঘোষণা

(১) "ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে ছাপ্পান্নখানি গ্রাম এবং সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগকে আটাশখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন।"
—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার : জীবনীকোষ ('ক্ষিতিশূর')

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ (২য় সংস্ক)। "কনৌজ হইতে বহুসংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূরের সভায় নানা সময়ে আগমন করেন, এবং তাঁহাদের সন্তানগণ সকলেই গৌড়বাসী হইয়া নানা শ্রেণীভুক্ত হন।"—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড (পৃ ৪—৫)

করিতেছে।……কামরূপপতি মহারাজ ভাস্করবর্মা প্রথম আদিশূর। তিনি বিজয়ী নৃপতিরূপে রাঢ়দেশে কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।……তিনি রাঢ়ে ভৌমবংশের 'আদি'ভূপ, এবং দিগ্বিজয়ী 'শূর'ও ছিলেন।……রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-'কুলপঞ্জিকা'য় উল্লিখিত হইয়াছে, মাধবশূরের পুত্র গৌড়েশ্বর আদিশূর যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে বেদবিৎ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।……'রাজতরঙ্গিণী'তে লিখিত আছে যে, জয়ন্ত-নামধেয় গৌড়েশ্বর নৃপতি জামাতা জয়াদিত্যের কৌশলপ্রভাবে পঞ্চগৌড়ের (সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল বাসীদিগের বাসভূমি) অধীশ্বর হন।…বিভিন্ন রাজ্যজয়কালে আদিশূরের জামাতা জয়াপীড় কোন কোন স্থলে, হয় ত, তাঁহার সেনা পরিচালনা করিয়াছিলেন।…রাঢ়ীয় 'কুলপঞ্জিকা'য় আছে যে, জয়ন্তপুত্র রাজা ভূশূর।… আবার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র 'কুলগ্রন্থে' ভূশূর আদিশূরের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; সুতরাং, 'জয়ন্ত-নৃপতিরই অপর নাম আদিশূর।…রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের, উত্তররাঢ়ীয়-দক্ষিণরাঢ়ীয়-বঙ্গজ-কায়স্থদিগের ও সুবর্ণবণিক্‌দিগের 'কুলগ্রন্থে' এবং হরিমিশ্রের 'কারিকা'য় (৫৫০ বৎসরের প্রাচীন) 'আদিশূর' শব্দ পাওয়া যায়।…৭৩২ খৃস্টাব্দে আদিশূরের রাজ্যাভিষেক এবং ৭৭২।৩ অব্দে তাঁহার অধীশ্বরত্ব-লাভ সংঘটিত হয়।…আদিশূরের প্রপৌত্র অবনীশূরের পুত্র আদিত্যশূরও 'আদিশূর' নামে পরিচিত। …সেনবংশীয় নৃপতি বিজয়সেনও (ধীসেন) 'আদিশূর' উপনামে পরিচিত।…শূরবংশীয় আদিশূরের দৌহিত্রবংশে ইঁহার জন্ম।" (১)

"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণকাণ্ডে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ বীরপুরুষের আগমন-প্রসঙ্গে এবং রাজন্যকাণ্ডে শূরবংশ-বিবরণ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দেখাইয়াছি যে, ৬৫৪ শকে বা

(১) বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক) : আদিশূর

৭৩২ খৃস্টাব্দে পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর জয়ন্তশূর ('আদিশূর' নামে পরিচিত) পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণাদি আনয়ন করেন।...সৌকালিন, গৌতম ও আলম্যান-গোত্রীয় কেহ যখন এই আদিশূরের সভায় আগমন করেন নাই, তখন সৌকালিনাদি পঞ্চ গোত্রীয় পুরুষ ও দশ জন কায়স্থ যাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন আদিশূর হইতেছেন।...দশ গোত্রীয় বা দ্বাদশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণানয়নকারী শশাঙ্কদেবেরও এক জন 'আদিশূর'রূপে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে।...এই রাঢ়ে বা গৌড়ে মহারাজ ভাস্করবর্মা ভৌমবংশীয় আদি বা প্রথম নৃপতি মহীশূর বীর ছিলেন বলিয়া তাঁহারও 'আদিশূর' নামে পরবর্তীকালে পরিচিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইনিই প্রথম আদিশূর। শ্রীহট্টের বৈদিক-আনয়নকারীর নামও আদি-ধর্মপা।...রাঢ়ে শূরবংশীয় প্রথম নৃপতি ভূশূরও এক জন 'আদিশূর' বলিয়া গণ্য হইতেছেন।...ধরণীশূর ('আদিত্যশূর') কোন কোন আধুনিক উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে 'আদিশূর' নামে চিহ্নিত হইয়াছেন।...বিজয়সেন কোন কোন কুলগ্রন্থে 'আদিশূর' নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহাকেই আমরা শেষ 'আদিশূর' বলিয়া মনে করি।" (১) "রাজাধিরাজ জয়ন্ত-আদিশূর পৌণ্ড্রবর্ধন-গৌড়ে ৭৩২—৮২ খৃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।...বল্লাল সেন রাঢ়ে ও বঙ্গে ১১১৯—৬৮ খৃ এবং সমস্ত গৌড়-মগধে ১১৬০—৯ খৃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।" (২)

লালমোহন বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, "আদিশূরের রাজত্বকাল ৯০০-৯৫২ খৃ; তৎকন্যা লক্ষ্মীর প্রপৌত্র বীরসেন (৯৯৪—১০১২ খৃ); বীরসেনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বল্লাল সেন (১০৬৬—১১০১ খৃ)।...পঞ্চগৌড়ের সম্রাট্ আদিশূর ৯৯৯ সংবতে (অর্থাৎ, ৯৪২ খৃস্টাব্দে) পুত্রেষ্টি-যাগ করেন,

(১) পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৭ আশ্বিন : আদিশূর (নগেন্দ্রনাথ বসু)

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড (পৃ ১৪৬,৩৬৫)

এবং তদুপলক্ষে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।...নবদ্বীপের পূর্বাংশ জলময় প্রদেশ বলিয়া কান্যকুব্জীয়েরা রাঢ়-দেশকেই মনোনীত করেন।" (১) "মহারাজ আদিশূরের বৃদ্ধাবস্থায় গৌড়ীয় বৌদ্ধগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পরম বৌদ্ধ গোপালদেবকে সিংহাসনে বসাইলে, আদিশূরের পুত্র ভূশূর গৌড় ত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ-রাজাদের সান্নিধ্যে শূরনগর (=শুকরো বা শুরো, পূর্বস্থলী-স্টেশন হইতে আন্দাজ ৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মন্তেশ্বর-থানার অন্তর্গত) স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ভূশূর ও তাঁহার পুত্র ক্ষিতিশূর ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান্ হন। ক্ষিতিশূর গৌড়ের বৌদ্ধ নৃপতি দেবপালের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন বলিয়া কথিত। শুকরোর ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত রাইগাঁর সহিত মহারাজ আদিশূরের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কথিত।" (২)

পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন-কাল সম্বন্ধে আরও কতিপয় মত লিখিত হইল : বংশীবদন বিদ্যারত্ন কুলাচার্য—৯৫৪ শক ; এড়ু মিশ্রের 'কারিকা'—৯৯৯ সম্বৎ ; 'লঘুভারত'-প্রণেতা গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ—৯৫১ শক ; 'বল্লাল-চরিত'-প্রণেতা আনন্দ ভট্ট—৯৫৪ শক ; 'রঘুবংশম্' (বসুমতী সংস্ক)—৭৩২ খৃ ; লাসেন—১০৪০ খৃ ; রমাপ্রসাদ চন্দ—৬৫৪ শক ; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('বেণের মেয়ে')—৭৩২ খৃ ; দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ('বাংলার সামাজিক ইতিহাস,' ১৩১৭ সংস্ক, পৃ ১৬)—৯৫৪ শকের কয়েক বৎসর পূর্বে আদিশূরের রাজ্যারম্ভ ; 'বন্দ্যবংশ' (লালমোহন মুখোপাধ্যায়) —৯৯৯ সংবৎ (৮৬৪ শক, ৯৪২ খৃ, ৩৪৯ বাং) ; ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ['আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ' (৩)]—৯৯৯ সম্বৎ (আদিশূরের রাজত্বকাল=

---

(১) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক) (২) বাংলায় ভ্রমণ, ২য় খণ্ড (পৃ ১০৭ ; ই-বি-আর ; ১৯৪০ খৃ) (৩) পার্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত 'আদিশূর ও বল্লাল সেন' নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

৮৭৭-৯৫২ খৃ); 'লাহিড়ী-বংশাবলী'—৬৫৪ শক ; 'A Brief Account of the Tagore Family'—৯৯৪ শক ; সর্বানন্দ মিশ্রের 'কুলতত্ত্বার্ণব'—৬৭৫ শক ; 'বিপ্রকুলকল্পলতা' (উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্নের 'বল্লালমোহমুদ্গরে' উদ্ধৃত)—৯৫১ শক আদিশূরের জন্মকাল ; 'প্রেম-বিলাস'—৯৫৪ (বেদ বাণ নবমান) শক (১) ; শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আদিবংশ'—আদিশূরের রাজত্বের সময় ৯৫৪—৯৯৯ শক ; 'শান্তিপুর-স্মৃতি' (রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল)—৬৫৪ শক (৭৩২ খৃ) ; জাহ্নবীচরণ ভৌমিকের 'সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস' (পৃ ৩৩২)—৯৯৯ সম্বৎ ; শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কারের 'জীবনীকোষ' —৭৩২-৮ খৃ (?) আদিশূরের রাজত্বকাল ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বহু-বিবাহ'—৯৯৯ শকে কান্যকুব্জে দূতপ্রেরণ ; প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'বেণীসংহারের' শেষভাগ—১০৬৩ খৃ আদিশূর বর্তমান ; কানিংহাম— ৭০০ খৃ আদিশূর বর্তমান ; উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চরিতাবিধান' (২য় সংস্ক)—১০ম শতাব্দীর শেষভাগে আদিশূরের রাজত্ব (বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্রকুলের ৯ম পুরুষ, এক শতাব্দীরও ঊর্ধ্বকাল পরে বর্তমান) ; শরচ্চন্দ্র রায়ের 'ব্রাহ্মণ-বংশবৃত্তান্ত' (৩য় সংস্ক, পৃ ২১, ৩৫, ৪৫) —৯৯৯ সম্বৎ (আদিশূরের রাজত্বকাল ৯০০—৫২ খৃ) ; রাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি' (পৃ ১৭)—৬৭৫ শক ; হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'আমরা বাঙালী' (পৃ ৮৫, ১২৫, পরিশিষ্ট—পৃ ৷৵০)—আদিশূরের রাজত্বকাল ৮ম শতাব্দীর প্রথম পাদ ; উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু সমাজের ইতিহাস', ২য় খণ্ড (পৃ ৪০৭-৮, ৪৭১)—৭৮২ খৃ জয়ন্ত-আদিশূর কর্তৃক বঙ্গের বৌদ্ধ রাজার পরাজয় ('আদিশূর' কৌলিক উপাধি ; আর এক আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনেন ; বল্লাল সেন ১১১৯ খৃ রাজা হন) ;

---

(১) 'প্রেমবিলাস'-মতে ক্ষিতীশাদি 'গঙ্গাতীরে পাঁচ গ্রাম পাশাপাশি হন', এবং তৎপরে শ্রীহর্ষাদি আসেন।

খৃস্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে বা তৎপূর্বে রচিত সংস্কৃত 'রাজাবলী' নামক পুঁথিতে লিখিত আদিশূরের সময়নির্দেশ অবিশ্বাস্য—"কলিযুগের ১৮১২ বৎসর গত হইলে পাণ্ডুগণের সাম্রাজ্য ও ক্ষত্রিয়-নৃপগণের রাজত্ব শেষ হইল ; তৎপরে মহাপদ্মনন্দ ও তদ্বংশধরগণ পাঁচ শত বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করেন ; তৎপরে 'নাস্তিক ও পাপকর্মা' বীরবাহু রাজা হন ; তৎসদৃশ তাঁহার বংশধরগণ চারি শত বৎসর সার্বভৌমরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তৎপরে ধুরন্ধর রাজা হন ; এই সময়ে আদিশূর বঙ্গদেশে রাজা হন।" (১)

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র 'সম্বন্ধনির্ণয়ের' সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সম্বতে আনয়ন করেন ; সে খৃস্টাব্দ ৯৪২ সাল ;······তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন ;··· বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ ;······ 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী'তে ৯৯৯ অব্দে ব্রাহ্মণাগমন হয় বলিয়া লিখিত আছে, বিদ্যানিধি বলেন যে, ইহা সম্বৎ ; কিন্তু সম্বতের সঙ্গে খৃস্টাব্দের হিসাব করিতে হয়, অর্থাৎ, ৫৭ বৎসর বাদ দিয়া খৃস্টাব্দ পাইতে হয় ;···এই বিষম ভ্রম বিদ্যানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।" (২)

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"এইরূপ ব্রাহ্মণ আনার ব্যাপারটা বঙ্গদেশের পার্শ্ববর্তী অপরাপর রাজ্যেও ঘটিয়াছিল এইরূপ প্রবাদ আছে। আরও প্রবাদ যে, আসামের কোন কোন রাজাও পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন।······একাধিক স্থলে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের জনশ্রুতি দ্বারা সংখ্যাটির প্রতি একটু সন্দেহ হয়।···শূরবংশের কোন রাজা হিন্দুধর্ম

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৬ (পৃ ২৩৪-৭) ; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী' (বাং)

(২) বঙ্গদর্শন, ১২৮২ অগ্রহায়ণ : বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার

উদ্ধার করিবার জন্য কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। কিন্তু 'আদিশূর' কোন রাজার নাম ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না।… কাহারও ২ মতে রণশূরই আদিশূর।…(গৌড়েশ্বর) জয়ন্তকে কায়স্থ ও প্রখ্যাতনামা আদিশূরের সহিত অভিন্ন করিবার জন্য যে কয়েকখানি জাল কুলজী সম্প্রতি প্রণীত হইয়াছে তাহার অসারতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১)…বল্লাল সেন ১১৬৮-৯ খৃস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাখাল বাবু বলেন (?) যে, বল্লাল ১১১৯-৭৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল বলেন (২) যে, বল্লাল ১১১১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (৩) বল্লাল ১১০০-৬৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। (৪)"

"বেদগর্ভকে প্রদত্ত বটগ্রাম মল্লভূমের (বাঁকুড়া) অন্তর্গত। আদিশূর ৯০০-৫২ খৃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং তিনিই ৯৪২ খৃস্টাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহার পরে তৎপুত্র ভূশূর রাজা হন (৫), এবং তৎপরে আদিশূর-কন্যা লক্ষ্মী রাণী হন। লক্ষ্মীর সপ্তম অধস্তন বল্লাল সেন ১০৬৬-১১০১ খৃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।" (৬)

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার পঞ্চ প্রবন্ধে (৭) প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে

(১) বাংলার ইতিহাসে (৩য় সংস্ক) (২) বাংলার সামাজিক ইতিহাস (২য় সংস্ক) (৩ বৃহৎ বঙ্গ (৪) Chaitanya and his Age (p. 6) (৫) মতান্তরে, বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। (৬) কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—পণ্ডিতরত্ন-মেলাবলী (২য় সংস্ক) (৭) বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য, আদিশূর কর্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন, বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, কৌলীন্যপ্রথা, কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা—ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন (১৩৪৭ বৈশাখ, পৃ ৬৯৮; ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৬৯৮) [এই প্রবন্ধগুলির উপর বাদ-প্রতিবাদ হয়।—ভারতবর্ষ, ১৩৪৭ বৈশাখ (পৃ ৬৯৮), ভাদ্র (পৃ ৩৫০)]

সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা লিখিত হইল।—"কুলগ্রন্থোক্ত রাজা আদিশূর সম্ভবত এক জন প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার সময়ে, এবং তাঁহার পূর্বে ও পরে, কান্যকুব্জ এবং মধ্যদেশের অন্তর্গত অন্যান্য নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া বঙ্গদেশে বসবাস করিয়াছেন এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। আদিশূর নিজে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছেন—ইহার স্বপক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও এ বিষয়ে প্রবল জনশ্রুতি এবং সমুদয় কুলগ্রন্থে ঐক্য থাকায় ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কুলগ্রন্থোক্ত অন্যান্য বিবরণ—ব্রাহ্মণদের নাম, আনয়নের সময়, প্রণালী ও কারণ, আদিশূরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাতের বিবরণ, বঙ্গদেশে তাঁহাদের বসবাসের হেতু, তাঁহাদের সন্তানগণের বংশপরিচয়, তাঁহাদের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণী-বিভাগ, ইত্যাদি—বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। বর্তমানে বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র নামে পরিচিত সমুদয় ব্রাহ্মণই যে আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান এই সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক ধারণার স্বপক্ষে কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ নাই এবং বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কুলগ্রন্থগুলি নিছক কাল্পনিক গ্রন্থ নহে, কিন্তু আদিশূরের বহু পরবর্তীকালে লোকের মুখে মুখে যে সমুদয় প্রবাদ প্রচলিত ছিল তাহা অবলম্বনে নানা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এবং যাঁহারা এ সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট বিশ্বস্ত কোন প্রামাণিক গ্রন্থ ছিল না (যবন ও বর্গী কর্তৃক কুলগ্রন্থ নষ্ট হওয়ায়), এবং তাঁহাদের বিচারবুদ্ধির ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব ছিল।······ আদিশূরের রাজ্যকাল সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে প্রধানত দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মত অনুসারে, তিনি খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পালরাজ্য প্রতিষ্ঠার সমকালে আবির্ভূত হন। দ্বিতীয় মত অনুসারে, তিনি পালরাজ্যের অবসানকালে একাদশ শতাব্দীতে রাজ্য করেন এবং পালরাজগণকে

পরাজিত করেন।...এ পর্যন্ত যে সমুদয় ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এই দ্বিতীয় মতটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।...খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 'আদিশূর' নামক রাজা ছিলেন—কুলগ্রন্থের এই উক্তি আমরা আপাতত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বলা বাহুল্য যে, আদিশূরের দিগ্বিজয়-কাহিনী ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।...গড়পড়তা পঁচিশ বৎসর করিয়া প্রতি রাজ্যকাল ধরিলে এবং বল্লাল সেনের রাজ্যলাভকাল ১১৬০ খৃস্টাব্দ (১) ধরিলে, আদিশূর শকাব্দের (!) দশম শতকের প্রথমে রাজত্ব করেন এরূপ অনুমান করিতে হয়।...বল্লাল সেন আনুমানিক ১১৭৮ খৃস্টাব্দে লোকান্তরিত হন।" (২) রমেশ বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন—"আদিশূরের কাল ৭০০-৯০০ খৃ অতিস্থূলরূপে নির্ণীত হয়।" (৩)

অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক লিখিয়াছেন।—"These facts go some way to disprove the theory of those scholars who

(১) আনুমানিক ১১৫৯ খৃ—ভারতবর্ষ, ১৩২৮ মাঘ (পৃ ১৪৭); বল্লালের রাজত্বকাল ১১৫৮-৮৫ খৃ—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২ (পৃ ৬৯) (২) বল্লালচরিতে লিখিত আছে যে, বল্লাল সেন ১০২৮ শকে পরলোক গমন করেন; তখন তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর। "১১১৮ অথবা ১১১৯ খৃস্টাব্দে বল্লাল সেন পরলোক গমন করেন।... কেবল কৌলশাস্ত্র-সমূহই বল্লাল সেন কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তক এই মতের পরিপোষক। কিন্তু অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঐ মত অমূলক বলিয়া মনে করেন।...অনেকে বল্লাল সেনকে কায়স্থবংশোদ্ভব বলিয়াও মনে করেন। কিন্তু ঐরূপ মনে করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই।"—বিদ্যালঙ্কারের জীবনীকোষ: বল্লাল সেন। (৩) ভারতবর্ষ, ১৩৪৭ ভাদ্র (পৃ ৩৫১)

think that the half-mythical King of Bengal named Adisur flourished before the Pal-Kings and that he imported orthodox Brahmins from Kanoj into Bengal, as there was dearth of such Brahmins there." (১)

অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন, "কান্যকুব্জ হইতে বাংলায় ব্রাহ্মণের আমদানি ব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।" (২)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, "আমার পূর্বপিতামহেরা যদি অসমীয়া হ'তেন, তবে সে জন্য আমার কোন ক্ষোভের কারণ ঘটত না। তাঁরা কান্যকুব্জ থেকে এসেছেন এই আন্দাজী ইতিহাস নিয়েও আমি গর্ব করি নে।" (৩)

অপরপক্ষে, মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব শিলিমপুর-শিলালিপি (৪) ও শুভঙ্কর-পাটকলিপি (৫) সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন, "শিলিমপুর-শিলালিপির প্রহাস ও শুভঙ্কর-পাটকলিপির হিমাঙ্গের পূর্বপুরুষেরা যে উত্তর-কোশলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শ্রাবস্তি হইতেই এতদঞ্চলে আসিয়াছিলেন, তাহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। ইঁহারা ছাড়াও যে আরও অনেক ব্রাহ্মণ সেই অঞ্চল হইতে বঙ্গে ও কামরূপে আসিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যস্বীকার্য।...অবশ্যই এক দল ব্রাহ্মণ স্ব স্ব অনুচরাদি সহ এতদঞ্চলে আসিয়াছিলেন। ঐ শ্রাবস্তি হইতে সমাগত ব্রাহ্মণেরাই বঙ্গদেশে 'কানৌজ-ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হইয়া-

---

(১) Epigraphia Indica, Vol. XV, article no. 19 (p. 305) (২) কামরূপ-শাসনাবলী (পৃ ৯) (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪|২|১৩৪২ (৪) Epigraphia Indica, Vol. XIII (Radhagobinda Basak) (৫) কামরূপশাসনাবলী

ছিলেন। তাঁহারা যে সময়ে (বেদবাণাঙ্গ-শক, ৭৩২ খৃ) বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে উত্তর-ভারতে কান্যকুব্জই রাজধানী ছিল উত্তর-কোশল তখন কান্যকুব্জের সম্রাটেরই শাসনাধীন ছিল। কাজেই যাঁহারা শ্রাবস্তি হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজধানীর নামেই এদেশে পরিচিত হইয়াছিলেন।...যাঁহারা একমাত্র তাম্রশাসন এবং শিলালিপিকেই ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, তাঁহারাও 'যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ'দের কান্যকুব্জ-রাজ্য হইতে এতদ্দেশে আগমন অস্বীকার করিতে পারিবেন না ; তবে উঁহারা কি কারণে এদেশে আসিয়াছিলেন, 'আদিশূর' নামক কোন নৃপতির যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন কিনা,—এই সম্পর্কে কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপি অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে না কাজেই প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হইতে পালরাজগণের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত (এক শতাব্দীরও অধিক কাল) বাংলার কি অবস্থা ছিল, কে কে রাজা হইয়াছিলেন, সেই বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অন্ধকারে আছেন। অথচ, ঐ সময়টাই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের বঙ্গদেশে আগমনের কাল। সুতরাং, সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বঙ্গের সিংহাসনে কোন্ কোন্ নৃপতি আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার আদিশূরকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।" (১)

"এক সময়ে বঙ্গদেশেও 'শ্রাবস্তি' নামে স্থান ছিল।...১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে বিহার, উড়িষ্যা ও কামরূপ, ইত্যাদি রাজ্যে তদ্দেশীয় রাজগণ

(১) বঙ্গশ্রী, ১৩৪৪ শ্রাবণ (পৃ ৭৯-৮১): কানৌজ-ব্রাহ্মণ। সাংখ্যার্ণব মহাশয় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কৃত-সমিতির সভায় এই বষয়ে বক্তৃতা করেন।—*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৬।৫।১৩৩৭

কর্তৃক ভূমিদানে সম্মানিত হইয়া এই শ্রাবস্তির অন্তর্গত কোলাঞ্চের ব্রাহ্মণগণ বাসস্থাপন করেন। আমাদের দেশের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ পঞ্চ ব্রাহ্মণও কোলাঞ্চ হইতে আগত বলিয়া কুলজীগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।…এই শ্রাবস্তীর অস্তিত্বের কাল ৭ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে।" (১)

"কেহ জয়ন্তকে, কেহ বা আদিত্যশূরকে 'আদিশূর' বলিয়া কল্পনা করেন। জয়ন্ত ৭৩২-৮২ খৃ বিদ্যমান ছিলেন। ইহা ধর্মপালের সময় ৭৯৫ খৃ হইতে মাত্র ৬৩-১৩ বৎসর পূর্বে হইতেছে।…আদিত্যশূরের কাল ৮৭১-৯০৫ খৃ।" (২)

"আদিশূরের পূর্বেও বঙ্গে যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।…রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় আদিশূর সামবেদী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।…যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গে ব্রাহ্মণ-আনয়নের প্রয়োজন হইলে, শুধু সামবেদী ব্রাহ্মণ দ্বারা ঐ কার্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? (৩)…যেরূপ জানা যায় তাহাতে সপ্তম শতাব্দীর পর ও নবম শতাব্দীর মধ্যে আদিশূরের রাজত্বকাল, আর দেশের সমাজসংস্থাপক রাজা বল্লাল সেনের অধিকার দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া মনে হয়।…অনেকের ধারণা, 'আদিশূর' একটি রাজোপাধি; যেমন, 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি।" (৪)

"প্রথমে আদিশূর ক্ষিতীশাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনিয়া থাকিবেন। তাঁহারা দেশে গিয়া সমাজে গৃহীত না হওয়ায় পঞ্চ পুত্র ভট্টনারায়ণাদি

(১) পঞ্চপুষ্প, ১৩৪০ কার্তিক (পৃ ১০৭) (২) ভারতবর্ষ, ১৩২৭ অগ্রহায়ণ (পৃ ৭২৯): পাল-রাজগণের মন্ত্রিবংশ (৩) যতীন্দ্রমোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস (পৃ ৯৮) (৪) রবীন্দ্রনাথ দেবশর্মা—হিন্দু-গৌরব (পৃ ১২৩, ১৩৯, ১৪৫-৬, ১৫০-১)

সহ ফিরিয়া আসিলে, আদিশূর বা আদিত্যশূর তাঁহাদিগকে তখনকার রাজ্য রাঢ়ে বাস করান।...ক্ষিতীশাদির নারায়ণভট্টাদি পঞ্চ পুত্র দেশে পিতৃশ্রাদ্ধে পতিত বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ায় বঙ্গে চলিয়া আসিলে, আদিত্যশূর তাঁহাদিগকে তৎকালীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বাস করান।... আদিশূর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া সেখানে পাঁচ খানি গ্রাম ('পঞ্চসার' বা 'পাঁচগাঁও') প্রদান করেন।" (১)

"আদিশূর ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃস্টাব্দে রাজা হন এবং ৬৬৮ শকে বা ৭৪৬ খৃস্টাব্দে বিপ্রগণ গৌড়ে আগমন করেন।...শূরবংশসিংহ 'আদিশূর' ৯০৬ (?) খৃস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।...বল্লাল সেনের 'দানসাগর' গ্রন্থ-রচনার সমাপ্তিকাল ১১৯৬ খৃ।" (২)

"খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।... পরবর্তী গৌড়েশ্বরগণ তাঁহাদের অধিকারমধ্যে সদ্‌ব্রাহ্মণ-স্থাপনার্থে এই ১৫৯ পরিবারকে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রভেদে বাংলার সর্বত্র বসবাস করাইবার জন্য, ইঁহাদিগকে ১৫১ খানি গ্রামে স্থাপন করেন। কিন্তু আশ্চর্য, এই ১৫৯ খানি গ্রামের একটিও গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যে নাই ; সমস্তই উত্তর বঙ্গে, বিক্রমপুরের নিকট তাৎকালিক পূর্ববঙ্গে, অর্থাৎ, বর্তমান পূর্ববঙ্গের উত্তরভাগে। অথচ, তখনকার দৃশ্য ধরিয়া বলিতে গেলে, গাঙ্গেয় বদ্বীপের তুল্য রমণীয় শিষ্ট-নিবাসযোগ্য স্থান ঐ সকল স্থানের একটিতেও নাই ; বিশেষ, তায় আবার গঙ্গার তীর। বর্দ্ধমান-জেলার চৌৎখণ্ডাদি স্থানে পর্যন্ত কাহাকেও কাহাকেও বসান হইয়াছিল, অথচ,

(১) প্রবাসী, ১৩২৮ চৈত্র (পৃ ৭৯৪), ১৩২৯ বৈশাখ (পৃ ১১৯), পৌষ (পৃ ৩৮১), মাঘ (পৃ ৫২৪) (২) ভারতবর্ষ, ১৩৪৫ পৌষ (পৃ ১১৯-২১) : আদিশূর

নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগরাদি উপেক্ষিত। সুতরাং, উপরোক্ত কারণ (১) ভিন্ন আর কিছু নির্দেশিত হইতে পারে না।" (২)

কুলগ্রন্থসমূহের পূর্বলিখিত মধ্যম মতই বিচারসম্মত ও গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়; অর্থাৎ, ৯৯৯ সম্বতে (৯৪২ খৃস্টাব্দে) বঙ্গে কানৌজ-ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন। সুতরাং, দশম শতকের প্রারম্ভে শান্তিপুরে শান্তিপণ (শান্ত ?) মুনি বর্তমান ছিলেন বলিতে হয়। তৎপূর্বে 'শান্তিপুর' নাম কিরূপভাবে প্রচলিত ছিল এবং ইহা গণ্য ছিল কিনা তাহা বলা যায় না। হয় ত, এই শান্ত মুনির নামানুসারে, কিম্বা তিনি এইখানে থাকিয়াই শান্তি লাভ করেন বলিয়া শান্তিপুরের ঐরূপ নামকরণ হয়, এবং হয় ত, বাবলায় তাঁহার আশ্রম ছিল। ইহাও সম্ভব যে, অদ্বৈতাচার্যের শিক্ষাগুরু ফুলিয়ার শান্তাচার্য বেদান্তবাগীশের অথবা দ্বিতীয় শান্ত মুনির আশ্রম বাবলায় বিদ্যমান থাকায়, ইহা 'শান্তমুনির পাট' বলিয়া বিখ্যাত হয়। (৩) শান্তিপুরের 'বুড়ো শিব'-প্রতিষ্ঠাতা এক শান্ত মুনি ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর নিকট আর এক 'মোহান্ত শান্ত' আগমন করেন বলিয়া লিখিত আছে। (৪) হোনিগবার্জার লিখিয়াছেন, "এত কষ্ট সহ্য করিয়াও যাহারা (মুমূর্ষুদিগের মধ্যে) বাঁচিয়া যাইত, তাহারা আত্মীয়-প্রতিবেশীর নিকট নূতন মানব ও অপরিচিত বলিয়া গণ্য হইত। 'একঘ'রে' হইবার ভয়ে তাহারা আর স্বস্থানে ফিরিত না, ভাগীরথীতীরেই বাস করিত। শান্তিপুরের সমগ্র (?) লোক-

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য।

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪ (পৃ ১৭৩): বাংলার প্রাচীন ভূতত্ত্ব (প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

(৩) 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গ এবং 'প্রথম ভাগ' দ্রষ্টব্য।

(৪) শ্যামদাস— অদ্বৈতমঙ্গল (১০ম অধ্যায়)

সংখ্যাই এইরূপে বর্ধিত হইয়াছে।" (১) এই কারণে এবং ভাগীরথীতীরে বাস করিয়া শান্তিলাভার্থ লোক আসিত বলিয়াও, হয় ত, 'শান্তিপুর' এই নাম প্রচলিত হয় ;—কবির গানে শান্তিপুরকে 'সোনার শান্তিপুর' বলিত।

খৃস্টীয় দশম শতকের রাজা প্রচণ্ডদেব সিংহের (২) পূর্বেও 'শান্তিপুর' নাম প্রচলিত ছিল, কারণ তিনি নেপালে যাইবার পূর্বে শান্তিপুর-অঞ্চলের রাজা ছিলেন। তিনি 'শান্তি', 'শান্তিগড়' বা 'শান্তিকর' নাম গ্রহণ করিয়া নেপালে যে স্বয়ম্ভূক্ষেত্র স্থাপন করেন, তাহা ১,০০০ খৃস্টাব্দে বর্তমান ছিল। (৩) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, আনুমানিক দশম শতকে নেপালের ৭টি তীর্থের মধ্যে একটি শান্তিপুর, এবং নদীয়া-শান্তিপুরের তিন দিকে গড় ও এক দিকে রাস্তা ছিল। (৪) কেহ বলেন যে, বর্তমান বেহারিয়া গ্রাম যে স্থানে আছে সেখানে পূর্ব-কালে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও বিহার ছিল, এবং রাজা প্রচণ্ড দেবরায় তাহার অধীশ্বর ছিলেন ; তিনি শৈব ধর্ম অবলম্বন করিয়া নেপালে গিয়া স্বয়ম্ভূক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন, এবং 'শান্তিকর আচার্য' নামে অভিহিত হন। (৫) উক্ত

(১) Honigberger—Thirty-five Years in the East (বঙ্গবাসী-সংস্ক, ১৯০৫ খৃ, পৃ ১৮৬—৭); নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৮৬); বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক), ২য় ভাগ (পৃ ৩৩৩); বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯৫) (২) প্রথম ভাগ (পৃ ২১৫-৬) (৩) সাহিত্য, ১৩২৬ অগ্রহায়ণ : প্রাচীন বাংলার ইতিহাস (৪) ১৩২০ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণ। পশ্চিমদিকের 'সুতরাগড়' ও পূর্বদিকের 'সারাগড়' নাম মোগল-আমলের স্মৃতি উদ্রেক করে ; তৃতীয় গড় ও রাস্তাটির সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বর্তমানে পাওয়া যায় না। (৫) সুরেন্দ্রনাথ মুখো—কৃত্তিবাসের স্মৃতি-উৎসবে নিবেদন ; ভারতবর্ষ, ১৩২৫ শ্রাবণ (পৃ ১৯৭)

স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে পর্বতের উপর 'শান্তিপুর' নামে একটি বাটী আছে। নেপালের স্বয়ম্ভূপুরাণে (সংস্কৃত) (১) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। "বর্তমানে স্বয়ম্ভূক্ষেত্র নেপালী, তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থান।" (২) নেপালের ইতিহাসে আছে, কাশ্যপ ও বুদ্ধ গৌড়েশ্বর প্রচণ্ডদেবকে স্বয়ম্ভূ ও গুহ্যেশ্বরী দেবীর পূজা করিতে আদেশ করেন। প্রচণ্ডদেব আপনার পুত্র শক্তিদেবের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তাঁহার 'শান্তশ্রী বজ্রাচার্য' নাম হয়। এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পরে কাম্বোজগণের অভ্যুদয় হয়।...সম্ভবত কাম্বোজ ও শূরগণ মূলত অভিন্ন ছিলেন।" (৩) "প্রচণ্ডদেব নামক এক গৌড়পতির উল্লেখ কোন কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া কিম্বা রংপুরের কোন স্থানে (?) রাজত্ব করিতেন অনুমান হয়।...নেপালে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি 'শান্তশ্রী বজ্রাচার্য' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ কি ৭ম শতাব্দীতে (?) বিদ্যমান ছিলেন।" (৪)

কিন্তু নেপালে উক্ত স্বয়ম্ভুর পূজা বহু প্রাচীন। "পূর্বে আরও ৫৫ জন বুদ্ধ পর্যায়ক্রমে জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে শম্ভুপুরাণ হইতে শেষ ছয় বুদ্ধের সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়।...শম্ভুপুরাণ নেপালস্থ বৌদ্ধেরাই সমাদর করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ কেবল অলৌকিক অসার গল্পে পরিপূর্ণ।...একদা বিপশ্চিৎ বুদ্ধ মধ্যদেশস্থিত বিন্দুমতি-নগর হইতে অনেক ভিক্ষুক-শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া নাগবাসহ্রদে উপস্থিত

(১) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পুথি আনেন, এবং ইহা কলিকাতার রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটির গৃহে রক্ষিত আছে। (২) শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ : প্রচণ্ডদেব (৩) রজনীকান্ত চক্রবর্তী —গৌড়ের ইতিহাস (৪) পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার পুরাবৃত্ত

হইলেন।...তিনি একটি পদ্মমুল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'যখন এই মূল বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া পল্লবিত ও কুসুমিত হইবে, তখন ইহার কমল হইতে অগ্নিস্থ ভুবনেশ্বর স্বয়ম্ভূ অগ্নিশিখারূপে আবির্ভূত হইবেন।...পরে সেই হ্রদ কর্ষিত ও জীবসমূহের বাসভূমি হইবে।'......সেই অবধি নাকি নেপাল বাসোপযোগী হইয়াছে।...... দ্বিতীয় বুদ্ধ শিখী বহু লোকজনসহ তথায় সমাগত হইলেন।...... তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ম্ভূকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, এবং কহিলেন, এই স্থান স্বয়ম্ভূর প্রিয় ভূমি এবং প্রাণিপুঞ্জের আবাসস্থল হইবে।'... তিনি স্বয়ম্ভূতে বিলীন হইলেন।...তৃতীয় বুদ্ধ শিখী (ত্রেতাযুগে) শিষ্যবৃন্দ -পরিবৃত হইয়া ঐ স্থানে আসিয়া স্বয়ম্ভূকে আরাধনা করেন এবং ঐরূপ ভবিষ্যৎবাণী করেন।......বোধিসত্ত্ব মনুজশ্রী (ত্রেতাযুগে মহাচীনে জন্ম) ধ্যানে স্বয়ম্ভূর দিব্যমূর্তি দর্শন করিয়া শিষ্যমণ্ডলীসহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন।......তিনি তরবারি দ্বারা পর্বত দুই খণ্ড করিলেন। তখন হ্রদের জল নির্গত হওয়াতে সব শুষ্ক হইয়া গেল। সেই অবধি নেপাল-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।...চতুর্থ বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দ (করকেতুচন্দ্র) মহারাজ ধর্মপাল ও অন্য শিষ্যগণ সহ নেপালে সমাগত হইয়া স্বয়ম্ভূর বন্দনাদি করেন।...পঞ্চম বুদ্ধ কনকমুনিও আসিয়া স্বয়ম্ভূর অর্চনাদি করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।...অবশিষ্ট লোক সেখানে স্বয়ম্ভূর বন্দনায় একান্ত মগ্ন হইয়া জীবন অতিবাহিত করেন।...ষষ্ঠ বুদ্ধ কাশ্যপ আসিয়া স্বয়ম্ভূর পূজা করেন।" (১)

"আমুলিয়াকে 'আন্দুল (২), আমুর, আমুল্যা' এবং পূর্বকালে 'ঢেকুর' বা 'ঢাকুরিয়া' (৩) বলিত।...এই স্থান বাঙালীর প্রকৃত তীর্থস্থান। এই

(১) অঘোরনাথ রায়—শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব (২) হাওড়ার সন্নিকটে এই নামে আর একটি গ্রাম আছে। (৩) কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব-উপকণ্ঠে 'ঢাকুরিয়া' নামে পল্লী-গ্রাম আছে।

স্থানে কত রাজবংশ জন্মিয়াছে, আবার নদীয়া-জেলার মৃত্তিকার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।...রাজা কেশব সিংহ দক্ষিণ-রাঢ়ে আন্দুল-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তথায় রাজ্যস্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন।... বদার রাজা বীর সিংহ মৌদ্গল্যগোত্রীয় ঢাকুরের রাজা প্রতাপ সিংহের বংশধর ছিলেন, এবং এই সিংহবংশ শান্তিপুর-অঞ্চলে রাজত্ব করেন।...রাজা নরেন্দ্র সিংহ শান্তিপুর-অঞ্চলে ১১৯০ খৃস্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজিও শান্তিপুরে (?) দৃষ্ট হয়।" (১) "অনুলিয়া সুলেমাবাদের অন্তর্গত একটি পরগণা বা মহল। বর্তমানে এই মহল আর নাই। অনুলিয়া-গ্রাম শান্তিপুরের দক্ষিণ-পূর্বে চূর্ণী নদীর নিকট অবস্থিত।" (২)

শান্তিপুরের ভাগীরথীপ্রসঙ্গে আরও কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। উক্ত ভাগীরথাতীরে সংঘটিত সতীদাহের কথা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতেও মৃত ব্যক্তিকে ও তার স্ত্রীকে আনাইয়া এখানে দাহ করা হইত। লং সাহেব লিখিয়াছেন, "মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে বলপূর্বক হত্যা করা হয়; সম্প্রতি একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ঘাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে,—তার মুখময় কাদা ছিল। কিছুদিন পূর্বে ৪৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দগ্ধ হইবার অনুমতি চাহিয়াছিল; ম্যাজিস্ট্রেট অর্থ দিতে চাহিলে, সে প্রত্যাখ্যান করে, এবং সেই রাত্রেই তাহাকে দগ্ধ করা হয়।" (৩) নিত্য এবং যোগ ও পর্বকালীন স্নানের জন্য ভাগীরথীতীরে

---

(১) কায়স্থ-পত্রিকা, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৫০—৪) : বিদ্রোহী শোভা সিংহ ও আন্দুল্যা-সমাজ ; প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মহানাদের ইতিহাস (২) মহাকোষ : অনুলিয়া; Hunter—Statistical Account of Bengal, Vol. I (p. 365) (৩) Cal. Review, Vol. 6, 1846 : The Banks of the Bhagirathi ; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩১৮)

নিজ শান্তিপুরস্থ ও বহিরাগত বহুলোকের সমাগম হয়। এখনও তরী-সাহায্যে কিছু কিছু ব্যবসায় চলে এবং পারাপারের (কালনা-গুপ্তিপাড়ার জন্য) ব্যবস্থা আছে। জেলেরা মৎস্যের ব্যবসায় চালায়। পূর্বে স্টীমার (কলিকাতা-নবদ্বীপ-কাটোয়া) প্রত্যহ যাতায়াত করিত (সাধারণত জোয়ার নবদ্বীপ পর্যন্ত যাইত, বর্তমানে কালনা পর্যন্ত যায়) ; এখন সপ্তাহে দুইবার মাত্র চলে। গাঙ্গেয় বারি অনেকের নিত্যপানীয়। ভাগীরথী-বক্ষে দস্যুবৃত্তির কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। (১)

ভাগীরথীবিষয়ক আরও কতিপয় প্রসঙ্গ লিখিত হইল। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে একজন এঞ্জিনীয়ারের অধীনে 'নদীয়ার নদী-বিভাগ' সৃষ্ট হইয়া তাহার শাসন বোর্ড-অব-রেভিনিউর নিকট হইতে পূর্তবিভাগে হস্তান্তরিত করা হয়। (২) বাগ্‌দেবীর খালের বাঁধ দিবার সময় উপস্থিত হইলে নূতন ও পুরাতন ইজারাদারের মধ্যে দাঙ্গা হইত। (৩) স্টীমার 'সিদ্ধেশ্বরী' একবার অধিক যাত্রী ও মাল লইয়া রাত্রিকালে চলায়, কলিকাতা-পুলিস হইতে স্টীমার-কোম্পানীর ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড করান হয়। (৪) শ্রাবণ-ভাদ্রে মরাগাঙে জল আসিলে কৃষকেরা তাহাতে পাট পচায়, এবং মুচিরা চামড়া কাচে; সেই জল খাইয়া অনেকে অসুস্থ বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (৫) মধ্যে মধ্যে গঙ্গার পাড় ভাঙিয়া বাটী, বাগান, ভূমি, শস্য ও বৃক্ষাদি

(১) প্রথম ভাগ। মুসলমান ও ইংরাজী-আমলের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক বিবরণ 'প্রথম ভাগে' ও চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। (২) Garrett—Nadia Dt. Gazetter (1910) (৩) সোমপ্রকাশ, ৫।৬।১২৮৭ (৪) সোমপ্রকাশ, ৮।৫।১২৮৭ (৫) সোমপ্রকাশ, ১৫।৫।১২৮৭। এই বিষয়ে বর্তমানকালেও শান্তিপুরবাসী কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে আন্দোলন দ্বারা আংশিকভাবে কৃতকার্য হন।

গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়। (১) ভাগীরথী যেরূপে ভ্রষ্ট হইয়া আসিতেছে তাহাতে সমূহ চিন্তার কারণ উদ্ভূত হইয়াছে। (২)

'তরফ-শান্তিপুর' ৩৮টি মৌজায় বিভক্ত, এবং প্রতি মৌজায় নানা পল্লী আছে। পল্লীগুলির কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল—বড়, মদনগোপাল, হাটখোলা ও উড়ে-গোস্বামী; লক্ষ্মীতলা; ঘুরপেকে; সর্বানন্দী; চোগাছা (ফটক); বল্লভী; পঞ্চরত্নতলা; কাঁসারী; বেজ (বৈদ্য); মতিগঞ্জ; বোকা; কাশ্যপ; দত্ত; খড়জালা; বাউইগাছি; নূতনগ্রাম; নিশ্চিন্তপুর; রামনগর; চৈতল; দাম্বে (দাদনদাতা বা দরিদ্র?); ছুতার; ডাবরিয়া (ডাবরে)—আশানন্দ; জলেশ্বরতলা; পটেশ্বরীতলা; ভবানী; তিলি; বেড়; তোপখানা; নূতন-হাট; বড়বাজার; শ্যামচাঁদ; পুঁই; সুতরাগড়; বাবলা; আচার্য; পাটোয়া; সাহা; কুঠীর; তরফদার; তামাচিকা; নপাড়ী; ঠাকুর; কুমোর; মুচি; কল্লা; মঘা; মামদো; শ্যামাচাঁদনী; গোপালপুর; সাহেবডাঙা; ইত্যাদি। শান্তিপুরের পশ্চিমপ্রান্তস্থ সুবৃহৎ পল্লী 'সুতরাগড়'কে [বা সুথর গড়=সুন্দর গড় (আনুমানিক অর্থ)] অনেকে ভ্রমক্রমে 'সূত্রগড়' বলেন। (৩) শান্তিপুরের পরগণা ও জমিদারী-সম্বন্ধীয় বিবরণ অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। (৪) রাস্তাগুলির মধ্যে ভিক্টোরিয়া, প্রসেসন, কার্তিক দাস, স্ট্র্যাণ্ড-রোড, ইত্যাদি কয়েকটি প্রশস্ত ও দীর্ঘ, এবং

(১) সমাচার-দর্পণ, ৩০।৫।১২৩৫ (ইং ১৩।৯।১৮২৮)—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড (পৃ ১৯০); আনন্দবাজার পত্রিকা, ১।৫।১৩৪২
(২) The Blight over Bengal, and Calcutta's Drinking Water (মানচিত্রসহ)—Cal. Municipal Gazette, 10.4.1937 (pp. 21, 47, 85) (৩) বিশ্বেশ্বর দাস—কার্তিক-চরিত (পৃ ৩)
(৪) প্রথম ভাগ

অগণ্য ছোট রাস্তা ও গলি আছে। বাঁওড়ে ও মূল-গঙ্গায় কতকগুলি স্নানের ঘাট আছে। গঙ্গায় যাইবার রাস্তাগুলির মধ্যে 'মতিগঞ্জের পুলের' রাস্তাটিই ভাল। বর্ষাকালে শ্মশানঘাটের ব্যবস্থায় অসুবিধা হইয়া থাকে। চরের মধ্যে ৺জগন্নাথদেবের পূজাগৃহ, গৃহপালিত পশুর পাউণ্ড, জনৈক সন্ন্যাসী ও কয়েকজন কৃষকের বাসগৃহ, 'ভারত' পোদ্দারের আরামগৃহ (ভগ্নাবস্থাপন্ন), খেলিবার মাঠ, স্টীমার-ঘাট, শ্মশানাশ্রম, ইত্যাদি আছে। নগরে অনেকগুলি পুষ্করিণী ও ইন্দারা এবং কতিপয় নলকূপ আছে।

নগরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নয় সহস্রাধিক বাটী আছে,—উল্লেখযোগ্য বাটীর কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে ; পরিমাণফল ৪।৫ বর্গ ক্রোশ। (১) অন্য হিসাবে, বাস্তুজমির পরিমাণফল ৯ বর্গমাইল (উত্তর-দক্ষিণে ২। মাইল × পূর্ব-পশ্চিমে ৪ মাইল); চরসমেত পরিমাণফল ১৩।১৪ বর্গমাইল ; পাকা রাস্তা ২১ মাইল, কাঁচা রাস্তা ৮২ মাইল (মিউনিসিপ্যাল ও ব্যক্তি-গত)। (২) রাস্তাগুলিতে নাম লিখিত আছে, এবং বাটীর নম্বর আছে। ১৯০১ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর-থানার পরিমাণফল ৭৪ বর্গমাইল, এবং ইহার মধ্যে ৭০টি গ্রাম ও ১২,০৩৭ খানি ভোগদখলীকৃত বাটী ছিল (৩) ; ১৯২১ খৃস্টাব্দে পরিমাণফল ৭৭ বর্গমাইল, এবং ইহার মধ্যে ১টি নগর, ৬১টি অধ্যুষিত গ্রাম্য মৌজা এবং ১১,০৫৯ খানি ভোগদখলীকৃত বাটী ছিল (৪) ; ১৯৩১ খৃস্টাব্দে পরিমাণফল ৭৬ বর্গমাইল, ১টি নগর, ৬৩টি বাসযোগ্য গ্রাম্য মৌজা, এবং ১০,৭৬৮ খানি দখলীকৃত বাটী ছিল, এবং

---

(১) যুবক, ১৩১৫ বৈশাখ : শান্তিপুরের ইতিবৃত্ত ; যুবক, ১৩২৩ আষাঢ়, ভাদ্র ; তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (২) শান্তিপুর-স্মৃতি (পৃ ২) (৩) 1901 Census-Volume (Bengal) (৪) 1921 Census-Vol. (Bengal)

নগরের পরিমাণ ৯ বর্গমাইল, এবং ইহাতে ৫,৮০১ খানি দখলীকৃত বাটী ছিল। (১)

ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি উল্লেখযোগ্য—শান্তিপুর-রাণাঘাট (ফেরিফণ্ড রোড), প্রথম-ক শ্রেণীর, ৮ মাইল ১০০ গজ দীর্ঘ, ইহার জন্য রাণাঘাটে একটি ঘর, পার্শ্বঘর ও স্নানঘর-সমন্বিত পরিদর্শন-বাংলো আছে ; শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর (২), প্রথম শ্রেণীর, ৯ মাইল ৯০ গজ দীর্ঘ ; শান্তিপুর-হরিপুর-বাগাঁচড়া, দ্বিতীয়-ক শ্রেণীর, ৪ মাইল ৪ ফার্লং দীর্ঘ ; শান্তিপুর-কালনা, দ্বিতীয়-খ শ্রেণীর, ২ মাইল ৪ ফার্লং দীর্ঘ ; এবং শান্তিপুর-আড়বান্দী, ষষ্ঠ শ্রেণীর, ৪ মাইল ৪ ফার্লং দীর্ঘ। (৩) কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর হইয়া কালনার পরপার পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১৪॥ মাইল, এবং উহার বাৎসরিক সংরক্ষণের ব্যয়

(১) A. Porter—1931 Census of India, Vol. V (Bengal and Sikkim), pt. II (Statistical)। অদখলীকৃত ভগ্ন বাটীর সংখ্যা ও জঙ্গলপূর্ণ জমির পরিমাণও কম নহে।

(২) "এই সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মটি রাজা রুদ্রের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে সরকার এই রাস্তাটির সংস্কারের জন্য ,০০০ টাকা দান করেন।"—কুমুদনাথ মল্লিক : নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৯৪,৩৮৬,৩১৮)। "রুদ্রের পিতা রাঘব এই পথের সন্নিধানে বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তদুপরিস্থিত গ্রামের 'দীর্ঘিকা-নগর' বা 'দিগনগর' নামকরণ করেন।" —কুমুদনাথ মল্লিক : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (পৃ ১৪—৫) ; Nadia Dt. Gazetteer (1910) (৩) Nadia Dt. Gazetteer, Vol. B (1923); ইহাতে শান্তিপুর-থানা হইতে নদীয়ার বিভিন্ন থানার রেলে ও রাস্তায় দূরত্ব প্রদর্শিত আছে।

১৯১ পাউণ্ড ১৮ শিলিং। (১) ধূলি, কাদা ও বেমেরামতের দরুণ রাস্তা-গুলি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ আছে। পূর্বে গোযান, অশ্বযান, ডুলি ও পাল্‌কীর সংখ্যা অনেক ছিল। এখন অশ্বযান, মোটরযান (মধ্যে কিয়ৎকাল-ইহার সংখ্যাধিক্য এবং বাস্ ছিল) ও রেল হইয়াছে। জলে ষ্টীমার ও নৌকার ব্যবস্থা আছে। প্রথমে, রাণাঘাট (২)-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ছোট রেল (১৮৯৮ সালে খোলা হয়) ছিল; বর্তমানে রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর পর্যন্ত বড় রেল (১২ মাইল; ১৯২৫ সালে খোলা হয়) হইয়াছে, এবং কয়েকখানি গাড়ী কলিকাতা হইতে একেবারে শান্তিপুর পর্যন্ত যাতায়াত করে; শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ছোট রেল এখনও আছে (৩)। কলিকাতা হইতে শান্তিপুর হইয়া মুর্শিদাবাদ (দার্জিলিংএর পথে) পর্যন্ত মোটরযানের জন্য পীচের রাস্তা-নির্মাণের কার্য অগ্রসর হইতেছে। শান্তিপুরে দুইটি ধর্মশালা আছে; মেলা বা যোগাদির সময়ে বাহিরের লোক আসিয়া পরিচিত বা আত্মীয় লোকের বাটীতে, নতুবা

(১) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., Vol. II (1875)

(২) কলিকাতা-রাণাঘাট-লাইন ২৮।৬।১৮৬৯ তারিখে খোলা হয়। —সোমপ্রকাশ, ২৮।৬।১৮৬৯

(৩) এই ছোট লাইনটি উঠাইবার কথা মাঝে মাঝে কিছু দিন ধরিয়া চলে।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫।৯, ৫।১১।১৩৩৯; বঙ্গবাণী, ১৮।৯, ১০।১০।১৩৩৯। শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাট পর্যন্ত লাইনের দৈর্ঘ্য ১৭ মাইল। ১৯০৪-৫ খৃস্টাব্দে রাণাঘাট-লালগোলা-ঘাট-লাইন খুলিবার আগে শান্তিপুর দিয়া উহা লইয়া যাইবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তদ্বিরাভাবে বা শান্তিপুরাগত এঞ্জিনীয়ার হটন সাহেব অসন্তুষ্ট হওয়ায়, উহা বীরনগরের নিকট দিয়া স্থাপিত হয়। শান্তিপুর হইতে কলিকাতায় যাতায়াতকারী সাপ্তাহিক যাত্রীর সংখ্যা অল্প নহে, এবং কতিপয় মাসিক-টিকেট-গৃহীতা দৈনিক যাত্রী আছে।

যেখানে-সেখানে, বাস করে। পোস্টাফিসের কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। দুই তিন স্থানে রেডিও-যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে।

শান্তিপুরের পশ্চিমস্থ সুতরাগড়-পল্লীর কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হইল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্বে সুতরাগড় এখনকার মত শান্তিপুরের অন্তর্গত ছিল, তৎপরে ইহা ক্রমশ চৈতন্যদেবের সময়কার সমৃদ্ধ বন্দর-গ্রাম হরিনদীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ভাগীরথীর গতি-পরিবর্তনে হরিনদী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, ইহার কর্মকার, কাংস্যবণিক্, প্রভৃতি জাতি শান্তিপুর ও নিকটস্থ গ্রামসমূহে আসিয়া বাস করে। এখনও সুতরাগড়ের প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত 'হরিনদী' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে,—ইহা প্রাচীন হরিনদীর 'ভাতশালা' নামক অংশ। গঙ্গার চরস্থ সাহেবডাঙা, নৃসিংহপুর, তন্নিকটস্থ বাবলাবন, ইত্যাদি প্রাচীন হরিনদীর স্থানে অবস্থিত। সেওড়াফুলির রাজারা হরিনদীর অন্তর্ভুক্ত সুতরাগড়ের ভূস্বামী ছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী চলিত আছে। সেওড়াফুলি ও নবদ্বীপের রাজার মধ্যে সুতরাগড়ের অংশের স্বামিত্ব লইয়া বিবাদ বাধিলে, সুতরাগড়ের একটি শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠাতা, 'সত্যবাদী' গোপজাতীয় গোঁড়াই মণ্ডলকে উভয় পক্ষই সাক্ষী মান্য করে। কৌশলী গোঁড়াই জুতার মধ্যে সুতরাগড়ের কিছু মৃত্তিকা লুক্কায়িত রাখিয়া সেওড়াফুলি-রাজের অধিকৃত সীমানায় গিয়াও সাক্ষ্য দেয় যে, সে নদীয়ারাজের মাটীতে দাঁড়াইয়া আছে, কারণ তখন তাহার পায়ের তলায় জুতার মধ্যে লুক্কায়িত নদীয়ারাজের সীমানাভুক্ত সুতরাগড়ের মাটিই থাকে। কেহ বলেন যে, পরে সেওড়াফুলি-রাজ নবদ্বীপাধিপতি কর্তৃক পুত্রের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রিত হইয়া নদীয়া-মহারাজকে সুতরাগড়ের ঐ অংশ যৌতুক দান করেন। (১) সুতরাগড়ের যেখানে বর্তমান রাজবাটী, সেখানে এক জন সাধু মহাপুরুষ বাস করিতেন। বড়-গোস্বামিগণ ঐ বাটী নির্মাণ করিয়া

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২১৮) দ্রষ্টব্য।

সেখানে প্রতিষ্ঠিত ষড়্ভুজ-গৌরাঙ্গের সেবার ব্যবস্থা করেন ; এখন এই মূর্তি তাঁহাদের নিজ বাটীতে আছেন। সুতরাগড়ে এখনও 'ষড়্ভুজের বাজার ও পাড়া' আছে। ঐ বাটী নদীয়া-মহারাজের দখলে আসিলে, উহাতে তিনি গোপালমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবাদির ব্যবস্থা করেন ; সে মূর্তি ('গড়ের গোপাল' ; প্রস্তরনির্মিত ; কৃষ্ণনগরের বারদোলে উপস্থিত হন) এখন কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে আছেন। সুতরাগড়ের উত্তরে রঘুনাথপুর, হরিপুর, কুলিয়া, করঞ্চপুরাদি গ্রাম, পূর্বদিকে শান্তিপুর, দক্ষিণে পূর্ব-প্রবাহিতা ভাগীরথার চর ও ৩টি দহ, এবং পশ্চিমে হরিপুরের খাল। পূর্বে সুতরাগড়ের দক্ষিণপাড়ায় লোকের বসতি ছিল, এবং রায় সাহেব কার্তিকচন্দ্র দাসের বাটীর নিকট পর্যন্ত সুতরাগড়ের সীমা ছিল ; ভাগীরথার ভাঙনে এবং ১২৩০ সালের বন্যার পর দক্ষিণপাড়া হইতে অনেক লোক সরিয়া আসায়, ময়রাপাড়া ও উত্তর-সড়কের (তখন জঙ্গলময়) সৃষ্টি হয়। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে সুতরাগড়ের মধ্যভাগ হইতে হরিপুর বা রঘুনাথপুর পর্যন্ত স্থান ভীষণ অরণ্যপূর্ণ ছিল। সুতরাগড়ের মধ্যে সাহাদের, পালের (পূর্বের 'দীর্ঘিকা'), সরিবৎ সেখের পুষ্করিণী, ইত্যাদি প্রাচীন জলাশয় আছে। সুতরাগড়ে বহু বর্ধিষ্ণু মোদক, যাদব ও মুসলমানের বাস, ব্রাহ্মণাদি অন্য শ্রেণীও অল্পসংখ্যক আছে। (১)

শান্তিপুরের নিকটবর্তী গ্রামসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রাম বা নগরগুলি উল্লেখযোগ্য—হরিপুর, ব্রহ্মশাসন, বাগাঁচড়া, ফুলিয়া, বয়রা, বেলগড়ে, উলা, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, দিগনগর, নবদ্বীপ, অম্বিকা-কালনা, গুপ্তিপাড়া। (২) হরিপুরাদির সম্বন্ধে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। হরিপুর নদীয়া-কলেক্টরীতে 'চর রঘুনাথপুর' নামে পরিচিত। বর্ধমান-রাইগ্রাম,

(১) কার্তিক-চরিত (পৃ ৩-৯) (২) বাংলায় ভ্রমণ (২য় সংস্করণ), ২ খণ্ড (ই-বি-আর), এবং নদীয়া-কাহিনী দ্রষ্টব্য।

কাটোয়ার নিকটস্থ উদ্ধানপুর-বেণেপাড়া, ইত্যাদি স্থান হইতে অনেক বৈদ্য আসিয়া এই গ্রামে বাস করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। পত্তনিদার রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর-জমিগুলি খাস করিয়া লইবার চেষ্টায় মামলা করেন, কিন্তু তিনি হাইকোর্টে হারিয়া যান। তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ব্যারিস্টার ছিলেন। হরিপুরে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল। (১) হরিনদী-গ্রামের (বর্তমানে মুসলমান-পল্লী) অধিবাসী রাজা রামচন্দ্র সেন এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। (২) হরিপুর ও ব্রহ্মশাসনের নানা অসুবিধার মধ্যে জলের কষ্ট একটি। (৩)

বয়রা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। এখানকার রামনৃসিংহ পাল (তিলি) ব্যবসায়ে সমৃদ্ধ হন। পালবাবুদের মোকাম ভদ্রেশ্বর, কলিকাতা, শান্তিপুর, পাটনা, দ্বারভাঙা, বাজিতপুর, সমস্তিপুর, ইত্যাদি স্থানে স্থাপিত হয়। উমেশাদি রামনৃসিংহের পঞ্চ পুত্র 'চৌধুরী' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহারা রামনৃসিংহের স্মরণার্থে 'নৃসিংহজাঙাল' নামে বয়রা হইতে শান্তিপুর পর্যন্ত প্রায় তিন ক্রোশ রাস্তা (সেতুসমেত) নির্মাণ করেন, ইহার কতকাংশ বর্তমানে শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা-ভুক্ত। উমেশচন্দ্রের বংশাবলী বিদ্যমান। পালচৌধুরীদের অনেকে এককালে ধনী জমিদার ছিলেন। প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, নাটুদহ-মহেশগঞ্জের জমিদার বিলাত-প্রত্যাগত বিপ্রদাস পালচৌধুরী (তাম্বুলী) ও তৎপুত্র মন্মথনাথ, এম-এল-এ, শান্তিপুরের পত্তনি-তালুকদার। (৪) দিগনগর শান্তিপুর হইতে ৪ মাইল উত্তরে ছোট রেল-লাইনের

(১) শান্তিপুর, ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৯) (২) যুবক, ১৩৪৫ আষাঢ় (পৃ ২০), কার্তিক (পৃ ৩৬); প্রথম ভাগ (পৃ ২২৩, ২৩৩) (৩) স্বাস্থ্য-সমাচার, ১৩২৮ ভাদ্র (পৃ ১৩৮) (৪) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩২৩)

ধারে অবস্থিত। কৃষ্ণনগর-রাজ রাঘব এখানে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা (১) খনন করান; তজ্জন্য এই গ্রামের ঐরূপ নামকরণ হয়। তিনি ১৫৯১ সালে দীর্ঘিকার তীরে বিরাট মন্দির নির্মাণ করাইয়া রাঘবেশ্বর-শিব প্রতিষ্ঠা করেন; মন্দিরগাত্রে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। (২)

প্রাচীনকালে শান্তিপুরের সাধারণ গৃহাদি মাটি বা ইষ্টকের দেওয়াল দিয়া ও খড়ের চালে নির্মিত হইত; অবস্থাপন্ন লোকদিগের বাটী অবশ্য ইষ্টক-নির্মিত, এবং কখনও কখনও অনেক মহলে বিভক্ত ও কারুকার্য-সমন্বিত হইত। পোঁতা আনুমানিক ২।৩ হস্ত নিম্ন পর্যন্ত থাকিত, এবং গাছ-দেওয়াল ৩০।৪০ ইঞ্চ চওড়া করা হইত। ঘর পাঁচ হাত উঁচু হইলেই ছাদ দিত; আড়াগুলির তফাৎ ১॥-২ হাত থাকিত; বরগাও মানানসই দেওয়া হইত; ইষ্টক দিয়া ছাদ ছাওয়া হইত, কেহ কেহ টালি দিয়া দোতলা-তেতলা-ঘরের কার্ণিশ করিত; পাতলা ইঁটের গাঁথনি হইত; উহাতে লোনা ধরিত না। ঘরের সম্মুখদিকের ছোট (২।২। হাত পর্যন্ত উচ্চ) জানালা বা ঝরকায় চৌকা সাতটি কাঠের বা কামার-দোকানে পেটা লোহার মোটা গরাদে থাকিত; দোতলা-তেতলার ঘরের পিছন-দিকের দেওয়ালেও কাহারও কাহারও এক একটা গবাক্ষ থাকিত। ছাদের সিঁড়ি, চোরকুঠারী (অনেকেরই) ও চিলে-কোঠা থাকিত। মেঝে বা রোয়াক মাটি বা ঘুঁটিং-চূণ ও সুরকীতে নির্মিত হইত; রোয়াক উঠান হইতে প্রায় এক হাত উচ্চ হইত। পূজাদির জন্য বাহিরবাটীতে পাকা দালান বা চণ্ডীমণ্ডপ রাখিত। মাঠে মলত্যাগ বা বাটীতে কুয়া-পায়খানার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিবেশীর বাটীর পাতকুয়া বা নদী-পুষ্করিণী হইতে জল লওয়া রীতি ছিল (এখনও আছে)। মন্দিরাদিতে রেক্তর-গাঁথনি দেওয়া হইত ;—খয়ের, ঘুঁটিংএর সরচূণ বা খারি-চূণ (জোংড়া-পোড়া-চূণ), কলাই

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড (পৃ ২৫২; ই-বি-আর; ১৯৪০ খৃ)

ভিজার জল ও নেকোমাটি দিয়া উহা তৈয়ার করা হইত। দস্যুভয়ে লোকে অর্থাদি মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিত, এবং তক্তাপোষে মাইপোষ, অর্দ্ধ-মাইপোষ বা ইস্কাতরের ব্যবস্থা থাকিত। বর্ত্তমানে আধুনিক ধরণের পাকা-বাটীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, তোলা-পায়খানা হইয়াছে, বাটীতে ও বাহিরে ইন্দারা নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু পোড়ো-বাড়ী ও জঙ্গলের সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাসন ও বিচার

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘ'টেছে সংগ্রাম ;—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি,'
পঙ্কশয্যা হ'তে। লজ্জা সরম তেয়াগি,'
জাতিপ্রেম নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"It is justice to the common people, not legal justice merely, but political and economic justice, and not judged from our superiority-complex view, but from their point of view."

—E. Cripps

শান্তিপুর প্রথমে মহকুমার সদর ছিল। এ সম্বন্ধে পূর্বে (১) লিখিত হইয়াছে। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের নভেম্বর-মাসে রাণাঘাট-মহকুমা গঠিত হয়। (২) ১৮৬৭।৮ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর হইতে মহকুমা উঠিয়া যাইবার সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়, এবং কিয়ৎকালের মধ্যে উহা রাণাঘাটে স্থানান্তরিত হয়। (৩) "পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরস্থিত শান্তিপুর বড় সুন্দর স্থান। (৪) বহু ভদ্রলোকের বাস। ইহার জনসংখ্যা প্রায় ৪০,০০০। (৫) পূর্বে শান্তিপুর মহকুমার রাজধানী ছিল। এখনও পূর্বতন কাছারীর (৬) গঙ্গা-তীরস্থ সুন্দর অট্টালিকা বিদ্যমান, সেখানে অধুনা পুলিশের ফাঁড়ি অবস্থিত। এই গৃহের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা। অতএব, এই গৃহের শোভার কথা কি বলিব? কি স্থানমাহাত্ম্যে, কি আহারাদির সুবিধায় রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ।...কেবল রাণাঘাট রেলওয়ে-স্টসন বলিয়া (৭) সৌন্দর্যজ্ঞানহীন কোন অরসিক শান্তিপুর হইতে রাণাঘাটে মহকুমার রাজধানী অপসারিত করিয়াছিল।" (৮)

"বোর্ড-অব-রেভিনিউর বিবরণীতে লিখিত আছে যে, শান্তিপুরের ক্ষেত্রফল ১৪,৪৪২ একর বা ২২·৫৬ বর্গমাইল, ভূমি-রাজস্ব ১,১২৮ পাউণ্ড, লোকসংখ্যা ১৮,০০৬, এবং এখানে আদালত আছে; সুতরা-গড়ের ক্ষেত্রফল ১,২০৭ একর বা ১·৮৮ বর্গ-মাইল, ভূমি-রাজস্ব ৭০ পাউণ্ড

---

(১) প্রথম ভাগ (পৃ২২৯-৩০) (২) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., Vol. II (1875) (৩) রামেশ্বর সেন—আত্মকাহিনী (৪) ভাগীরথীর গতি বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন শান্তিপুর ও ভাগীরথীর মধ্যে বিস্তীর্ণ চর সৃষ্ট হইয়াছে। (৫) ১৮৯১ খৃস্টাব্দের গণনানুসারে ৩০,৪৩৭ (৬) ফৌজদারী। তৎপরে স্ট্র্যাণ্ড রোডটি উচ্চ করা হয়, এবং গঙ্গাও দূরে চলিয়া যায়। (৭) এখন শান্তিপুরে বড় রেল-লাইন আসিয়াছে। (৮) নবীনচন্দ্র সেন—আমার জীবন

১৬ শিলিং, লোকসংখ্যা ৪২৫, শান্তিপুরের আদালত বিচারস্থল ; উখড়ার বিচারস্থল বারাশত, শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের আদালত ; হালিসহরের (হাভেলিসহর) বিচারস্থল বারাশত ও শান্তিপুরের আদালত ; শ্রীনগরের বিচারস্থল শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের আদালত ; এবং কাউগাছি, মাম-জোয়ানী, পজনৌর, পটমহল ও শায়েস্তানগরের বিচারস্থল শান্তিপুরের আদালত।" (১)

উলা (বীরনগর) কিয়ৎকাল চৌকী-হাঁসখালির অধীন থাকায়, হাঁস-খালির মুন্সিফী-আদালত উলাতেই বসিত ; মহামারীর সময় ইহা রাণাঘাটে স্থানান্তরিত হয়, এবং তৎপরে শান্তিপুরে উঠিয়া যায়। (২) "রাণাঘাটের মুন্সিফ ইতিপূর্বে ১৫ দিন রাণাঘাটে ও ১৫ দিন চুঁয়াডাঙায় কাছারী করিতেন ; ইহাতে লোকের অসুবিধা হইত ; গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পূর্বের ন্যায় রাণাঘাটেই কাছারী করিতে আদেশ দেন।" (৩)

শান্তিপুরের তৎকালীন আদালত-সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত বাদ-প্রতিবাদ কিঞ্চিৎ তথ্যপ্রদ হিসাবে উপভোগ্য হইবে।

"শ্রীযুত সমাচার-দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু—

আপনকার দর্পণের দ্বারা এ দেশের যে কি মঙ্গল হইতেছে তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য সম্প্রতি আপনকার জানুয়ারি মাসের দর্পণে প্রকাশ করেন যে শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌনসেলে এই

(১) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., Vol. II (1875) ; প্রথম ভাগ (পৃ ২১৯)। মোগল-আমল, জমিদারী ও রাজস্ব, দস্যু ও পুলিশ এবং মহকুমা-হাকিমের কতিপয় কথা 'প্রথম ভাগে' বিবৃত হইয়াছে।

(২) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩৩১)

(৩) সোমপ্রকাশ, ১২-২-১২৮৭

ইস্তাহার দিয়াছেন যে ১৮৩১ সালের পঞ্চম আইনে ও দ্বিতীয় আইনে প্রজালোকের কি উপকার ও অনুপকার তাহা হজুরে জানাও অতএব তাহার জওয়াব আমরা নীচে লিখিতেছি আপনকার দর্পণে স্থান প্রকাশ করিলে অবশ্যই তাহার বিবেচনা হইতে পারিবেক।

১ দফা। ৫ আইনের দ্বারা বাঙালীদিগের অধিক ভার দিয়াছেন তাহাতে দেশের কি পর্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে তাহা কি জানাইব কিন্তু অপাত্রে সেই সকল কর্ম অর্পণ হইবাতে আমরা বড় দুঃখ পাইতেছি যদি এই সকল কর্ম সদর দেওয়ানীর জজসাহেবের কিম্বা কৌনসেলে ইম্‌তিহাস (১) লইয়া যোগ্য অযোগ্য বিবেচনা করিয়া লোক মোকরর (২) করেন তবেই সর্বসাধারণ লোকের মঙ্গল হইতে পারে নতুবা জিলার হাকিমেরা আপন অনুগত মোকরর করিয়া প্রজালোককে বড় জ্বালাতন করিতেছেন।

২ দফা। যদি মুন্সিফের উপরে লাখেরাজের মোকদ্দমা করিবার ভার হইত তবে সর্বার্থে মঙ্গল হইত কারণ এক ব্যক্তি যথার্থ মালের বিষয় বাবুদী নালিশ করিলেক তাহাতে আসামী মিথ্যা করিয়া লাখেরাজ জওয়াব দিলে তাহার যে মাল কি লাখেরাজ তাহার কিছুমাত্র তদারকের ভার মুন্সিফের প্রতি নাই যদি ইহার কিছু বিবেচনা শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেব করেন তবে আমরা সর্বদাই তাঁহার মঙ্গল ৺ নিকট প্রার্থনায় কালযাপন করি।

৩ দফা। মুন্সিফের করা ডিক্রী এক বৎসরের অধিকে জারী হইবেক না পুনরায় রসুম দিয়া নালিশ করিতে হইবেক হজুরের (৩) ডিক্রী যখন ইচ্ছা জারী হইতে পারে এ বড় অন্যায় কারণ মুন্সিফের নিকট যে নালিশ হয় তাহার দাবীর কাগজের দাম ও ওকালতনামার খরচা প্রভৃতি কিছু কম নহে তবে যে এক বৎসরের অধিক হইলে পুনরায় নালিশ করিতে হয় ইহাতে প্রজালোক কেবল অনর্থক খরচার দায়ে মারা যায়।

---

(১) পরীক্ষা (২) নিয়োগ (৩) জজের

৪ দফা। পূর্বে আইন ছিল যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয় বয়বলকায় (১) রাখিত তাহার বয়বাত (২) জারী করিয়া এক বৎসর মিয়াদে ইয়ালাম (৩) দিতেন ইহার মধ্যে টাকা না দিলে ফরিয়াদীকে বয়বাত প্রমাণ করিয়া সরাসরি হইতে মাল দখল দেওয়াইতেন এইক্ষণে তাহা রদ করিয়া এক বৎসর বাদে ফরিয়াদীকে চহরম কানুনে (৪) দাবী দিয়া নালিশ করিতে হুকুম দেন ফরিয়াদীকে টাকা দিয়া জিনিস খরিদ করিয়া পুনরায় কত খরচের দায়ে পড়ে যদি আপনার সেই বিষয় ভিন্ন বিষয় না থাকে এবং আসামীকে না পায় তবে ফরিয়াদীর খরচের টাকা পাওয়া কঠিন এতদ্বিষয়ে কিছু বিবেচনা শ্রীশ্রীযুত করিলে ভাল হয়।

৫ দফা। শ্রীল শ্রীযুত দত্রম (৫) আইন করিয়া মফঃস্বলের আমলা-দিগের ও দারোগাদিগের হাত হইতে খালাস করিয়াছেন কিন্তু হজুরের (৬) যে বড় বড় আমলারা যাহাদিগের নিকট আসামী ফরিয়াদী গেলেই ঘুষের দোকানের ছুরি গলায় দেন তাহারদিগের হাত ছাড়নের কিছু আইন করেন নাই শ্রীল শ্রীযুত জানেন যে ফৌজদারী বিষয়ে ॥০ আট আনার কাগজে বরখাস্ত দিলেই কর্ম নিকাশ হয় কিন্তু এমত কত আট আনা যে আমলারা লন তাহাতে প্রজালোক কোন প্রকারে মোকদ্দমা করিতে পারে না তাহার বেওরা (৭) এই যদি কোন ব্যক্তি জামিনী হুকুম দেন তাহাতে নাটীর (৮) সাহেব এই আইন করিয়াছেন একশত টাকার জামিনী হুকুম হইলে ১০ টাকা তাহার কমিসন ইহা না হইলে কয়েদ থাকিতে হয় দুর্মতের (৯) ভয়ে দিতে হয় জিলার হাকিমের নিকট জানাইলে শুনেন না এবং ভয়েতে জানাইতেও পারে না আর মোক্তারনামা দাখিলের ও দরখাস্ত দাখিলের ও শাইদের (১০) জোবানবন্দীকরণের সিরিস্তাদার

---

(১) অর্থের অঙ্গীকারে　(২) খরিদ　(৩) নোটিস　(৪) ৪ আইনে
(৫) দুই　(৬) জজের।　(৭) বিবরণ　(৮) নাজীর
(৯) সম্মানের　(১০) সাক্ষীদের

মহাশয়ের ফীচ ২ টাকা হিসাবে তিনি আইন করিয়াছেন মুহুরীরা ॥• আনা আইন করিয়াছেন কোন কাগজের নকল লইতে হইলে যত টাকার ইস্টাম্প লাগিবেক তত টাকা মোহাফেজকে দিতে হয় ইহা ভিন্ন কোন মতে হয় না আমলারা এই প্রকার আইন করিয়াছেন তাহারদিগের আইনের জ্বালায় আমরা জ্বালাতন আছি তবে ১৮৩১ সালের দুই আইনে ইহার কি সুখ হইবেক এই কএক রকম ভিন্ন যে কত প্রকারে টাকা লন তাহা আমরা লিখিয়া পত্র বাড়ান যদি শ্রীশ্রীযুত আমলাদিগের চলন আইন রদ করিয়া কোন আইন সাদের (১) করেন তবে আমলাদিগের ধারালো খড়্গের ধার হইতে রক্ষা পাইয়া কোম্পানী বাহাদুরের মঙ্গল ৮ নিকটে নিরুদ্বেগে চেষ্টা করি।

৬ দফা। দারোগাদিগের হাত হইতে যে প্রকারে ত্রাণ করিয়াছেন তাহাতে অনেক ভাল হইয়াছে কিন্তু তাহারদিগের তাবিয়ান (২) বরকন্দাজ ও হজুরের (৩) চাপরাসী ও বরকন্দাজ ইহারদিগের সাবেকমতই দস্তুর আছে থানার উপর এক হুকুম আছে রাত্রি দশটার উপর কোন লোক বাহির হইতে পারে না ইহাতে সিন্ধ চুরি কিছু কম হয় নাই কিন্তু বরকন্দাজেরা ছয় ঘণ্টার (৪) পরেই ভদ্রলোককে পাকড়া করিয়া টাকা লন অধিক রাত্রিতে চোরের সহিত সাজস করিয়া পাকড়া করেন না দিবসে হাট বাজার লুটতরাজ করিয়া তোলা লন এবং কোন তদারক মফঃস্বলে হইলে যে পাড়ায় তদারক হইবেক তাহার চৌক্রোশী লোক ধরিয়া টাকা লন তাহারা ভয়ক্রমে নালিশ করিতে পারে না ইহার কিছুই বিহিত বিবেচনা করেন নাই এবং হজুরের চাপরাসীরা যদি নাজীর কোন আসামী জিম্মা করিয়া দেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে তফাৎ লইয়া গিয়া তাহার কাপড় ঝাড়া দিয়া পয়সা টাকা যে কিছু থাকে তাহা লয় এবং ভাল কাপড়

(১) স্থাপিত (২) অধীনস্থ (৩) জজের। (৪) রাত্রি ছয়টার

থাকিলে তাহাও মারপীঠ করিয়া লয় যদি না দিতে চাহে তবে তাহাকে যথোচিত নিগ্রহ করে ইহাতে লোকদিগের পক্ষে বড় মন্দ হইতেছে এই দশাতে কেহ কাহারও উপর মোকদ্দমা করণে অশক্ত। অতএব শ্রীশ্রীযুত এই সকল বিষয়ে কোন আইন সাদের করিয়া লোকেরদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তবে সকলেই কিঞ্চিৎ সুখী হইতে পারে আমরা আমলাদিগের ঘুষের আইন জারীর বিষয় লিখিতেছি এ নদীয়া জিলার অন্য জিলার কি দস্তুর তাহা পশ্চাৎ লিখিব ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ২ চৈত্র। শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীসুধারাম সাণ্ডাল শ্রীভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীখুদিরাম ভট্টাচার্য শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীজগমোহন ভটাচার্য শ্রীরামরতন সিংহ শ্রীরামরতন সরকার ওগয়রহ (জিলা নদীয়ার শান্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা)।” (১)

নিম্নলিখিত নিবেদনে নদীয়া-জেলার রামপুর, উলা, কৃষ্ণনগর, অগ্রদ্বীপ, রাণাঘাট ও শান্তিপুরের কতিপয় ভূস্বামীর নাম স্বাক্ষরিত আছে দেখা যায়, তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উপরিলিখিত নিবেদনেও আছে।

“শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আমরা অতি আহ্লাদপূর্বক সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে আপনার ২০।৩।১৮৩৩ তারিখের দর্পণে প্রকাশ করেন যে আদালত সম্পর্কীয় কর্ম অনেক পরিবর্তন হইবে তাহার মধ্যে যে উকীলী কর্ম এককালে উঠিয়া যাইবে প্রকাশ করেন তাহা হইলে যে প্রজালোকের কি সুখ হইবেক তাহা আপনি বিজ্ঞ সকলে জানেন আমরা কি লিখিব কিন্তু ঐ

---

(১) সমাচার-দর্পণ, ২৩।৩।১৮৩৩। ইঁহারা জমিদার ছিলেন। অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ঘুষের প্রতাপ বন্ধ হয় নাই।

বিষয় যে শীঘ্র সফল হইবেক তাহাতে শ্রীল শ্রীযুত গবর্ণর-জেনারল বাহাদুরের নিকট আমারদিগের কিছু নিবেদন আছে তাহা দফাওয়ারি কিছু লিখিতেছি আপনার মঙ্গলদায়ক দর্পণে স্থান দিয়া শ্রীল শ্রীযুতকে গোচর করাইলে অবশ্যই শীঘ্র সফল হইবেক।

১ দফা। সকল জমিদারের এবং অনেক বর্ধিষ্ণু লোকের প্রায় মোকররী মোক্তারকার সর্বত্রেই আছে কিন্তু এক কেতা মুৎফরক্কা দরখাস্ত দিতে হইলেই উকীল ভিন্ন জজ সাহেবেরা দরখাস্ত লন না অত্যল্প বিষয়ের দরখাস্ত দিতে হইলে ওকালত-নামার কাগজ আট আনা লাগে এবং উকীল ছোট কর্ম হইলে ফি দরখাস্ত কেতা ২৲ টাকা দস্তুরে লন ভারি কর্ম হইলে তাহার ভারি টাকা লন কিন্তু মোক্তারকার রাখিয়া না রাখার তুল্য হইতেছে এবং যখন মোক্তারনামা দেওয়া যায় তখন তাহাতে লিখিয়া দেই মোক্তারমজুকর আমার তরফ যাহা করিবেন তাহা আমার মঞ্জুর তবে যে মোক্তারকারের সওয়াল জওয়াব দেওয়ানী আদালতে শুনেন না ইহার কারণ কি কিন্তু ফৌজদারীতে মোক্তারের দ্বারা তজবীজ হইতেছে আমরা জানি যে আদালত সকলি এক তবে ফৌজদারী দেওয়ানী বিশেষ করা এ হাকিমের উচিত নহে যদি ভাবেন উকীলী কর্মে অনেক লোক প্রতিপালন হইতেছে সে মিথ্যা কারণ সকল প্রজার নিকট লইয়া অত্যল্পকে প্রতিপালন করা অন্যায়।

২ দফা। আপনার দর্পণে লেখেন যে অনেক প্রধান প্রধান সাহেবেরা ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে আমরা কিছুমাত্র ভাবিত নহি কারণ যে শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তিনি দয়াময় এবং প্রজাপতিপালক প্রজারদিগের প্রতি তাঁহার যে দয়া তাহা লিখিতে আমরা অশক্ত তিনি কখন সাহেবদিগের অন্যায় প্রস্তাব শুনিবেন না আমারদিগের যে পরম সুখ তাঁহা হইতেই হইতেছে আরো হইবেক ইহার সন্দেহ নাই এইক্ষণে উক্ত বিষয় শীঘ্র সফল করিয়া প্রজালোকের

মঙ্গল করুন যে আমরা সর্বদা তাঁহার মঙ্গল চাহিতেছি আরো ৺নিকট প্রার্থনা করি।

৩ দফা। উকীলী বিষয় বন্ধ হইবেক তাহার সন্দেহ নাই কারণ যখন শ্রীশ্রীযুতের নিকট ইহা প্রস্তাব হইয়াছে আর ইহাতে রাইয়ত লোক নাহক টাকা দিতেছে ইহাতে কোম্পানী বাহাদুরের কিছুমাত্র লভ্য নাই এবং যাহার উকীল খরচ দিবার শক্তি নাই এবং আপনি হাজির থাকিলে তাঁহারদিগের পরিবার মারা পড়ে এজন্য তাহারদিগের হক বিষয় উকীলী খরচা অভাবে না হক হইতেছে আর উকীলের বিষয়ে ফি শত ৫৲ টাকা আইন মোকরর আছে কিন্তু ১০৲ টাকার মোকদ্দমা হইলে আইনমতে আট আনা হয় কিন্তু কদাচ তাহা লন না সদরে ঐ আট আনা কিন্তু মফঃস্বলে ২৲ টাকা লইয়া পশ্চাৎ কবুল করেন যদি হাজার টাকার মোকদ্দমা হয় তাহাতে ৫০৲ টাকা পায় তথাচ কিন্তু অধিক লয় অতএব আইনানুসারে টাকা দিয়া আরো কিছু কিছু ঘুষ দিতে হয় অতএব শ্রীশ্রীযুত ইহা শীঘ্র রদ করিয়া মোক্তারকারের দ্বারা মোকদ্দমা হইবার হুকুম দেন যে প্রজালোক সুখে কালযাপন করে।

৪ দফা। শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর-জেনারল বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করি যে ডিক্রীজারির আসামীর মাল নীলামে যে মুন্সিফ প্রভৃতি সরকারী চাকর হইয়া মাহিয়ানা ছাড়া টাকা প্রতি এক আনা দস্তুরে রসুম পাইয়া থাকেন সে কেবল সকল প্রজাকে বধ করিয়া একজন লোককে অধিক টাকা দেওয়া যদি ফরিয়াদীর দাবীর টাকা সকল আদায় না হয় কিন্তু মুন্সিফদিগের রসুমের টাকা অগ্রে কাটিয়া লন শ্রীশ্রীযুত বিবেচনা করুন যে মুন্সিফেরা এই সকল নির্বাহের জন্য কোম্পানী বাহাদুরের চাকর এবং মাহিয়ানা পান তবে যে আলাহিদা রসুম পান এ কেবল প্রজারদিগকে খারাবি করা মাত্র নীলামের রসুম ছাড়া যদি কোনখানে কিছু তদারক করিতে যান তাহার মেহনত আনা ও পালকী ভাড়া আলাহিদা

লন যে দিবস তদারক করিতে কি নীলাম করিতে যান সে দিবস কি হজুরে মাহিয়ানা বাদ যায় তাহা নহে এবং দারোগারদিগের দ্বারা কোন বিষয় তদারক হয় তাহার অন্য খরচ লাগে না এবং দারোগারদিগের মাহিয়ানা অনেক কম মুন্সিফদিগের মাহিয়ানা অধিক এ প্রকার মাহিয়ানা ভিন্ন টাকা পান অতএব আমরা ভরসা করি যে শ্রীশ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর এ সকল দুঃখের বিষয় জ্ঞাত হইলে ইহার বিবেচনা শীঘ্র করিবেন যে আমরা প্রজালোক নাহক খরচ হইতে ত্রাণ পাইয়া কোম্পানী বাহাদুরের মঙ্গল সর্বদা শ্রীশ্রী৺ নিকট নিয়ত প্রার্থনা করি।

৫ দফা। আমরা শুনিতেছি যে বর্ধমানের শ্রীযুত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ফৌজদারী আমলাদিগের ঘুষ লওয়ার বিষয়ে যে মনোযোগী হইয়াছেন এবং অনেক আমলা কয়েদ ও সসপেণ্ড করিয়াছেন বিশেষ নাজীরকে যে প্রকার শাসিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা সর্বদা শ্রীযুত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আশীর্বাদ করিতেছি কিন্তু আমারদিগের নদীয়া জেলার শ্রীযুত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমারদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যদি আপন আমলাদিগের শাসন করেন বিশেষ নাজীর সাহেবের এবং তাঁহার তাবের চাপরাসীর দৌরাত্ম্য জন্য আমরা সর্বদাই জ্বালাতন তাহাকে বিশেষরূপে শাসন করিলে আমরা সর্বদা শ্রীযুত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মঙ্গল ৺ নিকট প্রার্থনা করি আমরা শপথের ভয়েতে স্পষ্টরূপে তাঁহাকে জানাইতে পারি না যদি শ্রীযুত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এমন কোন হুকুম সাদের করেন যে আমলাদিগের যে যে জুলুম প্রজার উপর আছে তাহারা জ্ঞাত করে তাহারদিগের হলফ হইবেক না।

৬ দফা। যদ্যপি রেসবৎ (১) বিষয়ে নানা আইন সাদের আছে তথাচ আসামী ফরিয়াদীর সর্বদাই আমলাদিগের ঘুষের জ্বালায় জ্বালাতন

(১)

তথাপি হাকিমের নিকট জানাইতে পারে না কারণ ভদ্রলোকসকল শপথের ভয়ে দরখাস্ত করিতে পারে না যদি কোন কেহ শপথ স্বীকার করিয়া শ্রীযুত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার জামিনী হুকুম দেন জামিনীর হুকুম দিলেই নাজীরের হাতে পড়িতে হয় ঘুষের দরখাস্ত করিয়া তখনি নাজীর ও চাপরাসীর হাতে পড়িলে তাহারদিগের মতলব হাসিল করে এবং আর আর আমলার ইসারাতে নাজীর সাহেব ৫৲ টাকার বিষয়ে তাহার নিকট ১০৲ টাকা লন না দিলে জামিন মঞ্জুর করেন না এবং মোক্তারকার ভিন্ন অন্য মাতবর বাসিন্দা লোকেরে জামিন দিলে তাহা নাজীর লন না যদি মোক্তারকারদিগের সহিত আলাপাদি না থাকে তবে সে ফরিয়াদীকে কয়েদ থাকিতে হয় এ বড় অবিবেচনা যে ঘুষের নালিশের জামিন তলব করেন যদি হাকিম ভাবেন নালিশ করিয়া ফরিয়াদী গরহাজির হইবেক এমত হয় না কারণ নিজের টাকা দিয়া নালিশ করিয়া কদাচ গরহাজির হয় না আর গরহাজির হইলেই বা হাকিমের কি ক্ষতি বরং ফরিয়াদী দরখাস্তকরণকালীন তাহার নিকট মোক্তারনামা লন তাহা না করিয়া জামিনী হুকুম হয় যদি জামিন দিতেও পারে তবে সাক্ষী প্রতি ২৲ টাকা দস্তুর ফীচ আমানত করিতে হুকুম হয় টাকা দাখিল হইলে সাইদ তলব হইবেক অতএব রেসবতের কারণ গরীব লোক শপথ করিয়া ইস্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করে পুনরায় তাহার উপর জামিনের ও সাইদের টাকার হুকুম হয় ইহাতেই সকল ক্ষান্ত আছে কিন্তু পূর্বের হাকিমেরা রেসবতের বিষয় কিম্বা দারোগারদিগের দৌরাত্ম্যের বিষয় ও চুরির বিষয় এবং চোরা মাল খরিদের বিষয় এই কএক দফা মুৎফরক্কা দরখাস্ত পাইলেই তাহার ত তদারক ও তজবীজ করিতেন তাহাতে এই কএক বিষয় অনেক দমন থাকিত এক্ষণে মুৎফরক্কা দরখাস্ত পাইলে হুকুম দেন ফরিয়াদী হাজির হইয়া দরখাস্ত করিলে

মোনাসেব হুকুম হইবে অতএব এক্ষণে কোন উপায় না দেখিয়া আমরা বিবেচনা করিলাম যে আপনার পরোপকারক দর্পণ দ্বারা সকল বিষয় শ্রীশ্রীযুতকে জ্ঞাত করিলে অবশ্যই আমরা এসকল দুঃখ হইতে ত্রাণ পাই।

৭ দফা। আপনার ৩০ মার্চের দর্পণে প্রকাশ করেন যে রিফর্মার সম্পাদক মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়াছেন যে এই নূতন আইন জারি হওয়ার পর রেসবতের কোন উদাহরণ নিশ্চয় না পাওয়াতে রেসবতের লিপিসকল তাঁহাদিগের নিকট একেবারে অপ্রামাণিক হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের কথিত এই যে নূতন আইন জারি হওয়ার পর ঘুষ লওয়ার দস্তুর অদ্যাপি উত্তমরূপে চলিতেছে কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু আমরা স্পষ্টরূপে লিখিতে পারি না তাহার এক কারণ শপথের ভয় দ্বিতীয় কারণ যদ্যপি ইহার বিবেচনা হাকিমেরা না করেন তবে আমরা সর্বদাই ঐ সকল নির্দয় আমলাদিগের হাতে পড়িয়া মারা যাইব যদি শ্রীশ্রীযুত হুকুম দেন যে ঘুষের বিষয়ে শপথ করিতে হইবেক না এবং জামিন দেওনের জন্য তৎক্ষণাৎ আমলাদিগের হাতে পড়িতে হইবেক না তবে আমরা স্পষ্টরূপে সন তারিখ ও আসামী ফরিয়াদীর নাম ও যে মোকদ্দমা তাহা ও ঘুষের টাকার তাইন (১) লিখিয়া শ্রীশ্রীযুতকে নিবেদন করিতে পারি কিন্তু এ বিষয়ে অধিক তদারক করিবার ফল কি যদি হাকিমেরা আমলাদিগের মাহিয়ানা কি এবং খরচ কত ইহার তদারক করিলেই ঘুষ লওয়া না লওয়া বুঝিতে পারেন।

৮ দফা। যদ্যপি উকীলেরা তাবৎ কর্মের মূলের ন্যায় বদ্ধ হইয়াছেন সে যথার্থ কিন্তু যাহারা যাহারা উকীলের মোকরর করে তাহারা সকলেই অবিশ্বাসী এবং উকীলের বেতন বিষয়ে যে আইন আছে তাহাতে উকীলেরা খাতি জমায় যে আসামী ফরিয়াদীর পক্ষে ভাল হউক কিম্বা মন্দ হউক আমরা পুরা বেতন পাইব ইহাতে উকীলেরা উত্তমরূপে কর্ম করেন

(১) পরিমাণ

না কিন্তু যদি আপন বিশ্বাসী আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে আদালতের সওয়াল জওয়াব কারণ রাখা যায় তবে সে ব্যক্তি আপন বিষয়ের মত জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে মোকদ্দমার তদবির করে আর এক্ষণে উকীলের টাকা অগ্রে আমানত করিলে তবে ওকালতনামা দাখিল হয় কিন্তু উকীলেরা যদি টাকা না পাইয়া উকীলী কবুল করেন তথাপি হাকিমেরা টাকা আমানত না হইলে মঞ্জুর করেন না কিন্তু এ বড় আশ্চর্য যাহারা পাইবে তাহারা কবুল করিলেও হাকিম মঞ্জুর করেন না অতএব এ প্রকার নগদ টাকা না দিতে পারাতে অনেক মোকদ্দমা একতরফা হইতেছে ইহাতে হক নাহক হইতেছে অতএব ইহার কোন সুনিয়ম হইলে প্রজাদিগের পক্ষে ভাল হয়।

৯ দফা। আমরা নিতান্ত প্রার্থনা করি ইণ্ডিয়া গেজেট সম্পাদক মহাশয়েরা আপন আপন পরোপকারী পত্রের পার্শ্বে উপরের লিখিত আমাদিগের দুঃখের বিষয় সকল স্থান দিয়া শ্রীশ্রীযুত দয়াময় গবর্ণর বাহাদুরের কর্ণগোচর করিয়া আমাদিগের দুঃখ মোচন করেন।

১০ দফা। উপরের লিখিত বিষয় সকলে যাঁহারা ঐ ঐ কর্ম্মে মোকরর আছেন তাঁহারাই প্রতিবাদী নতুবা আর আর সকলেরি প্রার্থনা উক্ত বিষয়সকল শ্রীশ্রীযুত শীঘ্র সফল করেন পত্র বাহুল্য হইল একারণ অল্প লোকের স্বাক্ষর হইল অধিক লোকের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় পশ্চাৎ ব্যক্ত হইলে লেখা যাইবেক নিবেদন ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ২০ চৈত্র ১৮৩৩ সাল ১ এপ্রিল। শান্তিপুরনিবাসী—শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীমহেশচন্দ্র রায় শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীতারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামরতন সিংহ শ্রীরামরতন সরকার শ্রীজগমোহন ভট্টাচার্য শ্রীভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ গোস্বামী শ্রীরাধানাথ গোস্বামী শ্রীরামমোহন চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।" (১)

(১) সমাচার-দর্পণ, ৬।৪।১৮৩৩

উক্ত দুই তারিখের নিবেদনের উত্তরে ২৭এ এপ্রিলের 'দর্পণে' কৃষ্ণনগরবাসীরা লিখেন যে, নাজীর কর্তব্যপরায়ণ ও কর্মক্ষম, ঘুষের কথা সর্বৈব মিথ্যা, ইত্যাদি। তদুত্তরে ৮ই জুনের 'দর্পণে' শান্তিপুর ও তন্নিকটবর্তী গ্রামবাসী 'অতিমান্য' প্রায় ৩০ জন লোক (নাম স্বাক্ষর নাই) কর্তৃক লিখিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ : শান্তিপুরের হাকিম ও কৃষ্ণনগরের জজ সাহেবের বিরুদ্ধে যথাক্রমে শপথ বাদ দেওয়া, সকলকে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া, একতরফা ডিসমিস করা, ইত্যাদি অভিযোগ; নাজীরের অনেক চাপরাসীকে ঘুষের জন্য বরখাস্ত করা ও নদীয়ার আর এক মুন্সিফের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করায় তাঁহাকে পদচ্যুত করার ঘটনা, এবং শান্তিপুরের মুন্সিফকে ঘুষ না লওয়ার জন্য সুখ্যাতি; প্রার্থনা—জেলা জজ যেন ছয় মাস অন্তর লোক ডাকাইয়া কর্মচারী, জমিদার, নীলকর ও ধনীর অত্যাচার, ঘুষ, চুরি, বৃথা অভিযোগ, বদমায়েসী, ইত্যাদির নালিশ শুনেন,—তদন্ত-কমিটীতে যেন জজ, কমিসনার ও ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন;—এবং ইহার বিবরণী যেন বাংলা ও ইংরাজীতে লিখিত হয়। লং সাহেব শান্তিপুরবাসী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (১), "উৎকোচগ্রহণ অতি সাধারণ; প্রতিদিন দুই আনা পাইলে সাক্ষী যে কোন কথা শপথ করিয়া বলিতে পারে।" (২) অন্য

(১) Cal. Review, Vol. 6, 1846

(২) আত্মছিদ্র না দেখিয়া মিস মেয়ো, লর্ড কার্জন, স্যর কোর্টনি টেরেন, প্রভৃতি বহু ব্যক্তি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে অযথা গ্লানিকর মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত প্রতিবাদও হইয়াছে; কিন্তু ব্যারিস্টার নর্টন সাহেব তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন যে, বিলাতে সাধারণ লোকেরা আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া অনেক সময়েই মিথ্যাভাষণ করিয়া থাকে।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩।১।১৩৪৭

দিসনারীরা এ বিষয়ে শান্তিপুরবাসীর যে সুখ্যাতি করিয়াছেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

তদানীন্তন মুন্সিফদিগের বেতন সম্বন্ধে শান্তিপুরবাসীর নিম্নলিখিত পত্রখানি 'সোমপ্রকাশে' (১) প্রকাশিত হয়।—"সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ডেপুটী ম্যাজিস্টেট ও ডেপুটী কলেক্টরের অপেক্ষা মুন্সিফদিগের কর্ম কঠিন ও সমধিক শ্রমসাধ্য, কিন্তু কি কারণে প্রথমোক্ত পদের বেতন প্রথমেই দুই শত টাকা ও শেষোক্ত পদের এক শত টাকা অবধারিত হইয়াছে?···অধিকাংশ মুন্সিফকে দশ আইনের বিধানমতে ডেপুটী কলেক্টরের এবং কোন কোন স্থানের মুন্সিফকে ডেপুটী ম্যাজিস্টেটের ক্ষমতা দিয়া ঐ একশত টাকায় গরুর ন্যায় উভয় পদের কর্ম করাইয়া লইতেছেন।···উপকার সম্বন্ধে ধরিলেও স্ট্যাম্প ও জরিমানা দিতে ন্যূনকল্পে মাসিক তিন শত টাকা প্রত্যেক মুন্সিফীতে আদায় হইয়া থাকে।

২য়।······আদৌ মুন্সিফদের সংখ্যানুসারে সদর আমিনের সংখ্যা তাহার দশাংশের একাংশেরও কম হইবেক। ইহাতে অনেক মুন্সিফ পেনসনের যোগ্য হইয়াও উচ্চ পদ লাভ করিতে পারেন না।··· পক্ষান্তরে, সিবিল সার্বাণ্টদিগের মধ্যে কাহাকেও কি চিরকাল এসিণ্ট্যাণ্টি কর্ম করিতে দেখিয়াছ, অথবা, তাহাদের মধ্যে কাহাকে তৎপদে থাকিয়া পেনসন গ্রহণ করিয়া বাটী গমন করিতে দেখিয়াছ?······

৩য়। ছোট-আদালত-সংক্রান্ত মুন্সিফদের নিষ্পত্তির মোকদ্দমার জজ সাহেবের নিকট এক আপীল ভিন্ন আর আপীল নাই, এবং অপর মোকদ্দমা সম্বন্ধে মুন্সিফেরা প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়া নিষ্পত্তি করিলে জজ সাহেব আবার সেই প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া নিষ্পত্তি করিলে তাহারও

---

(১) ১৩।৪।১২৬৯

খাস আপীল নাই।...এমত অনেক জজ আছেন যে, এতদ্দেশীয় ভাষা বুঝিতে না পারিয়া কেহ বা বাচাল উকীলদের বাক্‌চাতুরীজালে পতিত হইয়া একে আর করিয়া বসেন।...”

শান্তিপুরের প্রজারা একবার ট্যাক্স ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য ডেপুটী ম্যাজিস্টেটের বিরুদ্ধে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এক আবেদনপত্র অর্পণ করে। ডেপুটীদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত কার্যাদির কথা অন্যত্র (১) লিখিত হইয়াছে।

শান্তিপুরে যখন মহকুমার সদর ছিল, তখন এক জন ডেপুটী ও এক জন সাব-ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত বসিত। ফৌজদারী আদালত প্রথমে পঞ্চানন্দতলায় এবং তৎপরে বর্ত্তমান থানাবাটীতে বসিত। মহকুমা রাণাঘাটে চলিয়া যাওয়ার পরও শান্তিপুরে সপ্তাহে প্রথমে দুই দিন ও পরে এক দিন করিয়া ডেপুটীর কোর্ট বসিত; তার পর উহা বন্ধ হয়। ভিক্টোরিয়া-রোড ও কার্তিক দাস-রোডের সংযোগস্থলে স্থিত ইন্দারার উত্তরে এক জন মুন্সিফের ও এক জন অতিরিক্ত মুন্সিফের আদালত বসিত। মুন্সিফের ছোট-আদালতের জজের ক্ষমতা ছিল। “শান্তিপুর-ছোট-আদালতের জজ বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার আপন কর্ম্মের অতিরিক্ত কৃষ্ণনগরের জজের প্রতিনিধিস্বরূপ কর্ম্ম করিবেন।” (২) জজ টাওয়ার সাহেব (৩) চুয়াডাঙা, কুষ্ঠিয়া ও শান্তিপুরে পর্য্যায়ক্রমে কাছারি করিতেন। তারাবিলাস মিত্র, বি-এল, ও আবদুল জব্বর নামে দুইজন মুন্সিফের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) ‘হাটখোলা-গোস্বামী (শ্যামাচরণ সান্যাল)’ ও ‘যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়’-প্রসঙ্গ এবং কবি নবীনচন্দ্র সেন সম্বন্ধে লিখিত বিষয় এই গ্রন্থের দুই ভাগে দ্রষ্টব্য। (২) সোমপ্রকাশ, ১৫।৮।১২৭০; রামেশ্বর সেন—আত্মকাহিনী (৩) ‘ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

রাজচন্দ্র রায়ের বাটীতে কিয়ৎকাল মুন্সিফী-কোর্ট বসিত। (১) বাং ৫।৪।১২৮৭ তারিখে শান্তিপুরে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেসি-প্রথার প্রবর্তন হয়। (২) বহুকাল শান্তিপুরে সাব-রেজিস্ট্রী-অফিস ছিল, তৎপরে উহা রাণাঘাটে উঠিয়া যায়। চাপরাস এইরূপ ধরণের ছিল: "নং—পেআদা মসালি মহুকুমা মনসেফি চৌকি শান্তিপুর জেলা নদিআ—১৮৬১ সাল"। শান্তিপুরে মহকুমা থাকাকালে ও তৎপরে নিম্নলিখিত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটগণ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন বা আছেন—ল (৩), ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (৪), মহিমাচন্দ্র পাল, রামশঙ্কর সেন, দীননাথ আঢ্য, বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়, রামচরণ বসু, নবীনচন্দ্র সেন, কিরণচন্দ্র দে, জে-আর ক্র্যাভেন, গতিকৃষ্ণ নিয়োগী, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমুদবন্ধু সেনগুপ্ত, মুরলীধর রায়চৌধুরী, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুকেশচন্দ্র দেব রায়, নীরদকৃষ্ণ রায়, হৃদয়রঞ্জন সেন, ভবেশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র মজুমদার, আলি রেজা, জীবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্ত দাসগুপ্ত, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আমিনুল্লা। (৫) এখন শান্তিপুরের দেওয়ানী মোকর্দমার বিচার রাণাঘাট-মুন্সিফী-কোর্টে, এবং ফৌজদারী মামলার বিচার রাণাঘাটে মহকুমা-হাকিমের কোর্টে হয়।

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২২৭); শান্তিপুর-স্মৃতি (পৃ ১০১ ; ইহাতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে)। (২) 'কাশ্যপ-ভট্টাচার্য্য'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ মিউনিসিপ্যাল অফিসে বিচার করেন; ৩।৪ জন থাকেন। Thacker—Directory ; Bengal Civil List (৩) লা সাহেব শান্তিপুরে প্রতিষ্ঠাভাজন ছিলেন। তিনি পরে কলিকাতা-পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এবং জাস্টিস-অব-দি-পিস হন। রাণী রাসমণির রথ চালাইতে না দেওয়া ইত্যাদি কার্যে তাঁহার কুখ্যাতি রটে।—সম্বাদ-ভাস্কর, ১৭।১।১২৫৬ (ইং ২৮।৪।১৮৪৯), ১২।২।১২৫৬ (ইং ২৪।৫।১৮৪৯), ৭,১৪।৭।১৮৪৯......(৪) 'প্রথম ভাগ' দ্রষ্টব্য।
(৫) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৭৯-৮০)

মহকুমা-হাকিম কবিবর নবীনচন্দ্র সেন রাণাঘাটে শান্তিপুরের যে সমস্ত মোকর্দমার বিচার করেন তন্মধ্যে কয়েকটির কথা তাঁহার গ্রন্থে (১) বিবৃত করিয়াছেন। (ক) শাশুড়ী বনাম গৃহজামাতা। কবি লিখিতেছেন, "শিষ্টাচার সম্বন্ধে উলা শান্তিপুরের বিপরীত। শান্তিপুরের অশিষ্টাচার প্রবাদে পরিণত। সন্ধ্যার পর জামাতা আসিলেও শাশুড়ী তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে উপদেশ দেন বলিয়া জনশ্রুতি।" প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, শান্তিপুরে জামাতা রাত্রিকালে বিতাড়িত হয় বলিয়া আমাদের জানা নাই, সেখানে শিষ্টাচারও যথেষ্ট আছে। সেকালে শান্তিপুর, উলা ও গুপ্তি-পাড়ার মধ্যে ভয়ানক রেষারেষি চলিত; হয়ত, সেইজন্য পরস্পর পরস্পরের উপর কল্পিত দোষ আরোপ করিত। কোনও একটি ঐরূপ বিশেষ ঘটনা যদি ঘটিয়াই থাকে, তবে তাহা তদানীন্তন বিশিষ্ট সহর শান্তিপুরে ঘটে বলিয়াই, বোধ হয়, তাহার উপর গুরুত্ব আরোপিত করা হইয়া থাকে; নতুবা ওরূপ ঘটনা ত কারণবিশেষে সব জায়গায়ই ঘটিতে পারে। ইহাও হইতে পারে যে, নিকটবর্তী স্থানে বিশেষ কারণে সংঘটিত ঘটনা শান্তিপুরের উপরেই আরোপিত হইয়াছে। এক জনের দোষের জন্য যে সকলেই দোষী ইহাও অযুক্তিকর বাক্য। কবিসুলভ রসিকতার কথা বাদ দিয়া বলা যায় যে, কবি শান্তিপুরের শিষ্টাচারের কথা নিজে অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন, এবং, মনে হয়, তেজস্বী কমিসনার 'উকীল' যশোদানন্দন প্রামাণিকের(২) সহিত বিরোধ এবং শান্তিপুরে কবির নিজের অনুরূপ অপ্রকাশ্য তিক্ত অভি-জ্ঞতার জন্য তিনি শান্তিপুর ও শান্তিপুরবাসীকে ঐরূপভাবে প্রবাদ অবলম্বনে ও অন্যরূপে গালি দিয়াছেন। যাহা হউক, মামলার ঘটনাটি এইরূপ। শান্তিপুরে এক পুত্রহীনা বিধবা ব্রাহ্মণীর দুই কন্যা ছিল। কনিষ্ঠ জামাতা গৃহজামাতারূপে বাস করিতেছিল। বিধবার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল।

---

(১) আমার জীবন (২) 'প্রথম ভাগ' দ্রষ্টব্য।

শাশুড়ী-গৃহজামাতায় মনান্তর হওয়ায়, জ্যেষ্ঠ জামাতার সুযোগ উপস্থিত হইল। সে 'পুলিসকে হাত করিয়া' ব্রাহ্মণীর দ্বারা কনিষ্ঠ জামাতার বিরুদ্ধে এক গুরুতর চুরির অভিযোগ উপস্থিত করাইয়া কৃষ্ণনগর হইতে উকীল আনাইয়া মামলা চালাইতে লাগিল। কবি এই উকীল-বেচারীকে তদীয় গ্রন্থে 'বৃহন্নলা-সারথি' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। (১) আদালতে অনেক লোক জমিয়াছিল; কোথাকার লোক তাহার ঠিক ছিল না, তথাপি নবীনবাবু লিখিতেছেন যে, উহারা শান্তিপুরের লোক, এবং "এমন হুজুগে লোক, বুঝি, আর ভূভারতে কোথায়ও নাই"। একেবারে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'! এত রাগ যে, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা ঐতিহাসিক জ্ঞানকে বিসর্জন দিয়া অসংযত মন্তব্য প্রকাশ! যাহা হউক, বিচারক নবীনবাবু আপোষের উদ্দেশ্যে জ্যেষ্ঠ জামাতাকে ও শাশুড়ীকে পৃথক্‌ভাবে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; তাহারা সম্মত হইল না। শেষে ছোট জামাতাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলায়, সে শাশুড়ীর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। এইবার কবি বলিলেন, "দোহাই ঠাকুরাণি! একবার হতভাগ্য সন্তানটির দিকে একটুকু আড়-চোখেও না হয় দেখ। তার পর, মোকর্দ্দমা চালাইতে ইচ্ছা হয়, চালাইও,—তার গলা কাটিতে হয়, কাটিও। তুমি ত দানব-দলনী খড়্গপাণি হইয়াই দাঁড়াইয়াছ, এবং দানবও চরণে পড়িয়া আছে। আমি মহকুমার হাকিম; আমার বিশেষ অনুরোধ, ঠাকুরাণি! একটিবার ভাল ক'রে ওর দিকে তাকাও।" ব্রাহ্মণী অল্প অল্প করিয়া সম্পূর্ণভাবে ছোট জামাতার দিকে তাকাইলেন।

(১) কবি উকীলের উপর আরও কয়েক স্থলে এইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। উপর্য্যুক্ত প্রতিবাদকারী যশোদানন্দন বাবু উকীল ছিলেন বলিয়া, অথবা, উকীলমাত্রই প্রতিবাদকারী হইবার আশঙ্কায়, হয় ত, কবির ধৈর্য্যচ্যুতি দৃষ্ট হইয়াছে।

কাছারিশুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল। এইবার হাকিম তাহাদিগকে বাহিরে পাঠাইলেন। কিছুক্ষণ কাঁদাকাটা হইল। হাকিমের উপদেশে কনিষ্ঠা কন্যাও মার পায়ে পড়িল। অতঃপর শাশুড়ীর দরখাস্তে হাকিম মোকর্দমা খারিজ করিলেন। "একটি পরিবার ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল।"

(খ) বারবিলাসিনী বনাম ডাক্তার। শান্তিপুরের কোন বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে একজন বিখ্যাত বিলাত-ফেরত ডাক্তার আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব প্রণয়িণীর গৃহ শান্তিপুর-স্ট্র্যাণ্ডরোডে বেশ্যাপল্লীতে অবস্থিত ছিল। সে এখন একজন জমিদারের রক্ষিতা। উক্ত অভাগিনী এক জন খ্যাতনামা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা,—ইনি এককালে রাণাঘাটের হাকিম ছিলেন। উহার রূপবর্ণনায় কবি পঞ্চমুখ হইয়াছেন। তার পর ঘটনার বর্ণনা। "একে বিবাহের বরযাত্রী, স্থান শান্তিপুর, কাল দুরন্ত বসন্ত, সময় জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, মধুর দক্ষিণানিলে সাধের তরণী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সুরধুনীর সুনীল সলিলহিল্লোলে নাচিতেছে। অন্তরে সুরাধনীর হিল্লোলে বসন্তবাহার খুলিয়াছে, এবং বাহিরেও নানা যন্ত্রে ও কণ্ঠে বসন্তবাহার বাজিতেছে।" ডাক্তার বাবু এইরূপ অবস্থায় সামলাইতে না পারিয়া প্রণয়িণীর গৃহদ্বারে সদলে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দ্বার না ভাঙিয়া ভিতরে যাইতে পারিলেন না। "শান্তিপুর হেন স্থান, একটি টিকটিকি নড়িলেও সেখানে তোলপাড় হয়।

সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জন কাননে,
গজমুক্তা থাকে গুপ্ত শুক্তির সদনে ;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর,
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর ;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া,
হায়, বিধি ! এ কুবিধি কিসের লাগিয়া ?"

এমন সময় গুপ্ত দূতী দ্বারা সংবাদ পাইয়া পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৎপরে মোকর্দ্দমা রুজু হইল। "মোকর্দ্দমার দিন কাছারির চারিদিকে শান্তিপুরের রাসের সমারোহ! একদিকে শান্তিপুরের প্রধান রূপ-ব্যবসায়িনী, এবং অন্যদিকে কলিকাতার প্রধান নিদানব্যবসায়ী ডাক্তার ও বিধানব্যবসায়ী ব্যারিস্টার উপস্থিত। ব্যবসায়ের ত্র্যহস্পর্শ!" আপোষের চেষ্টায় নবীন বাবু হতভাগিনীকে গোপনে ডাকাইয়া অনেক বুঝাইলেন (১); এবং জমিদারবাবুকে সংবাদ দেওয়া হইল। তার পর, হাকিম ডাক্তার ও ব্যারিস্টারকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি ব্যারিস্টারের উপর এক চোট বক্তৃতা ঝাড়িলেন; এবং বেচারী আপোষে সম্মত না হওয়ায়, 'ট্রেজারির কার্যের ভাণ করিয়া' ট্রেজারি-কক্ষে চলিয়া গেলেন। ক্রমে বেলা ৩॥টা হইল। ব্যারিস্টারটি কলিকাতায় ৪টার গাড়ীতে ফিরিবেন বলিয়া হাকিমের সঙ্গে দেখা করিলেন। হাকিম বলিলেন, "মোকর্দমা হইবে কিনা নিশ্চয় নাই। তবে আপনি যাইতে পারেন; মোকর্দ্দমা মুলতুবি রাখিব।" ব্যারিস্টার চলিয়া যাইবার পরই হাকিম বাহির হইলেন। তখন জমিদার সম্মত হওয়ায় এবং ডাক্তার বাদিনীকে ১০০৲ টাকা খরচা দেওয়ায়, মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইল। কবি রসময় বর্ণনার মধ্যে এক স্থলে লিখিতেছেন, "রাণাঘাট-সাবডিভিসন প্রমীলার পুরী। ইহার, বিশেষত শান্তিপুরের, মহিষমর্দ্দিনীরাই রাণাঘাট-ফৌজদারী-কোর্ট রক্ষা করিতেছেন।...এরূপ (মেয়ে-ফুসলান) ঘটনা শান্তিপুরে মধ্যে মধ্যে ঘটিত।" (২)

(গ) জাল পরমহংস। হাওড়া-সালকিয়ার অপেক্ষাকৃত জঙ্গলময়

---

(১) এখানে রমন্যাসের সরস বর্ণনা মূলে উপভোগ্য।

(২) ব্যারিস্টার-তাড়নের কৌশলটি দ্রষ্টব্য। হতভাগিনীরাও শ্লেষ-বিদ্রূপ হইতে বাদ গেল না। শান্তিপুরের মত বৃহৎ স্থানের ফৌজদারী মামলা যে বেশী হইবে তাহাতে আশ্চর্য কিছু নাই।

স্থানে কলিকাতার কেদারনাথ বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি ইষ্টক-নির্মিত বাটীতে উপপত্নী লইয়া বাস করিত। সে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,—একটি হাউসের মুৎসুদ্দী, এবং ইষ্টকের ব্যবসা করিত বলিয়া প্রকাশ। কলিকাতা ভাল লাগিত না বলিয়া নাকি সে সালকিয়ায় থাকিত। সালকিয়ার দারোগার ঐ কারবারে অংশ ছিল। উক্ত ব্যক্তি প্রয়োজনমত সংস্কৃতে শাস্ত্রালাপ এবং মৌলবীদের সহিত আরবীতে কথোপকথন ও কোরাণ আবৃত্তি করিতে পারিত। উহার সহচরগণ কলিকাতায় রাজাবাগানে তাহাদের উপপত্নীগণ লইয়া বাস করিত। কয়েক বৎসর হইতে ২৪-পরগণা, নদীয়া, খুলনা, যশোহর, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, রাজসাহী, পাবনা, মালদহ, ইত্যাদি জেলায় উক্ত ব্যক্তি দলবলসহ পরমহংস সাজিয়া প্রবঞ্চনা দ্বারা লোকের সর্বনাশ করিয়া আসিতেছিল। সে চট্টগ্রামেও 'কৈলাস পুরী' নাম লইয়া নবীনবাবুর দুই জন আত্মীয়ের সর্বনাশ করিয়াছিল। শান্তিপুরে সদলে আসিয়া সে পরমহংস সাজিয়া রৌপ্যকে সুবর্ণে পরিণত করিতে এবং দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরাম করিতে পারে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। এক দিন জনতা-বেষ্টিত হইয়া সে গঙ্গাতীরে বসিয়া আছে, এমন সময় একটি প্রকাণ্ড বজরা আসিয়া ঘাটে লাগিল। তাহাতে দাসদাসী-পরিবৃতা এক সালঙ্কারা রমণী উপবিষ্ট ছিল। সে অবতরণ করিয়া উক্ত 'পরমহংসের' পায়ে কাঁদিয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, "বাবা, আপনি আমার স্বামীকে আরোগ্য করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তার পর আপনার কৃপাতেই তিনি লক্ষপতি হইয়াছেন। সেই অবধি আমরা আপনার দর্শন ও সেবার উদ্দেশ্যে নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছি। অবশেষে শুনিলাম যে, আপনি শান্তিপুরে গিয়াছেন, তাই এখানে আসিয়াছি।" বাবাজী উপস্থিত সকলকে বলিল, "ইনি একজন ভাগ্যবান্ সুবর্ণবণিকের পত্নী।" তার পর, সে প্রণামাদি করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, সে 'বাবাজী'রই উপপত্নী। উক্ত ঘটনার কথা

শীঘ্রই শান্তিপুরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অতঃপর বাবাজীরূপী প্রবঞ্চক বহু লোককে প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করিল। পরে এক দিন প্রবঞ্চিত এক ব্যক্তি শান্তিপুর হইয়া নিত্য-গতায়াতকারী (তখনকার প্রথানুযায়ী) স্টীমারে উক্ত জুয়াচোরের এক হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে নিযুক্ত দেখিয়া শান্তিপুর-থানায় খবর দিল। দারোগা নবীনবাবুর নিকট আদেশ লইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। বিচারের সময় এক পাল বেশ্যা এক জন ব্যারিস্টার লইয়া আসিল। নবীনবাবুর কৌশলেই ভৃত্যের মুখ হইতে উপরিলিখিত বর্ণনার অধিকাংশ বাহির হইল, এবং এই অভিনয়ের অবশিষ্টাংশ নিম্নোক্তরূপে ঘটিয়াছিল। ভৃত্যের চারি বৎসর জেল হইল। তার পর, নবীন বাবু শান্তিপুরের দারোগার হস্তে কেদারনাথ বিশ্বাসের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দিয়া হাওড়া-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তিনি উক্ত ভৃত্যের সহিত সালকিয়ার দারোগার নিকট গেলেন,—ইনি ত একরূপ অস্বীকার করিলেন। যাহা হউক, শান্তিপুরের দারোগা ইঁহাকে একরূপ জোর করিয়া লইয়া গেলেন। ভৃত্যটি কেদারকে সনাক্ত করিলে, তার হাতে হাতকড়া পড়িল। উক্ত উপপত্নী একটি বোঁচকা জঙ্গলে ফেলিয়া দিল। দেখা গেল, তাহাতে 'পরমহংসের' দাড়িগোঁপ, পরিচ্ছদ, কতিপয় বিজ্ঞাপন ও প্রণয়লিপি রহিয়াছে। গৃহান্বেষণের পর কেদারকে শান্তিপুরে আনা হইল। বিচারের দিন ঐ নায়িকা-উপপত্নী ও ব্যারিস্টার কাছারিতে উপস্থিত হইল। হাকিম প্রথমে ঐ রমণীটিকে বুঝাইলেন। সে স্বীকার না করায়, তাহার জামিনের আদেশ হইল, এবং তাহা দিতে না পারায়, হাজতের হুকুম হইল। হাকিম কেদারকেও অনেক বুঝাইলেন। সে প্রথম দিন অপরাধ প্রায় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তার পর সামলাইয়া লইল। পরদিন বেশ্যারা তাহার চরিত্রের সার্টিফিকেট দিল। তারও চারি বৎসর শ্রীঘর-বাসের আদেশ হইল। নবীন বাবু অন্যান্য

জেলার ম্যাজিস্টেট্‌গণকে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।

প্রাসঙ্গিক দুটি ঘটনার বিবরণ নবীন বাবুর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। তিনি শান্তিপুরে একদা রাত্রি আন্দাজ ৯টার সময় স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর সহিত গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল যে, এক জন তাহার স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন তিনি যাইয়া তাহার স্ত্রীকে বলিলে, সে তার স্বামীকে একদম অস্বীকার করিল। তিনি তখন স্বামীকে অভিযোগ করিতে বলিলেন। পরদিন সে আসিয়া বলিল, "নালিশ করিয়া কি হইবে? সে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।" আর একবার নবীন বাবু রাণাঘাটের সন্নিকটস্থ কোন গ্রামে এক ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়াছিলেন;—ইঁহার এক বিধবা কন্যা ছিল। তিনি চলিয়া আসার পর, সে নাকি সাতিশয় আবেগভরে তাঁহাকে লিখিয়াছিল যে, সে তাঁহার আশায় এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে, ইত্যাদি; এবং উক্তরূপ অপেক্ষা করিয়া থাকিবার পর সে নাকি বাহির হইয়া গিয়াছিল। নবীন বাবু "শান্তিপুরের তেঁতর(তেঁদড়)দিগকে" (১) ঐ চিঠীর লেখক বলিয়া সন্দেহ করেন। তদন্তে সন্দেহ অমূলক প্রমাণিত হয়।

নবীন বাবু ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাণাঘাট-মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন, এবং প্রায় দুই বৎসর তথায় থাকেন।

---

(১) আবার শান্তিপুরবাসীর উপর 'মধুবর্ষী' বিশেষণ প্রয়োগ! "উলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর ও হালিসহরের তেঁদর" (Guptipara-monkey, Halishahar-drunkard and Ulla-fool) এরূপ প্রবাদও চলিত আছে।—নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩৩০); Cal. Review, Vol. 6, 1846 (Art. III); সুজননাথ মুস্তোফী—উলা (ভারতবর্ষ, ১৩৩১ অগ্রহায়ণ, পৃ ৮৮৬: 'উলা'-প্রবন্ধ)। ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই সময়কার শান্তিপুরসম্বন্ধীয় যে বিবরণ তিনি তাঁহার উক্ত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ১৯১১ খৃস্টাব্দে মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। (১) কবিবর একস্থলে লিখিয়াছেন, "আর সেই 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, ন'দে ভেসে যায়'—সেই প্রেমের বন্যা, যাহাতে প্রাণ জুড়াইতে আমি রাণাঘাট-বদলিতে আনন্দিত হইয়া শান্তিপুর আসিয়াছিলাম,—সে প্রেমের বন্যা কোথায় ? সেই সীতানাথ অদ্বৈতের সন্তানেরা আজ কেহ মিউনিসিপ্যাল-কমিসনার, কেহ অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কেহ বা শান্তিপুরের বিখ্যাত বদমায়েস !" উক্ত গ্রন্থলিখিত শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট বর্ণনা অন্যত্র (২) উদ্ধৃত হইয়াছে। নবীন বাবু শান্তিপুরের যে উপকার করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যে প্রিয় বা অপ্রিয় সত্য বলিয়াছেন তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ; কিন্তু আক্রোশবশে বা অন্য কারণে যেখানে মিথ্যা নিন্দা করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ সময় সময় করিতে বাধ্য হইয়াছি। 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', রৈবতক', 'অমৃতাভ', 'অমিতাভ', ও 'গীতা'লেখকের নিকট স্থানবিশেষে অধিকতর সমীচীন, সংযত ও বৈষ্ণবোচিত ভাষা ও ভাব আশা করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আর এক কথা। দেশপূজ্য অমর কবির ডেপুটী-জীবনের সূক্ষ্ম বর্ণনা ওরূপভাবে না করিলেই ভাল হইত ; এ বিষয়ে বিপিনবিহারী গুপ্ত কবির মনস্তত্ত্ব নির্মমভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। (৩)

বড়লাট মার্কুইস-অব-ওয়েলেসলি (৪) এবং ছোট লাট স্যর রিভার্স টমসন ও স্যর এণ্ড্ ফ্রেজার একবার, বিভাগীয় কমিসনার কয়েকবার

(১) বিচিত্রা, ১৩৩৬ মাঘ (পৃ ২৫৭) (২) প্রথম ও এই ভাগে (৩) বিচিত্র প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায় (পৃ ৩১৪-২৩) ; ভারতবর্ষ, ১৩২০ কার্তিক (পৃ ৬০৪-১০) (৪) প্রথম ভাগ (পৃ ২৩৯)

(১) এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জজ ও পুলিশ-সুপার অনেকবার শান্তিপুরে আগমন করেন। ১২৬৯ সালে "নদীয়া-বিভাগে কনস্টেবুলারি-পুলিস হইবার আজ্ঞা হয়।" (২) "শান্তিপুর-থানার বিবরণ—গ্রাম ৬৩, বাটী ১১, ৮৪৪, লোকসংখ্যা ৫০, ৪৩৫ ; প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৬৮২ জন লোক, ৫টি গ্রাম ও ১৬০টি বাটী, প্রতি গ্রামে গড়ে ৮০১ জন এবং প্রতি বাটীতে গড়ে ৪.৩ জন লোক।" (৩) "শান্তিপুর-থানা ও পুলিস-স্টেশনে ১৯২১ খৃস্টাব্দে ৫৪ জন চৌকীদার ও ৭ জন দফাদার ছিল।...শান্তিপুরে টেলিগ্রাফ ও পোস্ট-অফিস আছে।" (৪) শান্তিপুরে বর্তমানে ১টি পুলিস-স্টেশন, ২টি পুলিস-আউটপোস্ট, ১টি পোস্ট-টেলিগ্রাফ অফিস ও ৪টি শাখা-পোস্টাফিস আছে। "মনি-অর্ডার-প্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে উপকার হইয়াছে। বর্তমান জুলাই মাসে এ পর্যন্ত সাব-পোস্টাফিস (৫) শান্তিপুরে অনুমান ৫,০০০৲ টাকার মনিঅর্ডার আসিয়াছে।" (৬) শান্তিপুরের বর্তমান পোস্টাফিস মিউনিসিপ্যাল-অফিসের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ; তৎপূর্বে ইহা ক্রমান্বয়ে তিন স্থানে অবস্থিত ছিল,—এখনও 'পুরাতন ডাকঘর'-পল্লী বলিয়া একটি স্থান খ্যাত আছে। শান্তিপুরের অন্তর্গত আড়বাঁধি, নবলা, গয়েশপুর, বাবলা, বাগাঁচড়া ও হরিপুর এই কয়টি ইউনিয়ন-বোর্ড আছে। অপরাধ-দমন-বিষয়ে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট অমৃত-লাল মুখোপাধ্যায় ও বামাচরণ ভৌমিকের নাম উল্লেখযোগ্য ; ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের কথা পূর্বে (৭) লিখিত হইয়াছে। "বর্তমান পুলিস-স্টেশনের

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২।৯।১৩৪২ (২) সোমপ্রকাশ, ১৮।১২।১২৬৯ (৩) Hunter—Statistical Account of Bengal, Dt. Nadia, Vol. II (1875) (৪) Nadia Dt. Gazetteer, Vol. B. (1923) (৫) তদানীন্তন (৬) সোমপ্রকাশ, ১২।৪।১২৮৭ (৭) প্রথম ভাগে

উপর একটি কুৎঘাট ('খুঁটোঘাট') স্থাপনের উদ্দেশ্যে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট আসিয়া স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। স্বরূপগঞ্জ হইতে কুৎঘাট উঠিয়া শান্তিপুরে আসিতেছে।" (১) কলিকাতার দেখাদেখি শান্তিপুরাদি স্থানেও নানারূপ ট্যাক্স বসাইবার চেষ্টা হয়। (২) গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাং ২৯।১০।১৩২৪ তারিখে শান্তিপুরে বাঙালী পল্টন ১৪ জন বাঙালা ২ জন গোরাসহ ; শান্তিপুরের ১ জন ছিল) বিশেষ বিশেষ রাস্তা দিয়া অভিযান করে, এবং ইহাদের জন্য মিউনিসিপ্যাল-স্কুলে বিরাট সভা হয়। (৩) বর্তমান মহাযুদ্ধেও শান্তিপুর হইতে কতিপয় যুবক যোগদান করিয়াছে। সেখানে কংগ্রেস-আন্দোলন, স্বদেশী-আন্দোলন, আইন-অমান্য-আন্দোলন, পিকেটিং, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী-গঠন, নানা ধর্মঘট, ছাত্র-আন্দোলনাদির জন্য অন্তরীণকরণ, কারাদণ্ড, ধরপাকড়, এবং খানাতল্লাসাদির ব্যবস্থাও হইয়াছে। প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, শান্তিপুর-কংগ্রেস-কমিটী (৪) বরাবরই ছিল, এবং সেখানে কংগ্রেস-জয়ন্তী-উৎসবাদি নিয়মমত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। (৫) সাধারণ ভীষণ ভীষণ অপরাধ এখনও অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। এই দুই বিষয়ের সংবাদই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) সোমপ্রকাশ, ১৯।৬।১২৮৭ (২) সমাচার-চন্দ্রিকা, ১৫।১২।১৮৫৬ ; দেশ, ৮।৮.১৩৪১ (পৃ ৪০) (৩) যুবক, ১৩২৪ ফাল্গুন ও চৈত্র (৪) বর্তমানে একটি অ্যাড-হক ও একটি ফরোয়ার্ড-ব্লকের কমিটী আছে। (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭।৯।১৩৪২

তৃতীয় অধ্যায়

মিউনিসিপ্যালিটি

"পরসমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহাকেও নিজ সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন, এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"The best of all governments is that which teaches us to govern ourselves."—Goethe

শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির কতিপয় কথা অন্যত্র (১) লিখিত হইয়াছে। শান্তিপুরে প্রথম গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'মিউনিসিপ্যাল-কমিটী' নিযুক্ত হইত। (২) ইং ১১।১।১৮৬৫ তারিখে শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্ট হয়। (৩) তৎপূর্বে হাওড়া (১৮৬২ খৃ), তমলুক (১৮৬৪), চট্টগ্রাম (৫।৭।১৮৬৩), যশোহর (১।৮।১৮৬৪), ঢাকা (১৮৬৪ আগস্ট), রাণাঘাট (২৮।৯।১৮৬৪), কৃষ্ণনগর (১।১১।১৮৬৪) ও কুমিল্লা (৩০।১১।১৮৬৪) মাত্র এই কয়টি স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। তখন কমিসনারগণ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইতেন, এবং মিউনিসিপ্যালিটির কার্য ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হইত। বাং ১২৮১ সালে নূতন আইন অনুসারে কমিসনার-নিয়োগের জন্য প্রায় ১,০০০ লোকের সভা হয়, এবং তাহাদের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দরখাস্ত

(১) প্রথম ও এই ভাগে (২) সোমপ্রকাশ, ১৩।৬।১২৭০; তৃতীয় ভাগে 'মৈত্রবংশ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৯৬,৩১৯)

মিউনিসিপ্যালিটির মারফত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। (১) সদাশয় লর্ড রিপণের আমলে প্রবর্তিত বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল-আইনের (১৮৮৪ সালের তিন আইন) ফলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে নির্বাচন-প্রথার উদ্ভব, এবং তাহাদের কতকগুলি অধিকার লাভ হয়; উহাতে ব্যবস্থা থাকে যে, কমিসনারগণের ⅔ ভাগ নির্বাচিত হইবে, এবং সরকারী চেয়ারম্যানের স্থলে ক্রমে বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হইবে। শান্তিপুরে ২৪ জনের মধ্যে ১৬ জন নির্বাচিত ও ৮ জন মনোনীত কমিসনার, এবং মহকুমা-হাকিম চেয়ারম্যান (ভাইস-চেয়ারম্যানসহ) হইলেন। এই নির্বাচনের পর 'চোরপুকুর'-খনন লইয়া বিরোধের সূত্রপাত হয়, এবং বিরোধী নেতা যশোদানন্দন প্রামাণিকের মৃত্যু পর্যন্ত ইহা চলিতে থাকে। (২)

কুয়া-পায়খানার পরিবর্তে খাটা-পায়খানা প্রবর্তন ও তজ্জনিত দ্বিগুণ ট্যাক্স-বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্পর্কে দুই দলের বিরোধ গুরুতর হইয়া উঠে। মিউনিসিপ্যাল-সভায় সরকার-পক্ষের কয়েকবার পরাজয়ের পর বিভাগীয় কমিসনার ওয়েস্টম্যাকট সাহেব শান্তিপুরে আসিয়া মহকুমা-হাকিম ও মিউনিসিপ্যাল-চেয়ারম্যান কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহিত অশ্বারোহণে যশোদাবাবুর বাটীতে তাঁহাকে সরকারপক্ষে আনিবার উদ্দেশ্যে গমন করেন, কিন্তু বিফলকাম হন। তার পরও কয়েকবার ঐ প্রস্তাব মিউনিসিপ্যাল-সভায় অগ্রাহ্য হয়। একবার অনেকগুলি কমিসনার উপস্থিত না হওয়ায়, প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হইয়া যায়; কিন্তু ⅔ ভাগ কমিসনারের আবেদনে উহা পুনর্বিবেচিত ও অগ্রাহ্য হয়। এমন সময় ১৯০২ খৃস্টাব্দে যশোদাবাবুর মৃত্যু হওয়ায়, সরকার ৬৫ ধারা মতে দুই বৎসরের জন্য শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা প্রত্যাহৃত করেন, এবং মহকুমা-হাকিমের উপর উহা অর্পণ করেন;—হাকিম অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়কে

(১) সুলভ-সমাচার, ১৩।২।১২৮১   (২) 'প্রথম ভাগ' দ্রষ্টব্য।

এই উদ্দেশ্যে আনা হয়। তিনি খাটা-পায়খানা প্রবর্তন করিয়া (১) সুপারিশ করিলে ইং ২।৯।১৯০৪ তারিখে শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটি পুনরায় কমিসনারগণের হস্তে প্রত্যর্পিত হয়, কিন্তু এবারে মাত্র ৯ জন মনোনীত কমিসনারের ব্যবস্থা থাকে। প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, লাট সাহেব স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজারের শান্তিপুরাগমনোপলক্ষে শ্যামাচরণ প্রামাণিক ('কল্লা') তোলা-পায়খানার বিরুদ্ধে বহুলোকের দ্বারা স্বাক্ষরিত এক দরখাস্ত গঙ্গার ঘাটে সাহস ও আকুল আবেদনের সহিত লাটসমক্ষে নিক্ষেপ করেন।

তার পর, পঞ্চবার্ষিক ট্যাক্স-সংশোধনের সময় বিপিনবিহারী সেন নামক জনৈক ব্যক্তি সামান্যরূপ বর্ধিত ট্যাক্স না দেওয়ায়, উহা আইনবলে আদায় করা হয়; ফলে, বিপিন বাবু মামলা রুজু করেন, এবং উহা হাইকোর্ট পর্যন্ত যায়। সিদ্ধান্ত হয় যে, কমিসনারগণ সভায় কমিসনারের সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারেন, কিন্তু তৎকালীন কমিসনারগণের ক্ষমতা-প্রাপ্ত মহকুমা-হাকিম তাহা পারেন না; অতএব ৯ জন কমিসনার মনোনয়ন (দুইবারকার) ও তাহাদের কৃত সমস্ত কার্য বেআইনী। (২) কাজেই সরকারকে নূতন আইন (৩) দ্বারা এই আইনগত ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বিপিনবিহারী প্রামাণিক পুনরায় নির্বাচন প্রবর্তনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। (৪) ম্যাজিস্ট্রেট ইজিকিয়েল সাহেব এ বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন এবং সুপারিশ করেন; এমন কি, তাঁহার বেসরকারী চেয়ারম্যান-নিয়োগের ইচ্ছা থাকে। সরকারও সম্মত হন। কিন্তু বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সম্ভমনোনীত কমিসনারগণের মধ্যে

(১) যুবক, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ (২) মামলা রিপোর্টে নজীরাবদ্ধ হইয়াছে। (৩) The Bengal Municipal Amendment and Validation Act (II of 1910) (৪) যুবক, ১৩১৪ শ্রাবণ

১।২ জন ব্যতীত আর কেহ পদত্যাগে সম্মত না হওয়ায়, তিন বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। ১৯১০ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে নির্বাচন-প্রথা পুনঃ-প্রবর্তিত হয়,—ব্যবস্থা হয় যে, ১৫ জন কমিসনারের মধ্যে ১০ জন (প্রতি ওয়ার্ডে ২ জন করিয়া) নির্বাচিত এবং ৫ জন মনোনীত হইবে; কিন্তু বিপিনবাবুর মৃত্যু হওয়ায়, সেবারে সরকারী চেয়ারম্যানই নিযুক্ত হন। এক বৎসর পরে বেসরকারী চেয়ারম্যান-নিয়োগের প্রথা প্রবর্তিত হয়; মহকুমা-হাকিম মুরলীধর রায়চৌধুরী শেষ সরকারী চেয়ারম্যান। (১) বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যালিটির নূতন নিয়মানুযায়ী সাধারণ নির্বাচন ১৩৪১ সাল হইতে এইরূপভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে—১নং ওয়ার্ডে ২টি, ২নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৩নং ওয়ার্ডে ৩টি, (তন্মধ্যে ২টি মুসলমান), ৪নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৫নং ওয়ার্ডে ৩টি (তন্মধ্যে ২টি মুসলমান), এবং ১, ২ ও ৪নং ওয়ার্ডে মুসলমানগণের বিশেষ কেন্দ্র হইতে ১টি আসন। তদ্ব্যতীত সরকার-মনোনীত কমিসনারগণ আছেন। গোপালপুর, গাইনপাড়া, কারিকরপাড়া, সাঁড়াগড়, ইত্যাদি দরিদ্র পল্লীতে কনজারভেন্সি-ট্যাক্স ধার্য হওয়ায়, ঐ সব অঞ্চল শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটি হইতে পৃথক্ হইবার আন্দোলন করিতেছে। (২)

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন (৩) তাহার কিয়দংশ লিখিত হইয়াছে (৪); এখানে অবশিষ্টাংশ লিখিত হইল। বলা বাহুল্য, কবি স্বভাববশত এক্ষেত্রেও নিজকৃত কার্যের প্রশস্তি-খ্যাপনে

(১) যুবক, ১৩৪৩ মাঘ (পৃ ৭১), ১৩৪৪ বৈশাখ, আষাঢ় (পৃ ২০), অগ্রহায়ণ (পৃ ৪৫), মাঘ (পৃ ৫৫); Garrett—Nadia Dt. Gazetteer (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯।৪।১৩৪৬ (একটি সভায় কমরেড ধীরানন্দ গোস্বামী সভাপতি থাকেন।) (৩) 'আমার জীবন' নামক গ্রন্থে (৪) প্রথম ভাগে ও এই ভাগের অন্যত্র

পঞ্চমুখ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার আগমনের সময়ের অবস্থা লিখিতেছেন, "ট্যাক্স-দারোগা ৪,০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়া শ্রীঘর বাস করিতেছে। কমিসনারদের মধ্যেও কেহ কেহ ঐ অপহৃত অংশের অংশী ছিলেন। (১) মিউনিসিপ্যালিটি দেউলিয়া, ভাণ্ডার শূন্য, কার্য একরূপ বন্ধ। বাৎসরিক আয় ২০,০০০৲ টাকা, দেনা ১১,০০০৲ টাকা, ফণ্ডে মাত্র ২০৲ টাকা জমা আছে। কর্মচারীরা ছয় মাসের বেতন পায় নাই, এবং তাহাদের মধ্যে বেতনাভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। ম্যাজিস্ট্রেটকে আনুপূর্বিক লিখিলাম। তিনি রিপোর্ট করিতে বলিলেন। রিপোর্ট করিলাম। রিপোর্ট ও তাহাতে লিখিত সংস্কার-প্রণালী (Re-organisation-Scheme) অনুমোদিত হইল।"

উক্ত প্রণালীটি এইরূপ ছিল। (ক) বিশ জন কুলীর জন্য বেতন বাবদ বাৎসরিক ২,৫০০৲ টাকা লাগিত। নবীনবাবু লিখিতেছেন, "কমিসনারদিগের বাটীতে চাকরের মত কার্য করাই ছিল তাহাদের কর্তব্য।" (২) এই কুলী কয়জনকে বিদায় দিতে হইবে ইহাই ছিল সংস্কারের প্রথম দফা। কুলীরা রাস্তা মেরামত করে, ইহাতে ২।২॥ হাজার টাকা লাগে,—কুলীদের অভাবে রাস্তা মেরামত হইবে না, ইত্যাদি কথা উঠিল। ব্যয়ের হিসাবে দেখা গেল যে, রাস্তা-মেরামতের জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট ৩০০৲ টাকাও ব্যয়িত হয় নাই। নূতন লোকসংগ্রহের দায়িত্ব নবীনবাবু গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। (খ) বিল-সরকারদের নির্দিষ্ট বেতন উঠাইয়া দিয়া কমিসনের ব্যবস্থা। ইহাতে বৎসরে প্রায় ১,৫০০৲ টাকা ব্যয়লাঘব হইবার সম্ভাবনা হইল। নবীনবাবু লিখিতেছেন, "ইহারা কেহ কমিসনারদের বাটীর গোমস্তা, কেহ বা আত্মীয়"। (৩) আপত্তি উঠিল।

(১) ইহা প্রমাণিত কিনা জানা যায় না। (২) ইহা কি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অনুমান হইতে লিখিত ? (৩) ইহাও কি প্রমাণিত ?

নবীনবাবু বলিলেন যে, না পাওয়া গেলে অন্য স্থান হইতে লোক আনাইতে হইবে। (গ) পাকা রাস্তা-সম্বন্ধীয় ও অন্য কার্য ঠিকাদারের দ্বারা নির্বাহিত করিবার ব্যবস্থা। "তখন পরোক্ষে উহা কোনও কোনও কমিসনার বা তদীয় লোকের দ্বারা নির্বাহিত হইত, এবং যেখানে তাহা না হইত, কার্যের শেষ সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় বেশ দু'পয়সা পাওয়া যাইত।" এইরূপ অনুমান করিয়া নবীনবাবু এই সব কার্যের ভার এক জন পেনসনপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের (১) হাতে দিবার প্রস্তাব করিলেন। কবি লিখিতেছেন, "হরি, হরি! এই উপরি-পাওনাটাও গেল! তাহা হইলে দর্জিবংশীয়েরা কেন 'ভোট' ভিক্ষা করিয়া কমিসনার হইবে?" (২) (ঘ) প্রধান কেরাণীকে বিতাড়ন ও ১৫৲ টাকা অতিরিক্ত বেতনে দ্বিতীয় কেরাণীর দ্বারা ঐ কার্য চালানোর প্রস্তাব। তিনি নাকি পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে পেনসনপ্রাপ্ত হন; বহুকাল ৪০৲ টাকা মাসিক বেতনে ঐ পদ ভোগ করিতেছিলেন; বয়স অশীতি বৎসরেরও ঊর্ধ্বে; হস্তকম্পনের জন্য নাম পর্যন্ত স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না; শান্তিপুরবাসী ছিলেন, এবং 'সুকতলার জোর' ছিল। "তিনি কিছুক্ষণ টানাপাখাসঞ্জাত চোরপুকুরের শীতল বাতাস ভক্ষণ করা ভিন্ন অন্য কোন কাজই করিতেন না।" নবীনবাবু তাঁহাকে একবার দুই ছত্র লিখিতে বলায়, তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দেন। কবি এই প্রস্তাব-প্রসঙ্গে বলেন, "আমি হিন্দু, কাজেই পৌত্তলিক। শ্রীভগবান্ 'অবাঙ্মনসোঽগোচর'। তাই হিন্দুরা তাঁহার শক্তির রূপ কল্পনা করিয়া প্রতিমা নির্মাণ করে, এবং তাঁহার পূজা করে। শান্তিপুরের জনসংখ্যা প্রায় ৪০,০০০। আমি মিউনিসিপ্যালিটিকে তাহাদের একটি প্রতিমা মনে করিব, এবং তাহার পূজা করিব।" ঐ

(১) তৃতীয় ভাগে 'রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' ('হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি')-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(২) কাহার উপর এই কটাক্ষ 'বুঝ জন, যে জান সন্ধান'।

প্রস্তাবে আপত্তি চলিলে, তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, এবং তন্মুহূর্তেই ম্যাজিস্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সকলে ছয় মাসের জন্য উক্ত প্রণালীমতে কার্যপরিচালনে সম্মতি প্রদান করিল। "কিছুদিন পরে আন্দোলন বন্ধ হইল। সাধারণ লোকেরা জয়জয়কার করিতে লাগিল। প্রায় ৫,০০০৲ টাকা বাৎসরিক ব্যয় কমাইয়া ফেলিয়াছিলাম, এবং ট্যাক্সও কলে আদায় হইতে লাগিল। দেনা পরিশোধিত হইল, এবং কর্মচারীরা মাসে মাসে বেতন পাইতে লাগিল। রাস্তাঘাটও রূপান্তরিত হইল।"

নবীনবাবুর পূর্ববর্তী হাকিম-চেয়ারম্যানেরা রাণাঘাট হইতে আহার করিয়া মাসে একবার মাত্র শান্তিপুরে আসিতেন, এবং মিউনিসিপ্যাল -সভাধিবেশনের পর চলিয়া যাইতেন। তিনি শান্তিপুরে প্রথমে ভাগীরথীর চরে অবস্থিত উদ্যানবাটিকায় (১) এবং পরে মিউনিসিপ্যালিটির কক্ষে নিজ বসতির স্থান ঠিক করেন। তিনি শান্তিপুরে মাসে ২।৩ বার আসিতেন, এবং ১।২ দিন থাকিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি রাণাঘাটে থাকিয়া সকালবেলার ডাকে শান্তিপুরের প্রত্যেক ওভারসিয়ার ও ট্যাক্স-দারোগার নিকট হইতে দুইটি করিয়া রিপোর্ট আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; তাহাতে পূর্বদিন কোথায় কি কার্য হইল এবং কত ট্যাক্স ওয়াশীল হইল তাহার বিবরণ থাকিত। তিনি এই রিপোর্টগুলির পাশে আদেশ লিখিয়া ফেরত পাঠাইতেন। তদ্ব্যতীত ডাক ও লোকের দ্বারা নানারূপ আদেশ দিতেন। নিদ্রার উদ্যোগকালে কোন কথা মনে পড়িলে, তিনি তৎক্ষণাৎ শান্তিপুরের ভাইস-চেয়ারম্যানের নিকট পদাতিক বা কনস্টেবল প্রেরণ করিতেন। তিনি নিদ্রায়ও শান্তিপুরের স্বপ্ন দেখিতেন এইরূপ জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি

(১) মহাভারত দের

লিখিতেছেন যে, তিনি শান্তিপুরের মিউনিসিপ্যাল-সভায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিতেন (১); উভয় পক্ষই তাঁহাকে দলে টানিবার চেষ্টা করিলে, তিনি বলিতেন, "আমি বসন্তের কোকিল, দু'দিন পরে উড়িয়া যাইব; আপনারা যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন; আপনারাই আপনাদের কর্মের ফলভোগী হইবেন।"

নবীনবাবু শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির একটি নির্বাচন-কাহিনীর বিবরণ লিখিয়াছেন। এক জন কমিসনারকে জব্দ করার জন্য প্রতিপক্ষীয় দল 'জনৈক জালজীবী'কে প্রতিযোগীরূপে দণ্ডায়মান করে। তাহাতে কতিপয় কমিসনার নবীনবাবুর নিকটে গিয়া বলেন, "ওস্তাগরের সঙ্গে এক সঙ্গে বসি, জেলের সঙ্গে আবার কেমন ক'রে ব'সব? আপনিই বা কেমন ক'রে ব'সবেন?" নবীনবাবু উত্তর দেন, "আমার ডেপুটীগিরি হজমীগুলি! যখন বিদেশীয় ধোপানাপিতের বংশধরগণকে সেলাম করিতে পারিতেছি, তখন 'জেলে'কে 'আপনি' বলিতে দম আটকাইবে না।" তার পর অশ্বারোহণে গমন করিয়া তাহার বাটী হইতে সেই জেলেকে ডাকাইয়া, নবীনবাবু কথায় কথায় বলেন, "ইহাতে তোমার যে ব্যবসায় বন্ধ ক'রতে হ'বে!" এই কথায় ঔষধ ধরে। তিনি তখন তাহাকে অফিসে আনাইয়া ও অসম্মতির একখানি দরখাস্ত আদায় করিয়া তাহার মনোনয়ন রহিত করেন। (২)

নবীনবাবু শান্তিপুরে অন্য যে সব জনহিতকর কার্য করেন তাহা লিখিত হইল। তিনি স্ট্যাণ্ড-রোডটি উচ্চ, পাকা ও অংশত নূতন করিয়া নির্মাণ করান। এক দিন গঙ্গাচরস্থ গৃহ হইতে পাল্কী করিয়া মিউনিসিপ্যাল-সভায় তাঁহার গমনকালে পথিমধ্যে কতিপয় মহিলা তাঁহাকে

(১) এ কথা সম্পূর্ণ সত্য হইলে, বোধ হয়, যশোদাবাবুর দলের উদ্ভবই হইত না, এবং তাঁহার উপর কবির এত আক্রোশ দৃষ্ট হইত না।

(২) একবার এক ধোপাকে কমিসনার করা হয়।

শুনাইয়া 'কাদাজলে গঙ্গার পথে চলিতে বড় কষ্ট হয়' এইরূপ বলিতে থাকে ; তিনি সেই দিন ও রাত্রের মধ্যে উক্ত রাস্তায় বালি দেওয়ার বন্দোবস্ত করান, এবং খালের উপর স্থানে স্থানে বাঁশের সেতু বাঁধাইয়া দেন। তিনি বর্ষাকালের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য মুদ‍ফরাস-পল্লীর পার্শ্বস্থ উচ্চ রাস্তাটি নির্মাণ করান ; এবং তন্নিম্নে মূলগঙ্গার সহিত সংযোগ রাখিবার জন্য একটি ক্ষীণ প্রণালী ('নবীনের খাল' বলিয়া খ্যাত) কাটান,—উহা দিয়া জল আসিলে, 'বাঁওড়ে গঙ্গা আসিল' এখনও এইরূপ সাব্যস্ত হয়। নবীনবাবু ও শান্তিপুরবাসীর মধ্যে নানা কারণে মনোমালিন্য হওয়ায়, নবীনবাবু চলিয়া যাইবার সময় এই কবিতাটি রচিত হয়—

কোথা যাও, হে চাটগেঁয়ে বাঙাল !
এত সাধের বার্ণিং ঘাট রচিলে হেথায়,
খেদের বিষয় মৃত্যু তব হ'ল নাক' তায় !...(১)

তিনি মিউনিসিপ্যাল-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধি করান, এবং স্থানে স্থানে নূতন ইন্দারা খনন ও পুরাতন ইন্দারার সংস্কার করান। হাসপাতালটি একটি জঘন্য জীর্ণ ভাড়াটিয়া গৃহে ছিল ; তিনি সেটিকে গঙ্গাতীরে নিজস্ব বাটীতে (ইহার নক্সা সামান্য পরিবর্তিত করিয়া দিয়া) স্থাপন করান ; এই উপলক্ষে তাঁহার সভাপতিত্বে অধিবেশিত সভায় গীত তদ্রচিত দুইটি গানের মধ্যে একটির কতিপয় ছত্র এইরূপ—

ঢাল ঢাল, শান্তিপুরে, শান্তির বারি,
দাও রোগশোকতাপ পশারি,'
এই শান্তিপুরে তব শেষলীলাস্থলে,
দয়া ক'রে এস, গৌরহরি। (২)

---

(১) বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯৬) ; সৃজননাথ মুস্তৌফী—উলা (পৃ ২৪)। এই গানটি ও 'নবীনের খাল'-প্রসঙ্গ 'আমার জীবন' গ্রন্থে নাই। (২) এই গানটি 'আমার জীবন' গ্রন্থে নাই।

নবীনবাবু লিখিয়াছেন যে, রাণাঘাট হইতে তাঁহার বিদায় লইবার প্রাক্কালে শান্তিপুর ও অন্য স্থানের কমিসনার ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ দলে দলে তাঁহাকে অভিনন্দন দিতে আসেন।

শান্তিপুর-সন্তান বিশ্বেশ্বর দাস লিখিয়াছেন (১), "স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র রায় ও আনন্দময় মৈত্র (২) মহাশয় বহুদিবস শান্তিপুর-মিউনিসি-প্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। তৎপরে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র রায় ও হরিদাস রায় মহাশয় ভাইস-চেয়ারম্যান পদে বরিত হন। শরৎবাবুর কার্যকালে বর্তমান মিউনিসিপ্যাল-অফিসের সম্মুখস্থিত চোরপুষ্করিণীর খননক্রিয়া ও পঙ্কোদ্ধার হয়। তখন রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট স্বর্গীয় রামচরণ বসু। ইঁহারই সময়ে শান্তিপুর-খড়্জালায় শরৎবাবুর বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ইংরাজী ১৮৮১ সালে 'সুহৃদ্-সম্মিলনী' নাম্নী এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি হইয়াছিলেন স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়।...এই সভায় 'তত্ত্ববোধিনী'র ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বর্গীয় নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, প্রভৃতি বহু বিদ্বজ্জন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুধী রামচরণ বসু সভাস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি শেষ বয়সে দেওঘরে বালানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব (৩) স্বীকার করিয়া কৌপীন ধারণ করিয়াছিলেন।...তিনি ইংরাজীতে যেমন সুলেখক ছিলেন তেমনি সুবক্তাও ছিলেন।"

(১) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৭৮-৮০)

(২) এই নামীয় প্রসঙ্গ (তৃতীয় ভাগে 'মৈত্র'-বংশ) দ্রষ্টব্য; মিউনিসিপ্যাল-স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক রামদুর্লভ খাঁ, বি-এল, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতিও ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন।

(৩) প্রথম ভাগ (পৃ ২৭৯)

শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির বেসরকারী চেয়ারম্যানগণের নাম—হরিদাস রায়, পঙ্কজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল, বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ (অল্পকালীন), রামচন্দ্র গোস্বামী, দেবেন্দ্রনাথ রায়, ভগবতীচরণ দাস, এম-এ, শচীনাথ প্রামাণিক, বি-এ, এম-বি, নকুলচন্দ্র সেন, বি-এ, রাধাকৃষ্ণ সাহা (৪ বার), নারায়ণচন্দ্র (জগদানন্দ) গোস্বামী, বি-এসসি, মহম্মদ আফজাল-উল হক। (১) এই সময়কার কতিপয় ভাইস-চেয়ারম্যানের নাম—প্যারীমোহন সান্যাল, গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, তোজাম্মেল আলি, মোজাম্মেল হক (পূর্বেও ছিলেন), আব্দুল জলীল (বহুকালকার কমিসনার), রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ গোস্বামী, হরেন্দ্রকুমার গোস্বামী, সুধীরঞ্জন প্রামাণিক, রবীন্দ্রগোপাল প্রামাণিক, জয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী। পূর্বেকার ভাইস-চেয়ারম্যানগণের মধ্যে আনন্দময় মৈত্র, রাজকৃষ্ণ প্রামাণিক, প্রভৃতি ছিলেন।

"ইং ১৮৮৯-৯০ সালে মিউনিসিপ্যালিটির আয় ২০,৮৯২৲ টাকা এবং ব্যয় ২২,৭২২৲ টাকা ছিল। প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক নির্ধারণে আয় বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ১৯০৪-৫ সাল পর্যন্ত পঞ্চ বর্ষের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ৩০,৩৮৬৲ টাকা, এবং ব্যয় ২৯,৭২৫৲ টাকা। ১৯০৭-৮ সালে গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ৪৮,৫১৪৲ টাকা, মোট আয় ৪৩,৬৪৬৲ টাকা, এবং জন প্রতি ট্যাক্স ১।⁄২ পাই হিসাবে থাকে ; হোল্ডিংএর বাৎসরিক মূল্যের শতকরা ৭ ভাগ হিসাবে ট্যাক্স ধার্য হয়, এবং উক্ত বৎসরে ট্যাক্স হইতে ১৯,৭৭৫৲ টাকা আদায় হয় ; উক্ত হারে নির্ধারিত ল্যাট্রিন-ট্যাক্স ১১,৮৭১৲ টাকা পাওয়া যায় ; খোঁয়াড় হইতে ৭০৪৲ টাকা আয় হয় ; আয়ের অন্য দফাগুলি উল্লেখযোগ্য নহে। উক্ত বৎসরে মোট ব্যয়

(১) ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন।

৬৯,৮২২৲ টাকা হয়; তন্মধ্যে ময়লা-পরিষ্করণখাতে ১৮,৫৮৮৲ টাকা (মোট খরচার শতকরা ৩৭·৩ ভাগ), শিক্ষা-খাতে ৮,০৭৮৲ টাকা (শতকরা ১৬·২ ভাগ), পূর্তকার্যে ৫,৭৩২৲ টাকা (শতকরা ১১·৫ ভাগ), স্বাস্থ্য-চিকিৎসাখাতে ২,৯৩৩৲ টাকা (শতকরা ৫·৮ ভাগ) এবং জল-সরবরাহখাতে ৬৪৭৲ টাকা (শতকরা ১·২ ভাগ) ব্যয়িত হয়।

১৯০৮ ৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিক সময়ে নবম বিভাগ (তোলা-পায়খানা) প্রবর্তনের জন্য বার্ষিক আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪৮,৫১৪৲ টাকা হইয়াছিল। ১৮৮৯-৯০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিক সময় হইতে ১৯০৮-৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিক সময় অবধি গড়পড়তা বার্ষিক ব্যয় ২২,৭২২৲ টাকা হইতে ৪১,৫১৯৲ টাকা হইয়াছিল।

মিউনিসিপ্যাল-সীমার মধ্যে প্রায় ৭ বর্গমাইল (১) ভূমি আছে, এবং করদাতৃগণের সংখ্যা ৭,৮২৪ (জনসংখ্যার শতকরা ২৯·১ ভাগ)। মিউনিসিপ্যালিটির অধিকারস্থ প্রধান বাটীগুলির মধ্যে অফিস (বাহিরের ঘর, বাগান, পুষ্করিণীসহ) প্রায় ৬/০ বিঘা ভূমির উপর অবস্থিত, স্কুলের (বাহিরের ঘরগুলিসহ) জমির পরিমাণ প্রায় ৬/০ বিঘা, এবং দাতব্য-হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় (সীমানাসহ) প্রায় ৩/০ বিঘা জমির উপর দণ্ডায়মান।" (২)

"১৮৬৯ খৃস্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটির আয় ১,৪৩৯ পাউণ্ড, ব্যয় ১,৬১৭ পাউণ্ড ৬ শিলিং; ১৮৭১ খৃস্টাব্দে আয় ১,৫৮৯ পাউণ্ড ১৩ শিলিং ৭ পেন্স, ব্যয় ১,৪২২ পাউণ্ড ৩ শিলিং ২ পেন্স; মিউনিসি-প্যালিটির ট্যাক্স গড়ে জন প্রতি ১ শিলিং ১½ পেন্স।...মিউনিসিপ্যালিটির মোট আয় ১৫,৮৯৭৲ টাকা ও ব্যয় ১৪,২২২৲ টাকা, ট্যাক্সের হার জন

(১) এই পরিমাণ সম্বন্ধে যথাস্থানে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

(২) Garrett D.—Nadia Dt. Gazetteer (1910 edn.; pp. 125, 190)

প্রতি ॥৴০ আনা।" (১) "১৮৮৩-৪ খৃস্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটির আয় ২,২৮৮ পাউণ্ড ছিল, তন্মধ্যে ১,৮৫৫ পাউণ্ড ট্যাক্স হইতে আদায় হইয়াছিল; গড়ে জন প্রতি ট্যাক্স ১ শিলিং ২½ পেন্স।" (২)

"শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির আয় ও ব্যয় যথাক্রমে এইরূপ—১৯১১-২: ৪৮,০৬৯৲ ও ৪৫,৪৬৮৲ টাকা; ১৯১২-৩: ৪৭,৭১১৲ ও ৪৫,৯৫৪৲ টাকা; ১৯১৩-৪: ৪৭,৮৪৫৲ ও ৪৬,২৪৩৲ টাকা; ১৯১৪-৫: ৪৫,৮০১৲ ও ৪৮,৬৪৫৲ টাকা; ১৯১৫-৬: ৪৮,৮১৫৲ ও ৪৮,২২২৲ টাকা; ১৯১৬-৭: ৫৭,৯৮৬৲ ও ৫০,৭১১৲ টাকা; ১৯১৭-৮: ৫৪,২৯৫৲ ও ৫১,৪৪১৲ টাকা; ১৯১৮-৯: ৫১,৩২৮৲ ও ৫১,৮৮৮৲ টাকা (ব্যয় বেশী); ১৯১৯-২০: ৫৩,২১৫৲ ও ৫০,৭৬০৲ টাকা; ১৯২০-১: ৫৪,৬৭৭৲ ও ৫০,৬৮৪৲ টাকা। এই দশ বৎসরের গড়পড়তা যথাক্রমে ৫০,৯৭৩·৯৲ ও ৪৯,০০১·৬৲ টাকা।" (৩) বর্তমান আয় প্রায় ৬৩,০০০৲ টাকা।

বাং ১২৮৭ সালে শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"১২।১৩ হাজার টাকা বার্ষিক আয়; কিন্তু যত্র আয়, তত্র ব্যয়, তহবিলে এক কপর্দকও নাই। 'রাস্তাদির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ গ্রহণ করা হউক'—এই প্রস্তাবে চেয়ারম্যান আপত্তি করেন। অগত্যা কমিসনারেরা কি করেন? প্রস্তাবটি বাতিল হয়।" (৪)

অযথা করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদের কথা এখানে লিখিত হইল। কালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের মাঠে অবসরপ্রাপ্ত পুলিস-দারোগা

---

(১) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., Vol. II (1875) (২) Hunter—Imperial Gazetteer, Vol. XII (৩) Nadia Dt. Gazetteer, Vol. B (1923) (৪) সোমপ্রকাশ, ২২।৫।১২৮৭

দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়—মিউনিসিপ্যালিটির তহবিলে ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও, দেশব্যাপী হাহাকার এবং জনসাধারণের অভাব, অনটন ও আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে ট্যাক্সবৃদ্ধিতে অন্যায় ও অবিচারের কাজ হইয়াছে; করদাতৃগণ বর্তমান করভারেই পীড়িত এবং বহুকষ্টে নির্দিষ্ট উচ্চতম হারে ট্যাক্স দিতেছেন; শান্তিপুর ক্রমশ বসবাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে, অধিকাংশ বাটীই জরাজীর্ণ ও সংস্কারবর্জিত, সুতরাং, নূতন করধার্যকরণ বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল-আইন-বহির্ভূত হইয়াছে; শান্তিপুরের সর্বাঙ্গীন অবনতির দিনে পুরাতন ভগ্ন গৃহাদির মূল্য অকস্মাৎ অযথা অধিক ধার্য করিয়া ট্যাক্সবৃদ্ধি করা করদাতৃগণের পক্ষে মর্মান্তিক হইয়াছে। (১) এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বাং ১২৯৩ সাল হইতে বহু বৎসর যাবৎ শান্তিপুরে মিউনিসিপ্যালিটির কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী একটি শক্তিশালী করদাতৃ-সমিতি ছিল।

দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ভার প্রথম গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছিল, পরে মিউনিসিপ্যালিটি একরূপ বাধ্য হইয়া উহার ভার লয়। ব্যয়ের অজুহাতে ময়না-তদন্ত উঠিয়া যায়। (২) উহা পূর্বে নানা স্থানে ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থিত ছিল; বাং ১২৯৮ সালে স্ট্র্যাণ্ড-রোডে উহার নিজস্ব বাটী নির্মিত হয়। "শান্তিপুরের দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রথম ১৮৭০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ইহার সম্বন্ধে ১৮৭১ খৃস্টাব্দের বিবরণ—বাহিরের রোগী ২,২০১ জন, এইরূপ রোগীর দৈনিক উপস্থিতি শতকরা ৪০·৫, অস্ত্রপ্রয়োগ (অপেক্ষাকৃত গুরুতর) ৯, সরকারী ব্যয় ৪৮ পাউণ্ড, ইউরোপীয় ঔষধের জন্য সরকারী ব্যয় ৭ পাউণ্ড ২ শিলিং ১ পেন্স, চাঁদা ও অন্য আয় ৬০ পাউণ্ড, সরকারী খরচায় প্রদত্ত ইউরোপীয় ঔষধ

(১) যুবক, ১৩৪৩ আষাঢ় (পৃ ১); আনন্দবাজার পত্রিকা, ১।৪।১৩৪৩

(২) সোমপ্রকাশ, ৫,১২,১৯।৬।১২৮৭

ব্যতীত অন্যান্য ব্যয় ৮১ পাউণ্ড ৭ শিলিং ২ পেন্স।" (১) ১৯১০ খৃস্টাব্দের বিবরণ—"এই তৃতীয় শ্রেণীর হাসপাতালটিতে বহিরাগত ৯,৯৫১ ও ভিতরের ২৩ জন রোগী চিকিৎসিত হয়।" (২)

১৯২০ খৃস্টাব্দের উক্ত হাসপাতাল-সংক্রান্ত বিবরণ—"তৃতীয় শ্রেণীর ডিসপেনসারি; শয্যা-সংখ্যা ৫; মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য ২,০০০৲ টাকা, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সাহায্য ১২০৲ টাকা, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ৫৮৲ টাকা, ব্যক্তিগত চাঁদা ২৯৲ টাকা, অন্য আয় ২৩২৲ টাকা, মোট আয় ২,৪৬৯৲ টাকা; ব্যয় ২,১৪১৲ টাকা; রোগী স্থায়ী ৪২, বাহির হইতে আগত ৮,৫৩১ জন; রোগীর দৈনিক উপস্থিতির গড়পড়তা: স্থায়ী ১·১৮, বাহিরের ৬৫·৫।" (৩)

ডাঃ রামকৃষ্ণ প্রামাণিকের (উক্ত হাসপাতালের এককালীন ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক) সময়ের বিবরণ—"পূর্বে বৎসরে মাত্র ৩।৩॥ হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য আসিত, আজকাল কোন কোন বৎসরে প্রায় ১১ হাজার পর্যন্ত রোগী আসে। কালাজ্বরের রোগীর সংখ্যাও ৪০ হইতে ২৫০এ দাঁড়াইয়াছে। হাসপাতালে ৫ জন রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। পূর্বে এরূপ রোগী বড় একটা থাকিত না, কিন্তু এখন বৎসরের বেশীর ভাগ সময়েই সব কয়টি বেডই প্রায় পূর্ণ থাকে, সময়ে সময়ে ছয় সাত জন রোগীর থাকিবার ব্যবস্থাও করিতে হয়।...গত বাজেট-সভায় ড্রেসারের পদ রাখার প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে।" (৪) উক্ত হাসপাতালে প্রসবের ব্যবস্থাও

(১) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., Vol. II (1875) (২) Garrett—Nadia Dt. Gazetteer (p. 10) (৩) Nadia Dt., Gazetteer, Vol. B (1923) (৪) শান্তিপুর, ১৩৩৬ মাঘ (পৃ ২৫৯)

হইয়াছে। (১) এই 'মাতৃসদনের' গৃহনির্মাণে দাতা রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল ঘোষ, প্রভৃতির সাহায্য উল্লেখযোগ্য। (২)

উক্ত চিকিৎসালয়টি নিম্নলিখিত ডাক্তারগণের অধীনে ছিল বা আছে—রাজকৃষ্ণ রায়, দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ প্রামাণিক, ভূষণচন্দ্র প্রামাণিক, এল-এম-এস, গুরুপ্রসন্ন রায়, এল-এম-এস, মতিলাল বাগ্‌চী, যতীশচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ বসু, এল-এম-এস, রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, বি-এসসি, এম-বি, কুমারীশচন্দ্র মৈত্র (অস্থায়ী), কালাচাঁদ ইন্দ্র, এল-এম-এফ (অস্থায়ী), সুধীরকুমার মৈত্র, এম-বি। (৩) এই চিকিৎসালয়ে ঔষধ-ব্যবস্থা ও রোগীর যত্নাভাব সম্বন্ধে একবার আন্দোলন হয়। (৪)

এই প্রসঙ্গে সুতরাগড়ের 'মাণিকদাস-' ও খুন্দকারদের দাতব্য-চিকিৎসালয়, নূতনগ্রামের 'গুরুদয়াল'-হোমিওপ্যাথিক দাতব্য-চিকিৎসালয় (৫), এবং রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয় কর্তৃক স্থাপিত মৈত্র-পল্লীর দাতব্য-হোমিও-চিকিৎসালয় উল্লেখযোগ্য। খড়্জালায় মেয়েদের ও গরীবদের জন্য একটি আয়ুর্বেদীয় দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। সুতরাগড়ে প্রসবের জন্য একটি 'মাতৃমন্দির' (৬) আছে; ইহা শ্যামচাঁদ-পল্লীতে স্থাপিত মিসনারীদের পূর্বেকার জেনানা-হাসপাতাল (৭)।

---

(১) যুবক, ১৩৪৫ শ্রাবণ (পৃ ২৩) (২) যুবক, ১৩৪৮ বৈশাখ (পৃ ৩) (৩) ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই শান্তিপুরবাসী। (৪) সুলভ-সমাচার, ১৩।২।১২৮১ (৫) যুবক, ১৩৪৪ ভাদ্র (পৃ ৩৪) (৬) যুবক, ১৩৪৪ বৈশাখ ('শান্তিপুর-সমাচার'); রামেশ্বর-পুত্র শরদিন্দু সেন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। (৭) শান্তিপুর, ১৩৩৬ মাঘ (পৃ ২৫৮), চৈত্র (পৃ ৩১৫)। এখন এই বাটী ধর্মশালারূপে ব্যবহৃত হয়। শান্তিপুরে আধুনিকভাবে শিক্ষিতা ধাত্রী ও নার্স ১।২ জন মাত্র আছেন; সেখানে মেয়ে-ডাক্তারেরও অভাব।—শান্তিপুর, ১৩৩৬ ভাদ্র (পৃ ১১৫)। শান্তিপুরের অনাথ-আশ্রমের একটি বালিকা (সুজাতা) জেলাবোর্ডের সাহায্যে ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষিতা হইয়া কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন-সেবাসদনে কার্য করিতেছে।—শান্তিপুর, ১৩৩৭ বৈশাখ (পৃ ২৮)

শান্তিপুর-থানার অধীন হরিপুর ও গয়েসপুর-গ্রামে একটি করিয়া দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। (১) শান্তিপুরে কিয়ৎকালের জন্য হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি-শিক্ষার ব্যবস্থাসহ 'জাতীয় বিদ্যালয়' বর্তমান ছিল। (২)

রেল হওয়ার পূর্বে শান্তিপুর-রাণাঘাটের রাস্তায় যাতায়াতের সময় অশ্বযানচালকেরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিত; ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট রামচরণ বসু তাহাদিগকে গাড়ী রেজিস্টারি করিতে বাধ্য করেন, এবং পরে শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটি হ্যাকনি-ক্যারেজ-আইন নিজ এলাকায় পাশ করিয়া এই অত্যাচার নিবারণ করেন। (৩) বাং ১২৬৯ সালে শান্তিপুরের রাস্তায় কেরোসিনের আলোক দেওয়া আরম্ভ হয়; ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট মহিমাচন্দ্র পাল আলোক-স্তম্ভের সংখ্যা বর্ধিত করেন। এইরূপ আলোকের সুবন্দোবস্ত মফঃস্বলের অনেক মিউনিসিপ্যালিটিতে ছিল না। দুঃখের বিষয়, কয়েক বৎসর হইতে এই প্রথা একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। (৪) শান্তিপুরের রাস্তা প্রায় ১০০ মাইল। (৫) ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান বেণীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে রাস্তায় পাথরের খোয়া দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তা বেমেরামত এবং ধূলা, কাদা, ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা অভিযোগ প্রকাশিত হয়। কোন কোন রাস্তায়

---

(১) শান্তিপুর, ১৩৩৬ বৈশাখ (পৃ ২৩), মাঘ (পৃ ২৫৮)
(২) 'যশোহর'-পত্রিকা, ১৩২৮ ; স্বাস্থ্য-সমাচার, ১৩২৮ আষাঢ় (পৃ ৮১)
(৩) সোমপ্রকাশ, ১৭, ২৪।৭।১২৮৭ ; সুলভ-সমাচার, ১০।৩।১২৮১। শান্তিপুর হইতে রাণাঘাট পর্যন্ত বর্তমানে ঘোঁড়-গাড়ীতে (কিছু পূর্বে বাস্ ছিল) ডাক যাতায়াত করে, এবং ঐ গাড়ীতে যাত্রীও লওয়া হয়।
(৪) সোমপ্রকাশ, ।৮।১, ২৯।৮, ২১।৯।১২৭০ ; যুবক, ১৩৪৩ আষাঢ় (পৃ ২), ১৩৪৮ বৈশাখ (পৃ ৫); আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩।৫।১৩৪১
(৫) এ সম্বন্ধে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে।

জল দেওয়া হয়। কতিপয় স্থলে মিউনিসিপ্যালিটি বা সাধারণ হইতে রাস্তার ধারে বা অন্যত্র ইন্দারা নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ম্যালেরিয়া-নিবারণোদ্দেশ্যে জঙ্গল কাটিবার সময়ও সাধারণ হইতে প্রতিবাদ দেখা গিয়াছে। (১) শুঁয়া-পোকার উপদ্রব নিবারণের জন্যও মিউনিসিপ্যালিটি জঙ্গল-পরিষ্করণে বাসিন্দাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। মশক-নাশের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি ড্রেণ, ভ্যাট ও সেস-পুলে ম্যালেরিউল তৈল, এবং ডোবাদির জলে প্যারিস-গ্রীন ও নরম পাথর-গুঁড়া দিয়া থাকেন। (২) স্বাস্থ্য-বিভাগাধ্যক্ষ খাদ্য, দুগ্ধ (৩), পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি বিষয়ে আরও মনোযোগী হইলে সুফল ফলে। প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড হইতে শান্তিপুর-সার্কেলের (শান্তিপুরের বহির্ভাগস্থ শান্তিপুর-থানান্তর্গত গ্রামগুলির) জন্য এক জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত আছেন। প্রাথমিক ও মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সাহায্য, শিক্ষকদের বেতন-দান, কর্মচারীদের বেতন, দাতব্য-প্রতিষ্ঠানে দেয় দান, ঋণ, মেথর-ধাঙড়ের ধর্মঘটাদি সম্বন্ধে নানা অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। স্থানীয় পাউণ্ডগুলিতে আবদ্ধ পশুগণের বর্ণনাতীত ক্লেশ, এবং বিনাকারণে দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক গোমহিষছাগাদিকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া সম্বন্ধেও অভিযোগ আছে। (৪)

---

(১) সোমপ্রকাশ, ২৯।১, ১৯।২, ২২।৮।১২৭০ (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫, ৩১।৬, ৪।৭।১৩৪০ (৩) যুবক, ১৩৩৮ বৈশাখ (পৃ ৪), শ্রাবণ (পৃ ২২) (৪) যুবক, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ১১)

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যবসায়-বাণিজ্য

"যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চ'লেছে সেই হতভাগারাই দুঃখবিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়, তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হ'চ্ছে।"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"I do not know much about the tariff, but I do know this much,—when we buy goods abroad, we get the goods and the foreigners get the money; but, when we buy goods made at home, we get both the goods and the money."—Abraham Lincoln

শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্প অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। মোগল-আমলে তাহার সমাদর আরও বৃদ্ধি পায়। সে সময় বস্ত্রাদি প্রথমে দিল্লীতে প্রেরিত হইত, এবং তথা হইতে কাবুল, তুরাণ (বেলুচিস্থান), ইরাণ, আরব, তুরস্ক, গ্রীস, ইতালী, ইত্যাদি দেশে নীত হইয়া সুবর্ণমূল্যে বিক্রীত হইত। (১) মোগলযুগে বিলাসী-বিলাসিনীদের মসলিন-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যায়; উহার কতকাংশ শান্তিপুরে প্রস্তুত হইত। (২) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় রাণাঘাটের মল্লিকবংশীয় কতিপয়

(১) দুর্গাচন্দ্র সান্যাল—বাংলার সামাজিক ইতিহাস (২য় সংস্ক, পৃ ২১২); বসুমতী, ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২০১) (২) শান্তিপুর, ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ, (পৃ ৪৫); পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৭ বৈশাখ; প্রবর্তক, ১৩৩৭ আষাঢ়; ঢাকাপ্রকাশ, '৩৭; বসুমতী, ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২০১-৩); শিশুভারতী, ৮ম খণ্ড (পৃ ৩৮০৪); বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৯৩১-৪২)

উদ্যমশালী যুবক ঢাকা, শান্তিপুরাদি বহু প্রসিদ্ধ গঞ্জ হইতে সূক্ষ্ম মসলিন সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে রপ্তানি করিতে থাকেন; ক্রমে শান্তিপুরাদি স্থানে তাঁহারা কাপড়ের আড়ত খোলেন। (১) শান্তিপুরের মিহি ধুতি ও নক্সা-পাড় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে জগদ্বিখ্যাত হয়, এবং বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া দেশদেশান্তরে রপ্তানি হইতে আরম্ভ করে। এই সকল মিহি কাপড়ের জন্য সরু সূতা এই রাজপরিবারে প্রধানত দুঃস্থ ও ভদ্র মহিলাগণ কর্তৃক তক্রু (টেকো) ও চরকার সাহায্যে প্রস্তুত হইত। (২) "নদীয়া-জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রধান দুইটি—বস্ত্র ও নীল, তন্মধ্যে শান্তিপুর বস্ত্রের জন্যই বিশেষ বিখ্যাত। যাহা হউক, শান্তিপুরের সূক্ষ্ম সূত্রের বিশেষত্ব ঢাকাই মসলিন ও মুর্শিদাবাদের রেশমের ন্যায় দ্রুত-বেগে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রথমত, বস্ত্রবয়ন সমগ্র জেলায়ই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু কোম্পানীর আমলে শান্তিপুর বাণিজ্যিক প্রতিনিধি-নিবাস ও সরকারী কতিপয় বৃহৎ বস্ত্র-কারখানার স্থান ছিল বলিয়া বস্ত্র-ব্যবসায় ক্রমশ শান্তিপুরেই কেন্দ্রীভূত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অষ্টাবিংশ বৎসরে সরকার ১২০,০০০—১৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের শান্তিপুরী মসলিন ক্রয় করিতেন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দের আদমসুমারিতে দৃষ্ট হয় যে, শান্তিপুরে বস্ত্রবয়নকারী ১৩,৬৮০, এবং পাটবয়নকারী ২৭৩ জন ছিল।......... কলিকাতায় শান্তিপুরের বস্ত্র বিশেষত্বের জন্যই প্রেরিত হয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য বলিয়া নহে।" (৩) "শান্তিপুর এককালে বর্ধিষ্ণু বয়নশিল্পের কেন্দ্র ছিল, এবং ইহার মসলিনের ইউরোপীয় খ্যাতি ছিল। এই নগরে একটি বাণিজ্যিক প্রতিনিধি-নিবাস ছিল, এবং ইহা ই-আই-

---

(১) জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—বংশ-পরিচয়, ৮ম ভাগ (পৃ ১৪৬-৮); নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩৪০-১) (২) কুমুদনাথ মল্লিক—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (পৃ ১১২) (৩) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., Vol. II (1875)

কোম্পানীর বৃহৎ কারখানাসমূহের কেন্দ্র ছিল। যন্ত্রোৎপন্ন মালের জন্য তাঁতীরা এখন আর উন্নতিশীল নহে।...এককালে শান্তিপুর তন্তুবায়দিগের জন্য বিখ্যাত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ই-আই-কোম্পানীর প্রতিনিধি এখান হইতে বাৎসরিক ১৫০,০০০ পাউণ্ড (প্রায় ২২॥ লক্ষ টাকা) মুল্যের মসলিন খরিদ করিতেন। উক্ত শিল্প এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে।...মহারাজ রুদ্র রায়ের সময় শান্তিপুর বহুজনপূর্ণ প্রসিদ্ধ বস্ত্রবিক্রয়ের স্থান ছিল।" (১) "সুদূর ইউরোপে শান্তিপুরের সূক্ষ্মবস্ত্র 'মসলিন' বলিয়া সমাদরে গৃহীত হইত।" (২)

১৭৫৮ খৃস্টাব্দের সরকারী দপ্তরের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ও পরে সরকার গোমস্তাদিগের সহায়তায় শান্তি-পুরাদি স্থান হইতে তন্তুবায়দিগকে দাদন দিয়া আনাইয়া কলিকাতার নিকট বসবাস করাইতেন। জব চার্ণকের কলিকাতায় রাজধানী স্থাপনের (১৬৯০ খৃ) অন্যতম কারণ এই ছিল যে, উহার সন্নিকটে তন্তুবায়দিগের বসতি ছিল। পূর্বলিখিত সনে শান্তিপুরের আড়ঙে ৯৩,৫৯২৯৲ টাকা ৩ আনা ৯ পাই প্রদত্ত হয়। (৩)

১৭৬৬ খৃস্টাব্দে হলওয়েল লিখিয়াছেন যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারস্থ ভূভাগের প্রধান নগরগুলির অন্যতম শান্তিপুর সূতা, মলমল ও অন্য সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু সেখানে ইউরোপীয় বাজারে রপ্তানির

---

(১) Imperial Gazetteer, Vols. I, X; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৭১,৩৯৪); Nadia Dt. Gazetteer (1910); P. Simmonds—Textile Manufactures in Great Britain, I (p. 103; 1861) (৩) শান্তিপুর-স্মৃতি (পৃ ৭) (৩) এই অঙ্কনির্দেশবিষয়ে মতভেদ আছে।—ভারতবর্ষ, ১৩৩৯ আষাঢ় (পৃ ৪৭)। Long—Selections from Unpublished Records (pp. 69, 121; 1869)

জন্য প্রচুর সূতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কার্পাস ও শস্যাদিও ঐ উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত নহে; এবং এতদঞ্চলে বর্গীর হাঙ্গামার ফলে বস্ত্রশিল্পের দুর্দশা হয়। (১)

১৭৮৪ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরে অবস্থিত কুঠীর ইংরাজ তত্ত্বাবধারক আড়ঙের প্রধান কর্মচারীকে যে চিঠি লিখেন তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, ১৭৬৩-৮৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে শান্তিপুরের বাণিজ্যাধিকার-ব্যাপারে ইংরাজের সহিত ফরাসী ও ওলন্দাজের কিঞ্চিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমান ছিল।—"বোর্ডের আদেশমত আমি আমার অধীনস্থ আড়ঙ-সমূহে কঠোররূপে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি। শান্তিপুর ও তদধীন স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য খরিদ করা বা সে সম্বন্ধে ব্যবসায় করার জন্য কোন ইউরোপীয় কোম্পানী শান্তিপুরে কারখানা স্থাপন করে নাই, অথবা, সাধারণভাবে ইউরোপীয় বা দেশী প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠায় নাই। ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় মাল সরবরাহ করার জন্য অনবরত দাদনী চুক্তি করিয়াছে। ১৭৭৫-৬ ও ১৭৭৭ খৃস্টাব্দে বিলো (Bilow) নামে এক জন ফরাসী ভদ্রলোক শান্তিপুরে একটি ক্ষুদ্র বাংলো ভাড়া লইয়াছিলেন, এবং যতদূর জ্ঞাত আছি, নিজের জন্য বস্ত্র খরিদ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কোম্পানীর তন্তুবায়দিগের কার্যে হস্তক্ষেপ বা সাধারণের তরফ হইতে কোন কার্য করেন নাই। ১৭৬৩ খৃস্টাব্দ হইতে এ পর্যন্ত, এই কুঠীর বাসিন্দাগণের জ্ঞাতসারে, ইউরোপীয়দের মধ্যে কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ ব্যতীত কেবল এই ভদ্রলোকটিই ব্যবসায়ের

(১) Holwell—Interesting Historical Events; হলওয়েল ২৯-৩০।৬।১৭৫৬ লাগাইৎ বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদের পথে শান্তিপুরে আনীত হন—প্রথম অধ্যায় এবং শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ (পৃ ৩১) দ্রষ্টব্য; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৪৮)

উদ্দেশ্যে শান্তিপুর-অঞ্চলে (Districts) আগমন করিয়াছিলেন।—জন বেব, সেক্রেটারী।" (১)

ইতিপূর্বে (২) লিখিত হইয়াছে যে, ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে কোম্পানীর সূতা-সরবরাহকারক গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্যকে শান্তিপুর হইতে ডাকাতেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। এখানে কোম্পানী ও তন্তুবায়দিগের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহার কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। তবে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, 'অসন্তুষ্ট' কর্মচারী বোল্ট্স তন্তুবায়দিগের অঙ্গুলিকর্তন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত হইতে পারে। "কোম্পানীর গোমস্তারা তন্তুবায়দিগের উপর অত্যাচার করিত। সমসাময়িক সরকারী কাগজপত্রে এ বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোল্ট্স লিখিয়াছেন (৩) যে, এই বিভাগে যে সব অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত তাহা কল্পনার অতীত, কিন্তু ফলে, দরিদ্র তন্তুবায় প্রতারিত হইত। তাহাকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দরে (শতকরা ১৫-৪০ কম) নির্দিষ্ট মাল সরবরাহ করিবার জন্য বলপূর্বক এক খতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হইত। কাহারও কাহারও নাম রেজিস্টারী করা হইত, এবং ইহাদিগকে অন্যের জন্য কার্য করিতে দেওয়া হইত না। তন্তুবায় যদি গোপনে অন্য কাহাকেও বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিত, তাঁতের বস্ত্রখণ্ড কাটিয়া দেওয়া হইত। ঢাকার রেশমশিল্পীরা বাধ্যতামূলক কার্য এড়াইবার জন্য নিজ নিজ অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিত। মোগল-আমলেও দরবারের জন্য মনোনীত

(১) Bengal, past and present, 1909, Vol. III (p. 368) : Extract of a letter from Mr. Prinsep, Spdt. of Santipore to the Comptroller of Aurangs, d/ 10-4-1784 (২) শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ (পৃ ২৩৩) [Hunter—Statistical Account of Bengal, Dt. Nadia, Vol. II (1875)] (৩) Bolts—Considerations on Indian Affairs

কতিপয় তন্তুবায়ের উপর অত্যাচার হইয়াছিল।...ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে যে দাদন-চুক্তির প্রথা প্রবর্তিত করেন তাহাতে তন্তুবায়দিগের স্বাধীনতা থাকিত। কিন্তু ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে কোর্ট-অব-ডাইরেক্টর্স কোম্পানীর অগ্রে মাল খরিদ করিবার স্বত্ব সাব্যস্ত করেন, মাত্র কতিপয় ক্ষেত্রে পূর্ব স্বাধীন দাদনচুক্তির প্রথা বর্তমান থাকে।... ১৭৫৩-৮২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই সব দাদনচুক্তি সাধারণত ঠিকাদারদের (পূর্বে তন্তুবায়দিগের) সহিত হইত। কিন্তু ১৭৭৪ খৃস্টাব্দ হইতে কাঁচা রেশমের দাদনচুক্তি প্রধানত কোম্পানীর বেতনভোগী কর্মচারী ও অন্য ইউরোপীয়দের সহিত হইত, এবং আনুমানিক ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে কলিকাতার অধীনস্থ আড়ঙসমূহে বস্ত্রের চুক্তিও ঐরূপভাবে হইত।...শান্তিপুর, বুড়ন ও সুখসাগর এই তিন আড়ঙে বাঙালী ঠিকাদার ছিল। অন্যান্য আড়ঙে কোম্পানীর বেতনভোগী ঠিকাদারের সহিত চুক্তি হইত। কোম্পানীর বেতনভোগী ইউরোপীয় কর্মচারীর সহিত কৃত এই চুক্তিতে সাধারণ ঠিকাদারের সহিত কৃত চুক্তির যে দোষ তাহা থাকিত, কিন্তু তাহার গুণ থাকিত না।" (১) ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে কি কি উপায় অবলম্বনের ফলে বাংলার বস্ত্রশিল্পের অবনতি হয় এবং ম্যাঞ্চেস্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের উন্নতি হয় তাহা ইতিহাসের কথা; এক পক্ষে যাহা প্রিয় বলিয়া অনুভূত হয়, অন্য পক্ষে অনেক সময় তাহা অপ্রিয় হইয়া উঠে ইহা বিশ্বের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। (২) উপরে লিখিত রেশম-

---

(১) J. C. Sinha—Economic Annals of Bengal (pp. 80-7, 182-4) (২) R. C. Dutt—Indian Trade, Manufacture and Finance; List—National System of Political Economy; প্রবাসী, ১৩৩১ কার্তিক (পৃ ৭৬); B. D. Basu—Ruin of Indian Trade and Industries (p. 122, 2nd edn.); Simmonds—Textile Manufactures in Great Britain

প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শান্তিপুরের বাউইগাছিতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর রেশমের কুঠী ছিল, এবং কোম্পানীর তরফ হইতে রেশম-ব্যবসায়ের জন্য এক জন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিল। (১)

যাহা হউক, উপরে লিখিত কারণসমূহের জন্য ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরের বয়নশিল্পের যথেষ্ট অবনতি হয়। সেইজন্য ই-আই-কোম্পানীর কমিটী-অব-কমার্সের চারি জন ও সামরিক সমিতির চারি জন ইউরোপীয় সভ্য লইয়া একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হয়। নানা সাক্ষ্যের মধ্যে ১,৫০০ নম্বরের সূতা দ্বারা প্রস্তুত মলমলের দর ও মজুরি সম্বন্ধে রমাপতি, রামলোচন ও গোপী তাঁতীর সাক্ষ্য লওয়া হয়। বেত্রাঘাত, 'বাহির-দালালি' আদায়, অন্যায্য মূল্যপ্রদানাদি অনেক অভিযোগ থাকে। সমিতির সিদ্ধান্ত এইরূপ হয়—তাঁতীগণকে বাধ্য করিয়া কেহ দাদন দিতে পারিবে না; দেশীর ব্যবসায়ীগণ কোম্পানীর প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জন্য কোম্পানীর সহিত জামিনসহ চুক্তি (২০,০০০৲ টাকার ঊর্ধ্বে) করিতে পারিবে; নগদ মূল্য প্রদত্ত হইবে; কোম্পানীর কর্মচারী বা লোক বলপূর্বক দাদন দিতে চেষ্টা করিলে কর্মচ্যুত হইবে। ইহার ফলে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হয়। ইং ২৬।১।১৭৮১ তারিখে টমাস ব্রাউন লণ্ডন হইতে লিখেন যে, শান্তিপুরের বস্ত্র বিক্রয় করিয়া তিনি প্রচুর লাভবান্ হইয়াছেন। (২)

শান্তিপুরের উত্তরাংশে যে অঞ্চলে উক্ত কুঠিসমূহ বর্তমান ছিল তাহা 'কুঠীর পাড়া' নামে পরিচিত; কারখানার মধ্যে ছোটটিকে 'ঘাই' ও

---

(১) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ, পৃ ৩৯৪); The Friend of India, 24-4-1845 (২) Misc. Revenue Accounts, 1772-6 (pp. 231-45); Home Dpt. Original Consultation, d/ 12-4-1773, Nos. 9-11, and d/ 2-9-1782, No. 3 (p. 2561); বিশ্ববাণী, '৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯৮)

বড়টিকে 'বানক' বলিত। এই সকল কুঠীতে এক বা দুই জন ইংরাজ কর্মচারী থাকিতেন; বেশীর ভাগ কাজ বাঙালী কর্মচারীর দ্বারাই সম্পন্ন হইত। প্রায় ৫০০ কর্মচারী থাকিত। শান্তিপুরের দেওয়ান 'চট্টজ'-বংশীয়েরা প্রধানত এই সব কুঠীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতেই বর্ধিষ্ণু হন। কুঠীয়াল মাজবিন (J. Marjoribanks) সাহেব বাৎসরিক ৪২,৩৫১৲ টাকা বেতন পাইতেন। মাজবিন সাহেব ১৮২৮ খৃস্টাব্দে জহর চুষিয়া আত্মহত্যা করেন, কারণ তাঁহার কার্যে কোম্পানীর লোকসান হয়। তাহার পর শান্তিপুরের শেষ কুঠীয়াল ছিলেন জে-জি-লারল। প্রসিদ্ধ ব্লাকোয়্যার সাহেবের পিতাও এক জন বিশেষজ্ঞ কুঠীয়াল ছিলেন। (১) ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে (২) আইন দ্বারা কোম্পানীর ব্যবসায় ভারতে একেবারে রহিত করা হয়; সেই সময় শান্তিপুরের কুঠীও বন্ধ হয়। এই কুঠীতে হেজেল ও তৎপরে বমওয়েচ (৩) সাহেবের ট্রেণিং পাঠশালা অবস্থিত ছিল। ১৮৭০-৮০ খৃস্টাব্দের মধ্যে এই সব কুঠীর ধ্বংসাবশেষ ভগ্ন করিয়া বিক্রীত করা হয়। (৪) কোম্পানীর আমলে বস্ত্রের চারি প্রকার ভেদ ছিল—এওল, দাম, সাম, চাহারাম।

প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, শান্তিপুরের কুঠীয়াল ইং ১৯-৮-১৮০৬ তারিখে লিখিত সরকারী পত্রের বলে শান্তিপুরে একটি প্রকাণ্ড মদের ভাটী নির্মাণ করান। (৫) ১৭৯৬ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে সরকার

---

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২৩৬, ২৩৮-৯) (২) ১৮১৩ খৃস্টাব্দে ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায় রহিত করা হয়।—Long: The Banks of the Bhagirathi (Cal. Rev., Vol. 6, 1846); বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ), ৪র্থ ভাগ (পৃ ২৬৮); বংশ-পরিচয়, ৩য় খণ্ড (চট্টোপাধ্যায়-বংশ) (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৯) (৪) Nadia Dt. Gazetteer (৫) Hunter—Bengal Mss. Records, No. 13414; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৭২)

শান্তিপুর-রেসিডেন্সির মদের ভাটীর তত্ত্বাবধারক কার্ডিভ সাহেবের মাসিক বেতন বাবদে ৫০০৲ টাকা করিয়া শান্তিপুরের রেসিডেণ্টের নিকট নিয়মিতভাবে পাঠাইবার জন্য আদেশ দেন। (১)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ই ফ্লেচার শান্তিপুরের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ছিলেন। ইং ৯।৩।১৭৮৯—১।১।১৭৯০ তারিখের মধ্যে রপ্তানি-গুদামে মাল পাঠানোর জন্য ইঁহাকে টাকা ৭,৯৩৭।৭॥ দেওয়া হয়। ১৭৯২ খৃস্টাব্দে মূলধনের কমিসন বা বাট্টা বাবদ ইঁহাকে টাকা ৩,৭৭১॥০, এবং ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে টাকা ৩০,৮৯৭.৫১ প্রদত্ত হয়। (২) শান্তিপুরের আড়ঙের জন্য ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে ২০১,৯০১৲ টাকা, ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে ১২৭,২০০৲ টাকা, ১৭৭০ খৃস্টাব্দে ৭৫,০০০৲ টাকা, ১৭৭১ খৃস্টাব্দে ১৬০,০০০৲ টাকা এবং ১৭৯০ খৃস্টাব্দে ১১৪,০৯২৲ টাকা প্রদত্ত হয়। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে একটি জেটী নির্মাণের জন্য টাকা ১,১৪৬৸০ মঞ্জুর হয়। ইং ১০।৪।১৮২২ তারিখে জন ডিককে (নবম) শান্তিপুরের কমার্সিয়াল রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। (৩) ১৮২৪ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর-কুঠীর মুহুরী মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেন্সন দিবার অনুমতি হয়। (৪) বোর্ড-অব-ট্রেডের ইং

(১) বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ ফাল্গুন (পৃ ৮৭৪) (২) Proceed. of the Board of Revenue, d/ 4-1-1790, Nos. 12-3, 11-4-1792, Nos. 4-5, 23-7-1798, Nos. 10-1; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯৯) (৩) Alphabetical List of the Bengal Civil Servants from 1780 to 1838 (1839, Lon.); প্রবাসী, ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ (পৃ ২২৫) (৪) Misc. Revenue Accounts, 1772-6 (pp. 231-46), d/ 12-4-1773; Proceed. of the Board of Reve., d/- 4-1-1790, Nos. 1-2, d/ 26-4-1792, No. 62; Reve. Dpt. Proceed., d/ 14-5-1824, No. 16; বিশ্ববাণী, '৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯৯)

১২।৮।১৭৯০ তারিখের নীলাম-ইস্তাহারে ২৮ থান দাগী মলমল এবং ৪১ খানা নয়নসুখ-রুমাল বিক্রীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। (১)

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অন্যান্য কারবারের কথা এখানে প্রসঙ্গত লিখিত হইল। ১৭৯২ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরস্থ চিনির কারখানা হইতে ১,৪০০ টন চিনি রপ্তানি হয়। ১৮৪৫-৭ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোটচাঁদপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানসকল হইতে ২৫ হইতে ৩০,০০০ মণ দলুয়া (দোলো) গোশকটের সাহায্যে শান্তিপুরে আমদানি হয়। এই দলুয়া হইতে শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ দোবরা-চিনি প্রস্তুত হয়। রায়গড়ের কারখানায় ৫০০ লোকের অন্নসংস্থান হইত। (২) শান্তিপুরে (সুতরাগড়ে) কয়েকটি চিনির কারখানা আছে; সেখানে দেশীয় প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হয়, এবং এই প্রক্রিয়ায় জলীয় শৈবাল ব্যবহৃত হয়; প্রায় সকল চিনিই খর্জুরবৃক্ষের রস হইতে প্রস্তুত হয়। সাধারণত যশোহরের আমদানি খেজুরেগুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। (৩) কলিকাতার রপ্তানি-গুদাম হইতে বোর্ড-অব-ট্রেডের আদেশে শান্তিপুর ও মালদহের প্রায় ৫,৬০০ মণ পাট, এবং শান্তিপুরের ৩৫৩॥৪ মণ শণ নীলাম হয়। (৪) ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে লং সাহেব লিখেন যে, শান্তিপুরের দুই মাইল দূরস্থ বৃহৎ চিনির কারখানা হইতে প্রত্যহ ৫০০ মণ চিনি পরিষ্কৃত হইত, এবং উহাতে ৭০০ জন লোক

(১) Proceed. of the Board of Reve., d/ 11-4-1792, Nos. 4-5; বিশ্ববাণী, '৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯৯) (২) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৮ মাঘ (পৃ ১৩৩-৪); নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩১৭, ৩৯৪); Long: The Banks of the Bhagirathi (Cal. Rev., Vol. 6, 1846) (৩) ভারতবর্ষ, ১৩২৪ মাঘ (পৃ ১৭৩); Nadia Dt. Gazetteer ('10); তৃতীয় ভাগে 'কার্তিকচন্দ্র দাস' -প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৪) The Cal. Gazette, 23-3-1797 and 10-3-1814; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ ফাল্গুন (পৃ ৮৭৪)

নিযুক্ত ছিল। শান্তিপুরে সুন্দর চিকণ 'উড়ানি' প্রস্তুত হইত ; এবং ১৮২২ খৃস্টাব্দে কোম্পানীর কাপড়ের কারখানায় ৫,০০০ লোক নিযুক্ত ছিল। (১)

হেজ সাহেব ই-আই-কোম্পানীর তদানীন্তন কারখানাসমূহের এজেণ্ট বা গভর্ণর ছিলেন। তিনি ইং ১৫।১০।১৬৮২ তারিখের রোজনামচায় (২) লিখিয়াছেন, "আমরা রবিবারে শান্তিপুরের নিকটস্থ ফুলিয়ায় এক বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় মধ্যাহ্নভোজন করিলাম। ঐখানে কোম্পানীর সোরার নৌকা থামিত।" পুনরায় কাশিমবাজারে যাইবার সময় তিনি ইং ১০।৪।১৬৮৩ তারিখের রাত্রিতে শান্তিপুরের নিকট বিশ্রাম করেন, এবং ১১ই এপ্রিল নদী বাহিয়া বাগাঁচড়ায় যান। তিনি কোম্পানীর একখানি বজরায়, এবং ডড ও হেরন নিজের বজরায় থাকেন ; এবং দশখানি নৌকায় ('Ulock, Holak, Oolock') সৈন্য, বাবুর্চি, খানসামা, ভৃত্য, আর্দালি, প্রভৃতি থাকে। তিনি লিখিয়াছেন, 'বাগাঁচড়া সুন্দর স্থান ; তথাকার ভূস্বামী তাঁহার সংগৃহীত হরিণ, ময়ূরাদি দেখাইলেন ; কিন্তু আমরা একটিও পাইলাম না।"

১৭৯০ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরের নিকটস্থ স্থানসমূহে অবস্থিত ইউরোপীয়গণের কতিপয় নীলের কুঠীর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৩) শান্তিপুরের

---

(১) Cal. Review, Vol. 6, 1846 : The Banks of the Bhagirathi ; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩১৮)। শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (পৃ ৯): বাংলার চিনিশিল্প—এই প্রবন্ধে শান্তিপুরের চিনিশিল্পের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতার কথাও আলোচিত হইয়াছে। (২) Hedge—Diary ; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ১৬৬) ; পৃ ১৪ (৩) লং সাহেবের পূর্বলিখিত প্রবন্ধ ; নদীয়া-কাহিনী (পৃ ৩১৮)। দেশীয়দেরও নীলকুঠী ছিল—Hunter : Statistical Account of Bengal, Nadia ; Mss. Records ; ভারতবর্ষ, ১৩২৪ মাঘ (পৃ ২২৩)

প্রসিদ্ধ মতিবাবু জনৈক অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে ক্রুদ্ধ জনতার হস্ত হইতে রক্ষা করেন, এবং তিনি ও পূর্বলিখিত বমওয়েচ সাহেব প্রজাবর্গকে অন্যান্য নীলকরের অত্যাচার হইতে নানারূপে উদ্ধার করেন। (১)

বস্ত্রশিল্পের ইতিহাসের সূত্র ধরিয়া পুনরায় আলোচনা করা যাইতেছে। ১৮১৩ খৃস্টাব্দে ম্যাঞ্চেস্টার হইতে প্রচুর পরিমাণে সুলভ মূল্যের বস্ত্র আমদানি হওয়ায়, শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্পের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। ১৮২৫ খৃস্টাব্দে বিলাতী সূতা আমদানি হওয়ায়, শান্তিপুরের বস্ত্রব্যবসায়ী-দের গুরুতর ক্ষতি হয়; এবং দেশী সূতার ব্যবহার একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। (২) ১৮২৮ খৃস্টাব্দের 'সমাচারদর্পণে' (৩) শান্তিপুরের এক 'দুঃখিনী সূতাকাটনী'র এই বিষয়ে আক্ষেপের কথা প্রকাশিত হয়।—

"চরকা আমার ভাতারপুত। শ্রীযুত সমাচার-পত্রকার মহাশয়—

"......আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি, কেবল তিন কন্যাসন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী আর ঐ তিনটি কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই। তিনি নানা ব্যবসায়ে কালযাপন করিতেন। আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। শেষে অন্নাভাবে কয়েক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল, তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে, তাহাতে আমাদিগের প্রাণরক্ষা হইতে পারে, অর্থাৎ, আস্‌না ও চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম। প্রাতঃকালে গৃহকর্ম, অর্থাৎ, পাটিঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম, বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২০৭)　(২) J. Garrett—Nadia Dt. Gazetteer (1910); ভারতবর্ষ, ১৩২৪ মাঘ (পৃ ১৭২)

(৩) ৫।১ (২২।৯।১২৩৪); ভারতবর্ষ, ১৩৩৮ বৈশাখ (পৃ ৭০২); প্রবাসী, '৩৮ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২০৯); ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ২০)

কাটনা কাটিতাম। প্রায় এক তোলা সূতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম, স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর-শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আস্না-সূতা কাটিতাম, তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম। এই প্রকারে সূতা কাটিলে তাঁতীরা বাটীতে আসিয়া টাকায় তিন তোলার দরে চরকার সূতা আর দেড় তোলার দরে সরু আস্না-সূতা লইয়া যাইত, এবং যত টাকা আগামী চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত, ইহাতে আমাদিগের অন্নবস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ কর্ম্মে বড়ই নিপুণ হইলাম ; কয়েক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল। এক কন্যার বিবাহ দিলাম ; ঐ প্রকারে তিন কন্যার বিবাহ দিলাম ; তাহাতে কুটুম্বিতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না, রাঁড়ের মেয়ে বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই, কেন না, ঘটক-কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলই করিয়াছি। তৎপরে শ্বশুরের কাল হইল, তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি ; তাহা তাঁতীরা আমাকে কর্জ্জ দিয়াছিল, দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম। কেবল চরকার প্রসাদাৎ এত পর্যন্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শাশুড়ীবধূর অন্নাভাব হইয়াছে। সূতা কিনিতে বাটীতে আসা দূরে থাকুক, হাটে পাঠাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না। ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না! অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেকে কহে যে, বিলাতী সূতা আমদানি হইতেছে, সেই সকল সূতা তাঁতীরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে, আমার যেমন সূতা এমন কখন বিলাতী সূতা হইবে না ; পরে বিলাতী সূতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সূতা হইতে ভাল বটে, তাহার দর শুনিলাম ৩।৪৲ টাকা করিয়া সের। আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম, 'হা বিধাতা, আমা হইতেও দুঃখিনী আর আছে।' পূর্ব্বে জানিতাম বিলাতে

তাবৎ লোক বড় মানুষ, বাঙালী সব কাঙালী। এক্ষণে বুঝিলাম আমা হইতেও সেখানে কাঙালিনী আছে, কেন না, তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সূতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি, এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটেবাজারে বিক্রয় হইল না,—একারণ এদেশে পাঠাইয়াছে। এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত, তবে ক্ষতি ছিল না; তাহা না হইয়া কেবল আমাদিগের সর্বনাশ হইয়াছে। সে সূতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে না, গলিয়া যায়। অতএব সেখানকার কাটনীদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে, আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে, এদেশে সূতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আত্মচরিতে (১) এই দরখাস্তের স্বাধীন অনুবাদ করিয়া লিখিতেছেন যে, ইহা কোলব্রুকের 'চরকার অবনতি ও দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থা' বিষয়ে লিখিত খেদের সমর্থন করে, এবং ভারতের আর্থিক অবস্থায় বিদেশ হইতে আমদানি সূতায় কতখানি ধ্বংস আনিয়াছে তাহা সপ্রমাণ করে; এবং দরিদ্র স্ত্রীলোকটির ধারণা ছিল যে, বিলাতের চরকাকাটা সস্তা সূতাই এখানে আসিতেছিল, ঐ সূতা যে বাষ্পচালিত কলে প্রস্তুত তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

শান্তিপুর 'তন্তুবায় ও দরজী'র জন্য প্রসিদ্ধ। (২) মনস্বী ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৪৫ খৃস্টাব্দের রোজনামচায় লিখিয়াছেন যে, শান্তিপুরে দশ সহস্রের অধিক তন্তুবায় ও দরজী আছে। (৩) ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে নদীয়া-জেলার

(১) Life and Experiences of a Bengali Chemist, Vol. I—Ch. XXI : Gospel of a Charka—Lament of a Spinner　(২) প্রথম ভাগ (পৃ ৩১)　(৩) Travels of a Hindoo ; ১০।১২ হাজার তাঁতী—দেবগণের মর্ত্যে আগমন (২য় সংস্ক)

ম্যাজিস্ট্রেট লিখেন যে, প্রায় সমগ্র জেলার গ্রামগুলিতে সামান্য কয়েক ঘর জোলা অতি সাধারণ ধরণের কাপড় প্রস্তুত করে। উহাদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। উক্ত বৎসরে '—বন্দ্যোপাধ্যায়' লিখেন (১) যে, শান্তিপুরে বাৎসরিক সওয়া তিন লক্ষ টাকার কাপড় প্রস্তুত হয়। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে এই আয়ের অবনতি দৃষ্ট হয়। (২) "১৮৮০-৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত ম্যালেরিয়ায় এবং ১৮৮৫ ও ১৮৯০ খৃস্টাব্দের ভীষণ বন্যার দরুণ লোকসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও কল-অঞ্চলে অনেক তাঁতী চলিয়া গিয়াছে। ১৯০৬ খৃস্টাব্দের প্রকাশিত গেট সাহেবের সেন্সস-সংক্রান্ত বিবরণীতে লিখিত আছে যে, অনেক কৃষকও শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।" (৩) মহকুমার সদর স্থানান্তরকরণ, নদীর অপসরণ, লোকের মতিগতির পরিবর্তন, প্লেগের আবির্ভাব, ইত্যাদি নানা কারণেও শান্তিপুরে শিল্পের অবনতি ও লোকসংখ্যার ন্যূনতা হইয়াছে। (৪)

স্বদেশী আন্দোলনের সময় শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হয় বটে, কিন্তু তাহার অন্য দিক্‌ও আছে। "বহুদিন যাবৎ শান্তিপুরের ধুতি ও সাড়ী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাহিরেও এই বস্ত্রের যথেষ্ট সুনাম আছে। শান্তিপুরে প্রায় ১,২০০ খানি তাঁত চলে। তাহাতে ৬০ হইতে ৫০ নম্বরের সূতা দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হয়। গড়ে প্রতি বৎসর ৮৬,৪০০ খানি বস্ত্র উৎপন্ন হয়, এবং প্রতি খণ্ডের মূল্য গড়ে ৭৲ টাকার কম নহে। ইহাতে দেখা যায় যে, শান্তিপুরে মোটের উপর প্রতি বৎসর ৬,০৪,৮০০৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন হয়।

(১) Cotton Fabrics in Bengal (২) Nadia Dt. Gazetteer ; ভারতবর্ষ, ১৩২৪ মাঘ (পৃ ১৭২) (৩) Nadia Dt. Gazetteer (৪) পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ইহার অর্ধেক টাকা শান্তিপুরের তাঁতীরা পারিশ্রমিকস্বরূপ পাইয়া থাকে। বিলাতী সূতা দ্বারা শান্তিপুরের ধুতি ও সাড়ী নির্মিত হয় বলিয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই ধুতি ও সাড়ী বর্জন করা হইয়াছে। ফলে, শান্তিপুরী কাপড়ের কাটতি অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। অন্যান্য বৎসর যত বস্ত্র বিক্রয় হইত এবার তাহার এক-চতুর্থাংশ মাত্র বিক্রয় হইয়াছে। ইহাতে তাঁতী-গণের দুর্দশার একশেষ হইয়াছে।...চরকাতে সূতা কাটা যায়, তবু বিদেশ হইতে কল আমদানি করিয়া বোম্বাই ও আমেদাবাদের কলওয়ালারা বস্ত্র তৈয়ার করেন। সূক্ষ্ম সূত্র শান্তিপুরের কাপড়ের উপাদান। তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করা হয় বলিয়া শান্তিপুরের কাপড় বয়কট করা উচিত নয়।" (১)

এ বিষয়ে শান্তিপুরের তন্তুবায়-সঙ্ঘ ও বস্ত্রশিল্পসংরক্ষিণী-সমিতি হইতে সভা ও প্রতিবাদ হয়। ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ উহাদের পক্ষ হইতে লিখিতেছেন, "শান্তিপুরের অধিকাংশ অধিবাসীই তাঁত বুনিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিতেছে। ভদ্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের নিঃসহায় বিধবাগণ ঐ তাঁতের কাপড়ের ফুল তুলিয়া ও সূতা পাটী করিয়া আপনাদিগকে ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। ওস্তাগর ও ধোপা তাঁতের কাপড় কাচিয়া (২) যাহা উপার্জন করে, বোধ হয়, একটি মধ্যবিত্ত চাকরীজীবীও তাহা করিতে পারে না। যাহারা শানা বাঁধে, এবং মাকু, গোয়া, ডাণ্ডি, নরদ, দক্তি, ইত্যাদি তাঁতের উপকরণ প্রস্তুত করে, তাহারাও এই কার্যের কল্যাণে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। এ ছাড়া বহু কালাকার (রঙকার) নানা প্রকার কাপড়ের পাড়ের বা নক্সার

(১) সঞ্জীবনী (২) শান্তিপুরের বহু মুসলমান স্বগ্রামে ও বাহিরে শাল ইত্যাদি গরম বস্ত্র কাচিয়া থাকে। অনেকে কাপড়ে 'শাঁখ' করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

সূতাসকল রঞ্জিত করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করে। এই দেশীয় প্রাচীন তাঁতের কার্যটি বন্ধ হইলে অনেক ব্যবসায়ী মারা যাইবে। যদিও উপস্থিত দেশীয় তাঁতগুলি চালাইবার জন্য সূতার মধ্য দিয়া বিলাতকে কয়েক কোটী টাকা দিতে হয়, তথাপি ঐ সূতার দ্বারা আমরা এ অর্থের প্রায় চারি পাঁচ গুণ অর্থ উপার্জন করিয়া থাকি, এবং এই অর্থ আমাদের দেশের লোকেই পাইয়া থাকে।" (১) বাং ৪।৩।১৩৩৭ তারিখে বুড়োশিবতলার প্রসিদ্ধ প্রামাণিকবাটীর ৺কৃষ্ণ রায়-ঠাকুরের মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত জনসভায় (শান্তিপুর-সন্তান প্রসিদ্ধ হাজী আবদুল রেজ্জাক সভাপতি) (২) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়। (অ) কি প্রকারে দেশী সূতায় কাপড় তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়? (আ) কি প্রকারে শান্তিপুরে ফুল ইত্যাদি তোলাইয়া অন্য আড়ঙের কাপড়ের ধোলাই বন্ধ করা যায়? (ই) কি প্রকারে কলিকাতার দোকানদার-দিগের কাপড় এখানে তৈয়ারী বন্ধ করা যায়? (ঈ) কি প্রকারে মজুত মাল কাটান যায়? (উ) তন্তুবায়দিগের সম্বন্ধে অন্য কি ব্যবস্থা হওয়া কর্তব্য? (ঊ) শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্প কিরূপে রক্ষা পাইবে এবং কিরূপে তাহার উন্নতি হইবে? উক্ত সভায় গঠিত উপসমিতির সভাপতি হন পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম-এল-এ, এবং সম্পাদক হন শান্তিপুর-তন্তুবায়সমাজের সভাপতি ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ। কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে, বিলাতী সূতা বর্জন করিয়া দেশী সূতায় শান্তিপুরের বস্ত্রবয়ন প্রবর্তন করা হউক, এবং মজুত মাল কংগ্রেসের নিদর্শনসহ বাজারে বিক্রীত হইয়া যাউক। সুখের বিষয়, এখন দেশী মিলেই সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয়।

---

(১) বঙ্গবাণী, ৫।৪।১৩৩৭ ; পল্লীবাসী, ১৫।৪।১৩৩৭ ; বঙ্গবাসী, ১৩।৪।১৩৩৭ ; বসুমতী, ২২।৪।১৩৩৭ ; অবতার, ২৮।৭।১৯৩১ খৃ
(২) শান্তিপুর, ১৩৩৭ আষাঢ় (পৃ ৭৫)

"যে শান্তিপুর বাংলায় তথা ভারতের তাঁতশিল্পের গৌরব সেখানকার শতকরা ৭০ জন তাঁতী মহাজনদের তাঁবেদার। বাংলার তাঁত-শিল্পের শোচনীয় দুরবস্থা এর চেয়ে আর কি হ'তে পারে? এতে লাভবান্ হয় মহাজন, ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁতী তথা তাঁতশিল্প!" (১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সূতার মহার্ঘ্যতা হওয়ায়, তন্তুবায়দের দুর্দশা বাড়ে। সূতার মালিকদের অল্প লাভে তাঁতীদের কাছে সূতা বিক্রয়, এবং দেশের লোকদিগের বেশী দামে তাঁতের কাপড় ক্রয়—এই দুইটি বিষয় তাঁতশিল্পের উন্নতির পক্ষে আশু প্রয়োজনীয়। কলিকাতার তাঁতশিল্প-প্রদর্শনীতে সুকুমার দত্ত বলেন, "তাঁতশিল্প এদেশে লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। তাঁতের কাপড় সুন্দর, মজবুত ও সস্তা—অনেক তাঁতের কাপড় মিলের দরে বিক্রয় হয়, অথচ, উহা মিলের কাপড় অপেক্ষা ঢের বেশী টেঁকসই, নক্সাও সুন্দর। মাড় দেওয়াতে মিলের কাপড় অতটা টেঁকসই হয় না। তাঁতের কাপড় মিলের কাপড় অপেক্ষা ১॥/২ গুণ বেশী টেঁকসই। বাংলার বাহির হইতে আমরা ১৪ কোটী টাকার কাপড় কিনি; অথচ, দেশের তাঁতীরা খাইতে পায় না।" (২) "মহাজনেরা ঘরে সূতা মজুত রাখিয়া আমদানির অল্পতার অজুহাতে বাজার অন্যায়রকম চড়াইয়াছে, অথবা, ফাটকাবাজি চলিতেছে,—এরূপ সন্দেহের কারণ যেখানে আছে সেখানেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। মিলের সূতার ন্যায্য মূল্য কি হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিয়া সূতার বাজারের একটা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতীদের প্রয়োজন অনুসারে যাহাতে সূতার আমদানি অব্যাহত থাকে সেজন্য মিল, মিল-এজেণ্ট, পাইকার, প্রভৃতির কার্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় বিদেশে

(১) পরাগ, ১৪।৩।১৩৪৮ (পৃ ১২): বাংলার তাঁত-শিল্প
(২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮।৫।১৩৪৮

সূতা রপ্তানি হওয়া কথনই উচিত নয়, সুতরাং, বিদেশে সূতা রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।...অধিক সংখ্যায় চরকার প্রবর্তন আবশ্যক।... অনেক স্থানে তাঁতীদের সাময়িক সাহায্য দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।" (১)

বিক্রয়-কর-আইনে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের উপর হইতে কর আদায় করা হইবে না, কিন্তু যে সমস্ত ব্যবসায়ী (প্রায় শতকরা ৯৫ জন, অন্তত কলিকাতায়) তাঁতের কাপড়ের সহিত মিল-প্রস্তুত কাপড় বা অন্য জিনিস বিক্রয় করিবেন তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁতের কাপড়ের উপর হইতে কর আদায় করা হইবে। মফঃস্বলে কেবল মাত্র তাঁতের কাপড়ের দোকান আছে কিনা সন্দেহ। "বর্তমানে সূতার দর ও রংএর দর ইত্যাদি যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, এবং ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহাতে তাঁতের কাপড়ের মূল্যও অসম্ভব বাড়িয়াছে। অথচ, তাঁতীর মজুরী বৃদ্ধি পায় নাই। বাধ্য হইয়া বহু তাঁতীকে তাঁত-বোনা বন্ধ করিয়া কাপড়ের কলে মজুরী করিয়া কোন রকমে পেটের অন্নসংস্থান করিতে হইতেছে। ফলে, বহু তাঁত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।... এই বিক্রয়-কর-আইন দ্বারা তাঁতশিল্প রক্ষা করা অপেক্ষা তাহার সমাধিই রচনা করা হইতেছে।" (২)

শান্তিপুরের বস্ত্রের উপর ফুলের ও অন্য নক্সার সূক্ষ্ম কারুকার্য দর্শনীয় জিনিস। পাড়ের উপর নানারূপ গীত, ছড়া ও কবিতা এককালে শান্তিপুরের কাপড়ের বিশেষত্ব ছিল। একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা এখানে বিবৃত হইল। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের সময় শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ কাপড়ের পাড়ে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে অনেক গান বয়ন করিয়া

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪।৫।১৩৪৮ (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪।৭।১৩৪৮

দিয়াছিল। (১) তন্মধ্যে চন্দননগর-খলসিনীর 'ধীরাজ' (বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়) কর্তৃক রচিত গীতটি এইরূপ ।—

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে
সদরে ক'রেছে রিপোর্ট বিধবা রমণীর বিয়ে ॥
কবে হ'বে হেন দিন, প্রকাশ হ'বে এ আইন,
জেলায় জেলায় থানায় থানায় বেরুবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম।
মনের সুখে থাকবো মোরা মনোমত পতি ল'য়ে।
এমন দিন কবে হ'বে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই,
আলোচাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই,
এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে।
কবিবর হেসে কয়, ঘুচিল নারীর ভয়,
সকলের হাতের খাড়ু হইল অক্ষয়।
সবে বল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয় ॥

এই গানের ব্যঙ্গরূপও বাহির হইয়াছিল ।—

শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হ'য়ে ।...(২)

দীনবন্ধু মিত্র শান্তিপুর-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

নিবসতি করে লোক সংখ্যা নাহি তার,
গোঁসাই দরজী তাঁতী হাজার হাজার।
শান্তিপুরে ডুরে সাড়ী সরমের অরি,
'নীলাম্বরী', 'উলাঙ্গিনী', 'সর্বাঙ্গসুন্দরী'। (৩)

(১) দেশ, ৩০।৮।১৩৪৬ (পৃ ১৯০) (২) নদীয়া-কাহিনী ; বিশ্বসঙ্গীত (১৪শ সংস্করণ) (৩) সুরধুনী

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "সেই 'শান্তিপুরে ডুরে সাড়ী সরমের অরি' এখন বিলাত যাত্রা করিয়াছে। শান্তিপুরের তন্তুসকল ম্যাঞ্চেস্টারের কলের আগুনে নির্বাণলাভ করিয়াছে। বিখ্যাত তন্তুবায়সকল লুপ্ত, তাহাদের বংশধরগণ অন্নাভাবে চাষ বা চাকরী করিতেছে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন তন্তুবায় মাত্র অনশনে কোনওমতে পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় চালাইতেছে।" (১) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিয়াছেন,

ঐ পরণে তার ডুরে সাড়ী মিহি শান্তিপুরে,
ঐ শান্তিপুরে ডুরে, রে ভাই, শান্তিপুরে ডুরে। (২)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "শান্তিপুর, অম্বিকা, বাদগাছি, ঢাকা, চন্দ্রকোণা, খাসবাগান, বরাহনগরাদি নানা স্থানের সাটী শাল-পেড়ে, কাঁকড়াপেড়ে, লালপেড়ে, নীলপেড়ে, তাবিজপেড়ে, বরানগুরে, ডুরে।" (৩) কলিকাতা হইতে প্রায় ৬৫ বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত 'বসন্তক' নামক পত্রে অঙ্কিত এক চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, শান্তিপুর (=তেড়িকাটা সুবেশ যুবক) ও উলা (বীরনগর=মুণ্ডিতকেশ প্রৌঢ় পুরুষ) পরস্পর মধ্যবর্ত্তী নবকল্পিত রেলওয়েকে (=স্ত্রীমূর্তি) আসিবার জন্য অনুনয় করিতেছে।—

শান্তিপুর ভাষে, এস মম পাশে, দিব মনোমত সাড়ী।
উলা বলে যত, শস্য নানা মত, দিব পূরে গাড়ী॥ (৪)

রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁহার রচনামধ্যে শান্তিপুরের 'ফুলপাড়ওয়ালা ও কল্কাদার'-কাপড় এবং 'জরিপাড়'-উড়ানির উল্লেখ করিয়াছেন। (৫) অনুরূপা দেবী তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান' প্রবন্ধে 'ভারত-

(১) আমার জীবন (২) বিরহ (৩) শিশু-ভারতী, ৮ম খণ্ড (পৃ ৩১৮১) (৪) হরিহর শেঠ—পুরাতনী; ভারতবর্ষ, ১৩৩৯ আষাঢ় (পৃ ৪৮)। মুর্শিদাবাদ-লাইন হইবার প্রাক্কালে আর একবার এইরূপে রেষারেষি হয়। (৫) বসুমতী, ১৩৩০ চৈত্র (পৃ ৮৪২)

বর্ষীয়' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিবার ছলে লিখিয়াছেন যে, ইহা 'শান্তিপুরে ধুতি', 'বোম্বাইয়ে আমের' মত কোন বিশেষ স্থানের সহিত চিরসম্বদ্ধ বলিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, এবং উহার অর্থ 'ভারতবর্ষে বিকাশ-প্রাপ্ত'। (১) শান্তিপুরের কালাপেড়ে ফিনফিনে ধুতি বা সাড়ীর এবং মিহি উড়ানির উল্লেখ বহু গল্পে দৃষ্ট হয়। (২) উক্ত মিহি ধুতি, সরু কাটনা, সাদাসিধে ফুল, ইত্যাদির কথা অন্য স্থলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৩)

এই সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প-প্রসঙ্গে শান্তিপুরের মদনগোপাল-পল্লীর গিরিশচন্দ্র পাল খাস ও তাঁহার কীর্তিকথা উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা তন্তুশিল্পকে উন্নতির চরম সীমায় তুলেন। তাঁহার বাটীতে অনেকগুলি তাঁত ছিল, এবং তিনি বেতনভোগী তন্তুবায়ের দ্বারা নিজ শিক্ষকতায় নূতন নূতন বস্ত্র বয়ন করাইতেন। তিনি ৪০ ডাণ্ডির কাপড় বয়ন করান; শান্তিপুরে তৎপূর্বে ও পরে বড় জোর ২০ সংখ্যক ডাণ্ডির ব্যবহার ছিল। তদানীন্তন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের (৪) আদেশে গিরিশচন্দ্র স্বহস্তে 'কলাবতী' নামক পাড়ের কাপড় প্রস্তুত

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২২ কার্তিক (পৃ ৮০৯) (২) বিচিত্রা, ১৩৩৬ পৌষ (পৃ ১২৫); প্রবাসী, ১৩৩৪ শ্রাবণ (পৃ ৪৯৭); আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪১ পূজা-সংখ্যা (পৃ ১৫৯) (৩) প্রবর্তক, ১৩৩৫ পৌষ; প্রবাসী, '৩৫ ফাল্গুন (পৃ ৬৯২); বঙ্গশ্রী, ১৩৪৭ আষাঢ় (পৃ ৭৮০); বসুমতী, '৩০ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২০৩); ভারতবর্ষ, '৪০ চৈত্র (পৃ ১৩৭); শান্তিপুর, ১৩৩৬ শ্রাবণ (পৃ ৮১); তন্তু ও তন্ত্রী, '৩১ কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন, '৩২ আশ্বিন ও পৌষ, '৩৭ জ্যৈষ্ঠ; সংহতি, '৪৩ আষাঢ় (পৃ ১৭৭); গৃহস্থ, ১৩২০ ভাদ্র (পৃ ৮২৫); Pears' Cyclopædia; Industry Year-Book (৪) 'প্রথম ভাগ' দ্রষ্টব্য।

করেন। এই কাপড় বিনা সূতায় কেবল সোনালী ও রূপালী জরি দ্বারা প্রস্তুত হয়,—ইহার জমির একদিকে সোনালী ও অন্য দিকে রূপালী জরি। এইরূপ এক জোড়া কাপড়ের মূল্য ৫০০৲ টাকা স্থিরীকৃত হয়; একখানি ঈশ্বরবাবু ২৫০৲ টাকায় ক্রয় করেন, অন্যখানি সুরতি দ্বারা ১,০০০৲ টাকায় বিক্রীত হয়। শান্তিপুরের বয়নশিল্পের এরূপ উন্নতি আর দেখা যায় নাই, এবং 'কণাবতী'-পাড়যুক্ত কাপড়ও আর কেহ বয়ন করে নাই। গিরিশ-চন্দ্র আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে স্বকৃত বয়নশিল্পের নমুনা পাঠাইয়া পুরস্কৃত হন। তিনি ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে একখানা রুমাল পাঠান, ইহার চারিধারে বাইবেলের বাণী ইংরাজীতে ও অনূদিত সংস্কৃতে, এবং মধ্যস্থলে ইংরাজীতে নিজ নাম ও 'কলিকাতা-প্রদর্শনী, ১৮৮৩ খৃস্টাব্দ' এই কথাগুলি বুনা থাকে; এ রুমাল তাঁহার পৌত্র ক্ষিতীশচন্দ্র সাহিত্যভূষণের (১) নিকট রক্ষিত আছে; বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র ইংরাজী ও সংস্কৃত জানিতেন। আজকাল ম্যাঞ্চেস্টার হইতে আনীত বস্ত্রে যে সকল নক্সাপাড় থাকে তাহার মূল গিরিশচন্দ্র; পূর্বে উক্ত স্থান হইতে এক রঙের ঢালা-পাড়ের কাপড়ই আসিত। গিরিশচন্দ্রের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতা-হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় ফিয়ার সাহেব তাঁহার বাটীতে যান, এবং অভিনিবেশপূর্বক বিভিন্ন পাড়ের নক্সা-বয়নকৌশল দেখিয়া নক্সা প্রস্তুত করিয়া লন। সাহেব এই নক্সা পাঠাইয়া দিলে ম্যাঞ্চেস্টার হইতে নক্সাপাড়যুক্ত কাপড় এখানে আসিতে থাকে। সাহেব গিরিশচন্দ্রকে একখানি প্রশংসাপত্র দান করেন, এবং তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন।

বস্ত্রবয়ন-সম্বন্ধে এক জন ইংরাজ হিন্দুমহিলা ও তন্তুবায়গণের সাতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন। "হিন্দুমহিলারা তন্তুবায়গণের জন্য তক্রু দ্বারা সূক্ষ্ম সূত্র এবং চরকা দ্বারা স্থূল সূত্র প্রস্তুত করেন। ভারতে মসলিনশিল্পের

(১) তৃতীয় ভাগে দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন আদর্শ উৎকর্ষের কারণ সেই অঞ্চলের বাসিন্দাদের দেহমনের অতি সুন্দর গঠনভঙ্গিমা। এই বিশেষত্বের বহির্বিকাশ এইরূপভাবে দৃষ্ট হয়—জীবনের সাধারণ কার্যে অতিমাত্রায় অভিমানবোধ, নমনীয় শিরা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নরম ও মসৃণ চর্ম, করুণ দৃষ্টি, ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহারে সদা সতর্কভাব, এবং অতি সামান্য কারণে জীবন্ত উত্তেজনা। হিন্দু এই সব গুণসমন্বিত হওয়ায় বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সূক্ষ্ম কার্পাসশিল্পে একচেটিয়া অধিকার রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দুরা তাঁত হইতে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহে যে সুন্দরতম সম্পূর্ণতা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে তাহা প্রকৃতই অবর্ণনীয়। উৎপন্ন কার্পাসজাত দ্রব্যের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য-সম্পাদনে হিন্দুর সহিত কোন জাতির তুলনা হইতে পারে না। এ বিষয়ে হিন্দুর নৈপুণ্যের কারণ অনেকগুলি—তাহার জলবায়ু ও জমি প্রচুর কাঁচা দ্রব্য-উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল; উক্ত কার্য স্থিতিশীল শান্ত প্রকৃতির উপযোগী; তাহার অপরিসীম ধৈর্য আছে; এ কার্যে শারীরিক শক্তির অল্প প্রয়োগই প্রয়োজনীয় হয়; তাহার দুর্বল ও ক্ষীণজীবী শরীরে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অতুলনীয় প্রাখর্য এবং অঙ্গুলীর অত্যাশ্চর্য নমনীয়তা তাহার সহায়ক; এবং তাহার হস্তের গঠনের যে কৌশল সে প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয় তাহা কেবল তাহারই নিজস্ব।" (১) ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "বাঙালী তন্তুবায় দেশী তাঁতে যে কারিকরী দেখাইয়াছে, তাঁতের ঝাঁপে এখনও যেরূপ ফুল তুলিয়া আসিতেছে, তাহা জগতের অন্য জাতির অনুকরণযোগ্য। গড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সবনাম বা আবরোঁয়া পর্যন্ত

(১) Simmonds—Textile Manufactures in Great Britain, Vol. I; ভোলানাথ বাণীকণ্ঠকে কলিকাতা-প্রবাসী রাখালদাস বসু কর্তৃক লিখিত পত্র হইতে সন্ধান প্রাপ্ত।

ক্রমোচ্চ স্তরে বঙ্গীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। সেকালে দেশের সর্বত্র সরুমোটা দেশী কাপড় বুনিয়া, তাঁতঘরে ভদ্র-লোকের বৈঠক বসাইয়া, আস্তেসুস্থে দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া, বাঙালী তন্তুবায় নিরীহ লোকের অগ্রণী হইয়াছে। ভাল মানুষ বলিয়াই ঐ জাতিতে বুদ্ধির অভাব (১) কল্পিত হইয়াছে; শিল্পকলার এই অদ্ভুত বুদ্ধি গণনায় আইসে নাই!" (২) "পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই গল্পসাহিত্যে তাঁতীকে 'বোকা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অথচ, তুলা হইতে সুতা কাটিয়া এবং সেই সুতা হইতে কাপড় বুনিয়া তন্তুবায় যে সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে তাহার বুদ্ধির অভাব হইল কোথায় বুঝিতে পারি না। তাহারই উদ্ভাবিত বস্ত্র মানবসভ্যতার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান নিদর্শন; এবং তাহারই মস্তিষ্কপ্রসূত বয়নশিল্প মানবেতিহাসের প্রথম যুগে অন্যান্য শিল্পের ভিত্তিস্থাপন সম্ভবপর করিয়াছিল।" (৩)

প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, শান্তিপুরে একটি তন্তুবায়-বংশ প্রকৃতই 'বোকা' নামে অভিহিত হয়। এই বংশের আদিপুরুষ শিবরাম শ্রীচৈতন্যের সময় ধামরাই (ঢাকা) হইতে সস্ত্রীক নবদ্বীপে আসিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে শান্তিপুরে গমন করিতে আদেশ করেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য-সমীপে গমন করেন। শান্তিপুরের শাক্ত ব্রাহ্মণেরা সে সময় অদ্বৈতাচার্যের উপর জাতক্রোধ থাকায়, শিবরাম 'বোকা' আখ্যা লাভ করেন। শিবরামের সপ্তম অধস্তন পুরুষ বিপত্নীক গোবিন্দরাম পুত্র লালমোহনকে তাহার ইচ্ছানুসারে বাজার হইতে ডাল আনিয়া রন্ধনার্থ ভাঙিয়া রাখিতে বলেন, তাহাতে লালু ডাল ভাঙিবার অক্ষমতা জানায়। এই বিষয় লইয়া রাত্রে

(১) 'তাঁতীর থৈএ বন্ধন' প্রবাদ আছে। (২) বসুমতী, ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২০৩) (৩) তন্ত্র ও তন্ত্রী, ১৩৩৬ আষাঢ় [পৃ ৭০ : সেয়ানা তাঁতিনী (জার্মাণ গল্প)]

পিতাপুত্রে বিবাদ হয়; প্রতিবেশীগণ আসিয়া বলে, 'তোমরা প্রকৃতই বোকা'। এইরূপে 'বোকা' খ্যাতিটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। (১) এই বোকা-বংশের বিষয় নিম্নে ও অন্যত্র (২) লিখিত হইল। শান্তিপুরের তন্তুবায়গণের উপাধিগুলি অন্যত্র (৩) লিখিত হইয়াছে। তাহারা প্রায়ই বারেন্দ্র-শ্রেণীভুক্ত, এবং বৈষ্ণবভাবে ভাবিত—অনেক ঘরে '৺রাধাকৃষ্ণ'-বিগ্রহ বর্তমান। শান্তিপুরে প্রায় ৫০০ ঘর তন্তুবায় আছে; বড়, ছোট, ইত্যাদি চারিটি দল (৪) আছে,—সময় সময় একতার জন্য আন্দোলন হইত। (৫)

উপরকার প্রসঙ্গ-অনুসরণে লিখিত হইল যে, ঢাকা-ধামরাই হইতে লক্ষ্মণ সেনের সময় প্রধানত তাঁহারই আগ্রহে বয়নক্ষম ও সূক্ষ্মতন্তুশিল্পনিপুণ কয়েকঘর তন্তুবায় এবং তাহাদের সঙ্গে কয়েকঘর হিন্দু দরজী বা ওস্তাগর শান্তিপুরে আসে। তৎপূর্বে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ মোটা সূতার বস্ত্র বয়ন করিত। উক্ত ওস্তাগরদিগের কার্য ছিল বস্ত্র রিপু করা, কাঁটা দিয়া ধৌত বস্ত্রসূত্র সমীকরণ করা ও কালি দ্বারা পাড় রঞ্জিত করা। ক্রমে ঢাকা-অঞ্চল হইতে বহু তন্তুবায় শান্তিপুরে আসে; তন্মধ্যে কেহ কেহ ধর্মলাভের জন্যও আসিত। এই সব তন্তুবায়গণ ভক্ত, কীর্তনীয়া ও গায়ক ছিল।

'শান্তিপুরবাসী যত তন্তুবায়গণ।
আইলা প্রভুর গৃহে করিতে কীর্তন॥
এমনি মধুর ভাবে করিলা কীর্তন।
শুনিয়া ভকতগণ ভাবে অচেতন॥' (৬)

---

(১) বঙ্গরত্ন, ১।৪।১৩৪০　(২) তৃতীয় ভাগে 'ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৪) তৃতীয় ভাগে 'নবদ্বীপচন্দ্র (কীর্তিচন্দ্র) প্রামাণিক'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৫) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৬) নরহরি দাস—অদ্বৈতমঙ্গল; বঙ্গরত্ন, ১।৪।১৩৪০

৺দুর্গাচরণ রায় লিখিয়াছেন (১) যে, শান্তিপুরে দশ বার হাজার তাঁতী বাস করে। পূর্বে নদীয়া-জেলার নানা স্থানে প্রস্তুত রেশমপাড়-বস্ত্র শান্তিপুরের হাটে 'শান্তিপুরে কাপড়' বলিয়া বিক্রীত হইত। শান্তিপুরে প্রথমে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রস্তুত মোটা সূতায় বস্ত্র বয়ন করা হইত; তখন অবশ্য ঢাকায় সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত। (২) ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী কুঠীস্থাপনের পর শান্তিপুরে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করিবার তাঁত প্রস্তুত করিয়া দেন। প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্বে কটক-অঞ্চলের জনৈক তন্তুবায় শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করিলে, তাহার নিকট অন্য তন্তুবায়গণ নক্সা-পাড় বুনিতে শিখে। ব্যাপারীগণ শান্তিপুরের কাটুনী স্ত্রীলোকদিগকে এতদঞ্চলে উৎপন্ন তুলা আনিয়া বণ্টন বা বিক্রয় করিত; এবং তাঁতীগণ কাটাসূতা কাটুনী বা পাইকারদের নিকট হইতে ক্রয় করিত। ১৭৭০ খৃস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ফলে কাটুনীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। এক থান মাঝারী মলমল বুনিতে প্রায় পঁচিশ দিন সময় লাগিত। ৪৮ তোলা ওজনের দুই হাত চারি অঙ্গুলী চওড়া মলমলের মূল্য টাকা ৬৸৴০ ছিল; আড়াই হাত চওড়া সর্বোৎকৃষ্ট মলমলের মূল্য টাকা ১৮৸০ এবং দুই হাত চওড়া মাঝারী প্রথম শ্রেণীর মূল্য টাকা ৯॥৵০ ছিল। কোম্পানীর প্রথম আমলে তাঁতীরা মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবেও মজুরী পাইত না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ বস্ত্রের ও পাড়ের উন্নতি করে; দুঃখের বিষয়, তাহারা অন্য স্থানের নিকৃষ্ট কাপড়ে শান্তিপুরের সূচের কাজ করাইয়া তাহা 'শান্তিপুরে কাপড়' বলিয়া বিক্রয় করে। (৩) এঞ্জিনীয়ার হরিদাস পাল ঐ সময়ের

(১) দেবগণের মর্ত্যে আগমন (২য় সংস্করণ); পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত (৩) শান্তিপুর, '৩৬ ভাদ্র (পৃ ১১৪); আর্থিক উন্নতি, ১৩৩৬ (পৃ ৪৮২)

কিছু পূর্বে শান্তিপুরে ঠকঠকি-তাঁত প্রচলনের বৃথা চেষ্টা করেন। (১) মহিষখাগীতলার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও (২) ঐ সময়ে পাড়ের কল আমদানি করাইয়া বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য কিয়ৎকাল চেষ্টা করেন। শান্তিপুরের নিকটস্থ বেলেডাঙাও বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। (৩) জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, চরকা ও খাদির সাময়িক প্রচলন, বালকবালিকাদের মধ্যে চরকা-বয়ন-প্রতিযোগিতা (৪), পিকেটিং ও কারাগার-বরণাদি স্বদেশী ও আইন-অমান্য-আন্দোলন-যুগের ঘটনাবলী শান্তিপুরেও সংঘটিত হইয়াছে। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে এখানে তাঁতের সরকারী কারখানা ছিল। কতিপয় বৎসর হইল একটি জেলাবোর্ড-চালিত বয়নবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বয়ন-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন সম্পাদক মিউনিসিপ্যাল-চেয়ারম্যান ডাঃ শচীনাথ প্রামাণিক, বি-এ, এম-বি, বাং ১২।৫।১৩৪১ তারিখে বাংলার শিল্পবিভাগের পরিচালক ওয়েস্টন সাহেবকে শান্তিপুরের বয়নশিল্প দেখাইয়া সন্তুষ্ট করেন; তখন শান্তিপুরে Jacquered (জ্যাকর্ড) বয়নের সাতশত তাঁত আছে দেখা যায়; সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ে ১,২০০৲ টাকা দিতে স্বীকার করেন। (৫) একটি বয়নশ্রমিকসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার স্থায়ী সভাপতি কমরেড রমণীমোহন প্রামাণিক এবং সম্পাদক নির্মলচন্দ্র প্রামাণিক; মধ্যে মধ্যে ইহার অনুষ্ঠিত সভায় সূতার মূল্যের মহার্ঘ্যতা, তন্তুবায়দের

(১) শান্তিপুর, ১৩৩৬ শ্রাবণ (পৃ ৮১) (২) ইনি লালমোহন বিদ্যানিধির জামাতা ও মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব সেক্রেটারী। যুবক, ১৩২৮ অগ্রহায়ণ (৩) বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯৬-৭০১); যুবক, ১৩২৮ অগ্রহায়ণ (৪) শান্তিপুর, ১৩৩৭ আষাঢ় (পৃ ৭৬) (৫) তন্তু ও তন্ত্রী এবং তন্তুবায়-সমাচার, ১৩৪১ আষাঢ়; Amrita Bazar Patrika, 16-9-1934

দুরবস্থা, যন্ত্রশিল্প এবং সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদের অব্যবস্থা, শ্রমিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। (১) তন্তুবায়-সমিতির কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। একটি তন্তুবায়-সমবায়-সমিতি ও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদক রায়সাহেব ক্ষেত্রনাথ প্রামাণিক। শান্তিপুরে ২।৩ বার শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। রামনগর-পল্লীতে প্রসিদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায়বাটীতে বিজয়াদশমীর দিন যে মহিলাশিল্পপ্রদর্শনী ও সিন্দূ-রোৎসব হইয়া থাকে তাহাও উল্লেখযোগ্য। (২) প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, আধুনিক যুগের ধর্মঘটও শান্তিপুরে হইয়া থাকে, এবং একটি শ্রমিকসঙ্ঘও স্থাপিত হইয়াছে (সম্পাদক কমরেড কানাই পাল,—ইহার বিবরণ মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়)। একবার মিউনিসিপ্যালিটির আদেশের বিরুদ্ধে দুগ্ধব্যবসায়ীদের সাময়িক ধর্মঘট হয়। (৩) রজক, গাড়োয়ান ও ঝাড়ুদার-ধাঙড়-মেথরের ধর্ম-ঘটের সংবাদও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়; ইহাদের জন্য সভাসমিতিও হইয়া থাকে।

শান্তিপুর-শ্রমিকসঙ্ঘের সম্পাদক উপরিলিখিত কানাই পাল এবং শান্তিপুর-বয়ন-শ্রমিকসঙ্ঘের সম্পাদক গোপীনাথ প্রামাণিক ও কার্তিক-চন্দ্র ঘোষ শান্তিপুরের বয়নশিল্পীগণের বর্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া একবার একটি বিবৃতি দেন। (৪)—১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় সূতা ইত্যাদির আমদানি বন্ধ হওয়ায় ও অপর কয়েকটি কারণে বস্ত্রশিল্পে সাময়িক সঙ্কট

(১) বসুমতী, ২৫।৭।১৩৪৪; আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১।৭, ৯।৮।১৩৪৪ (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩।৮।১৩৩৯; তৃতীয় ভাগে 'গঙ্গোপাধ্যায়-বংশ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮।৭।১৩৪৪ (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩।৩।১৩৪৭

দেখা দেয়। তাহার পরেই শ্রমিকেরা প্রত্যেকে ৪০-৬০৲ টাকা উপার্জন করিত।...আইন-অমান্য-আন্দোলনের ফলে বোম্বাই-অঞ্চলের মিলমালিকদের লাভের হার অত্যধিক বাড়িয়া গেলেও, স্থানীয় বস্ত্রশিল্পের দুর্দশা সুরু হইল; কিন্তু তখনও বয়ন-শ্রমিকগণ প্রত্যেকে মাসিক ২৪-২৮৲ টাকা পারিশ্রমিক পাইত।...১৩৪৫ সালেও প্রত্যেকে মাসিক ১৫-১৬৲ টাকা মজুরী পায়।...১৩৪৬ সালের দুর্গাপূজার পর হইতে সহসা মজুরী কমিয়া গিয়া বর্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। দেড় বৎসর পূর্বেও যে স্থানে কাপড় পিছু (১০০ ডাণ্ডির) খরচ বাদে টাকা ১৵৹ মজুরী পাওয়া যাইত, সেখানে মজুরী ৷৹ আনায় দাঁড়াইয়াছে।...আজ বয়নশ্রমিকেরা প্রত্যেকে মাসিক ৭৷৮৲ টাকার বেশী মজুরী পায় না। শান্তিপুরের ২৷৷-৩ সহস্র বয়ন-শ্রমিক (পুত্রপরিবারসহ প্রায় ১২ সহস্র নরনারী) অনশনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায়, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও খাদ্যদ্রব্যসমূহের মূল্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।......যন্ত্রযুগে এই কুটীরশিল্পকে আর বেশী দিন টিকাইয়া রাখা যাইবে না। যে বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য শান্তিপুরজাত বস্ত্রের এখনও চাহিদা রহিয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকেও একচেটিয়া করিয়া রাখা যাইবে না।......আমরা এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার প্রতি বাংলা-গবর্ণমেণ্ট ও প্রত্যেক শ্রমিকহিতৈষী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।......বস্ত্রব্যবসায়ী মহাজনগণ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া তাঁতের কাপড়ের বাজারদর, এবং ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত মজুরীকে আরও কমাইয়া আনিতেছে।...শান্তিপুর-শ্রমিকসঙ্ঘের নেতৃত্বে লড়িয়াই রজকসঙ্ঘ এই মহাজনদের নিকট হইতেই নিজেদের দাবী আদায় করিয়াছে। স্থানীয় দুগ্ধব্যবসায়ী-সঙ্ঘ ও মেথর-ধাঙড়-ইউনিয়নাদির ধর্মঘটগুলি শান্তিপুর-শ্রমিকসঙ্ঘের নেতৃত্বেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।"

একবার 'বেকার-সমস্যা-সমাধান ও আর্থিক উন্নতি-বিধান' সম্বন্ধে

মিউনিসিপ্যাল-অফিসে ডাঃ দুর্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়।

শান্তিপুরের তাঁতে নিম্নলিখিত বস্ত্র প্রস্তুত হয়—সাদা, রঙিন, ডুরে (আট দশ রকম,—সর্বসুন্দরী, খড়কেমুটি, সিঁদুরী, চৌরঙ্গী, ইত্যাদি), তাসখুপী, চৌখুপী, আয়নাখুপী, জ্যাকেটের ও ব্লাউসের কাপড়, কারুকার্য-সমন্বিত প্রায় চারি পাঁচ শত রকম পাড়ের ধুতি ও সাড়ী, এবং বিগ্রহের জোড়সাড়ী। কতিপয় পাড়ের নাম প্রদত্ত হইল—চাঁদমালা, তাজ, তাজকল্কা, কল্কা, চৌকল্কা, ভোমরা, ফুলঝুমকা, লতাফুলপাখী, পারিজাত ফুল, ঢাকাই ফুল, কার্ণিস, টেক্কা (চারি রকম), এড়ো ও সোজা টেক্কা (চারি রকম), চৌটেক্কা, চাঁচ, রাজমহল, দোরোকা (দুই পীঠে দুই রঙের পাড়), কাণাভুমরী, গান, আঁইস, মাছ, মানুষ, হাতী-ঘোড়া, ইত্যাদি। এই সব পাড় প্রথম আমলে সূচে তোলা হইত; পরে ডাণ্ডিতে নানা রঙে রেশম, জরি (তিন রকম) ও রঙিন সূতায় বুনা হইতে আরম্ভ হয়। ৪০।৫০ হইতে ৩০০ নং পর্যন্ত সূতা ব্যবহৃত হইত। পূর্বে শান্তিপুরে নানা রকম উড়ানি প্রস্তুত হইত—'চকমিলান' সুন্দর বহুমূল্য উড়ানি (৩০০ নং সূতায় বুনা), জরিপাড়ের উড়ানি, ইত্যাদি; বিলাতী সূতার আগে চরকার সূতাই ব্যবহৃত হইত; এখন শান্তিপুর-থানার অন্তর্গত বয়রায় মিহি উড়ানি প্রস্তুত হয়। পূর্বকালে শান্তিপুরে জোলারা গামছা প্রস্তুত করিত। শান্তিপুরে এক্ষণে প্রায় ৩০০ খানি কলের তাঁত (fly-shuttle hand-loom) আছে; তাহাতে ১৫০-৪০০ ডাণ্ডির নানা পাড় প্রস্তুত হয়, এবং ৪০-২২০ নম্বরের সূতা ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রায় ১,৫০০ ঘর তাঁতী আছে; পূর্বে ২,২০০ ঘর ছিল।

এখানকার প্রসিদ্ধ কারিকর হিসাবে কতিপয় ব্যক্তির নাম লিখিত হইল। কিশোরীলাল প্রামাণিক (কীর্তনীয়া) পাড়ে নানা ভাষায় নাম, গান ও রুমালে প্রতিকৃতি বয়ন করিতে ওস্তাদ ছিলেন; তিনি

নূতন আবিষ্কারের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ সব বিষয়ে পূর্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র গোরাচাঁদ দাস প্রসিদ্ধ। বামাচরণ প্রামাণিক উড়ানিবয়নে বিখ্যাত ছিলেন; তিনি কলিকাতার মোহনমেলায় সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন; প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, বামাচরণ-পুত্র যোগেশচন্দ্র ডায়মণ্ড-হার্বারে লোক্যাল-বোর্ডের প্রধান কেরাণী ছিলেন। রামচন্দ্র দালাল লঘুহস্ত ছিলেন এবং সূক্ষ্মবস্ত্র বয়নে প্রসিদ্ধি লাভ করেন; তিনি দশ ঘণ্টায় এক যোড়া সূতা বয়ন করিতে পারিতেন। 'বোকা'-বংশের মথুরামোহন ও ব্রজমোহন প্রামাণিকেরও ঐরূপ ক্ষমতা ছিল; চন্দ্রকান্ত ঐ সময়ে এক যোড়ার অধিক সূতা বয়ন করিতে পারিতেন, এবং 'পাড়ে' বিখ্যাত ছিলেন; এবং নিতাইচাঁদ পাড়, পাটা ও দ্রুতবুননে ওস্তাদ ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণনগরাধিপতি, রাণাঘাটের পাল-চৌধুরীরা, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বস্ত্র ক্রয় করিতেন। ভূপতিচরণ প্রামাণিক বয়নে ওস্তাদ এবং চিত্রদৃষ্টে বস্ত্রে অনুলিপিকারক; তিনি এবং শিবকালী ও হরকালী প্রামাণিক নূতন পাড়ের আবিষ্কারক। হাজারীলাল প্রামাণিক বিখ্যাত ওস্তাদ, এবং নাম, গান, ঝাড় ও পাখা-পাড়ের কারিকর ছিলেন; একবার কলিকাতায় এক জন ইংরাজ তাঁহার গায়ের চাদরে 'যমুনাপুলিনে ব'সে কাঁদে রাধাবিনোদিনী' এই গানটি দেখিয়া উহার দাম জিজ্ঞাসা করে, এবং কাঁচি দিয়া ঐ পাড় কাটিয়া লয় (বিলাতে পাঠাইবার জন্য; অবশ্য দাম প্রদত্ত হয়); হাজারীলাল বিদ্যালয়ে পণ্ডিত ছিলেন, এবং শান্তিপুরের 'সেবা' ইত্যাদি পত্রে লিখিতেন; তাঁহার পুত্র সুধীরঞ্জন প্রামাণিক মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব ভাইস-চেয়ারম্যান।

বয়নব্যবসায়ী শান্তিপুরের কতিপয় ধনীর কথা লিখিত হইল—বোকা-বংশের শম্ভুচন্দ্র প্রামাণিক কোম্পানীর বস্ত্র সরবরাহ করিয়া দোল-দুর্গোৎসবাদি করিতেন; এবং রামদাস প্রামাণিক পুকুর প্রতিষ্ঠাদি নানা সৎকার্য

করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ লাহুরী (লহরী) কলিকাতায় বৃহৎ দোকানের মালিক। কেদারনাথ বিশ্বাস ও তৎপুত্র হরিগোপাল, বিশ্বেশ্বর সাহা, বৈদ্যনাথ সাহা (ইঁহার প্রতিষ্ঠিত পুকুর আছে) এই শ্রেণীর লোক; বৈদ্যনাথ-পুত্র হীরালাল বিলাতী বস্ত্রাদির কারবার করিতেন, জমিদারীর মালিক ছিলেন, এবং রাসে শোভাযাত্রা বহির করিতেন,—তৎপুত্র কুঞ্জলাল রথযাত্রা উৎসব করিতেন। সৈয়দ মণ্ডল বিলাতী বস্ত্রের ব্যবসায়ী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভকত ('ভেড়ী') মেষ পুষিয়া কম্বলের ব্যবসায় করিতেন; তিনি হিন্দুস্থানী হইতে বাঙালী হইয়া যান, এবং বড়-গোস্বামীরা তাঁহাকে নবশায়কের মধ্যে প্রচলিত করেন; তৎপৌত্র অতুল ভকতও বিখ্যাত ছিলেন। শান্তিপুরের অন্যান্য প্রসিদ্ধ তন্তুবায়গণের কথা অন্যত্র (১) লিখিত হইয়াছে। শান্তিপুরেব বস্ত্র প্রধানত হাওড়ার হাটে এবং সাধারণত কলিকাতায় বিক্রীত হয়। 'বোকা'-বংশীয়েরা অতি-প্রাচীনকাল হইতে গহনার নৌকাযোগে মালদহ, রাজসাহী, ইত্যাদি স্থানে শান্তিপুরী কাপড় বিক্রয় করিতেন। (২) "এখন শান্তিপুরে কেবল তাঁতী নয়—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, গোয়ালা, নাপিত, তিলী, কুম্ভকার, কৈবর্ত, হাড়ী, ডোম, জোলা, প্রভৃতি জাতির অনেকেই তন্তু-বয়ন-কার্য করিয়া থাকেন।...এক ঢাকা ছাড়া শান্তিপুরের মত পাড় আর কোথাও হইবার যো নাই। আবার পাড়ের বৈচিত্র্য এখন যেমন শান্তিপুরে হইতেছে—ঢাকাতে তাহাও হয় না।" (৩)

---

(১) তৃতীয় ভাগে 'আশানন্দ মুখোপাধ্যায়'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য; প্রথম ভাগ: ৺শ্যামচাঁদের মন্দির; এই ভাগের কতিপয় স্থানে। (২) ভোলানাথ বাণী-কণ্ঠের নিকট উপরিলিখিত তিন প্যারার বিবরণের অনেক উপাদান পাইয়াছি। দ্রষ্টব্য—তন্তু ও তন্ত্রী, ১৩৩১ ফাল্গুন, ১৩৩২ আষাঢ়, পৌষ (শান্তিপুরের তন্তুবায়—লেখক রায় সাহেব দামোদর প্রামাণিক), ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ (বাংলা ও বাংলার বাহিরে তন্তুবায়)। (৩) যুবক, ১৩৪২ আষাঢ় (পৃ ৯৭)

বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে লিখিত আছে, "তন্তুবায়শ্রেণীর অশিক্ষিতা রমণীগণ আসুনা-তুলা হইতে দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে যে সূক্ষ্মতম সূতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাহার নিকট ইংরাজের কলে প্রস্তুত খুব ভাল সূতাও দাঁড়াইতে পারে না। ইহা হইতে আমাদের আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? ইংরাজেরা ইহা শিক্ষা করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কত বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, বড় বড় মেলার সময় এ দেশের সূতা লইয়া গিয়া ইউরোপীয় নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূতার সহিত তুলনা করিয়া কাহার কিরূপ পাক, কোন্ সূতা কত সরু, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অনুবীক্ষণ লইয়া ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে।......আজ পর্যন্ত ইংরাজদিগের কলের তাঁত এ দেশের তাঁতকে হারাইতে পারে নাই।......

"আজকাল আমাদের দেশীয় চলনসই বস্ত্রমাত্রেই প্রায় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা কেন যে অধিক টেঁকে তাহার প্রধান কারণ আমাদের দেশের তাঁতীরা সূতাকে রীতিমত পাইট করে বলিয়া।......আমাদের দেশে যেরূপ যত্ন করিয়া বার বার সূতা পাকান হয় এবং তাহাতে মাড় মাখাইয়া শক্ত করা হয়, সেরূপ না করিলে দেশী কাপড় কখনই টেঁকসই হইত না।......(ইহাতে) সূতা সরুও হইয়া থাকে, এবং ধোপে এলাইয়া যায় না।......

"১৭৮৫ সনে কলের সূতার আমদানি হয়।......১৮২১ সনে বিলাতী চিকণ সূতার আমদানি হইতে আরম্ভ হইলে দেশী সূতাও অচল হইয়া পড়ে।......

"শান্তিপুর, ঢাকা, সপ্তগ্রাম, ফরাসডাঙা, হুগলী, শ্রীরামপুরাদি স্থানের তাঁতীরা অতি সুন্দর বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিত। শান্তিপুরের মসলিনও বিখ্যাত ছিল। সেখানে নানাপ্রকার ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুত হইত।

ইংরাজেরা ও ইউরোপীয় বণিকেরা অনেক টাকার কাপড় ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন।" (১)

শান্তিপুরের নিকটস্থ বেলেডাঙা বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। জাহাঙ্গীরের সময় নাকি এই গ্রামটি সমৃদ্ধ ছিল, এবং এখানে নগর রাজা নামক এক জন ধনী জমিদার ছিলেন। (২) নদীয়া-জেলার চুয়াডাঙা, কুমারখালি, চাকদহ, নবদ্বীপ, মেহেরপুর, আলমডাঙা, ইত্যাদি স্থানেও মিহি তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়। (৩)

শান্তিপুরের ধাতুশিল্প বিখ্যাত। (৪) কাংস্যকারেরা পিতল-কাঁসা-তামার নানা দ্রব্য প্রস্তুত করে; সাপের মস্তকে বা পরীর হস্তে হুঁকার বৈঠক, পঞ্চপ্রদীপ, ইত্যাদি এখানকার বিশেষত্বজ্ঞাপক দ্রব্য। ধাতুময় দেবদেবীর বিগ্রহগুলি যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে; নবদ্বীপের 'সোনার গৌরাঙ্গ' এখানকার নন্দলাল (ব্রজলাল ?) কাংস্যবণিক্ কর্তৃক নির্মিত হয়। স্বর্ণকারেরা স্বর্ণের ও রৌপ্যের নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করে। ঢাকার দুই ঘর স্বর্ণকার বহুকাল শান্তিপুরে থাকিয়া লঘু ওজনের অলঙ্কারের উপর সূক্ষ্ম নক্সার কারুকার্য করিত। এখানকার কাঁসারী ও পোদ্দারের মধ্যে কয়েকজন ধনী ও সৎকর্মশীল ছিলেন—যথা, রাম-যাদু নাথ (কাঁসারী), কালাচাঁদ দে, ভজহরি দে, মহাভারত দে। কর্মকারেরা লৌহ হইতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত করে; এককালে ইহারা বিখ্যাত ছিল; শুনা যায়, কলিকাতার ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল-হলে (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সিঁড়ীর নীচে) রক্ষিত একটি কামান মহারাজ

(১) শিশু-ভারতী, ৮ম খণ্ড (পৃ ৩০০৮-১৯) (২) বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৭০১) (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১।৩।১৩৪৮ : তাঁত-শিল্পে বাংলা (৪) প্রবাসী, ১৩৩০ অগ্রহায়ণ (পৃ ২৫৮ ; 'মোহাম্মদী' হইতে উদ্ধৃত)

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে শান্তিপুরের জনৈক কর্মকার কর্তৃক নির্মিত হয়। রামনগর-পল্লীতে একটি মাদুলীর কারখানা আছে।

সূত্রধরেরা কাঠের নানারূপ দ্রব্য নির্মাণ করে; ইহাদের নির্মিত বিগ্রহ, হাওদা, বৃহৎ রথ, নৌকা, খাট-তক্তাপোষ, দরজাজানালাদি সূক্ষ্মকার্যের পরিচায়ক। গোযানের চক্র-নির্মাণের একটি বৃহৎ কারখানা আছে। কাষ্ঠব্যবসায়ী ও তবলদার এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য।

মৃৎশিল্পীরা মাটী হইতে নানা তৈজসপত্র, পুতুল, বিগ্রহ ও প্রতিমা, মেটে সাজ, মিছিলের সং, ফল ও খাদ্যদ্রব্যাদি, কূপের পাট, চিত্রের প্রতিমূর্তি, টালী, ইষ্টকাদি নির্মাণ করে। কেহ কেহ কূপ ও ইন্দারা-খননাদি কার্য করে। "দরিদ্র বিধবা ও নিরাশ্রয়ীদের মৃৎশিল্পনির্মাণ স্বাধীন জীবিকার অন্যতম পন্থা। কলিকাতার মাতৃভাণ্ডার ও অন্যান্য বড় বড় দোকানে বা বাংলার বড় বড় প্রদর্শনীতে যে সুন্দর মৃণ্ময় ফল ও ছোট ছোট পুতুল সাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ই প্রায় কৃষ্ণনগর-শান্তিপুরের গৃহস্থ মেয়েদের হাতের তৈয়ারী। এখানে এই কার্যের বহুল প্রসার থাকায় দরিদ্র বিধবাদের দাসী-বৃত্তি খুব কমই করিতে হয়।" (১) "শান্তিপুর বস্ত্র, কাংস্য ও মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত।" (২) আগমেশ্বরী, ষোষখাগী, নৃত্যকালী, রাসকালী, দুর্গা, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, গণেশজননী, কাত্যায়নী, ব্রহ্মা, বিরাট গোপালাদি মূর্তিতে অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পায়। একবার বাং ১২২৬ সালে (৩) শান্তিপুরে লেবুতলার মাঠে এক বিরাট

(১) মাতৃমন্দির; শান্তিপুর, ১৩৩৩ আষাঢ় (পৃ ৬২) (২) Industry Year-Book (৩) আর একবার ১৭৯০ খৃস্টাব্দে; ব্যয় হয় ৭,০০০৲ টাকা; কলিকাতা হইতে বজরা করিয়া লোকে দেখিতে আসে।—Friend of India, 24.4.1845; মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪১ আশ্বিন: শান্তিপুরের আমোদ-প্রমোদ। এই প্রবন্ধে লিখিত আছে যে, ভগবানমুন্সী একবার গঙ্গার চরে বৃহৎ কালিকা-মূর্তির পূজা করেন; সেবারেও দেবীর অঙ্গ কাটিয়া বিসর্জন করিতে হয়। "১২৩৬ সালের বড় বারোয়ারী 'মহিষমর্দিনী' ২৮ হস্ত উচ্চ ছিলেন।"—বঙ্গরত্ন, ২১।৩।১৩৪৪।

বারোয়ারী পূজা হয় ; প্রতিমা ৪১ (১) হস্ত উচ্চ হয় ; তদুপলক্ষে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্মিত হয় ; পুরোহিতকে কপিকলের সাহায্যে আরতি ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ঢাকাই 'জালা' দিয়া গণেশের উদর তৈয়ারী হয় ; আস্ত তাল গাছ চিরিয়া প্রতিমার জন্য ছিঁচকে করা হয়। জমিদার রায়বংশীয়েরাই অধিকাংশ ব্যয় বহন করেন, এবং উৎসব এক মাস চলে। চক্রের উপর প্রতিমা স্থাপিত হয় ; এবং বিসর্জনের দিন কিছুদূর গিয়া চক্র প্রোথিত হইয়া যায়, কাজেই প্রতিমা কাটিয়া কাটিয়া গঙ্গায় লইয়া যাইতে হয়। তখন উলা, শান্তিপুর ও গুপ্তিপাড়ার মধ্যে রেষারেষি চলিত ; তজ্জন্য গুপ্তিপাড়ার দল বিসর্জনের পর চতুর্থ দিবসে এক বিরাট গণেশের গলায় কাচা পরাইয়া মার অপঘাত-মৃত্যুর জন্য পিণ্ডদান করায় ; শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ উপলক্ষে শান্তিপুরের লোকের নিকট গণেশ লইয়া আসিয়াও ভিক্ষা চাওয়া হয়। কেহ বলেন যে, উলার লোকেরা ঐরূপ কাণ্ড করে, এবং নির্ধারিত দিবসে সেখানে ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক বিদায় হয়। (২) "শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলো,—এই তিন জায়গায় ব্রাহ্মণেরা পরস্পর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বাংলাদেশকে অনেক দিন সজাগ রাখিয়াছিলেন। শান্তিপুরের লোক গুপ্তিপাড়ার লোককে 'বাঁদর' বলিত ; এবং গুপ্তিপাড়ার লোক উলো-শান্তিপুরের লোককে 'পাগল' বলিত। তাহাই লইয়া পরস্পর খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ চলিত।" (৩) "পূর্বে চুঁচুড়ার মত বারোয়ারী পূজা

---

(১) যুবক, ১৩৪৩ আশ্বিন (পৃ ৪৩)। গবর্ণমেণ্ট-গেজেটে ৪৫ হাত বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ; কিন্তু মাত্র ১৫ হাত হইয়াছিল, এবং ২৫।৩০,০০০ হাজার মজুরও খাটে নাই।—সমাচার-দর্পণ, ৬।৮।১২২৬ (২০।১১।১৮১৯) ; সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড (২) সুজননাথ মুস্তোফী—উলা (পৃ ১২১) (৩) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮ (পৃ ১৩৫) ; ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আর কোথাও হ'ত না। গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো, ইত্যাদি পল্লীগ্রামে ক'বার বড় ধুম ক'রে বারোয়ারী পুজো হ'য়েছিল। এতে টক্করাটক্করীও বিলক্ষণ চ'লেছিল। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ (১) লক্ষ টাকা খরচ ক'রে এক বারোয়ারী পুজো করেন; সাত বৎসর ধ'রে তার উদ্যোগ হয়। প্রতিমাখানি ৬০ হাত উঁচু হ'য়েছিল।..." (২) আর একবার 'ছোট বারোয়ারী' পূজা হয়; সে'ও বিরাটের সামিল, তবে পূর্বেকার ন্যায় নয়। (৩) দেবমূর্তি ও পুতুল-গঠনে শান্তিপুরের বক্কেশ্বর ও গঙ্গারাম পাল বিশেষ প্রসিদ্ধ। মালাকর ও আচার্য ব্রাহ্মণেরা প্রতিমার 'দেশী সাজ' নির্মাণ করিয়া থাকে; তাহারা বিদেশীয় 'ডাকের সাজের' ব্যবসায়ও করে; মালীরা ফুল ও শোলার কার্যও করে; আচার্য-ব্রাহ্মণেরা বিগ্রহের অঙ্গসেবাও করে। "মহারাজ গিরিশচন্দ্রের আজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার প্রত্যেক কর্মচারী নিজের নিজের বাড়ীতে দুর্গাপূজা করিবে...রাজবাড়ীতে পূজার প্রতিমা গড়িত—শান্তিপুরের কারিকর। এক জন দুর্গা, অসুর ও সিংহ গড়িত; এক জন লক্ষ্মী-সরস্বতী; এক জন কার্তিক-গণেশ; এক জন সাজ লাগাইত; এক জন চাল চিত্র করিত। প্রতিবারে প্রতিমার নূতন পাট হইত। প্রতিমা গড়া শেষ হইলে মহারাজ করযোড়ে কারিকরদিগকে বলিতেন, 'তোমরা যদি অনুমতি কর, তা' হ'লে আমি মাকে পাটে বসাতে পারি।' তাহারা বলিত, 'আপনি বসান।...এ (নদীয়া) জেলার ব্রাহ্মণমাত্রেই দেবোত্তর জমি পাইত এবং রাজবাড়ীতে খাইতে পাইত।...আহারের পর মহারাজ খড়কে-কাটী লইতেন—ব্রাহ্মণের হাত হইতে; শান্তিপুরের

---

(১) এক—যুবক, ১৩৪৩ আশ্বিন (পৃ ৪৩) (২) কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা। (৩) বাং ১৩৪৭ সালে রাসপূর্ণিমার সময় নবদ্বীপে 'গোঁসাই-গঙ্গা'-মূর্তি দৈর্ঘ্যে বিশ হস্ত হওয়ায় পুরস্কারযোগ্য গণ্য হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮।৮।১৩৪৭

এক ব্রাহ্মণ পরিবার (১) এখনও 'খড়কী' নামে পরিচিত।" (২) "যে ডাকের সাজ দ্বারা আজকাল প্রতিমা সাজান হয় উহা সর্বপ্রথম উলায় প্রস্তুত হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম পালিত-পাড়ার নীলমণি ও কানাইলাল আচার্য প্রভৃতি এই সাজ সর্বপ্রথমে (প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্বে) প্রস্তুত করেন। মহামারীর সময় ইঁহাদিগের বংশধরগণ শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুরে উঠিয়া যান। ইঁহাদের বংশধরগণ আজিও ডাকের সাজ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।" (৩)

এই প্রসঙ্গে স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখ কর্তব্য। ৺শ্যামচাঁদের, ৺গোকুলচাঁদের, ৺জলেশ্বরের, ৺কালিকার পঞ্চরত্ন নামীয়, ৺কাশীনাথের, ৺বুড়ো শিবের, ৺গণেশের মন্দিরাদির ভাস্কর্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রশংসনীয়; এই পর্যায়ে তোপখানার, পুরাতন ডাকঘরের সন্নিকটস্থ, নূতন হাটের ও বেড়পল্লীর মসজিদও ধর্তব্য। মিউনিসিপ্যাল অফিস, মিউনিসিপ্যাল স্কুল, সুতরাগড়-নদীয়া-মহারাজ-হাই-স্কুল, ইত্যাদি কতিপয় অট্টালিকাও শান্তিপুরের দ্রষ্টব্য জিনিসের মধ্যে। দর্শনীয় মাজবিন সাহেবের মর্মরপ্রাসাদ, চট্টোপাধ্যায় ও রায়দের প্রাসাদাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শান্তিপুর-থানার অধীন বাগাঁচড়া-গ্রামস্থ চাঁদ রায়ের শিবমন্দিরের কারুকার্য উল্লেখযোগ্য। শান্তিপুরের রাজমিস্ত্রী ও ঘরামীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। টালী, ইঁট, সুরকি (কল হইতে), ইত্যাদি স্থানে স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(১) প্রসিদ্ধ মতিবাবুর পূর্বপুরুষ (২) বিপিনবিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায় (পৃ ৪০-১); ভারতবর্ষ, ১৩২১ আশ্বিন (পৃ ৭০৪) (৩) সুজননাথ মুস্তোফী—উলা (পৃ ১৬২); নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩৩১); শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ: কানাইলাল আচার্য; বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড (পৃ ২৪৯; ই-বি-আর; ১৯৪০ খৃ)

মোদকদের প্রস্তুত নানাবিধ মিষ্টান্নের মধ্যে দেদো সন্দেশ বা কাঁচাগোল্লা, পান্তুয়া, খাসামোয়া, নিকুতি, কাটাফেণী বিশেষত্বব্যঞ্জক। শান্তিপুর হইতে মিষ্টান্ন বাহিরে চালান যায়। 'বামুন-ময়রা'র কতিপয় দোকান আছে। এক জন হিন্দুস্থানীর খাবারের দোকান কিয়ৎকাল ছিল। 'গোড়ো' গাওয়া ঘী (ননী হইতে প্রস্তুত) ও ছানা বিখ্যাত। ভাল দুধ ও তাহা হইতে প্রস্তুত নানা দ্রব্য গোয়ালাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিনি ও গুড়ের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। মিছরীর কারখানাও আছে। কতিপয় ময়দার কল আছে।

বাগান ও ক্ষেত্রোৎপন্ন তাজা ফলমূলাদি পাওয়া যায়। ইহার জন্য পাঁচটি বাজার [বড়, শ্যাম, নূতন, লক্ষ্মীতলা, মতিগঞ্জ, সুতরাগড়ে রাজবাটীর সম্মুখস্থ (১)] আছে, এবং সপ্তাহে দুই দিন একটি হাট বসে। আম্র, পটোল, বেগুন, ইত্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে। বাজারে ও রাস্তায় নানাবিধ পণ্যের দোকান সজ্জিত আছে। চাউলাদির ব্যবসায়ী কতিপয় ধনী(শ্যামাচরণ নন্দী, যোগীন্দ্রনাথ হালদার, বিজয়কৃষ্ণ হালদার, কমলকৃষ্ণ পাল, পান্নালাল কুণ্ডু, প্রভৃতি) ছিলেন বা আছেন। শান্তিপুরে বর্তমানে হিন্দুস্থানী ব্যবসাদার নাই; যে দুই ঘর আছে তাহারা পুরুষানুক্রমে থাকার দরুণ একরূপ বাঙালী হইয়া গিয়াছে। মৎস্যমাংসাদিও প্রাপ্ত হওয়া যায়; জেলেরা জালও বুনিয়া থাকে। বাগ্‌দেবীর খালের খয়রা মাছ, মাকড়া বেগুণ, সোনা-মুগ, খেজুর-রস, ইত্যাদিও উল্লেযোগ্য উৎপন্ন দ্রব্য।

বাইতিরা ঢোলসানাই, ইত্যাদি বাজাইয়া জীবিকা নির্বাহ করে; এবং কুশাসন, মাদুরাদিও বয়ন করে। মুচীরা পাদুকা, ঢাকঢোল, ঝুড়ী, চ্যাটাই, ইত্যাদি প্রস্তুত করে। বেদে, বুনো ও ধাঙড়েরা পেতে, টোকা,

(১) ইহা নূতন, এবং সন্ধ্যায় বসে।—যুবক, ১৩৪৮ শ্রাবণ (পৃ২২)

টোঙা, ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে। ডোমেরা কুলো, ডালা, পাখা, তাঁতের সরঞ্জামাদি দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করে।

নাপিত, রজক, কলু, পুস্তক-ব্যবসায়ী, যানবাহী (গরুর ও ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানেরা অধিকাংশই মুসলমান; কিয়ৎকাল মোটরগাড়ী ও বাসের ব্যবসায় ছিল; ডুলি, পালকী একরূপ উঠিয়া গিয়াছে), মাঝী, ফেরিওয়ালা, ভারী, মজুর, গঙ্গাপুত্র, আবগারী দোকানদার, বারনারী (দুঃখের বিষয়, ইহাদের অধিকাংশের বাসস্থান ষ্ট্যাণ্ড রোডের ধারে), প্রভৃতি নিজ নিজ ব্যবসায় বা জীবিকা চালায়। বর্ত্তমানে একটি হ্যাণ্ডপ্রেস আছে; পূর্ব্বে অন্য দুইটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল; শান্তিপুর-সন্তানের চারি জন বাহিরে প্রেস স্থাপিত করেন, তাহার একটিমাত্র আছে। (১) গ্রন্থপ্রণয়ন ও সাময়িক পত্র পরিচালন দ্বারা কাহারও কাহারও আয় হইয়াছে এবং এখনও হয়! চিকিৎসক ও ঔষধব্যবসায়ী, উকীল (এককলে শান্তিপুরেই আদালত ছিল), এঞ্জিনীয়ার, মহাজন, প্রভৃতি অনেক ছিলেন বা আছেন। কণ্ট্র্যাক্টরী দ্বারা অনেকে বিশেষ ধনী হইয়াছেন। রাধানাথ শী ও দ্বিজদাস বিশ্বাস জাপান হইতে যথাক্রমে ছাতা-পেনসিল ও ওয়াটার-প্রুফের কার্য শিখিয়া আসেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সুবিধা করিতে পারেন নাই। গুরুপুরোহিতেরা অতি সম্মানজনক স্থান অধিকার করেন; পূর্ব্বে 'পুরোহিত-সমাজ' ছিল, এবং তাঁহাদের অঙ্গুলিহেলনে সমাজ শাসিত হইত। ব্যবসায়ী দেব-সেবায়েত ও ভিক্ষুক যথেষ্ট আছে। দুঃখের বিষয়, সদনুষ্ঠানের নামে সংগৃহীত অর্থও অনেক সময় আত্মসাৎকৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঘরে-বাহিরে জমিদারী, চাকরী, ইত্যাদি দ্বারা যাঁহারা বড় হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকের কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

(১) ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

রাসমেলাই (প্রায় এক মাস স্থায়ী) এখানকার বৃহত্তম মেলা ; তদ্ভিন্ন পূজাপার্বণে ও গঙ্গাস্নানের যোগেও মেলা হইয়া থাকে। রামগোপাল মুন্সী ও তৎপুত্র যতীশচন্দ্র কিয়ৎকাল 'আনন্দমেলা' চালাইয়াছিলেন। বড় রেল হওয়ায় (পূর্বে স্টীমার, ছোট রেল ও ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত ছিল), আমদানি-রপ্তানি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে ; ইহাতে ভাল-মন্দ দুইই হইয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে নদী ও মহকুমার সদর অপসৃত হওয়ার দরুণ স্থানীয় উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। (১) দিন দিন বর্তমান নদীও মজিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যার্থ শান্তিপুর-গমনের সম্ভাব্যতার কথা অন্যত্র (২) আলোচিত হইয়াছে।

পূর্বে জিনিসপত্রের দর কম ছিল, কড়ির ব্যবহার এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিনিময়েরও প্রচলন ছিল, এবং নানা দিক্ হইতে সাধারণের অবস্থা সচ্ছল ছিল। রেল-স্টীমারে মাল চালান যাওয়ায়, এবং বাহিরের লোক আসিয়া শান্তিপুর হইতে টাকা লইয়া যাওয়ায়, দুরবস্থা বাড়িয়াছে। সুদখোর কাবুলীদের আমদানি আছে ; হরিপুরে একবার তাহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে। (৩) বেকার-সমস্যাও অতীব প্রবল। ধনী লোকেরা বাহিরে থাকেন, এবং নগরে আসিয়াও আর ততটা উদারতা দেখান না। বরপণ, শিক্ষা, বিলাসিতা, ইত্যাদি খাতেও অপব্যয় বা অত্যধিক ব্যয় বাড়িতেছে। (৪)

প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বেকার চাউলের বাজারদর প্রদত্ত হইল : "গত ৩০ বৎসরের মধ্যে নদীয়া-জেলার চাউলের দর দুর্ভিক্ষ-বৎসর ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে সর্বাপেক্ষা মহার্ঘ্য হইয়াছিল,—সর্বোচ্চ দাম ছিল তঙ্কা প্রতি ১৭½ পাউণ্ড (lb) (৫) ; তন্নিম্ন দর ১৮৬০ খৃস্টাব্দের,—এক মণের সর্বোচ্চ দাম টাকা ২৸০।" (৬)

(১) পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (২) প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৩) শান্তিপুর, ১৩৩৬ মাঘ (পৃ ২৫৮) (৪) পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৫) ১ হন্দর=৭ শি ৬ পে (৬) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., Vol. II (1875)

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম ও সমাজ

"মানে না সে কোন ধর্ম, বেদ-বিধি কোন কর্ম,
তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, তোমার চরণ তা'র সার হ'য়েছে।"

—সঙ্গীত

"One God, one law, one element,
And one far-off divine event,
To which the whole creation moves."

—Tennyson : In Memoriam

সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও উৎসবাদি বহুলাংশে ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া এই দুই প্রসঙ্গ একত্র বিবৃত হইল। শান্তিপুর শাক্ত ও বৈষ্ণবের পীঠস্থান। ইহার দক্ষিণে ভাগীরথী, পশ্চিমে বাগ্‌দেবীতলা, উত্তরে বাবলায় প্রখ্যাত অদ্বৈতাচার্যের পাট, এবং পূর্বে ফুলিয়ায় ব্রহ্ম হরিদাসের সাধন-স্থান এবং রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাসের জন্মভূমি। কতিপয় বিখ্যাত দেবমূর্তির (১) নির্দেশ প্রদত্ত হইল—বড়-গোস্বামীদের রাধারমণ, মদন-মোহন, গোপাল রায়, রাধাবল্লভ; খাঁদের গোপীকান্ত (কৃষ্ণবল্লভ খাঁ কর্তৃক প্রবর্তিত); বিশ্বেশ্বর খাঁর কালাচাঁদ; কুঠীরপাড়ার নন্দদুলাল (রাসবিহারী সেবক); পাগলা-গোস্বামীদের কেশব রায় ও কৃষ্ণ রায়; কাশ্যপ-ভট্টাচার্যদের গোবিন্দজী (ব্রজনাথ ভট্টাচার্য সেবক); শ্যামবাজারের গোস্বামীদের শ্যাম রায় (রঘুনাথ গোস্বামী কর্তৃক আনীত); চাকফেরা-

---

(১) ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লুপ্ত। নামগুলির পূর্বে '৺' পাঠ করিতে হইবে।

গোস্বামীদের রাধাবল্লভ; বাঁশবুনিয়া-গোস্বামীদের শ্যামসুন্দর; পূর্বতন জমিদার রায়-বাটীর গৌরহরি; গোপালপুরে কুঞ্জলাল সাহাদের রাধাবল্লভ; নূতন গ্রামের জ্যেঠা গোপীনাথ; আশানন্দ ঢেঁকির রাধাবল্লভ; রাধাবল্লভ দাসের রাধারমণ; পটেশ্বরী কালী (রাসে পূজিত); মঠদের রাধারমন; উড়িয়া-গোস্বামীদের নৃত্যগোপাল ও মদনমোহন; দিল্লী-বাটীর গোপাল; জলেশ্বর-শিব; ধাতুময়ী জয়দুর্গা; আতাবুনিয়া-গোস্বামীদের শ্যামসুন্দর; হাটখোলা-গোস্বামীদের গোকুলচাঁদ ও রাধাবিনোদ (ঘনশ্যাম-প্রতিষ্ঠিত); ভজহরি দের বাটীর গোপীনাথ; সিদ্ধেশ্বরী-কালী; পঞ্চানন্দ; রামযাদু নাগের (কাঁসারী) বংশীবদন; শ্যামচাঁদ ও রাধাকান্ত; কালাচাঁদ দত্তের লক্ষ্মীজনার্দন; 'পাঁটী'-রায়ের বাটীর কৃষ্ণচন্দ্র; পঞ্চরত্ন-মন্দিরের দক্ষিণা-কালী (পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়-প্রবর্তিত); বুড়ো শিব; প্রামাণিকদের কৃষ্ণ রায়; নৃত্যগোপালের বঙ্কবিহারী, রাধাকান্ত, কৃষ্ণ রায়; রজনীকান্ত মৈত্রের কাশীনাথ; গোস্বামী-ভট্টাচার্য-বাটীর বিশ্বমোহন; মহাভারত দের বাটীর রাধামাধব; মদনগোপাল; হরিনারায়ণ তরফদারের লক্ষ্মীনারায়ণ; বলহরি ও সতীশ ঘোষের লক্ষ্মীনারায়ণ; আগমেশ্বরী কালীর পাট (শ্যামা-পূজার দিন মূর্তি পূজিত)। (১) সুতরাগড়ের গণেশ-মন্দিরের গণেশ ও চরের জগন্নাথ-দেব এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা ও ৺শ্যামচাঁদ-সম্বন্ধে অন্যত্র (২) লিখিত হইয়াছে। প্রথম দোলযাত্রার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমার ফুলদোল পর্যন্ত নূতন-পাড়ার দামোদর মুখোপাধ্যায়ের কুলদেবতা ৺জ্যেঠা-

(১) নরেন্দ্রনাথ দাস (প্রকাশক)—শান্তিপুর-শ্রীরাস-মণ্ডল-পরিচয় (১৩৩৩)। 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গে '৺সীতানাথ'-বিগ্রহাদির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ৺ঘোষথাগীর কথা তৃতীয় ভাগে 'ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। (২) প্রথম ভাগ এবং 'বড়-গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

গোপীনাথের পঞ্চম দোল, বাবলায় ৺সীতানাথের সপ্তম দোল, ৺বুড়ো-বুড়ীর দোল, ৺পুঁটো-পুঁটীর দোল, দুইখানি বিরাট ৺গোপালের দোল, ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় (১)। চাঁচর (মেড়া-পোড়া), রং-খেলা, পটকা-খেলা, ইত্যাদি এই সময়কার উৎসবের অঙ্গ। বালকেরাও মূর্তি গড়াইয়া দোল করে। প্রথম দিবস ৺মদনগোপাল ও ৺গোকুলচাঁদের, দ্বিতীয় দিবস ৺শ্যামচাঁদের (২) ও অন্য বিগ্রহের দোল হয়। কয়েক বৎসর হইতে দোলের অব্যবহিত পূর্বে মহাপুরুষ মাধবেন্দ্র পুরীর জন্মতিথি ও শান্তিপুরাগমন উপলক্ষে বাবলায় রামদাস বাবাজী আসিয়া উৎসব করিয়া আসিতেছেন। (৩) চন্দনযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব, ধুলোট, কীর্তন, হরিবাসরাদি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুষ্ঠানগুলিও যথারীতি নানাস্থানে প্রতিপালিত হয়। ৺রাধাকান্তের নিত্যভোগের ব্যবস্থা অনেক বাটীতে আছে। কতিপয় বৎসর নৃত্যগোপাল চক্রবর্তীর বাটীতে ৺কাত্যায়নী-পূজা হয়; এবং প্রতি বৎসর বড়-গোস্বামী ও হাটখোলা-গোস্বামীবাটীতে ৺কাত্যায়নী-পূজার স্মৃত্যর্থে দুর্গাপূজা হয়, অবশ্য সেখানে কুষ্মাণ্ডাদিই বলি হয়। সুত্রাগড়ে প্রতি বৎসর '৺কৃষ্ণকালী'-মূর্তির বারোয়ারী-পূজা হয়। সুত্রাগড়ের পূর্বেকার '৺ষড়্ভুজ'-পূজা (এই বিগ্রহ এখন বড়-গোস্বামীবাটীতে আছেন) ও বৈষ্ণব পর্বসম্বন্ধীয় নানা অনুষ্ঠানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

প্রসিদ্ধ ধূলোট, বৈষ্ণব মহাসম্মেলনাদি নানা অনুষ্ঠানের কীর্তনাদিতে বিশেষ জনসমাগম হয়। মাখনলাল প্রামাণিকের বাটীতে ও অন্যান্য নানা সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত কীর্তন ও হরিবাসরাদিতে বাহির হইতে প্রসিদ্ধ ভক্ত ও গায়কাদির সমাবেশ হইয়া থাকে। কথকতা, ভাগবত-পাঠ, ইত্যাদি

(১) তৃতীয় ভাগে 'ওড়-গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) 'প্রথম ভাগ' দ্রষ্টব্য। (৩) 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

লোকশিক্ষার উপায়গুলি বহুকাল হইতে শান্তিপুরে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে; অনেক বিখ্যাত কথক ও পাঠক (জগদীশ, গদাধর, ধরণী, শ্রীধর, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রভৃতি) শান্তিপুরে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন; এখন অবশ্য সাধারণের মধ্যে ততটা ধর্মভাব নাই। সূতরাগড়ের তামিলপাড়ায় একবার নবরাত্র-উৎসব হয়; পূজিত ৺রাধাকৃষ্ণ, গৌরনিতাই ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মূর্তি-প্রতিকৃতির সম্মুখে নয় দিবস 'তারকব্রহ্ম'-নাম সংকীর্তন হয়; শেষ দিবসে বিশ্বেশ্বর দাস মনোরম বক্তৃতা করেন; কুঞ্জভঙ্গের পর সহস্রাধিক বৈষ্ণব-অভ্যাগতকে খেচরান্ন-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। (১) একবার ঝুলনের দিন বড়বাজার-সোনাপটীতে সারারাত্রি হরিনাম-কীর্তন হয়; পর দিন প্রাতে কীর্তনকারী ১৪টি দল নগর প্রদক্ষিণ করে, এবং একটি বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হয়। (২) "শান্তিপুরে আর তেমন নামসংকীর্তনের উদ্যোগ-আয়োজন দেখা যায় না। প্রতি দেবালয়ে ও গোস্বামীবাটীতে সন্ধ্যায় নামসংকীর্তনের ব্যবস্থা ছিল; এখন মাত্র ১।২ জায়গায় আছে। ডাবরিয়া (আশানন্দ)-পাড়ায় নামসংকীর্তনের আয়োজন বরাবরই দেখা যায়। গত অক্ষয়তৃতীয়ায় ডাঃ বিজয়চন্দ্র প্রামাণিকের যত্নে তদীয় বাটীতে অষ্ট প্রহর নামসংকীর্তন হইয়া গিয়াছে।" (৩) পূর্বে বড়, পাগলা, হাটখোলা, মদনগোপাল, চাকফেরা ও উড়িয়া-গোস্বামীবাটীতে এবং কুমারপাড়ায় জাঁকজমকে ঝুলান হইত;—"অসচ্চরিত্র লোকে যাহাতে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার না করে এ বিষয়ে কর্তব্য ভদ্রলোকগণের দৃষ্টি রাখা" (৪) হইত। এ ছাড়া প্রামাণিকবাটী, মহাভারতদের বাটী ও

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩।১১।১৩৪৬ (২) শান্তিপুর, ১৩৩৬ ভাদ্র (পৃ ১২০) (৩) যুবক, ১৩৪৪ বৈশাখ (৪) সোমপ্রকাশ, ১২।৫।১২৮৭

খাঁদের বাটী, ইত্যাদি স্থানেও ঝুলন হয়। (১) রণতলার হরিসভায় ভাগবতাদি-পাঠ, কীর্তন, দরিদ্রনারায়ণের সেবা, এবং চব্বিশ বা বত্রিশ প্রহরব্যাপী নামযজ্ঞাদি হইয়া থাকে—অবনীমোহন সান্যাল ইহার প্রাণস্বরূপ। ইহা বাং ২।১১।১৩৪৪ তারিখে সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে, এবং অবনীবাবু, ক্ষিতীশচন্দ্র ভাগবতভূষণ, প্রভৃতির চেষ্টায় স্থাপিত হয়; অবনীবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনন্তকুমার সান্যাল সাংখ্যবেদান্তরত্ন তত্ত্বনিধি আগমাচার্য (ইনি রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের জামাতা) ইহার সম্পাদক। পূর্বে শান্তিপুরে অনেক হরিসভা ছিল। (২) যাহা হউক, বাং ১৩৪৭ সালের দোল-পূর্ণিমার দিন উক্ত হরিসভার বার্ষিক মহোৎসবে কয়েকদিনব্যাপী পূজা, নামসংকীর্তন, এবং প্রায় ১,২০০ দরিদ্রনারায়ণের সেবাদি অনুষ্ঠিত হয়। (৩) ১৩৪৮ সালেও ঐরূপ উৎসবাদি হয়।

বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে অন্যত্র (৪) কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। বড়বাজারের ৺ব্রহ্মা-পূজা প্রায় ২০০।২৫০ বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হয়। উক্ত পূজার দালান-সংলগ্ন ফলকে ১২০১ সাল নির্মাণকাল বলিয়া লিখিত আছে। চাউলপটীতে আগুন লাগায় এই পূজার সৃষ্টি হয়; প্রথমে ৺ব্রহ্মার মূর্তি, এবং পরে ৺ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তির গঠন হয়। ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের (৫) অনুপ্রেরণায় শক্তি ও বাহনের মূর্তি সংযোজিত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে আরব্ধ হইয়া পূজা ৫ দিন হয়, এবং ষষ্ঠ দিনে বিসর্জন হয়। পূজার পূর্ব দিনে সমারোহের সহিত জলসাধা হয়। কয় দিবস ধরিয়া যাত্রাগান (মদন মাস্টার, বউ মাস্টার, লোকনাথ ধোপা,

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯।৫।১৩৪৬ (২) যুবক, ১৩৪৪ ফাল্গুন (পৃ ৫৭); আনন্দবাজার পত্রিকা, ১।২।১৩৪৫, ২৭।২।১৩৪৭ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩।১২।১৩৪৭ (৪) ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৫) প্রথম ভাগ (পৃ ২৩১)

গোবিন্দ অধিকারী, শশী অধিকারী, ভূষণ দাস, প্রভৃতির), পুতুলনাচ, খাইখেমটানাচ, চপকীর্ত্তনাদি হইয়া আসিতেছে; তৃতীয় দিন অন্নসত্রে প্রায় ৫,০০০ কাঙালীকে ভোজন করান হয়। পূজায় জীববলি হয় না। বড়বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ীরা কর্মকর্তা হন। ১২৭০ সালের ১৭ই ও ১৮ই চৈত্র বড়বাজারে আর দুইবার আগুন লাগে। (১) বাং ১২৬০ সালে মাঘী পূর্ণিমায় হীরালাল সাহা, প্রভৃতি বড়বাজারের কাপড়েপটীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীরা মিলিত হইয়া বাৎসরিক ৶অন্নপূর্ণা-পূজার প্রবর্ত্তন করেন। যাত্রাগান, মহোৎসব (অন্নক্ষেত্র), ইত্যাদি এই পূজারও অঙ্গ। আমড়াতলায় আর একখানি ৶অন্নপূর্ণা-পূজা হয়। বেজপাড়ার ৶নৃত্যকালী-পূজার সময় মহিষ-বলি (২), যাত্রাগান, ইত্যাদি পূজা-উৎসবের অঙ্গ থাকিত; এখন জীব-বলিতে কেহ কেহ আপত্তি করিলেও, ছাগবলি প্রচলিত আছে, এবং যাত্রাদিও হয়। পূর্বে এই পূজা বহু বৎসর (১২ বৎসর ও তদূর্দ্ধ) অন্তর হইত; দাতা রজনীকান্ত মৈত্রের উৎসাহে ও বদান্যতায় (৩) বাং ১৩৩৯ সাল হইতে প্রতি বৎসর ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে,—অবশ্য সাধারণ-প্রদত্ত চাঁদা হইতেই বেশীর ভাগ ব্যয় সঙ্কুলান হয়। মেয়েদের যাত্রাগান শুনিবার সুবিধার জন্য এই পূজায় প্রথম হইতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। বর্তমানে গুড-ফ্রাইডের ছুটীতে পূজা হয়। বাং ১৩৪০ সালে ১৯ বৎসর পরে অনুষ্ঠিত ৶নৃত্যকালী-পূজায় শান্তিপুর-গৌরব জগদীশচন্দ্র মৈত্রের চেষ্টায় একটি স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়; তিনি তাহাতে মাতৃমঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। (৪) পূর্বে এই পূজায় দর্শকগণকে

---

(১) বঙ্গরত্ন, ২১।৩।১৩৪৪; সোমপ্রকাশ, ৮।১।১২৭০ (২) একবার ১১ কোপে মহিষ বলি হয়। (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০।৯।১৩৪০ (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০।১।১৩৪০

ছানাসন্দেশ জলখাবার দেওয়া হইত। ইহাতে মতি রায়, ব্রজমোহন রায়, নবীন চক্রবর্তী, আশু চক্রবর্তী, মহেশ চক্রবর্তী, প্রভৃতির যাত্রা হইত। একবার কবিরাজ কালিদাস সেন 'সতী'-নাটকের 'সতী'-অভিনয়কারী বালকের অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া মিষ্টান্ন ভোজন করান। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১) বহু কাল এই পূজার প্রধান তত্ত্বাবধারক ছিলেন।

শান্তিপুরে বিস্তর ৺শ্যামাপূজা হইত; এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। "এবার শান্তিপুরে ৩৬০ খানি ৺শ্যামাপ্রতিমার পূজা হইয়াছে। পূর্বে এই পূজা সহস্রাধিক হইত, বাদ্যশব্দে দিক্ কম্পিত হইত, এই গ্রামের ও নিকটবর্তী গ্রামের ছাগকুল নির্মূলপ্রায় হইত। কয়েক বর্ষ পূর্বেও শান্তিপুরে ৬।৭০০ ৺শ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে। শান্তিপুরের জজ-ভট্টাচার্য এবং বড়-চাঁদনীর মুখোপাধ্যায়দের পূজা বিরাট আয়োজন সহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। বহুকাল হইতে এইরূপ হইতেছে। কয়েক বর্ষ হইতে চাঁদনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটীতেও উক্ত প্রকার আয়োজনে পূজা হইতেছে। জজ-ভট্টাচার্য-বাটীতে এবার বলিদানের ধুম—২টা প্রকাণ্ড মহিষ, ২০টি ছাগ ও ৬টি মেষ বলি হইয়া গিয়াছে।" (২) বারোয়ারী ৺কালীপূজাও অনেক হয়। ৺রক্ষাকালী, ৺রটন্তীকালী, প্রভৃতির পূজাও সাময়িকভাবে হয়। ৺মোষখাগী, ৺আগমেশ্বরী, প্রভৃতি বিখ্যাত কালীপূজার কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। রামনগরের ৺পটেশ্বরী (শতাধিক বর্ষের প্রাচীন), লক্ষ্মীতলার ৺রাসকালী, প্রভৃতি কতিপয় কালীপ্রতিমা রাসের শোভাযাত্রায় বাহির হয়। সুতরাগড়ের প্রসিদ্ধ ৺জগদ্ধাত্রী-পূজার বিসর্জনে (তৃতীয় দিনে) অনেকগুলি ৺কালী-প্রতিমা বাহির করা হয়। নূতন হাটে কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রাবণ মাসে

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২০৬) (২) সেবা, ৪।৮।১৩০৫

বারোয়ারী ৺কালীপূজা হইয়া আসিতেছে ; উৎসবাদি ও নরনারায়ণের সেবা পূজার অঙ্গ। (১) শান্তিপুরে নরবলি, কাপালিক ও তান্ত্রিক আচার, ভৈরবী-পূজা, ব্যভিচার, সুরাপান ও গঞ্জিকাসেবনাদি এক সময়ে শিব-শক্তিপূজার নামে চলিত। দুর্গাপূজায় খেঁউড়-গান ও হীন শাক্ত-বৈষ্ণবদের ব্যভিচারের কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। (২)

প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত '৺জ'টে কালী' অদ্যাপি বর্ত্তমান। শান্তিপুরবাসী গোপবংশীয় মুচিরাম ঘোষের স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী ৺শ্যামাপূজক কোন সন্ন্যাসী কর্তৃক রোগমুক্ত হওয়ার পর শ্মশানবাসিনী ও উন্মাদিনীবৎ হইয়া ৺শ্যামাপূজা করিতে থাকেন। তাঁহার দুইবারকার জটা কাটিয়া দিলেও পুনর্বার জটা বাহির হয়, এবং তিনি 'জ'টে বুড়ী' নামে খ্যাত হন। তাঁহার ক্ষমতা, তৎপ্রতি ইষ্টদেবীর দয়া ও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। (৩) ৺সিদ্ধেশ্বরী-কালীমাতার প্রসঙ্গ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

একটি নিমজ্জন-বিভ্রাটের ঘটনা লিখিত হইল। "গত ৬ই কার্তিক শান্তিপুর-নগরে অতিশয় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অবিরামে অদ্য (৮ই) বেলা ৯ ঘটিকাবধি বর্ষণ হইয়াছে। এক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে প্রভাকরের প্রভা নয়নগোচর করিতেছি, কিন্তু বিশ্বাস নাই, রোগের সম্যক্ প্রতীকার হয় নাই। এই প্রতিবন্ধকে অনেকেই গত কল্য ৺শ্যামাদেবীকে গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিতে পারেন নাই. তাঁহারা অদ্য বৈকালে বিসর্জন-ক্রিয়া সমাধান করিয়াছেন। এই অকাল বর্ষায় অনেকের ক্ষতি হইয়াছে, অনেক গৃহ

---

(১) শান্তিপুর, ১৩১৬ ভাদ্র (পৃ ১২০) (২) প্রথম ও এই ভাগে। শান্তিপুরের তান্ত্রিক সিদ্ধ শক্তি-উপাসক ও নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবদের কথাও যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। (৩) যুবক, ১৩৪১ কার্তিক-অগ্রহায়ণ (পৃ ৭৬)

ও প্রাচীরাদি পতিত হইয়াছে, আহা ! ঐ সব গৃহ ও প্রাচীরের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি প্রাণীও বিনষ্ট হইয়াছে।" (১)

দুর্গোৎসব পূর্বে শান্তিপুরে প্রায় শতাধিক স্থানে হইত; স্বাস্থ্য ও অর্থাভাব বা ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির জন্য উহা অনেক কমিয়া গিয়াছে, এবং দুর্গাপ্রতিমার সংখ্যা প্রায় ৫০।৬০ খানায় দাঁড়াইয়াছে। (২) এখন কতিপয় স্থলে 'সর্বজনীন' দুর্গোৎসব প্রবর্তিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে নানাস্থানে 'বীরাষ্টমী'-দিবস প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। "এই উৎসবে হাটখোলাপাড়া, মতিগঞ্জ, নপাড়ীপাড়া, মহিষখাগীতলা, দাস্থেপাড়া, ইত্যাদি অঞ্চলের বহু যুবক ও বালক যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকার সময় আতাবুনিয়া-গোস্বামীবাটী হইতে একটি বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-দল বাহির হইয়া নগরের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন, এবং কয়েকটি বারোয়ারীতলাতে তাঁহাদের লাঠিখেলা, নানাপ্রকার কুস্তিকসরৎ, মুষ্টিযুদ্ধাদি দেখাইয়া দর্শকবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করেন।" (৩) সভাসমিতি, বালকবালিকার বা বিশেষ ব্যায়ামপ্রদর্শনী, পুরস্কার-বিতরণাদি এই উৎসবের অঙ্গ। "নগরের ২টি পল্লীতে পৌরাণিক মতে '৺মহাবীর'-পূজা সম্পন্ন হয়। বীরাষ্টমীর দিন যুবসমাজ ৺মহাবীর-মূর্তির সম্মুখে নানাবিধ ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন করেন। গন্ধমাদনধারী হনুমানের বীরমূর্তি এই পূজার প্রতীক।" (৪) শান্তিপুরে কতিপয় বৎসর হইতে 'বিজয়া-সম্মিলনী' (নলিনীমোহন সান্যাল, প্রভৃতি সভাপতি হন) অনুষ্ঠিত

(১) সোমপ্রকাশ, ২৫।৬।১২৬৯ (২) শান্তিপুর, ১৩৩৬ কার্তিক (পৃ ১৮৪) (৩) শান্তিপুর, ১৩৩৬ কার্তিক (পৃ ১৮৬); আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪।৭।১৩৪১ (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪।৭।১৩৪৪। ১৩৪৫ সালে রামনগর-পল্লীর দেশবন্ধু-সমিতির (সম্পাদক রবীন্দ্রগোপাল প্রামাণিক) উদ্যোগে '৺মহাবীর'-পূজা হয়।—যুবক, ১৩৪৫ কার্তিক (পৃ ২)

হইয়া আসিতেছে—ইহাতে যথারীতি আবৃত্তি, সঙ্গীত, বালিকা-নৃত্য (কথা, পতঙ্গ, ললিতা, সাপুড়ে, বাউল...) ও অভিনয়, বক্তৃতা এবং পদক-দানাদি হয়। (১) বিজয়া-দশমীর দিন গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁহাদের বাটীতে কয়েক বৎসর হইতে মহিলাদিগের সিন্দূরোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে—ইহাতে মঙ্গলশঙ্খ-বাদ্যের সহিত ইচ্ছামত সিন্দূরক্রীড়া এবং সঙ্গীতাদি হয়। (২) এই প্রসঙ্গে নব-প্রবর্তিত নানাস্থানে অনুষ্ঠিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-উৎসব উল্লেখযোগ্য। "দীনদয়াল প্রামাণিকের ঠাকুরবাটীতে অনুষ্ঠিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-উৎসবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'ভাই-ফোঁটা' উপলক্ষে রচিত গান গাহিলে পর বিভিন্ন নাটক হইতে কয়েকটি দৃশ্য অভিনীত হয়।" (৩) "চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-সম্মিলনীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে।" ৪) পূর্বে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-দিবসে লোকে রাস্তায় রাস্তায় ছড়া গাহিয়া বেড়াইত, এবং কেহ কেহ স্ত্রীলোক সাজিয়া 'ভাই-ফোঁটা' দিবার অভিনয় করিত।

মতিগঞ্জের ৺জয়দুর্গা-মূর্তির কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইল। "উহার স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফীর সুবৃহৎ ও সু-উচ্চ পঞ্চচূড় দুর্গামন্দিরের অভ্যন্তরস্থ ইষ্টকবেদীর উপর অষ্টধাতুর ৺জগত্তারিণী নামক সিংহবাহিনী অসুরনাশিনী দশভুজা মূর্তি দক্ষিণাস্যা হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। দুর্গাপূজার সময় ষষ্ঠীর দিন এই দেবীকে অদূরবর্তী পৃথক্ পূজার দালানে লইয়া গিয়া

---

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬।৬।১৩৪২, ৩।৭।১৩৪৭...; যুবক, ১৩৪৫ কার্তিক (পৃ ২), '৪৩ কার্তিক (পৃ ৫০), '৪৮ আশ্বিন (পৃ ৩০) (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬।৬।১৩৪০; যুবক, ১৩৪৪ কার্তিক (পৃ ৪১) (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭।৭।১৩৪৪ (৪) যুবক, ১৩৪৪ কার্তিক (পৃ ৪২), '৪৫ কার্তিক (পৃ ২)

তিন দিন মহাসমারোহে পূজা করা হইত, এবং বহু ছাগ ও মহিষ বলি হইত।......'বেশ মনে পড়ে যে, ২৫।৩০ জন পশ্চিমে ব্রাহ্মণ দ্বারবান্ ৺জগত্তারিণী ঠাকুরাণীকে বহন করিয়া মন্দির হইতে পূজার দালানে বসাইত।......ষষ্ঠীর দিবস হইতে ঢাকঢোলের আওয়াজে পূজার বাটী কম্পিত হইত। নবমী-দিবসে অনেক পাঁটা ও মহিষ বলিদান হইত।... মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফীর বাটীতে সর্বপ্রকার উৎসব হইত। ৺জগদ্ধাত্রী-পূজাটা বড় ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইত। ৺জগদ্ধাত্রী-পূজার রাত্রে আমার বেশ মনে পড়ে।......রাণাঘাট-শান্তিপুর হইতে অনেকানেক পেটমোটা বাবুরা জরির পোষাক পরিয়া আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গেও অনেক দ্বারবান্-সেপাই থাকিত।' (১)......বর্তমানে উলার অন্যতম বৃদ্ধ লোক গিরিশচন্দ্র বণিকের নিকট শুনা যায় যে, মহামারীর (১২৬৩ সাল) পরে এক দিন দেখা গেল যে, উলার বর্তমান বাজারের পশ্চিম দিকে দত্তপুকুর নামক ডোবার জলে (উক্ত) দশভুজার পিত্তলনির্মিত পাট সূর্যকিরণে জ্বলিতেছে। ঈশ্বর মুস্তৌফীর অন্যতম খানসামা রূপচাঁদ দাস ঐ পাট চিনিতে পারিল। উলার এক ব্রাহ্মণ (কৃষ্ণ ডাক্তার) ঐ পাট ও ঈশ্বরচন্দ্রের দশভুজা লইয়া গিয়া কিছুদিন পূজা করেন। পরে তিনি 'মণির মা' নামক এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার নিকটে ঐ প্রতিমা রাখিয়া রংপুর-অঞ্চলে চলিয়া যান, আর উলায় ফিরিয়া আসেন নাই। মণির মা উক্ত বিগ্রহের নিত্যসেবা চালাইতে অক্ষম হইয়া শান্তিপুরের মতিগঞ্জের গঙ্গার ঘাটে (তখনকার) এই প্রতিমা বিসর্জন দিতে যান। তথায় সন্ন্যাসীবেশী জনৈক সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তি ঐ প্রতিমা লইয়া উহার নামমাত্র নিত্যসেবার ব্যবস্থা করেন। উক্ত ব্যক্তির

(১) কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ: স্বলিখিত জীবনী (দৈনন্দিন লিপি, ৪।৪।১৮৯৬ খৃ)

মৃত্যুর পর শান্তিপুরের এক তন্তুবায় (শ্যামাচরণ প্রামাণিক বা 'কল্লা') মতিগঞ্জের ঘাটের রাস্তার পার্শ্বে একটি একতালা কোঠাঘরে এই দুর্গা-প্রতিমা ও অন্যান্য বিগ্রহ রাখিয়া তাঁহাদিগের নামমাত্র সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে দেখিয়াছি যে, বিগ্রহটি অযত্নে মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। মূর্তিটি প্রায় দুই হাত উচ্চ, ইহার পাদদেশে অসুর ও সিংহ আছে। শান্তিপুরে ইনি এক্ষণে '৺জয়দুর্গা' নামে পরিচিত।...গ্রামের হীন-চরিত্র যুবকগণ যত না হউক, রাণাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগরাদি স্থান হইতে ভদ্রবেশধারী মত্তপ ও লম্পটগণ দল বাধিয়া আসিয়া উলায় খেমটা-গানের সময় অসংদ্রোচিত ও কুৎসিত ব্যবহার করিত, নিষেধ করিলে তাহারা অভদ্রতার মাত্রা বৃদ্ধি করিত। ইহার ফলে মারামারি অনিবার্য হইয়া পড়িত, এবং অনেক সময় চাঁদনীর ঝাড়লণ্ঠন চূর্ণবিচূর্ণ হইত।...... ৺জগত্তারিণীর মন্দির ১২২৯ সালে নির্মিত হয়। এই (৺দুর্গাপূজার) সময়ে ও ৺জগদ্ধাত্রীপূজার সময়ে রাণাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর ও কলিকাতা হইতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ নৌকা, হস্তী ও পাল্কী আরোহণে নিমন্ত্রণরক্ষার্থ আসিতেন। তদ্ব্যতীত পেটমোটা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতীয় 'খাইয়ে' নিমন্ত্রিতগণ আসিতেন এবং পারিতোষিক পাইতেন।" (১)

কাঁসারীপাড়ার ৺গণেশজননী-পূজায় যাত্রাদি হইয়া থাকে। শান্তিপুরে ৺জগদ্ধাত্রী-পূজা পূর্বে যেরূপ হইত এখন সেরূপ হয় না। তবে সুতরাগড়ে ৺জগদ্ধাত্রী-পূজায় খুব ধুমধাম হয়, এবং দুই দিবস যাত্রা-গানাদির পর তৃতীয় দিবসে প্রতিমাগুলি (৺কালী-প্রতিমা সহ) সসমারোহে বিসর্জিত হয়। শুনা যায়, পূর্বে ৺জগদ্ধাত্রী-পূজা ঘটে

(১) সুজননাথ মুস্তোফা—উলা (পৃ ৭৫-৬, ১১০, ২৯০-১); মুস্তোফী-বংশ [পৃ ১ (৺জগত্তারিণীর চিত্র), ৩৪, ১০৩-৭; ১৩৩৫ ও ১৩৩৭ সালের 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত]

সম্পন্ন হইত। শান্তিপুর-থানার অধীন ব্রহ্মশাসন-নিবাসী সাধক চন্দ্রচূড় ন্যায়পঞ্চানন (তর্কচূড়ামণি ?) মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সময়ে ৺জগদ্ধাত্রী-দেবীর ধ্যান-অনুযায়ী মূর্তিপূজার প্রচলন করেন, এবং কৃষ্ণনগর-মহারাজের সহায়তায় ইহা বঙ্গে প্রচারিত হয়। (১) প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, চন্দ্রচূড়ের প্রপৌত্র শিবদাস, তারাদাস ও যুগলদাস কৃতবিদ্য ছিলেন ; এই বংশের কেহ কেহ কালনায় গিয়াছেন : এবং চন্দ্রচূড়ের স্মৃত্যর্থে ব্রহ্মশাসন-গ্রামে একটি আশ্রমবাটী নির্মিত হইয়াছে। সুতরাগড়ে পূর্বে অবশ্য আরও বেশী জাঁক-জমক হইত ; বাংলার সেরা কবির গান, পাঁচালী, চণ্ডীর গান, ঢপ ও যাত্রা হইত, এখন অপেরা ও থিয়েটারাদি হয়। দাশরথি রায়, ব্রজ রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (ব্রহ্মশাসনবাসী) ও অনন্তের পাঁচালী,—জগন্নাথ, রাজনারায়ণ ও হরিদাস স্বর্ণকারের (স্থানীয়) চণ্ডীর গান,—পান্না ও বিধুর ঢপ,—ব্রজ রায়, তদীয় ভ্রাতা গোপীমোহন, মতি রায়, গোপাল উড়ে, আশুতোষ চক্রবর্তী ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতির যাত্রা (ব্রজ রায়ের 'অভিমন্যুবধ', মতি রায়ের 'ভরত-মিলন', নীলকণ্ঠের 'প্রভাস-মিলন', আশুতোষ চক্রবর্তীর 'কমলে-কামিনী' বিখ্যাত ছিল),—এবং হরু ঠাকুর, বামুন সিংহ, রাম বসু, এণ্টনি ফিরিঙ্গী প্রভৃতির 'কবির গান' জনসাধারণকে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করাইয়া মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিত। (২) প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, একবার দাশরথি রায় হুঁড়কোডাঙায় পাঁচালী গান করিতেছিলেন। লোকে

(১) শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি) ; মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৯ ভাদ্র (পৃ ৩৬২); Amrita Bazar Patrika, 15-11-1936 ; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫।৮।১৩৪১

(২) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪১ শ্রাবণ : শান্তিপুরের আমোদ-প্রমোদ

বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে গান বন্ধ করিতে বলিল। তিনি উত্তর করিলেন—

যিনি ভাগীরথী গঙ্গা আনলেন ত্রিভুবন ধন্যে।
তাঁর আবার খেদ রইল পুকুর প্রতিষ্ঠার জন্যে॥
যার বিয়েতে কুলো ধ'ল্লেন স্বয়ং লক্ষ্মী আসি'।
তার বিয়েতে এয়ো হ'ল না আকালে হাড়ীর মাসী॥
ন'দে শান্তিপুরে যার জয় জয় রব।
ছুঁড়কোডাঙায় হার হ'ল তার, হরির ইচ্ছা সব॥ (১)

কদাকার দাশরথি শান্তিপুরে নৌকায় বসিয়া নিম্নরূপ গান ধরিলে সমুচিত প্রত্যুত্তরও পাইতেন—

কোথায় রমণী মীন আয় চারে।
আমি মাকাল ঠাকুরের নাম ক'রে,
এসেছি, ব'সেছি, যাব না ফিরে॥......

৺সরস্বতী-পূজার ধূমধাম পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে; আধুনিক রুচিসম্পন্ন নানা প্রতিমূর্তি পূজিত হইয়া থাকে; বিসর্জনের সগীত শোভাযাত্রা দর্শনীয়; পূর্বে এতদুপলক্ষে কবির গান হইত, এখন বিদ্যালয়ে বালকবালিকাগণের ভোজনাদি হয়। ৺ষষ্ঠী, ৺লক্ষ্মী, ৺মনসা, ৺গঙ্গা, প্রভৃতি শক্তিরও পূজা হয়; ভাদ্রে বাঁওড়ে জলপ্লাবনের সময় নদী ও খালে 'চাপড়া'-ষষ্ঠী এবং জ্যৈষ্ঠে আরণ্য-ষষ্ঠীপূজায় পূর্বে বেশী জাঁক ছিল; ৺লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি মাত্র দুই এক স্থানে গঠিত হয়। ৺গন্ধেশ্বরী-পূজাও হইয়া থাকে। নির্ঝরের খাতের পূর্বে নগরের উত্তর-পূর্ব কোণে রেল-লাইনের পার্শ্বে বটবৃক্ষমূলে '৺লোহাজাঙি' ['লৌহজঙের' (২) অপভ্রংশ] ঠাকুরের পীঠ আছে। কয়েক বৎসর হইতে

(১) দাশরথি রায় ('বঙ্গবাসী'-সংস্করণ)　(২) মতান্তরে, লৌহযোনি; প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সেখানে ৺বাসন্তী-পূজার সময় ৺হরপার্বতী-মূর্তি তিন দিবস পূজিত হইয়া আসিতেছেন। নিকটে বিক্ষিপ্ত গোলাকার কতিপয় সচ্ছিদ্র প্রস্তরের খণ্ড আছে, ইহাদিগকে উপর্যুপরি সাজাইলে মন্দিরের মত দেখায়। হয় ত, এখানে কোন বৌদ্ধ পীঠস্থান ছিল, পরে হিন্দুরা তাহা নিজস্ব করিয়া লয়। এই পীঠ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক বিশ্বাস চলিত আছে। (১) নববর্ষের প্রথম দিবসে '৺ভগবতী-যাত্রা' উপলক্ষে রাস্তা দিয়া দৌড়াদৌড়ি, গীতবাদ্য, আমোদ-প্রমোদ, মানুষ-সঙের শোভাযাত্রা দেখা বা শুনা যাইত (২),—এখন কেবলমাত্র 'হালখাতা'র উৎসবাদি হয়।

পূর্বে চড়ক বা শিবের গাজন খুব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইত। কখনও কখনও শিবের বিবাহ হইত। ৫।৭ দিবস পূর্ব হইতে মহাদেবকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিবার সময় গাজনের ছড়া গীত হইত, তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত, এবং কেহ উত্তর দিতে না পারিলে, যিনি ছড়া বলিতেন তিনিই উত্তর দিতেন। বাণফোঁড়া ইং ১৮৬৯ সালের আইনে রহিত হয়। গোবিন্দপুরে পূর্বে যেখানে 'পুঁটেপুঁটী'র দোল হইত এবং স্বর্গীয়া সত্যবালা দেবীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থবৃক্ষ বিদ্যমান, পূর্বে ৩২ চড়কের পাক হইত। (৩) কাঁটা-ঝাঁপ, আগুন-ঝাঁপ, ইত্যাদি পূর্বে প্রচলিত ছিল। এখন চৈত্র মাসে 'সন্ন্যাসী' হওয়া এবং কতিপয় স্থলে চড়কের উৎসব প্রচলিত আছে। চড়ক উপলক্ষে গরুর হাড় ও

(১) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (পৃ ৩৬) (২) 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪১ ভাদ্র, আশ্বিন : শান্তিপুরের আমোদ-প্রমোদ ; ১৩৩৯ ভাদ্র (পৃ ৩৬২)। একখানি ইংরাজী পত্রিকায় শান্তিপুরের এই চড়ক ও ইহাতে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর প্রথার কথা লিখিত আছে।

মস্তক, শুষ্ক মৃত্তিকাখণ্ড ও ইষ্টক, এবং লাঠি, ফিঙে, ইত্যাদি লইয়া যে শক্তিপরীক্ষা হইত তাহার বিষয় অন্যত্র (১) লিখিত হইয়াছে। কতিপয় বৎসর হইতে সুতরাগড়ে (প্রতি বৎসর ভিন্ন স্থানে) হেরম্বনাথ চৌধুরীর চেষ্টায় কার্তিকী পূর্ণিমায় ত্রিপুরোৎসব হইয়া আসিতেছে; রাত্রিকালে দীপদান ও আতসবাজী হয়; শিব ত্রিপুরাসুরকে নিহত করিলে, সুরগণ এই উৎসব করেন বলিয়া পৌরাণিক কাহিনী আছে। (২)

শান্ত মুনির প্রতিষ্ঠিত 'বুড়ো শিবের' গাজন বিখ্যাত ছিল। ১৩৩২-৩৩ সালে মহকুমা-হাকিমের চেষ্টায় সাধারণের প্রদত্ত ভিক্ষায় 'বুড়ো শিবের' মন্দির সুসংস্কৃত হয়; ভিক্ষা-মিছিলে গোকুল কাষ্ঠ সন্ন্যাসী, এবং সহায়রাম কাষ্ঠ, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সাহা, প্রভৃতি সহকারী হইত। (৩)

শান্তিপুরের '৺শ্মশানেশ্বর'-শিবলিঙ্গের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। "উলার মুস্তৌফীবাটীর বাহিরে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে বর্তমান বাজারে যাইবার রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে এক জোড়া শিবমন্দির আছে, উহাকে সাধারণে 'হরিশ মুস্তৌফীর জোড়া শিবমন্দির' কহিয়া থাকে। জনশ্রুতি হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, এই যুগ্ম-মন্দির হরিশ বাবুর পূর্বপুরুষ চন্দ্রমণি তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া কোন বিধবা কন্যার জন্য নির্মাণ করাইয়া উহাতে তিনটি কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মন্দির দুইটি সম্ভবত খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের নিকটবর্তী সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। শুনা যায় যে, এই মন্দিরদ্বয়ের মধ্যস্থ একটি শিবলিঙ্গ শান্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে আছে; শান্তিপুরবাসীগণ উহার '৺শ্মশানেশ্বর' নামকরণ করিয়াছেন। রজনীকান্ত মৈত্র (৪) নামক

(১) তৃতীয় ভাগে 'আশানন্দ মুখোপাধ্যায় (ঢেঁকি)'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) যুবক, ১৩৪৫ কার্তিক (পৃ ৩) (৩) বঙ্গরত্ন, ১৯।১।১৩৪৫ (৪) তল্লিখিত 'জীবন-স্মৃতি' দ্রষ্টব্য।

জনৈক ভদ্রলোক উহার জন্য একটি ঘর করিয়া দিয়াছেন। আর একটি শিবলিঙ্গ গুপ্তিপাড়ার গঙ্গার ঘাটে একটি চালাঘরে আছে বলিয়া শুনা যায়।" (১) ৺জলেশ্বরশিব সম্বন্ধে অন্যত্র (২) লিখিত হইয়াছে।

হিন্দুর বার মাসের তের পার্বণের অঙ্গ, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য, এবং ব্রতনিয়মাদি যে কত পালিত হয় তাহার সংখ্যা করা কঠিন, তবে এ সব পূর্বের তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আরও কতিপয় ধর্মমূলক অনুষ্ঠানের কথা লিখিত হইল। বিরাট ৺রঘুনাথ বড়-গোস্বামীদের এবং হাটখোলা-গোস্বামীদের গৃহে পূজিত হন; তাঁহাদের এবং জগন্নাথ-বলরামাদির রথযাত্রা নানা স্থানে সম্পন্ন হয়; ঐ দুই গোস্বামীদের পঞ্চচূড় (?) রথ সুবৃহৎ। (৩) সুতরাগড়ের দুই স্থানে ৺রঘুনাথ আছেন; পূর্বে সেখানকার রথ বিখ্যাত ছিল; কুঞ্জবিহারী সাহার রথও বৃহৎ। প্রাচীনকালে শান্তিপুরে অনেক রথ ছিল; এবং ৭ দিন ধরিয়া নানা স্থানে লোকে গুঞ্জবাটী দর্শন করিত ও যাত্রাগান শুনিত। (৪) হাটখোলা-গোস্বামীদের রথের সরণীতে মেলা বসে, এবং ঘুড়ি ওড়ানর ধূম চলে। একবার ঘুড়ি ধরিতে যাইয়া একটি বালকের বাম হস্তের অস্থি ভগ্ন হয়; ডাঃ বিপিনবিহারী মৈত্র, এম-বি, ঐ হাত কাটিয়া প্রত্যহ বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করেন। (৫) শান্তিপুরে আর এক স্থানে '৺রামসীতা' পূজিত হন—মন্মথনাথ দে কিয়ৎকাল এই পূজার ভার লন। (৬) শান্তিপুরে

(১) সুজননাথ মুস্তোফী—উলার মুস্তোফী-বংশ (পৃ ১০০) (২) প্রথম ভাগ (৩) হাটখোলা গোস্বামীদের নবনির্মিত রথে সাধারণ-প্রদত্ত আনুমানিক ৬,০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।—যুবক, ১৩৪৫ আষাঢ় (পৃ ১৭) (৪) যুবক, ১৩১৪ আষাঢ়। 'বড়-গোস্বামিবংশ' এবং তৃতীয় ভাগে 'স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৫) সোম-প্রকাশ, ১২।৫।১২৮৭ (৬) যুবক, ১৩২৮ অগ্রহায়ণ

রামায়ণ-গান হইয়া থাকে, এবং তুলসীদাসের রামায়ণও পঠিত হয় (পাঠক প্রবোধচন্দ্র সান্ন্যাল)। মতিগঞ্জের ৺গণেশপূজা সমারোহ-সহকারে নিষ্পন্ন হয়; সুতরাগড়ের ৺গণেশের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। "৺গণেশ মোদকজাতির কুলদেবতা। এই নিমিত্ত মোদকেরা শীত-ঋতুতে ৺গণেশপূজা না করিয়া ইক্ষুজাত শর্করায় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন না। মোদকেরা সাধারণত বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী, কেহ কেহ শাক্তও আছেন। কিন্তু ধর্মবিষয়ে ইঁহাদের গোঁড়ামি নাই। শাস্ত্রোক্ত সকল দেবদেবীর প্রতিই ইঁহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী মোদকদিগের গৃহেও যথারীতি ৺দুর্গা, ৺কালী, প্রভৃতি শক্তি-পূজা হইয়া থাকে।" (১) ৺কার্তিকপূজায় অল্প জাঁকজমক হয়। গ্রহণে ও যোগের (অর্ধোদয়, চূড়ামণি, মৌনী অমাবস্যা, ইত্যাদি) সময় এবং নিত্য ও সাময়িক (উত্তরায়ণ ও মহাবিষুব সংক্রান্তি, মাকরী সপ্তমী, বারুণী, ইত্যাদিতে) গঙ্গাস্নান শান্তিপুরের একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মানুষ্ঠান। এ সম্বন্ধে অন্যত্র (২) কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। ২০।২৫ বৎসর অন্তর ভোজনচতুর্দশী (চৈত্রের মঙ্গলবারে) উৎসব গঙ্গাতীরে নিষ্পন্ন হয়।

শান্তিপুরের দর্পনারায়ণ (দপা) মুচী একটি ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিল। দর্পনারায়ণী মতের তাৎপর্য এই—বৈদান্তিক মতের অনুগত জীব ও ঈশ্বরের অভেদ-জ্ঞান। এক দিবস দর্পনারায়ণ সাঁই-সম্প্রদায়ী কুমন ঘরামীর সহিত বিচারের সময় জীবেশ্বরের ভেদজ্ঞান নিরাকরণোদ্দেশ্যে বলে, "তুই ত তাকে পরমেশ্বর বলিয়া থাকিস। ভাল, যদি পর বলিয়াই তাকে সরিয়ে দিলি, তবে তুই তাকে ডাকলি কই?" (৩)

(১) বিশ্বেশ্বর দাস—কার্তিক-চরিত (পৃ ৩১) (২) প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৩) অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৫২); বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক; উপাসক)

বাং ১৩৩৪ সালে কুঠীরপাড়ায় মহিলাদের ধর্মালোচনার জন্য 'ব্রহ্ম-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদুষী ধর্মপ্রাণা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর চেষ্টায় সাধারণের সাহায্যে ১৩৩৫ সালে আশ্রমের দেবালয় ও সুদৃশ্য শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, এবং কয়েকখানি কুটীর নির্মিত হয়। শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ স্থায়ী যজ্ঞকুণ্ডে দিবারাত্র হোমাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। সেখানে অনেক স্থানীয় মহিলা প্রত্যহ সমবেত হন। জ্যোতির্ময়ী দেবী বিশেষ আবশ্যক হইলে বাহিরে আসিয়া পুরুষদের সহিত কথাবার্তা কহেন। আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। (১) এখান হইতে 'গীতা-সারতত্ত্ব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। (২)

শান্তিপুরের পশ্চিমদিক্‌স্থিত উপকণ্ঠে মেথিডাঙা-গ্রামে স্বামী অচ্যুতানন্দ মহারাজ কয়েক বৎসর পূর্বে 'আনন্দ-মঠ' (অচ্যুতানন্দ-মঠ) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা রোগী ও বিপদ্‌গ্রস্ত লোকদিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। ভাগীরথীর বন্যায় মধ্যে মধ্যে আশ্রমের ক্ষতি হয়। ইহার একটি পরিচালক-সমিতি আছে। (৩) এখানে প্রতি অমাবস্যায় ৺কালীপূজা ও হোম হয়। (৪)

পুকুর-প্রতিষ্ঠা, জলসত্র-দান, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা, 'শীতল'-দান, মঙ্গল-আরতি, প্রভাতী ফেরী-গান, ইত্যাদি কত ঘটনা উপলক্ষ করিয়া যে দেব ও লোক-সেবা প্রচলিত ছিল বা আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন আর্তত্রাণ-সমিতি, কল্যাণসঙ্ঘ, প্রভৃতি নানা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়াছে। বিখ্যাত দাতাদের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। "কাঁসারীপাড়া-নিবাসী হরিপদ দাসের পুণ্যবতী সহধর্মিণী আতরমণি

(১) শান্তিপুর, ১৩৩৬ আষাঢ় (পৃ ৬৯); যুবক, ১৩৪৪ ফাল্গুন (পৃ ৬০) (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪।৪।১৩৪১ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭।১০।১৩৪৫ (৪) যুবক, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৯)

দাসী ২,০০০ দীন দরিদ্রকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে নগদ ।০ আনা ও একখানি করিয়া নূতন বস্ত্র দান করিয়াছেন। আজ-কাল এরূপ পুণ্যজনক কার্য খুবই কম দেখা যায়।" (১) বড়-শ্যামা-চাঁদনীপাড়ার তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী সরোজিনী দেবী, এবং মদনগোপালপাড়ার বিষ্ণুচরণ দের স্ত্রী আতরকুমারী দাসী তাঁহাদের স্বামীর স্মৃত্যর্থে প্রত্যেকে শান্তিপুর-ওরিয়েণ্ট্যাল-একাডেমিতে ৫০০৲ টাকা করিয়া দান করেন। (২) শ্যামবাজার-অঞ্চলের নীলমণি প্রামাণিক তোপখানাপাড়ায় একটি ইন্দারা কাটাইয়া দিয়াছেন। (৩) লঙ্কাপাড়ার পাঁচুগোপাল ঘোষ ইন্দারা-খননের জন্য ৪০০৲ টাকা দান করেন, এবং সুতরাগড়-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন; তিনি পরে অন্ধ হইয়া অর্থের অভাবে অতিকষ্টে দিন যাপন করেন। (৪) এইরূপ দান বিস্তর আছে।

শ্রাবণে মহিলাগণের বনভোজন, ভাদ্রে অরন্ধন, অগ্রহায়ণে নবান্ন ও পৌষে 'পযুলি' ও 'পিঠাপুলি'র পার্বণ—সবই একটা ধর্ম ও প্রেমের ভাব লইয়া সম্পন্ন হইত। শ্রাবণে হরিপুরে 'ঝাঁপান' হইত; সাপুড়ে বা মালেরা সাপের হাঁড়ি লইয়া বংশমঞ্চে উঠিয়া সর্পক্রীড়া দেখাইত, কেহ কেহ সর্পদংশনে হতজ্ঞান হইয়া যাইত। ওঝারা গৃহস্থের বাটী হইতে সাপ খুঁড়িয়া বাহির করিত।

আধুনিক কালে যোগানন্দ ভারতীর বাটীতে, সাহিত্য-পরিষদে বা অন্য স্থানে রামমোহন রায় (৫), রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ,

---

(১) যুবক, ১৩৩৬ আষাঢ় (পৃ ২) (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩।৮।১৩৪১ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০।৮।১৩৪১ (৪) শান্তিপুর, ১৩৩৬ আশ্বিন (পৃ ১৫২), কার্তিক (পৃ ১৮৫) (৫) 'রামমোহন রায়'-শতবার্ষিকী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সারদা দেবী, চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অদ্বৈতাচার্য, বুদ্ধদেব, যীশুখৃস্ট, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রভৃতি ধর্মবীর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২), শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, প্রভৃতি কর্মবীরের স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান হয়। পাগলা-গোস্বামীদের নাটমন্দিরে একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মোৎসব সারাদিন ধরিয়া হয়; প্রাতে হরিসংকীর্তন, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণব ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা, অপরাহ্নে কীর্তন, এবং সন্ধ্যায় একটি সভা হয়,—এই সভায় নলিনীমোহন সান্যাল সভাপতি হন, এবং বৃন্দাবনবাসী সুগায়ক স্বামী প্রেমানন্দ যোগদান করেন; ছাত্রসম্প্রদায়ের চেষ্টায় এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়। (৩) ১৩৩৮ সালে পঙ্কজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে রামকৃষ্ণ-উৎসব হয়। সুতরাগড়ের কারিকর-পল্লীতে বহু দিন হইতে সাধুসন্ন্যাসী-ফকির-সেবার মহোৎসব, সংকীর্তন ও যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। (৪)

(১) শান্তিপুর-ছাত্র-ফেডারেশনের (সম্পাদক অমরনাথ রায়) উদ্যোগে সাধারণ লাইব্রেরীহলে ইং ১৩।৭।১৯৪১ তারিখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যু উপলক্ষে দুইটি সভার অধিবেশন হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫।৪।১৩৪৮; যুবক, ১৩৪৮ শ্রাবণ (পৃ২১), আশ্বিন (পৃ ৩১)। 'যুবক'-কার্যালয়ে এই দুই উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।—যুবক, ১৩৪৭ বৈশাখ (পৃ ২)। শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদেও রবীন্দ্রনাথের জন্য শোকসভা আহূত হয়;—সচ্চিদানন্দ সান্যাল, এম-এ, বি-এল, সভাপতি থাকেন।—যুবক, ১৩৪৮ আশ্বিন (পৃ ৩১) (২) শান্তিপুরে ইঁহার শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। (৩) শান্তিপুর, ১৩৩৬ চৈত্র (পৃ ৩১৫) (৪) যুবক, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ১০)

মৌনীবাবার স্মৃত্যুৎসবের কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। শান্তিপুরের কত লোকের বাটীতে যে কত সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির আসিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

সঙ্গীত ধর্ম্মবিষয়ক ও সামাজিক উৎসবের অঙ্গ বলিয়া এখানে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। শান্তিপুরের সঙ্গীতচর্চার আংশিক কথা অন্যত্র (১) লিখিত হইয়াছে। জমিদার রামচন্দ্র (?) ও শ্যামচন্দ্র (?) রায়, রাজচন্দ্র রায় (পাখোয়াজ ও সেতার-বাদক), হরমোহন রায়, সুরেন্দ্রনাথ রায় (বাঁয়া-তবলা-বাদক), যতীন্দ্রনাথ রায়, বটকৃষ্ণ সরকার (পাখোয়াজ-বাঁয়া-তবলা-বাদক), বিহারীলাল গোস্বামী (মৃদঙ্গ, সেতার, এসরাজ, সুরবাহার ও বাঁয়া-তবলা-বাদক), যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী (সেতার-বাদক), অটলবিহারী গোস্বামী (মৃদঙ্গ ও বাঁয়া-তবলা-বাদক ; প্রথমে হাটখোলা-গোস্বামীপাড়া পরে সুতরাগড়বাসী), অক্ষরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মৃদঙ্গ ও সেতার-বাদক), কেদারনাথ রায়, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র লাহুরী (২), রমানাথ গোস্বামী, নির্ম্মলচন্দ্র গোস্বামী, দানু শী (ধ্রুপদ-গায়ক), শ্যামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাধু সিদ্ধান্ত, ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় (বেহালা-বাদক), বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (হার্ম্মোনিয়ম-বাদক), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হার্ম্মোনিয়ম-বাদক), সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল রায়, পূর্ণচন্দ্র দাস, নুটবিহারী গোস্বামী (মৃদঙ্গ ও তবলা-বাদক), কালিদাস প্রামাণিক (কুঁজো), রাধিকানাথ প্রামাণিক (বাগানে), রাসবিহারী প্রামাণিক, হরি প্রামাণিক (ওস্তাদ), শ্যামাচরণ ভাণ্ডী (প্রামাণিক), চন্দ্রকান্ত প্রামাণিক, গগনচন্দ্র প্রামাণিক,

---

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২২৬-৭) (২) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৯ বৈশাখ (পৃ ২২৬)। তিনি কিয়ৎকাল মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের গায়ক নিযুক্ত থাকেন।

রাধানাথ প্রামাণিক, হাজারীলাল প্রামাণিক (পকান), অধর লহরী, গঙ্গারাম বয়রাওয়ালা (প্রামাণিক), ভীমচন্দ্র রায়, পার্বতীচরণ নন্দী, মথুরানাথ ভট্টাচার্য, কালিদাস দত্ত (ঘাড়কাটা), ঝুলন প্রামাণিক (দাড়া), মাখনলাল প্রামাণিক, যোগীন্দ্রনাথ সাহা, বিহারীলাল ভবানী, কেদার কটিঙ্গে (প্রামাণিক) (পাখোয়াজ-বাদক), হাজারীলাল প্রামাণিক (মাস্টার), প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কণ্ঠ বা যন্ত্র-সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বা আছেন। "২২০ বৎসর আগে শান্তিপুর সঙ্গীতের জন্য এত বিখ্যাত হইয়াছিল যে, তখন শান্তিপুরকে লোকে 'বাংলার লক্ষ্ণৌ' বলিত।...(লক্ষ্ণৌ হইতে আনীত) ওস্তাদ রাত্রিবেলায় যখন জমিদার রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র রায়কে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, তখন পূর্বলিখিত তন্তুবায় সাধু সিদ্ধান্ত সকলের অজ্ঞাতসারে পাঁচিল টপকাইয়া গিয়া লুকাইয়া ওস্তাদের সঙ্গীত শুনিতেন (কারণ অর্থাভাব), এবং বাদ্যযন্ত্রের অভাবে দেওয়ালে আঘাত করিয়া তাল শিক্ষা করিতেন। রাম ও শ্যামবাবু যাহা ৩।৪ দিনে শিখিতেন, সাধু তাহা এক দিন শুনিয়াই আয়ত্ত করিতেন। কালে সাধু এক জন বিখ্যাত ওস্তাদ হন।" (১) সুতরাগড়-বাসী বিষ্ণুচন্দ্র রায় ও মধুসূদন ভট্টাচার্য কবির ও কীর্তনের গান রচনা করিতে পারিতেন। বৈচির কবি সাতু রায়ের কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। শঙ্কর দাস, বিশ্বনাথ দাস, জীবনেশ্বর সাহা, চণ্ডীচরণ খাঁ, নবকিশোর দাস, প্রভৃতি গীতিকার ছিলেন। (২) রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (সেতার ও এসরাজ-বাদক) গাথা-রচয়িতা ছিলেন। (৩) হিন্দু ও মুসলমান অনেক ব্যক্তি গাথা রচনা করিতে

(১) তন্তু ও তন্ত্রী; শান্তিপুর, ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ (পৃ ২০৬)
(২) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪৩ (পৃ ১২): সেকালের গীতিকার (৩) ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পারিতেন। বেল্লাল মিস্ত্রীর ও হরি ডোমের 'বেহুলা'-গানের, রাজু জোলার কবি-গানের, এবং গোপাল পেয়াদার (মুসলমান) পুতুল-নাচের (পৌরাণিক বিষয়মূলক) দল ছিল। অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (অপেরা-পরিচালক) ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দীর (যাত্রাভিনয়-রচয়িতা) কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। গোপীচরণ নন্দী, কিশোর প্রামাণিক, নফর রজক, দীনদয়াল প্রামাণিক ও জানকীনাথ গোস্বামীর সখের যাত্রার দল ছিল। এখন ফটকপাড়া, লক্ষ্মীতলাপাড়া ও সেনপাড়ায় যাত্রার দল আছে। বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত (রচয়িতা), মতিলাল মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ সাহা, মন্মথনাথ মৈত্র, প্রভৃতি যাত্রা বা অপেরা-দলের বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন। হরি স্বর্ণকার, পাঁচুগোপাল দাস ও পূর্বলিখিত পূর্ণচন্দ্র দাসের চণ্ডীর গানের দল, ব্রহ্মশাসনের গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের (দাশরথি রায়ের দলের এককালীন ম্যানেজার) পাঁচালীর দল, এবং একটি তরজার ও কতিপয় কীর্তন ও খেমটার দল ছিল। গোপীনাথ ভট্ট (রায়), তদীয় পুত্র কালিপদ (ক্ষুদিরাম) ও দৌহিত্র ভূষণচন্দ্র রামায়ণ-গানের দল করিয়া গাহিতেন। বাঞ্ছারাম কীর্তনীয়া (ইঁহার নামের উপর রচিত একটি প্রচলিত পদ আছে), গিরীশ কীর্তনীয়া, বিপ্রদাস সেন (তন্তুবায়, সুতরাগড়-বাসী), কাঙালীচরণ দাস (বৈষ্ণব), বিষ্ণুপদ স্বর্ণকার, মধুসূদন দাস, অধরচন্দ্র প্রামাণিক (ইনি খেয়ালেও ওস্তাদ ছিলেন), গোপালচন্দ্র বসু, প্রভৃতি বিখ্যাত কীর্তন-গায়ক ছিলেন; মথুরানাথ প্রামাণিক (ডাবরিয়া) ও যদুনাথ প্রামাণিক উত্তম পাখোয়াজ ও খোলবাদক ছিলেন; এবং সাধু কবি হরিমোহন প্রামাণিকও খোল বাজাইয়া কীর্তন করিতে পারিতেন। অনেক ভাল সানাইদার ছিল ও আছে। অসংখ্য ভিখারীর ভিতরে অনেক ভাল ভাল গায়ক ছিল ও আছে। শান্তিপুরের পাঠক-কথকদিগের মধ্যে মদনগোপাল গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, রাধাবিনোদ গোস্বামী,

হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী, তারণ গোস্বামী, মোহনলাল গোস্বামী ও বীণাবল্লভ গোস্বামী, কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ন্যাশন্যাল ক্লাবের 'ঐক্যতান-বাদন'-বিভাগ ও শ্যামচাঁদপল্লীর 'স্ট্রিং-ব্যাণ্ড'-সম্প্রদায় মিলিত হইয়া গঠিত একটি 'অর্চেস্ট্রা' বর্তমান ছিল।

এখানে প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, "প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের কতিপয় ভদ্রলোক আখড়াই-সুর উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা টপ্পার সুরে কতকগুলি অশ্লীল গান গাহিতেন। পরে এই সুর কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত নগরসমূহে ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। মহারাজ নবকৃষ্ণ ও তৎপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ বাহাদুরের সময় এই আমোদের অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি হয়। মহারাজ নবকৃষ্ণের সাহায্যে কুলুইচন্দ্র সেন নামক জনৈক সঙ্গীত-পারদর্শী বৈদ্য আখড়াই-বাদ্য ও সুরের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁহার ভাগিনেয় (নিকট-সম্বন্ধীয় পিতৃস্বসৃ-পুত্র) সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) ঐ সুরকে বিশেষরূপে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও সংস্কৃত করেন। ১২:৩ বঙ্গাব্দে তাঁহার সংস্কৃত প্রণালীতে দুইটি দল সংগঠিত হয়। তন্মধ্যে এক দল বাগ্‌বাজার ও শোভাবাজারের ধনকুবেরগণ কর্তৃক ও অপর দল পাথুরিয়াঘাটাদি স্থানের ধনিগণ কর্তৃক পরিপুষ্ট হয়। আখড়াই-সংগ্রামে উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল না;—যে দলের গাহনা, বাজনা ও সুর ভাল হইত, সেই দলই জয়লাভ করিয়া নিশান প্রাপ্ত হইত।······নিধু বাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসু 'হাফ-আখড়াই' সৃষ্টি করেন। তদবধি 'আখড়াই'এর নাম 'ফুল-আখড়াই' হইয়াছে।······'হাফ-আখড়াই'এর সুর অনেকটা 'আখড়াই'এর মত, তবে তাহাতে ইহার ন্যায় সুরের অধিক নৈপুণ্য প্রকাশ নাই। 'হাফ-আখড়াই'এ উত্তর-প্রত্যুত্তর আছে।"

(১) "অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব হইতে নদীয়া-শান্তিপুর-অঞ্চলে এক ধরণের প্রণয়গীতির প্রচলন হয়। এই গানের ভাব ছিল নিতান্ত গ্রাম্য, এবং ভাষা অনেক সময় শ্লীলতার গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইত। এই গানের নাম ছিল 'খেঁড়ু' বা 'খেঁউড়'। (২)......শান্তিপুর (খেঁউড়-গানের প্রধান আড্ডা) হইতে খেঁউড়-গানের কেন্দ্র গঙ্গাস্রোত বাহিয়া উঠিয়া আসে চুঁচুড়ায়, তাহার পর কলিকাতায়।......প্রধানত কুলুইচন্দ্র সেনেরই প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে খেঁউড়-গান ওস্তাদি ঢঙে মণ্ডিত ও মার্জিত হইয়া 'আখড়াই' (অর্থাৎ, আখড়া বা সঙ্গীতশালার উপযুক্ত) নামে পরিচিত হয়।......নিধু বাবুই মার্জিত রুচির প্রণয়গীতি রচনা করিয়া আখড়াই-গানকে নাগরিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ সহায়তা করেন।......খেঁউড় হইতে হয় আখড়াই। আর্যা-তর্জা, খেঁউড় ও পাঁচালীর সংমিশ্রণে হয় পরবর্তী কালের কবিগান। আর হাফ-আখড়াই আসে আখড়াই, পাঁচালী ও কবিগানের মিলনের ফলে।" (৩)

আধুনিক কালে শান্তিপুরে বায়স্কোপ (২টি প্রতিষ্ঠান আছে) ও থিয়েটার প্রচলিত হইয়াছে। ১৫।২০টি নাট্যসম্প্রদায়ের (অতীত ও বর্তমান) মধ্যে ন্যাশন্যাল ক্লাব, টাউন-ক্লাব, দি এমেচার থিয়েটার-ক্লাব, রংমহল (৪), বান্ধব-নাট্যসমাজ (সম্পাদক সুকুমার দাস) (৫), করোনেশন-

---

(১) বৈষ্ণবচরণ বসাক—বিশ্বসঙ্গীত (১৩শ সংস্ক, পৃ ৪৩৫-৭); ভারতবর্ষ, ১৩৪৩ আশ্বিন (পৃ ৫২৮) (২) প্রথম ভাগ (পৃ ২৪৪) (৩) সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৯৭৯, ১০৪৬-৫৫); গীতরত্ন (৩য় সংস্ক, পৃ ।৶০—॥৵০); সংবাদ-প্রভাকর, ১২৬০ (নিধু বাবুর জীবনী) (৪) Amrita Bazar Patrika, 2.7. 1937 (৫) প্রবাসী, ১৩২৯ শ্রাবণ (পৃ ৬১১)। সুতরাগড়ে এই ক্লাবের 'সতীলক্ষ্মী'-অভিনয়ে মহম্মদ সাদেক আলি, মহম্মদ সিরাজুল, প্রভৃতি উদ্যোক্তা ছিলেন।—যুবক, ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ (পৃ ৫৮)

ক্লাব, এমারল্ড-ক্লাব, রামনগর-পল্লীর থিয়েটার-পার্টি, সুতরাগড়-ড্রামাটিক ক্লাব (১), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সিনেমায় দুর্নীতিমূলক প্রচার ও অর্থ-নৈতিক ক্ষতির দিক্ অগ্রাহ্য নহে। "শান্তিপুর-সাধারণ-লাইব্রেরীতে টকি-বায়স্কোপে লোকের খুব ভিড়। প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বায়স্কোপ দেখিতে যান। অভাবগ্রস্ত অনেক বাড়ী হইতে ঘটীবাটী বিক্রয় করিয়াও টকি-বায়স্কোপ দেখা হয়। এক জন গরীব বিধবা এক বাড়ীতে কাজ করিয়া মাসিক ৫৲ টাকা বেতন পায়। তার একমাত্র পুত্র সেই আয় হইতে ৩৲ টাকা দিয়া বায়স্কোপ দেখে। বিধবা যাঁর বাড়ী কাজ করে তাঁকে গিয়ে বলে,—মা! আমার ছেলের বায়স্কোপ দেখার জন্য ৩৲ টাকা খরচ হয়; বাকী ২৲ টাকায় কি ক'রে চালাই বলুন; ছেলেকে কিছু বলিলে সে বলে যে, বায়স্কোপ দেখিতে না দিলে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে; কাজেই তার উপর আর কিছু বলিতে পারি না।" (২)

শান্তিপুরের অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন লাহিড়ী (নাট্যমন্দির), কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্টার-থিয়েটার), মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় (এমারল্ড ও বেঙ্গল-থিয়েটার), নির্মলেন্দু লাহিড়ী (নাট্যনিকেতন, নাট্যভারতী, ইত্যাদি), অমলেন্দু লাহিড়ী, আশুতোষ লাহিড়ী (ওল্ড ক্লাব), প্রভৃতি কলিকাতায় অভিনয় করিয়া প্রসিদ্ধ হন।

শান্তিপুরের হাস্যরসিকদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন গোস্বামী ও কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগরের কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। গোপাল ভাঁড় হয় শান্তিপুরবাসী, না হয় শান্তিপুরের সহিত সম্বন্ধসূত্রে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং প্রায়ই শান্তিপুরে আসিতেন। তাঁহার নামে শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় অনেক

(১) Amrita Bazar Patrika, 5.3.1939 (২) যুবক, ১৩৪৬ বৈশাখ (পৃ ৩)

রসিকতার গল্প চলিত আছে। (১) কেহ বলেন যে, গোপাল 'বিশ্বাস' গুপ্তিপাড়ার কায়স্থ ছিলেন। "গোপাল নরসুন্দরবংশীয় ছিলেন। তাঁহার পূর্বনিবাস শান্তিপুর, কিন্তু রাজসভার সংস্রবে আসিয়া তিনি কৃষ্ণনগর-ঘূর্ণীতে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করেন।" (২) "গোপাল নরসুন্দরজাতীয় এবং শান্তিপুরনিবাসী। তাহার বংশ বিলুপ্ত। তাহার ভিটায় অন্য একজন ক্ষুরিজাতীয় লোক বাস করিতেছে।" (৩) কিন্তু গোপালের বংশধর নগেন্দ্রনাথ দাস লিখিতেছেন যে, গোপালের বাস মুর্শিদাবাদ-জেলায় ছিল। (৪) তিনে নাপিত, গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ও নবীন হোরাও (ব্রাহ্মণ; ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান) হাস্যরসিকদের মধ্যে গণ্য হইতেন। সু-কবিরাজ রঘুনন্দন সেন উদ্ভটসাগর এক জন সুরসিক সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন; তিনি সংস্কৃত-কবিতা ও নাটকাদি আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের কথা অন্যত্র (৫) লিখিত হইয়াছে; এখনও ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উৎসবাদি হইয়া থাকে। আর্যসমাজীদের আর্যকুমার-সভায় কয়েকবার ধর্মালোচনা হইয়াছিল;—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি শান্তিপুরে আগমন করেন। (৬) মিউনিসিপ্যাল-স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, মহাশয় তাঁহার বাটীতে ছাত্রদিগকে ধর্ম ও নীতিপ্রসঙ্গ শিক্ষা দিতেন। ধর্মপ্রাণ

(১) গোপাল ভাঁড় (বিভিন্ন সংস্করণ); বঙ্গরত্ন, ৩০।৫।১৩৪২ ……(শান্তিপুরে রসিকতা) (২) কুমুদচন্দ্র মল্লিক—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (পৃ ১০৬); নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৯৮); শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪৩ (পৃ ৮৩) (৩) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত; আশুতোষ দেব—বাংলা অভিধান; সুবলচন্দ্র মিত্র—অভিধান (৭ম সংস্ক) (৪) নবদ্বীপ-মহিমা (৫) প্রথম ভাগ (৬) যুবক, ১৩২৯ ফাল্গুন

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, বিমলানন্দ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, প্রেমানন্দ ভারতী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গন্ধবাবা (বিশুদ্ধানন্দ স্বামী), পাগল হরনাথ, সাধু জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধু উপেন্দ্রনাথ (১), প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শান্তিপুরে আগমন করেন। মেলা, যোগ, ধর্মসম্মেলনাদি উপলক্ষে শান্তিপুরে অনেক প্রচ্ছন্ন সিদ্ধ পুরুষ ও সাধুর সমাগম হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে পূর্বলিখিত মাখনলাল প্রামাণিকের গৃহে কলিকাতা হইতে আগত 'গৌর-মাতা'র ('লেডি গৌরাঙ্গ', 'প্রভু') অদ্ভুত ভাবসমাধি প্রকাশ পায়। মাখনলাল ভাল কীর্তনীয়া ছিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে একাদশী আদি তিথিতে হরিবাসর, এবং প্রতি মাসে ১।২ দিন কীর্তন হইত; একবারকার অষ্টপ্রহর-কীর্তনে কলিকাতা হইতে অজিতনাথ রায় ভক্তিবাচস্পতি প্রভৃতি আসিয়া পাঠাদি করেন। মাখনের প্রথম পুত্র কানাইলাল বি-এ-রেলে কাজ করেন, এবং দ্বিতীয় পুত্র মোহনলাল কীর্তনীয়া। কয়েক বৎসর পূর্বে গঙ্গার চরে এক মৌনী সিদ্ধ পুরুষ কিয়ৎকাল অবস্থান করেন; তাঁহার কথা অন্যত্র (২) লিখিত হইয়াছে। শ্মশানঘাটে আগত এক প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ স্থানত্যাগের কিছু পূর্বে কয়েকজন চিররুগ্ন রোগীকে রোগমুক্ত করেন; প্রবাদ এই যে, তিনি নাকি সময় সময় গোখুরা সাপের সহিত একসঙ্গে আহার করিতেন। (৩) এক বার এক জন অঘোরপন্থী সন্ন্যাসী আসিয়া অলৌকিক উপায়ে কাহারও কাহারও বিপদ দূর করিয়া দেন। "সাধু বামাক্ষেপা এই স্থান পবিত্র করিয়াছেন।" (৪) কিয়ৎকাল পূর্বে ঢাকার সেবানন্দ রাজেন্দ্র-

(১) বেচারাম লাহিড়ী—সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ (২) তৃতীয় ভাগে 'কার্তিকচন্দ্র দাস'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) বেচারাম লাহিড়ী—সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ (৪) বঙ্গবাণী, ২৮।৬।১৩৩৮ : শ্রীধাম শান্তিপুর

কুমার মজুমদার আসিয়া কতিপয় স্থানে ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে বেদবাণী প্রচার করেন। (১)

শান্তিপুরের নেংটা বাবা, গুরুচরণ তরফদার ও তদীয় ভ্রাতা, মাধব-চন্দ্র দাস (২), কৃষ্ণদাস বাবাজী, (নবদ্বীপবাসী) মধুসূদন গোস্বামী, নরহরি চক্রবর্ত্তী (নালু মাস্টার) ও (হিমালয়বাসী) কতিপয় যোগী মহাপুরুষের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। (৩) উপরোক্ত নরহরি গীত-

---

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫।৩.১৩৪২ (২) যোগীশ্বর পরমহংস মাধবদাসজী শান্তিপুরের নিকটস্থ কোন গ্রামে মুখোপাধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১২৩ বৎসর বয়সে সমাধিমগ্ন অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত নর্মদাতীরস্থ মালসার-গ্রামের আশ্রম গুজরাট ও বোম্বাই-অঞ্চলের অধিবাসীদিগের নিকট তীর্থরূপে গণ্য হয়। পশ্চিম ভারতে তাঁহার ভক্ত-শিষ্যের সংখ্যা বহুল। তিনি সাধারণ শিষ্যগণকে ভক্তি-মার্গের উপদেশ দিতেন, এবং যে কয়জনকে বিজ্ঞানসম্মত যোগসাধনে উপদেশ দেন তন্মধ্যে বোম্বাইএর যোগ-ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযোগেন্দ্র অন্যতম। মাধবদাসের জীবনী ও উপদেশ-সঙ্কলিত গুজরাটী ভাষায় লিখিত 'পরমহংসানী প্রসাদী' নামক পুস্তক আছে। তিনি বিভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল করাচীতে ৪।৫ শত সাধুর মোহন্তরূপে পরিচিত থাকেন, ১৯০৯ খৃস্টাব্দে নিখিল-ভারত-সাধু-সম্মেলনের আয়োজন করেন, শ্রীযোগেন্দ্রকে দিয়া 'গীতাঞ্জলি'র গুজরাটী অনুবাদের ব্যবস্থা করেন, এবং আধ্যাত্মিক ও যৌগিক শিক্ষাদানের মধ্যেও ভক্তগণের অনুরোধে নানা জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি ১১বার পদব্রজে ভারত ভ্রমণ করেন।—ভারতবর্ষ, ১৩২৭ কার্তিক (পৃ ৬২৪-৭ ; মাধবদাস ও আশ্রমের প্রতিকৃতি সহ) (৩) সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ (২ খণ্ড)

রচয়িতা ছিলেন; তিনি শান্তিপুরের সাধু গুরুচরণ তরফদারের ভক্ত ছিলেন, এবং পরিব্রাজকবেশে বহুদিন হিমালয়ে ছিলেন। (১) আগমেশ্বরীতলার কৃষ্ণানন্দ গোস্বামী (অমরনাথ বা 'ঢুণ্ডি' ভট্টাচার্য) দীর্ঘকাল সন্ন্যাস-জীবনযাপন এবং নানাস্থানে ভ্রমণ ও তপস্যা করিয়া ছাতনায় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তাঁহার অনেক শিষ্য আছে; তিনি মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে আসেন। তাঁহার গুরু প্রেমানন্দ ভারতী (ব্রহ্মানন্দের শিষ্য); তিনি প্রত্যহ গুরু-প্রদত্ত সুদীর্ঘ মালায় দুই লক্ষ নাম জপ করেন। তিনি কিয়ৎকাল টুণ্ডলায় ডাক্তারী করেন। তিনি বলেন যে, সমরখন্দ, খিবা, পেশোয়ার, কাবুলাদি স্থানে শান্তিপুর-সন্তান দেখা যায়। তাঁহার পিতা রাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য রেলে এ-টি-এস (পূর্বে অডিট-বিভাগের প্রধান কেরাণী; টুণ্ডলা-সদর) ছিলেন,—ইনি বহু লোকের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা প্রিয়নাথ রেলে উচ্চপদস্থ কেরাণী ছিলেন, এবং অন্য ভ্রাতা অধরনাথ ফরক্কাবাদ-কায়েমগঞ্জে স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তৎপরে পশ্চিমাঞ্চলে অধ্যাপক এবং টাটানগরে স্কুল-পরিদর্শক ও সহকারী তত্ত্বাবধারক ছিলেন,—অধর-পুত্র নির্মলেন্দু টাটানগরে ফোরম্যানের কার্য করেন। কৃষ্ণানন্দ-পুত্র ধরণীরঞ্জন ই-আই-রেলে স্টেশন-মাস্টার ছিলেন এবং পরে গার্ড হন। লছমনঝোলার রাস্তায় স্বর্গাশ্রমের নিকট কয়েক বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের ডাঃ কুঞ্জবিহারী সাহার সংসারত্যাগী ভ্রাতা বাস করিতেন। বক্তারের ঘাটে জগন্নাথ দাস নামে এক জন সাধু থাকিতেন; তিনি প্রত্যহ দুই লক্ষ নাম জপ করিতেন। গোপাল ক্ষ্যাপার (আবদুল জব্বর) বিভূতি ছিল বলিয়া অনেকে

(১) সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ, ১ম খণ্ড (পৃ ৬৯); মোদকহিতৈষিণী, ১৩৩৮ পৌষ (পৃ ৯২)

বিশ্বাস করিত। এই গ্রন্থের নানা স্থানে শান্তিপুরের আরও অনেক ধর্মপ্রাণ পুরুষের ও ধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।

শান্তিপুরে হিন্দু-মহাসভার একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে,—তাহার সভাপতি ধর্মনিষ্ঠ রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয় এবং একটি কার্যনির্বাহক সমিতিও গঠিত হইয়াছে। হিন্দু-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হিন্দু-মহাসভার প্রচারক অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আসিয়া দুইটি বৃহতী সভায় বক্তৃতা করেন। (১)

এখানে পরলোকের অস্তিত্বজ্ঞাপক শান্তিপুরের একটি প্রকাশিত ঘটনার বিবরণ লিখিত হইল। বেরি-বেরি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একটি বেণিয়া-যুবতী একদা অজ্ঞান হইয়া যায়; ওঝা আসিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির করে যে, তাহার ভগ্নার প্রেতাত্মা তাহাকে অধিকার করিয়াছে, এবং এই প্রেতাত্মা এবং তাহার স্বামীর ও একটি জলমগ্ন যুবকের প্রেতাত্মা নিকটেই এক স্থানে বাস করে; যুবতীটি তাহার পর সুস্থ হয়। (২)

শান্তিপুরের মুসলমানগণের সহিত হিন্দুদের মোটের উপর মিলনের ভাবই দৃষ্ট হয়। সুতরাগড়-অঞ্চলেই বেশীর ভাগ মুসলমানের বাস। গাজি মিঞার বিবাহ, মহরম, ঈদের পর্বাদি সমারোহে নিষ্পন্ন হয়। প্রতি বৎসর সুতরাগড়ের মালঞ্চ-অঞ্চলে উক্ত গাজি মিঞার বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হয়। তিনি আজমীর-অঞ্চলের একজন সাধু ছিলেন, এবং বিবাহদিবসে (বিবাহের পূর্বে) হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া মৃত্যু বরণ করেন। এই ঘটনার স্মৃত্যর্থে উৎসবে বিবাহের আয়োজনাদি মাত্র হয়। তদুপলক্ষে 'ছক্কায়' বাজনার সময় এই কথা বলে—'কায়েতের মেয়ে আমি, ছুঁও নাক', ভাই। দুটি বেলা মারি

---

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০।৫।১৩৪৬ (২) Amrita Bazar Patrika, 20.9.1936

ভাত, রাতে নাহি খাই।' অনেক হিন্দু-মহিলা ঐ সময় 'মানস'-উপবাস ও সিন্নি আদি দান করিতেন। (১) মহরমের সময় উচ্চ উচ্চ 'গোঁয়ারা' বা 'তাজিয়া'সহ মিছিল বাহির হয়, এবং যষ্টি-ক্রীড়াদি প্রদর্শিত হয়। শান্তিপুরে অনেকগুলি মসজিদ আছে। তোপখানা-মসজিদের কথা অন্যত্র (২) লিখিত হইয়াছে। মাণিকপীরের আস্তানা, দরগাদিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও সমানভাবে মানতাদি করিত। পঞ্চু মিঞা প্রভৃতি কতিপয় সাধক ছিলেন। পঞ্চু খুন্দকারের সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, একদা ব্যাঘ্রারূঢ় কোন মহাপুরুষ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে, ভগ্ন প্রাচীরে সমাসীন দন্ত-ধাবনে নিরত পঞ্চু মিঞা প্রাচীরকে বলেন, 'চল্, বেটা, চল্', এবং প্রাচীর নাকি চলিতে থাকে। সুতরাগড়-দক্ষিণপাড়ায় পঞ্চু খুন্দকারের সমাধি আছে। (৩)

দানবীর মরহুম শরিবৎ সাহেবের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বেড়পল্লীতে আনুমানিক ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে ঝিনুকের ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর বিত্তশালী হন। মোসলেম-হাই-স্কুল যে স্থানে বর্তমান, সেখানে তাঁহার দ্বিতল অট্টালিকা ছিল। নূতন-হাটের পশ্চিমে আন্দাজ ১০/০ বিঘা জমির উপর আনুমানিক ১৭৯৬ খৃস্টাব্দে তিনি প্রায় ২০,০০০৲ টাকা খরচ করিয়া একটি মসজিদ ও অতিথিশালা নির্মাণ করেন;—তখন রাজমিস্ত্রীর দৈনিক মজুরি দশ পয়সা, এবং মালমসলার দামও সস্তা ছিল; আশ্চর্য এই যে, নির্মাণের পর হইতে মসজিদটির সংস্কারের প্রয়োজন হয় নাই। তিনি সুতরাগড়-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের পূর্বে বিস্তৃত বাগান (পুষ্করিণীসহ) পত্তন করেন। দুঃখের বিষয়, এই সম্পত্তি বর্তমানে

(১) কার্তিক-চরিত (পৃ ২৫) (২) প্রথম ভাগে (৩) কার্তিক-চরিত (পৃ ৫)

হস্তান্তরিত, এবং উক্ত অতিথিশালাটি উঠিয়া গিয়াছে। শরিবৎ সাহেব প্রায় ৮।১০ হাজার টাকা ব্যয়ে একদিন শান্তিপুর ও চতুঃপার্শ্বস্থ ৩।৪ মাইল-ব্যাপী পল্লীর মুসলমান অধিবাসীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান ; এই উপলক্ষে তাঁহাকে নৌকায় করিয়া চাউল, ডাউল, ইত্যাদি দ্রব্য আনিতে হয় ; স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তখন টাকায় মণ খানেক চাউল মিলিত, এবং কড়ির প্রচলন ছিল। তিনি জীবনে অনেকবার নিজেরা না খাইয়া প্রস্তুত খাদ্য অতিথিকে দান করিয়া ফেলেন। এক বার জনৈক ভিক্ষুককে প্রস্তুত একটি ব্যঞ্জন দেওয়া হয় নাই বলিয়া, তিনি খাইতে বসিয়া উঠিয়া পড়েন এবং সমস্ত দিন অভুক্ত থাকেন। (১) তিনি প্রথমাবস্থায় ধনী আনন্দচন্দ্র পালের বাটীতে রাজমিস্ত্রীর কার্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন।

মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী হেলালুদ্দীন মণ্ডল (দাতা হাজী মহম্মদ সৈয়দ মণ্ডল, সুচিকিৎসক মৌলবী সমিরুদ্দীন, মুন্সী মহম্মদ কাঙালী ওস্তাগর, প্রভৃতি তাঁহার সহযোগী ছিলেন) এক জন প্রসিদ্ধ মুসলমান ছিলেন ; তাঁহার গুণাবলী-খোদিত এক ফলক মাদ্রাসায় স্থাপিত হইয়াছে। (২) মহম্মদ বেচু মিঞা এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও কমিসনার ছিলেন। ডাঃ আতর আলি বাহির হইতে আসিয়া শান্তিপুরে বহুকাল চিকিৎসা-ব্যবসায় করেন। শান্তিপুরে নিত্য গঙ্গাস্নায়ী সাত্ত্বিকভাবাপন্ন প্রেমপ্রবণ তিতিক্ষাপরায়ণ মিলনকামী অনেক মুসলমান ছিলেন। পৌর জীবনে, নানা প্রতিষ্ঠানে, সাহিত্যক্ষেত্রে, যাত্রাগানের আসরে, উৎসবাদিতে এবং দৈনন্দিন আচারব্যবহারে এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শান্তিপুরে হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতি বর্তমান আছে। 'হালকায়ে

(১) যুবক, ১৩৪৫ পৌষ (পৃ ২) (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭।২।১৩৪৭

জেকের মিসন' ইত্যাদি ও 'মোসলেম লীগের' প্রভাবও প্রচলিত হইয়াছে। (১) মধ্যে মধ্যে বাহির হইতে মৌলবী-মৌলানারা এখানে ধর্মালোচনার জন্য আগমন করেন ; একবার ফজলুল হক নামে এক জন ইউরোপীয় মুসলমান এতদুদ্দেশ্যে আসেন। (২) সুখের বিষয়, কিয়ৎকাল পূর্বে বেড়-পল্লীতে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য মুসলমান যুবকগণ কর্তৃক 'তরুণ-সমিতি' স্থাপিত হইয়াছে। (৩)

"শান্তিপুরে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস আছে। তাঁহারা অনেকেই ব্যবসায়ের দ্বারা বেশ সচ্ছলতার সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। কয়েকটি বংশের আদিপুরুষ বোগদাদ, মসলিবন্দর, ইরাণ, ঢাকা-সোনারগাঁ, ইত্যাদি স্থান হইতে আসিয়া এখানে বংশ-তরু রোপণ করেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পূর্বে এখানে এক জন কাজী থাকিতেন, সেই কাজী-বংশ এক্ষণে লুপ্ত। কাজী-বংশের শেষ গৌরব কাজী মুন্সী মোহম্মদ এরাজ আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি টালিগঞ্জের নবাব-পরিবারের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। (৪)······পূর্বে এখানকার মুসলমানগণ আরবী-পারসী ভাষাই শিক্ষা করিতেন। কথাবার্তা হইত উর্দুতে। সম্ভ্রান্ত পুরুষেরা মস্তকে পাগড়ী পরিধান করিতেন। কালক্রমে সে ভাব চলিয়া যায়।...এখানকার মুসলমানগণ সকলেই সুন্নী। ইঁহাদের ধর্ম-কর্ম-নির্বাহের জন্য নগরমধ্যে ২৪টি পাকা মসজিদ ও কয়েকটি ঈদগাহ আছে।" (৫) শান্তিপুরের মুসলমানগণের কতিপয় কথা অন্যত্র (৬) লিখিত হইয়াছে।

---

(১) যুবক, ১৩৪৫ ফাল্গুন (পৃ ৪) (২) যুবক, ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২০) (৩) যুবক, ১৩৪৭ কার্তিক (পৃ ৪৮) (৪) সুতরাগড়ের এরাজ মুন্সী টিপু সুলতানের বংশের অন্তঃপুর-শিক্ষক ছিলেন।—যুবক, ১৩১৫ বৈশাখ : শান্তিপুরের ইতিবৃত্ত (৫) মোজাম্মেল হক—প্রাথমিক রচনা-শিক্ষা : শান্তিপুর (৬) তিন ভাগে

খৃস্টীয় ধর্মে ধর্মান্তরকরণের ভয় এককালে শান্তিপুরে বর্তমান ছিল। কতিপয় ক্ষেত্রে ঐরূপ ধর্মান্তরকরণ ঘটিয়াছিল। শান্তিপুরে মিসনারী কর্তৃক ছেলে-মেয়ে ধৃত হওয়ার ভয়ের কথা কাগজে প্রকাশিত হয়। শান্তিপুরের তদানীন্তন প্রধান দেশীয় খৃস্টান (পরে গোয়াড়ীবাসী) রাসবিহারী রায় নবদ্বীপে গিয়া বিক্রমপুরবাসী এক জন চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ (পরে খৃস্টান) ছাত্রকে নিজ যুবতী, রূপবতী ও বিদুষী কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন বলিয়া লিখিত হয় ;—শান্তিপুরের সলোমন খৃস্টান লিখেন যে, পাত্র স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করে ; প্রলুব্ধ করার কথা লেখায় 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদকের নামে কৃষ্ণনগরে মামলা আনীত হয়, এবং উক্ত সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (১) এই সম্বন্ধে স্থানান্তরে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। ব্যবসায়, শিক্ষা ও শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে শান্তিপুরের সহিত মিসনারী ও ইউরোপীয়গণের সংস্রব অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান কালে শান্তিপুরে খৃস্টধর্মাবলম্বী মাত্র এক ঘর—ডাঃ এমবার্ট ও তাঁহার পরিবারবর্গ (মাদ্রাজী)—চিকিৎসাব্যপদেশে বাস করিতেছেন।

এইবার শান্তিপুরের অধিবাসী ও তৎসমাজ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। রাঢ়ী (সংখ্যায় অধিকাংশ ; ফুলিয়া আদি চারি প্রকার কুলীন সমেত), বারেন্দ্র, বৈদিক (অল্পসংখ্যক) ও সপ্তশতী (মাত্র ১।২ ঘর) ব্রাহ্মণ মিশিয়া প্রায় চারি সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সম্ভ্রান্ত, ধনী, বিদ্বান্ ও পণ্ডিত। শত বর্ষ পূর্বে ১,২০০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিল শুনা যায়। বৈদ্যের সংখ্যা অধিক নহে ; আয়ুর্বেদজ্ঞ বৈদ্য অতি কমসংখ্যক আছেন। 'বেজ (বৈদ্য)'-পল্লীতে বৈদ্য ৩।৪ ঘর মাত্র আছেন। সুতরাগড়ের রায়পাড়ায় কতকগুলি বাঙালীভাবাপন্ন রজপুত-

(১) সোমপ্রকাশ, ১৬।৫, ১৩, ২৭।৬, ২২।৮, ২১, ২৮।৯, ৬।১০।১২৭০

জাতীয় লোক বাস করে। অপরাপর বিভাগের মধ্যে কায়স্থ, তিলি, তাম্বুলী, তন্তুবায়, মোদক, গোপ (যাদব), গন্ধবণিক্, কাংস্যবণিক্, শঙ্খবণিক্, সুবর্ণবণিক্, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকর, ক্ষৌরকার, শৌণ্ডিক, সূত্রধর, রজক, তৈলী (তৈলিক), জালজীবী, মেথর, মুর্দ্দফরাস, প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক আছে। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও বহু লোক প্রসিদ্ধ, বর্দ্ধিষ্ণু ও কৃতবিদ্য হইয়াছেন। সুবর্ণগ্রামী (অধিকাংশ), সপ্তগ্রামী ও বেতনাগ্রামী এই তিন প্রকার তিলির বাস। (১) শুনা যায়, শত বর্ষ পূর্ব্বে ২, ২০০ ঘর তন্তুবায়, ৩৬০ ঘর সোনার গ্রামের তিলি, ১,২০০ ঘর গোয়ালা (গড়-শান্তিপুরে), ১০।১৫ ঘর মালি ও কুমার, প্রভৃতি ছিল। অনেকগুলি বৈষ্ণব পরিবার আছেন ; লং সাহেবের মতে, শান্তিপুরের এক-তৃতীয়াংশ লোক বৈষ্ণব। (২) শান্তিপুরে 'গোঁসাই, তন্তুবায় ও দর্জ্জি'র সংখ্যাই বেশী। (৩) কতিপয় ব্রাহ্ম, এক ঘর খৃস্টান ও অনেক মুসলমান আছেন। এতদ্ভিন্ন কতিপয় হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া মজুর, পাচক ও ব্যবসায়ী (দুই ঘর হিন্দুস্থানী বাঙালীভাবাপন্ন), এবং কতিপয় বেশ্যাদি আছে।

শান্তিপুরের সামাজিক বংশগত বা আরোপিত আংশিক উপাধি-সংগ্রহ প্রদত্ত হইল। ব্রাহ্মণ—অগ্রদানী, আচার্য, ইংরাজ, এঁড়ে, কলুর বামুন (ইত্যাদি), খড়কী, খাঁ, খাটাচোড়া, গঙ্গোপাধ্যায় (গাঙ্গুলী), গ'ড়ে, গুয়োটা, গোমস্তা, গোস্বামী (আতাবুনে, উড়িয়া, চাক্‌ফেরা, পাগলা, বড়, বাঁশবুনে, ভট্টাচার্য, মদনগোপাল, হাটখোলা), ঘটক, ঘোড়াঘেটে, ঘোড়ালে, ঘোষাল, চক্রবর্ত্তী, চট্টোপাধ্যায় (চাটুয্যে), চৈতল, চৌধুরী,

(১) যুবক, ১৩১৫ : শান্তিপুরের ইতিবৃত্ত (২) Cal. Review, Vol. 6, 1846 : The Panks of the Bhagirathi (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ৩১)

জাঙাল, ঝড়ু, ঠাকুর, ঢেঁকি, ঢোল, তরফদার, তামাচিকে, দড়া (পাট)-কাটা, দিল্লী, দুম্বো, দুয়ারকাটা, দৈবজ্ঞ, নপাড়ী, পণ্ডিত, পাঁটী, বড়াল, বন্দ্যোপাধ্যায় (বাড়ুয্যে), বল্লভ, বল্লভী, বাইশ-পিঠে, বাগ্চী, বাঙাল, বাসিমুখো, ব্রহ্মচারী, ভঙ্গী, ভট্ট (ভাট-রায়), ভট্টাচার্য (উচ্ছে, কাছিমে, জজ, শোভাকর), ভাদুড়ী, ভেণ্ডার, মড়িপোড়া, মন্দিরে, মিশ্র, মুখোপাধ্যায় (মুখুয্যে), মুহুরী, মৈত্র, রায়, রায়চৌধুরী, লক্ষ্মীছাড়া, লাহিড়ী, শব্দপতি, সংক্রান্তি, সর্বানন্দী, সান্যাল, হালদার, হোরা। তন্তুবায়—আমড়া, আসানে, ওয়ানি, ওস্তাদ, কটা, কটিঙ্গে, কর্মী, কলায়ের ডাল, কল্মী, কল্লা, কাঠঠোকরা, কাষ্ঠ (কাস্থ, কেঠো ; তিলির মধ্যেও), কিষ্কিন্ধ্যা, কীর্তুনে (কীর্তনীয়া), কুঁজো (তিলির মধ্যেও), কুড়ুলে, কুমড়ো, কোটালে, কোদালে, খাঁ, খাঁচৌধুরী, খাবলী, খোজা, খোঁড়া, খোদা(য়া)ড়ে, খোসো, গণ্ডার, গোঁজ, গোঁড়া (তিলির মধ্যেও), গোদা (তিলির মধ্যেও), ঘেরো, ঘোড়া, চড়কী, চড়াই, চুলচুলে, ছিদমাবাদ, ঝলসা, ঝিকনে-কাঠী, টপ্পা, টেঁয়ে, ট্যাংরা, ঠোঁটে, ঠ্যাটা, ডাবরে, ডিঙরে, ডেলকো, ঢেঁকি, তাবাসী (তাপসী), তাল, দড়ি, দাড়া, দার্দে (দাস্তে), দালাল, দাস, দে, দেওয়ান, ধন্বন্তরি, ধলসা, ধারা, নকুলে, নবাব, নাগ, ন্যাঙা (তিলির মধ্যেও), পটোল, পটুলে, পরোটা, পাখী, পাঁটা, পাটালে, পাড়, পাতা, পাতাখেগো, পুঁই, পুয়ে, পুতলো, পুলো, পোটো, পোড়া, পোদা, প্রামাণিক, ফাঁকি (তিলির মধ্যেও), ফাটা, ফৌজদার, ফ্যাঁচরা (তিলির মধ্যেও), বঙ্গ (তিলির মধ্যেও), বড়া, বণিক্, বয়রা, বর্গী, বসাক, বাগানে (তিলির মধ্যেও), বাঘ, বাঙাল, বাঁটলো, বাণী, বাঁশী-খাঁ, বিদ্যান্ত, বিশ্বাস, বেড়, বেড়ালে, বেদে, বৈষ্ণব, বোকা, বৌ-খাঁ, ভড়, ভট্টাচার্য (?), ভাণ্ডুনে, ভাড়, ভালুক (ভাল্কো), ভুঁড়ে, ভেড়া (ভেড়ো) (তিলির মধ্যেও), ভেরাণ্ডা, ভেল্কী, মগয়া, মণ্ডল (তিলির মধ্যেও), মনসা, মাজা,

মামদো, মুখো, মুটকী, মূল-সন্ন্যাসী, মেটে, মেঠো, মেড়া, মেয়েমুখো, রাজা, রাঢ়ী, লহরী (লাহুরী), লাঙুলে, শেয়ালে (তিলির মধ্যেও), যষ্ঠী, সাহা, সিদ্ধান্ত, সেন, হরি, হাকরা, হাজরা, হাঁড়া, হাপা। (১) তিলি—আগা, কচুপোড়া, করাত, কলাতে, কাঙালী, কাঁচকলা, কাটিমুটি, কাড়া, কামদে, কুঁচ, কুণ্ডু, কোলে, খাঁ, খাঁদা, খুয়ো, খুলি, খেলো, খোঙা, গোদা, গোড়া, গোরা, ঘরকাটা, চক্র, চণ্ডী, চন্দ্রশেখর, জপা, জাঙালে, টেকো, ডাকিনী, তামাকে, তৈ, ধামড়ী, ধুলো, নগর, নন্দী, নাগরা, নুনে, নুলো, নেটা, পক্কাস, পচা, পাঁচনবেচা, পাঁচিরচাপা, পাল, পালচৌধুরী, পেত্নী, পেনো, পেঁয়াজে, পৈরাগ, প্রামাণিক, বয়রাওয়ালা, বাছুরে, বাজারে, বেঙী, বেঁটে, ভবানী, ভাগাড়ে, ভাণ্ডী, ভাতুড়ে, ভূতো, ভূয়া, ভ্যাকা, মঠ, মল্লিক, মাতা, মুণ্ডমালা, মুদী, মেটে, মোলকো, রসুনে, রাঙা, শাখারী, শ্যামদাস, সতি, সন্ধ্যা, সরকার, হরিপুরে, হাদি, হাবলা, হাবাতে, হালদার, হুমো। সদ্গোপ (যাদব)—আলুনী, আহির, কাগ, কাটারি, কাঁঠালে, কাতারি, গিলে, গোড়ো, গোয়ালা, ঘুরপেকে, ঘোষ, চকুরি, ছাঁচরা, জাহিরে, জুজু, ঝিঙে, টেঙরী, থৈ, দফাদার, বক্তার, বোকরা, বোদাড়ে, ভেমো, মঘা, লঙ্কা, সাঁট, হণ্ডুলে, হাঁচড়া, হাঁসা। মোদক—আস, ইন্দ্র, কুরী, কোম্পানী, গুটি-কদমা, জঙ, দাস (বরা), দে, নন্দী, নাগ, প্রামাণিক, ফেউ, বিশ্বাস, রক্ষিত, লাহা, সেন। বৈদ্য—গুপ্ত, দাস, মজুমদার, রায়, সেন। কায়স্থ—কর, গুহ, ঘরামী, ঘোষ, ডেঁড়ে, দত্ত, বসু, বিশ্বাস, ভঞ্জ, ভদ্র, ভ্যাকা, মজুমদার, মল্লিক, মিত্র, মুন্সী, মুস্তোফী, রক্ষিত, সরকার, সিংহ। মাহিষ্য—কৈবর্ত, খাসী, দাস, বিশ্বাস, ভোমদাস। শৌণ্ডিক (শুঁড়ী)—

(১) তন্তু ও তন্ত্রী, ১৩৩১ কার্তিক, পৌষ (তন্তুবায়ের উপাধি—লেকখ শান্তিপুরের শরচ্চন্দ্র লাহুরী) ··· ; ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কেউটে, গড়, ঘেয়ো, ডাল, ঢিবি, নেড়া, মুসো, সাকিনী, সাকর্দী, সাহা। গন্ধবণিক্—কেউরী, শুঁড়ি, চন্দ্র, দত্ত, দাস, দে, ধনী। সুবর্ণবণিক্—দত্ত, দে, পাত্র, পোদ্দার, মান্না, মিস্ত্রী, সাঁতরা, সেকরা, হাতী। কুম্ভকার—কুমোর, ঘটকর্পর, ফুটো, সাতকুলে। কলু (তৈলী বা তৈলিক)—গরাই, পিসনে, সাধুখাঁ। সূত্রধর (ছুতার)—ভবাই, শী। নাপিত—দাস, নরসুন্দর, পরামাণিক, বিশ্বাস, ভাঁড়। নমঃশূদ্র (চাঁড়াল)—চণ্ড, নায়েক, পাত্র, পালিত, মালব্য, মালিক। মুচী (চর্মকার)—কোলেমান, রুইদাস। হাড়ী (১)—কেওরা, ঘাসী (ইহাদের মেয়েরা ধাত্রী হয়), মেথর। কাংস্যবণিক্—কাঁসারী, নাথ। জেলে—মালো, হালদার। রজক—ধোপা, মাছচর্চরী। এতদ্ভিন্ন কতিপয় উপাধি—কর্মকার (কামার), কাস্তা, কুর্মি, কুলী, কোল, খেগো, গলাকাটা, গুহক, ঘাসী, চাপা, চুনুরী, ছোচকা, ডোকলা, ডোম, ঢাকী, তবলদার, তাম্বুলী (তামলী, দে), তেলাপোকা, দুলে (বেয়ারা), ধাঙড়, পাঙ্কী, পোল, বাউরী, বৈষ্ণব (পাণ্ডার, বৈরাগী), ব্যাধ, ভক্ত (হিন্দুস্থানী), ভেড়ী, ভৌমিক, মালাকর (মালী), মুর্দফরাস (গঙ্গাপুত্র), যুগী, রজপুত (ক্ষত্রিয়), শনি। মুসলমানের কতিপয় উপাধি—উল্লা, ওস্তাগর, কারিকর, খলিফা, খুন্দকার, খেয়ালে, চাষা, চিত্রকর, ছাইকুড়ে, ছাতাপড়া, ঝাড়া, তাঁতী, নিকারী, পেয়াদা, পাটোয়া, পাঠান, পোটো, ফকির, ভুঁচকী (ভুস্কী), মণ্ডল, মল্লিক, মেড়া, সানাইদার, হাজী। (২)

এতৎসম্বন্ধীয় একটি প্রচলিত কবিতা আছে—

হাবা জুজু ভঙ্গী ভ্যাড়া, গোঁজ গুয়োটা লক্ষ্মীছাড়া।
কাগা বগা হাকরা দামড়ী, মেড়া পাটা কুমড়ো ধামড়ী॥

---

(১) হড্ডিক; ইহারা পূর্বে হাড় সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় করিত। (২) এই সংগ্রহ-বিষয়ে শান্তিপুরের ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তিনি শান্তিপুর-পূর্ণিমা-সম্মেলনে এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মৌলবী মোজাম্মেল হক অনুরূপ একটি কবিতা লিখিয়া দিয়াছেন—

কল্লা কুঁজো কাষ্ঠ ক্যাঁকড়া কাফরী কোলে কাড়া,
কোলা কুলে কুমড়ো কুড়ে বাঘ বাগানে দাড়া।
আগা মঘা পুঁই পুতলো পুলো ঠোকরা মেড়া,
ডাবরে ডুবো পাগলা হাপা ভঙ্গী জুজু ভেড়া॥
হাবলো হুমো ম্যাও মুটকী মামদো মেটে ঝাড়া,
ডোকলা ঠ্যাঁটা প্যাটা প্যাটী ভূত ভুঁচকী আড়া।
পেঁয়াজে পাতাসী নকুলে ভুঁড়ে ভজা মগরা শেয়ালে,
চাঁই দুম্বো তামাচিকে মন্দিরে ছুঁচো পাটালে॥
বোকা ফাঁকি ফৌজদার তৈ হাকরা ছাইকুড়ে,
দড়াকাটা ছাতাপড়া ভালকো দিল্লী উড়ে।
এই রকমের আরো কত শান্তিপুরবাসী,
উপাধিতে পরিচিত শুনলে লাগে হাসি॥ (১)

"একবার কোন এক ব্যক্তি প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন না করিয়াই বাসিমুখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়। মহারাজ তাহার শ্লেষ্মা ও লালাসংলিপ্ত মুখ দর্শনে তাহাকে 'বাসিমুখো' বলিয়া সম্বোধন করেন; তদবধি ঐ ব্যক্তি 'বাসিমুখো' নামে খ্যাত হয়। ইহাদের বংশ শান্তিপুরে অদ্যাপি বর্তমান আছে।" (২)

মোদকদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। সুতরাগড়ের মোদকেরা 'ষোল-ঘরিয়া'-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, এবং 'বার-ঘরে' ও 'আটঘরে'-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের আদানপ্রদান হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে

(১) শান্তিপুরের কবি হরিচরণ দে এই রকম অনেক উপাধি সংগ্রহ করিয়া পদ্যে গ্রথিত করেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। (২) কুমুদনাথ মল্লিক —নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ১৩৫); মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (পৃ ৩৭)

নানাবিধ ভেদ ও তজ্জন্য দলাদলির প্রচলন ছিল। দলাদলির একটি ঘটনা উল্লিখিত হইল। সুতরাগড়ের প্রামাণিকগণ (মোদক) বহু দিবস হইতে ৺নারায়ণ-সেবার নিমিত্ত বিবাহে ও শ্রাদ্ধে স্বজাতীয়গণের নিকট 'চূড়া-মর্যাদা' নামে কিছু অর্থ আদায় করিয়া আসিতেছিলেন। মোদকগণের অনেকে উহা অপমানজনক বলিয়া বন্ধ করিয়া দেন। ফলে, পরস্পরের মধ্যে আহারাদি বন্ধ ও দলাদলির সৃষ্টি হয়। 'মোদক-হিতৈষী সমাজের' সভাপতি রায় সাহেব কার্তিকচন্দ্র দাস প্রভৃতির চেষ্টায়ও কিছু হয় না। পরে জানকীনাথ নাগ তাঁহার পুত্রের বিবাহে প্রামাণিকদিগকে 'চূড়া-মর্যাদা'র দরুণ ১০০৲ টাকা দেওয়ায়, যুগলকিশোর প্রামাণিক প্রভৃতি উহা গ্রহণ করেন, এবং একটা মিটমাট হইয়া যায়। (১)

কাপ, রাঢ়া-বারেন্দ্র-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, অদ্বৈতাচার্য-হরিদাস-সংস্রব ও তজ্জন্য আচার্যের উপর শান্তিপুরবাসীর ব্যবহার, কন্যাবিক্রয়, বিলাত-প্রত্যাগতের প্রতি ব্যবহার, অস্পৃশ্যদের সহিত আহার ও অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে অন্যত্র (২) লিখিত হইয়াছে। বিধবা-বিবাহের আর কতিপয়

---

(১) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৬ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ (লেখক শান্তিপুরের বিশ্বেশ্বর দাস)। মোদকের উপাধি ও শ্রেণী, কুরী-মোদক, মধু-মোদক, ইত্যাদি বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য—মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৫ ফাল্গুন, ১৩৩৬ বৈশাখ, আশ্বিন, মাঘ, ফাল্গুন ('কুরীমোদক'-প্রসঙ্গে শান্তিপুরের ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠের 'নবশায়ক জাতি' নামক গ্রন্থে লিখিত মন্তব্যের উত্তর আছে)। তৃতীয় ভাগে 'মাধবচন্দ্র ইন্দ্র' ও 'কাতিকচন্দ্র দাস'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) বর্তমান ও তৃতীয় ভাগে 'অদ্বৈতাচার্য', 'বিভূতিভূষণ লাহিড়ী', 'নলিনীমোহন সান্যাল (বিশ্বমোহন সান্যাল)', 'রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ,' 'দেবীপ্রসাদ (শশিভূষণ) রায়,' 'পাগলা-গোস্বামী (নারায়ণ গোস্বামী)', 'স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' ও 'নির্মলেন্দু লাহিড়ী'-প্রসঙ্গ, এবং প্রথম ভাগ (পৃ ২৮৮-৯) দ্রষ্টব্য।

ঘটনার কথা বিবৃত হইল। "ছুতারপাড়া-নিবাসী শরচ্চন্দ্র ভবাইএর সহিত কলিকাতা-ব্যাঙ্কশাল-পুলিস-কোর্টের উকীল অক্ষয়কুমার দাসের অষ্টাদশ-বর্ষীয়া বিধবা কন্যা জ্যোৎস্নাময়ীর শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। শরৎবাবু শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান্, উৎসাহী যুবক। জ্যোৎস্নাময়ী বিবাহের মাত্র চার মাস পরেই বিধবা হয়, শরৎবাবুও সম্প্রতি বিপত্নীক।......শরৎবাবুর স্বজাতির কেহ কেহ তাঁহার সহিত সামাজিক আদান-প্রদান বন্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।" (১) "বাং ২৩।১।১৩৪০ তারিখে নদীয়া-জেলার হরিহরনগরের মাহিষ্যজাতীয় ভীমচন্দ্র বিশ্বাসের পুত্র সাগরচন্দ্রের সহিত শান্তিপুরনিবাসী হরচন্দ্র দাসের বিধবা কন্যা সরযূবালার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।" (২) সুতরাগড়নিবাসী পঞ্চানন ঘোষের বিধবা কন্যা সত্যবালার সহিত লঙ্কাপল্লীর অনন্তকুমার ঘোষের বিবাহ সম্পন্ন হয়। (৩) শ্যামচাঁদ-পল্লীর মৎস্যজীবী (মল্লক্ষত্রিয়)-সম্প্রদায়ের নীলমণি হালদারের বিধবা কন্যা বীণাপাণি দাসীর সহিত সত্যচরণ হালদারের বিবাহ হয়,—কমলাপতি মুখোপাধ্যায় পুরোহিত থাকেন। (৪) পাঁচু ভবানী বিনোদ-বিহারী প্রামাণিকের (উভয়েই স্থানীয় লোক) বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে।

শুদ্ধির একটি ঘটনা বিবৃত হইল। "গত কল্য বেলা ৮টার সময় কলিকাতায় হ্যারিসন-রোডে হিন্দুসভা-গৃহে এক শুদ্ধি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৮ বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের অধিবাসী কালীপদ কান্তা মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হন, এবং দীন মহম্মদ এই নাম ধারণ করেন।

(১) শান্তিপুর, ১৩৩৬ শ্রাবণ (পৃ ৯৩)। এই 'ঘোঁট,' বোধ হয়, মিটিয়া গিয়াছে। (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩।২।১৩৪০ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০।৩।১৩৪৪ (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯,১০।৩।১৩৪৭

মুসলমান হইবার পর তিনি মুসলমান শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া মৌলবী হন, এবং পারস্য, আফগানিস্থান, ইত্যাদি মুসলমান দেশসমূহ ভ্রমণ করেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া বাংলার নানাস্থানে মুসলমান-ধর্মের প্রচারকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময় হঠাৎ তাঁহার মানসিক পরিবর্তন ঘটে, এবং নিজের পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরিবার জন্য তাঁহার মনে ব্যাকুলতা জন্মে। পণ্ডিত নলিনীনাথ মৈত্র শুদ্ধিকার্য সম্পাদন করেন, এবং সভাস্থলে কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রনাথ মিত্র, প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শুদ্ধি অন্তে সকলে এই পুনর্দীক্ষিত ভ্রাতার হস্তে জল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন।" (১) কতিপয় বৎসর আগে এক কায়স্থ বিধবা মুসলমান হইয়া যায়। হিন্দু হইতে ব্রাহ্ম ও খৃস্টান হওয়ার কথা অন্যত্র (২) লিখিত হইয়াছে।

শান্তিপুরে ব্রাহ্মণ-বৈদ্যেতর-সম্প্রদায়ের মধ্যে কদাচিৎ ১।২ জন উপবীত গ্রহণ করিয়াছে। "শান্তিপুরের নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে ভারত-বিশ্বকর্মা-ব্রাহ্মণ-মহাসভার রাণাঘাট-শাখা-সমিতির উদ্যোগে ভাংরাপাড়ায় একটি উপনয়ন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।" (৩)

প্রাচীন সতীদাহ-সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত হইল। "মঙ্গলবারের 'কলিকাতা-জরণেল' কাগজে সহমরণ-বিষয়ক শান্তিপুরের এক পত্র ছাপা হইয়াছে তাহাতে জানা গেল যে অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রী পরমা সুন্দরী স্বামী মরিলে পর আপনি সহমরণার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া ঐ শবের সহিত শান্তিপুরসমীপস্থ সুরধুনীতীরে আইল। এই বিষয় সমাচার পাইয়া মোং শান্তিপুরের থানাদার নানা লোকসমেত মানা করিতে সে স্থানে পঁহুছিল এবং ঐ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কেন এই

---

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭।৪।১৩৩৯ (২) পূর্বে, এবং তৃতীয় ভাগে 'মুখোপাধ্যায় (বল্লভী-বংশ)', ও প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪।২।১৩৪০

মৃত ব্যক্তির সহিত দগ্ধ হইতে বাসনা করিতেছ কি দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা পরিবারের বিদ্রূপের ভয়ে এই কর্ম্মে প্রবৃত্তা হইয়াছ। তাহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল আমার স্বামী আমার জীবিকার্থে সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন এবং সহমরণ করিতে আমার উপর কেহ জোর করে নাই কিন্তু আমি স্বামীশবের সহিত দগ্ধা হইলে চতুর্দশ ইন্দ্রকাল পর্যন্ত পতিলোকে বাস করিব এই স্বর্গভোগ সতী না হইলে পাই না। এইমত অনেক কথোপকথনের পর ঐ স্ত্রীর দুই ক্ষুদ্র বালককে তাহার সম্মুখে আনাইল কিন্তু ঐ বালকদিগকে দেখিয়াও ঐ স্ত্রীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহ জন্মিল না। পরে ঐ দয়াশীল থানাদার তাহার প্রাণ ও ঐ দুই বালকের প্রাণরক্ষা করিবার অনেক যত্ন করিল কিন্তু অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্মপ্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল ইহাতে ঐ থানাদার কহিলেক আমি নাচার হইলাম তোমার ইচ্ছা। ইহার পরে সে স্ত্রী ঐ শবের সহিত পুড়িয়া মরিল। তাহার বিবরণ। ঐ স্ত্রী আর আর কর্তব্য কর্ম করিয়া চিতারোহণ করিল ও শব আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিল পরে আত্মীয় লোকেরা আসিয়া উভয়কে একত্র করিয়া বান্ধিল তৎপরে এক গাঁটি পাট দিয়া ঢাকিয়া অগ্নি প্রদান করিল।" (১)

"প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে কুলীনচন্দ্র (?) বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০০টি পত্নী ছিল। তিনি একটি পত্নীর উপর স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার করায়, তাঁহার শ্যালক তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার ৮টি স্ত্রী সহমৃতা হয়। শান্তিপুরে পূর্বে বহু সতীদাহ হইত। ১৮১৬ খৃস্টাব্দে নদীয়া-জেলায় ৫৬টি সতীদাহের মধ্যে ২০টি শান্তিপুরে সংঘটিত হয়। নরবলিও বিস্তর হইত। (২) ১৮৩২ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরের নিকট (?) কালীঘাটে একটি মুসলমান

(১) সমাচার-দর্পণ, ১৫।১২৩০ (১৬।৮।১৮২৩); সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড (২) হরিহর শেঠ—পুরাতনী, ১ম খণ্ড (পৃ ৮); প্রবাসী, ১৩৩৩ আষাঢ় (পৃ ৪৪৩)

ক্ষৌরকারকে ৺কালীদেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয় ; হত্যাকারীর ফাঁসী হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে এক দল ব্রাহ্মণ বারোয়ারী পূজোপলক্ষে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া আমোদ করিতেছিল। ছাগাভাবে এক জন ৺কালীদেবীর সম্মুখে নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গীকৃত করিল, এবং অন্য এক জন খড়্গ দিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিল। পর দিন প্রাতে জ্ঞানলাভ করিয়া, তাহারা শবকে ঘাটে লইয়া গিয়া দাহ করিল, এবং ঐ ব্যক্তি ওলাউঠায় মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিল। (১) আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। স্ত্রীলোকেরা সামান্য গৃহকলহের জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে।" (২) একবার নাকি মদ্যপদের ৺কালীপূজায় যে ৺কালী সাজে সে অতিরিক্ত নেশায় শুইয়া পড়ে, এবং সকলে তাহাকে কূপে বিসর্জন করে ; সকালে সকলে কূপের নিকট গেলে, কূপমধ্যস্থ ব্যক্তি (দৈবক্রমে জীবিত) বলে, "কি ভায়া, আজ রাংতা কুড়াইতে এসেছ, বুঝি!" (৩) "১৮০৯ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর-নিবাসী রামচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে তাঁহার ৮৫ বৎসর বয়স্কা পত্নী সহমৃতা হন! তৎপূর্বে ইঁহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল ; কোন অঙ্গ দীপশিখায় দাহ করাইয়া বা হস্তে জ্বলন্ত অঙ্গার রক্ষা করিয়া এই পরীক্ষা দিতে হইত।" (৪)

সতীদাহের অন্যান্য বীভৎস প্রথাও শান্তিপুরে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও সতীদাহ হইত। শান্তিপুরে দুই শ্রেণীর

(১) ভোলানাথ চন্দ্রের 'Travels of a Hindoo' নামক গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। (২) Long—The Banks of the Bhagirathi: Cal. Review, Vol. 6, 1846; প্রথম ভাগ (পৃ ২৪৭-৫০) ; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৮৫-৬) (৩) এই ঘটনা শান্তিপুরের কি না বলা যায় না। (৪) Ward—Hindoo Mythology

'সতী'-প্রথা অনুষ্ঠিত হইত—সহমরণ (উচ্চ শ্রেণীর পক্ষে চিতানলে দাহ ও নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে মৃত্তিকায় প্রোথিতকরণ) এবং অনুমরণ (বিদেশে মৃত স্বামীর কোন স্মৃতিচিহ্নসহ চিতানলে দাহ)। "কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ফোর্ট-উইলিয়াম-কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত রামনাথের মুখে প্রকাশ, শান্তিপুরের অদূরবর্তী উলাগ্রামের মুক্তারামবাবু নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের ১৩টি পত্নী (শান্তিপুরে) পতির চিতায় সহমৃতা হন। ইঁহাদের মধ্যে একটি মহিলা প্রথমে উৎসাহ করিয়া সহমৃতা হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণের সময় ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, ঐ রমণীর গর্ভজাত মুক্তারামের পুত্র নাকি তাঁহাকে বলপূর্বক শ্মশানাগ্নিতে নিক্ষেপ করে। তিনি প্রাণের দায়ে অপর এক সপত্নীর গলা জড়াইয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে লইয়া চিতাগ্নিতে ঝম্প প্রদান করেন।" (১)

ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর প্রাচীন নথিপত্রে লিপিবদ্ধ শান্তিপুরে সংঘটিত অসংখ্য সতীদাহের কাহিনী হইতে নিজ শান্তিপুরবাসী-সম্বন্ধীয় মাত্র ৩৩টি ঘটনার নির্দেশ (বয়স ও স্বামীর নামসহ) প্রদত্ত হইল। —ক্ষেমা দাস্যা (লক্ষ্মীতলাপাড়া, ৮০, কৃষ্ণচন্দ্র বেণিয়া, ২৯-১-১৮২৩ খৃ); রাধামণি দেব্যা (৪০, দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য, ২৫-১২-১৮২৩); কৃষ্ণমণি দাস্যা [৩০, গোবিন্দ পাল—তেলী (তিলি ?), ৩-১-১৮২৪]; দয়া দেব্যা (৪০, রামপ্রসাদ আচার্য, ৬-২-১৮২৪); ব্রহ্মময়ী-পাঁচী-ষষ্ঠী (২১, ২৫, ১৮, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১-১০-১৮২৪); মায়ামণি (৫০, মধুসূদন বাগচী, ৮-১২-১৮২৪); দক্ষিণা দেব্যা (৩৭, রামকালী মুখোপাধ্যায়,

(১) বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ) : অনুমরণ (পৃ ২২২); Carey—The Good Old Days of Hon'ble John Company; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৮৪)

৭-৩-১৮২২) ; রাসমণি-সারদা দেব্যা (৪০, ৩১, পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়, ২১-৮-১৮২২) ; উমা দেব্যা (৫০, রামমোহন সান্যাল, ২-১১-১৮২২) ; চাঁদমণি (চৈতলপাড়া, ২৪, গোবিন্দ ধন্বন্তরী—তাঁতী, ২০-৪-১৮২৫) ; লক্ষ্মী দেব্যা (২০, নিত্যানন্দ গোস্বামী, ৪-৫-১৮২৫ ; এই সতীদাহ অগ্রদ্বীপে হয়) ; কৃপাময়ী (৬০, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৪-৮-১৮২৫) ; কৃষ্ণমণি দেব্যা (কাশ্যপপাড়া, ৫০, গোপীনাথ চূড়ামণি ভট্টাচার্য, ১০-৯-১৮২৫) ; হরসুন্দরী (ঠাকুরপাড়া, ৫০, শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য, (১১-৯-১৮২৫) ; আনন্দময়ী (রামনগরপাড়া, ৫৫, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৭-৯-১৮২৫) ; ললিতা (৬০, জগন্নাথ বণিক্—তাঁতী, ১১-১২-১৮২৪) ; উমাসুন্দরী (২২, ঈশ্বর নাপিত, ১৯-১২-১৮২৫) ; কিশোরী (৭০, বঙ্কবিহারী বাউরী, ১৯-৩-১৮২৬) ; সূর্য (৫০, সুবুদ্ধিরাম কামার, ১৭-৪-১৮২৬) ; রাধামণি (ঠাকুরপাড়া, ৪৫, রামচরণ ভট্টাচার্য, ৫-৭-১৮২৬) ; জয়মণি (৫০, রামকুমার শিরোমণি—ব্রাহ্মণ, ২৫-৭-১৮২৬) ; মৃণ্ময়ী (৪০, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯-৩-১৮২৭) ; দুর্গা (৫০, কালীপ্রসাদ তর্কালঙ্কার—ব্রাহ্মণ, ৫-৪-১৮২৭) ; তিতু দাস্যা (রামনগরপাড়া, ৭০, গোপীনাথ প্রামাণিক—তিলি, ৬-৪-১৮২৭) ; বিশ্বেশ্বরী (কাশ্যপপাড়া, ৪০, কালীশঙ্কর বাগ্চী, ৩০-৬-১৮২৭) ; হর (সুতরাগড়, ২৫, যাদব শুঁড়ী, ৩১-২-১৮২৭) ; শ্রীমতী (ঠাকুরপাড়া, ২০, কৃষ্ণকুমার সেন—তাঁতী, ২৯-২-১৮২৮) ; পদ্ম (ঠাকুরপাড়া, ৩২, কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, ১৫-৪-১৮২৮) ; কমলাসুন্দরী (বেজপাড়া, ৪৫, রামকুমার ভট্টাচার্য, ৩-৯-১৮২৮) ; এবং রামমণি (রামনগরপাড়া, ৭০, ভৈরবচন্দ্র কুণ্ডু—তিলি, ১৬-১১-১৮২৮) । (১)

(১) Judicial Department Proceedings, Criminal: nos. 62, 67, date 3-12-1824 ;—no. 46, date 10-11-1825 ; —nos. 10,22, date 6-3-1828 ;—nos. 2,7, date 4-12-1829 ; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯৩-৫) ; পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৪৬৩) ; শান্তিপুর, ১৩৩৭ আশ্বিন (পৃ ১৪৫) : শান্তিপুরে সতীদাহ

সতীদাহ বন্ধ হওয়ার পরে, 'সমাচার-দর্পণে' উত্তর-প্রত্যুত্তররূপে 'শান্তিপুরনিবাসিনী' কুলীনকন্যা ও বিধবাদের মর্মখেদ ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে 'শান্তিপুরনিবাসিনী' 'সমাচার-দর্পণে' প্রথমে তাঁহার খেদ প্রকাশ করেন, এবং তাহার প্রতিবাদে নবদ্বীপবাসী 'সমাচার-চন্দ্রিকা'য় যাহা লিখেন তিনি 'সমাচার-দর্পণে' তাহার উত্তর দেন; মধ্যে (১) 'চুঁচুড়ানিবাসী স্ত্রীগণ' 'সমাচার-দর্পণে' উক্ত খেদের সমর্থন করেন। (২) "শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রাণদানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমরা প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীন-ব্রাহ্মণের কন্যা, পতি-অভাবে আমারদিগের যে বেদনাবেদন ভূপতিকে অবগতকরণে অশক্তা এজন্য মহাশয়ের সমাচার-দর্পণে প্রেরণে আসক্তা। কারণ দর্পণৈকদেশে মুদ্রাঙ্কিত হইলেই শ্রীযুতেরদিগের দৃষ্টিক্ষেপণ এবং শ্রবণে শ্রবণে ভূপতির শ্রবণগোচর হওনের অসম্ভাবনাভাব।

"শ্রীযুত ইংরাজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাংলাদেশে বাঙালীর মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সমমেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্বক উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না। বিশেষত তাঁহারা মান্যমতে

(১) ২১।৩।১৮৩৫ খৃ; সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড (২) ভারতবর্ষ, ১৩৩৮ শ্রাবণ (পৃ ২৫৮-৯)

ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধর্মে কর্মে পৈতৃক আশ্রমে ধর্মবৎ ধর্মের ভারাক্রান্ত আছেন তজ্জন্য সমন্বয়ভারাক্রান্ত নহেন। কেবল স্ত্রীলোকের নিমিত্তে সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাংলা শাস্ত্রমতে এমন আছে যে অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার প্রমাণ আছে যাহারা সুরাসুর ও প্রধান প্রধান পুরাতন রাজা তাঁহাদিগের পত্নী পতি-অভাবে পুনঃস্বয়ম্বরা হইয়াছেন এবং স্বামীসত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে ধর্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও তাঁহাদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্বংস হয়। তৎসময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্চর্য। সুরাসুর রাজাদিগের ঐ সকল কর্ম ধর্মবিরুদ্ধ হয় নাই। এইক্ষণে পুরুষদিগের ধর্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের সুখসম্ভোগ নিষেধার্থ কি ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণতন্ত্র সৃজন হইয়াছিল।

"আমরা আমারদিগের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথাচ আমারদিগের বেশভূষা ও আকাঙ্ক্ষীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতি-সংসর্গ-বর্জিতা হইয়া অহরহ অসহ্য বিরহবেদনায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে কালযাপন করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক অবলার অবলা মনোব্যথা শমতাকরণের কর্তা পতি-অভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্মিক রাজা ইংরাজ বাহাদুর নানাবিধ ধর্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগের ধর্মশাস্ত্রে এই যাতনা নিবারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টিপূর্বক ও প্রধান প্রধান পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সদ্বিচার করিয়া অনুগ্রহপূর্বক আইন অনুসারে প্রকাশ করেন। কিম্বা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরদিগের উপস্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা হইলে আমারদিগের ধর্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধর্ম সংস্থাপন হয়। কেন না স্ত্রীলোক ব্যভিচারী

কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষসকল উপস্ত্রীবর্জিত হন তবে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না। স্বভাবে ধর্মে ধর্ম রক্ষা করেন। কাচিৎ শান্তিপুরনিবাসিনী।" (১)

হয় ত, মহারাজ রাজবল্লভ, মিসনারি ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচেষ্টার ফলে তখন সনাতনী সমাজের মধ্যে বিদ্রোহের সুর বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার পরিণতি হয় পরবর্তী কালের বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত আন্দোলনে ও বিধবা-বিবাহ আইন-প্রণয়নে। যাহা হউক, উক্ত খেদের প্রতিবাদের উত্তর এইরূপে প্রদত্ত হয়।—"শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢ়া অনূঢ়া পতিহীনা বিরহিণীদিগের মনের ব্যথা অনেক শমতা হইতে পারে অর্থাৎ সগুণনির্গুণ উপাসক অসীম বুধগণ দর্পণে আমারদিগের বেদনাবেদন অবগত হইয়া যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূপতির গোচরপূর্বক আমারদিগের প্রত্যুপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণ-পার্শ্বে অর্পণ ব্যতীত হইতে পারে না।

"২ চৈত্র শনিবার শান্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীযুক্ত দর্পণ-প্রকাশক মহাশয় প্রকাশ করেন। ২১ চৈত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা-প্রকাশক নবদ্বীপ-নিবাসীর উক্তি তাহার উত্তর বলিয়া যথার্থ শাস্ত্রের দর্পণ শ্রীযুক্ত দর্পণ-প্রকাশক মহাশয়কে অবিবেচনা রচনাপূর্বক নানাবিধ ভৎসনা করেন সে তাহার অজ্ঞানান্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অজ্ঞসমীপে বিজ্ঞতা যেন দ্বিতীয় কুন্তীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠির বজায় ধর্মপুত্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধর্মসভাসম্পাদক কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুত্র উত্তর তেমনি উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে বিদ্যাপ্রকাশ হইতেছে। শেষা-বস্থায় বিড়াল স্কন্ধে করিয়া সিংহের সহিত শিকারে স্বীকার করিয়াছেন।

(১) সমাচার-দর্পণ, ১৪।৩।১৮৩৫

সে যাহা হউক ধর্মপুত্রদিগের অধর্মতা দেখিয়া আমারদিগের ধর্ম-শাস্ত্রানুযায়ী দেশাধিপতিকে মর্মবেদনাবেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও লম্পটদিগের লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে দুর্যোগী ধর্মপুত্র প্রতিবাদী। ইহাতে বোধ হয় যে ধর্মপুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন। কেবল ভেকের ন্যায় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গোপনে ভৃঙ্গ আসিয়া রঙ্গে ভঙ্গে কমলাঙ্গসঙ্গে অনঙ্গপ্রসঙ্গে মধুপান করে সেই সময় ধর্মশালিনীর ধর্মশালায় ধর্মের ছালা বাঁধা যায় তাহা কথায়ও রহিত হয় না। কিম্বা তুলসীপত্র ও করদ্বয় দিয়া আটক করিতে পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিণীরদিগের উচিত বিহিত ব্যবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিচ্ছেদ হয়। সুতরাং বিহিতানুসারে বিরহিণীর স্বীয় স্বীয় মনোরঞ্জনানুযায়ী মূল ধর্মশাস্ত্রমতে স্বামিগ্রহণ অর্থাৎ স্বয়ম্বরা হইলে অপ্রকাশিত হর্তা কর্তা যোজনকর্তার কি প্রয়োজন তাহার আর প্রভুর (?) থাকে না। সে যাহা হউক বিবাহের প্রার্থনা তাহার অন্তে তাৎপর্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের বৈধব্যযাতনা নিবারণের ব্যবস্থা নিগূঢ় ধর্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন অনুসারে প্রকাশ করেন কিম্বা পুরুষসকল উপস্ত্রীবর্জিত হন কেন না স্ত্রীলোককে কুলটাকরণের কর্তা পুরুষসকল অতএব পুরুষ উপস্ত্রী বর্জিত হইলে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না স্বভাবে ধর্মে ধর্ম রক্ষা করেন। (১) আমারদিগের ধর্মশাস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি তাহাতে পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ভেদ নাই তাহা বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়া কুবাক্য সম্ভাষণ করিয়াছেন আর দেবাসুরের প্রতি

(১) উপরেও এইরূপ ভাষা আছে। (২) ইহা পুরুষের লেখা বলিয়া সন্দেহ হয়।

উপমা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে দেবাসুরের সহিত উপমা দেওয়া সে উকীলের ঠাকুরালি। তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিবেন। যথা মহাভারতীয়ং। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥ দেবপক্ষে। েজে গৌতমসুন্দরীং সুরপতিশ্চন্দ্রশ্চ ইত্যাদি। (২) এমত আর আর অনেক অনেক দেবী ও দেবতার গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে সে কি উকীলের ঠাকুরালি কি ঠাকুরেরদিগের ঠাকুরালি ইহা বিবেচনা না করিয়া কেবলি কুকথা বলিয়া চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। সকল অনূঢ়া প্রৌঢ়া পতিহীনার প্রতি যে বিধি নানাবিধ ধর্মশাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন তাহা প্রণিধান না করিয়া বধিরের মত অব্যবস্থা করিয়া দুরবস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত তেমনি নিগূঢ় ধর্মের অবস্থা করিয়াছেন।

"পরন্তু রাজ্যাধিপতিকে অধার্মিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভৎসনাকরণে কি তাৎপর্য। রাজ্যাধিপতি তোমারদিগের সাধারণ ধর্ম ধার্য করিয়া সুবিচার্যমতে আজ্ঞা করেন যেহেতুক বাংলা ধর্মশাস্ত্রে এমত আছে যে স্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি লইয়া যবন ভূপতির হুজুরে হাজির হয় তাহার আরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে। তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশবিদেশে অশেষ লোককে যবনজাতি প্রাপ্তি করান। যেহেতুক আপনারা ধর্ম ভাবিয়া কহেন যে পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত হইতে হয় তজ্জন্যই দেশাধিপতি সেই মত আজ্ঞা করেন যে হে পুরুষ তুমি ক্ষান্ত হও তোমাকে ও চাহে না। সে যাহা হউক বাদানুবাদে বিরহ যন্ত্রণা নির্বাহ হইতে পারে না। আমরা অকূলে পড়িয়া আকুলা হইয়া পুন পুন প্রণতিপূর্বক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি আমারদিগের যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগূঢ় ধর্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এ দুঃখ হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে প্রাণরক্ষা হয় এবং বিপক্ষের

কুবাক্যে চক্ষের জলে ভাসিতে হয় না বিশেষত দেশাধিপতির প্রধান ধর্ম সংস্থাপন হয়। কাসাং শান্তিপুরনিবাসিন্তনেকবিরহিণীনাং।" (১)

দাশরথি রায় বিধবাবিবাহের কথায় শান্তিপুরের নবানা বিধবাদের আনন্দ ও প্রবীণাদের আক্ষেপের বর্ণনা করিয়াছেন।—

ফিরে বিবাহ দিবার,   বিপদ্ শান্তি বিধবার,
শান্তিপুরে যে দিন রটিল।
যত বিধবা যুবতীরে,   স্নান করে সব গঙ্গাতীরে,
এক যুবতী কহিতে লাগিল॥···

কাপড়ের পাড়ে বোনা বিধবাবিবাহ-সম্পর্কীয় গীতের কথা অন্তত্র (২) লিখিত হইয়াছে। কলিকাতার নিখিল-বঙ্গ-নারীমহাসম্মেলনে শান্তিপুরের অন্যতম প্রতিনিধি প্রতিভা রায় বলেন, "এখন বহু-বিবাহ বড় কেহ করে না। সকলেরই অবস্থা খারাপ, বহু-বিবাহ ক'রলে খাবার দিবে কোথা থেকে? যদি এমন হয় স্ত্রীকে পছন্দ হ'ল না, তা হ'লে কখন কখন স্বামী অন্য বিবাহ করে। যে রইল তাতে তার অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল হয় না। আইন থাকলে এটাও বন্ধ হ'য়ে যায়, সেজন্য আইন দরকার। তার পর বিধববিবাহ প্রচলন—বড় যাঁরা হ'য়েছেন, ছেলেপিলের মা, তাঁদের বিয়ের কথা নয়। ছেলে-মানুষ যারা, ১০।১২ বৎসরে যাদের বিয়ে হ'য়েছে, যারা সংসারের কিছুই বুঝে না—সে সব বিধবাদের বিয়ে হওয়া উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নজীর দেখাইয়াছেন। ছোট ছোট বিধবাদের বিবাহ দিলে ক্ষতি অপেক্ষা সমাজের লাভ বেশী, সেইজন্য তাদের বিবাহ বাঞ্ছনীয়।" (৩) তিনি সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদেরও সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন।

---

(১) সমাচার-দর্পণ, ১৭।।১৮৩৫; সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড (২য় সংস্ক) (২) ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৩) ১৩৩৮ সালের নিখিল-বঙ্গ-নারীমহাসম্মেলনের কার্য-বিবরণী

"কয়েক দিবস হইল শান্তিপুরস্থ শ্যামবাজারের নিকট আট মাসের একটি সন্তান নষ্ট হইয়াছে। এখানে মাসে ৮।১০টির অধিক এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। হায়, কি দুঃখের বিষয়! বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রচলিত না হওয়াতে, এবং বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য ও কন্যাবিক্রয় (১) দূর না হওয়াতে কতই অনিষ্ট ও পাপ ঘটিতেছে তাহা কি জাত্যভিমানী হিন্দু ভদ্রমহাশয়েরা দেখিতেছেন না?" (২) বিবাহের অব্যবস্থার দরুণ শান্তিপুরে নানা অপ্রিয় ঘটনা মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হয়।

মহাপ্রাণ রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয় একবার ব্রাহ্মণবিধবাগণের একাদশীতে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা রহিত করিবার চেষ্টা করেন। (৩) একবার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শান্তিপুরবাসী কতিপয় ব্যক্তির সহিত আহার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিয়ৎকাল 'ঘোঁট' চলে। প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, বিলাত-প্রত্যাগত ও তৎসংশ্লিষ্ট, সর্বজনীন ভোজে যোগদানকারী, শ্মশানঘাট-ইজারাদার (ব্রাহ্মণ) ও তৎসংশ্লিষ্ট, কুকর্মরত বা সামাজিক অপরাধে অপরাধী এবং বিধর্মী সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সহিত আহার-ব্যবহারাদি ব্যাপার লইয়া এইরূপ 'ঘোঁট' শান্তিপুরে অনেকবার চলে। পূর্বের সামাজিক শাসন, 'পুরোহিত-সমাজের' কর্তৃত্ব, ইত্যাদি শিথিল হইয়া যাওয়ায়, অনেক ক্ষেত্রে যে ভালর চেয়ে মন্দ ফলই বেশী ফলিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান কালে কোন কোন পাড়ায় দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণের পুত্রগণ শূদ্র-বিধবা বা দুশ্চরিত্রা দাসীকে লইয়া ঘর-সংসার করিতেছে এবং সন্ততির জনক হইয়াছে, অথচ, সমাজের এইরূপ ব্যাপার রোধ করিবার ক্ষমতা নাই। এখন গৃহে বা ভোজকর্মে পাচক প্রবেশ

---

(১) বর্তমানে পুত্রবিক্রয়াভিনয় (২) সোমপ্রকাশ, ৮।১।১২৭০
(৩) তৃতীয় ভাগে 'মৈত্রবংশ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

করিয়াছে, ভোজপংক্তিতে কোন কোন স্থলে শ্রেণী বা জাতিভেদের স্থান নাই, কথায় কথায় আর 'ঘোঁটের' কথা উঠে না, মেয়েদের সহশিক্ষা বা সভাদি উপলক্ষে মেলামেশার ক্ষেত্র বা নানারূপ স্বাধীনতা অন্যভাবে প্রসারিত হইতেছে; দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, যেন সংযমের ভাব কমিয়া গিয়াছে, বিলাসিতা ও যথেচ্ছারিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং প্রকৃত নেতৃত্ববিহীন স্বস্বপ্রাধান্যভাব সমাজে স্থান করিয়া লইতেছে। শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার অভিমান এবং ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং বরপণ, বয়স্থা কন্যার অনূঢ়তা, বেকার-সমস্যা, দারিদ্র্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সমস্যা, বাগাড়ম্বর, অসত্যতা, দুর্নীতি, ইত্যাদি সমাজকে মথিত করিতেছে। ব্রাহ্মণের নিত্য-কর্মের সূচী অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন মর্যাদা নষ্ট হইতে বসিয়াছে, এবং ধর্মানুষ্ঠানে গতানুগতিকতা, বাহ্যাড়ম্বর ও আমোদ-প্রমোদের বাহুল্য হইয়াছে। মৌখিক সাম্যবাদের সমর্থন থাকিলেও, অস্পৃশ্যতা, ভেদবুদ্ধি, অর্থশূন্য আচারবিচার ও ছুৎমার্গ বর্তমান রহিয়াছে। নবীন-প্রাচীনের ও উচ্চ-নীচের সঙ্ঘবদ্ধতা ভিন্ন কোন জাতির অস্তিত্ব বা উন্নতি সম্ভব নহে। যে সব দোষ সমাজে প্রবেশ করিয়াছে বা করিতেছে তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে কাহাকেও সেরূপ সজাগ দেখা যাইতেছে না। উদারতার সহিত নিয়মানুবর্তিতা, এবং নব সংস্কারের সহিত যুক্তিসঙ্গত রক্ষণশীলতা বাঞ্ছনীয়। 'যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।'

ভোলানাথ চন্দ্র ইং ১৩।২।১৮৪৫ তারিখে শান্তিপুরে গমন করেন। তিনি পরে তাঁহার দৈনন্দিন লিপি হইতে সঙ্কলিত বিষয়সমন্বিত ও ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকে (১) শান্তিপুর-সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বলিখিত লং সাহেব ও ভোলানাথবাবুর বর্ণনায় বহুস্থলে সাদৃশ্য আছে। ভোলানাথবাবুর এই গ্রন্থের উপাদান প্রথমে শনিবারের সান্ধ্য

(১) Travels of a Hindoo (2 vols.) ; পূর্বে দ্রষ্টব্য।

Englishman পত্রে Trips and Tours নামে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দ হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের জন্য গ্রন্থকার বিলাতের প্রকাশক ট্রাবনার-এণ্ড-কোম্পানীর নিকট হইতে ১০,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়; তৎকালে এই গ্রন্থের অত্যন্ত সমাদর হয়। (১)

ভোলানাথবাবু উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এখন আর কোন ব্রাহ্মণ ১০০টি স্ত্রী গ্রহণ করেন না (২), এবং কোন বিধবা 'সতী' হওয়ার কথা ভাবে না, বরং পুনর্বিবাহের বিষয় ভাবে।……শান্তিপুর-মহিলাগণের লঘু, সুশ্রী, সুগঠিত ও কমনীয় দেহঠাম এবং মসৃণ ও কোমল অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া মনে হয় যেন ইহাই বাংলার নিজস্ব সৌন্দর্য। তাহারা 'বিদ্যাসুন্দরে' বর্ণিত কেশরচনা-পারিপাট্যে সুবিখ্যাত। তবে মিল্টনের 'প্রেম-জাল' ভারতচন্দ্রে 'সর্প-বেণী'র (৩) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মোহিনী বাক্‌পটুতা ও উচ্ছ্বসিত রসিকতার জন্য তাহারা বিখ্যাত।" দাশরথি রায় লিখিয়াছেন, "কান্তি ভাল—শান্তিপুরের মেয়ে।" (৪) কবি নবীনচন্দ্র সেন শান্তিপুরের মেয়েদের সম্বন্ধে ভালমন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা অন্যত্র (৫) লিখিত হইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্র ঐ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। 'কবিওয়ালা' ভোলা ময়রা বলিতেন,

শান্তিপুরের শালী ভাল, ভাল তার খোঁপা।
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভাল, ভাল তার চোপা॥

(১) ভারতবর্ষ, ১৩৩৫ আষাঢ় (পৃ ১৫৮) (২) এখন স্ত্রী বর্তমান থাকিতে অন্য স্ত্রী-গ্রহণের ঘটনা খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর। (৩) 'বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়। সাপিনী-তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥' (৪) নবীনচাঁদ ও সোনামণির দ্বন্দ্ব। (৫) বর্তমান গ্রন্থের প্রথম দুই ভাগে

(মতান্তরে—)

শান্তিপুরের শালী ভাল, গুপ্তিপাড়ার মেয়ে।
মাণিককুণ্ডের মুলো ভাল, চন্দ্রকোণা ঘিয়ে ॥ (১)

আর একটি অনুরূপ বাক্য চলিত আছে।—

উলার মেয়ে কুলকুমুটী (২), ন'দের মেয়ের খোঁপা।
শান্তিপুরের নথ (৩) নাড়া দেয়, গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥ (৪)

(অথবা—)

উলার মেয়ের কলকলানি, শান্তিপুরের চোপা।
গুপ্তিপাড়ার হাতনাড়া আর বাগনাপাড়ার খোঁপা ॥ (৫)

দুর্গাচরণ রায় লিখিয়াছেন, "শান্তিপুরের স্ত্রীলোকেরা লজ্জাহীনা।" (৬) কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদিগকে 'প্রমীলা'র সহিত উপমিত করিয়া 'মহিষমর্দিনী' (!) বলিয়া লিখিয়াছেন, এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও নাকি শান্তিপুরের 'সুরসিকাদের' জন্য শান্তিপুরে প্রায়ই আসিতেন! (৭) গোপালভাঁড়ের রসিকতা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এবং অন্য নানা স্থানে শান্তিপুরের মেয়েদের সম্বন্ধে বক্র কটাক্ষ করা হইয়াছে, এবং এখনও এই স্রোত চলিতেছে। সুরসিকা, বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ, সামাজিক, অথচ, বিনম্র ও সুশীলা হিসাবে শান্তিপুরের মেয়েরা যথেষ্ট গুণবতী ছিল ও আছে, এবং সনাতনপন্থী ও 'মক্ষিকাব্রতধারী' ব্যক্তিরাই তাঁহাদের উক্তরূপ দোষ প্রচার করিয়াছে। ভীরুতা বা প্রগল্‌ভতা উভয়ই সর্বস্থানে নিন্দনীয়,

(১) পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর কর্তৃক প্রদত্ত। (২) কৌলীন্যের গর্ব (৩) 'হাত'—বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক): উলা (৪) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৭৬); Nadia Dt. Gazetteer (1910) (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮।১।১৩৪৭ : কুন্তল-কাহিনী (৬) দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন (২য় সংস্ক) (৭) আমার জীবন

এবং দোষগুণ সব সমাজেরই আছে। "শান্তিপুরে স্ত্রীস্বাধীনতা আছে। মেয়েরা স্বচ্ছন্দে পূজাপার্বণ-গঙ্গাস্নানাদি উপলক্ষে সাজিয়া গুজিয়া বাহির হয়। 'মতিগঞ্জ' নামক মেয়েদের বাজার আছে, মেয়েরা সেখান হইতে বাজার করিয়া আনে। তবে কোনও নারী যদি শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে বালিকা-বিদ্যালয়ে যাতায়াত করেন, অথবা, সভাসমিতিতে যোগদান করেন, তাহা হইলেই গণ্ডগোল উপস্থিত হয়।" (১) আধুনিক কালে, এ সব গণ্ডগোলও কমিয়াছে। তবে অবরোধ বা পর্দা ও অবগুণ্ঠন-প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না।

শান্তিপুরের জনসংখ্যা একেকালে প্রায় ৫০,০০০ ছিল বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ১৮২২ খৃস্টাব্দে লণ্ডন মিসনারি-সোসাইটির প্রচারক হিল, ওয়ার্ডেন ও ট্রাইন শান্তিপুরবাসীকে সরলচিত্ত ও খৃস্টধর্ম গ্রহণে আগ্রহশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, সেখানকার জনসংখ্যা ৫০,০০০ ও গৃহসংখ্যা ২০,০০০ (অধিকাংশই প্রাচীন ও ইষ্টক-নির্মিত)। (২) ১৮৭২ সালের আদমসুমারিতে নিজ শান্তিপুরের জনসংখ্যা ২৮,৬৩৫ (পুরুষ ১৩,২০৫, স্ত্রী ১৫,৪৩০) ছিল ; তন্মধ্যে হিন্দু পুরুষ ৯,৩৯৫, স্ত্রী ১১,১৪৭, মোট ২০,৫৪২, মুসলমান পুরুষ ৩,৮০১, স্ত্রী ৪,২৭৮, মোট ৮,০৭৯, খৃস্টান পুরুষ ৯, স্ত্রী ৫, মোট ১৪ জন ; মোট পুরুষের অনুপাত শতকরা ৪৬.১১। (৩) শান্তিপুরের জনসংখ্যা ১৮৮১ খৃস্টাব্দে ২৯,৬৮৭ (পুরুষ ১৩,৭০৮, স্ত্রী ১৫,৯৭৯ ; হিন্দু ২০,৭০১, মুসলমান ৮,৯৪৫, অন্য ধর্মাবলম্বী ৪১), ১৮৯১ খৃস্টাব্দে ৩০,৪৩৭ (পুরুষ ১৪,০০০, স্ত্রী ১৬,৪৩৭) এবং ১৯০১ খৃস্টাব্দে ২৬,৮৯৮ জন (পুরুষ ১২,৫১৪, স্ত্রী ১৪,৩৮৪ ; হিন্দু

(১) যুবক, ১৩৩৫ আশ্বিন (পৃ ৪৪) (২) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩১৮) (৩) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., Vol. II (1875)

১৬,২১৯, মুসলমান ৮,৬১২, খৃস্টান ৬, অন্য ধর্মভুক্ত ১) ছিল। সুতরাং, ১৮৯১-১৯০১ দশকে শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা শতকরা ৮·১৬ কমিয়াছে। (১) শান্তিপুর-থানা (২)—১৮৯১ খৃস্টাব্দে ৫৩,৯৬৪, তন্মধ্যে হিন্দু পুরুষ ১৭,৯৮৮, স্ত্রী ১৯,৮৪১, মুসলমান পুরুষ ৭,৭০৬, স্ত্রী ৮,৪১৫ ; ১৯০১ খৃস্টাব্দে ৪৯,৫৫৯ (পুরুষ ২৩,৯৬৫, স্ত্রী ২৫,৫৯৪), তন্মধ্যে হিন্দু পুরুষ ১৬,৫৩৩, স্ত্রী ১৭,৬৪৪, মুসলমান পুরুষ ৭,৪২৮, স্ত্রী ৭,৯৪৭, খৃস্টান পুরুষ ৩, স্ত্রী ৩ জন। ১৯১১ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা ২৬,৭০৩ (পুরুষ ১২,১৮৬, স্ত্রী ১৪,৫১৭), এবং থানার ৪৮,৯৪৭ জন। ১৯২১ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা ২৪,৭৯২ (পুরুষ ১১,৩৪২, স্ত্রী ১৩,৪৫০), তন্মধ্যে হিন্দু ১৬,৫৮৩ (পুরুষ ৭,৬২০, স্ত্রী ৮,৯৬৩), মুসলমান ৮,১৮৬ (পুরুষ ৩,৭১৩ স্ত্রী ৪,৪৭৩), খৃস্টান পুরুষ ১ জন; শান্তিপুরের জনসংখ্যা ২০,০০০-৫০,০০০ জনের মধ্যে হওয়ায়, তৃতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যাল নগর বলিয়া গণ্য, এবং তালিকায় ২৭তম (অন্য স্থলে, তৃতীয় শ্রেণীর ৩৬তম) স্থানভুক্ত; শান্তিপুর-থানা—জনসংখ্যা ৪৫,৯০২ (পুরুষ ২২,১৪৩, স্ত্রী ২৩,৭৫৯), তন্মধ্যে হিন্দু ৩১,০৪৬ (পুরুষ ১৪,৯৬৯, স্ত্রী ১৬,০৭৭), মুসলমান ১৪,৮৩০ (পুরুষ ৭,১৬৪, স্ত্রী ৭,৬৬৬), খৃস্টান পুরুষ ১, আদিম জাতি (Animist) ৩ (পুরুষ ১, স্ত্রী ২), ও অন্যান্য ধর্মভুক্ত ২২ জন (পুরুষ ৮, স্ত্রী ১৪), নগরে ২৪,৭৯২, গ্রামে ২১,১১০ জন। ১৯২১ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর-থানায় মোট শিক্ষিত পুরুষ ৫,৬০৬, স্ত্রী ১,৬৫৯, এবং ইংরাজী-শিক্ষিত পুরুষ ১,৫৮৯, স্ত্রী ৩২ জন; শিক্ষিত হিন্দু ৫,৩৮৬ (পুরুষ ৩,৯২৬, স্ত্রী ১,৪৬০), ০-১৫ বৎসর

(১) Garrett—Nadia Dt. Gazetteer (1910) (২) ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বয়স্ক ১,৫০৪ (পুরুষ ৯৫৪, স্ত্রী ৫৫০), ১৫-২০ বৎসর বয়স্ক ৫২৮ (পুরুষ ৫১০, স্ত্রী ১৮), ২০ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক ৩,৪৫৪ (পুরুষ ২,৪৬২, স্ত্রী ৯৯২), ইংরাজী-শিক্ষিত ১,৪৩৭ (পুরুষ ১,৪০৬, স্ত্রী ৩১), শিক্ষিত শতকরা হার ৭.৭ জন (পুরুষ ২৮, স্ত্রী ৯.৯) ; শিক্ষিত মুসলমান ১,৭৭৯ (পুরুষ ১,৬৮০, স্ত্রী ৯৯), ০-১৫ বৎসর বয়স্ক ১৯০ (পুরুষ ১৬৯, স্ত্রী ২১), ১৫-২০ বৎসর বয়স্ক ১৭২ (পুরুষ ১৫৩, স্ত্রী ১৯), ২০ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক ১,৪১৭ (পুরুষ ১,৩৫৮, স্ত্রী ৫৯), ইংরাজী-শিক্ষিত ১৮৪ (পুরুষ ১৭৩, স্ত্রী ১), শিক্ষিত শতকরা হার ১২ জন (পুরুষ ২৪, স্ত্রী ১.৩)। ১৯২১ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর-থানায় হিন্দুর মধ্যে ৩,৮২৩ জন বাগ্‌দী, ৪,৫৯৪ ব্রাহ্মণ, ১,৪৬৩ চাষী-কৈবর্ত, ২,৯৪৯ গোয়ালা, ৯৬১ কায়স্থ, ২৯৯ মালো, ১,১৪০ মুচী ও ৫৯৯ জন নমঃশূদ্র ; এবং মুসলমানের মধ্যে ১৪,৩১৪ জন শেখ ছিল। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা ২৪,৯৯২ [পুরুষ ১২,০১৬, স্ত্রী ১২,৯৭৬ (১)], তন্মধ্যে হিন্দু ১৬,৮৫৭ (পুরুষ ৮,১০০, স্ত্রী ৮,৭৫৭ ; পুরুষ শিক্ষিত ২,৯২৯, স্ত্রী শিক্ষিত ১,৫২৬), মুসলমান ৮,১৩৩ (পুরুষ ৩,৯১৫, স্ত্রী ৪,২১৮ ; পুরুষ শিক্ষিত ৬৪২, স্ত্রী শিক্ষিত ১২৫), খৃস্টান ২ জন (পুরুষ ১, স্ত্রী ১) ; মোট ইংরাজী-শিক্ষিত পুরুষ ১,৪১৬, স্ত্রী ১০৩ ; মোট শিক্ষিত ৪-১৩ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ৫০১, স্ত্রী ৩৬৩ ; ১৪-২০ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ৮৯৮, স্ত্রী ৪৩৩, ২৪ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক পুরুষ ২,১৭২, স্ত্রী ৮৫৯ ; শান্তিপুর-থানা—মোট জনসংখ্যা ৪৭,১৬৫ (পুরুষ ২৩,৪৭৬, স্ত্রী ২৩,৬৮৯) ; হিন্দু পুরুষ ১৫,৮৭৪, স্ত্রী ১৬,০৮৩, শিক্ষিত পুরুষ ৩,৫৪৭, স্ত্রী ১,৬২৪, মুসলমান পুরুষ ৭,৬০১, স্ত্রী ৭,৬০৫, শিক্ষিত পুরুষ ৮৪৩, স্ত্রী ১৩৬, খৃস্টান পুরুষ ১, স্ত্রী ১ জন (২জন শিক্ষিত), মোট

(১) প্রবাসী, ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৯০)

ইংরাজী-শিক্ষিত পুরুষ ১,৬৩৩, স্ত্রী ১০৯ জন, মোট শিক্ষিত ৪-১৩ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ৫৯২, স্ত্রী ৩৭৮, ১৪-২৩ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ১,১১০, স্ত্রী ৪৭৫, ২৪ বৎসর ও তদূর্দ্ধবয়স্ক পুরুষ ২,৬৮৮, স্ত্রী ৯০৭ জন। (১) শান্তিপুর-থানার জনসংখ্যা ১৯০১-১১ দশকে শতকরা ১'২ হিসাবে এবং ১৯১১-২১ দশকে শতকরা ৬'২ হিসাবে হ্রাস, এবং ১৯২১-৩১ দশকে শতকরা ২'৮ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২)

"শান্তিপুর 'ব্যবসায়-শূন্য' (বড় ব্যবসায় নাই) নগর। রাণাঘাট-মহকুমায় কেবল শান্তিপুর-থানায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, এবং ইহা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর; কিন্তু শতকরা ২'৮ ভাগ বৃদ্ধির কারণ মুখ্যত বহিরাগত মুসলমান কৃষকদের চর-জমিগুলিতে বসবাস। শান্তিপুর-থানায় প্রতি হাজারে স্ত্রীলোকের সংখ্যা—১৮৮১ : ১,১৬৬, ১৮৯১ : ১,১৭৪, ১৯০১ : ১,১৪৯, ১৯১১ : ১,১৯১, ১৯২১ : ১,১৮৬, ১৯৩১ : ১,০৮০ ; প্রতি বর্গ-মাইলে জনসংখ্যা ২,৭৭৭ ; ১৯৩১ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর-থানার ৬৯৭ জন ভারতের অন্য অংশে, ৩২৯ জন বিহার-উড়িষ্যায় (দেশীয় রাজ্যসমেত), ১৮ জন আসামে, ৩ জন ব্রহ্মদেশে, ১১ জন মাদ্রাজে, ৩৩৩ জন যুক্তপ্রদেশে, এবং ২ জন উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে।" (৩) ১৯৪১ খৃস্টাব্দের লোকগণনায় শান্তিপুরের জনসংখ্যা ২৯,৮৯২ হইয়াছে।

(১) Census-Volumes (Bengal); Nadia Dt. Gazetteer, Vol. B (1923) (২) বঙ্গশ্রী, ১৩৪৫ শ্রাবণ (পৃ ৭৪): নদীয়ার কথা; ভারতবর্ষ, ১৩৩০ পৌষ (পৃ ১৪৫); বসুমতী, ১৩৩১ পৌষ (পৃ ৩৫৮); প্রবাসী, ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৯১) (৩) A. Porter—1931 Census of India, Vol. V (Beng. & Sikkim), pt. I (pp. 43, 80-1,107)

শান্তিপুরের জনসংখ্যা-হ্রাসের নানা কারণ আছে। "১৮৫৬ খৃস্টাব্দে যে মারাত্মক সংক্রামক জ্বর বীরনগরের ধ্বংস আনয়ন করিয়াছিল তাহা ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া হাঁসখালি, চাকদহ, শান্তিপুর, কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটী ও ত্রিবেণী পর্যন্ত গমন করিয়াছিল।...এই জ্বর ১৮৩৬ খৃস্টাব্দ হইতে সাত বৎসরের মধ্যে মহম্মদপুরকে ধ্বংস করিয়াছিল।" (১) "ম্যালেরিয়াকে প্রথম প্রথম লোকে 'নূতন জ্বর' বলিত। ১৮১৪ খৃস্টাব্দে বহরমপুরে প্রথম ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছিল। তাহার পর ১৮২৪ খৃস্টাব্দে ইহা যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরে আবির্ভূত হইয়া নলডাঙ্গা, চাঁচড়া ও কসবা ধ্বংস করে। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে গদখালি, কাদবিলা, সুখপুকুরিয়া, ইত্যাদি গ্রামে আবির্ভূত হইয়া প্রায় ৯,০০০ লোককে মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া নদীয়া-জেলায় প্রবেশ করে।......১৮৫৬ খৃস্টাব্দে উলাতে প্রবেশ করাতে চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় ২০,০০০ লোক গতায়ু হয়।......১৮৬১ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করে।" (২) "১৮৫৯।৬০ খৃস্টাব্দে উলার এই মড়ক ফুলিয়া, নবলা, মালীপোতা, ইত্যাদি গ্রাম হইয়া শান্তিপুরে দেখা দিল, কিন্তু উহা শান্তিপুরের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। শান্তিপুর হইতে ইহা ১৮৬০ খৃস্টাব্দে গোবিন্দপুর, দিগনগরাদি গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে।" (৩) "উলা, শান্তিপুর, নবলা, ফুলিয়া, বেলগড়ে-অঞ্চলে জ্বর-বিকারে কি মারীভয় হইয়াছে, বিশেষত উলা-গ্রাম একেবারে উজাড় করিল, ঐ গ্রামে প্রতিদিন ১৫০।২০০ লোক মরিতেছে।...... শান্তিপুরাদি প্রাগুপ্ত গ্রামে মারীভয় হইয়াছে, কিন্তু উলার মত শ্মশান-

(১) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dist., Vol. II (1875) (২) স্বাস্থ্য-সমাচার, ১৩৩১ চৈত্র : বঙ্গে ম্যালেরিয়ার আদিম ইতিহাস, ১৩২১ শ্রাবণ (পৃ ১১১-৩) ; প্রবাসী, ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৫৫) (৩) সুজননাথ মুস্তৌফী—উলা (পৃ ৫২)

ভূমি হয় নাই।......শান্তিপুরের সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে উক্ত গ্রামে যাইয়া বিনা বেতনে রোগীদিগের চিকিৎসা এবং অবৈতনিক ঔষধ বিতরণ করিতেছেন।" (১) "গত ৫০ বৎসর ধরিয়া নদীয়ার অবনতি হইতেছে। ১৮৫৭-৬৪ খৃস্টাব্দের 'বর্ধমান'-(প্রথমত 'নদীয়া-'নামে অভিহিত) জ্বর (২) নদীয়ায় আবির্ভূত হয়। ১৮৬২ খৃস্টাব্দে জে ইলিয়ট এই বিষয় তদন্তের জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হন। তৎপরে, সংক্রামক জ্বরের তদন্ত-কমিসন নিযুক্ত হয়। ১৮৮০-৫ খৃস্টাব্দে আর একবার সংক্রামক জ্বর আবির্ভূত হওয়ায়, ১৮৮১-২ খৃস্টাব্দে নদীয়া-জ্বর-কমিসন বসে। তৎপরে, ১৯০৬-৭ খৃস্টাব্দে বঙ্গ-পয়ঃপ্রণালী-কমিটী নিযুক্ত হয়। ১৯০২-৮ খৃস্টাব্দে কলেরা হয়। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ হয়। অন্য জেলার ন্যায় নদীয়ায় সমসংখ্যক লোক বরাবর কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না।......ভূমি অনেক সময় অকর্ষিত রাখিতে হয়।......এই বিভাগের অন্য জেলার তুলনায় নদীয়া-জেলা হইতে লোকজনের বহির্গমন বেশী।" (৩) " 'বর্ধমান-জ্বর' ১৮৫৭-৬৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে নদীয়াকে ধ্বংস করে, এবং তার পর হইতে নদীয়া আর উঠিতে পারে নাই।" (৪) "এই মহামারী ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে উলায় আরম্ভ হইয়া ১৮৫৮।৯ অব্দে নদীয়া-জেলার নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগরাদি অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে রাণাঘাট, ইছাপুর, বারাকপুর, নিমতা, গৌরীপুর হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইহা ১৮৬০ অব্দে হুগলী, এবং ১৮৬২ অব্দে পাণ্ডুয়া আক্রমণ করে।......শান্তিপুরের

---

(১) সমাচার-চন্দ্রিকা, ১২,২৭।৭। ১২৬৩ (১১।১১।১৮৫৬ খৃ); প্রবাসী, ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ১৭২) (২) ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ ভাদ্র (পৃ ৩০৬-৭) (৩) 1911 Census-Volume (Bengal) (৪) 1921 Census-Volume (Bengal)

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট মহিমাচন্দ্র পালের গমনাবধি মারীভয় বিষয়ে শান্তিপুর ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।......রাণাঘাট, উলা ও শান্তিপুরে মারাত্মক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; প্রেসিডেন্সি-কমিসনার মনরো সাহেব ইহা নিবারণের উদ্দেশ্যে রাণাঘাটে আছেন।" (১) "১৮৬২ সালের শেষভাগে এবং পরবর্তী কালে এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি নদীয়াকে কবলিত করিয়া যশোহর, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও বীরভূমের দিকে অগ্রসর হয়।" (২) "পূর্বে উলার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ছিল; কিন্তু এক্ষণে অস্বাস্থ্যকর ও অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে। ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায়, উহার উভয় তীরবর্তী গ্রাম, নগর ও পল্লীসমুহ ম্যালেরিয়া-জ্বরে লোকশূন্য, শ্রীভ্রষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সন ১২৬৩ সালে উলায় মহামারী দেখা দেয়।......১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবল ঝড়ের পর এই মহামারী ক্রমশ লোপ পায়; কিন্তু ঝড়ের ফলে প্রাকৃতিক পরিবর্তনে ম্যালেরিয়া ('উলুই-জ্বর') দেখা দেয়।" (৩) শান্তিপুরের জনসংখ্যা-হ্রাসের নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দেশিত হইয়াছে—"১৮৮০-৫ খৃস্টাব্দের ম্যালেরিয়া, ১৮৮৫ ও ১৮৯০ খৃস্টাব্দের বন্যা, কলিকাতা ও কলসমুহে লোকের (তাঁতীদের) প্রয়াণ।......১৯০৬ খৃস্টাব্দের প্রকাশিত গেট সাহেবের সেন্সস-সংক্রান্ত বিবরণীতে লিখিত আছে যে, অনেক কৃষকও শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।" (৪) গঙ্গার দূর-অপসৃতি, বাণিজ্যের অবনতি, মহকুমা-স্থানান্তরকরণ, রেলের মূল লাইন হইতে দূরে অবস্থিতি, কর্ম

(১) সোমপ্রকাশ, ১৫।১, ১৯।২, ২৩।৫।১২৭০, ২৪।৭।১২৮৭ (২) Buckland—Bengal under the Lieutenant-Governors (p. 505); নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৯৩) (৩) বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ) : উলা (৪) Garrett—Nadia Dt. Gazetteer (1910)

উপলক্ষে লোকের বহির্গমন, মন্বন্তর, প্লেগ ও সংক্রামক রোগের বাহুল্য, বর্গীর হাঙ্গামা, দস্যুভয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থাগমের পথরাহিত্য, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, ইত্যাদি অন্য কারণও আছে।

দরিদ্র-ভাণ্ডার, হিতকরী সভা, কর্মমন্দির, কল্যাণসঙ্ঘ, নারীরক্ষা-সমিতি, আর্তত্রাণ-সমিতি, অনাথাশ্রম, হিতসাধনমণ্ডলী, হিতসাধনসঙ্ঘ, জনকল্যাণসঙ্ঘ, সেবাসমিতি, স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকাবাহিনী, হরিসভা, পল্লীমঙ্গল-সমিতি, কংগ্রেস-বন্যা-রিলিফ-কমিটী, হিন্দুসভা, হিন্দুধর্ম-সংরক্ষিণী সভা, সাহিত্য-সমিতি, রেলযাত্রী-সমিতি, ইসলামী সভা, আঞ্জমনে ইসলামিয়া, তন্তুবায়-উন্নতিবিধায়িনী সভা, করদাতৃ-সমিতি, মুসলমান করদাতৃ-সমিতি, সুতরাগড়-আনন্দ-সম্মিলনী, প্রভৃতি শান্তিপুরের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্ধুসভার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সভা ১২৯০ বঙ্গাব্দে স্থাপিত, এবং ইং ১৮৭০ সালের ২ আইন অনুসারে রেজিস্টারিকৃত হয়। ইহার নিয়মাবলী বাং ২০।১০।১২৯০ তারিখে সাধারণ সভায় স্থিরীকৃত, ১।১।১২৯১ তারিখে সংশোধিত ও অনুমোদিত, এবং ৪ ও ৯।৭।১২৯২ তারিখদ্বয়ে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ—নিঃসহায় বিধবা ও অক্ষম ব্যক্তির ভরণপোষণ, বিদ্যানুশীলনে সাহায্য, রাজনৈতিক ব্যতীত হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান, এবং সংস্কৃত-সাহিত্য, ন্যায়, স্মৃতি, বেদ ও চিকিৎসাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে উৎসাহ প্রদান। বাৎসরিক কার্য-বিবরণ, এবং সাহায্যপ্রাপ্ত-গণের নাম প্রকাশিত হয়। মাসিক চাঁদা, এককালীন বা সাময়িক দান, এবং উৎসব ও শ্রাদ্ধাদিতে দেয় অর্থ দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও হিসাব-পরিদর্শক (২ জন) লইয়া ১৪ জন কার্যকরী সমিতির সভ্য প্রতি বৎসর নিযুক্ত হয়। সভাপতিগণের মধ্যে যদুনাথ ভট্টাচার্য, হরিদাস রায়, মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী সান্যাল, বেচারাম

লাহিড়ী, গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, নলিনীমোহান সান্যাল, প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছিলেন বা আছেন। সম্পাদকগণের মধ্যে ছিলেন বা আছেন—রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, প্যারীমোহন সান্যাল, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, কীর্তিচন্দ্র রায়, অক্ষয়কুমার গোস্বামী, রামকৃষ্ণ দাস, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, প্রভৃতি। ধনরক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন বা আছেন—হরিনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, রামযাদু ভট্টাচার্য, গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কালীচরণ তরফদার, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারী, প্রভৃতি। কীর্তিচন্দ্র রায় সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন, এবং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ও নবকৃষ্ণ সিদ্ধান্তের চেষ্টায় ইহা উন্নতির সোপানে উঠিয়াছিল। ১৩০২-৩ সালে অক্ষয়কুমার সান্যাল ও যশোদানন্দন প্রামাণিক উদ্যোগী হইয়া দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার স্থাপন করেন। সভা হইতে সজ্ঞানীর ঘর নির্মাণ করিয়া দিবার কথা হয়, কিন্তু দাতা রজনীকান্ত মৈত্র মহাশয় উহা স্বব্যয়ে নির্মাণ করিয়া দেন, এবং সংগৃহীত চাঁদা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। কতিপয় বৎসর হইল সভার নিজস্ব পাকা গৃহ ও পুস্তকাগার হইয়াছে। উক্ত গৃহের অংশ কাশ্যপপল্লীস্থ বালিকা-বিদ্যালয়কে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিদ্যালয় পূর্বে বন্ধুসভার হস্তে ছিল; পরে ১৩১৬ সালে গবর্ণমেণ্ট উহার ভার গ্রহণ করিলে, একটি কমিটী গঠিত হয়—ইহার প্রথম সভাপতি হন কিশোরীকিশোর গোস্বামী, এবং সম্পাদক হন প্যারীমোহন সান্যাল। পণ্ডিত নিত্যানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি কর্তৃক স্থাপিত অধুনালুপ্ত আত্মোৎকর্ষ-বিধায়িনী সভাও (১) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(১) যুবক, ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৫)

উপরিলিখিত রামনগরপল্লীর দরিদ্রভাণ্ডার ১৩১১-২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দীনদয়াল প্রামাণিকের বাটীতে স্থাপিত হয়। পল্লীর দীনদরিদ্র-দিগকে অন্ন-বস্ত্র-দান, এবং শিক্ষায় ও রোগাদিতে সাহায্যদান এই ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ছিল। এককালীন সভাপতি বিনোদবিহারী প্রামাণিক আবেদনপত্রে 'দরিদ্রভাণ্ডার' সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেন। মোজাম্মেল হক, কুমুদনাথ সান্যাল, প্রভৃতি ইহার সভাপতি,—অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (স্মৃতিরত্ন), প্রভৃতি সহ-সভাপতি,—রামকৃষ্ণ দাস সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ (নৃত্যগোপাল দালাল প্রভৃতিও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন),—বিজয়গোপাল প্রামাণিক, সুধীরঞ্জন প্রামাণিক, প্রভৃতি সহ-সম্পাদক,—এবং নগেন্দ্রনাথ, হরিপদ, সাগরহরি, গোকুলানন্দ ও শশীভূষণ প্রামাণিক, ও হাজারীলাল দাস, প্রভৃতি কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। সাহায্যের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী-সভা ছিল। ভাণ্ডারের কার্য-বিবরণ প্রকাশিত হইত ; ইহার মলাটে এই বাণী লিখিত থাকিত।—

What we gave we have ;
What we spent we had ;
What we left we lost.

—Earl of Devonshire in the
Epitaph of Courtenay

এই প্রসঙ্গে কো-অপারেটিভ-সোসাইটি-লিমিটেডের কথা উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৯১৫ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ১৯১৬ আগস্ট হইতে ইহার কার্যারম্ভ হয়। ১২ জন অবৈতনিক ডিরেক্টর (ইহার মধ্যে সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ আছেন) দ্বারা কার্য পরিচালিত হয় ; তদ্ব্যতীত সম্পাদক ও ৩ জন হিসাব-পরিদর্শক আছেন। বাৎসরিক নির্বাচন, এবং কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য—সভ্যগণকে ঋণদান। মূলধন ১,০০,০০০৲। ১৯২৩ মে হইতে প্রতুলচন্দ্র

১৬

মুখোপাধ্যায়ের বহির্বাটীতে কার্যালয় হইয়াছে। সভাপতিগণের মধ্যে ডাঃ শচীনাথ প্রামাণিক, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বেণীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি,—সহ-সভাপতিগণের মধ্যে মোজাম্মেল হক, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মহম্মদ কায়েম উল্লা, প্রভৃতি,—কোষাধ্যক্ষগণের মধ্যে ডাঃ বামাচরণ দাস, বেণীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রকুমার মঠ, ননীগোপাল বিশ্বাস্ত, প্রভৃতি,—হিসাব-পরিদর্শকগণের মধ্যে পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, বটুকনাথ ভট্টাচার্য, মহম্মদ আফজাল-উল হক, মন্মথনাথ সেনগুপ্ত, আব্দুল খলিল, রঘুনাথ ভট্টাচার্য, হরিনাথ ভট্টাচার্য, প্রভৃতি,—ডিরেক্টরগণের মধ্যে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসু, জয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহম্মদ কায়েম উল্লা, আব্দুল খলিল, ননীগোপাল বিশ্বাস্ত, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথনাথ সেনগুপ্ত, রাধারমণ গোস্বামী, নিশিকান্ত বসু, আব্দুল জলিল, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সীতানাথ গোস্বামী, মহম্মদ শহর উদ্দীন, যতীন্দ্রকুমার মঠ, সুধীরঞ্জন প্রামাণিক, বেণীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হরেন্দ্রকুমার গোস্বামী, বিজয়গোপাল প্রামাণিক, রামচন্দ্র গোস্বামী, রাইহান নবী, নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ছিলেন বা আছেন ;—এবং সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। বাং ১৩১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত (১) 'বালক-সমাজ' পাঁচ ছয় বৎসর পরে বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদে পরিণত হয়। ইহার শেষ পরীক্ষায় (আদ্য ও মধ্য পরীক্ষাতেও প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার্থী থাকে) বৎসরে ২৫।৩০ জন ছাত্র ও ৫।৬ ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়া (প্রায় ৪০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে) যথাক্রমে 'পুরাণরত্ন' ও 'ভারতী' উপাধি প্রাপ্ত হয়,—তাহাদিগকে গুণানুসারে অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য-পদক এবং পুস্তকাদি প্রদত্ত হয়। (২) বঙ্গ ও আসামে

(১) তৃতীয় ভাগে 'ননীগোপাল লাহিড়া (মৈত্রবংশ)'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) এই সকল পদকের অধিকাংশ শান্তিপুরবাসী কর্তৃক নির্দিষ্ট শান্তিপুর-সন্তানের স্মৃত্যর্থে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত।

[নিতাই মুখো]

বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষৎ

[সুশীল ভট্টা]

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
স্মৃতিরত্ন
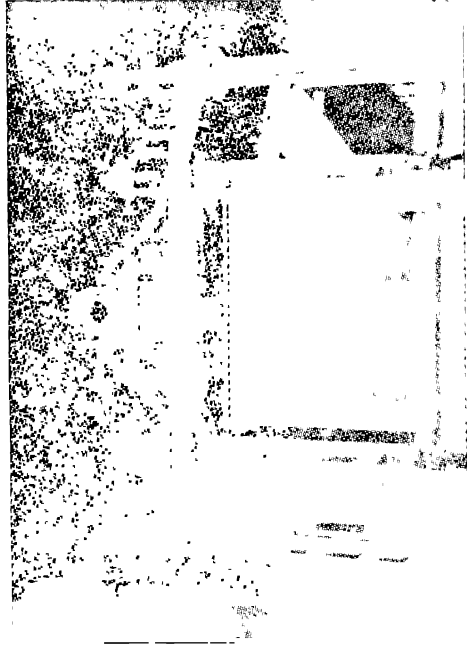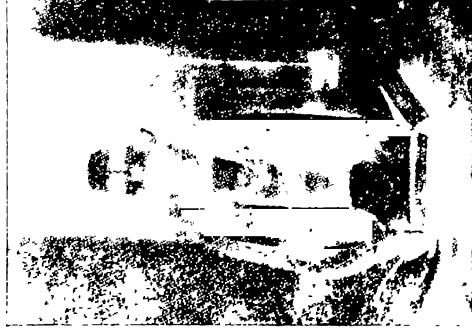
ইহার ৫২টি কেন্দ্র ছিল, বর্তমানে ৩০টি আছে ; কাশীতে একটি ছিল এবং রেঙ্গুনে একটি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন (লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ সহ) ইহার সম্পাদক, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বি-এ, ও মোহিনীমোহন গোস্বামী সহ-সম্পাদক, এবং শান্তিপুরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি কার্যকরী সমিতির সভ্যের মধ্যে আছেন। ইহার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার আছে, এবং বিশিষ্ট দাতা শান্তিপুর-গৌরব জগদীশচন্দ্র মৈত্রের পিতৃদেবের নামে নির্মিত বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষৎ-বিদ্যামন্দিরের ('আর্যভারত-বিদ্যাতীর্থভবন') 'কীর্তি-স্মৃতিমন্দির' নামকরণ হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থকারকে পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছে, এবং সেও তাহার নিজের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির অধিকাংশের একটি অন্তিম রক্ষণস্থল পাইয়া কৃতজ্ঞ। পরিষৎ-গৃহে ধর্মবিষয়ক সভাদি হয়, এবং কয়েক বার অন্য উদ্দেশ্যেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পরিষদের কলিকাতা, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর-কেন্দ্র হইতে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, এবং গীতা, পুরাণাদিবিষয়ক সভার অধিবেশন ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার কার্যাবলী নানাস্থলে (১) ও ইহার বিবরণীতে প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির তালিকা—বিহারীলাল ভট্টাচার্য (১৩১৬, ১৩২১); শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৩১৭); লালমোহন বিদ্যানিধি (১৩১৮); নৃসিংহপ্রসাদ ধর্মাচার্য (১৩১৯); কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন (১৩২০); মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন (১৩২২, ১৩২৪) ; মথুরানাথ মৈত্র, বি-এল (১৩২৩) ; মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পিএচ-ডি (১৩২৫); মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কতীর্থ (১৩২৬) ; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ

---

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, পঞ্চপুষ্প, যুবক, Amrita Bazar Patrika ...

শাস্ত্রী, এম-এ (১৩২৭) ; আচার্য স্তর প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৩২৮) ; মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (১৩২৯) ; মহামহোপাধ্যায় সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি (১৩৩০) ; অধ্যক্ষ আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পিএচ-ডি, দর্শনসাগর (১৩৩১) ; মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৩৩২) ; মহামহোপাধ্যায় সীতারাম ন্যায়াচার্য (১৩৩৩) ; মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, পিএচ-ডি (১৩৩৪) ; মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী, এম-এ (১৩৩৫) ; মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (১৩৩৬) (১) ; কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, এম-এ (১৩৩৭) ; কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ সাংখ্যবেদান্তরত্ন সাহিত্যশাস্ত্রী (১৩৩৮) (২) ; ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট (লণ্ডন) (১৩৩৯) (৩) ; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পিএচ-ডি (১৩৪০) ; ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ (১৩৪১) ; মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (১৩৪২) ; জীব ন্যায়তীর্থ, এম-এ (১৩৪৩) ; কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক কাব্যব্যাকরণসাংখ্যতীর্থ ভিষগ্‌শাস্ত্রী (১৩৪৪) ; মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ (১৩৪৫) ; হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ (১৩৪৬) ; মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ (১৩৪৭) ; ডাঃ নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত, পিএচ-ডি (১৩৪৮) । কলিকাতায় ও বাঁকুড়ায় এই পরিষদের শাখা আছে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, ১৩৪৫ সালের মাঘ মাসে কয়দিন ধরিয়া এই পরিষদের জয়ন্তী-উৎসব (সাহিত্য-স্বাস্থ্য-শিল্প-প্রদর্শনীসহ) সম্পন্ন

(১) বাং ৩০।৬।১৩৩৬ তারিখে প্রদত্ত অভিভাষণ—শান্তিপুর, ১৩৩৬ পৌষ (পৃ ২৩৫), মাঘ (পৃ ২৬১), ফাল্গুন (পৃ ২৮৭) (২) হিতবাদী ; পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮ (পৃ ১০০৩) (৩) বাং ২৬।৬।১৩৩৯ তারিখে প্রদত্ত অভিভাষণ—'পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি' : ভারতবর্ষ, ১৩৩৯ পৌষ (পৃ ১)

হয়। এই উপলক্ষে জয়ন্তী-পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়। উৎসবে নলিনী-মোহন সান্যাল, এম-এ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মূল সভাপতি, এবং শাখা-সমিতিগুলির সভাপতি, বক্তা বা পাঠকহিসাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (প্রবন্ধ—হিন্দুদর্শন), অমরেশ্বর ঠাকুর, পি-আর-এস, পিএচ-ডি (প্রবন্ধ—হিন্দুর সামাজিক ইতিহাস), কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ (প্রবন্ধ—পৌরাণিক সাহিত্য ও সভ্যতা), কৃষ্ণনগর-কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামী (প্রবন্ধ—বৈষ্ণব দর্শন ও প্রেমধর্ম), হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী (প্রবন্ধ—বৈষ্ণব ও পৌরাণিক সাহিত্য), ব্যায়ামাচার্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী (প্রবন্ধ—ব্যায়ামের উপকারিতা ও বিজ্ঞান) (১), অমিয়কুমার সান্যাল (প্রবন্ধ—সাধুজীবন ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী), রাজলক্ষ্মী দেবী (প্রবন্ধ—হিন্দু নারীর শিক্ষা); নলিনীবাবুর অভিভাষণ মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং অমূল্যবাবু তাঁহার অভিভাষণ এবং 'পুরাণের ইতিহাস ও আদর্শ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় অন্যান্য বক্তৃতাদি ও আবৃত্তি হয়, এবং প্রেরিত প্রবন্ধাদির জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিগণকে 'সাহিত্যবিনোদ' বা 'সাহিত্যকুশলা' উপাধি এবং কতিপয় রৌপ্যপদক দিবার প্রস্তাব করা হয় ;—ইঁহাদিগের মধ্যে একজন মুসলমান ও কতিপয় মহিলা থাকেন। পূজা-দীপোৎসব, নগরকীর্তন, অভিনয়-ঐক্যতান বাদন, প্রসাদবিতরণ, ব্যায়াম-প্রদর্শনাদির ব্যবস্থা হয়। শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিভাগে শান্তিপুরের প্রাচীনকালের লেখকগণের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি, পরলোকগত ও জীবিত সাহিত্যিকগণের অধিকাংশ

(১) জীবশিব-মিসন-পত্রিকা, ১৩৪৫ চৈত্র (পৃ ১৫৬), ১৩৪৬ বৈশাখ (পৃ ১৮৮) ; আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮।২।১৩৪৬

পুস্তক, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক-মাসিকপত্রিকাদি, বহু পুরাতন পঞ্জিকা, দেশের সুধী ও মনীষিগণের পাণ্ডুলিপি ও হস্তলিপি, প্রাচীন পুঁথি, দেশের পুরাকীর্তি হইতে সংগৃহীত মনোরম কারুকার্যযুক্ত ইষ্টকখণ্ডাদি, পরলোকগত লেখক ও কৃতী সন্তানগণের চিত্রাদি, প্রাচীন দলিল এবং নবাবী আমলের গৃহস্থ-ব্যবহার্য নানা তৈজসপত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। স্বাস্থ্য ও শিল্প-বিভাগেও শান্তিপুরের নিজস্ব দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়। মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হয়। শ্যামলাল গোস্বামী ছায়াচিত্রে গৌরাঙ্গলীলা, ধ্রুবচরিত ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের ধারা প্রদর্শন করেন। জয়ন্তী-শ্রী (শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সেবার প্রতীক্-চিহ্ন) ও পতাকা ধারণ এবং উত্তোলন ও বহন করা হয়। মণ্ডপ ও কৃত্তিবাস-তোরণাদি সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য হয়। পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বি-এ, কমিটীর সম্পাদক, এবং গৌরচন্দ্র পাল স্বেচ্ছাসেবক-নায়ক ছিলেন।

'জয়ন্তী-পুস্তিকা'র (১) 'পরিষদ্-বাণী'তে লিখিত হইয়াছে—"ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্রীঅদ্বৈতধাম শান্তিপুরের কয়েকটি ছাত্র সহজাত মাতৃস্নেহের ন্যায় স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণা পাইয়াছিল। তাহাদের বালকসুলভ চেষ্টায় বঙ্গভাষার আদি মহাকাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত (২)-পাঠ, শিশুসুলভ বিষয়-নির্বাচনে মৌখিক পরীক্ষা, এবং উত্তীর্ণ বালকগণকে জলযোগের সামান্য সংস্থান দ্বারা বালকসুলভ সামান্য পারিতোষিক-দানে বালকসমাজের কার্য আরম্ভ হয়।.......পুরাণ-পরিষৎ পুরাণ ও উপপুরাণের সাহায্যে কার্য আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। ভারতের নানাজাতীয় ভাষা-পরিপুষ্ট সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার

(১) জীবশিব-মিসন-পত্রিকা, ১৩৪৫ পৌষ (পৃ ৬১)

(২) বর্তমান কালে গীতা, চণ্ডী, চৈতন্যচরিতামৃতাদিও পাঠ্য

ভাবধারার মধ্যে যে সর্বজনগ্রাহ্য আন্তরিক সমতা ও একতা রহিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ, প্রসার ও প্রচারই বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের কাম্য।" 'পরিষৎ-বাণী'তে বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে একত্র করা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা এবং নব আক্ষরিক পরিকল্পনা গ্রাহ্য করার সদিচ্ছাও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অন্যান্য যে সব আদর্শ কল্পিত করা হইয়াছে তাহা কতদূর বাস্তবে পরিণত হইবে তাহা ভবিতব্যের গর্ভে নিহিত।

শান্তিপুরস্থ জীবশিব-মিসন-শাখার কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও শান্তিপুরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধবিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। এই গ্রন্থের বর্তমান ভাগ যাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত সেই মহাপ্রাণ ডাক্তার কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, এল-এম-এস, এম-আর-এস-আই (লণ্ডন), (কলিকাতা-কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব অস্থায়ী ডিস্ট্রিক্ট-হেলথ-অফিসার) এই মিসনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একমাত্র পুত্রের বিয়োগে দুঃখময় জীবনে অমৃতের সন্ধান পাইয়া বিধিনির্দেশে এই মিসনের সূচনা করেন। 'মানবের দীর্ঘায়ু ও শান্তিপথ (আত্মানুভূতি) সরল করিবার উদ্দেশ্যে' তিনি এই মিসনের দ্বারা নানারূপে সাধ্যমত জনসেবার কার্য করিতেছেন। তিনি ইহার জন্য একরূপ নিজের সর্বস্ব দান করিয়াছেন, এবং প্রাথমিক অনেক বিঘ্নভোগের পর সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতেছেন; তবে বর্তমানে নানা কারণে কলিকাতাস্থ মিসনের কার্য মন্থরভাবে চলিতেছে। তিনি কলিকাতায় ক্রিস্টফার-রোডে (পূর্বেকার কামারডাঙা-রোড) 'জীবশিব - মিসন - কিরণচন্দ্র - উচ্চ - ইংরাজী - বালিকা - বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়াছেন;—ইহা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং কর্পোরেশন ও গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত হইত। এই বিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উপাদেয় অংশের মিশ্রণে শিক্ষা দেওয়া হয়; অর্থাৎ, সরল জীবন যাপন, সচ্চিন্তা অনুশীলন, শিক্ষাকে অন্তর্মুখীকরণ, গুরুগৃহের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার

শ্রেষ্ঠ অংশের সংমিশ্রণ—ইহাই হইল এই বিদ্যালয়ের আদর্শ। দুঃখের বিষয়, অন্তর্বিরোধ ও যুদ্ধের জন্য এই বিদ্যালয় মুমূর্ষু। তিনি উক্ত অঞ্চলে একটি 'জীবশিব-মিসন-নারীশিল্পাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কেশববাবু ফরিদপুরস্থ নিজগ্রাম বালিয়াকান্দিতে মিসনের মঠ, গোবিন্দময়ী-কাদম্বিনী-বিদ্যালয়, রুক্মিণী-বিদ্যালয়, হোমিওপ্যাথিমতানুসারে চালিত চিকিৎসালয় এবং মুমূর্ষুর বিশ্রামগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং স্থানীয় হাই-স্কুলে সাহায্য, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রচার, সর্বজনীন দুর্গাপূজার প্রচলনাদি কার্য করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুরের ভীমনগর, গাজনা ও নরিয়া-গ্রামেও মিসনের শাখা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপে কেশবানন্দ-মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে ৺রাধাশ্যামচাঁদ-মূর্তি স্থাপিত করিয়াছেন। মিসনের শান্তিপুর-শাখার কার্যাবলী নিম্নে লিখিত হইল;—দুঃখের বিষয়, যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও, শান্তিপুরে মিসনের একটি নিজস্ব বাটী প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যশোহর-জেলার বাড়িয়ালা, বরইচারা ও কেঁচুয়াডুবি গ্রামে মিসনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিসনের বিবরণীতে এই সব স্থানে অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর বিবরণ প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠাতার মত উদার ও অসাম্প্রদায়িক, তাঁহার কর্মধারা বহুমুখী; এবং এই বৃদ্ধ বয়সে ও অসুস্থ শরীরেও, অন্তত কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত, তাঁহার প্রায়শ একক কর্মশক্তিমত্তা অনুকরণযোগ্য ছিল। তৎপ্রণীত গ্রন্থাদি—প্রসূতি ও শিশুপালন, জনশিক্ষা (৩ ভাগ; কতিপয় সংস্করণ), খাদ্যবিচার, ব্যাধিবিচার, এপারে, জীবশিব-সঙ্গীত, চন্দনা-মাহাত্ম্য, Maternity and Child-Welfare, Food-Chart, Disease-Chart; জনশিক্ষা, ৩য় ভাগে এবং জীবশিবসঙ্গীতে ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠের রচনাও আছে। ডাঃ লাহিড়ী নানা গ্রামে ও সহরে বক্তৃতা (ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে), সঙ্গীত, আলোচনা ও পত্রপুস্তিকাদির দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য প্রচার করিতেন।

সংবাদপত্রে বিবরণ প্রকাশিত হইত, এবং এখনও অন্তত মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। তিনি 'জীবশিব-মিসন-পত্রিকা' প্রকাশিত করিয়াছিলেন (সাত মাস; বর্তমান গ্রন্থকার উহার সম্পাদক ছিল)। তিনি কলিকাতার বেঙ্গল-রিসার্চ-ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান (বোর্ড-অব-ডিরেক্টর্সের)। হয়ত নীরবকর্মী বলিয়া তাঁহার কার্যের যথোচিত প্রচার হয় নাই, এবং তিনিও ভগবদিচ্ছা মূল ভাবিয়া তাঁহারই নির্দিষ্ট পথে কার্য করিয়া যাইতেছেন মাত্র। শান্তিপুরের বিনয়কুমার ও অমিয়কুমার সান্যাল ভ্রাতৃদ্বয় কেশববাবুর সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র;—তাঁহারা কেশববাবুর মাতামহ ফরিদপুর-মেগচামি-গ্রামবাসী রামকুমার সান্যালের বংশধর। কেশববাবুর অগ্রজ নকুলচন্দ্র শান্তিপুরের গোস্বামী-ভট্টাচার্য-পল্লীর শ্রীরামচন্দ্র মৈত্রের জামাতা।

ডাঃ লাহিড়ী কর্তৃক এই গ্রন্থের জন্য রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি তাঁহার প্রথম শান্তিপুর-সংস্রবের বিবরণ প্রকাশ করিতেছে।—

তের শত পঁচিশেতে, মার্গশীর্ষ পঞ্চমীতে (১),
জীবশিব মন্ত্র নীলাচলে।
ছাব্বিশ সাতাশ গত, দেবস্ব-নির্মাণে রত,
নবদ্বীপ-শ্রীধামের কোলে॥
তেরশ' আটাশ সালে, জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন কালে,
উপনীত গগন (২) ভবন।
পথিক কৃষ্ণান্বেষণে, দেবেন্দ্র মোদক সনে,
শান্তিপুরে প্রথম গমন॥
গগনের তাঁত-ঘরে, মাটী পাটী শয্যোপরে,
সেবা তৃপ্তি মায়ের কৃপায়।

(১) শুক্লা (২) গগনচন্দ্র প্রামাণিক; তৃতীয় ভাগে 'ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

অপরাহ্নে বাণীকণ্ঠ (১), ধর্মশাস্ত্রে কলকণ্ঠ,
চিতে স্মৃতি সদাই জাগায় ॥
ভ্রমি' সব দেবালয়, হেন যেন মনে হয়,
শ্যামচাঁদ পরশে হৃদয় ।
গড়িলেন শ্যামচান্দ (২), ভাস্কর রাধাগোবিন্দ,
জন্মোৎসব রাসপূর্ণিমায় ॥
গ্রন্থকার (৩) বন্ধুবর, সৎপথে অগ্রসর,
কর্মক্ষেত্রে সহায়ক মোর ।
দানিলেন গ্রন্থে স্থান, চিরতরে অবস্থান
শান্তিলাভ হইল আত্মার ॥
শান্তি রজে পূত মন, কর্ণধার শ্রীগগন (৪),
স্মৃতিরক্ষা ভার আপনার ।
গোরা অদ্বৈতের শান্তি, জীবের টুটুক ভ্রান্তি,
জীবশিব করে নমস্কার ॥

লাহিড়ী মহাশয় অনেকবার বাবা জলেশ্বরের মন্দিরে বক্তৃতাদি দিয়াছেন ; এবং নবদ্বীপের যুগলকিশোর দাস গীতিকণ্ঠ সেখানে গীত গাহিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার কলিকাতাস্থ মিসন-শাখার পরিচালক-সমিতির জনৈক সভ্য (৫) ; মিসনের বিবরণীতে তাহাকে কলিকাতা-

(১) ভোলানাথ প্রামাণিক (২) নবদ্বীপে কেশবানন্দ-মঠে প্রতিষ্ঠিত ; উপরে দ্রষ্টব্য। (৩) মিসনের বিবরণীতে এই পদটি কিঞ্চিৎ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হয়—তাহাতে রচয়িতার দীনতা বর্ত্তমান গ্রন্থকারের পক্ষে সঙ্কোচভাব আনয়ন করে। (৪) রচনার সময় গগনচন্দ্র জীবিত ছিলেন। (৫) যুগান্তর, ১১।১।১৯৪২ খৃ। বর্ত্তমান গ্রন্থকারের মত ও কার্য্যের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের সহানুভূতি আছে বলিয়াই ইনি তাহাকে অন্তরঙ্গ করিতে চান।

শান্তিপুর-পরিচয়, ২য় ভাগ (পৃঃ ২৫১)

৺ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ বেদরত্ন
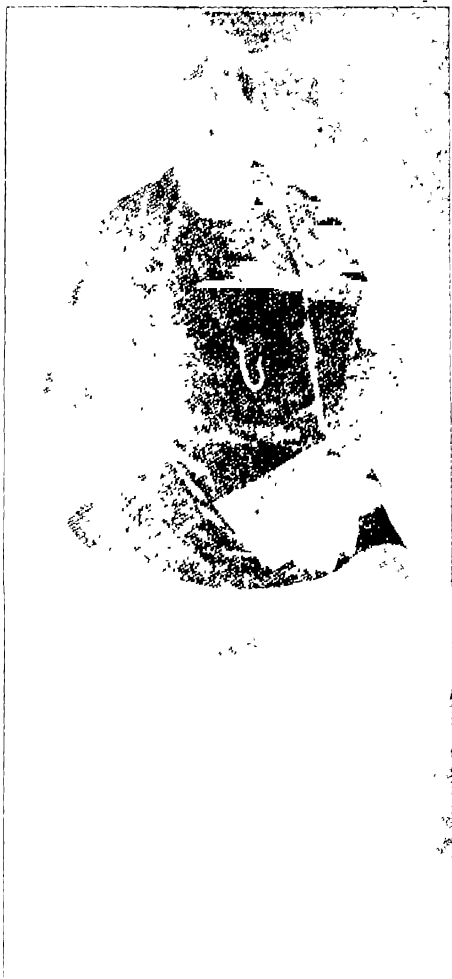
শাখার 'মধ্যস্থ' এবং শান্তিপুর-শাখার 'সভাপতি' বলিয়া বর্ণনা করা হইত, এবং তাহাতে শান্তিপুরের কতিপয় সভ্যের নাম দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে, শান্তিপুর-শাখার সম্পাদক ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ (তদীয় ভ্রাতা গগনচন্দ্র সহ-সম্পাদক ছিলেন) সেখানকার একক কর্মী, এবং তাঁহারই চেষ্টায় নিম্নলিখিত কার্যগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছে; বলা বাহুল্য যে, তিনি এই কার্যগুলির গৌরব মিসনকেই দিতে চান।

উপরিলিখিত কার্যগুলির বিবরণ ফলসহ প্রদত্ত হইল।—শান্তিপুর-দাতব্য-হাসপাতালে ⁄৹ আনার স্থলে ।৹ আনা অপারেশন-ফী ধার্য হইলে কাগজে আন্দোলনকরণ; তৎফলে, ফী ৵৹ আনা হয়। (১) উক্ত হাসপাতালে ভ্রাম্যমান জুবিলী-চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ সুধীরকুমার দাস, এম-বি,র মাত্র তিন সপ্তাহ থাকিবার কথা থাকে; আন্দোলনের ফলে তিনি আরও পনর দিন থাকেন,—তিনি বহু লোকের উপকার করেন, এবং কতিপয় স্থলে বক্তৃতাদি করেন; মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু-হাসপাতালের অধ্যক্ষ কর্ণেল কারওয়ান, আই-এম-এস, মহোদয়ের চেষ্টায় এই ব্যবস্থার মূল প্রবর্তন হয়, এবং জীবশিব-মিসনের তরফ হইতে ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখায় শান্তিপুরে সুধীরবাবুর আগমন সম্ভব হয়। (২) জনৈক মুসলমান কলেরাগ্রস্ত রোগিণীকে গাড়ী করিয়া হাসপাতালে আনান; বসন্ত, কলেরা, বেরিবেরি, ইত্যাদি সংক্রামক রোগের সংবাদ মিউনিসিপ্যালিটিকে দেওয়া; হেলথ-অফিসারকে দিয়া কলেরার ইনজেকশন দেওয়ান; কলেরাদি ব্যাধি-সম্বন্ধে উপদেশ প্রচারিত করা; মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে কুইনাইনের বড়ি বিতরণ, এবং পথঘাটের দুরবস্থা জানান এবং ড্রেণ-জঙ্গলাদি পরিষ্কার করান; একটি গৃহপালিত কুকুর কতিপয় লোককে দংশন করায় আন্দোলনকরণ, এবং তৎফলে,

(১) বঙ্গরত্ন, ১৬।৫।১৩৪২　(২) বঙ্গরত্ন, ৫,১৯।৯।১৩৪৪

মিউনিসিপ্যালিটির আদেশে কুকুরটিকে বাঁধিয়া রাখার ব্যবস্থা; পথিপার্শ্বস্থ অশ্বত্থবৃক্ষের শাখাগুলিকে গোয়ালাদের হস্ত হইতে সংরক্ষণ; হোমিওপ্যাথি-ঔষধ বিতরণ; ট্যাক্সবৃদ্ধিতে আন্দোলন, এবং তৎফলে, কিঞ্চিৎ উপকার সাধন (১); পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ, ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী স্তর মহম্মদ আজিজুল হক (২), ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গকে কবিতায় অভিনন্দন-প্রদান; মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের রজত-জুবিলী উপলক্ষে কবিতা-বিতরণ,—এইরূপে রাজভক্তি প্রচার ও দেশহিতকর কার্যের জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা সুখ্যাতিপত্র প্রদান করেন (৩); বর্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমবেত সভায় যুদ্ধজয়ের জন্য ভগবৎসমীপে প্রার্থনা-নিবেদন (কবিতায়); কৃষ্ণনগরের ভূতপূর্ব মহারাণী মহোদয়াকে নানাবিধ সৎকার্যের জন্য দুইবার কবিতায় অভিনন্দনদান (৪); এবং 'বঙ্গরত্নে' মিসনের পক্ষ হইতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ বা কবিতা-প্রকাশ। (৫)

রাসমেলা, গঙ্গাস্নানের যোগাদি উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছা-সেবিকাগণের কার্য প্রশংসার্হ। কৃষক ও শ্রমিকসঙ্ঘ, বয়ন-শ্রমিকসঙ্ঘ, রজকসঙ্ঘ, কোচম্যান-সমিতি, যাদব-সমিতি, মেথরধাওড়-সমিতি, প্রভৃতি শান্তিপুরের উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীর সজাগ চেতনার প্রকাশক; এখন শান্তিপুরে মধ্যে মধ্যে ধর্মঘটাদিও হয়, এবং নানা সভায় সমাজ-

(১) বঙ্গরত্ন, ৩।১০।১৩৪৪ (২) এই অভিনন্দনের বিবরণ-প্রকাশ লইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদ হয়।—প্রথম ভাগ (পৃ ১৭৫) (৩) বঙ্গরত্ন, ১৬, ২৩।১, ১৫।২।১৩৪২ (৪) বঙ্গরত্ন, ১৫।৭।১৩৪৪; বসুমতী, ৪ বা ৫।১১।১৩৪৪ (কৃষ্ণনগর-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত) (৫) এই বিবরণ মিসনের কার্য-বিবরণীতেও প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কারমূলক প্রস্তাবাদিও গৃহীত হয়। দুঃখের বিষয়, ছুৎমার্গ এখনও আছে, বরপণ ও বিবাহাদির খরচ বাড়িতেছে, হিন্দুর সঙ্ঘশক্তি কমিয়া যাইতেছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবনতিই দৃষ্ট হইতেছে। স্বদেশী, কংগ্রেস ও আইন-অমান্য, বন্দী-মুক্তি, নানা রাজনৈতিক এবং ছাত্র-ছাত্রী-আন্দোলনের তরঙ্গও শান্তিপুরে কিছু কিছু লাগিয়াছে। (১) স্বদেশী-আন্দোলনের সময় জাতীয় বিদ্যালয়, স্বদেশী স্টোর, ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছিল; এবং শিবাজী-উৎসব, রাখীবন্ধন-উৎসব, ও নানা সভায় উত্তেজক বক্তৃতাদি যথারীতি হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরে ব্যারিস্টার অশ্বিনী-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নদীয়া-জেলা-কনফারেন্স হয়। (২) ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ছাত্র-সম্মেলন হয়। আন্দোলনের সময় পিকেটিং, হরতাল, ইত্যাদিও যথারীতি হয়। এখন অনেক স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা 'কমরেড' নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, কেহ কেহ রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ, অন্তরীণ, নির্যাতিত ও তল্লাস-গ্রস্ত হন। বাহিরের তিন জন বন্দীকেও শান্তিপুরে কিয়ৎকাল অন্তরীণ করা হয়। (৩) বেচারাম লাহিড়ী, অমিয়কুমার সান্যাল, বিনয়কুমার সান্যাল, ননীগোপাল লাহিড়ী, মানগোবিন্দ গোস্বামী, হেমেন্দ্রনাথ মুন্সী,

(১) সংবাদপত্রে এই সব ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়। (২) নদীয়া-জেলা-সমিতির বিবরণী, ১৯০৯-১০ খৃ। কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ উকীল প্রসন্নকুমার বসু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। এই অধিবেশনের উদ্যোক্তা শাখা-সমিতির জন্য প্রসিদ্ধ উকীল মথুরানাথ মৈত্র সভাপতি, বেচারাম লাহিড়ী ও বিনয়কুমার সান্যাল সম্পাদক, এবং অমিয়কুমার সান্যাল ও হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হন। (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬।৩।১৩৪৫

নীরদকুমার খাঁ, হরিদাস দে, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, বনবিহারী গোস্বামী, বিজনকুমার দত্ত, ফণী খাঁ, বিপিন গোস্বামী, সুনীল লাহিড়ী, বিমল পাল, ধীরানন্দ গোস্বামী, প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শান্তিপুরে কংগ্রেস-মহিলা-সংগঠনী-সমিতিও গঠিত হইয়াছে; সভানেত্রী হন প্রভাসিনী চট্টোপাধ্যায় (ইনি সমিতিরও নেত্রী, সম্পাদিকা রেবেকা চ্যাটার্জি), সভায় প্রায় ৫০০ মহিলা যোগদান করেন; তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—পূর্ণিমা বসুর বীভৎস হত্যাকাণ্ডে শোকপ্রকাশ; নারী-হরণাদি ঘটনায় ক্ষোভ, এবং ধর্ষিতা নারীকে সমাজে গ্রহণ; পণপ্রথার প্রতিবাদ। (১) কাশ্যপপল্লীতেও একটি মহিলা-সমিতির অধিবেশন হয়। (২) প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, রামনগর-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃত্যর্থে 'কবিরাজ-মা' মৃণ্ময়ী দেবীর সভানেত্রীত্বে শান্তিপুরে একটি মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। (৩) উক্ত বিদ্যালয়ে মহিলা-সমিতির উদ্যোগে বুদ্ধ-স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন হয় (৪); এবং বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আশালতা দেবীর সভানেত্রীত্বে গুরুসদয় দত্তের জন্য শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। (৫) একবার মিউনিসিপ্যাল-বিদ্যালয়ে সদাপূর্ণা দেবীর (নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের সহধর্মিণী) সভানেত্রীত্বে মহিলাবৃন্দের সমাবেশে ছাত্রীদিগের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; তাহাতে নৃত্যগীত ও অভিনয়ের জন্য সন্ধ্যা বাগ্‌চী, মীরা সান্যাল, রেবেকা চট্টোপাধ্যায়, রমা বাগ্‌চী ও তারারাণী ভট্টাচার্য পুরস্কার প্রাপ্ত হয়; সভানেত্রীর অভিভাষণ হৃদয়গ্রাহী হয়। (৬) বাং ১৩৪৮ সালের

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১।৩।১৩৪৬ (২) যুবক, ১৩২৮ ফাল্গুন (৩) যুবক, ১৩৪২ ভাদ্র-আশ্বিন (পৃ ৩৩) (৪) যুবক, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৯) (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮।৩।১৩৪৮; যুবক, ১৩৪৮ শ্রাবণ (পৃ ২২) (৬) যুবক, ১৩৪৭ বৈশাখ (পৃ ৫)

ফাল্গুন মাসে দুর্গামণি-শ্রী-পাঠশালায় শান্তিপুরস্থ পাঁচ জন মহিলা-গ্র্যাজুয়েটের আহ্বানে একটি বিরাট মহিলা-সভা হয়, এবং মহিলারা সেই সভায় সেইস্থানে এইরূপ ভাবী স্থায়ী সাময়িক সভার অধিবেশনের বিষয়ে প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন।

সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের কথা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। স্বাস্থ্য এবং ব্যায়ামক্রীড়াসম্বন্ধীয় অতীত ও বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে গোস্বামী ইন্সটিটিউট (১), আশানন্দ-ক্লাব, ন্যাশন্যাল ক্লাব, রামনগর-ফুটবল-ইউনিয়ন-ক্লাব, স্পোর্টিং ইউনিয়ন (২), বেজপাড়া-ইয়ং-এসোসিয়েশন-ক্লাব (তস্কর ধরিবার জন্য এই ক্লাব হইতে রক্ষীদল গঠিত হইয়াছিল), বন্ধুসঙ্ঘ, নিউবর্ণ ক্লাব, অ্যাথলেটিক ক্লাব, টাউন-ক্লাব, উডবার্ণ-ক্লাব, মহামেডান (মোসলেম) স্পোর্টিং ক্লাব, মহাবীর-ব্যায়ামসঙ্ঘ (বালিকা সভ্যাও আছে), দেশবন্ধু-ব্যায়াম-সমিতি (বালিকা সভ্যাও আছে), ষষ্ঠীতলা-ক্লাব, কুঠীরপাড়া-ক্লাব, 'শঙ্কর'-দল, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ন্যাশনাল ক্লাব ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যায়াম-প্রদর্শনী, জিমন্যাস্টিক, ভূগর্ভে সমাধি,ফুটবল ও যষ্টিক্রীড়াদি, নাটকাভিনয়, শিল্প-প্রদর্শনী ও স্বদেশী ভাণ্ডার, জাতীয় বিদ্যালয়-স্থাপন, লাইব্রেরী-স্থাপন ও আলোচনা-সভা, সরস্বতী-পূজার সঙ্গীত-শোভাযাত্রা, দুঃস্থ পরিবারগণকে সাহায্য, বিহারের ভূমিকম্পে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ, বাঙালী-পল্টনে যোগদান, চড়কের গাজন, ইত্যাদি বিষয়ে এই ক্লাবের অতীত কৃতিত্ব ইহার 'সুবর্ণ-জয়ন্তী' (১৯৩৮ খৃ) পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমানে এই ক্লাব কর্তৃক পরিচালিত ফুটবল-ক্রীড়ার 'কৃষ্ণপ্রসন্ন-মেমোরিয়াল শীল্ড' ও 'দীনবন্ধু ভট্টাচার্য-রাণার্স-আপ-কাপ'-

(১) 'শ্যামসুন্দর গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) ইহার বার্ষিক উৎসব সসমারোহে নিষ্পন্ন হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭।৮।১৩৪৪

প্রতিযোগিতায় বাহিরের ক্লাবও যোগদান করে। এই ক্লাব ফুটবল-খেলায় তিনবার উপর্যুপরি 'লীগ-চ্যাম্পিয়ন' হইয়াছে, এবং 'সুবেদার-শীল্ড' ও অন্যান্য সম্মান পাইয়াছে। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের বড় দিনের সময় অনুষ্ঠিত ইহার সুবর্ণ-জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে জাতীয় পতাকা-উত্তোলন, শক্তিপূজা, কীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, জলসা, আলোক-সজ্জা, বিশেষ সম্মিলনী, সান্ধ্য জলযোগ ও নাটকাভিনয় হয়। (১) রামনগর-ফুটবল-ইউনিয়ন একবার শান্তিপুরের 'লীগ-চ্যাম্পিয়ন' হয়। 'বয়েজ ফুটবল-শীল্ড'-প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায়ও বাহির হইতে দল আসিয়া যোগদান করে। (২) স্পোর্টিং ইউনিয়ন-ক্লাবের উদ্যোগে ভলিবল-লীগ-ক্রীড়া ও ভ্রমণের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। (৩) আশানন্দ-ঢাল-প্রতিযোগিতামূলক ভেল-দিগ-দিগ বা হাডুডুডু-ক্রীড়াও প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। চৈতলপল্লী (বা সুতরাগড়) হইতে 'বঙ্গলক্ষ্মী-হাডু-ডু-ডু'-ঢাল ও পদক-প্রতিযোগিতামূলক আর একটি ক্রীড়া হয়। (৪) 'নিউ-ইয়ার্স-ক্লাব' হইতে 'ব্যাডমিণ্টন'-প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া প্রবর্তিত হইয়াছে। (৫)

শান্তিপুরে এককালে কুস্তি ও লাঠিখেলার অনেক আড্ডা ছিল। নবে কালা, কালা ঠেঁটা, গোপাল ঘোষ (হরিপুর), প্রভৃতি বিখ্যাত লাঠিয়াল ছিল। (৬) সেখানে জিমন্যাস্টিক ও ফুটবল-

(১) জীবশিব-মিসন-পত্রিকা, ১৩৪৫ মাঘ (পৃ ৯৮) ; আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২।৯।১৩৪৫ (২) যুবক, ১৩৪৩ শ্রাবণ (পৃ ২৭) (৩) যুবক, ১৩৪৮ পৌষ (পৃ ২) (৪) শান্তিপুর, ১৩৩৬ আষাঢ় (পৃ ৬৮) (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫।৮।১৩৪৭। এই ক্লাব রবীন্দ্রনাথের ৮১ তম জন্মতিথি-উৎসব সম্পন্ন করে।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮।১।১৩৪৮ (৬) 'প্রথম ভাগ' দ্রষ্টব্য।

ক্রীড়া প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হয়। ক্রিকেট, হকি, টেনিস, ইত্যাদি নানা আধুনিক ক্রীড়াও প্রচলিত হইয়াছে। বর্তমান কালে ন্যাশন্যাল ক্লাব ও আশানন্দ-ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাঁওড়ের সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় বাহির হইতেও সন্তরণকারীরা যোগদান করে; একবার কলিকাতার মিঃ বারুইন, বার-এট-ল, এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণী সভায় পুরস্কার বিতরণ করেন। (১) 'বাচ'-খেলা পূর্বেও হইত, এখনও হয়, তবে ইহাতে সময় সময় রুচিবিরুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ হয়। দাণ্ডাগুলি, ডনবৈঠক, মালসাট, কুস্তি, চামচু, অশ্বারোহণাদি পূর্বের ক্রীড়া বা ব্যায়ামগুলি এখন কম দেখা যায়। এখন স্কুলে বালকবালিকাদিগকে ড্রিল ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে বালকসেনা ও ব্রতীদলের (Scouts) গঠনকার্যও দেখা যায় (২), এবং ব্যায়াম-চর্চাদিও হয়। (৩) পূর্বে অনেক ব্যায়াম-সমিতি ছিল। বর্তমান কালে বেজপাড়া, হাটখোলাপাড়া, কাঁসারীপাড়া, দত্তপাড়া, নূতনপাড়া, আশানন্দপাড়া, ইত্যাদি স্থানেও ব্যায়াম-সমিতি আছে। (৪) ৺নৃত্যকালী-পূজা, পুরাণ-পরিষৎ-জয়ন্তী-উৎসব ও রাসমেলার সময় একবার করিয়া স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী হইয়াছিল; তদুপলক্ষে চিত্র, চার্ট, ছায়াচিত্র ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা ছিল। (৫)

(১) যুবক, ১৩৪৪ আশ্বিন (পৃ ৩৮), ১৩৪৫ ভাদ্র (পৃ ২৯); শান্তিপুর, ১৩৩৭ আশ্বিন (পৃ ১৫৭)। ডাঃ দুর্গাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও নানা ভাষাবিৎ অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য, প্রভৃতিও মধ্যে মধ্যে সভাপতিত্ব করেন। (২) যুবক, ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২০) (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০।১।১৩৪০, ১৭।২।১৩৪২, ৫।১২।১৩৪৫ (৪) শান্তিপুর, ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৪৮) (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭।৮।১৩৪৭

দেশবন্ধু-ব্যায়াম-সমিতি ও মহাবীরসঙ্ঘের এবং সুতরাগড়ের ব্যায়াম-প্রদর্শনী (১), ইত্যাদিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'ব্রতচারী'-দলের অনুকরণে স্বেচ্ছাসেবকেরা কিয়ৎকাল নগরের স্থানে ২ জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়াছিল।

শান্তিপুরে রথের সময় ও সুতরাগড়ে শীতকালে ঘুড়ি বা ঢাউস উড়ান, তাস-পাশা-সতরঞ্চ-দাবা-দশপঁচিশ-ক্রীড়া (অন্তঃপুরেও প্রচলিত), লাটিম ঘুরান, দোলেবিবাহে রঙমশাল-দেবক-তুবড়ী-হাউই পোড়ান (তখনকার চকমকি, গন্ধককাঠি, রেড়ী বা মসিনার তৈলের প্রদীপ, নারিকেল তৈলে আলোকিত ঝাড়লণ্ঠন-ফানস-বেল্লা, অভ্রসংযুক্ত পাঙ্খা-গেট এখন গ্যাস-এসিটিলিন-বিজলী-ডেলাইট দ্বারা স্থানচ্যুত), ছিপ-হুইলে মৎস্য-শিকার, বাঁশের 'এড়ো' বাঁশী বাজান, শালিক-ময়না-টিয়া-পায়রা-কাকাতুয়া পোষা (পাখীকে 'রাধাকৃষ্ণাদি' নাম পড়ান হইত ; এখন কুকুর পোষা হয়), ইত্যাদি শান্তিপুরের পূর্বের আমোদ-প্রমোদ-গুলির কিছু কিছু এখনও দেখা যায়। (২) এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বে রসসাগরের ন্যায় অনেক রসিক শান্তিপুরের আমোদ-প্রমোদের উৎস প্রবাহিত রাখিতে সহায়তা করিত ; এখন নানা কারণে সে সরল উৎস শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে। বাং ১৩১৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ৫।৬ বৎসর প্রতিবার বড়দিনের সময় সুতরাগড়ের প্রসিদ্ধ রামগোপাল মুন্সী মহাশয়ের বাগানে 'আনন্দমেলা' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শান্তিপুরের অনেকে পদব্রজে (বা অন্য উপায়ে) ভারতের ও বাহিরের নানা স্থানে গিয়াছেন। একবার বঙ্গীয় মোদক-সমিতির সম্পাদক সত্যগোপাল বিশ্বাসের নেতৃত্বে শান্তিপুরের কতিপয় যুবক

(১) যুবক, ১৩৪৭ বৈশাখ (পৃ ৩) (২) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪১ শ্রাবণ-আশ্বিন : শান্তিপুরের আমোদ-প্রমোদ

বোলপুর পর্যন্ত দ্বিচক্রযানে ভ্রমণ করেন। (১) প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, কতিপয় বৎসর পূর্বে 'ডিব্রুগড়-কলিকাতা'-পথচারী সাইকেল-ভ্রমণকারী শ্যামলাল চন্দ্রপ্রমুখ আগত তিন জন যুবককে শান্তিপুরের সাধারণ গ্রন্থাগারে অভ্যর্থনা করা হয়। (২) একবার পর্যটক সুনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য শান্তিপুরে গমন করেন। বাহির হইতে বিখ্যাত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে সোঽহং স্বামী) প্রভৃতির সার্কাস, গণপতি সরকারের যাদুক্রীড়ার দল, ইত্যাদি যাইত এবং যায়।

বেশ্যালয়, সুরাদির বিপণী, আদালতে মামলা, অপরাধের প্রকোপ, দলাদলি, ইত্যাদি শান্তিপুরে সকলই আছে। অবশ্য, পাপের প্রবৃত্তি একেবারে উঠিয়া যাইতে পারে না। অসত্য, প্রবঞ্চনা, কৃত্রিমতা, অনাবশ্যক বিলাসিতা, ব্যয়বহুল লৌকিকতা, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যায়। সামাজিক গুণের সংস্থিতি ও উৎকর্ষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পূর্বেকার যুক্ত পারিবারিক প্রথা এক হিসাবে হিতকর ছিল। সামাজিক বিশৃঙ্খলতা, অর্থ নৈতিক অবনতি ও ধর্মপ্রবণতার অভাবই যে অনেক পাপের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বিষয়ে কোনরূপ সমাধান দেখা যাইতেছে না। যাহা হউক, শান্তিপুরের অপরাধপ্রবণতার কতিপয় প্রকাশিত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বাহির হইতে বর্গীর হাঙ্গামা শান্তিপুরকেও উপক্রত করিয়াছিল। (৩) "বর্গীবিষয়ক প্রবাদ এক নদীয়-জেলাতেই অনেক স্থানের সহিত বিজড়িত দেখা যায়।" (৪) দস্যুবৃত্তি ও ব্যভিচার সম্বন্ধে অন্যত্র (৫) কিঞ্চিৎ

(১) যুবক, ১৩৪৩ ফাল্গুন (পৃ ২৪) (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১।৮।১৩৪৪ (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৫৯) (৪) ভারতবর্ষ, ১৩২৫ শ্রাবণ (পৃ ১৯৬-৭) (৫) প্রথম ভাগ

লিখিত হইয়াছে। "পূর্বে যখন এই শ্রীপাট শান্তিপুরের স্বামী ছিলেন, তখন সাধারণের হিতকামনায় কাহাকে কখন অযথা বিপদের পদে নিপতিত হইতে হয় নাই। ঐ সময়ে পরকীয়া প্রেমপিপাসু প্রমত্ত বারণেরা মতিবাবুর কঠোর শাসনাঙ্কুশের দারুণ আঘাতে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজকাল সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, সুতরাং দুরাচার ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, ঐ সকল যণ্ড ভণ্ড দুরাচারদিগের সাময়িক সুশাসনের সদুপায় নাই। কারণ, গত ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের ৯ আইন ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি-আইনের কয়েকটি ধারা সামাজিক শাসনের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং, আজকাল মুড়িমিছরির সমান দর না হইবে কেন? পূর্বে যখন সামাজিক শাসন সর্বত্র প্রচলিত ছিল, তখন ব্যভিচার দোষের ঈদৃশ বিসদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। দুরাচার ব্যক্তিমাত্রেই সামাজিক শাসনাধীন ছিল।......শান্তিপুরের লোকেরা আমোদপ্রিয়, এজন্য এখানে বার মাসে তের পার্বণ হইয়া থাকে। বারোয়ারী পূজা, তের দোল ও চৌদ্দ দোলের ভাব মরিতে না মরিতেই, সে দিন কয়েক পল্লীতে চন্দনযাত্রা হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় কয়েক স্থানেই বিলক্ষণ সমারোহ ও নরনারী-সমাগম হইয়াছিল। চন্দনযাত্রায় প্রতি বৎসর যে সকল সঙ গঠিত হইয়া থাকে, এবার তদপেক্ষা কিছু অধিক হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন রংমহলে করেক দিন বিলক্ষণ সঙের গল্প চলিয়াছিল!...এই সকল মৃণ্ময় সঙ দেখিয়া যদি আমাদের জীবন্ত সঙদের কিছু চৈতন্য হইত, তাহা হইলে সঙের ব্যয় আমাদের সার্থক জ্ঞান হইত।...শান্তিপুরনিবাসী ভীম ঘোষের পুত্র হরিচরণ ঘোষ নর্দার্ণ-বেঙ্গল-স্টেট-রেলওয়ের ট্র্যাফিক-ডিপার্টমেণ্টে রিলিভিং ক্লার্কের কর্ম করিত। ঐ ব্যক্তি ইস্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ের ফেরত। নর্দার্ণ-বেঙ্গল-স্টেট-রেলওয়ের কর্মচারী হইয়া কিছু দিন কর্ম করিতে করিতে মধ্যে সৈয়দপুর-স্টেশন

হইতে অনুমান ২০০৲ টাকা তহবিল-তছরুপাত করিয়া পলায়নপরায়ণ হয়। ট্র্যাফিক-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে এম ড্রুরি হরিচরণের নামে দিনাজপুরে ওয়ারেণ্ট জারি করেন। হরি শ্রীহরি স্মরিয়া ওয়ারেণ্টের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে। (১)…শান্তিপুরে মদের ভাঁটি হইয়াছে, কিন্তু মদের মূল্য পূর্ববৎ আছে। মধ্যে গাজি মিঞার বিবাহোপলক্ষে মদের বিশেষ প্রয়োজন হয়, কিন্তু মাতালেরা স্থানীয় মামাদের ফাঁকি দিয়া কালনা হইতে টাকায় পাঁচ বোতল মদ ক্রয় করিয়া খাইয়াছে। (২)… কয়েকটি চুরি হওয়ায় পুলিস-সুপারের নিকট দরখাস্ত করা হইয়াছে। আতাওল হকের মত ঝাঁজালো ইন্সপেক্টর না হইলে কোনক্রমেই শান্তিরক্ষা হইবে না। (৩)…স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ঘাটে লম্পটদিগের বড়ই অত্যাচার হইতেছে। কয়েক দিবস হইল কোন কুলকামিনী প্রত্যুষে একাকিনী স্নান করিয়া আসিবার কালে এক 'বেহায়া লম্পট' কর্তৃক আক্রান্ত হন, জনৈক বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাকে রক্ষা করে। (৪)" শান্তিপুরের অনুরূপ দুরাচারের একটি ঘটনা (মৃত দ্বারিক ডাক্তারের বাটীতে রা— ডাক্তার প্রভৃতি ৪।৫ জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক কর্তৃক অনুষ্ঠিত) সংবাদপত্রে ভীষণভাবে বর্ণিত হয়। (৫) অনুরূপ কারণের জন্য গঙ্গাতীরে এক পশ্চিমাঞ্চলের তথাকথিত সন্ন্যাসীর দ্বারা একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। (৬) আধুনিক কালের কতিপয় হত্যাকাণ্ড এখনও সকলের স্মরণ আছে। (৭) বালকদের স্কুলে বালিকাদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি

(১) এইরূপ অপরাধের কথা এই গ্রন্থের (৩ ভাগ) আরও কতিপয় স্থানে লিখিত হইয়াছে। (২) সোমপ্রকাশ, ১২।২।১২৮৭ (৩) সোমপ্রকাশ, ২৯।৩, ২২।৫।১২৮৭ (৪) সোমপ্রকাশ, ১।৫।১২৮৭ (৫) সুলভ-সমাচার, ২৭।২, ১০, ১৭।৩।১২৮১ (৬) সুলভ-সমাচার, ৭, ২১।১০।১২৮১ (৭) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮।১১।১৩৪৫, ১৩।৪।১৩৪৩, ৯।৪।১৩৪২ ; Amrita Bazar Patrika, 5-3-1939…

বিসদৃশ ঘটনা ঘটে। একবার রাস্তার লোকগণের নিকট হইতে সামান্য পাঁঠা চাহিয়া না পাওয়ায়, এক যুবক জমিদার লাঠিয়াল দ্বারা তাহাদিগকে জখম এবং এক জনকে খুন করে; বিচারে জমিদার ও ২ জন অনুচর আসামীরূপে (লাঠিয়াল পলাতক হয়) এবং ২ জন আমলা মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকারী হিসাবে দণ্ডিত হয়। (১) মধ্যে মধ্যে, চোরের ভীষণ উপদ্রব হয়। (২) শান্তিপুর ও তন্নিকটস্থ হরিপুরাদি গ্রামে সময় সময় কাবুলীগণ কর্তৃক সুদ ও টাকা আদায়-সূত্রে দাঙ্গাহাঙ্গামা বা খুনজখমের ঘটনা ঘটে। (৩) ১৮০২ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরের আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের জন্য কলিকাতার পুলিস-ম্যাজিস্ট্রেট ১০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন; অপরাধ ই-আই-কোম্পানীর ট্রেজারির ১,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের অঙ্ককে ৬,০০০৲ টাকায় পরিবর্তনকরণ। (৪) মোটের উপর, শান্তিপুরে পাপের মাত্রা বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে সে সম্বন্ধে তর্ক চলিতে পারে; তবে, দুঃখের বিষয়, শান্তিপুর ক্রমে এই দিকেও 'অশান্তিপুর' হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে।

তখনকার সমাজের অর্থনৈতিক অপব্যয়ের একটি নিদর্শন লিখিত হইল। ঘটনাটি কৃষ্ণনগরের, কিন্তু ইহাতে শান্তিপুরের কিঞ্চিৎ সংস্রব ছিল। আমোদ ও কতকগুলি লোকের উপকার হয় বলিয়া ধনীর প্রত্যেক অপব্যয়-কার্যের সমর্থন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রকৃত অপব্যয়কে অপব্যয়ের পর্যায়েই ফেলিতে হয়। "নবদ্বীপাধিপতি বাজপেয়ী অগ্নিহোত্রী মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর মহাশয়ের পৌত্র ও মহারাজ শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের পুত্র মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুর ১৭৯০

(১) সোমপ্রকাশ, ৮।৮, ১৩।১০।১২৭০ (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮।৩।১৩৪৮ (৩) শান্তিপুর, ১৩৩৬ মাঘ (পৃ ২৫৮) (৪) The Calcutta Gazette, 18-3-1802; বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯৫)

খৃস্টাব্দে মহাসমারোহে হিন্দুপ্রথানুসারে একটি বানরীর সহিত একটি বানরের বিবাহ দিয়াছিলেন। (১) এই বিবাহের উৎসবে এক লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। যখন বর কন্যার বাটীতে বিবাহ করিতে গেল, তখন হাতী, ঘোড়া, উট, সুসজ্জিত পাল্কী ও রংমশাল সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। বানরবাবুকে একখানি সুন্দর পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার মাথায় মুকুট পরাইয়া দেওয়া হইল। কয়েকটি লোকে তাহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল। বাইজীগণ বরের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিল। বহুবিধ হিন্দুসঙ্গীত চলিতে লাগিল। নানাপ্রকার আতসবাজী আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বার দিন ধরিয়া বরের বাটীতে নৃত্য, গীত ও বাদ্য চলিয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ হিন্দুপ্রথানুযায়ী মন্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন।" (২) লং সাহেব লিখিয়াছেন যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তিপাড়া হইতে বানর-বানরী সংগ্রহ করিয়া এই বিবাহ দেন, এবং ইহাতে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। (৩) ভোলানাথ চন্দ্র লং সাহেবের অনুসরণে লিখিয়াছেন (৪) যে, এই বিবাহে প্রায় অর্ধ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয় ; এই উপলক্ষে নবদ্বীপ, গুপ্তিপাড়া, উলা ও শান্তিপুর হইতে পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হন ; এবং মহারাজ নিশ্চয়ই ঐ দুই দলের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, নতুবা তিনি পণ্ডিতে ও বানরে মিলন করাইতেন না। (৫)

(১) পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ বিড়ালের বিবাহে এইরূপ ব্যয় করেন (২) ভারতবর্ষ, ১৩৩১ অগ্রহায়ণ (পৃ ৬২৪) ; বসুমতী, ১৩৩২ ফাল্গুন (পৃ ৬৮৯) ; Cal. Review, vol. 13 (p. 131 ; ওয়ার্ড সাহেবের প্রবন্ধ) (৩) Cal. Review, 1846, vol. 6 (pp. 416-8, 422-3) : The Banks of the Bhagirathi ; Selection from Unpublished Records (৪) Travels of a Hindoo (৫) স্বজননাথ মুস্তৌফী—উলা (পৃ ১৭)

প্রাচীনকালীন দাসপ্রথার নিদর্শনস্বরূপ লিখিত হইল যে, উলার রামেশ্বর মিত্র মুস্তৌফীর নিকট সস্ত্রীক সনাতন দত্তের আত্মবিক্রয়-পত্রে (পারসী ও বাংলায় লিখিত) শান্তিপুরের ভুজঙ্গরাম দাস ও রামচন্দ্র সেনের সাক্ষীরূপে দস্তখত আছে। (১) শান্তিপুরে অনেক উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

শান্তিপুরের মোদকগণের ও সদ্গোপগণের সম্বন্ধে এই গ্রন্থের অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। সুতরাগড়ের উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ, বি-টি,কে সভাপতি করিয়া একটি কার্যকরী সমিতির অধীনে শান্তিপুর-যাদব-সমিতি গঠিত হইয়াছে। (২) নদীয়া-যাদব-সমিতির (তৎকালীন সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) তৃতীয় ও ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন যথাক্রমে নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ও জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল,এর সভাপতিত্বে শান্তিপুরে সম্পন্ন হয়—উপবীত গ্রহণ, ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ও শিক্ষাবিস্তারাদির প্রস্তাব গৃহীত হয়; শান্তিপুরে প্রথমোক্ত সভায় প্রায় ৮০।৮৫ জন এবং তৎপরদিন প্রায় ৩০ জন যাদব উপবীত গ্রহণ করে। (৩) উপরিলিখিত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ কৃষ্ণপুরে অধিবেশিত নদীয়া-যাদব-সমিতির একাদশ বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন, এবং শিক্ষাবিস্তার, থাক্‌ভাঙা বিবাহাদির প্রচলন দ্বারা একতা স্থাপন ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন; তিনি সেখানে উক্ত যাদব-সমিতির সভাপতি-কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। (৪)

(১) ভারতবর্ষ, ১৩৩১ অগ্রহায়ণ (পৃ ৮৮৭); বসুমতী, ১৩৩২ ফাল্গুন (পৃ ৬৮৯); সুজননাথ মুস্তৌফী—উলা (পৃ ৭, ১৫৯-৬০); উলার মুস্তৌফী-বংশ (পৃ ২৫৭) (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১।৫।১৩৪২ (৩) হিন্দুমিসন, ১ম বর্ষ (পৃ ১৫); আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬।৬, ২৩।১২।১৩৪১, ৩।১।১৩৪২ (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭।২।১৩৪৮

লোকভীতি ও অসুবিধার আরও কতিপয় কারণ প্রদত্ত হইল। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ভূমিকম্পে শান্তিপুরের বিশেষ ক্ষতি হয়। ঝড়, বন্যা, জলকষ্ট, সাপ (১)-বাঘ-শুঁয়াপোকা-ক্ষিপ্তশৃগাল-কুক্কুরের উৎপাত, উপযুক্ত চিকিৎসা ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব, বেরিবেরি-বসন্ত-কলেরা (২)-কালাজ্বর-প্লেগ-যক্ষ্মা-কুষ্ঠ (৩) ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব, রাস্তা-ঘাটের দুরবস্থা, সাধারণ আবাসগৃহ ও ভোজনাগারের অভাব, সম্প্রীতির ক্ষুণ্ণতা, ইত্যাদি আদর্শ নাগরিক জীবনের নানা অন্তরায় বর্তমান ছিল বা আছে। কোনও কঠিন অসুখ হইলে, কৃষ্ণনগর-রাণাঘাট-কালনা-কলিকাতায় ছুটিতে হয়। জেলা-যুবক-সঙ্ঘের (D. Y. M. A.) সম্পাদক শান্তিপুরবাসী অরীন্দ্রমোহন রায় শান্তিপুরের দত্ত এবং অন্য পল্লীতে মারাত্মক যক্ষ্মার প্রাবল্য ও লোকের ঔদাসীন্য সম্বন্ধে ভীতিজনক সঙ্কেত করিয়াছেন। (৪) "স্বর্গীয় বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেন—শান্তিপুরে নাশকশক্তির ক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে।…পূর্বের লোক গাহিতেন—প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু, ন'দে ভেসে যায়। বর্তমানের লোক গাহিয়া থাকেন—মনোবিবাদ অনলে,

(১) প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, শ্যামচাঁদপল্লীর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্পাঘাতের কার্যকর ঔষধ জানেন।—যুবক, ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৯)। শান্তিপুরে পূর্বে সাপের ও ভূতের ওঝা এবং ঝাড়ফুক ও তুকতাকে ওস্তাদ অনেক ছিল। (২) নদীয়া-জেলায় (গদখালি এখন যশোহর-জেলায়) প্রথম কলেরা উৎপন্ন হয়।—স্বাস্থ্য-সমাচার, ১৩২১ শ্রাবণ (পৃ ১১৩); Cal. Review, vol. 6 (pp. 421-6); Carey—Good Old Days of Hon'ble John Company, vol. I (p. 273) (৩) যুবক, ১৩৪৪ বৈশাখ (শান্তিপুর-সমাচার) (৪) যুবক, ১৩৪৮ বৈশাখ (পৃ ৫)

রাগদ্বেষ হলাহলে, শান্তিপুর গেল জ্বলে।" (১) জনৈক শান্তিপুরবাসী এইরূপ হতাশের সুরে 'শান্তিপুর'কে 'অশান্তিপুর' বলিয়া গাহিয়াছেন—

বিষম এ ঠাঁই, হেথা শান্তি নাই, নাহিক সোয়াস্তি সুখ;
শুধু বিড়ম্বনা, হৃদয়-বেদনা বহু পরিতাপ দুঃখ।
... ...
পুণ্যতীর্থ দিব্যধাম সেই শান্তিপুর,
যেথা সশরীর স্বর্গভোগ করে নারীনর।
হৃদয় বিমল হবে, চল, হে, তথায়,
এ পাপ-নগর-বাস ছাড়িয়ে ত্বরায়। (২)

চন্দননগরের প্রসিদ্ধ হরিহর শেঠ যখন শান্তিপুরে আসেন, তখন শান্তিপুরের ডাঃ এমবেট তাঁহাকে বলেন, "শান্তিপুরে এখন কিছুই নাই, লোকের উৎসাহ-উদ্যম নাই, শিক্ষা নাই। অন্যত্র ভিন্ন ব্যাধির আধিক্য দেখা যায় বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, এখানে আছে সকল ব্যাধির আধিক্য প্রায় সকল সময়ে। এখানে ব্যবসাও প্রায় সবই গিয়াছে, যা আছে মাত্র চিকিৎসকদের।" (৩) যাহা হউক, শান্তিপুরে দীর্ঘজীবী নরনারী (ক্বচিৎ শত বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্ক) পূর্বে অনেক ছিল, এবং এখনও কয়েকজন আছেন; সুখশান্তিও যথেষ্ট আছে। এখানে এক জন শান্তিপুরের হিতকামী শান্তিপুর-সন্তানের আংশিক আদর্শ-কল্পনার কথা লিখিত হইল। "কমপক্ষে আরও ৫০টা মাইনর স্কুল স্থাপন করা দরকার।...বুড়োদের শিক্ষা-অভিযান চালাইবার জন্য চাই পাঁচটা ওয়ার্ডে অন্তত পাঁচটা পাঠাগার এবং এক একটা পাঠাগারে দশ দশটা প্রচারক। প্রচারকেরা লোকের বাড়ীতে গিয়ে বই দিয়ে

(১) যুবক, ১৩৪৩ শ্রাবণ (পৃ ২৭) (২) যুবক, ১৩৪৮ বৈশাখ (পৃ ৭)
(৩) বসুমতী, ১৩৩৫ ভাদ্র (পৃ ৮১৩)

নিয়ে আসবে, রাত্রিতে বুড়োদের তত্ত্বকথা শোনাবে, দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার লুট ক'রে আনবার নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার ক'রবে।··· রাস্তার দু'পাশের নর্দামাগুলির কি অবস্থা!···কাঁসারী-পুকুর-পানে নয়, সব নর্দামা যতদূর সম্ভব সোজাভাবে চ'লে বাঁওড়ে গিয়ে প'ড়বে।···তাতে মশা মারার ব্যবস্থা করাও সহজ হ'বে।···কলের জলের চেয়ে বরং বেশী দরকার পায়খানা সাফের ব্যবস্থা।···এখন যে সব খাটা-পায়খানা আছে, তার জায়গায় মলশোধক পায়খানা বসাতে হ'বে। তাতে পায়খানার দুর্গন্ধ থাকবে না, রোজ রোজ ময়লা সাফ ক'রবার দরকার হ'বে না। কেবল বছর পঁচিশ অন্তর এক একবার মলশোধনের বন্দোবস্তটা ঠিক ক'রে দিতে হ'বে।" (১)

কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মেলনের অভিভাষণে (২) কবিসুলভ দৃষ্টিতে শান্তিপুর সম্বন্ধে বলেন, "সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম—সব দিক্ দিয়ে শান্তিপুর বাংলার ইতিহাসে একটি বিশেষ গৌরবের আসন অধিকার ক'রে আছে। বালিগঞ্জকে দেখে আমার মনে পড়ে বসন্তের প্রগল্ভ সৌন্দর্যকে। সেখানে দেখি শক্তির গরিমা, উচ্ছল আনন্দের প্রাচুর্য। কিন্তু শান্তিপুরের প্রাচীনত্ব আমার মনে আনে হেমন্তের শান্তকরুণ মহিমার ছবি। হেমন্তের রূপের মধ্যে বসন্তের ঔদ্ধত্য নেই।··· এই প্রাচীন সহরটিকে ঘিরে র'য়েছে হেমন্তের শান্তসংযত রূপের একটি করুণ মহিমা।"

যুদ্ধের হাঙ্গামায় ১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১০।১২ হাজার আগন্তুক কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন; তন্মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আছেন।

(১) কমলকুমার সান্যাল—শান্তিপুরের উন্নতি : যুবক, ১৩৪৮ আষাঢ় (পৃ ৪৬) (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১।৮।১৩৪৪

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট রায় চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সভা-সমিতিতে (কখনও সভাপতিরূপে) যোগদান করেন। ইনসিওর্যান্স কোম্পানী, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান, কমার্সিয়াল ইন্সটিটিউট, নূতন উচ্চ-ইংরাজী স্কুলের শাখা, নূতন দোকান, ইত্যাদিও আসে। বাটীভাড়া স্থলবিশেষে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে; অনেকে বাটী সংগ্রহ করিয়া দিয়া ব্যবসায় করে (১)। বাটীভাড়া-বৃদ্ধির দরুণ মিউনিসিপ্যালিটির করবৃদ্ধি এবং তাহাতে আপত্তিও হয়। (২) গাড়ীভাড়া বৃদ্ধি পায়। স্টীমার, নৌকা, রেলগাড়ী ও লরীতে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে মালপত্রাদি আসে; অনেকগুলি মোটরগাড়ী আসে; রেলে ভয়ঙ্কর ভিড় হয়, বিশেষত রেলগাড়ীর সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায়, এবং সাপ্তাহিক ও দৈনিক (প্রায় ১০০ জন) শান্তিপুর-কলিকাতা-যাত্রীর সংখ্যা বাড়ে। 'ড্যাম্চি (Damn-cheap)' বাবুদের জন্য দ্রব্যাদির মূল্য বাড়ে, এবং দুধ, ঘী, ছানা, সন্দেশ, মৎস্য, ইত্যাদি দুর্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। ময়লার ডিপোর ও ড্রেণের অপরিচ্ছন্নতা, মশা-মাছির প্রকোপ এবং ব্যাধির প্রাবল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (৩) সামাজিক জীবনে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য এবং নূতনত্ব দেখা যায়। চুরি, ইত্যাদি অপরাধের মাত্রাও বাড়ে। এই সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সদস্য এবং কংগ্রেস-মিউনিসিপ্যাল-ইলেকশন-বোর্ডের সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ বসু (ইনি পূর্বেও নির্যাতিত হন, এবং শান্তিপুরে পরিবারবর্গ সহ আসেন) ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে শান্তিপুরে গ্রেপ্তার হন। (৪) যুদ্ধের দরুণ আহতদিগের জন্য শান্তিপুরে বাসস্থান নির্মিত এবং তাহাদের আহারাদিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। সিভিক গার্ড গঠিত হইয়াছে। কতিপয়

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২।১২।১৩৪৮ (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫।১২।৪৮ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩।১।১৩৪৯ (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২,৩।১২।১৩৪৮

যুবক যুদ্ধে যোগদান করে, এবং আফিসাদি স্থানান্তরিত হওয়ায়, কলিকাতা হইতে অনেক শান্তিপুর-সন্তানকে দূরে চলিয়া যাইতে হয়। এই হিড়িকে অনেক উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, প্রভৃতি শান্তিপুর হইতে চলিয়া যায়। জনপ্রিয় ধনী প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেস-জনরক্ষা-সমিতি গঠিত হয়। (১) যুদ্ধের জন্য শান্তিপুরের রেল, স্টীমার, নৌকা, বাস্, ইত্যাদি যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ হয়। নানা দিকে লোকের দুর্দশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। স্থলবিশেষে ভাড়াটিয়াগণের জন্য বাটীর মালিকগণকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; অবশ্য, কোনও কোনও ক্ষেত্রে, মালিকগণের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা ও সাহিত্য

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥"

—ভগবদ্গীতা, ৪।৩৯

"All that mankind has done, thought, gained, or been it is lying, as in magic preservation, in the pages of Books. They are the chosen possession of men."

—Carlyle.

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫।১২।৪৮

পূর্বে শান্তিপুরের বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এককালে ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ এই চারিটি স্থান হিন্দু-বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল। (১)

"চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ায়।

* * *

নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতি॥" (২)

হণ্টার (৩) ও গ্যারেট (৪) লিখিয়াছেন যে, 'অন্নদামঙ্গলে' বর্ণিত চারিটি সমাজ যথাক্রমে নদীয়া, কুমারহট্ট, শান্তিপুর ও ভাটপাড়া, এবং এই সকল স্থান বিদ্যা ও পণ্ডিতের জন্য বিখ্যাত ছিল। "কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর উত্তরভাগ অগ্রদ্বীপ-সমাজ, মধ্যভাগ নবদ্বীপ-সমাজ, দক্ষিণভাগ চক্রদ্বীপ (চাকদহ)-সমাজ, এবং পূর্বভাগ কুশদ্বীপ (কুশদহ)-সমাজভুক্ত। 'বিশ্বকোষে' উলা একটি সমাজরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ভুল।" (৫) "উক্ত সমাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যবিভাগ-সম্পর্কীয় চারিটি সমাজ হওয়াই সম্ভব।......শান্তিপুরে ব্রাহ্মণদিগের সমাজ ছিল বটে, কিন্তু সম্ভবত উহা 'অন্নদামঙ্গলে' বর্ণিত সমাজ নহে।" (৬) "যখন আইলা গঙ্গা দক্ষিণ সমাজ। কোথা ছিল চূণাখালি, কোথা সয়দাবাজ।" (৭) "যদিও উক্ত

---

(১) Bengal, past and present, 1909, Vol. III (p. 22); বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ (পৃ ১৪৩) (২) অন্নদামঙ্গল (৩) Statistical Account of Bengal (Nadia Dt.), Vol. II (1875) (৪) Nadia Dt. Gazetteer, 1910 (৫) সুজননাথ মুস্তৌফী—উলা (পৃ ৫) (৬) বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯০): শান্তিপুর (৭) গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী

চারিটি সমাজ ও স্থান (অগ্রদ্বীপাদি) নদীয়া-রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমাজ ও স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল, কিন্তু ভট্টপল্লী, কুমারহট্ট, উলা, শান্তিপুর, ফুলিয়া, ইত্যাদি সমাজের প্রসার ও জনসংখ্যা কম ছিল না। বিশেষত, শান্তিপুর তৎপূর্ববর্তী কাল হইতে তদঞ্চলের কুলীনপ্রধান স্থান ও সামাজিক কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত ছিল। এখানকার সভায় আহ্বান করিলেই সর্বস্থানের সভার আহ্বান হইল বলিয়া গণ্য করা হইত।" (১) বাং ১২৬৩ সালে আঁড়িয়াদহের এক শ্রাদ্ধবাসরে দেখা যায় যে, "নবদ্বীপ, বহিরগাছি, বেলপুকুর, উলা, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট, ভাটপাড়াদি কলিকাতা পর্যন্ত নানা সমাজের মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ভট্টাচার্য" মহাশয়েরা সভাস্থ হন। (২)

লং সাহেব লিখিয়াছেন, "বিদ্যার জন্য শান্তিপুরের খ্যাতি বহুকাল হইতেই আছে। এখনও ৩০টির অধিক চতুষ্পাঠী আছে, পূর্বে অবশ্য আরও বেশী ছিল।......শান্তিপুরে একটি ইংরাজী-বিদ্যালয় আছে। (৩) ১৮২২ খৃস্টাব্দে লণ্ডন-মিসনারি-সোসাইটির হিল, ওয়ার্ডেন ও ট্রাইন সাহেব শান্তিপুরে (৪) বক্তৃতা দিতেন। তাঁহারা বলেন যে, এখানকার লোকেরা খুব সরল এবং সাধারণ বাঙালীর তুলনায় তাহারা অধিক আগ্রহপূর্বক সত্যগ্রহণ করে। শান্তিপুর উপযুক্ত প্রচারক্ষেত্র হইতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে তাঁহারা নিম্নরূপ বিবরণী লিখিয়া অনুকূল মত দিয়াছিলেন—শান্তিপুরে অন্তত ৫০,০০০ বাসিন্দা আছে ; ২০,০০০ বাটীর

(১) কুমুদনাথ মল্লিক—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (পৃ ১০৭) (২) সমাচার-চন্দ্রিকা, ২৮।১০।১২৬৩ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা ; প্রবাসী, ১৩৪০ ভাদ্র (পৃ ৬২৮) (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮) ; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ১৬৩) (৪) এখানে তাঁহাদের আস্তানা ছিল। পৃ ২৩২ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে বহু পুরাতন অট্টালিকা আছে ; ইহার সন্নিকটে বৃহৎ জনপূর্ণ গ্রাম আছে : ১০,০০০ বাসিন্দাপূর্ণ 'গুপ্তপাড়া' ইহার ৬॥ মাইল দূরে অবস্থিত, এবং ৪৫,০০০ সংখ্যক জনপূর্ণ 'অম্বিকা' এবং 'কালনা' নামক দুইটি পার্শ্ববর্তী গ্রাম ইহার প্রায় ৪ মাইল দূরে ; জনসমূহের নৈতিক অনুভূতি ও সদয় ব্যবহার, বোধ হয়, কোম্পানীর বিদ্যালয়গুলির (প্রাথমিক ?) সাধারণ শিক্ষা হইতেই প্রধানত সঞ্জাত (!) ; ১২ মাইল দূরবর্ত্তী কৃষ্ণনগর হইতে চিকিৎসা-সাহায্য পাইবার সুযোগ আছে, এবং ইহা নদীর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় কলিকাতা-যাতায়াতের সুবিধা আছে।" (১) ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন, "এই নগরে এখনও বহু চতুষ্পাঠী আছে, পূর্বে অবশ্য আরও বেশী ছিল।......এককালে শান্তিপুর বৃহৎ, জনপূর্ণ ও পণ্য-উৎপাদক নগর ছিল, এখন পূর্বেকার অর্ধেকসংখ্যক বাটীও (২০,০০০) নাই।" (২) "নবদ্বীপের টোলগুলির গৌরব সর্ববাদিসম্মত। এই টোলগুলির মধ্যে তিনটি ছিল সর্বপ্রধান—নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও গোপালপাড়ার টোল।" (৩) বর্তমান কালে, মাত্র ২।৩টি টোল আছে। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন শান্তিপুর-আগমেশ্বরীপল্লীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কার (?) ও মন্মথনাথ তর্করত্নের পরিত্যক্ত গৃহ দর্শন করিবার জন্য শান্তিপুরে গমন করেন। (৪)

"নবাবী আমলে এখানে ইংরাজ (ইস্ট-ইণ্ডিয়া)-কোম্পানী একটি কুঠী ও তৎসহ একটি ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। আট জন ইউরোপীয় পাদরী প্রফেসর ও কতিপয় পণ্ডিত ইহার অধ্যাপনার কার্য করিতেন। প্রসিদ্ধ পাদরী বমওয়েচ ও 'প্রকৃতিবাদ'-অভিধানকার

(১) Cal. Review, 1846, Vol. 6 : The Banks of the Bhagirathi (২) Travels of a Hindoo (৩) Cal. Monthly, 1791 Jan. ; দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৩৪৫-৬) (৪) যুবক, ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ১১)

পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালঙ্কার সেই স্কুলের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই অভিধান এবং 'ধাতুবিবেক' নামক একখানি গ্রন্থ উক্ত ট্রেনিং স্কুলের জন্যই প্রস্তুত করিয়াছিলেন।" (১)

বানকের কুঠীতে মিসনারিদের ইংরাজী, নর্ম্যাল ও সংস্কৃত-বিভাগসমন্বিত বিদ্যালয় ছিল, এবং রামকমল বিদ্যালঙ্কার এই কুঠীর ওয়েঙ্গার (Wenger) সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। (২) উক্ত 'ধাতুবিবেক' (বঙ্গভাষার অন্তর্নিবিষ্ট সংস্কৃত শব্দের মূল, অর্থাৎ, ধাতু-সংগ্রহ) গ্রন্থ বমওয়েচ সাহেবের আদেশে ১৮০৩ খৃস্টাব্দে লিখিত হয়, এবং ১৮৭০ খৃস্টাব্দে কলিকাতার ব্যাপ্টিস্ট-মিসন-প্রেসে মুদ্রিত হয় (৩); ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থকারের ভ্রাতা লালমোহন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক ১৭৯১ শকে প্রকাশিত হয়। "'প্রকৃতিবাদ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চলন্তিকা' পর্যন্ত অভিধানের ন্যায় অভিধান অন্য প্রাদেশিক ভাষায় ছিল না, এখন অনুকৃত হইতেছে।" (৪) বমওয়েচ-প্রণীত গ্রন্থ—প্রথম পাঠনাপুস্তক, ১ম ভাগ; পাঠনাপ্রণালী-প্রদর্শিকা [পেস্টালজির প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষকদের জন্য লিখিত; "তিনি জার্মাণ হইলেও রচনায় অনেক বাঙালীকে পরাজয় করিয়াছেন।" (৫)]।

১৮৫০ খৃস্টাব্দে বমওয়েচ নদীয়ার বহু গ্রাম হইতে ছাত্র সংগ্রহ করিয়া চার্চ-মিসন-সোসাইটির অধীনে উক্ত বৃহৎ ট্রেনিং স্কুলটি স্থাপন করেন। ইহাতে বোর্ডিং ও বালিকা-বিদ্যালয় ছিল, এবং প্রচারকার্যও হইত।

(১) মোজাম্মেল হক—প্রাথমিক রচনা-শিক্ষা: শান্তিপুর (২) রামেশ্বর সেন—আত্মকাহিনী (পৃ ৩১) (৩) যুবক, ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬।৯।১৩৪২ (দিল্লীর প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতি ললিতমোহন করের অভিভাষণ) (৫) সোমপ্রকাশ, ২৫।১২।১২৬৯

সাহেব অনেক সময় আহার-নিদ্রার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। এই সব কারণে তাঁহার অনিদ্রা রোগ হয়, এবং তিনি সমুদ্র-ভ্রমণে যান। সুস্থ হইয়া আসিয়া ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে তিনি উক্ত স্কুল বানকে স্থানান্তরিত করেন। কোন ছাত্র পীড়িত হইলে তিনি সযত্নে ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। তিনি সময় সময় ছাত্রদিগকে লইয়া শান্তিপুর-ভ্রমণে আসিতেন, এবং চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনাদি মনোযোগ-সহকারে দেখিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা নির্যাতিত হন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি সকলের প্রিয় হন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী গ্রামস্থ রোগীগণকে নানা উপায়ে সাহায্য করিতেন। একবার একটি বধূ নির্ঝর হইতে জল আনিতে আনিতে পথিমধ্যে অজ্ঞান হইয়া যায়; বমওয়েচ সাহেব ঔষধ দ্বারা তাহাকে আরাম করেন। আর একবার গোবিন্দপুরের এক পেটুক ব্রাহ্মণ বেশী খাইতে গিয়া মুখের 'হা' বন্ধ করিতে পারে না; সাহেব তাহাকে ভাল করেন। একবার এক কীর্তনগায়ক কীর্তনান্তে অতিরিক্ত খাইয়া মরণাপন্ন হয়; সাহেব তাহাকে নিরাময় করেন। আর একবার একটি পলাতক লম্পটকে তাঁহার ছাত্রেরা অনুসরণ করায় এবং অনেকে তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত হওয়ায়, সাহেব স্কুলের বাহিরে অবস্থিত ছাত্রদিগকে আক্রমণকারীদের হাতে সমর্পণ করেন, ইহা দেখিয়া আক্রমণকারীরা শান্ত হয়; পরে বিচারক ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল অবশ্য আক্রমণকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। বমওয়েচ ১৮১৯—১৯০৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি নীলকরের হাত হইতে প্রজাদিগকে সাধ্যমত রক্ষা করিতেন। তিনি জার্মাণ, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলা-ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। (১) "শান্তিপুরের মিসনারি

(১) যুবক, ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ: মহাত্মা বমওয়েচ; প্রথম ভাগ (পৃ ২২৫); নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৩১)

সাহেবেরা একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।......শান্তিপুরের বাংলা-পাঠশালার কার্য চলিতেছে।" (১) "১৮৬৪ খৃস্টাব্দে সোলোতে স্থাপিত নর্ম্যাল স্কুল যাহা প্রথমে কাপাসডাঙা এবং পরে শান্তিপুরে স্থানান্তরিত হয় তাহা স্থায়ীরূপে কৃষ্ণনগরে স্থাপিত হয়।" (২)

হেজেল সাহেবের স্কুল, লং সাহেবের উল্লিখিত স্কুল, গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের স্কুল, মতিবাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয় ও বমওয়েচ সাহেবের ট্রেনিং পাঠশালার কথা অন্যত্র (৩) লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের যে স্কুলটি 'ওল্ড স্কুল' ও 'নিউ স্কুলের' পর্যায় অতিক্রম করিয়া ক্রমে মিউনিসিপ্যাল-স্কুলে পরিণত হয়, তাহার কথাও অন্যত্র (৪) বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই বিদ্যালয়টি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। (৫) ১৮৬২ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর হইতে প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয়। 'পুরাতন স্কুলের' প্রধান শিক্ষক যথাক্রমে ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী, চন্দ্রকুমার রায়, মতিলাল মৈত্র, জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়, বনোয়ারীলাল সেন, শশিভূষণ ভাদুড়ী (সিনিয়র স্কলার; ইঁহার পুত্র উকীল ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী শান্তিপুরে ভূমিষ্ঠ হন), চন্দ্রকান্ত পাইন, বি-এ, এবং যশোদানন্দন প্রামাণিক, হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (মধ্যে ২) ও রামদুর্লভ খাঁ, বি-এল (ইনি মিউনিসিপ্যাল-স্কুলেও থাকেন, এবং সর্বসমেত ২৪ বৎসর কার্য করেন)। 'নূতন স্কুলের'

(১) সংবাদ-প্রভাকর, ১৬।১২৬০, ১।১।১২৬১ (২) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৩১) (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮-৯, ২১৩); উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—হিন্দুজাতি ও শিক্ষা, ২য় খণ্ড (পৃ ৪৭৩) (৪) তৃতীয় ভাগে 'মৈত্রবংশ (মতিলাল মৈত্র)'-প্রসঙ্গ, এবং প্রথম ভাগ (পৃ ২১১, ২৩০) দ্রষ্টব্য। রামেশ্বর সেন—আত্মকাহিনী (৫) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩১৯)

প্রধান শিক্ষক যথাক্রমে মতিলাল মৈত্র, ব্রজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, দীননাথ ('বাইবেল-পোড়ান') পালিত, উমাচরণ কর, বি-এ, ও কালীমোহন ঘোষাল। হুগলী-নর্ম্যাল-স্কুলের ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীরামপুর-চাতরানিবাসী উক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু ইংরাজীতে অনর্গল ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন, এবং গণিতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি শান্তিপুরে যে সমস্ত বক্তৃতা করেন তন্মধ্যে 'Young Bengali' নামক বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া মাননীয় ছোট লাট গ্রে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন; লাট সাহেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি যাইতে পারেন নাই। স্বগ্রামে তাঁহার তিন স্ত্রী ছিল, এবং তিনি প্রায়ই স্কুল কামাই করিতেন; কিন্তু তিনি বাটীতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত ছাত্রদিগকে ইংরাজী পড়াইতেন। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেব (ইনি পরে ব্যারিস্টার হন) পরিদর্শনকালে বাহির হইতে ব্রজেন্দ্রবাবুর পাঠের উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া ইহা ইংরাজের উচ্চারণের ন্যায় বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন; ইন্সপেক্টর উড্রো সাহেবও ব্রজেন্দ্রবাবুর সুখ্যাতি করিতেন।

শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যাল-উচ্চ-ইংরাজী-স্কুলের পরবর্তী প্রধান শিক্ষকগণ যথাক্রমে বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, এম-এ, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বিশ্বেশ্বর দাস, বি-এ, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম-এ, অঘোরনাথ হালদার, এম-এ, বি-এল, ভীমাপদ ঘোষ, এম-এ, শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম-এ। এই স্কুলে নিম্নলিখিত গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণ ছিলেন বা আছেন—মুরারিমোহন সান্যাল, এম-এ, কানাইলাল বাগচী, এম-এ, অমরেন্দ্র বাবু, এম-এ, নন্দলাল মুখোপাধ্যায়, বি-এ, সি-টি (প্রায় ৩০ বৎসর ছিলেন), ক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ও উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এসসি (?), বি-টি।

প্রধানত ইংরাজী বার্ষিক বিবরণী হইতে মিউনিসিপ্যাল স্কুল-সম্বন্ধীয়

নিম্নলিখিত বিবরণ সঙ্কলিত হইল। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে একটি বেসরকারী স্কুল স্থাপিত হয়, উহাতে ৩য় শ্রেণী (সাবেক) পর্যন্ত পড়ান হইত। ইহা পরে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত হইয়া ১৮৬২ খৃস্টাব্দে প্রবেশিকার জন্য প্রথম ছাত্র প্রেরণ করে। তখন সরকার হইতে মাসিক ৫০৲ সাহায্য প্রদান করা হইত। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ হওয়ায়, দ্বিতীয় শিক্ষক সম্ভ্রান্ত ব্রজলাল মৈত্র মহাশয় 'নিউ স্কুল' স্থাপন করেন। ইহাতে দুই স্কুলেরই অসুবিধা হইতে থাকে। ইন্সপেক্টর এচ উডরো সরকার-প্রদত্ত উক্ত সাহায্য 'ওল্ড' স্কুলকে না দেওয়াইয়া 'নিউ' স্কুলকে দেওয়ান। তৎসত্ত্বেও 'ওল্ড' স্কুলের সম্পাদক জমিদার ঈশানচন্দ্র রায় সাহায্য দিয়া উহাকে কতিপয় বৎসর জীবিত রাখেন। (১) ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে উহা মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে সমর্পিত হয়। 'নিউ' স্কুলটি ক্রমে উঠিয়া যায়। ১৯১৪ খৃস্টাব্দ হইতে মাসিক সরকারী সাহায্য ১০০৲ টাকা এবং ১৯১৮ খৃস্টাব্দে মাসিক ১৬৯৲ টাকা প্রদত্ত হয়। 'ওল্ড' স্কুল বিভিন্ন স্থানে ভাড়া দিয়া বসিত। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হয়; সাধারণ-প্রদত্ত চাঁদার কিয়দংশ লইয়া সর্বসমেত প্রায় ৫,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে প্রায় ৬,০০০৲ টাকা ব্যয়ে [১,৮০০৲ টাকা মাননীয় লাট সাহেব (২) কর্তৃক প্রদত্ত] 'রিভার্স টমসন'-হল নির্মিত হয়; ইহাতে শান্তিপুরের নানা বিশিষ্ট সভাসমিতির অধিবেশনও হয়। পরে মূল বাটীর পূর্বদিকস্থ দুই সারি গৃহ সাধারণের চাঁদায় নির্মিত হয়। ১৯০২ খৃস্টাব্দে মূল বাটীর (প্রথমে নয় খানি ঘর ছিল) বিশেষ সংস্কার করা হয়, এবং প্রায় ৭,০০০৲ টাকা (অধিকাংশই

(১) দীনদয়াল প্রামাণিকের সাহায্যের কথা প্রথম ভাগে (পৃ ২৮৭) লিখিত হইয়াছে। (২) ইনি ইং ৮।৮।১৮৮৩ তারিখে শান্তিপুরে আসেন।—ভারতভূমি, ৪।৮।১৮৮৩

সাধারণ-প্রদত্ত) ব্যয় হয় ; এই অংশের নাম 'ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল-স্কুল-বিল্ডিং' রাখা হয়। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে মূল বাটীর পশ্চাদ্দিকে গৃহ, এবং তৎপরে দক্ষিণ-দিকে অধ্যাপক ভগবতীচরণ দাসের অর্থে 'ভগবতী-মাতৃস্মৃতি' নামক গৃহ নির্মিত হয়। কমিসনার-নির্বাচিত ১০ জনের একটি কমিটী দ্বারা কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়,—ইহা তিন বৎসর অন্তর পরিবর্তিত হয়। প্রধান শিক্ষক সাধারণত এম-এ, এবং ১২ জন শিক্ষক আছেন, তন্মধ্যে ৫ জন গ্র্যাজুয়েট, ২ জন পণ্ডিত ও ১ জন মৌলবী ; এবং ১ জন লাইব্রেরিয়ান ও ১ জন ক্রীড়াশিক্ষক (১৯২৬ খৃস্টাব্দ হইতে এইরূপ নিয়োগ হয়) আছেন। স্কুলের প্রভিডেণ্ট-ফণ্ড প্রথমে মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ প্রভিডেণ্ট-ফণ্ডের সহিত যুক্ত ছিল, পরে পোস্ট-অফিস-সেভিংস-ব্যাঙ্কে প্রত্যেক শিক্ষকের নামে পৃথক্ হিসাব রাখিবার বন্দোবস্ত হয়। Mechanicsএর জন্য একটি ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরি আছে, এবং সমস্ত বিষয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। লাইব্রেরীতে প্রায় ২,০০০ পুস্তক, ম্যাপ ও পুরস্কার-গ্রন্থ আছে। রোলে গড়ে ৩০০ ছাত্র আছে ; বৎসরে গড়ে ২০।২৫ জন উত্তীর্ণ হয়। ১৮৮৬-১৯০৬ খৃ পর্যন্ত সর্বোত্তম ফল হয় ; ছাত্রেরা প্রায়ই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পায় ; ১৮৮৬ ও ১৮৯৪ সালে প্রতি বার তিন জন করিয়া বৃত্তি পায় ; ১৮৮৯ সালে এই স্কুলের ছাত্র (ভূষণচন্দ্র দাস) কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হয় ; ১৯০২-৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর ছাত্রেরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি (এক বৎসর মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর) বৃত্তি পায়। তার পরও অনেকে বৃত্তি পায়। কয়েক বৎসর সকালবেলায় ঐ স্কুলেই বালিকাদের অধ্যয়নকার্য হইত ; বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী চামেলী দেবীর কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে ; উক্ত ব্যবস্থায় নানা বিরূপ ঘটনা ঘটে। "উক্ত স্কুল হইতে এবার ম্যাট্রিক-পরীক্ষায় কুমারী অণিমা চক্রবর্তী উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ২০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়াছে।……বালিকা-শিক্ষার

উপর লোকের তেমন যত্ন না থাকায়, বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না।......প্রতিভাশালিনী গরীব মেয়ের বিদ্যালয়ে স্থান হয় না।......বিনা বেতনে এক জন মেয়ের স্থানও এখানে নাই।" (১) অণিমা ১৯৪০ সালের বি-এ-পরীক্ষায় সংস্কৃত-অনার্সে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। (২) বর্তমানে, মিউনিসিপ্যাল-স্কুলের ছাত্রীবিভাগ উঠিয়া যাওয়ায়, দুর্গামণি-শ্রীপাঠশালায় ম্যাট্রিক ছাত্রীদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। (৩) বাধ্যতামূলক ড্রিল, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তোলন, এবং ফুটবল-ক্রিকেট-ব্যাডমিণ্টন-ভলিবল-ভেল-দিগ-দিগ, ইত্যাদি নানারূপ ক্রীড়া হয়; তজ্জন্য সাজসরঞ্জামও আছে। স্কাউটিং-শাখা নদীয়া-স্কাউটস-এসোসিয়েশনের সহিত যুক্ত। ছেলেদের সময়ে সময়ে বাহিরে শিবিরে প্রেরণ করা হয়। সাধারণ-দত্ত কতিপয় বৃত্তি আছে, ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তির জন্য 'কার্তিকচন্দ্র দাস'-পদক, এবং সাধারণ উৎকর্ষের জন্য 'নির্মলেন্দু সেন' (রামেশ্বর সেন প্রদত্ত)-পদক প্রদত্ত হয়। আয়ব্যয়ের অসামঞ্জস্য (গড়ে ঘাটতি ৭০০৲ টাকা) মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক দূরীভূত হয়। স্কুলের সংশ্লিষ্ট অন্যত্র একটি সরকারী বয়ন-বিদ্যালয় আছে।

শান্তিপুরের 'ওরিয়েণ্ট্যাল একাডেমি'র কথা অন্যত্র (৪) লিখিত হইয়াছে; এই উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর কতিপয় ছাত্র পাস করে; বর্তমান প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, এম-এ। এই স্কুলে এখন সরকারী সাহায্য নাই। (৫)

পূর্বে শান্তিপুরে ও সুত্রাগড়ে অনেকগুলি পাঠশালা ছিল।

(১) যুবক, ১৩৪৩ আষাঢ় (পৃ ১) (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০।৩।১৩৪৭ : নারীর কথা (৩) যুবক, ১৩৪৮ পৌষ (পৃ ১-২) (৪) প্রথম ভাগ (পৃ ১৭১-৩); যুবক, ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ, (পৃ ১) (৫) যুবক, ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ, (পৃ ৬৩)

সুতরাগড়ে রামচরণ মাস্টারের বিদ্যালয়টি প্রাচীনতম ; তৎপরে কিছু-কালের জন্য চড়কতলায় একটি গবর্ণমেণ্ট-বঙ্গ-বিদ্যালয় ছিল ; এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (ভট্ট) একটি পাঠশালা ছিল। ১৮৭০ খৃস্টাব্দে বিশ্বেশ্বর বিশ্বাসের বাটীতে একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য ; সে সময় সুতরাগড়ের ছাত্রেরা হরিপুর-আদর্শ-বঙ্গ-বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত ; ৺জগদ্ধাত্রী-পূজার তৃতীয় দিবসে ('গড়ে' তিন দিন পূজা হয়) ছেলেরা স্কুলে না যাওয়ায় (মাত্র দুই দিন ছুটী থাকে), প্রধান শিক্ষক প্রতি ছাত্রের ৵০ আনা করিয়া অর্থদণ্ড করেন ; তজ্জন্য অভিভাবকেরা (বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস প্রধান উদ্যোক্তা) উক্ত বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন ; পরে ইহা হরিপুর-বিদ্যালয়ের উৎকর্ষের জন্য উঠিয়া যায়। সুতরাগড়ে অঘোরনাথ আসের বাটীতে অবস্থিত পাঠশালার কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে রামেশ্বর সেন প্রভৃতি যে মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন [প্রধান শিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে রামেশ্বর সেন, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (উলাবাসী), দীনবন্ধু ভট্টাচার্য ও বিহারীলাল ভবানী, এবং দ্বিতীয় শিক্ষক বীরেশ্বর প্রামাণিক] উহাই ক্রমে ১৯০০ খৃস্টাব্দে সুতরাগড়ের নদীয়া-মহারাজ-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। (১) ইহার সংলগ্ন কার্তিক দাস-হল ও লাইব্রেরী আছে। ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বা আছেন—গোপীকৃষ্ণ চন্দ্র, বি-এ (ইনি পরে নবদ্বীপ-হিন্দুস্কুলে যান), সীতানাথ ভবানী, বি-এ (উক্ত বিহারীলাল ভবানীর অনুজ), বিশ্বেশ্বর দাস, বি-এ, জ্ঞানানন্দ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি, সন্তোষকুমার দে, এম-এ, ডিপ-এড

(১) রামেশ্বর সেন—আত্ম-কাহিনী ; বিশ্বেশ্বর দাস—কার্তিক-চরিত ; উক্ত মধ্য-ইংরাজী-বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্র অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, বরিশালে জজ-আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন।

(ডাবলিন), সি-আর-সাই (এডিন), নিতাইচন্দ্র সাহা, বি-এ। এই স্কুল হইতে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

মাননীয় স্যর আজিজুল হক সাহেবের যত্নে ও অর্থানুকূল্যে জুবিলী-মাদ্রাসা-বিদ্যালয়টি (১) মোসলেম-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে; ইহার প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন রায় সাহেব দামোদর প্রামাণিক, বি-এ, এবং তৎপরে নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ঐ পদে আসীন ছিলেন। মৌলবী মুজিবল হক, এম-এ, বি-টি, বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক। শান্তিপুরে বর্ত্তমানে ২টি মধ্য-ইংরাজী, ১টি উচ্চ-প্রাথমিক, ২৪।২৫টি নিম্ন-প্রাথমিক, অনেকগুলি মক্তব, ১টি জুনিয়র-মাদ্রাসা-মধ্য-ইংরাজী, ২টি মধ্য-ইংরাজী-বালিকা, ১টি মধ্য-বাংলা-বালিকা, ৪টি নিম্ন-প্রাথমিক-বালিকা, ৪টি নৈশ (২) ও ১টি হরিজন বিদ্যালয়, এবং কতিপয় পাঠশালা ও ২টি টোল আছে। রামনগরপল্লীর মধ্য-ইংরাজী-বালিকা-বিদ্যালয়টির কথা অন্যত্র (৩) লিখিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টি পূর্বে মিসনারিদের বাংলা-বিদ্যালয় ছিল; দীনদয়াল প্রামাণিকের যত্নে ইহা স্থাপিত হয়। (৪) রামনগর-বালিকা-বিদ্যালয়টি ১২৭০ খৃস্টাব্দে পাদরী ডাইসন সাহেব কর্তৃক স্থাপিত হয়; তখন ১টি ইংরাজী ও ২টি বাংলা (১টি মিসনারিদের রামনগর-বঙ্গ-বিদ্যালয়) ছিল। (৫) এই বালিকা-বিদ্যালয়টী যথাক্রমে

(১) যুবক, ১৩৪৫ আশ্বিন-কার্তিক (পৃ ৩৫) (২) বীরেশ্বর প্রামাণিক প্রথম অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। বাগদী-পাড়ায় কিয়ৎকাল একটি শ্রমজীবী-বিদ্যালয় চলে।—যুবক, ১৩৪২ শ্রাবণ (পৃ ২৬)। শান্তিপুর-ছাত্র-ফেডারেশন (সম্পাদক বলাই মুখোপাধ্যায়) কর্তৃক পরিচালিত অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করে।—যুবক, ১৩৪৮ আশ্বিন (পৃ ২৯) (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৭০, ২৮৭, ৩০৫) (৪) প্রথম ভাগ (পৃ ২৭৮) (৫) সোম-প্রকাশ, ৮,২৯।১, ৫।৪।১২৭০। পূর্বে বালিকা-বিদ্যালয় ছিল না। যুবক, ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ (পৃ ৮)

নিম্ন-প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিক, মধ্য-বাংলা-মানের অবস্থার ভিতর দিয়া মধ্য-ইংরাজী-স্তরে পরিণত হইয়াছে। (১) এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণোৎসবে কৃষ্ণনগর-কলেজের অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রমোহন সেন, বি-এসসি, এম-এড (লিড্‌স), প্রমুখ সুধীবর্গ সভাপতিত্ব করেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য সাধারণের দানও আছে ; (২) বেড়পল্লীর মুসলিম-বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য মহম্মদ ইয়াহুদ সাহেবের বাটী দান করা হইয়াছে। (৩) স্যর আজিজুল হকের চেষ্টায় আপাতত ৫টি ওয়ার্ডে ৫টি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার কথা হইয়াছে। (৪) শিক্ষার সাহায্যের জন্য কাহারও কাহারও দ্বারা চালিত কোচিং-ক্ল্যাস আছে, এবং কেহ কেহ 'প্রাইভেট টিউশন' করেন। কয়েক বৎসর গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য-কৃত 'শান্তিপুর-শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়' চালিত হইয়াছিল। (৫) বর্তমান মহাযুদ্ধের হাঙ্গামার সময় বাং ১৩৪৮ সালে কলিকাতা হইতে কালীধন-ইনস্টিটিউশনের একটি শাখা (বোর্ডিং সহ) উঠিয়া গিয়া শান্তিপুরে কিয়ৎকালের জন্য স্থাপিত হয়। (৬) বালিগঞ্জের শিক্ষামন্দির শান্তিপুর হইতে মেয়েদের আই-এ-শ্রেণীর শিক্ষাদান করিবেন এইরূপ বিজ্ঞাপন দেন। (৭) লক্ষ্মীতলাপাড়ার নিম্ন-প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়টি প্রথমে ষষ্ঠীদাস সেন, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। তৎপরে, ধনী প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায় নূতন বাটী নির্মাণ করাইয়া দিয়া স্বীয় মাতৃদেবীর নামে

(১) যুবক, ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ (পৃ ৬৩) (২) যুবক, ১৩৪৮ বৈশাখ (পৃ ২) (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮।৮।১৩৪২ ; যুবক, ১৩৪২ কার্তিক (পৃ ৪৭) (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১।৪।১৩৪৩ (৫) যুবক, ১৩৩৫ পৌষ (পৃ ৬৭) (৬) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০, ১৮।১০।৪৮ ; Hindusthan Standard, 23-1-42 (৭) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯।১১।১৩৪৮

উক্ত বিদ্যালয়ের নাম 'শরৎকুমারী-বালিকা-বিদ্যালয়' রাখিয়াছেন। ইহার বর্তমান সম্পাদক ডাঃ সুকুমার দাস। বাং ১৩৪৮ সালে ইহার পুরস্কার-বিতরণী সভায় পঙ্কজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি হন। (১)

তন্তুবায়-জাতীয়-শিক্ষা-বিস্তার-সমিতির কথা কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। বাং ২৪।৬।১৩২৩ তারিখে নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিকের সভাপতিত্বে তাঁহার বাটীতে এই সমিতি স্থাপিত হয়—তখনকার সম্পাদক ছিলেন রামকৃষ্ণ দাস, ডাঃ শচীনাথ প্রামাণিক, ডাঃ সুকুমার দাস, প্রভৃতি, এবং ইহার কোষাধ্যক্ষ, ট্রাস্টি প্রভৃতিও আছে। ইহার বাৎসরিক সভা হয় এবং বিবরণী প্রকাশিত হয়। দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, সদ্ভাব-বর্ধন ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সৃজন ইহার উদ্দেশ্য। অপর জাতীয় কোন ব্যক্তির সাহায্য গৃহীত হয় না। 'তন্তুবায়-জাতীয়-বিদ্যামন্দিরের' সম্পাদক অমূল্যকুমার প্রামাণিক।

প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, "এক দিন এই শান্তিপুরে নিত্যানন্দ প্রভুর স্ত্রী জাহ্নবী দেবী, অদ্বৈত প্রভুর স্ত্রী সীতা দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ও মাধবীলতা চৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচার করেন। চৈতন্যযুগে ক্ষেপী বলিয়া খ্যাত এক প্রাচীন বিশিষ্ট-ভাবের স্ত্রীলোক শান্তিপুরে বাস করিতেন। তাঁহার বৈষ্ণবশাস্ত্রের পুস্তকালয় ছিল। সন্ধ্যায় অনেক স্ত্রীলোক ও বালক তাঁহার গৃহে যাইত। তিনি এই সমস্ত শাস্ত্র তাহাদের নিকট পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। পূর্বে শ্রীহট্ট-অঞ্চলে ক্ষেপীর বাস ছিল; তিনি পরে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগরের এক শাস্ত্রজ্ঞা কন্যা ছিলেন। ন্যায় ও স্মৃতিতে ব্যুৎপন্না হঠী (হাতী) বিদ্যালঙ্কার (২)

(১) যুবক, ১৩৪৮ কার্তিক (পৃ ১) (২) ইনি মূলত ফরিদপুর-বাসিনী ছিলেন।

শান্তিপুরে বাস করিতেন; তিনি ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-সভায় আহূত হইয়া শাস্ত্রীয় আলাপ ও বিচার করিতেন; রাধামোহন বিদ্যা-বাচস্পতি গোস্বামী-ভট্টাচার্য তাঁহার নিকট কিছুকাল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্ত্রী যোগমায়া দেবী ও তদীয় শ্বশ্রূঠাকুরাণী ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া ধর্ম উপদেশ দিতেন।" (১) প্রাচীন কালের স্ত্রীলোকেরা রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠ করিতেন, এবং ভক্তিমতী ও গৃহধর্মোপযোগী নানা সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন। আধুনিক কতিপয় শিক্ষিতা নারীর কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। সেকালে কথকতা, ভাগবতাদি-পাঠ, রামায়ণ-গান, যাত্রা ও রূপকথা-শ্রবণাদি সকলের পক্ষেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গরূপে গণ্য হইত।

নদীয়া-শান্তিপুরের কথিত ভাষার বিশুদ্ধতা সর্ববাদিসম্মত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলিতেন যে, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের লোক বিশুদ্ধতম বাংলা ভাষায় কথা কহে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় কোন্ স্থানের ভাষা বঙ্গভাষায় লেখার আদর্শ হইতে পারে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে, এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর-অঞ্চলের ভাষাই লিখিত বঙ্গভাষার আদর্শ হওয়া উচিত। (২) "নদীয়া, শান্তিপুরাদি-স্থানে ভাগীরথীর উভয় কূলে এবং বর্তমান বর্ধমান ও বীরভূম-জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে যে কথিত ভাষা (dialect) প্রচলিত ছিল, তাই কতক পরিমাণে সংস্কৃত-শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে সাধুভাষার রূপ ধারণ ক'রেছে। এর একমাত্র কারণ বাংলাদেশের অপরাপর dialect অপেক্ষা উক্ত dialectএর সহজ শ্রেষ্ঠত্ব।···বাংলার গদ্যসাহিত্য ন'দে, শান্তিপুর

(১) যুবক, ১৩৩৫ আশ্বিন (পৃ ৪১-৪): স্ত্রীশিক্ষা (শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত) (২) শান্তিপুর, ১৩৩৬ কার্তিক (পৃ ১৮১)

ও কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষার উপরেই গ'ড়ে উঠেছে—অবশ্য সাহিত্যিকদের হাতে purgata হ'য়ে।" (১) বিক্রমপুরের একখানি পত্রিকায় এই বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করা হয়।—"১,২,৩,৪, ইত্যাদি অঙ্ক দ্বারাই এতকাল মাসের তারিখ লিখিবার নিয়ম ছিল, কলেজীয় বৈয়াকরণেরা তৎপরিবর্তে ১লা, ২রা, ৪ঠা, ৫ই, ২০শে, ইত্যাদির ব্যবহার করিয়াছেন। এই লা, রা, ঠা, ই, শে প্রত্যয়গুলি কথিত অঙ্কগুলির মস্তকে প্রথম চাপিয়া বসিবার জন্য উহা যেমন বিচিত্র দেখাইত, এদেশীয় উপাধিগ্রস্ত মহোদয়দিগের 'নৈদে-শান্তিপুরের' কথার অনুকরণও তৎপ্রায় বলিলে বলা যাইতে পারে। বস্তুত শুদ্ধ অনুকরণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ব্যবহারাদির সংশোধনই একমাত্র আমাদের অভিলষিত। তাহার এখনও অনেক বাকী আছে।" (২) "বাংলার কথা-সাহিত্যে নদীয়ার কথ্য ভাষাই অবিসংবাদিতরূপে গৃহীত, এবং 'ন'দে-শান্তিপুরের' সুমার্জিত ও প্রাদেশিক দোষমুক্ত, অবিকৃত মিষ্ট ভাষাই আজ বাংলার কথ্য ভাষার আদর্শরূপে পরিগণিত।…যাহা সাহিত্যে চলিয়া থাকে তাহাতে উক্ত 'ন'দে-শান্তিপুরী'ভাষার প্রভাব পুরামাত্রায়।" (৩) একবার ঢাকা-ধামরাইএর কোন লোক শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করে। বহুবর্ষ পরে সেই বংশের এক জন শান্তিপুর হইতে ঢাকা-অঞ্চলে যায়। তখন সেখানকার লোকেরা তাহার মুখ হইতে শান্তিপুরের ভাষা শুনিবার জন্য তাহাকে নাকি ঘিরিয়া ফেলে। (৪) এই ভাষার বিশুদ্ধতা কতদূর বিকৃত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। (৫) "বগ্‌দির পশ্চিমভাগে নবদ্বীপ-অঞ্চলে নানা স্থান হইতে

(১) প্রমথ চৌধুরী—নানা কথা ; ভারতবর্ষ, ১৩২৭ চৈত্র (পৃ ৪৪০)
(২) পল্লীবিজ্ঞান, ১২৭৪ ফাল্গুন ; তপোবন, ১৩৪৩ মাঘ (পৃ ৪৮৩)
(৩) বঙ্গশ্রী, ১৩৪৭ শ্রাবণ (পৃ ৪১) (৪) যুবক, ১৩৪২ ফাল্গুন ও চৈত্র
(৫) ভারতবর্ষ, ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৭৬৬) ও আশ্বিন (পৃ ৫১৯)

লোক আসিয়া গঙ্গাতীরে বসতি করিয়াছিল। তজ্জন্য এই স্থানে বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় ভাষা মিশ্রিত হইয়াছিল। এই স্থানে সংস্কৃত-ভাষার চর্চা অধিক হওয়ায়, এখানকার প্রাকৃত ভাষা সমধিক মার্জিত হইয়াছিল। সেই হেতু নদীয়া-শান্তিপুরের প্রাকৃত ভাষাই সমস্ত বাংলা-দেশের আদর্শ ভাষা হইয়াছিল। তাহাই এক্ষণে বাংলা-ভাষা নামে পরিগৃহীত হইয়াছে। এখন বাংলা-গদ্যে যেরূপ ভাষা সর্বত্র ব্যবহৃত হয় তাহা নদীয়া-শান্তিপুরের সাধু ভাষা। কিন্তু সাধারণ কথোপকথনে এই সাধু ভাষা কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমিতে গৌড়ীয় ভাষা, পূর্ববাংলায় বঙ্গভাষা এবং কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে 'কলিকাতাই'-ভাষা সাধারণ কথোপকথনে প্রচলিত আছে।" (১) নদীয়া-শান্তিপুরে ব্যবহৃত কতিপয় বিশেষ কথার উল্লেখ করা হইল—অলপ্লেয়ে, আইমা, আকা, আজা, আয়না, কম্‌নে, কাটাফেনি-খাসামোয়া-নিকুতি-মতিচুর, কানি, কুলুপ, কেডা, খাবা-যাবা, ঘসি, চুরী (হাতের), চোড়ে, ছুঁই, ছ্যান, ছ্যাঁচড়া, ঝাঁটা, ঝোনকাঠ, ডাঁটা, ডেগরা, তরণ্ড-নরণ্ড, তাউই-মাউই, থোয়া, দা, মুড়ো, পোম'শায়, পুঁই-মিচুড়ী, প্যাঁক, ফেরো, ব্যালা, ব্যান। (২)

শান্তিপুরের অনেক সাহিত্যিকের কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। (৩) অনেক পণ্ডিত, ক্ষুদ্র সাহিত্যিক, পুথি ও হস্তলিখিত গ্রন্থের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এখানে আরও কতিপয় সাহিত্যিক ও অঙ্কণশিল্পী এবং তাঁহাদের গ্রন্থাদির কথা লিখিত হইল। কর করুণাময়—তিনি

(১) দুর্গাচন্দ্র সান্যাল—বাংলার সামাজিক ইতিহাস (২য় সংস্ক) (২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৬শ ও ১৯শ বর্ষ : নদীয়ার গ্রাম্য শব্দ (৩) অন্যত্র মুসলমান-লেখকদের প্রসঙ্গ আছে। নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ১৮৫-৬, ১৯২, ৩১৮-৯)

কাঁসারীপাড়া-নিবাসী এক জন সুসাহিত্যিক ছিলেন; 'যুবকে' প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং পূর্ণিমা-সম্মিলনীকে পুনরুজ্জীবিত করেন,—ইহার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন; তৎপ্রণীত গ্রন্থ: শৈলবিহার (কবিতা), ভাবপ্রকাশ (কবিতা, ১৩২৪) (১), তুফান (কবিতা, ১৩২৪), পত্রগুচ্ছ (১৩২৬); তাঁহার শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপি—শান্তিপুরের কথা (২), শান্তিপুর-সংবাদ (৩)। ঘোষ জীবনকৃষ্ণ—'যুবকে' 'শান্তিপুরের বর্ত্তমান অবস্থা' (৪) ও 'শান্তিপুরের জ'টে কালী' (৫)-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। ঘোষ সুরেন্দ্রনাথ, বি-এ—তাঁহার বাটী কলিকাতার বহুবাজার-অঞ্চলে; তিনি বর্তমানে সুতরাগড়-নদীয়া-মহারাজ-হাই-স্কুলের পারসী-শিক্ষক,—"হিন্দুদের মধ্যে এ যুগে তিনিই এ হিসাবে প্রথম" (৬); তৎপ্রণীত গ্রন্থ 'Hafiz and what we find in him', এবং তিনি কতিপয় পারসী-গ্রন্থের বাংলা-অনুবাদ এবং কতিপয় বাংলা-গ্রন্থের পারসী-অনুবাদ করিয়াছেন (৭)। ঘোষাল নিরঞ্জন—'যুবকে' লিখিতেন, এবং দুর্গামণি-শ্রী-পাঠশালার শিক্ষকরূপে অনেকদিন শান্তিপুরে বাস করিতেছেন; তিনি বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভ্য।

চক্রবর্তী বিনোদবিহারী—গ্রন্থ: কাব্য-সিন্ধু (১২৮২)। চক্রবর্তী রামগোপাল—গ্রন্থ: উন্মাদিনী (কবিতা, ১২৮১); অস্তমিত সূর্য (ঐতিহাসিক নাটক, ১৮৭৬ খৃ)। চৌধুরী দীননাথ—গ্রন্থ: পদ্যপ্রবেশ (১২৮১)। চৌধুরী হেরম্বনাথ—গ্রন্থ: সাধন-পথে সূর্য (৮), ধাত্রী (৯)

(১) 'হাটখোলা-গোস্বামী (বিনয়কুমার সান্যাল)'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) যুবক, ১৩৩৪ শ্রাবণ (৩) যুবক, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ (৪) ১৩৪৩ শ্রাবণ (পৃ ৩০) (৫) ১৩৪১ কার্তিক-অগ্রহায়ণ (৬) ভারতবর্ষ, ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ (পৃ ৮৩৯; সপ্রতিকৃতি) (৭) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮।৫।১৩৪৫; যুবক, ১৩৪৫ ভাদ্র (পৃ ২৯) (৮) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত; মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪২ অগ্রহায়ণ-পৌষ; সমালোচনা —মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪২ মাঘ (শান্তিপুরের ডাঃ রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, বি-এসসি, এম-বি, কর্তৃক কৃত) (৯) আমলকী

-মাহাত্ম্য (১), তুলসী-মাহাত্ম্য (২); তিনি যুবক, মোদক-হিতৈষিণী ও জীবশিব-মিসন-পত্রিকায় লিখিতেন।

তরফদার আশুতোষ—গ্রন্থ: মহারাণা (কবিতা)। দত্ত কার্তিকচন্দ্র—'চৈতন্যচরিতামৃতের' আংশিক ইংরাজী-অনুবাদ করিয়াছেন (কারারুদ্ধ অবস্থায়), এবং তাঁহার অন্য লেখাও আছে; তিনি বিঘাতি-ডাকাতি ও শান্তিপুরের পাদরীমারা-মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দাস নরেন্দ্রনাথ কবিরত্ন—গ্রন্থ: শান্তিপুর-শ্রীরাস-মণ্ডল-পরিচয় (কবিতা, ১৩৩৩, শান্তিপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈত-ভারতী-ভবন হইতে সংগৃহীত); তিনি বাহির হইতে আসিয়া শান্তিপুরে কবিরাজী করেন। দাস বিশ্বনাথ—এক জন 'গাথা'-রচয়িতা ছিলেন। দাস মন্মথনাথ (মনোমোহন)—শান্তিপুর হইতে কিয়ৎকাল সাপ্তাহিক 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন; তিনি আমেরিকায় এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার পর বিবাহ করিয়া বাস করেন; মধ্যে একবার শান্তিপুর আসেন। (৩)

পাল হরিদাস, জি-এস-এ—এক জন অঙ্কণশিল্পী; Government School of Artএর Magazineএ তাঁহার প্রবন্ধ ও চিত্র প্রকাশিত হইত; তিনি জল-রঙা চিত্র-অঙ্কণে বিশেষজ্ঞ, এবং ১৯২৮ সালের কংগ্রেস-প্রদর্শনীতে চিত্রের জন্য পদক প্রাপ্ত হন; হাওড়ায় তাঁহার 'পাল-স্টুডিও' নামক দোকান ও বাটী আছে। প্রামাণিক অচ্যুতানন্দ—'মোদক-হিতৈষিণী'তে সমাজবিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। প্রামাণিক অমরেন্দ্রনাথ (জলধর দারা)—গ্রন্থ: শৈলজা (নাটক); ইহা পূর্বে শান্তিপুরে বিভিন্ন

---

(১) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪২ ফাল্গুন (২) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪২ মাঘ, ফাল্গুন (সমালোচনা), চৈত্র (এই গ্রন্থের ও 'ধাত্রী-মাহাত্ম্যের' সমালোচনা) (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৬৬); শান্তিপুর, ১৩৩৬ বৈশাখ (পৃ ২৩)

থিয়েটার-ক্লাবগুলি কর্তৃক অভিনীত হইত ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ইহার প্রশংসা করিতেন ; তৎপ্রণীত আরও কতিপয় অপ্রকাশিত নাটক আছে ; তিনি বিহারে সরকারী চাকরী করিতেন ; তাঁহার এক পুত্র প্রমোদকুমার, বি-এ। (১) প্রামাণিক অমূল্যচন্দ্র—'তন্তু ও তন্ত্রী' পত্রিকায় (২) শান্তিপুরের তন্তুবায়-সম্মেলন-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এবং শান্তিপুর-তন্তুবায়-সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন ; তিনি কিয়ৎকাল শান্তিপুরের পোস্ট-মাস্টার ছিলেন, এবং এখন অন্যত্র কার্য করিতেছেন ; তাঁহার পিতা ডাঃ ভূষণচন্দ্র, এল-এম-এস, শান্তিপুরের এক জন ভাল ডাক্তার (স্থানীয় হাসপাতালেরও ভারপ্রাপ্ত) ছিলেন ; এবং তাঁহার ভ্রাতা অতুলচন্দ্র, বি-ই, এঞ্জিনীয়ার। প্রামাণিক অমৃতলাল—একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রামাণিক দামোদর, বি-এ, রায় সাহেব (৩)—শান্তিপুর, যুবক, তন্তু ও তন্ত্রী [শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্প (৪)], ইত্যাদি পত্রে লিখিতেন ; তিনি একটি নূতন তারা আবিষ্কার করেন, ইহা পরে নিভিয়া যায়,—বাংলা-সংবাদপত্র তাঁহার এতৎসম্বন্ধীয় লিপি মুদ্রিত করে না, ইতিমধ্যে এক জন ইংরাজ আই-সি-এস Statesmanএ এই তারা-সম্বন্ধে একটি লেখা বাহির করেন ; তিনি রায়গঞ্জ ও শান্তিপুর-মোসলেম-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ; তিনি জুরর হন ; দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটনাচক্রে শান্তিপুরের পাদরী-মারা-মামলায় তাঁহার কারাদণ্ড হয় ; তাঁহার এক পুত্র অমৃতলাল, বি-এসসি (প্রথম শ্রেণীর অনার্স), পূর্তবিভাগে কার্য করেন, এবং এক পুত্র চুনিলাল ম্যাট্রিকে বৃত্তি পান। প্রামাণিক বিহারীলাল—ছড়া বাঁধা, 'পালা' তৈয়ার করা ও গান রচনা করায় বিশেষ পারদর্শী ; তিনি এক

(১) যুবক, ১৩৪৩ শ্রাবণ (পৃ ৩০) (২) ১৩৩৪ মাঘ (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৭৬) (৪) ১৩৩১ ফাল্গুন, ১৩৩২ আষাঢ়, পৌষ

জন বস্ত্রশিল্পী। (১) প্রামাণিক মণিময়, এম-এ—গ্রন্থ: স্বাধীনতার সংগ্রাম, জাগ্রত চীন, আইরিশ বিদ্রোহ, কার্ল মার্ক্স (শান্তিপুরের রসিকেন্দুশেখর প্রামাণিকের কলিকাতাস্থ 'পপুলার বুক স্টোর' হইতে এগুলি প্রকাশিত); তিনি তন্তু ও তন্ত্রী, যুবক, শান্তিপুর, অগ্রণী, ইত্যাদি নানা মাসিক পত্রের লেখক। প্রামাণিক রসময়—শান্তিপুর-তন্তুবায়-সঙ্ঘের জাতীয় বিদ্যামন্দিরে সপ্তম বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণোপলক্ষে সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহা 'যুবকে' (২) প্রকাশিত হয়; তিনি শান্তিপুরের এক জন হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক ছিলেন। প্রামাণিক সতীশচন্দ্র—তন্তু ও তন্ত্রী, City-College-Magazine ইত্যাদি পত্রে লিখিতেন; স্কুলে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য দুইবার পদক লাভ করেন; তাঁহার পিতা ফটকপাড়ার মণীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, এবং অগ্রজ শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির কমিসনার ডাঃ পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক, এম-বি। প্রামাণিক সুধীরঞ্জন—শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন, এবং 'যুবকে' ও 'শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী'তে কবিতাদি লিখেন। বঙ্গ ব্রজনাথ—গ্রন্থ: পদ্যলতিকা (ছাত্রপাঠ্য, ১২৭৮, শান্তিপুর-শ্যামবাজারের গোপালচন্দ্র গোস্বামীর অর্থসাহায্যে ও পরিশ্রমে প্রকাশিত), মনঃকল্পিত ইতিহাস (গদ্যপদ্য, বালকদিগের জন্য, ১৮৬১ খৃ, শান্তিপুরের শ্যামাচরণ সান্যাল কর্তৃক সংশোধিত), হিন্দু-ধর্মদর্শন; তিনি শান্তিপুরের 'ভারতভূমি' নামক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় সুধীরকুমার—'যুবকে'কবিতা (শান্তিপুর সম্বন্ধে একটি) লিখিয়াছেন। (৩) বসু নিশিকান্ত—'যুবকে' ও 'বঙ্গরত্নে' প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেন; তিনি শান্তিপুরের ভূতপূর্ব পুলিস-দারোগা ছিলেন।

(১) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (পৃ ৭৭) (২) ১৩৩৮ ফাল্গুন (পৃ ৪৬) (৩) যুবক, ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ (পৃ ৬৪)

বিদ্যাবিনোদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ নিত্যগোপাল—গ্রন্থ : সংস্কৃত-বোধিনী (ছাত্রপাঠ্য, কতিপয় সংস্করণ) ; নির্মাল্য ; মেঘনাদবধের সংস্কৃত-অনুবাদ করিতেছেন (ইহার অংশ কোন সংস্কৃত-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে) ; 'যুবকে' ও 'শান্তিপুরে' প্রবন্ধ লিখিতেন ; শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যাল-উচ্চ-ইংরাজী-স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ও কুচবিহার-কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ; তিনি একবার নগেন্দ্রনাথ রায়, বি-এল,এর সভাপতিত্বে রিভার্স-টমসন-হলে অধিবেশিত সভায় 'গীতা'-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন (১) ; তিনি চলিয়া যাইবার পরও মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে আসিয়াছেন। বিদ্যারত্ন ভুবনচন্দ্র—গ্রন্থ : আউলচাঁদের জীবন-চরিত। বিশ্বাস গৌরদাস বৈদ্যশাস্ত্রী কবিরত্ন—নাগপুর-মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান বৈদ্য ; তিনি বাংলা ও ইংরাজী-পত্রে কতিপয় বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিশ্বাস দেবেন্দ্রনাথ—ভারতবর্ষ, মাতৃমন্দির, ভারতী, বামাবোধিনী, শান্তিপুর, যুবক, শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, জীবশিব-মিসন-পত্রিকাদিতে গল্প, কবিতা ও গীত (স্বরলিপিসহ) লিখিতেন ; তিনি 'শান্তিপুরের (সেকালের) গীতিকার'-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (২), এবং শান্তিপুরের অনেকগুলি সামাজিক উপাধির নাম সংগ্রহ করিয়াছেন (৩) ; তিনি চিত্রশিল্পী, হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক, আশানন্দ-স্মৃতিসমিতির সম্পাদক, শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের কর্মী এবং নানা সভাসমিতির এক জন সুগায়ক ; তাঁহার অগ্রজ যতীন্দ্রনাথ দাস পোস্ট-অফিসে কার্য

---

(১) Amrita Bazar Patrika, 21-10-1938 (২) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪৩ (পৃ ১২) [এই প্রবন্ধে শান্তিপুরের গীতিকার শঙ্কর দাস, বিশ্বনাথ দাস, জীবন সাহা, রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, চণ্ডীচরণ খাঁ ও জানকীনাথ গোস্বামীর কথা লিখিত হইয়াছে।] (৩) তিনি এ বিষয়ে পূর্ণিমা-সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পৃ ২১৩ দ্রষ্টব্য।

করিতেন ;—ইঁহার জামাতা শান্তিপুরবাসী কানাইলাল দাস কাব্যরত্ন শান্তিপুর-মাদ্রাসার হেড-পণ্ডিত ছিলেন, এবং 'যুবকে' লিখিতেন। ভক্ত জীবনচন্দ্র—গ্রন্থ : চিন্তামালা (কবিতা, ১২৮৯) (১), লিপিলিখন-প্রণালী ; তিনি কলিকাতা হইতে 'তপস্বিনী' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন (১২৯১ বৈশাখ-আশ্বিন) ; তাঁহার পিতা রায় সাহেব মধুসূদন ভক্ত নাভা-স্টেটের এঞ্জিনীয়ার ছিলেন, এবং পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র ('ভেড়ী') (২) অগাধ ধনের অধিকারী ও বিখ্যাত দাতা ছিলেন। ভট্টাচার্য জয়নারায়ণ—গ্রন্থ : টোটকা ঔষধ (১২৯৪)। ভট্টাচার্য মধুসূদন—'কবির গান' রচনা ও কীর্তন করিতে পারিতেন। ভট্টাচার্য রাজকৃষ্ণ—গাথা ও কবিতা-রচনায় সুদক্ষ ছিলেন ; তৎপুত্র ভোলানাথ কবিভূষণ ; তৎপ্রণীত 'রাবণ-বধ', 'বামন-ভিক্ষা', 'এলোকেশী-মোহান্ত' ইত্যাদি গ্রন্থ সমাদৃত হইত (৩) ; তদীয় জামাতা কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসা ছিল। ভট্টাচার্য যজ্ঞেশ্বর—গ্রন্থ : মণি-হরণ (নাটক)। ভট্টাচার্য রাজেন্দ্রনাথ—গ্রন্থ : জ্ঞানকুসুম (ছাত্রপাঠ্য) ; সংস্কৃত-সরল-পাঠঃ (১৯২৩ খৃ ; ছাত্রপাঠ্য ; তৎপুত্র শচীরঞ্জন ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যাদি সহ)। (৪) ভট্টাচার্য শিবচন্দ্র—গ্রন্থ : তিনটি কুসুম (কবিতা) ; ভূশিক্ষা। ভট্টাচার্য হরিমোহন—গ্রন্থ : দেশের গতিক (নাটক)। মণ্ডল রাধিকানাথ—গ্রন্থ : শান্তিপুর-স্মৃতি, ১ম খণ্ড (১৩৩৬, 'শান্তিপুর'-পত্রিকায় কিয়দংশ প্রকাশিত, প্রশংসিত) ; তিনি শান্তিপুর, যুবক ও শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকীতে প্রবন্ধ ও কবিতা, এবং শান্তিপুরের 'লোহাজাঙি ঠাকুর ও গঙ্গাপ্রবাহ'-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

(১) সমালোচনা—প্রবাহ, ১২৯০ শ্রাবণ (পৃ ১৮৯) (২) ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৩) পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (৪) তৃতীয় ভাগে 'প্রফুল্লচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(১); তিনি শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে 'শান্তিপুরের অতীত ও বর্তমান' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, এবং পূর্ণিমা-সম্মেলনে ও অন্য সাহিত্যিক সভাসমিতিতে প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন; তিনি শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের সহ-সম্পাদক; তাঁহার জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মীকান্ত দিল্লীর ডি-জি-অফিসে ভাল চাকরী করেন। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার (মতিগঞ্জের আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা)—গ্রন্থ : সুরামৃত (সঙ্গীত)।

লাহুরী শরচ্চন্দ্র—'বৈষ্ণব' (দ্বৈমাসিক, পরে পাক্ষিক) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক, এবং 'বঙ্গীয়-বৈশ্য-তন্তুবায়-পত্রিকা'র (ইহা পরে 'তন্ত ও তন্ত্রী' নামে পরিবর্তিত হয়) প্রবর্তক, পরিচালক ও লেখক ছিলেন; তিনি কিয়ৎকাল শান্তিপুর-তন্তুবায়সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন; তিনি পূর্বলিখিত (২) শ্যামাচরণের পুত্র। শান্তিপুরে তাঁহার নামে এক জন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন।

সরকার ঈশানচন্দ্র—'শান্তিপুরের শ্রমিক' ও 'বাংলার (তথা শান্তিপুরের) চিনি-শিল্প' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। (৩) সান্যাল কমলকুমার, বি-এ —শান্তিপুর, যুবক, খোকাখুকু, প্রবর্তক, মাসিক বসুমতী ও বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাঁহার শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপি : শান্তিপুরের উন্নতি (৪); তিনি প্রথমে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট-অফিসে কার্য করিতেন, এবং বর্তমানে ময়মনসিংহে পূর্তবিভাগে কার্য করেন; তাঁহার ধর্মগুরু ধ্রুবানন্দ গিরি, সন্তদাস বাবাজী ও শ্রীঅরবিন্দ; তিনি কিয়ৎকাল শান্তিপুরের সাধারণ লাইব্রেরীর সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ কৃষ্ণচন্দ্র

(১) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (২) প্রথম ভাগ (পৃ ২৫২, ৩০৩) (৩) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (৪) যুবক, ১৩৪০ আষাঢ়

(ই-আই-রেলে ট্র্যাফিক-ক্যানভাসার) 'যুবকে' ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছেন ;—ইনি সাহেবগঞ্জ-ইণ্ডিয়ান-ইন্সটিটিউটের সেক্রেটারী (১)। তাঁহাদের পিতা লালগোপাল সান্যাল নারায়ণগঞ্জে পাটের অফিসে কার্য করিয়া অবস্থার উন্নতি করেন। লালগোপালের এক জামাতা ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বহরমপুর-সদর-হাসপাতালের বিভাগীয় চিকিৎসক ছিলেন,—তৎপুত্র ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ, এম-বি, সেখানে চিকিৎসা-ব্যবসায় করেন এবং আর এক জামাতা যতীন্দ্রমোহন ভাদুড়ী মাজদিয়ার জমিদার।

ঘোষ গোকুলচন্দ্র, প্রামাণিক অবনীমোহন (কবিতা), প্রামাণিক গোরাচাঁদ, প্রামাণিক নির্মলচন্দ্র (প্রবন্ধাদি) (২), প্রামাণিক রাসবিহারী (পুলিস-দারোগা রামনগর-পল্লীবাসী রায় সাহেব ক্ষেত্রনাথ প্রামাণিকের পৌত্র), বন্ধ ক্ষিতীশচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলেন্দ্রনাথ ও বিশ্বাস প্রভাতচন্দ্র (কবিতাদি ; নানা সভায়ও কবিতাদি পাঠ করেন ; মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ার ; বর্তমানে শান্তিপুরবাসী) 'শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী'র লেখক। দে ক্ষিতীশচন্দ্র (প্রবন্ধ), ধনী গঙ্গাধর (কবিতা), নন্দী বিনয়কৃষ্ণ (ও তাঁহার অগ্রজ-পুত্র চুনিলাল—কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ) ও নাগ মহেন্দ্রনাথ 'মোদক-হিতৈষিণী'র লেখক। 'পূর্ণিমা-সম্মেলন' ও 'পাদপূরণ' নামীয় দুইখানি গ্রন্থ শান্তিপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হরিপুরের আরও কতিপয় পুস্তকাদি ও সাহিত্যিকের কথা লিখিত হইল। আচার্য নারায়ণপ্রসাদ—যুবক, Hooghly-College-Magazine ইত্যাদি পত্রে কবিতা লিখেন। কবিভূষণ লক্ষ্মণচন্দ্র—উপস্থিতমত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্যরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি একবার এক রাজপুত্রকে কবিরাজী চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করেন ; রাজা পুরস্কার দিতে চাহিলে তিনি নির্লোভচিত্তে

---

(১) যুবক, ১৩৪৩ চৈত্র (পৃ ৭৩) (২) ইনি 'বয়ন' পত্রিকায়ও লিখেন।

উত্তর দেন, "টাকায় বিক্রয় হয় বার কাঠা ধান। মহারাজ, কর মোরে বার টাকা দান॥" (১) গুপ্ত পূর্ণেন্দু—'যুবকে' লিখিয়া থাকেন ; তাঁহার 'ফাল্গুন-বেলা' নামে কবিতা-গ্রন্থ আছে ; তাঁহার শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপি : প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যে হরিপুর (২)। ঘোষ অঘোরচন্দ্র—নিরক্ষর চাষী হইলেও অন্যের দ্বারা লিখাইয়া প্রায় ১০।১২ খানি পালাগানের পুস্তক প্রণয়ন করেন ; এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক শ্যামাবিষয়ক গীত রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন ; তিনি গুরুদাস পাচালীকারের দলে গাহিতেন ; তাঁহার অগ্রজ গণিতজ্ঞ যজ্ঞেশ্বরের কতিপয় অপ্রকাশিত কবিতা ও গল্প আছে। ঘোষাল চন্দ্রমাধব—প্রবাসী ইত্যাদি পত্রে কবিতা ও ছোট গল্প লিখিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ ('শ্রীবাঁট')—গ্রন্থ : সুখমাধুরী (কবিতা), বসন্ত-উৎসব (কবিতা), হরিদা (নাটক); তাঁহার অপ্রকাশিত কতিপয় ছোট ছোট গল্প ও বহু খণ্ডকবিতা আছে ; তিনি জন্মভূমি ইত্যাদি পত্রে কবিতা (৩) লিখিতেন ; তিনি বিখ্যাত তবলা-বাদক ছিলেন ; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দুমাধব ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক বসুমতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, খোকাখুকু, ইত্যাদি পত্রে কবিতা লিখিতেন বা লিখিয়া থাকেন। রায় উষারাণী—'সৎমা' ইত্যাদি ৩।৪ খানি অপ্রকাশিত গল্পপুস্তক আছে। শর্ম্মা গোপাল ('হরিনদী'র)—পদ্যে ধ্রুবানন্দ মিশ্র-ধৃত-ব্যাখ্যা নামীয় কুলগ্রন্থ আছে। শোভাকর ভূদেবচন্দ্র, বি-এ, বি-ই, সি-ই, রায় সাহেব—গ্রন্থ : সপ্তপর্ণী (কবিতা), সপ্তচিরঞ্জীবী (কবিতা), শিবচতুর্দশী (কবিতা), General Notes on Building Construction as practised in the P. W. D. and Dt.-Boards (2nd edition) ; তিনি নৃত্য-গীত-অভিনয়ে পারদর্শী এবং

(১) যুবক, ১৩৪৩ কার্তিক (পৃ ৫৩) (২) যুবক, ১৩৪৩ কার্তিক (পৃ ৫৩) (৩) শান্তিপুর, ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৩০-১)

বিখ্যাত সেতারবাদক ; রেকর্ডে তাঁহার গীত শ্রুত হওয়া যায়—'ভেঙ না, ঘর ভেঙ না, করি মিনতি' গীতটি সুপরিচিত ; তিনি নদীয়া-জেলাবোর্ডের এঞ্জিনীয়ার ; তিনি 'যুবকে' কবিতাদি লিখেন ; তাঁহার পুত্র শঙ্করলাল, বি-এসসি, রাসায়নিকের কার্য করেন ; তাঁহার ভাগিনেয় বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য করেন,—রেডিওতে ইঁহার বক্তৃতা শুনা যায়,—ইনি শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। সেনগুপ্ত যতীন্দ্রনাথ—কবিতাগ্রন্থ : মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, কাব্যপরিমিতি, অশ্রুময়, গৌরী ; 'মরুশিখা' হইতে 'গঙ্গাস্তোত্র' নামক কবিতাটি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টার-মিডিয়েট-বাংলা-সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। বাগাঁচড়া-নিবাসী বিখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্রনাথ চৌধুরী—নানা পত্রিকায় অভিনয় সম্বন্ধে লিখেন, এবং তাঁহার কথা অনেক স্থানে প্রকাশিত হয়। 'হরিপুরের মজুমদার-বংশ' বলিয়া একখানি গ্রন্থ আছে।

শান্তিপুরের সাময়িক পত্র-সম্বন্ধীয় বিবরণ লিখিত হইল। হরলাল মৈত্র কিয়ৎকাল সাপ্তাহিক 'পরিদর্শক' (১) সম্পাদন করেন। ১২৭২ সালে শান্তিপুর-ব্রাহ্মসমাজ হইতে ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'রঙ্গভূমি' নামে মাসিক পত্র সম্পাদিত হইয়া প্রায় এক বৎসর চলে। (২) ১২৮১ সালে রামলাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বিহারীলাল গোস্বামীর (৩) সাহায্যে 'সরোজিনী' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া এক বৎসর চলে। ১২৯০ সালে শ্যামাচরণ সান্যাল 'ভারতভূমি' (সাপ্তাহিক, কয়েক মাস চলে) ও 'মুদ্গর' (মাসিক, ৩।৪ মাস চলে) সম্পাদন করেন ; এই দুই পত্র ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের শান্তিপুরস্থ 'হিতকরী'-যন্ত্র

(১) ৩য় ভাগে 'লালমোহন বিদ্যানিধি'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) প্রথম ভাগ (পৃ ৫৪, ১৬৮) (৩) 'বড়-গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(১২৮৯ সালে স্থাপিত) হইতে মুদ্রিত হইত। ১৩০৫ সালের আশ্বিন হইতে এক বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বীরেশ্বর প্রামাণিকের সম্পাদনায় (হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র সহকারী সম্পাদক) (১) 'সেবা' নামক পত্রিকা (প্রথমে পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিক) প্রকাশিত হয়। স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে হরেন্দ্রবাবু 'বাংলা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের তিন সংখ্যা প্রকাশিত করেন। এই সময়ে কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় (তৎকালীন ছাত্র) কর্তৃক 'শান্তি' নামে মাসিক পত্রের (ফুলসক্যাপ-আকার) এক সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়। ১৩০৭ সালে মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠের সম্পাদনায় (রঘুনাথ ভট্টাচার্য কার্যাধ্যক্ষ) 'লহরী' নামে পদ্যময় একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া এক বৎসর চলে। মনোমোহন দাস, বি-এসসি, এম-ই, (বর্তমানে আমেরিকাবাসী ; ইনি ইউরোপেও গিয়াছিলেন) সুধাকৃষ্ণ বাগ্চীর সম্পাদনায় 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে সাপ্তাহিক পত্রের ৪।৫ সংখ্যা বাহির করেন। (২) ১৩০৫ (১৩০৭ ?) সালে 'যুবক' প্রকাশিত হয়, এবং অনিয়মিতভাবে এখনও চলিতেছে (সম্পাদক যোগানন্দ ভারতী)। ১৩৩৬ সাল হইতে দেড় বৎসর কাল কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (?), অমরনাথ প্রামাণিক, এম-এ, ও সচ্চিদানন্দ সান্ন্যাল, এম-এ, বি-এল,এর বিভিন্নকালীন সম্পাদনায় 'শান্তিপুর' নামে মাসিক পত্র সুযোগ্যভাবে পরিচালিত হয়। (৩) ১৩৩৬ সালে বড়-শ্যামচাঁদনীপাড়ার নিবারণচন্দ্র-পাঠাগার

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ১৭৩) (২) পৃ ২৮৮ দ্রষ্টব্য ; প্রথম ভাগ (পৃ ১৬৬) (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৭৩-৬) ; যুবক, ১৩৩৫ ভাদ্র (পৃ ৩৯), ১৩৪৪ বৈশাখ (পৃ ২), ১৩৪৫ ভাদ্র (পৃ ২৭) ; 'শান্তিপুর' পত্র হইতে প্রবাসী (১৩৩৭ শ্রাবণ, পৃ ৫৯১-২), পঞ্চপুষ্প (১৩৩৭ পৌষ, পৃ ৪৬৩), ইত্যাদি পত্রে উদ্ধৃতি থাকিত।

হইতে 'ছাত্র ও শিক্ষা' নামে হস্তলিখিত একখানি মাসিক পত্রিকা কিয়ৎকাল প্রকাশিত হয়। (১) সুতরাগড়-নদীয়া-মহারাজ-উচ্চ-ইংরাজী -বিদ্যালয় হইতে একখানি ষাণ্মাসিক (ইংরাজী-বাংলা) পত্রিকা কয়েক বৎসর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। রামনগর-মিসনারি-বালিকা-বিদ্যালয় হইতে কিয়ৎকাল 'বালিকা' নামে মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৪১ সাল হইতে (এ পর্যন্ত তিনখানি প্রকাশিত হইয়াছে) একখানি বার্ষিকী বাহির করিতেছেন। বাং ১৩৪৭ সালে 'সাহিত্য-নিকেতন' হইতে 'অভিযান' নামে হস্তলিখিত একখানি বার্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। নিম্নলিখিত পত্রগুলির প্রকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন মাত্র বাহির হয়—বালিকা (মাসিক; কুঠীরপাড়া-স্কুল; রাজনারায়ণ দাস), সমদর্শন (মাসিক) ও শান্তিপুর-প্রকাশ (সাপ্তাহিক; বীরেশ্বর প্রামাণিক); বন্দে মাতরম্ (সাপ্তাহিক; বিনয়কুমার সান্যাল); খদ্যোত (মাসিক; মহেন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী; বড়গোস্বামী-পাড়া)। (২) এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সমাচার-দর্পণ, সুলভ-সমাচার, সোমপ্রকাশ, আনন্দবাজার-পত্রিকা, জীবশিব-মিসন-পত্রিকা, Amrita Bazar Patrika, ইত্যাদিতে শান্তিপুরের সংবাদ ও তথ্য প্রকাশিত হইত বা হয়। শান্তিপুর-সন্তানেরা বাহির হইতে যে সকল পত্রিকা সম্পাদন বা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা নানা পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। ছাত্র-সঙ্ঘের গৌরচন্দ্র পাল, বি-এ, রাধাকান্ত পাল, বি-এ, প্রভৃতি কৃষ্ণনগরের মাসিক পত্রিকা 'প্রতিকা'র পরিচালক ও লেখক ছিলেন। প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, শান্তিপুরে 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'হিতকরী' নামে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল, এবং বর্তমানে 'আনন্দময়ী প্রেস' নামে একটি আছে। শান্তিপুর-সন্তান

---

(১) শান্তিপুর, ১৩৩৬ (পৃ ৬৯) (২) যুবক, ১৩৪৮ বৈশাখ (পৃ ৮)

কমলেন্দু লাহিড়ী, এম-এ,র কলিকাতায় একটি প্রেস আছে, এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন লাহিড়ী, হৃদয়রঞ্জন কুণ্ডু ও পঙ্কজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল,এর কলিকাতা-ভবানীপুরে একটি করিয়া (একক বা অন্যের সহিত যুগ্মভাবে) প্রেস ছিল, এবং রাধিকানাথ গোস্বামী ভাগবতরত্নাকারের বৃন্দাবনে একটি প্রেস ছিল।

ছাত্র-ছাত্রী-আন্দোলন, তদুপলক্ষে শোভাযাত্রা, স্কুলে হরতাল, ইত্যাদি ঘটনা আইন-অমান্য-আন্দোলনের সময় হইতে কিছু কিছু দেখা গিয়াছে ; ইং ১৬।৫।১৯৩৭ তারিখে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে (শান্তিপুর-সন্তান বিজনকুমার দত্ত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি) শান্তিপুরে নদীয়া-জেলার ছাত্রছাত্রী-সম্মেলন হয়। (১) সুতরাগড়ে উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ, বি-টি,র সভাপতিত্বে (শান্তিপুরের রামপদ মুখোপাধ্যায় ও আব্দুল লতিফ সহ-সভাপতি) সামাজিক ও জনহিতকর কার্যের জন্য একটি ছাত্র-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। (২) ১২৯০ সালে রামগোপাল মুন্সীর বাটীতে একটি ছাত্রসম্মিলনী-সভা হয়। (৩) শান্তিপুরে ছাত্র-ফেডারেশনের আরও সভা হইয়াছে। (৪) উক্ত সঙ্ঘের কার্যকরী সভার এক অধিবেশনে একখানি হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশ ও একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব গৃহীত হয় ; এবং কমরেড নিমাই পালের (বড়) স্থলে কমরেড অমরনাথ রায় সম্পাদক নিযুক্ত হন। (৫) এইরূপ প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদত্ত হয়। (৬) এখানে একটি স্টুডেণ্টস-ইউনিয়ন-ক্লাব ছিল ;—বিপিনচন্দ্র পাল ও প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭,১২,১৯।২।১৩৪৪ (২) Amrita Bazar Patrika, 31.10.1938 (৩) ভারতভূমি, ২০।৪।১২৯০ (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮।১২।১৩৪৬ (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯।৬।৪৮ (৬) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬।৭।৪৮

আসিয়া ইহার বার্ষিক সভায় যোগদান করেন, এবং ইহারই প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরী ও এতৎ-সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াশাখারূপে উডবার্ণ-ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। (১) অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সভাপতিত্বে শান্তিপুরে সপ্তম নিখিল-বঙ্গীয়-শিক্ষক-সম্মেলন হয়, সেবার বিনয়কুমার সরকার সাহিত্যবিভাগের সভাপতি হন; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শৌরীপদ চট্টোপাধ্যায় 'শান্তিপুরে স্বাগতম্' এই নামীয় সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করেন। (২) বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদাদির কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। শান্তিপুরে অন্যান্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রগুলি ছিল বা আছে—অক্ষয়-লাইব্রেরী, সাধারণ পাঠাগার (ও টাউনহল; শান্তিপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ব্যবস্থাসমন্বিত পাঠাগার), সাহিত্য-নিকেতন, আল-ইসলাম-লাইব্রেরী, সাধনা-পাঠাগার, বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরী ও রিডিং-রুম (রামনগর-পল্লীস্থ) (৩), সুরভি-লাইব্রেরী, মহম্মদীয় লাইব্রেরী (১২৯০), কার্তিক-লাইব্রেরী, পাঠচক্র (বিমলাচরণ পালের বাটীতে অবস্থিত), মহিলা-লাইব্রেরী (৪)। সাধারণ পাঠাগারের আমোদ-প্রমোদ-বিভাগ হইতে মধ্যে মধ্যে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। (৫) ইহার প্রচার-বিভাগের সম্পাদক নিত্যানন্দ পাল, এবং সম্পাদক কালীপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ। এখানে

(১) যুবক, ১৩৪৩ শ্রাবণ (পৃ ২৮), কার্তিক (পৃ ৫৬), অগ্রহায়ণ (পৃ ৬৪), পৌষ (পৃ ৭০) (২) Teachers' Journal, ১৩৩৩ চৈত্র (1927 March, পৃ ১৫৭); ভারতবর্ষ, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৯৫০); প্রবাসী, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৮৪) (৩) যুবক, ১৩৪২ শ্রাবণ (পৃ ২৬), ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৫); মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৮ আষাঢ় (পৃ ২৭০) (৪) যুবক, ১৩৪৩ আশ্বিন (পৃ ৪৩) (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪।৯।১৩৪৮

স্থানীয় শিল্পী লক্ষ্মীকান্ত পাল কর্তৃক নির্মিত রবীন্দ্রনাথের একটি মৃণ্ময়ী মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। (১) বঙ্কিমচন্দ্র-শতবার্ষিকী ইত্যাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একবার শান্তিপুর-কর্মকার-সমিতির উদ্যোগে উক্ত সমাজের নারীদের মধ্যে একটি পুরস্কারমূলক রচনা-প্রতিযোগিতা হয়। (২) নানা পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সুসাহিত্যিক দীননাথ সান্যাল, রায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণকে কয়েকবার আনয়ন করা হয়। বাহির হইতেও শান্তিপুরের কেহ কেহ সাহিত্যচর্চার জন্য পুরস্কার পাইয়াছেন। একবার রাণাঘাট হইতে 'ভারতে জাতিভেদ প্রথা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ-রচনার জন্য সুতরাগড়-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের ছাত্র সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম পুরস্কার—'সুরেন্দ্রনাথ-মেমোরিয়াল-কাপ'—ও একখানি রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত হন। (৩)

শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। বাং ১৩২১ সালের চৈত্র মাসে রামনগরপল্লীর কতিপয় যুবক ও বালক 'হরিহর-লাইব্রেরী' নামে একটি সামান্য পাঠাগার স্থাপন করে। বাং ৮।৭।১৩২২ তারিখে রামকৃষ্ণ দাসের সভাপতিত্বে এবং রায় সাহেব দামোদর প্রামাণিক, বি-এ, ও ডাঃ রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, বি-এ(?), এম-বি,র সম্পাদনায় 'শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে ক্রমে সাধারণের দানের দ্বারা ও অন্য উপায়ে ইহার নানা দিকে উন্নতি হয়; বর্তমানে ইহা আমড়াতলায় অবস্থিত, এবং ইহার স্থায়ী গৃহনির্মাণের জন্য স্ট্র্যাণ্ড-রোডে এক খণ্ড ভূমি ক্রীত হইয়াছে। ইহার সভ্য ও সেবকগণের উদ্যোগে বাং ১৩২৫ সাল হইতে শান্তিপুরে সাহিত্য-সম্মেলনের যে কয়টি অধিবেশন হইয়া আসিতেছে তাহার আংশিক নির্দেশ প্রদত্ত হইল।

---

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮।১২।১৩৪৮ (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬।২।১৩৪১ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯।৪।১৩৪২

১ম : সভাপতি রায় কুমুদনাথ মল্লিক বাহাদুর, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মৌলবী মোজাম্মেল হক ; স্থান দীনদয়াল প্রামাণিকের ঠাকুরবাটী ; শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপিপাঠ—স্বাগত (কবিতা, প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক), শান্তিপুরের ভাষা (কমলাকান্ত দালাল), কৃত্তিবাস-কথা (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), শান্তিপুর (কবিতা, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়)। ২য় : সভাপতি পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কালাচাঁদ দালাল ; স্থান দীনদয়াল প্রামাণিকের ঠাকুরবাটী। ৩য় : সভাপতি বিশ্বেশ্বর দাস, বি-এ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি যোগানন্দ প্রামাণিক ; স্থান পরিষৎ-প্রাঙ্গণ। ৪র্থ : সভাপতি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; স্থান পরিষৎ-প্রাঙ্গণ। ৫ম : সভাপতি রায় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট, বাহাদুর, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নলিনীমোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্ব-রত্ন ; স্থান মিউনিসিপ্যাল স্কুল-হল (ইহার পর বরাবর নিজস্ব জমি না হওয়া পর্যন্ত এই স্থানে অধিবেশন হইয়া আসিতেছিল)। ৬ষ্ঠ : সভাপতি অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১), অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কীর্তীশচন্দ্র গোস্বামী ; শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপি-পাঠ—শান্তিপুরের অতীত ও বর্তমান (রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল)। ৭ম : রায় জলধর সেন বাহাদুর, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপি-পাঠ—দুইখানি প্রাচীন অপ্রকাশিত পুথি (অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন) (২)। ৮ম : সভাপতি কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ, অভ্যর্থনা-

(১) ইঁহার অভিভাষণ প্রকাশিত হইয়াছে।—যমুনা, ১৩৩০ আষাঢ় ; প্রবাসী, ১৩৩০ শ্রাবণ (পৃ ৫১১)। ইহার উল্লেখ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধান (৭ম সংস্ক): অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(২) শান্তিপুর, ১৩৩৬ আষাঢ়

সমিতির সভাপতি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়; শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপি-পাঠ—শান্তিপুর (কবিতা, কালাচাঁদ দালাল)। ৯ম: সভানেত্রী সরলা দেবীচৌধুরাণী, বি-এ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ। ১০ম: সভাপতি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পিএচ-ডি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বিনায়ক সান্যাল, এম-এ। ১১শ (১৩৩৫): সভাপতি প্রমথ চৌধুরী, বার-এট-ল, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অমরনাথ প্রামাণিক, এম-এ; এই অধিবেশনে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্যে স্বৈরাচার' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন (১)। ১২শ (১৩৪২): মূল সভাপতি শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য-শাখার সভাপতি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২), অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র; শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপি-পাঠ—দামোদর-স্মরণে (কবিতা, অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন), ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় (কবিতা, কৃষ্ণধন দে, এম-এ), ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় (কবিতা, রামপদ মুখোপাধ্যায়), সাহিত্যে শান্তিপুরের দান (রামপদ মুখোপাধ্যায়); এই সম্মেলন দুই দিন ধরিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। ১৩শ (১৩৪৪): সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, সাহিত্য-শাখার সভাপতি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (৩), অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রামপদ মুখোপাধ্যায়; স্থান স্ট্র্যাণ্ড-রোডস্থ পরিষদের নূতন জমি; মণ্ডপের নাম 'রামনাথ (তর্করত্ন)-মণ্ডপ' রাখা হয়। (৪)

---

(১) বসুমতী, ১৩৩৫ আষাঢ় (পৃ ৪০১) (২) ইঁহাদের অভিভাষণের সংক্ষিপ্তসার বা পূর্ণ অভিভাষণ প্রকাশিত হইয়াছে।—শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪৩ (পৃ ৮০, ৩); বিচিত্রা, ১৩৪২ আষাঢ় (৩) ইঁহার অভিভাষণ প্রকাশিত হইয়াছে।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১।৮।১৩৪৪ (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩।৮।১৩৪৪; যুবক, ১৩৪৪ পৌষ (পৃ ৪৯-৫০)

সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিশেষ সভাগুলির অধিবেশন হয়।—মহাকবি কৃত্তিবাস-স্মৃতিপূজা-উৎসব-সভা (কুলিয়া-গ্রামে) (১), বিদ্যাসাগর-স্মৃতিপূজা-সভা, রামমোহন রায়-স্মৃতিপূজা-সভা, রামমোহন রায়-শতবার্ষিকী উৎসব-সভা, বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসব-সভা (কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সভাপতি) (২), সারস্বত উৎসব-সভা, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব-সভা, চৈতন্যদেবের জন্মোৎসব-সভা, রবীন্দ্রনাথ-জয়ন্তী উৎসব-সভা, রবীন্দ্রনাথ-শোকসভা, কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস-স্মৃতি-সভা, বসন্ত-উৎসব-সভা, পরিষদের বাৎসরিক জন্মোৎসব-সভা, ডাঃ বাসুকুমার বাগচীর সম্বর্ধনা-সভা। পরিষৎ-ভবনে প্রতি পূর্ণিমায় বা তৎসন্নিকটস্থ রবিবারে পূর্ণিমা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে অন্যত্র ইহার সূত্রপাত হয়, এবং তখন নানা স্থানে ইহার অধিবেশন হইত। একবার নূতনগ্রামে শান্তিপুর-পল্লীমঙ্গল-সমিতির সভাপতি দেবীপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে অন্য একটি পূর্ণিমা-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। (৩) পরিষদের পূর্ণিমা-সম্মেলনে পঠিত শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় কতিপয় লিপি—শান্তিপুরের শিল্প-পরিচয় (প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক); শ্রীঅদ্বৈতের পাট (কবিতা, প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক); শান্তিপুরের কথিত উপাধি (দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস); "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, ন'দে ভেসে যায়" (চণ্ডীচরণ দে); সেকালকার গীতিকার (দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস); বাংলার বস্ত্র-শিল্প (ঈশানচন্দ্র সরকার) (৪); সেকালের আমোদপ্রমোদ (দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস);

(১) এই উৎসবে পুরাণ-পরিষৎ ও উদ্যোক্তা। 'তৃতীয় ভাগ' দ্রষ্টব্য। (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩।৫।১৩৪৫ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯।৪।১৩৪৪ (৪) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪৩ (পৃ ২২)

ঠাকুর হরিদাস (রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল, নির্মলচন্দ্র প্রামাণিক) (১) ; পল্লীবীর আশানন্দ (কবিতা, কালাচাঁদ দালাল) ; ৺লোহাজাঙি ঠাকুর ও গঙ্গাপ্রবাহ (রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল) (২) ; রাসোৎসব (কবিতা, অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন) ; বাংলার চিনিশিল্প (ঈশানচন্দ্র সরকার) (৩) ; বীর আশানন্দ (চণ্ডীচরণ দে) ; শান্তিপুরের শ্রমিক (ঈশানচন্দ্র সরকার) ; বাংলার গ্রাম্য গীতি-কবিতা (দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস) (৪) ; ধন্য আশানন্দ-পল্লী (কবিতা, লালবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়) ; শান্তিপুর-ধাম (কবিতা, ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ) । পূর্ণিমা সম্মেলনে সাধারণত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও নলিনীমোহন সান্যাল, এবং মধ্যে মধ্যে অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, যোগানন্দ প্রামাণিক, ডাঃ রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, নদীয়ালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, প্রভাতচন্দ্র বিশ্বাস, জ্ঞানানন্দ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি, প্রভৃতি সভাপতি হইয়াছেন। সাহিত্য-সম্মেলন ও পূর্ণিমা-সম্মেলনের কতিপয় প্রবন্ধাদি 'শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী'তে (৩ খানি) প্রকাশিত হইয়াছে ; বলা বাহুল্য, ইহাতে অনেক শান্তিপুর-সন্তানের লিপি আছে। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে দেড় বৎসর কাল 'শান্তিপুর' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরিষদের গ্রন্থাগারে প্রায় ৪,০০০ গ্রন্থ (শান্তিপুরবাসীর গ্রন্থ ও দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাদিসহ), পঞ্জিকা, পুথি (প্রায় ২০০), তাম্র ও রৌপ্য-মুদ্রা, এবং স্থানীয় বেড়ের মসজিদের ও বাগাঁচড়ার চাঁদ রায়ের

(১) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (পৃ ১৯) (২) শান্তি-পুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (পৃ ৩৬) (৩) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (পৃ ৯) (৪) শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪৩ (পৃ ১২)

মন্দিরাদির মূল্যবান্ ইষ্টক সংগৃহীত আছে। সেখানে রামকৃষ্ণ দাস, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, সীতানাথ ভবানী, ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, কীর্তিচন্দ্র রায় এই কয় জন শান্তিপুরের সুসন্তান ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়াছে। বাং ১৩৪৫ সালের বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের জয়ন্তী-উৎসবে সাহিত্য-পরিষদের প্রদর্শনী-বিভাগটি দর্শনযোগ্য হয়। যোগ্য প্রবন্ধাদি-লেখকের জন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তির নামে স্মৃতিপদকের ব্যবস্থা আছে—গোস্বামী-ভট্টাচার্য, রামনাথ তর্করত্ন, হরিমোহন প্রামাণিক, লালমোহন বিদ্যানিধি, বীরেশ্বর প্রামাণিক, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, অদ্বৈতাচার্য, নীলদর্গা, নীহার (২ খানি) ; পুরস্কারের বিষয়ের নমুনা—সাহিত্যে হরিমোহন, শান্তিপুরের প্রাচীন সাহিত্যিকদের পরিচয়, বঙ্গসাহিত্যে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের স্থান, শ্রীঅদ্বৈত (কবিতা)। পরিষদের কার্যকরী সমিতির অনেকগুলি অধিবেশন হয় ;—সভাপতিগণ : রামকৃষ্ণ দাস, যোগানন্দ প্রামাণিক, নলিনীমোহন সান্যাল ; সম্পাদক-গণ : রায় সাহেব দামোদর প্রামাণিক, বি-এ, করুণাকান্ত পাল, বি-এ, কালাচাঁদ দালাল, প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক (ইঁহার আমলে পরিষদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে) (১) ; একবার পরিষদের বার্ষিক জন্মোৎসবে রায় সাহেব ভূদেব চন্দ্র শোভাকর, বি-এ, বি-ই, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন (২)। শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সম্মেলন (সভাপতির অভিভাষণসহ), পূর্ণিমা-সম্মেলন, কৃত্তিবাস-সম্মেলনাদির বিবরণ নানা পত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ খৃস্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বিদ্যালয়ের

(১) তৃতীয় ভাগে এই নামীয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ ১০।১৩৪৫

ছাত্রদিগের যে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা হয়, তাহাতে ২৭টি অসুখের নাম থাকে ;—যে ২৪টি স্থান পরীক্ষিত হয় তাহাদের ক্রমানুযায়ী শান্তিপুরের সংখ্যা দ্বিতীয় থাকে, এবং শান্তিপুরের ১টি বিদ্যালয় ও ১৫২টি ছাত্র পরীক্ষিত হয়। ফল-সংখ্যা এইরূপ হয়—চর্মরোগ বা অপরিষ্কৃত গাত্র ২৩, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি ৬, চক্ষুরোগ ১, হৃদ্‌রোগ ১, ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত ২১, গলগ্রন্থির স্ফীতি ৮, গ্রন্থিস্ফীতি ৩, প্লীহাস্ফীতি ১০, কুগঠন ৪, অপুষ্টি ৭৯, ম্যালেরিয়া ১০, বসন্তটীকাহীনতা ৫। (১)

শান্তিপুর ও সেই থানার অন্তর্গত কতিপয় গ্রামের সাহিত্যিকগণ কর্তৃক প্রণীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত (প্রায়শ মুদ্রিত) এবং প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির (উপযুক্ত ও অনিবিদ্ধ) নামের একটি শ্রেণীবদ্ধ (২) তালিকা (সংখ্যায় ৬৫০ খানির উপর) প্রদত্ত হইল। শান্তিপুরের সহিত দূর-সম্পর্কে সম্পর্কিত, শান্তিপুরে কিয়ৎকাল বসবাসকারী এবং বহুকাল শান্তিপুর-ত্যাগী সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ প্রায়শ এই তালিকায় গৃহীত হয় নাই। বাহিরের বিভিন্ন সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে উক্ত সাহিত্যিকগণের সাহিত্যে অবদানের জন্য ঐ সব সাময়িক পত্রের উল্লেখ ইহাতে আছে। সাহিত্যের ব্যাপক অর্থ গৃহীত হইয়াছে। (৩) প্রথমে গ্রন্থ ও তৎপরে গ্রন্থকারাদির নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

---

(১) The Cal. Municipal Gazette, 11.5.1929 (p. 1117)
(২) ১২টি প্রধান শ্রেণী করা হইয়াছে। সুবিধানুসারে শ্রেণীবিভাগের নিয়ম শিথিলীকৃত হইয়াছে। অন্যরূপ শ্রেণীবিভাগও সম্ভবপর। (৩) ভারতবর্ষ, ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ (পৃ ৮৪১) ; যুবক, ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ। শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলির বা শান্তিপুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির পার্শ্বে তারকা-চিহ্ন দেওয়া হইল। তালিকায় ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভব। গ্রন্থাদির বিশেষ বিবরণ তত্তৎ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এই তালিকায় গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক ধারাবাহিকতা প্রায়শ অনুসৃত হইয়াছে।

অর্থনীতি ঃ কাল´ মার্ক্‌স—মণিময় প্রামাণিক; জমিদারী-মহাজনীহিসাববিজ্ঞান, তকরারী জমাখরচ—চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়; শিল্পপ্রস্তুত-প্রণালী—পি-এম বাগ্‌চী এণ্ড কোং (প্রকাশক); শিল্প-বিজ্ঞান—সুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চী। Book-Keeping and Public Works Accounts, Studies in—হরিতোষ দত্ত; Industries of the U P., Notes on the—অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; Man behind the Plough, The—আজিজুল হক।

আইন ঃ আইনের সারসংগ্রহ—শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ব্যবহার-তত্ত্ব, ১ম ভাগ—অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। Civil Procedure Code, Analytical List of, — Criminal Procedure Code, Analytical List of—কান্তিচন্দ্র প্রামাণিক; Corporations in British India, Principles of the Law of (2nd edn.),—Cowell's History and Constitution of the Courts and Legislative Authorities in India (6th edn.),—Equity for the use of Indian Students and Practitioners, Snell's Principles of (কতিপয় সংস্করণ),—Equity, Manual of—সতীশচন্দ্র বাগ্‌চী; Evidence Act, Indian, Notes on—সুবোধচন্দ্র লাহিড়ী; Jurisprudence, Notes on—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; Juristic Personality of the Hindu Deities,—Nabha vs. Patiala,—Roman Private Law (অনেকগুলি সংস্করণ)—সতীশচন্দ্র বাগ্‌চী।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি ঃ আটত্রিশ বিদ্রোহ—মণিময় প্রামাণিক; ইতিহাসের গল্প—ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়; চীন, জাগ্রত—মণিময় প্রামাণিক; টডের রাজস্থান (অংশ)—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়; দেশবিদেশের কথা—ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়; বিপ্লববাদী—বিশ্বমোহন

সান্যাল; মনঃকল্পিত ইতিহাস—ব্রজনাথ বঙ্গ; রাজভক্তি—দামোদর মুখোপাধ্যায়; * শান্তিপুর-পরিচয়, ২ ভাগ—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; * শান্তিপুর-স্মৃতি, ১ম খণ্ড—রাধিকানাথ মণ্ডল; স্পেন—বিজনকুমার দত্ত; স্বাধীনতার সংগ্রাম—মণিময় প্রামাণিক। History of Civilization in Europe, Analysis of the—যশোদানন্দন প্রামাণিক; History of India, A Short—অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (+W. H. Moreland); Separate Electorates in Bengal, A Plea for—আজিজুল হক।

চিত্র ও সঙ্গীত: অপেরা-সঙ্গীত—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; অমিয়ধারা—অমিয়কুমার সান্যাল; আনন্দ-সঙ্গীত—আনন্দময় মৈত্র; কথা-সাহিত্যের গীত (?)—মোহনলাল গোস্বামী; কবির গীত—সাতকড়ি (সাতু) রায়; গীতাবলী—রাধিকানাথ গোস্বামী; প্রতীচ্য চিত্র-পরিচয়—সতীশচন্দ্র বাগ্‌চী; ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি, ৬ ভাগ—কাঙালীচরণ সেন; সঙ্গীতহার, ২ ভাগ—পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়; সুরামৃত—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। Morality in Art—সতীশচন্দ্র বাগ্‌চী।

জীবনী: * অদ্বৈতপ্রকাশ (কবিতা)—ঈশান নাগর; * অদ্বৈত-বংশোৎপত্তিঃ (সংস্কৃত)—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য; * অদ্বৈত-বিলাস, ২ খণ্ড (১ম খণ্ড—২য় সংস্ক)—বীরেশ্বর প্রামাণিক; * অদ্বৈত-মঙ্গল (কবিতা)—হরিচরণ দাস; * অদ্বৈতাচার্যের বাসস্থান-নির্ণয়—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ;—* গোবিন্দ দাসের করচা (২য় সংস্ক)—জয়গোপাল গোস্বামী;—* বাবলায় শ্রীঅদ্বৈতের পাট—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ;—* বাল্যলীলাসূত্রং (পদ্য)—কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া (বাংলায় ইহার পদ্যানুবাদ—অচ্যুতচরণ চৌধুরী); আউলচাঁদের জীবন-চরিত—ভুবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন; * আত্মকাহিনী—রামেশ্বর সেন; * আত্মচরিত—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; * আশানন্দ, বীর (৩য় সংস্ক)—চণ্ডীচরণ দে;

* ওড্রগোস্বামিপাদানাং বংশাবলী, শান্তিপুরনিবাসিনাম্—ভূষণচন্দ্র দাস (প্রকাশক); * কার্তিক-চরিত ও সুতরাগড়ের মোদকজাতির ইতিহাস—বিশ্বেশ্বর দাস; * কিশোরীমোহন বাগ্চী—পি-এম বাগ্চী এণ্ড কোং (প্রকাশক); কেশবচন্দ্র সেন—হরিপ্রভা তাকেদা; চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু (২য় সংস্ক)—সুধাকৃষ্ণ বাগ্চী; * জীবনস্মৃতি—রজনীকান্ত মৈত্র; জান রওশন—মেহেরুদ্দীন আহম্মদ; টিপু সুলতান, তাপস-কাহিনী (৩য় সংস্ক)—মোজাম্মেল হক; * নলিনীমোহন সান্যাল—প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক; নারীরত্নমালা—যোগেন্দ্রকুমার মুখো পাধ্যায়; নিজাম পাগলের কেচ্ছা (কবিতা)—রওশন আলি; * পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা, ২ ভাগ (অনুবাদ—God's Dealings in the Life of a Sinner)—পরমেশ্বর দাস বসু মল্লিক......; পুরাতন কাহিনী—মোজাম্মেল হক; * প্রাণনাথ মল্লিক ও ব্রাহ্মসমাজ—বনলতা দেবী; ফেরদৌসী-চরিত (৫ম সংস্ক)—মোজাম্মেল হক; বঙ্কিম-প্রতিভা—নলিনীমোহন সান্যাল; * বন্দী-জীবন, ২ খণ্ড (হিন্দীতে অনূদিত)—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল; * বারেন্দ্র-শ্রেণীর কাশ্যপগোত্রীয় বংশাবলী—মতিলাল ও বিপিনবিহারী মৈত্র; * বিজয়কৃষ্ণ, বালক—সীতানাথ গোস্বামী; * বিজয়কৃষ্ণলীলামৃত (কবিতা)—অমিয়কুমার সান্যাল; মনসুর, মহর্ষি (৭ম সংস্ক),—মহম্মদ, হজরত (কবিতা, ৪র্থ সংস্ক)—মোজাম্মেল হক; মুসোলিনি—জ্যোতিষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; মৈনুদ্দীন, খাজা,—মৌলানা-পরিচয় (ফুরফুরের)—মোজাম্মেল হক; যামিনীভূষণ রায়—সত্যচরণ সেন; যোগেন্দ্র (চন্দ্র বসু)-কথা—হরিনাথ ভট্টাচার্য; রামমোহন রায়, রাজা—নলিনীমোহন সান্যাল; শঙ্করাচার্য, ধর্মবীর—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যান্ত; * শান্তিপুর-রত্ন—যোগানন্দ প্রামাণিক; শাহনামা, ২ ভাগ (৩য় সংস্ক)—মোজাম্মেল হক; সন্তদাস মহারাজের জীবন-স্মৃতি—রাজলক্ষ্মী দেবী; সান ইয়াৎ সেন—জ্যোতিষচন্দ্র

গঙ্গোপাধ্যায়; সুরদাস, ভক্তপ্রবর মহাকবি (+হিন্দী সংস্ক)—নলিনীমোহন সান্যাল; সুরেশ বিশ্বাস, বঙ্গবীর—চণ্ডীচরণ দে; হরনাথ-চরিতামৃত—সত্যচরণ সেন; হরিপুরের মজুমদার-বংশ। Fair Sex of India, The—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (বেনামীতে প্রচারিত); Mirabai—নলিনীমোহন সান্যাল।

দর্শন ও ধর্ম: অমৃতবিন্দু—গোপালচন্দ্র গোস্বামী; আত্মপূজা (সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ)—প্রফুল্লচন্দ্র জ্যোতিভূষণ; আদিত্যহৃদয়ম্—দেবীপ্রসাদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ (সম্পাদক); আলেফ লয়লা—রওশন আলি; * আশাবতীর উপাখ্যান—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; উপদেশ-রত্নাবলী—যোগেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়; ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা—রামেশ্বর গোস্বামী; একান্নপদ—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা); কথকতা—অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়; কবিকঙ্কণ-চণ্ডী—কালিদাস নাথ (সম্পা); করুণাকণা—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; কাশীরাম দাসের মহাভারত—কালিদাস নাথ (সম্পা); কীর্তনকুসুমাঞ্জলি বা সাধনতত্ত্বসার, ১ম ভাগ—কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; কুরল—নলিনীমোহন সান্যাল; কুসুমাঞ্জলির টীকা, ২ খণ্ড (সংস্কৃত),—কৃত্যরাজ (সংস্কৃত)—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য; কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্য—রাধাবিনোদ গোস্বামী (সম্পা); কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (টীকা; সংস্কৃত)—রাধিকানাথ গোস্বামী; কৃষ্ণতত্ত্বামৃতং—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য; কৃষ্ণবাল্য-লীলা—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী; কৃষ্ণভক্তিরসোদরঃ, কৃষ্ণভক্তিসুধার্ণবঃ, কৃষ্ণভজনক্রমসংগ্রহঃ—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য; কৃষ্ণভাবনামৃতং—রাধিকানাথ গোস্বামী (সম্পা); কৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা (সংস্কৃত)—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য; কোন্ ধর্মে পৌত্তলিকতা নাই?—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ; ক্ষণদাগীতচিন্তামণিঃ (রাধিকানাথ গোস্বামীর ব্যাখ্যা সহ)—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা); গুরু ও গুরুগিরি ব্যবসায়—ভোলানাথ

বাণীকণ্ঠ; গোবিন্দ দাসের পদাবলী (পূর্বখণ্ড)—কালিদাস নাথ (সম্পা); গোবিন্দলীলামৃতং—রাধিকানাথ গোস্বামী (সম্পা; নিত্য-স্বরূপ ব্রহ্মচারীর সহযোগে); গৌতমীয় তন্ত্রতত্ত্বদীপিকা (সংস্কৃত) (?)—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য; গৌরাঙ্গ-জন্মলীলা—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী; চিদ্বিলাস — বিনয়কুমার সান্যাল; চৈতন্যচরিতামৃত — মদনগোপাল গোস্বামী (সম্পা); চৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্ক)—রাধিকানাথ গোস্বামী ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা); চৈতন্যভাগবত—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা); চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের—কালিদাস নাথ (সম্পা; নগেন্দ্রনাথ বসুর সহযোগে); জগদানন্দের পদাবলী ও জীবনচরিত—কালিদাস নাথ (সম্পা); জ্ঞানাঞ্জন—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; তত্ত্ব-কথা (কবিতা)—মবিনুদ্দীন আহম্মদ; তত্ত্বসংগ্রহঃ—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য (নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পা); তুলসী-মাহাত্ম্য—হেরম্বনাথ চৌধুরী; দাস আমি—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী; দীক্ষা ও পূজা (সংস্কৃত)—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও শ্রীহরি ভট্টাচার্য; দীক্ষা-প্রণালী—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী; দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ—অঘোরনাথ রায়; ধর্মকথা (গদ্যপদ্য)—কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ধর্মশিক্ষা—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; ধ্রুব-প্রহ্লাদ (২য় সংস্ক)—অঘোরনাথ রায়; নরোত্তমবিলাস—কালিদাস নাথ (সম্পা); নাম-মাহাত্ম্য—রাধিকানাথ গোস্বামী; নিকুঞ্জরহস্যস্তবঃ (রাধিকানাথ গোস্বামীর টীকা)—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা); নীতিরত্নমালা—রামলাল চক্রবর্তী; ন্যায়প্রদীপং—রামনাথ তর্করত্ন (সম্পা); ন্যায়সূত্রং (?)—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য; পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব—বীণাপাণি বাগ্‌চী; পথের সম্বল—কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; পদকল্পতরু—রাধিকানাথ গোস্বামী (সম্পা); পদাঙ্কদূতিকা (সংস্কৃত)—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য; প্রত্যাদেশ অন্তরে—অঘোরনাথ রায়; প্রেমানন্দ দাসের মনঃ-

শিক্ষা—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা) ; বক্তৃতা ও উপদেশ বা উপদেশ-সংগ্রহ—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ; বিজ্ঞানামৃত—কেদারনাথ রায় ; বিদগ্ধ-মাধব (নাটক ; অনুবাদ)—বিনয়কুমার সান্যাল ; বিষ্ণুপুরাণ—হরলাল মৈত্র (প্রকাশক) ; বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা—নলিনীমোহন সান্যাল ; বৈদিক নিঘণ্টু, বৈদিক নিরুক্ত—ধনকৃষ্ণ গোস্বামী ; বৈদ্যনাথ-মহিমা (কবিতা)—কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; বৈষ্ণব ধর্ম্ম কা ইতিহাস (হিন্দী)—নলিনীমোহন সান্যাল ; বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি (৩য় সংস্ক)—রাধাবিনোদ গোস্বামী ; ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা) ; ব্রজলীলা-গ্রন্থমালা (পরীক্ষিতের পুনঃপ্রশ্ন, দেবকীর সান্ত্বনা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব)—রাধাবিনোদ গোস্বামী ; ব্রহ্মপূজা—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (অংশ)—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা) ; ব্রহ্মর্ষির উপদেশমালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি, ২ খণ্ড (শেষাংশ সঙ্গীত)—অক্ষয়চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ; ব্রহ্মসংহিতা—যোগানন্দ প্রামাণিক ; ব্রহ্মসূত্রং (+অন্য একখানি হিন্দী অনুবাদ)—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা) ; ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকার্যবিবরণ, ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ; *ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব (+ পরিশিষ্ট)—রাজলক্ষ্মী দেবী ; *ব্রাহ্ম-সমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনে পরীক্ষিত বিষয় (৩য় সংস্ক)—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ; *ভক্তজীবনে বেদান্ত—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ; ভক্তিপ্রবন্ধাবলী, ভক্তি-শিক্ষা—রাধিকানাথ গোস্বামী ; ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা) ; ভক্তিসন্দর্ভসারঃ—ভূষণচন্দ্র দাস (সম্পা) ; ভগবদ্গীতা, ৩ ভাগ (২য় সংস্ক ; সংস্কৃত…)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; ভগবদ্গীতা কণিকা—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ;—গীতা-প্রবেশিকা—বিনয়কুমার সান্যাল ; —গীতার ভক্তিবর্য্য ভাষ্য—অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী ;—রাজযোগ—মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (প্রকাশক) ; ভাগবতম্ (অংশ), ভাগবতম্

(আংশিক হিন্দী)—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা) ; ভাগবতম্ (অংশ) —রাধাবিনোদ গোস্বামী (সম্পা) ; ভাগবতম্ (আংশিক ব্যাখ্যা)— রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য (সম্পা) ;—বৃহদ্‌ভাগবতামৃতং— রাধিকানাথ গোস্বামী (সম্পা) ;—ভাগবত-গীতিকা, ১ম খণ্ড—বিনয়-কুমার সান্যাল ;—ভাগবততত্ত্বসারঃ—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য ; —রাসপঞ্চাধ্যায়ঃ—মদনগোপাল গোস্বামী (সম্পা) ;—*রাসমণ্ডল-পরিচয়, শান্তিপুর-(কবিতা)—নরেন্দ্রনাথ দাস ;—রাসলীলা—কিশোরী-লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ;—*রাসলীলা, শান্তিপুরে (কবিতা)—মোজাম্মেল হক ;—লঘুভাগবতং—মদনগোপাল গোস্বামী (সম্পা) ; *যতিদর্পণ বা সন্ন্যাস (আত্মজীবনী)—রাধিকানাথ গোস্বামী ; যোগ—নলিনীমোহন সান্যাল ; যোগবাশিষ্ঠের ভক্তিবর্দ্ধ্য ভাষ্য—অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী ; যোগসাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর (৩য় সংস্ক)—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ; রত্নকণা—রাজলক্ষ্মী দেবী ; শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব, ৩ ভাগ (৩য় সংস্ক)—অঘোরনাথ রায় ; শারীরক-সূত্রসংগ্রহঃ—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য ; শিখরিণী (অংশ ; পদাবলী)—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ; শিব-পূজাপদ্ধতি—আনন্দগোপাল সান্যাল ; শিশিরকুমার ঘোষের পদাবলী— রাধিকানাথ গোস্বামী (সম্পা) ; শেখর রায়ের অষ্টকালীন দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর টীকা—রাধিকানাথ গোস্বামী ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা) ; শেখর রায়ের পদাবলী—কালিদাস নাথ (সম্পা) ; শ্রুতিসারসংগ্রহঃ (বাংলা সহ)—অটলবিহারী মৈত্র (প্রকাশক) ; শ্রীভাষ্যসারঃ— রামনাথ তর্করত্ন (সম্পা) ; শ্লোকসংগ্রহঃ (২য় সংস্ক)—অঘোরনাথ রায় ; ষট্‌সন্দর্ভের আংশিক টীকা (সংস্কৃত)—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য ; সংস্কার (চমৎকার ?)—চন্দ্রিকা (সংস্কৃত), সঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ— রাধিকানাথ গোস্বামী (সম্পা) ; * সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ, ২ খণ্ড— বেচারাম লাহিড়ী ; সর্বসম্বাদিনী (ব্যাখ্যা ; সংস্কৃত)—রাধিকানাথ

গোস্বামী (সম্পা); সাধন-পথে সূর্য—হেরম্বনাথ চৌধুরী; সাধনা ও উপদেশ—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; সাধু-রহস্য—রওশন আলি; সিদ্ধান্ত-সংগ্রহঃ—রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য (সম্পাদক); * সিদ্ধাশ্রম—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ; সৃষ্টিরহস্য—নলিনীমোহন সান্যাল; স্তবপুষ্পাঞ্জলিঃ—রাধিকানাথ গোস্বামী (সম্পা); হরিভক্তিতরঙ্গিণী—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (সম্পা); হরিভক্তিবিলাসঃ (বাংলা সহ)—মদনগোপাল গোস্বামী (সম্পা); হরিসাধক-কণ্ঠহার—রাধিকানাথ গোস্বামী (সম্পা; নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সহযোগে); হিন্দু ধর্মদর্শন—ব্রজনাথ বসু।

Christ Consciousness,—Conquest of Happiness, The,—Esoteric and Biological Significance of Joy, The,—Fears and their Remedies,—Glimpses of Light,—I make all things new,—Invisible Church, The,—Invocation to Lord Buddha, An (Poem),—Majesty and Meshes of Maya, The,—Occult Significance of Nirvana, The,—Offering, The,—Philosophic Insight,—Science of Living, The,—World is Truth, The—বামুকুমার বাগচী (তদানীন্তন ধীরানন্দ স্বামী); Hinduism and the World Ideal—হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র; Hindu Thought, Studies in—চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; Monism—প্রফুল্লচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ; Universal Religion—ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়; Upanishad, Brihadaranyaka (Sankar-Bhashya), etc.,—Bhagabat (11th vol.),—Bhasha-parichhed,—Vivekachurhamoni (Eng. Tran.)—মাধবানন্দ স্বামী; Yoga—শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

বিজ্ঞান : এঞ্জিনীয়ারিং ড্রয়িং—মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য ; গণিতবিজ্ঞান,—লঘু-পাটীগণিত—জয়গোপাল গোস্বামী ; চিকিৎসা ও জ্যোতিষ, ২ খণ্ড—শ্যামাদাস ভট্টাচার্য ; চিত্রাঙ্কণপদ্ধতি (এঞ্জিনীয়ারিং, হিন্দীতেও),—জ্যামিতি, ব্যবহারিক, ৩ ভাগ (হিন্দী ও উর্দুতেও)—মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য ; জ্যোতিষ-প্রবেশিকা,—জ্যোতিষ-বিজ্ঞান ও দর্শন—শ্যামাদাস ভট্টাচার্য ; পঞ্জিকা—পি-এম বাগচী এণ্ড কোং (প্রকা) ; পরিমিতি, পাঠশালা-—মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য ; বৈজ্ঞানিক রহস্য—নলিনীমোহন সান্যাল। Anthraquinone Series, Studies in—নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; Astronomy, Notes on—ভগবতীচরণ দাস ; Building Construction as practised in the P. W. D. and Dt.-Boards, General Notes on (2nd edn.)—ভূদেবচন্দ্র শোভাকর ; Building Construction, Modern—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; General Transformation Theory with application to Physics, Six Lectures on,—Quantum Theory, Lectures on,—Relativity, Six Lectures on—সতীশচন্দ্র বাগচী ; Geometry, School- —ফণীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভুগোলাদি : কেদারবদরী-ভ্রমণকাহিনী,—তীর্থচিত্র,—নেপালের পথ—রাজলক্ষ্মী দেবী ; নদীয়া, ছোটদের—চণ্ডীচরণ দে ; পথের কথা—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা—হরিপ্রভা তাকেদা ; ব্রহ্মপ্রবাসীর পত্র—কালাচাঁদ দালাল ; ভূগোল-কণিকা—অরুণনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (ও কুমুদবন্ধু দাস) ; ভূগোল-প্রবেশ, ২ ভাগ—হরিদাস গোস্বামী ; ভূগোল-শিক্ষা, ২ ভাগ—দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ভূশিক্ষা—শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য ; শিকার-কাহিনী—অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। Geography—নৃত্যলাল গোস্বামী।

সমাজ : অষ্টাবিংশতিতত্ত্বটীকা (সংস্কৃত)—রাধামোহন গোস্বামী

ভট্টাচার্য ; আটাকাটি—জয়গোপাল গোস্বামী ; কুলার্ণবকারিকা (সংস্কৃত) —রামগোপাল সার্বভৌম ; কে বলে স্ত্রীশূদ্রের বেদে ও বেদমন্ত্রে অধিকার নাই ? ও বিধবাবিবাহ—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ ; দত্তকচন্দ্রিকা (সংস্কৃত) —কুবেরাচার্য ; ধ্রুবানন্দ মিশ্র-ধৃত ব্যাখ্যা—গোপাল শর্মা ; নবশায়ক জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ ; নারীপূজা—যোগেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ; প্রায়শ্চিত্ত-কথা (কবিতা)—অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন ; বর্তমান বেগ ও উদ্বেগ, ১ম খণ্ড (কবিতা)—ক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; বারেন্দ্রবংশাবলী ও কুলপঞ্জিকা (কবিতা)—কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী ; বিধবাবিবাহ-বিবাদভঞ্জন—যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; ভারতীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা—লালমোহন বিদ্যানিধি ; * ভ্রান্তিনিরাস,—* সাগর-প্রকাশ—বনমালী বিদ্যাভূষণ ; শিবমঙ্গল (গদ্যপদ্য)—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ ; * সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক—২ পরিশিষ্ট ও ২ ক্রোড়পত্রসহ ; ৪র্থ সংস্ক—১ম খণ্ডের ৩ পরিশিষ্ট)—লালমোহন বিদ্যানিধি।

সাময়িক পত্র : অগ্রদূত (দৈনিক, হিন্দী)—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ; অনুসন্ধান (পাক্ষিক)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; অভিযান (বার্ষিক ; হস্তলিখিত)—শান্তিপুর-সাহিত্য-নিকেতন (প্রকা) ; আচার্য (মাসিক) —মদনগোপাল গোস্বামী ; আয়ুর্বিজ্ঞান (মা)—সত্যচরণ সেন ; আয়ুর্বিজ্ঞান-সম্মিলনী (মা)—সত্যচরণ সেন, ইন্দুভূষণ সেন ; আয়ুর্বেদ (মা)—সত্যচরণ সেন ; কুরুক্ষেত্র (মা, পরে সাপ্তা)—ইন্দুভূষণ সেন ; গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব (মা), চৈতন্যমতবোধিনী (মা)—রাধিকানাথ গোস্বামী ; * ছাত্র ও শিক্ষা (মা ; হস্তলিখিত)—নিবারণচন্দ্র-পাঠাগার (প্রকা) ; ছাত্রবাণী (মা)—বিজনকুমার দত্ত ; *জীবশিব-মিসন-পত্রিকা (মা)—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (কেশবচন্দ্র লাহিড়ী প্রকাশক) ; জ্ঞানাঙ্কুর (মা)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; তপস্বিনী (মা)—জীবনচন্দ্র ভক্ত ; ধূমকেতু (মা), নওরোজ (মা)—আফজাল-উল-হক

(প্রকাশক, সম্পাদক); * পরিদর্শক (সাপ্তাহিক)—হরলাল মৈত্র ; প্রবাহ (মা)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; বঙ্গবাসী (সাপ্তা)—হরিনাথ ভট্টাচার্য ; * বঙ্গরত্ন (সাপ্তা)—ইন্দুভূষণ সেন, ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ ; * বঙ্গলক্ষ্মী (সাপ্তা)—সুধাকৃষ্ণ বাগচী ; * বাংলা (সাপ্তা) —হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র ; * বালিকা (মা)—মিসনারি-সমাজ (প্রকা) ; বিষ্ণুপ্রিয়া (মা)—রাধিকানাথ গোস্বামী ; বৈষ্ণব (দ্বৈমা, পরে পাক্ষিক)—শরচ্চন্দ্র লাহুরী...... ; বৈষ্ণব-সন্দর্ভ (মা)—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ; * ভারত-ভূমি (সাপ্তা)—শ্যামাচরণ সান্যাল ; মাধুকরী (মা)—ভূষণচন্দ্র দাস ; মাসিক (মা)—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ; *মুদ্গর (মা)—শ্যামাচরণ সান্যাল ; মিহির ও সুধাকর (মা)—মোজাম্মেল হক ; * মোদক-হিতৈষিণী (মা)—বিশ্বেশ্বর দাস ; মোসলেম ভারত (মা)—মোজাম্মেল হক ; * যুবক (মা)—যোগানন্দ প্রামাণিক, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য...... ; *রঙ্গভূমি (মা)—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ; * লহরী (মা)—মোজাম্মেল হক ; *শান্তি (মা ; হস্তলিখিত)—কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ; * শান্তিপুর (মা)—অমরনাথ প্রামাণিক............ ; * শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী—শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ (প্রকা) ; শিশুমহল (মা)—আফজাল-উল-হক ; সমন্বয় (মা, হিন্দী)—মাধবানন্দ স্বামী ; * সরোজিনী (মা)—রামলাল চক্রবর্তী ; সেবা (পাক্ষিক, পরে সাপ্তা)—বীরেশ্বর প্রামাণিক ও হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র ।

Cultural World Magazine (ত্রৈমা)—বাসুকুমার বাগচী (তদানীন্তন ধীরানন্দ স্বামী) ; News of the Day (দৈ)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; People (সাপ্তা)—কুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায় ; Ravenshaw-College-Magazine (মা)—গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পরিচালক)...... ; Sportsman (পাক্ষিক)—জগদীশচন্দ্র মৈত্র

(২য়); *Sutragarh-School-Magazine (+বাং, ষাণ্মাসিক) —করুণাকান্ত পাল......।

সাহিত্য ও শিক্ষা—(অ) উপন্যাস ও গল্প : অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড —কিশোরীমোহন বাগ্‌চী; অনুভূতি (গল্প)—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; অবতার (সাপ্তা)—অমূল্যচরণ সেন; অমরাবতী—দামোদর মুখোপাধ্যায়; অম্লমধুর (গল্প)—রামপদ মুখোপাধ্যায়; আদর্শ প্রেম—দামোদর মুখোপাধ্যায়; আবর্ত্ত (গল্প)—রামপদ মুখোপাধ্যায়; উজীরপুত্র, উপন্যাস-রত্নাবলী (অনুবাদ), কমলকুমারী, কর্ম্মক্ষেত্র—দামোদর মুখোপাধ্যায়; কুমার ভীমসিংহ—সুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চী; ঘরের কথা (গল্প)—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; চপলা—কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; জীবন্তের প্রেতকৃত্য—মোহিতকুমার বাগ্‌চী; জোহরা (২য় সংস্ক)—মোজাম্মেল হক; তপস্যার ফল—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; দরাফ খান গাজী—মোজাম্মেল হক; দর্পচূর্ণ (২য় সংস্ক)—বনলতা দেবী; দামোদরের মেয়ে (গল্প)—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; দুই ভগিনী (৪র্থ সংস্ক)—দামোদর মুখোপাধ্যায়; দেবী চৌধুরাণী, সংক্ষিপ্ত (হিন্দী)—নলিনীমোহন সান্যাল; নবান্ন (গল্প)—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; নবাবনন্দিনী বা আয়েষা, নবীনা—দামোদর মুখোপাধ্যায়; নলিনী (২য় সংস্ক)—রামলাল চক্রবর্ত্তী; পরিকথা (গল্প), পল্লীরাণী—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; পারস্যোপাখ্যান—বীরেশ্বর প্রামাণিক; পার্ব্বতী—অমূল্যচরণ সেন; পুণ্যের জয় (৪র্থ সংস্ক)—সুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চী; প্রণয়প্রতিমা—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যান্ত; প্রতাপসিংহ—দামোদর মুখোপাধ্যায়; প্রাণপ্রতিমা—জ্যোতিঃপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; প্রেম ও পৃথিবী—রামপদ মুখোপাধ্যায়; প্রেম-পরিণাম—দামোদর মুখোপাধ্যায়; ফরাসী গল্প—সতীশচন্দ্র বাগ্‌চী; ফুলদানী, বাঙালীর সমাজ—সুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চী; বাসবদত্তা (অনুবাদ)—জয়গোপাল

গোস্বামী ; বিমলা, বিষ-বিবাহ—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; ব্যর্থতা (গল্প)—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; ব্রাহ্ম পরিবার—বনলতা দেবী ; মজা নদীর কথা—রামপদ মুখোপাধ্যায় ; মা ও মেয়ে (৩য় সংস্ক)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; মিত্রদুহিতা—মোহিতকুমার বাগ্চী ; মৃণ্ময়ী (৮ম সংস্ক)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; মোহনমালা (গল্প, হিন্দী)—নলিনীমোহন সান্যাল ; যোগেশ্বরী (পরিশিষ্ট—অন্নপূর্ণা)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; রতনদীঘির জমিদার-বধূ—রামপদ মুখোপাধ্যায় ; রত্নমন্দির (২য় সংস্ক) —বনলতা দেবী ; রত্নযুগল—জয়গোপাল গোস্বামী ; লণ্ডন-কাহিনী (২য় সংস্ক)—সুধাকৃষ্ণ বাগ্চী : ললিতমোহন, শম্ভুরাম, শান্তি (২য় সংস্ক), শুক্লবসনা সুন্দরী, ৩ ভাগ (৪র্থ সংস্ক)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; শৈবলিনী—জয়গোপাল গোস্বামী ; সপত্নী—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; সহধর্মিণী—বনলতা দেবী ; সীতাহরণ—জয়গোপাল গোস্বামী ; সুধা—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; সুভদ্রাঙ্গী—নলিনীমোহন সান্যাল ; সোনার কমল (ইং অনুবাদ : R. P. De—Golden Lotus)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; স্বর্ণপ্রতিমা—রামলাল চক্রবর্তী ; স্মৃতিরেখা—ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; হরিণা—ষষ্ঠীদাস সেন ; হাতেম তাই, ২ খণ্ড (২য় সংস্ক) —মোজাম্মেল হক ।

(আ) কবিতা : অগস্ত্যপ্রবাস, অদ্বৈতানন্দ-লহরী—প্রসন্নগোপাল ভট্টাচার্য ; অপরাধ-ভঞ্জন বা দেবানন্দ-বৃত্তান্ত—বীরেশ্বর প্রামাণিক ; অপূর্ব দর্শন (২য় সংস্ক)—মোজাম্মেল হক : অপূর্ব প্রণয়—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যান্ত ; অভিষেক—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; আর্যালহরী বা আর্যানবশতী (সংস্কৃত)—রামনাথ তর্করত্ন ; ইলিশ মাছের জন্ম ও তত্ত্বকথা—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ ; ইসলাম-সঙ্গীত—মোজাম্মেল হক ; উন্মাদিনী—রামগোপাল চক্রবর্তী : ঋতু-সংহার—মদনগোপাল গোস্বামী ; * এনকা-প্রয়াণ—বিনয়কুমার সান্যাল ; কবিতাকলাপ,

২ ভাগ—রামলাল চক্রবর্তী ; কবিতাকুসুম-মালিকা—কুঞ্জবিহারী সাহা ; কবিতামঞ্জরী—হরিচরণ দে ; কবিতামালা—জগত্তারিণী দেবী ; করোনেশন-সঙ্গীত—মোজাম্মেল হক ; কাব্যপরিমিতি—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; কাব্য-সিন্ধু—বিনোদবিহারী চক্রবর্তী ; কাব্যহার—বেণোয়ারীলাল গোস্বামী ; কীর্তিকথা—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ ; কুসুমহার—নন্দীদাস সেন ; কুসুমাঞ্জলি (২য় সংস্ক)—মোজাম্মেল হক ; কৃষ্ণকথা, ২ ভাগ—বিশ্বেশ্বর দাস ; কোকিলদূতং (সংস্কৃত)—হরিমোহন প্রামাণিক ; কৌরবকলঙ্ক—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূ ; খিচুড়ী—বেণোয়ারীলাল গোস্বামী ; গঙ্গা-ভগবতীর বিবাদ ও কতিপয় সঙ্গীত—কালীপদ রায় ; গুলি-হাড়কালি—ভুবনেশ্বর লাহিড়ী ; চন্দ্রাতপ—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ; চারুগাথা—জয়গোপাল গোস্বামী ; চিন্তামালা—জীবনচন্দ্র ভক্ত ; জলেশ্বরের পাঁচালী—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ ; জাতীয় ফোয়ারা (২য় সংস্ক), জাতীয় সঙ্গীত—মোজাম্মেল হক ; জীবনসঞ্চার—যোগেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ; জীবশিবতত্ত্বোপনিষৎ——ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ ; জুবিলী-সঙ্গীত—মোজাম্মেল হক ; জ্যোৎস্না—সুধাকৃষ্ণ বাগচী ; ঝরাফুল—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ; টাকামাহাত্ম্য—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ ; তরলিকা—বিনায়ক সান্যাল ; তিনটি কুসুম—শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য ; তুফান—করুণাময় কর ; দন্তবিকাশ—রামরঞ্জন গোস্বামী ; দুর্গামঙ্গল—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ ; ধানদূর্বা—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ; নাগ-রহস্য—শ্যামাচরণ সান্যাল ; নির্মাল্য—বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ; পত্রাবলী, ২ খণ্ড—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পদ্যগুচ্ছ—করুণাময় কর ; পদ্যপদ্ম-মালিকা—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূ ; পদ্যপ্রবেশ—দীননাথ চৌধুরী ; পদ্যমালা—দীনদয়াল প্রামাণিক ; পদ্য-মুকুল—রামলাল চক্রবর্তী ; পদ্যলতিকা—ব্রজনাথ বঙ্গ ; পদ্যশিক্ষা, ২ ভাগ (৫ম ও ৩য় সংস্ক)—মোজাম্মেল হক ; পাদপূরণ ; পোলাও

—বেণোয়ারীলাল গোস্বামী; প্রভাসখণ্ড, ৩ খণ্ড (২য় সংস্ক)—শিশুরাম দাস; প্রসাদী—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রীতি-উপহার—চিরঞ্জীব পাল; প্রেমহার—মোজাম্মেল হক; ফাল্গুন-বেলা—পূর্ণেন্দু গুপ্ত; ফুলহার—রামলাল চক্রবর্ত্তী; বঙ্গ-মঙ্গল (২য় সংস্ক)—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়; বন্দনা—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ; বসন্ত-উৎসব—হরিচণ বন্দ্যোপাধ্যায়; * বহুরূপী—শ্যামাচরণ সান্যাল; বালিকার পদ্যশিক্ষা—সত্যচরণ সেন; বাসুদেব-বিজয়ং (২য় সংস্ক)—রামনাথ তর্করত্ন; বিবাহের কবিতা—পঞ্চানন বাগ্‌চী; বিলাপ-লহরী (সংস্কৃত)—রামনাথ তর্করত্ন; *বিলাপ-লহরী—সুদেবী দাসী; বিশ্ববৈতালিক—দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী; বেণুবন—বেণোয়ারীলাল গোস্বামী; ভক্তি-উচ্ছ্বাস—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ; ভাব-প্রকাশ—করুণাময় কর; * মদনগোপাল-মাহাত্ম্য—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ; মনুজ—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়; মরীচিকা, মরুমায়া, মরুশিখা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; *মর্ম্মকথা ও মর্ম্মব্যথা, মর্ম্মগাথা, মর্ম্মবাণী—কালাচাঁদ দালাল; মহারাণা—আশুতোষ তরফদার; মানসকুসুমমালা—সুদেবী দাসী; মালাবদল—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী; মুক্তালতাবলী (২য় সংস্ক, সংস্কৃত-বাংলা)—শিশুরাম দাস; রবীন্দ্র-আরতি—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়; রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্তব—ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ; রামায়ণ—কৃত্তিবাস ওঝা (প্রকাশক পি-এম বাগ্‌চী এণ্ড কোং)···; রূপ-রেখা—বিনায়ক সান্যাল; লহরী—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; * লীলাবতী—কালাচাঁদ দালাল; লীলামৃত, ২ ভাগ—বিশ্বেশ্বর দাস; শতনরী, শান্তিজল (২য় সংস্ক)—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়; শিবচতুর্দ্দশী—ভূদেবচন্দ্র শোভাকর; শৈলবিহার—করুণাময় কর; * শোকোপহার—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; সন্ধ্যামণি—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়; সপ্ত-চিরঞ্জীবী, সপ্তপর্ণী—ভূদেবচন্দ্র শোভাকর; সাবিত্রী—সত্যচরণ সেন;

সুখমাধুরী—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; সোয়ান পক্ষী—জয়গোপাল গোস্বামী ; স্বদেশ-কুসুম—সুধাকৃষ্ণ বাগচী ; স্বদেশ-রেণু—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ ; হাটের হাড়ী কি ঝকমারি—মোজাম্মেল হক।

(ই) নাটক : অস্তমিত সূর্য—রামগোপাল চক্রবর্তী ; * আশানন্দ ঢেঁকি—জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী ; আসুর-বানিপাল—বিভূতিভূষণ লাহিড়ী ; কমলাকরুণাবিলাসঃ (সংস্কৃত)—হরিমোহন প্রামাণিক ; কালের হাওয়া, কুলচন্দ্র বা ধ্রুব—জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী ; কৃষ্ণকুমারী (হিন্দী অনুবাদ)—রামগোপাল বিদ্যান্ত ; কেদারকীর্তি—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; কেরাণীবাবু—সত্যচরণ সেন ; কোহিনুর বা স্যমন্তক, জয়যাত্রা, জয়শ্রী, জরাসন্ধ, ত্রিপুরারি, দানবদলন—জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী ; দেশের গতিক—হরিমোহন ভট্টাচার্য ; ধূম্রমার—জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী ; পাষাণে কুসুম—জানকীনাথ গোস্বামী ; প্রভাতস্বপ্নম্—রামনাথ তর্করত্ন ; প্রভাস-মিলন—জানকীনাথ গোস্বামী ; বল্লাল সেন, ভক্তাধীন, ভীমনাথ—জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী ; ভূতের খেলা—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ ; মণি-হরণ—যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য ; মহাপ্রস্থান, মহাশক্তি—জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী ; মায়া—সত্যচরণ সেন ; রামাভিষেক (হিন্দী)—রামগোপাল বিদ্যান্ত ; লক্ষ্মণ-বর্জন (পূর্বেকার উপন্যাস)—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; লীলা-লহরী—জানকীনাথ গোস্বামী ; শক্তিশেল, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীদুর্গা, সন্ধ্যা—জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী ; সুকন্যা—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; সেক্সপীয়ারের নাটক (উর্দু অনুবাদ)—রামগোপাল বিদ্যান্ত ; হরিদা—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ঈ) সাধারণ : অনুক্রমণিকা (অনেকগুলি সংস্করণ)—জয়গোপাল গোস্বামী ; আলোচনা ও কল্পনা, উচ্চবিষয়ক লেখমালা (হিন্দী)—নলিনীমোহন সান্যাল ; এলাজে বাংলা, ৩ ভাগ—মোজাম্মেল হক ; কবিকল্পক্রমঃ—লালমোহন বিদ্যানিধি ; কলা-তত্ত্ব (হিন্দী)—

নলিনীমোহন সান্যাল ; কাব্যদর্পণ—জয়গোপাল গোস্বামী ; কাব্যনির্ণয় (অনেকগুলি সংস্ক ; পরিশিষ্ট : সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—কাব্যপ্রদীপ)—লালমোহন বিদ্যানিধি ; কাব্য-রহস্য (হিন্দী)—নলিনীমোহন সান্যাল ; কিণ্ডারগার্টেন ধারাপাত (৭ম সংস্ক)—মোজাম্মেল হক ; কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষা—অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; চয়নিকা—বিনায়ক সান্যাল ; চাণক্য-শ্লোক: (সংস্কৃত-বাংলা)—হরিনাথ ভট্টাচার্য ; চারুপ্রবন্ধ (৩য় সংস্ক)—লালমোহন বিদ্যানিধি ; জ্ঞানকুসুম—রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান কী উপক্রমণিকা (২য় সংস্ক)—নলিনীমোহন সান্যাল ; পত্রদলিল-লিখন-শিক্ষা (১৫শ সংস্ক)—মোজাম্মেল হক ; পত্রপ্রবন্ধ—লালমোহন বিদ্যানিধি ; পাঠমালা, ৩ ভাগ—দামোদর মুখোপাধ্যায় ; পাঠ্যপুস্তক, সরল—অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; * পূর্ণিমা-সম্মেলন ; প্রাথমিক রচনা-শিক্ষা (৩য় সংস্ক)—মোজাম্মেল হক ; বঙ্গাখ্যায়িকা—কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক ; * বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষৎ-জয়ন্তী পুস্তিকা ; * বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের পুরাতন প্রশ্নাবলী—অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন (প্রকাশক) ; বর্ণশিক্ষা, মক্তবের, ২ ভাগ (অনেকগুলি সংস্ক),—বর্ণশিক্ষা, শিশুদের (অনেকগুলি সংস্ক)—মোজাম্মেল হক ; বস্তু উপলক্ষে শিক্ষণীয় পাঠ, ২ ভাগ (কতিপয় সংস্ক)—অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; বাণীর চরণে অন্তিম অর্ঘ্য, বিবিধ নিবন্ধ (হিন্দী), বিবিধ প্রসঙ্গ, বিহারী ভাষাওঁ কা উৎপত্তি ঔর উসকা বিকাশ (হিন্দী)—নলিনীমোহন সান্যাল ; ব্যাকরণ, বঙ্গভাষা-(কতিপয় সংস্ক)—নিত্যানন্দ গোস্বামী ; ব্যাকরণ, লঘু-(অনেকগুলি সংস্ক)—জয়গোপাল গোস্বামী ; ব্যাকরণ, সুলভ (কতিপয় সংস্ক)—নিত্যানন্দ গোস্বামী ; ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ—হরিমোহন প্রামাণিক ; ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ—নলিনীমোহন সান্যাল ; মক্তবের বাংলা-শিক্ষা, ২ ভাগ (কতিপয় সংস্ক)—[মোজাম্মেল হক ; মুকুল (সংস্কৃত) — অমৃতলাল বিদ্যারত্ন ;

মেঘদূতং (উইলসনের ইংরাজী পদ্যানুবাদসহ)—লালমোহন বিদ্যানিধি; মোহনপাঠ, ৩ ভাগ—গঙ্গেশ ও মনসিজ সান্যাল; মোহনলেখনিচয় (হিন্দী),—রহস্যবাদ-তত্ত্ব (হিন্দী)—নলিনীমোহন সান্যাল; রবীন্দ্র-স্মরণে—আজিজুল হক; লিপিলিখন-প্রণালী—ভক্ত জীবনচন্দ্র; শব্দতত্ত্বকৌমুদী—জয়গোপাল গোস্বামী; শান্তিপুরে অশান্তি; শিক্ষাসোপান—লালমোহন বিদ্যানিধি; শৈশব-সাহিত্য, ২ ভাগ—মনসিজ সান্যাল; সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, A Discourse on the Study of Sanskrit—বিশ্বেশ্বর দাস; সৎশিক্ষা (১৫শ সংস্ক)—মোজাম্মেল হক; সৎসন্দর্ভ—জয়গোপাল গোস্বামী; সমালোচনা-তত্ত্ব (হিন্দী)—নলিনীমোহন সান্যাল; সমাসমালা—জয়গোপাল গোস্বামী; সাময়িকী—বিনায়ক সান্যাল; সাহিত্যপাঠ, সরল—সত্যচরণ সেন; সাহিত্য-মুক্তাবলী—জয়গোপাল গোস্বামী; সাহিত্য-শতদল, ৪ ভাগ (২য় সংস্ক),—সাহিত্য-শিক্ষা (১১শ সংস্ক)—মোজাম্মেল ও আফজাল-উল হক; সুনীতি-শিক্ষা, ৩ ভাগ—মোজাম্মেল হক; স্কুল-ম্যানুয়েল—বিনোদ-বিহারী দাস; হিন্দী-সংগ্রহ, ম্যাট্রিক ও ইণ্টারমিডিয়েট—নলিনীমোহন সান্যাল।

Education and Retrenchment—আজিজুল হক; English Grammar—নৃত্যলাল গোস্বামী; English, Stray Notes on the Study of—বিশ্বেশ্বর দাস; English Translation, A Junior—বিশ্বেশ্বর দাস ও দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়; Essays, Model—নৃত্যলাল গোস্বামী; Hafiz and what we find in him—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ; Moslem Education in Bengal, History and Problems of—আজিজুল হক; Parsing, Historical and Critical—ক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; Rabelais, Calcutta University Extension Lectures on—

সতীশচন্দ্র বাগ্‌চী ; Sanskrit Literature, An Analysis of—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ; Students' Daily Correspondence—নৃত্যলাল গোস্বামী ; Unseens, Manual of—গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ; Word-Book—নৃত্যলাল গোস্বামী।

স্বাস্থ্য : অজীর্ণতা—যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; অজীর্ণতা ও তাহার প্রতিকার (হোমিও)—জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র ; আয়ুর্বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ-প্রতিভা (নাটক), আয়ুর্বেদীয় মেটেরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্যবিধান, ৩ খণ্ড (২য় সংস্ক)—সত্যচরণ সেন ; আরোগ্য-বিধান—কালিদাস সেন ; আহার-প্রণালী—বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; ওলাউঠা-চিকিৎসা (৪র্থ সংস্ক, হোমিও)—বিপিনবিহারী মৈত্র ; কায়-চিকিৎসা—সত্যচরণ সেন ; ক্লিনিক্যাল ভৈষজ্যবিধান, ৩ খণ্ড (হোমিও)—জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র ; চিকিৎসাতত্ত্ব ও ভবৌষধ (শেষাংশ সঙ্গীত, ২য় সংস্ক)—কালিদাস বিদ্যাভূষণ ; জ্বর-চিকিৎসা, ৪ খণ্ড (২য় সংস্ক, হোমিও)—বিপিনবিহারী মৈত্র ; জ্বরতত্ত্ব ও কীটাণুতত্ত্ব (What is Malaria ? and the Germ-Theory—প্রকাশক নরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি)—কালিদাস বিদ্যাভূষণ ; টোটকা ঔষধ—জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য ; ডিসপেপসিয়া—ইন্দুভূষণ সেন ; দ্রব্যগুণতত্ত্ব (কবিতা)—জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ; ধাত্রী-মাহাত্ম্য—হেরম্বনাথ চৌধুরী ; ধাত্রী-শিক্ষা—যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; ধূমপানের অপকারিতা—হরিতোষ দত্ত ; নারীজীবন—যোগেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ; নেশা—ইন্দুভূষণ সেন ; ন্যাশন্যাল-ক্লাব-জয়ন্তী পুস্তিকা ; পারিবারিক চিকিৎসা (২য় সংস্ক)—ইন্দুভূষণ সেন ; প্র্যাকটিক্যাল কলেরা-চিকিৎসা (+ইংরাজী সংস্ক, হোমিও)—জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র ; বহুমূত্র—যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; বাংলা দেশের গাছপালা, ৩ খণ্ড,—বাঙালীর খাদ্য (৫ম সংস্ক)—ইন্দুভূষণ সেন ; বেলের গ্রন্থ ডায়েরিয়া (অনুবাদ, ৩য় সংস্ক, হোমিও)—জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র ; ভৈষজ্যমণিমালিকা (সংস্কৃত, পদ্যানুবাদ)

—সত্যচরণ সেন; মাধব করের 'রুগ্‌বিনিশ্চয় বা নিদানসংগ্রহের' বিজয়কৃষ্ণ রক্ষিত-কৃত 'ব্যাখ্যা-মধুকোষ' নামক টীকার উপর 'বিভঞ্জিকা' বা 'শলাকা' (অংশ)—কালিদাস সেন; মূত্র-পরীক্ষা—বিপিনবিহারী মৈত্র; যৌনতত্ত্ব, রতিযন্ত্রের পীড়া (২য় সংস্ক, হোমিও)—জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র; লক্ষ্মীশ্রী (৫ম সংস্ক)—বনলতা দেবী; লেকচার্স অন কলেরা ও তাহার হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসা—জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র; শরীর-পালন —চারুমতি দেবী; শিশু-চিকিৎসা (২য় সংস্ক, হোমিও)—জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র; শিশু-চিকিৎসা (২য় সংস্ক, হোমিও), সরল চিকিৎসা (২য় সংস্ক, হোমিও)—বিপিনবিহারী মৈত্র; স্ত্রী-চিকিৎসা (৪র্থ সংস্ক, হোমিও)—জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র; স্ত্রী-চিকিৎসা (২য় সংস্ক, হোমিও)—বিপিনবিহারী মৈত্র; স্বাস্থ্য এবং পীড়ার কারণতত্ত্ব,—পীড়ার কারণ—জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র; স্বাস্থ্য-গাথা (কবিতা)—মোজাম্মেল হক; স্বাস্থ্য-নীতি, ২ ভাগ (৪র্থ সংস্ক)—অমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান—ইন্দুভূষণ সেন; স্বাস্থ্য-বিধান (২য় সংস্ক)—কালিদাস বিদ্যাভূষণ।

Goswami Method of Treatment and Training (পরিশিষ্ট —Goswami Method of Training applied to Practice)—শ্যামসুন্দর গোস্বামী; Young India, your first duty—যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী।

শান্তিপুরের কতিপয় গীত-রচয়িতার রচনার নিদর্শন প্রদত্ত হইল। সূতরাগড়ের জোলাপাড়ার কবিওয়ালা রাজু কারিকর (১) রামগোপাল মুন্সীর বাগানে অনুষ্ঠিত 'আনন্দমেলা' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গীত রচনা করিয়া গান করেন।

(১) পৃ ১৯৭, ছত্র ১-২

কত দেখলাম আজব লীলা,
১৩১৪ সালে ৯ই পৌষ বুধবারের দিন বৈকাল বেলা।
বাবুদের পুকুরধারে, সুবুদ্ধি কারিকরে,
তারা সব মতলব ক'রে সং গড়েছে মেলা ;
আমি ব'লব কি রামগোপালবাবুর
বিদ্যাবুদ্ধির খেলা,
উনি পচানীর জোল টাটকা ক'রে,
ব'সিয়েছেন আনন্দমেলা।
ক'রে এক কালীপূজা, তুলে দিয়েছে ধ্বজা,
ময়রা সব নিচ্ছে মজা পেতে ভাজাখোলা,
আবার মধ্যে প'ড়ে নিচ্ছে মজা পান-সিগারেটওয়ালা,
তার উপরে বর্ণনা ক'রে মেলার কথা যাচ্ছে বলা।
রাক্ষসী যীশুখৃস্ট মেম ব'সে ক'রছে দৃষ্ট,
সুসুন্দর দেখতে ভাল পরীর গঞ্জ গোলা,
তার পরে বাবাজী ব'সে বটগাছের ঐ তলা,
আবার দুই দিকে বাঘ মধ্যে হরিণ,
ও তার প্রাণ বাঁচান ঘটল জ্বালা।
এইরূপ নানাপ্রকারে, রেখেছে সব থরে থরে,
আনন্দে খোসান্তরে গলায় দিয়ে মালা,
আবার গৌর নিতাই এই দু'টি ভাই দল বেঁধেছে ভালা,
তারা ক'রতেছে হরিসঙ্কীর্তন, রূপেতে ক'রে উজালা।
তার পরে কালীয়দমন, ব'লব কি সব বিবরণ,
ল'য়ে ব্রজগোপীগণ, দাঁড়িয়ে আছে কালা,
আবার গোচারণে নিধুবনে দাঁড়িয়ে নন্দলালা,
যত রাখালগণে খোস বদনে ক'রতেছে সব প্রমোদ-খেলা।

মকরে সুরধুনী অধমতারিণী,
তিনি কমলেতে কামিনী সেজেছেন মঙ্গলা,
আবার করী করে গ্রাস ক'রে শ্রীমন্তকে ছলা,
নিজে কৃষ্ণচন্দ্র নাবিক হ'য়ে ক'রতেছে পার গোপবালা।
আরও যা বাকী আছে, সে সকল দেখবে পিছে,
আপাতক পুতুল-নাচে মন হ'ল উতলা,
আবার কেউ ভাল, কেউ মন্দ ব'লছে যা'র যা মনের ঘোলা,
এখন আমরা সব আশীর্বাদ করি বাবুদের বেঁচে থাকুক বংশবালা।
আমি দীনহীন অতি, চায় না মন ধর্ম্মের প্রতি,
কি হ'বে আমার গতি, ভাবছি তাই দু'বেলা,
আমার ওস্তাদ ছিল মতি উল্লা, গানের শায়রীওয়ালা,
ছিল মতির ওস্তাদ কুতুবউদ্দিন, তিনি ত রচনার গোলা।
তার পরে রাম রঘুবর, ক'রতেছেন মৃগ শীকার,
লক্ষ্মণ সীতা সমীভর (১), কুটীরের দ্বার খোলা,
এ সব দৃশ্য ক'রে দেখলে, পারে যায়, গো, মনের মলা,
আবার ভাং-ধুতুরায় মত্ত হ'য়ে, কদবেলতলায় দাঁড়িয়ে ভোলা।

রাজুর আর দুইটি গান লিখিত হইল।

(অ) মন যার চৈতন্য রজক তার মনে আর নাইক মলা।
সে যে দিয়ে ঘোলা ভাটি, মনকে ক'রে খাঁটি,
ক'রেছে সব মাটি, মদন-জ্বালা।
জ্ঞান-সাবানে সিদ্ধ ক'রে, আনন্দ-প্রেম-ভাবসাগরে,
ভক্তির নীরে ধৌত ক'রে,

(১) সমভিব্যাহার

দু'বেলা গুরুর শ্রীচরণপাটে, শ্রদ্ধার আছাড়-চোটে,
বেঠিক কেটে হ'য়েছে উজালা।
নিরানন্দে নির্জনেতে ব'সে যে জন
ভক্তির যুতে বিনা সূতে গেঁথেছে মনের মালা,
ও তার চিন্তা মুক্তিপদে, ঐ এক বিন্দু বিষয়-স্বাদে,
বিনা মদে হ'য়েছে মাতোয়ারা।
রাজু বলে, শোন্, রে বোকা, ঘুচা আগে মনের ধোঁকা,
পাবি দেখা সে রূপের গঞ্জ-গোলা,
সে রূপ দেখা বিষম দায়, কথার কথা নয়,
তবে দেখতে পায়, যার নয়ন খোলা।

(আ) ওহে দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, দিও চরণবিন্দু, সিন্ধুনীরে।
তুমি অকূলের কাণ্ডারী, ভবভয়হারী,
তারিতে বিনয় করি আজ তোমারে।
আমি তব চরণাশে, ভবার্ণবে এসে,
ম'জে মদনরসে প্রেমভরে,
দারাপুত্রপরিবার, তাদের ক'রে সমাদর,
নিত্যনিয়ত বেড়াই ঘুরে।
আমি না জানি ভজনা, না জানি পূজনা,
জগৎ-জীবন, এ সংসারে প'ড়ে বিষয়-কাননে,
তাই না জেনে, না শুনে, বিষফল ভক্ষণে প্রাণ বিদরে।
ভেবে অধীন পাপী ভণে, কি জানি কোন্ দিনে,
সেই দুরন্ত শমনে মারবে ঘিরে,
আমার সেই ভাবনা আছে, তাই জানাই তোমার কাছে,
রাজু গেছে ভবের ভাবনা সেরে।

রামনগরপাড়ার বেল্লাল মিস্ত্রীর (১) একটি গীত লিখিত হইল।

কত ভাবের উঠেছে গহন ;
রূপা সোনা দস্তা পিতল তামা কাঁসা কিছুই ছাড়ে না।
করে ঝকমক মল ডায়মনকাটা, চারগাছা জড়ান সাটা ;
স্ক্রুপ ও জলতরঙ্গ আর আসাসোটা, পুঁটে কাপপাতা, মল ছাড়ে না।
পায়জোর পাশুলী পায়, পায়ের কত শোভা পায়,
গুজরী পঞ্চম নূপুর ঘুঙুর, ব্যাঁক বেঁকী মল পায় ;
আঙ্গট পায়ে গড়িয়ে দিবে মেয়ের বাসন।

মিস্ত্রীপাড়ার খেয়ালওয়ালা জিমু মিস্ত্রীর একটি গীত।—

ভাল সুখের ময়রা গ'ড়লে রসকরা।
সে যে ধনী জিনিস, ভাল জানি, দোকান তার ভুবনজোড়া।
সখের ময়রার সখ পরিপাটী,
নূর ক'ল্লেন পাক, তাইতে বেবাক, হইল সৃষ্টি,
কিন্তু নাম তার দু'টি,—মণ্ডা আর মনোহরা।
ভাল মন্দ চেনা যাদু, ভিঁয়েছেন সেই ময়রা সাধু,
হকিকত তরিকত সরিয়ত মারফৎ এক চাকের মধু,
তার রোয়ায় ২ মিষ্ট মধু, খেলে হয় ইমান পুরা। (২)

(১) পৃ ১৯৭, ছত্র ১ (২) এই গীতগুলি ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায় (১)

অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী

"আলম্বস্যাপ্যনিত্যত্বং নিরালম্বস্য শূন্যতা।
উভয়োরপি দোষিত্বাৎ কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥"

—উত্তরগীতা, ১।৩৭

"Great God! I'd rather be
A pagan suckled in a creed outworn;
So might I, standing on this pleasant lea,
Have glimpses that would make me less forlorn;
Have sight of Proteus rising from the sea,
Or, hear old Triton blow his wreathed horn".

—Wordsworth : Miscellaneous Sonnets

১ম প্রবাহ : বংশ-পরিচয় ও বাল্যকাল

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥"

—মনুসংহিতা

অদ্বৈতাচার্যের (২) পূর্বপুরুষের বংশলতা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। **একটি বংশলতা** (৩) এইরূপ : নারায়ণ—ব্রহ্মা—অঙ্গিরা—বৃহস্পতি—

(১) ব্যক্তি ও বংশের বিবরণ ৩য় ভাগে লিখিত হইবে। (২) প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। (৩) কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া—বাল্যলীলাসূত্রং (১ম ও ২য় সর্গ); এটি কম প্রামাণিক।

ভরদ্বাজ (গোত্র)—দ্রোণাচার্য (মহাভারতীয়)—দ্রৌণী (গোত্র?) —শ্রীহর্ষ (রাঢ়ীয়) (১)—গৌতম (শ্রীহর্ষের প্রথমা স্ত্রীর পুত্র; বারেন্দ্র) [শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদিশূরের যজ্ঞসমাপনান্তে কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিলে 'পতিত' বলিয়া গণ্য হন, এবং তজ্জন্য পুনরায় বঙ্গে আসিয়া সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের কন্যা বিবাহ করিয়া সেখানে বাস করেন। 'বাল্যলীলাসূত্রে' এই বিবরণের পর লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর তদীয় কান্যকুব্জদেশস্থা পত্নীজাত (২) পুত্র গৌতম বঙ্গাধিপের নিকট আসিয়া নিজ 'পতিত' অবস্থা বর্ণনা করিলে রাজা তাঁহাকে বরেন্দ্রভূমিতে একটি গ্রাম দান করেন। "শ্রীহর্ষের পূর্বপুরুষগণের নামাদি অনৈতিহাসিক এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বিবরণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। ...গৌতম বা তৎপুত্রগণ এদেশেই বিবাহাদি করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের বিবাহিতা সেই সমস্ত বধূগণ খাঁটী বঙ্গদেশীয়া নহেন—তাঁহারা কানোজীয়া ব্রাহ্মণদের ঔরসে সপ্তশতী ব্রাহ্মণকন্যাদের গর্ভজাতা কন্যা।" (৩)]—গুণাকরাচার্য (আকাশবাসী)—নারায়ণ (পঞ্চতপা)—বিষ্ণু মিশ্র—কাকুৎস্থ—প্রজাপতি অগ্নিহোত্রী ['বর্ধমান অগ্নিহোত্রী' (৪)]—মাতঙ্গ

(১) মেধাতিথির কথা নিম্নে দ্রষ্টব্য। (২) কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমনকালে নাকি কুমার ছিলেন। (৩) বঙ্গীয় মহাকোষ, ২য় খণ্ড (পৃ ২৪৯); 'মহাকোষে' ও 'বাল্যলীলাসূত্রে' সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণকে 'কুকার্যনিরত' বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে,—এই প্রসঙ্গে বনমালী বিদ্যাভূষণ-প্রণীত 'সাগর-প্রকাশ' দ্রষ্টব্য। "রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই উভয় কুলেই কিয়ৎপরিমাণে সাতশতী-সংস্রব ঘটিয়াছে।"—সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৬৩৩)। প্রথম অধ্যায় ও নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৪) নিত্যানন্দ (বলরাম) দাস—প্রেমবিলাস (প্রকাশক যশোদানন্দন তালুকদার, ১৩২০)

উপাধ্যায়—ত্রিবিক্রম আচার্য—ভাস্কর বৈদান্তিক (ঋগ্বেদী) [বল্লাল-সভাপণ্ডিত ; রাজনির্দেশে তদানীন্তন সৃষ্ট 'বারেন্দ্র'-বিভাগে স্থাপিত ; তদীয় সহোদর বেদপ্রচারার্থ সমগ্র বঙ্গভ্রমণকারী 'পরাশর' 'রাঢ়া'-বিভাগে স্থাপিত। "কুলমর্যাদা স্থাপনকালে ভাস্কর জীবিত ছিলেন না। তৎপুত্র আরু ওঝা নাড়ুলী গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া 'নাড়িয়াল', এবং 'সিদ্ধ শ্রোত্রিয়' পদ প্রাপ্ত হন।" (১)]—আরু ওঝা বা নাড়ুলী বা নাউড়ী [ওঝা=পণ্ডিত ; বেদজ্ঞ, সিদ্ধ শ্রোত্রিয় (২) ; 'শ্রোত্রিয় কুলীন' (৩) ; নাড়িয়ুল, নাড়িয়াল, নাইডুল, নাডুলী বা লাড়ুলী গ্রামবাসী (গাঞী)। 'নরসিংহ নাড়িয়ালে নাড়ুলীও কয়। নাড়িয়াল, নাউড়িয়াল, নাড়ুলী একই অর্থ হয়॥' (৪) এই জন্য চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যকে 'নাড়া' বা 'নাড়াবুড়ো' বলিতেন। (৫)]—যদু পণ্ডিত—শ্রীপতি দত্ত (?) ['স্মৃতিসার'-প্রণেতা ; প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ; শ্রীহট্ট-লাউড়রাজ সূর্যসিংহের অধ্যাপক, পরে মন্ত্রী ; এই সময় হইতে তদীয় বংশের একদেশ শ্রীহট্টবাসী।]—কুলপতি—বিভাকর—প্রভাকর—নরসিংহ [অগ্রজ বিদ্যাধর ও শকটারি বা ছকড়ি]—কুবের তর্কপঞ্চানন বা বসুদেব (৬)—কমলাক্ষ বা কমলাকান্ত বা কমলাকর (৭) [অদ্বৈতাচার্য, অদ্বৈতপ্রভু, অদ্বৈত গোঁসাই, অদ্বৈতচন্দ্র, সীতানাথ, শান্তিপুর-নাথ ; অগ্রজ ছয় সহোদর—লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত, হরিহরানন্দ, কুশল, সদাশিব, কীর্তিচন্দ্র—ও এক সহোদরা]।

(১) অচ্যুতচরণ চৌধুরী—শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড (পৃ ১...) (২) 'তপস্তারহিতং চাষ্টৌ সিদ্ধশ্রোত্রিয়মীড়িতং।' —বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা (৩) প্রেমবিলাস (৪) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (৫) দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬২৪)। ১ম ভাগ (পৃ ১৮১, ২৮৬) ; পরে দ্রষ্টব্য। (৬) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল (৭) কমলাকর ভট্টাচার্য—দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭১১)

দ্বিতীয় বংশলতাটি (১) এইরূপ : গৌতম (ত্রিবেদী) [শ্রীহর্ষ ও গৌতমকে প্রথম কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের অন্যতম কঙ্কগ্রামবাসী মেধাতিথির (তিথিমেধা ; উপাধি মুকুটালঙ্কার বা শ্রীহীর) পুত্র গণ্য করিয়া গৌতমকে অদ্বৈতবংশের আদিপুরুষ ধার্য করা হইয়াছে। (২) কাহারও মতে, মেধাতিথির পিতার নাম দিণ্ডী (৩)।]—বিভাকর ভট্ট—প্রভাকর ভট্ট—বিষ্ণু মিশ্র—কাকুৎস্থ (কাঁকণ্ড) মিশ্র—গোপীনাথ ওঝা—গুণাকর বাচস্পতি [কেহ বলেন যে, গোপী ওঝার পুত্র বাচস্পতি, তৎপুত্র গুণাকরাচার্য আকাশবাসী বা আকাশী (বারেন্দ্র)]—আকাশবাসী [আকাই ; ইঁহার পুত্র নারায়ণ পঞ্চতপা (৪)]—অগ্নিহোত্রী [বর্ধমান ; অগ্নিহোত্র (৫) ; কেহ বলেন যে, বর্ধমান অগ্নিহোত্রীর ভ্রাতা নারায়ণ পঞ্চতপা]—পৃথ্বীধর (পৃথ্বীশ্বর)—শরভাচার্য (মাড়ড়া ; এখানে আচার্য বা মিশ্র বংশগত উপাধি)—মাতঙ্গ (মত্ত ওঝা)—জিষ্ণুনি (জৈমিনী)—

(১) প্রেমবিলাস (বংশের ক্রমপরম্পরা তিন চারি প্রকার আছে) ; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ (পৃ ৩৬, ৪৯, ২৭৫, ২৭৮-৮০) ; বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক) : অদ্বৈতপ্রভু, উদয়নাচার্য ভাদুড়ী (পৃ ৩৯৬-৭) ; সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক, ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট, পৃ ২০৬-১২ ; ৩য় সংস্ক, পৃ ৩২৯, ৩৪১, ৫২৭, ১ম পরিশিষ্ট, পৃ ৩২০) ; কুলগ্রন্থাবলী ; শান্তিপুরের বড় গোস্বামীদের গৃহে রক্ষিত। এইটি বেশী প্রামাণিক। 'ধীর(বা বীর)-পুত্র মেধাতিথি রাঢ়ী-বারেন্দ্রের ভরদ্বাজগোত্রীয়ের আদিপুরুষ, এবং মনুস্মৃতির ভাষ্যকার।'—সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৬২৪) (২) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (পৃ ২৬৩) ; সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৫৩১, ৬২৪) ; শান্তিপুর-স্মৃতি (৩) বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি (পৃ ২৪, পরিশিষ্ট—পৃ ৪-৫) (৪) প্রেমবিলাস (৫) প্রেমবিলাস

ভাস্করাচার্য (বৈদান্তিক, বেদান্তী)—সায়ণাচার্য (ভাদড়)—আরুণি [আড়ো ওঝা ;—আদ, আরু, আড়ু ; অনু আচার্য]—যদু পণ্ডিত [ইঁহার ভ্রাতা সুধাকর ও জটাধর (১)]—শ্রীপতি—কুলপতি [মতান্তরে, ইঁহার পুত্র ঈশান, তৎপুত্র বিভাকর (২)]—বিভাকর—প্রভাকর—নৃসিংহ নাড়ুলী (৩)—বিদ্যাধর [ইঁহারা সাত ভাই : কন্দর্প, সারঙ্গ, বিদ্যাধর, মহাদেব,

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ (পৃ ২৭৫) (২) প্রেমবিলাস। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' ও তদনুবর্তী 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' ঈশানের নাম নাই। ভারেঙ্গা ও চক-চণ্ডীপুরের পুথিতে এই নাম আছে।—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ (পৃ ২৭৫) (৩) (অ) সুধাকর—সিদ্ধেশ্বর—টিকারি—নরসিংহ নাড়িয়াল —কুবের—অদ্বৈত : 'বিশ্বকোষ'-কার্যালয় হইতে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন পুথিতে (Dineshchandra Sen—History of Bengali Language and Literature, p. 496) এইরূপ ক্রম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (আ) জটাধর ভারতী—-বাণীকণ্ঠ সরস্বতী—-শক্তি(সাকুতি)নাথ পুরী—গণেশচন্দ্র শাস্ত্রী—নরসিংহ লাউড়ী—কুবের—অদ্বৈত : শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত তালিকায় এইরূপ ক্রম পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটি ও উথলি হইতে প্রেরিত (প্রায়শ 'বাল্যলীলাসূত্রং' গ্রন্থানুযায়ী) একটি তালিকাসমেত ১৯১৩ খৃস্টাব্দের 'Dacca Review' পত্রে স্টেপলটন এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন। ডা: দীনেশচন্দ্র সেন এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Adwaita's descendants became Goswamis and holding an exalted position among the Vaisnavas, wanted to match the genealogies of the Kulin Brahmins who could name their 33 ancestors or more. This may account for the long tables which some of them produce now and also for the disagreement among those obtained from different sources"—Chaitanya and his Companions। বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৭৯)

নারায়ণ, পুরন্দর, গঙ্গাধর (১)]—ছকড়ি [ষট্‌কড়ি ; বেদজ্ঞ, অগ্নিহোত্র যাজ্ঞিক)—কুবেরাচার্য [ভ্রাতা নীলাম্বরাচার্য (২) ; অন্যত্র (৩) নরসিংহকে কুবের-পিতা বলিয়া লিখিত আছে !]—শ্রীঅদ্বৈত (৪)।

নরসিংহ লাউড় হইতে গৌড়ে অধ্যয়নার্থ গমন করেন।

চতুর্দশ শাস্ত্র, ম্লেচ্ছ ভাষা আদি,
ভট্ট কবিত্তাদি করি,'
'জটাধর' হ'তে, অধ্যয়ন লভে,
উপাধি 'সর্বাধিকারী'। (৫)

এই জটাধর রামকেলি-নিবাসী ছিলেন।

প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ নাড়িয়াল।
গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সর্বকাল॥
শান্তিপুরেতে তাঁর আছিল বসতি।
তাঁর কন্যার বিবাহে হৈল কাপের উৎপত্তি॥
শ্রীহট্ট লাউরে গিয়া করিলা বসতি।
মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে করে অবস্থিতি॥ (৬)

নরসিংহের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি শুনিয়া রাজা গণেশ তাঁহাকে রাজধানী দিনাজপুরে আনয়ন করিয়া মন্ত্রিত্বপদ প্রদান করেন। রাজা তাঁহারই মন্ত্রণায় গেয়াসুদ্দীন বাদশাহের পৌত্র দ্বিতীয় শামসুদ্দীনকে নিহত করিয়া

(১) প্রেমবিলাস (২) প্রেমবিলাস (৩) অদ্বৈতপ্রকাশ ; শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক অংশ, পৃ ১১১৯) (৪) 'রত্নাবলী গাঁঞি-সম্ভূত'—হরিলাল চট্টোপাধ্যায় : বৈষ্ণব ইতিহাস (পৃ ৯৩) (৫) অচ্যুতচরণ চৌধুরী—বাল্যলীলাসূত্রং গ্রন্থের অনুবাদ (৬) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস

১৩২৯ শকে (১৪০৭ খৃ) (১) গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন।

(১) গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃতিমিতি শাকে সুবুদ্ধিমান্
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়েকচ্ছত্রধৃগভূৎ।—বাল্যলীলাসূত্রং।
"শমসুদ্দীনের বংশধর ৮১৭ হিজিরায় (১৪১৪ খৃ) জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা গণেশ নিজে গৌড়ের রাজা হইয়াছিলেন। ......রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহ (যদু) ৮১৮ হিজিরায় স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং, রাজা গণেশকে ১৪১৫ খৃস্টাব্দের পূর্বের লোক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।"—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলার ইতিহাস, ২য় ভাগ (পৃ ১৯১); প্রবাসী, ১৩৩০ ফাল্গুন (পৃ ৬৫৩-৪)। "৭৮৭ হিজিরায় (১৩৬৮ খৃ) রাজা গণেশের অভ্যুদয়।"—বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক): উদয়নাচার্য ভাদুড়ী (পৃ ৩৯৭)। '১৩৮৫ খৃ'—Marshman: History of Bengal, Sect. II (p. 16); Stewart: History of Bengal, Sect. IV (p. 108)। রাজা দনুজমর্দন দেব, রাজা দনুজমাধব, রাজা মহেন্দ্রদেব, রাজা কংসনারায়ণ ও রাজা গণেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও নামবিভ্রাট বিষয়ে দ্রষ্টব্য—প্রবাসী, ১৩৩০ ফাল্গুন (পৃ ৬৫০, ৮৩৯); বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪, কার্য-বিবরণ (পৃ ৩৬); ভারতবর্ষ, ১৩৩১ ভাদ্র (পৃ ৪৬৮), ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৭৬৪); পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৭ শ্রাবণ (পৃ ৫৫২), কার্তিক (পৃ ৪৫), মাঘ (পৃ ৫০৭), ফাল্গুন (পৃ ৬৯০), চৈত্র (পৃ ৮৬৪), ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৬৯), শ্রাবণ (পৃ ৫৩০), ১৩৩৯ ভাদ্র (পৃ ৩৭৮), আশ্বিন (পৃ ৪৮৯); শিশু-ভারতী, ৯ম খণ্ড (পৃ ৩২৪৮-৯); আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯,১৬,২৩।৯।১৩৪৫। "রাজা গণেশ কিরূপে সিংহাসন লাভ করেন তাহা লইয়া যেরূপ মতভেদ আছে, তিনি কোন দিন রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধেও সেইরূপ মতান্তর দৃষ্ট হয়। তাঁহার নাম যে কি ছিল তাহাও এখন বহু

রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে বহুবিধ সৎকার্য করেন। "এক জন বাঙালী হিন্দু রাজা যে পুনরায় পাঠানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করেন ইহা এক আশ্চর্যের বিষয়। তদপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এক জন বাঙালী ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় রাজা গণেশ এই কাণ্ড করেন,—তাঁহার নাম নৃসিংহ।......সাড়ে পাঁচ শত বৎসর......এমন নির্যাতন নাই যে হিন্দুদিগকে না ভোগ করিতে হইয়াছে।......নৃসিংহদেবের কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙালী ব্রাহ্মণেরা দেশের লোকের দুর্গতি অপনোদনের নিমিত্ত যে কোনরূপ চেষ্টা কথন করিয়াছিলেন এ প্রকার ইঙ্গিত কোথাও নাই।" (১)

তর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যকালও তদ্রূপ মতান্তরের সৃষ্টি করিয়াছে।"—রাজেন্দ্রলাল আচার্য : বাঙালীর বল (পৃ ১৮৯)। "গণেশের রাজত্বকাল ফেরিস্তার মতে, ১৩৮৬-৯২ খৃ, রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতে, ১৩৮৫-৯২খৃ, ও ব্লকম্যানের মতে, ১৪০৭-১৪ খৃ; এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গণেশকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন না—তাঁহার মতে, দ্বিতীয় সামসুদ্দীন ১৪০৬-১৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে সুলতান ছিলেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী দ্বিতীয় সামসুদ্দীনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না—তিনি বলেন যে, ১৪১০-১৩ খৃ পর্যন্ত গণেশ, নামে না হইলেও কাজে, রাজা ছিলেন, এবং ১৪১৪-৮ খৃস্টাব্দে নামে ও কাজে রাজা হইয়াছিলেন। ......ব্লকম্যানের প্রবন্ধ (J.A.S.B.,1873, p. 234) প্রকাশিত হইবার পর, হয়ত, ঐ সম্বন্ধে কোন খবর শুনিয়া কেহ 'বাল্যলীলা-সূত্রে' উক্ত কাল-নির্বাচক শ্লোকটি ঢুকাইয়া দিয়াছে।"—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৭৮)। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে (বৃহৎ বঙ্গ, পৃ ৬২২-৭), রাজা গণেশ ১৩৮৫-১৪১৫ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে সম্ভবত 'সাহাবুদ্দীন বায়াজিদ সাহ' উপাধি গ্রহণপূর্বক রাজত্ব করেন, এবং তিনি ভাতুড়িয়ার প্রসিদ্ধ ভাতড়ী-বংশজাত ছিলেন। তৃতীয় ভাগে 'কৃত্তিবাস ওঝা' নামীয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (১) কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—হিন্দুসমাজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (পৃ ৪৫৯, ৪৯৩)

নরসিংহ বেদজ্ঞ, দাতা, আর্তবন্ধু, পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয় ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি পুরুষানুক্রমে বিদেশে থাকাতে কুলীন-সমাজে হতাদর হইতেছেন দেখিয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন, এবং গঙ্গাবাস উপলক্ষে শান্তিপুরে বাটিকা নির্মাণ করেন। তখনকার শান্তিপুর এইরূপ ছিল।—

বহুজাত্যা সমাকীর্ণং হট্টাদিভির্বিভূষিতং।
তপোলোকপ্রভং নিত্যং যজ্ঞাদ্যৈঃ স্বর্ণদীতটে ॥ (১)

এই বাটী-নির্মাণের তারিখ উপরিলিখিত ১৩২৯ শকের পূর্বে।

দৈবে শ্রীহট্ট হৈতে শ্রীগণেশ রাজা।
নরসিংহ নাড়িয়ালে করিলেক পূজা ॥
রাজার সঙ্গে হইল কথোপকথন।
নৃসিংহের মনোভাব রাজা করিল গ্রহণ ॥
রাজা বোলে মন্ত্রিত্ব-পদ গ্রহণ কর তুমি।
বিবাহের ব্যয় যত সব দিব আমি ॥
নরসিংহ মন্ত্রিত্ব-পদ গ্রহণ করিল।
বিবাহের ব্যয় যত সব রাজা দিল ॥ (২)

এই বিবাহ শান্তিপুরেই হয়, সুতরাং শান্তিপুরের বাটীনির্মাণ তৎপূর্বেই হয়, এবং রাজা গণেশ ১৩২৯ শকের পূর্বে তাঁহার মন্ত্রীর কন্যার বিবাহের ব্যয়ভার বহন করেন।

শূন্যসপ্তবেদবেদমিতেহব্দে বিগতে কলেঃ,
দোষাঘাতৈঃ কুলীনানাং বিবদোহ ভবন্মহান্,
তৎপ্রাক্ শান্তিপুরে হ্যাসীন্নরসিংহো দ্বিজোত্তমঃ। (৩)

অর্থাৎ, দোষাঘাতের জন্য কুলীনগণের মধ্যে সংঘটিত বিবাদের সময়ের

(১) বাল্যলীলাসূত্রং (২) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (৩) লঘুভারত; যুবক, ১৩১৫ বৈশাখ

পূর্বে কলির ৪;৪৭০ বৎসর গত হইলে, বা ১২৯১ শকে, দ্বিজোত্তম নরসিংহ শান্তিপুরে ছিলেন। (১) বীরেশ্বর প্রামাণিক এই বিবাহের উক্ত সময় নির্দিষ্ট করিয়াছেন। (২) অন্যত্র এই 'করণ' শকাব্দা ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে হয় বলিয়া লিখিত আছে। (৩)

নরসিংহ সমাজে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠ হইবার আশায় নিজ কন্যার জন্য কুলীন পাত্র অনুসন্ধান করিবার কালে এক জন ঘটক তাঁহাকে মধ্য (মাঝ)গ্রামের (রাজসাহী-জেলার) কুলীনশ্রেষ্ঠ মধুসূদন মৈত্রের (তখন বৃদ্ধ) নিকট যাইতে বলে। 'বাল্যলীলাসূত্রং' গ্রন্থের মতে, ঐ কন্যার নাম কুলোজ্জ্বলা ছিল, 'প্রেমবিলাসের' (৪) মতে নরসিংহ তুই 'কুলোজ্জ্বলা' কন্যাকেই মধু মৈত্রেয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। "এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য, কারণ দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রথম গ্রন্থের তুলনায় অনেক অর্বাচীন।" (৫) মধুর বংশানুক্রম এইরূপ : গৌড়াগত সুষেণ — মৈত্রেয় — স্থিরাচার্য—মহানিধি—বৃহস্পতি—কূপ—নরসিংহ—সুকি—মধু। উদয়নাচার্যের (৬) পর সমাজরক্ষার ভার মধু মৈত্র ও তাঁহার ভগ্নীপতি ধেঁয়াই (ধেই, ধেঞী, ধেয়ী, ধোয়ী) বাগ্‌চীর (৭) উপর ন্যস্ত ছিল। "কুলবস-দর্পিত মধু প্রথমে 'পর্ণ (তাম্বুল)-বিক্রয়ী' (৮) নৃসিংহের

(১) শান্তিপুর-স্মৃতি (পৃ ৪৫) (২) অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৪) (৩) মহিমাচন্দ্র মজুমদার—গৌড়ে ব্রাহ্মণ (২য় সংস্ক) (৪) ২৪শ বিলাস (পৃ ২৮৪) (৫) মহাকোষ, ২য় খণ্ড (পৃ ২৫০) (৬) ৩য় ভাগে 'কাশ্যপ-ভট্টাচার্য'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৭) সামাজিক ক্ষমতায় বারেন্দ্রকুলে তৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।—সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ১ম পরিশিষ্ট (পৃ ২১১) (৮) আর্যদর্শন, ১২৮৩ ভাদ্র (পৃ ১৯৬); গৌড়ে ব্রাহ্মণ (২য় সংস্ক); সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), পৃ ৬৫১-২); গোবিন্দদাসের কড়চা

কন্যা গ্রহণে সম্মত হন নাই ; পরিশেষে ইঁহার আগ্রহাতিশয্যে ও সাধ্য-সাধনায় বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মতি প্রকাশ করেন।...... নৃসিংহ মিশ্রের (১) কন্যার বিবাহে বহু যাত্রীর সমাগম ও মহাসমারোহ হইয়াছিল। বিবাহের পর মিশ্র মহাশয় গ্রামমধ্যে 'নৃসিংহ অবতার' বলিয়া আখ্যাত হন।" (২)

এই বিবাহের আর একটি অব্যবহিত কারণ ঘটে বলিয়া লিখিত আছে।

ব্রাহ্মণবালা(সা)গ্রামবাসী শুকদেব আচার্য।
শান্তিপুরে বাস করে সেই বিপ্রবর্গ ॥
শান্তিপুরে তাঁর পিতৃ-শ্রাদ্ধে বড় ভোজ দিল।
নানা স্থানের কুলীন শ্রোত্রিয় তথি আসিল ॥ (৩)

সেখানে মধু মৈত্র ও ধেঁয়াই বাগচী নিমন্ত্রণরক্ষার্থ গমন করেন। নরসিংহ নাড়িয়ালের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় (কেহ তাঁহার জন্য প্রথমত সামান্য অপেক্ষা করিতেও সম্মত হয় নাই), তাঁহার হীনত্ব বিধায় তাঁহার সহিত একত্র খাইতে সকলে অস্বীকার করে ; মতান্তরে, তাঁহাকে পংক্তি হইতে উঠাইয়া দেয়।

সবে বলে বড় ঘরে নাহি কন্যা দান।
সে কারণে তোমাকে করি হেয় জ্ঞান ॥

(১) মিশ্র ও আচার্য কৌলিক উপাধিও বটে ; অধিকন্তু, মিশ্র= দুই দর্শনে পণ্ডিত, এবং আচার্য=গুরু ; চক্রবর্তী বা সার্বভৌম=৩।৪।৫ দর্শনে পণ্ডিত।—রাধিকানাথ গোস্বামী : যতিদর্পণ (পৃ ২) (২) অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৪-৫) ; লঘুভারত ; কুলপঞ্জিকা (৩) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস ; অচ্যুতচরণ চৌধুরী—শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, ৪র্থ ভাগ

মধু মৈত্রে যদি কন্যা সমর্পিতে পার।
আমরা মিলিয়া পূজা করিব তোমার ॥ (১)

এই ঘটনার ফলে, নরসিংহ জেদের বশে নৌকারোহণে অবিবাহিত কন্যা, পুত্র, পত্নী ('কমলা'), শালগ্রাম, গাভী ও বহু অর্থসহ গমনানন্তর মধ্যগ্রামে মধু মৈত্রের ঘাটে প্রাতঃ-সন্ধ্যাকার্য হইতে উত্থিত মধুকে নৌকার নিকট আনাইয়া ও সর্বসমেত নৌকানিমজ্জনের ভয় দেখাইয়া উক্ত কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মতি দিতে বাধ্য করেন। তখন

কুলীনের রীতিমতে, দোঁহে পূত দর্ভ হাতে,
মৃৎভাণ্ড পূর্ণিত জল সংস্পর্শ করিয়া,
'করণের' ক্রিয়া তবে লইলেন সারিয়া।
নানাবিধ বাদ্যধ্বনি, সুমঙ্গল বাক্য শুনি,'
বাগ্‌দান, দানগ্রহণের মন্ত্র বলিয়া,
দিলা 'করণীয়া ভাণ্ডে' ঘাটে তা' বিসর্জিয়া। (২)

পরে নরসিংহের শান্তিপুরস্থ বাটীতে গিয়া নিয়মমত বিবাহ হয়। বিবাহ দিয়া নরসিংহ নাড়ুলীতে গমন করেন।

এই বিবাহে বারেন্দ্র কুলীনদিগের মধ্যে কাপের (৩) সৃষ্টি হয়। বিবাহ-সংঘটনের পর মধু মৈত্রের পূর্বপক্ষীয় পুত্রগণ পিতাকে ত্যাগ করে এবং বাটীর মধ্যস্থলে বেষ্টনী দেয়। (৪) পিতৃদ্বেষী পুত্রগণ এবং মধু মৈত্র উভয়েই কিয়ৎকাল সমাজে স্থগিত রহেন। ইতিপূর্বে ধেঁয়াইর এক নিমন্ত্রণে মধু যোগ না দেওয়ায়, উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে।

(১) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (২) অচ্যুতচরণ চৌধুরী—বাল্যলীলাসূত্রের অনুবাদ (৩) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৩৫৭, ৬৫১-২) (৪) মতান্তরে, পতিত পিতার শ্রাদ্ধ করিতে যায়।

ধেয়ী বলে শুন মধু আমার এই পণ।
তোমারে পান্তাভাত করাব ভক্ষণ॥ (১)

এখন মধু ধেঁয়াইর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধে ইঁহাকে পৌরোহিত্য করিতে বলেন। পত্নীর অনুরোধে ধেঁয়াই ইহাতে যোগদান করেন; এবং পিতৃদ্বেষী পুত্রগণকে বলেন, 'তোরা বেড়া দিয়া কি কাপ (কাচ) (২) করিয়াছিস, উহা তুলিয়া ফেল্'। তাহাদের মধ্যে কেবল আনাই ও অর্জুন পিতার সহিত মিলিত না হওয়ার জন্য এবং উক্ত বিবাহবর্জনকারী অন্য কুলীনগণ কুলভ্রষ্ট 'কাপ' বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং উহারা যাহাকে তাহাকে বারিবিন্দু নিক্ষেপ দ্বারা কাপ করিয়া লইতে থাকে। মধু ত্রিশঙ্কুর মত হইয়া রহেন। পরে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ নিজ কন্যাদ্বয়কে কাপকুলীনে (বঙ্গ সান্যালের পুত্র ও ডাওর মাঝি সান্যালের পুত্র) সম্প্রদান করেন। মধু মৈত্রের শেষ পক্ষের পঞ্চ পুত্রের বংশ কুলীনপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তদবধি কাপেরা আর হেয় নহেন, এবং শ্রোত্রিয়গণ কাপে কন্যাদান করিয়া আর ঘৃণিত হন না—কাপেরা উদ্ধার পাইয়া কুলীনের নিম্নে আসন গ্রহণ করিতে থাকেন। মধুর দুই পরিত্যক্ত পুত্রের বংশধরেরা 'মুড়াইত কাপ' বলিয়া খ্যাত; ইঁহাদের শান্তিপুরেও বিস্তার হইয়াছে। (৩)

(১) প্রেমবিলাস (পৃ ২৮৫) (২) বরেন্দ্রভূমিতে 'কাপ' শব্দ এখনও 'কপট' অর্থে ব্যবহৃত হয়। (৩) সম্বন্ধনির্ণয় [৩য় সংস্ক. পৃ ৩১৩, ৩৫৭, ৩৬১, ৫২১, ৬৫১ (শান্তিপুরের ৺হরলাল মৈত্রেয় কর্তৃক প্রদত্ত, শান্তিপুর-নিবাসী ৺শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ কর্তৃক সংগৃহীত, রসসাগর ৺কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী কর্তৃক পদ্যে রচিত 'বারেন্দ্র-বংশাবলী' হইতে উদ্ধৃতি)]; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস: বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ (পৃ ৫৩, ১৮১, ২৭৮); অদ্বৈতপ্রকাশ

মধু মৈত্রের শেষ পত্নীর পুত্র নাড়ুলী দৌহিত্র।
মৈত্র-বংশ হইলেন পরম পবিত্র ॥
রক্ষ, আনন্দ, নন্দাদি পুত্রগণ।
নাড়ুলীদৌহিত্র তারা কুলীনপ্রধান ॥ (১)

মধু মৈত্রের পুত্র বা পৌত্র গুড়নই-গ্রামবাসী আন্দাই হইতে দ্বাদশ পুরুষ অধস্তন ফরিদপুর-রুকুনী-গ্রামনিবাসী রামরত্ন মৈত্র শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ গোস্বামী ভট্টাচার্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া শান্তিপুরবাসী হন; শান্তিপুরের বেজপল্লীর মৈত্রবংশ ইহা হইতে উদ্ভূত। (২)

কাপের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে। আনাই ও অর্জুনাই মৈত্র উভয়ে ছয়ঘরিয়া-দলে প্রবেশ করে; এইরূপে অনেকেই ঐ দলে প্রবিষ্ট হইতে থাকায়, ছয়ঘরিয়া-দল ক্রমশ পুষ্টিলাভ করে। তাহারা প্রকৃত কুলীন-সমাজের মতে নিষ্কুল বলিয়া গণ্য হইলেও নিজেরা কুলীনের ন্যায় ভাগ করিয়া করণাদি করিতে থাকে। তাহাদিগের আচরণে প্রধান কুলীনেরা তাহাদিগকে 'কাপ' বা 'কপটী' আখ্যা প্রদান করেন। (৩) আনাই ও অর্জুন, উদয়নের উপেক্ষিত ভূপতি আদি ছয় পুত্র (৪) ও ভট্টাঘাত জন্য আঠার সমাজের কুলপাতে পতিত ব্যক্তিরা একত্র হইয়া করণ ও পরিবর্ত-মর্যাদা স্থাপন করিতে থাকে। তাহাতে কুলীনেরা বলেন,

---

(১) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (২) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৬৫২); মতিলাল ও বিপিনবিহারী মৈত্র—বারেন্দ্রশ্রেণীর কাশ্যপ-গোত্রের বংশাবলী; 'রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য' ও ৩য় ভাগে 'মৈত্র বংশ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) রাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি (পৃ ১৩৫) (৪) শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে উদয়ন বিলাসিনী জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে উক্ত ছয় পুত্র সহ পরিত্যাগ করেন।

'উহারা কি কাপ করিতেছে?' সেইজন্য উহারা কাপ হয়; তার পর উহারা বহু কুলীনের কুল দোষাশ্রিত করে। (১)

প্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিতেছেন—"অনেক কুলীন কাপ হওয়ায় এবং কেহ কেহ কাপ হইয়া পরে শ্রোত্রিয় হওয়ায় বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণসমাজে কুলীনের সংখ্যা ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।......এই বিবাহসূত্রে অদ্বৈতবংশের সঙ্গে মধু মৈত্রের বংশের যে আত্মীয়তা সংস্থাপিত হয়, অদ্যাপি তাহা উভয় বংশধরগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণসমাজে মধু মৈত্রের বংশধরগণের সামাজিক আভিজাত্যের ইহাই একটি উল্লেখযোগ্য মূল। (২) অদ্বৈতাচার্য গোস্বামীর 'ঊর্ধ্বতন পিতা' নরসিংহ নাড়িয়াল আমার 'ঊর্ধ্বতন পিতা' মধু মৈত্রকে কন্যাদান করিয়া যে মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত মৈত্র-বংশের অদ্বৈত-প্রীতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে,—উভয় বংশের আত্মীয়তা এতকালেও পুরাতন হইয়া পড়ে নাই। (৩)"

"শেষ পর্যন্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় বৃদ্ধগণ এই বিবাহ সম্পাদন করাইয়া-ছিলেন এবং বিনাদোষে আনাই, অর্জুনাই-প্রমুখ প্রতিপক্ষদলকে 'কাপ'-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া পতিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া নিজেদের মধ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যাহারা পতিত, তাহাদের একতরফা বিচারে পতিত সাব্যস্ত হইয়া কাপগণ তদবধি বিনাদোষেই স্বতন্ত্র হইয়া বঙ্গসমাজে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" (৪)

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ২য় অংশ; প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (পৃ ২৫৯) (২) জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—বংশ-পরিচয়, ১২শ খণ্ড (পৃ ৪১০); বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ (পৃ ১৮১) (৩) ভারতবর্ষ, ১৩৩০ পৌষ (পৃ ৯২) (৪) মহাকোষ, ২য় খণ্ড (পৃ ২৫১)

কুবেরাচার্য শান্তিপুরে শিক্ষা সমাপন করিয়া 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন। অতঃপর নরসিংহ (১) নবগ্রামস্থ শ্রোত্রিয় ময়ূর ভট্টের বংশজাত 'নীলমেঘ' সূরীর ['মহানন্দ বিপ্র' (২)] কন্যা লাভা (নাভা) দেবীর সহিত কুবেরের বিবাহক্রিয়া শান্তিপুরে সম্পাদন করেন।

অনন্তর নরসিংহ শান্তিপুর ধামেতে,
ভাগীরথীকূলে দেহ ত্যজি' যায় স্বর্গেতে।
তার পর পিণ্ড দেয় সুসমৃদ্ধ কুবেরে,
গৃহে আর গয়াধামে নানাবিধ সম্ভারে। (৩)

তৎপরে কুবের লাউড়-রাজ দিব্যসিংহের আমন্ত্রণে শান্তিপুর হইতে লাউড় গমন করিয়া তাঁহার মন্ত্রী [মতান্তরে, সভাপণ্ডিত (৪); দ্বারপণ্ডিত (৫)] হন, এবং লাউড়-রাজ্যের নানারূপ উন্নতিসাধন করেন। কুবেরাচার্য-প্রণীত 'দত্তকচন্দ্রিকা' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। (৬)

বৈষ্ণবগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, বহুকাল হইতে বৈষ্ণব-সমাজের বিশিষ্ট বংশে 'গোস্বামী' (=ইন্দ্রিয়জয়ী)-উপাধি সম্মানসূচক বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের 'স্বামী'-উপাধির অনুকরণে এই উপাধির সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে। সাধারণত নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-

(১) মতান্তরে, কুবের-পিতা ছকড়ি শান্তিপুরে আসিতেন, এবং তিনিই এই বিবাহ দেন; নৃসিংহ যখন শান্তিপুরে আসেন, তখন কুবেরের আনুমানিক বয়স ৬।৭ বৎসর। —অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৮) (২) প্রেমবিলাস (পৃ ২২৮) (৩) অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি—'বাল্যলীলা-সূত্রং'-এর অনুবাদ (৪) প্রেমবিলাস (পৃ ২২৮) (৫) অদ্বৈতপ্রকাশ (৬) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৭ (পৃ ৫১); অচ্যুতচরণ চৌধুরী—শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড

বংশীয়গণ এই উপাধির দ্বারা বিশেষিত হইলেও, অন্য অনেকে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন,—এমন কি, কতিপয় শিষ্যপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিও 'গুরুগোস্বামী'-উপাধিবিশিষ্ট। (১) এখানে এই প্রসঙ্গে এবং আসামের সহিত শান্তিপুরের আর একটি সম্বন্ধের অস্তিত্ব হিসাবে একটি বিষয় লিখিত হইল। "আহোম-রাজ 'বৈষ্ণব' রুদ্রসিংহের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭১৪ খৃ)। পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে তিনি শান্তিপুরের কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশের (২) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কামাখ্যাদেবীর পূজার্চনাদির ভার গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি তথায়

(১) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, ৩য় ভাগ (পৃ ৮০) (২) ইঁহাদের 'ভট্টাচার্য' উপাধি। শান্তিপুরের নিকটস্থ সিমুলিয়ার কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশের (কাশ্যপ-গোত্রজ) বংশের বিবরণ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্করণ), ১ম খণ্ড, ৩য় পরিশিষ্ট (পৃ ১৩২-৩)। শান্তিপুরের বেজপাড়ার তান্ত্রিক শিবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এই বংশভুক্ত ছিলেন। উলার কেশরগ্রামী ভট্টাচার্যদের এক শাখা 'আসামে ভট্টাচার্য' নামে পরিচিত।—সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ১ম পরিশিষ্ট (পৃ ১৫৯)। "রাঢ়ীশ্রেণীর মুখোপাধ্যায়-বংশে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ খৃস্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুরোহিত ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট ভূসম্পত্তি অর্জন করেন ; তদবধি এই বংশ 'পুরোহিত-ভট্টাচার্য' নামে খ্যাত হয়। রামানন্দের প্রপৌত্র নবদ্বীপের অদ্বিতীয় স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন।……নবদ্বীপের অধ্যাপক-সম্প্রদায় চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ব্রজনাথই শেষবয়সে চৈতন্যদেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে প্রমাণ প্রদর্শন করেন।"—বিদ্যালঙ্কার : জীবনীকোষ (ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন)।

তাঁহার বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন; শিবসিংহ গুরুকে প্রচুর ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। আজিও কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশের বংশধরগণ আসামে 'পর্বতীয়া গোঁসাই' নামে পরিচিত, এবং আসামের শাক্তসম্প্রদায় এখনও তাঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছে।" (১) 'গোস্বামী' (গোঁসাই, গোঁসাঞি)=যতি, বৈষ্ণব ও পণ্ডিতের উপাধি; প্রসিদ্ধ বৈষ্ণববংশীয়গণের উপাধি; বাচস্পতি; গো-প্রতিপালক; বৈষ্ণবের গুরু; প্রভু, মান্য; ইত্যাদি;—'জাতগোঁসাই'=যাঁরা শ্রীরূপরঘুনাথাদি (২) জিতেন্দ্রিয় স্বার্থত্যাগী বৈষ্ণবগুরুগণের ন্যায় গুণগত গোস্বামী নহেন, কেবল বংশধারায় 'গোস্বামী'-উপাধিধারী এবং শিষ্য, মন্ত্র ও ভাগবত-ব্যবসায়ী মাত্র। (৩) "লোকে সর্বত্যাগী অকিঞ্চন বৈষ্ণবদিগকে 'গোস্বামী'

(১) বসুমতী, ১৩৩৬ আষাঢ় (পৃ ৩৭৪); ই-বি-আর—বাংলায় ভ্রমণ (পৃ ১৩২; ১৯৩৮ খৃ) (২) রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট। "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-রচনার পূর্বে যে সমস্ত চরিতগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে 'ছয় গোস্বামী' শব্দটিই নাই—কারণ উক্ত শব্দটি ঐ সমস্ত চরিতগ্রন্থ-রচনার পরে সৃষ্ট হইয়াছে।......১৫৭৬ খৃস্টাব্দেও 'ছয় গোস্বামী' শব্দটির প্রচলন হয় নাই।......শ্রীচৈতন্যের পরিকরদের বংশধরগণের মধ্যে এখন অনেকেই 'গোস্বামী'-উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বেও যাঁহারা চক্রবর্তী, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বসু, সেন, ইত্যাদি উপাধিতে পরিচিত ছিলেন তাঁহারা কোন সূত্রে কোন বিগ্রহের সেবা পাইয়া বা ভাগবত-পাঠ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 'গোস্বামী'-উপাধি ধারণ করিয়াছেন।" —শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৬৩৩) (৩) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ; যোগেশচন্দ্র রায়—বাংলা শব্দকোষ, ২য় ভাগ; জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাংলা অভিধান (২য় সংস্ক)

বা 'গোঁসাঞি' নাম দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ভ্রমক্রমেও 'গোস্বামী' উপাধি গ্রহণ করেন নাই।......শ্রীরূপ গোস্বামী নিজেকে 'বরাকরূপঃ' বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।......শ্রীজীব নিজের পরিচয় দিয়াছেন—'জীবক' বা 'অতিক্ষুদ্র জীব'।......শ্রীনিবাস আচার্য স্ব-রচিত পদে 'শ্রীনিবাস দাস' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। নরোত্তম ঠাকুর 'নরোত্তম দাস' নামে গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন।" (১)

এখানে প্রসঙ্গত 'বাল্যলীলাসূত্রং' গ্রন্থ ও তাহার রচয়িতা কৃষ্ণদাস লাউড়িয়ার কথা লিখিত হইল। সুনামগঞ্জ-মহকুমাস্থ লাউড়-পরগণার কাত্যায়নগোত্রজ ব্রাহ্মণবংশীয় স্বাধীন রাজা দিব্যসিংহ (২) (নবগ্রামে ইঁহার জন্ম) শেষ বয়সে কাশী যাইবার পথে শান্তিপুরে আসিয়া শৈব বা শাক্ত ধর্ম ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য হন (ইনি গুরু অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন), এবং তার পর ইনি পণ্ডিত কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া বা ব্রহ্মচারী (৩) নামে পরিচিত হন।

অদ্বৈত আদেশে সেই দিব্যসিংহ রাজা।
কালী (৪) বিষ্ণু মূর্তি স্থাপি' করিলেন পূজা॥ (৫)
শ্রীবিষ্ণুচিন্তনে তাঁর হৈল পাপক্ষয়।
শান্তিপুরে সেই রাজা উপস্থিত হয়॥
অদ্বৈত-চরণে আসি' আত্ম-সমর্পিল।
শক্তি-মন্ত্র ছাড়ি' গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা নিল॥
কৃষ্ণদাস নাম তাঁর অদ্বৈত রাখিলা।
অদ্বৈত-চরিত কিছু তেঁহো প্রকাশিলা॥

---

(১) বসুমতী, ১৩৪৭ কার্তিক (পৃ ১১৯) (২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৩য় অংশ (পৃ ১৯১) (৩) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৪) ৺কাত্যায়নী দেবী তাঁহাদের আরাধ্যা ছিলেন। (৫) নিম্নে দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতের স্থানে শ্রীভাগবত পড়ি' ।
বৃন্দাবন চলিলেন হইয়া ভিখারী ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে খ্যাতি ।
রূপ সনাতন সহ যাঁহার পিরীতি ॥
বৃন্দাবনবাসী হৈলা এই মহাশয় ।
কাশীশ্বর গোস্বামী সহ সখ্য অতিশয় ॥
সভার প্রথমে ইঁহো বৃন্দাবনে গেলা ।
বৃন্দাবনবাসী ব'লে সকলে ঘোষিলা ॥ (১)

কৃষ্ণদাস দীক্ষান্তে শান্তিপুরের নিকট এবং গুরুগৃহের অনতিদূরে 'ফুল্লবাটী' (পূর্ণবাটী ?=ফুলবাড়ী=ফুলিয়া)-গ্রামে পুষ্পোদ্যানে (মতান্তরে, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের পুষ্পবাটিকায়) 'ঝুপড়ী' (২)-মধ্যে থাকিয়া নির্জন সাধনা করিতেন ।

বহু পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত কৈলা বাটী ।
তদবধি গ্রামের নাম হৈল ফুল্লবাটী ॥ (৩)

(১) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (২) 'ব্রহ্ম হরিদাস'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। ফুলিয়া চৈতন্যদেবের পূর্বেই বিখ্যাত ছিল। জয়কৃষ্ণ দাস 'বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনে' ফুলিয়ায় জাত কতিপয় চৈতন্য-পরিষদের নাম দিয়াছেন ।—

সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম ফুলিয়া গ্রামেতে ।
গোবিন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে ॥
কাশীশ্বর মিশ্র জীব পণ্ডিত হো আর ।
তপন আচার্যের হয় তথাই প্রচার ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৬১৪)

(৩) অদ্বৈতপ্রকাশ । "ফুলিয়া-গ্রামের নাম অদ্বৈতের অপেক্ষা অন্তত ১০০।১৫০ বৎসরের প্রাচীন ।"—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৫৩)

সেখানে থাকিবার সময় তিনি ১৪০৯ শকে দিগ্বিজয়ী বড় শ্যামদাস ভাগবতাচার্যের সাহায্যে 'বাল্যলীলাসূত্রম্' নামে অদ্বৈতাচার্যের বাল্যলীলাবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ আচার্যের আদেশে এবং সূত্রাকারে বিরচিত ; বৈষ্ণব-সাহিত্যে রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে ইহাই সর্বপ্রাচীন। ঈশান নাগর (১) ইহা শান্তিপুর হইতে সঙ্গে লইয়া গিয়া এতদবলম্বনে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' রচনা করেন। "দিব্যসিংহ শ্রীঅদ্বৈতের বাল্যকালের (দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত) ঘটনা যাহা নবগ্রামে ঘটিয়াছিল এবং যাহা তিনি নিজে জানিতেন, প্রধানত তাহাই এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন।" (২) শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীহট্টীয় লীলারাজির কিঞ্চিৎ শান্তিপুরের রাধিকানাথ গোস্বামীর ইচ্ছায় অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি প্রকাশ করেন। (৩) ঢাকা-উথলিবাসী অদ্বৈতবংশীয় শ্রীনাথ গোস্বামী লাউড়-পরিভ্রমণকালে 'বাল্যলীলাসূত্রং' গ্রন্থ তথাকার এক ব্রাহ্মণগৃহে প্রাপ্ত হন, এবং ইহা শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ মদনগোপাল গোস্বামী প্রভৃতিকে প্রদর্শন করেন ; ইহা ভ্রমপূর্ণ ছিল, কিন্তু সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত-পদ্যে অষ্ট সর্গে রচিত। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ও 'প্রেমবিলাসে' ইহার উল্লেখ আছে। দীনেশচরণ দাস অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধিকে ইহা সংগ্রহ করিয়া দিলে, ইনি বাংলা-পদ্যে ইহার একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ঐ অনুবাদের মধ্যে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সরস্বতী, এম-এ, লিখিয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে 'বাল্যলীলাসূত্রং' লিখিত হইয়াছে। ভাগবতের ন্যায় ইহাতে ব্যাকরণাশুদ্ধি প্রয়োগ আছে।... অনেক সময় ছন্দোভঙ্গ হয় বলিয়াই ঐরূপ অশুদ্ধ প্রয়োগ ঘটিয়াছে। ভাগবতের ভাষারও অনেক অনুকরণ আছে। তাই গ্রন্থের ভাষা

(১) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৩, ৩য় ভাগ (পৃ ২০৯) : অদ্বৈতপ্রকাশ (৩) বিষ্ণুপ্রিয়া, ১৩২২

অনেকটা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় 'কঠোর' হইয়াছে। দুই এক স্থলে স্পষ্ট অনুকরণও আছে; যথা—৪র্থ সর্গে উনবিংশ শ্লোকে 'দ্বিষড়্গুণযুতো বিপ্রঃ' ইত্যাদিতে শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ৯ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের 'বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাৎ' ইত্যাদির প্রতিধ্বনি দেখা যায়। সাধারণ কাব্যে 'উপজাতি' ছন্দে কেবল ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার সংমিশ্রণ দেখা যায়; কিন্তু ভাগবতের অনুকরণে কবি এই উপজাতির মধ্যে ইন্দ্রবজ্রা ও বংশস্থবিল বৃত্তি আনিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন। গ্রন্থখানি ছোট হইলেও ইহাতে নানা ছন্দের অবতারণা আছে, সাধারণ কাব্যে সে সকল ছন্দ সচরাচর দেখা যায় না। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কামচারিণী ইত্যাদি ছন্দ কবির আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।"

কৃষ্ণদাস শান্তিপুর হইতে স্বদেশে গিয়া (মতান্তরে, শান্তিপুরে থাকিয়া) দশ বৎসর ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং তৎপরে ব্রজধামে গমন করেন। তিনি বিষ্ণুপুরীকৃত (১) 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' নামক প্রসিদ্ধ

(১) জয়তীর্থ (জয়ধর্ম বা বিজয়ধ্বজ) মুনির শিষ্য বিষ্ণুপুরী ('গৌরগণোদ্দেশদীপিকা') এই গ্রন্থ রচনা করেন। জয়তীর্থ-শিষ্য পুরুষোত্তম, তৎশিষ্য ব্যাসতীর্থ, তৎশিষ্য লক্ষ্মীপতি, তৎশিষ্য মাধবেন্দ্র পুরী।—বীরেশ্বর প্রামাণিক : অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৯৯); হরিলাল চট্টো : বৈষ্ণব ইতিহাস (৩য় সংস্ক, পৃ ৩৮); শ্রীহট্টদর্পণ পত্রিকা (অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রবন্ধলেখক); পরে দ্রষ্টব্য। চৈতন্যচরিতামৃত-মতে বিষ্ণুপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। "সম্ভবত বিষ্ণুপুরী জয়ধর্মের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন বলিয়া মাধবেন্দ্র পুরী এবং শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন।"—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৭৮-৯)। "বিষ্ণুপুরী মিথিলাবাসী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের এক জন সন্ন্যাসী। তিনি খৃস্টীয় ১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'ভক্তিরত্নাবলী' লিখেন।"—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার : জীবনীকোষ।

সংস্কৃত-গ্রন্থের (ইহা 'ভাগবত'-অবলম্বনে লিখিত) বাংলায় পয়ার ছন্দে অনুবাদ করেন। (১) পূর্বলিখিত প্রসিদ্ধ রাজা সূর্যসিংহ তাঁহার উর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (২) অদ্বৈতশিষ্যগণনায় ও 'অভিরাম-লীলামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থে কৃষ্ণদাসের নামোল্লেখ আছে। 'বাল্যলীলাসূত্রং' গ্রন্থোক্ত বহু ঘটনা 'প্রেমবিলাসে' অনুরূপ বা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র অদ্বৈতসাহিত্য এই গ্রন্থের নিকট ঋণী। কেহ কেহ এই গ্রন্থের প্রাচীনতায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। (৩) কৃষ্ণদাসের ন্যায় বহু শ্রীহট্টবাসী চৈতন্যদেবের লীলাসহায়করূপে দৃষ্ট হন।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
চন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত ॥
ভবরোগনাশ বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণব অবতার ॥ (৪)

"শ্রীহট্টে অদ্বৈতের পিতার ও শ্রীচৈতন্যের পিতামহের বাসস্থান। মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, প্রভৃতি শ্রীহট্টে জন্মিয়াছিলেন। শ্রীহট্টিয়ারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্থাপয়িতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শঙ্করদেবের প্রভাববশত শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত তাঁহার জীবনকালে আসামে সুপ্রচারিত হইতে পারে নাই।" (৫) "অদ্বৈত এবং শ্রীবাস একত্র হইয়া মাতৃভূমি (শ্রীহট্ট) পরিত্যাগপূর্বক গঙ্গাতীরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন,—শ্রীনিধি (শ্রীকণ্ঠ), শ্রীরাম ও

---

(১) সাহিত্য, ১৩১৪ আষাঢ়ঃ অনুবাদ-সাহিত্য; দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক); বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ১১৯৪); শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড (২) আদিলীলা, ১২।৬২, ৮৪; পরে দ্রষ্টব্য। (৩) বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৭৩-৮০) (৪) চৈতন্যভাগবত (৫) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৮০, ৬১৬)

শ্রীপতি।...বাংলার লোকদিগের অধিকাংশ হিন্দুই বৈষ্ণব।...মহাপ্রভুর পিতা-মাতা, পিতামহ-মাতামহ, প্রমাতামহ, মাতুল এবং বাল্যসখাগণের অনেকেই শ্রীহট্ট-নিবাসী। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও আদি পুরুষ মধুকর মিশ্র (১), মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ,—তাঁহার গুরু এবং অনুরাগী অদ্বৈতাচার্য, তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত শ্রীবাস, তাঁহার চির অন্তরঙ্গ পণ্ডিত মুবারি গুপ্ত, শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব, রত্নগর্ভ আচার্য এবং পদকর্তা যদুনাথ দাস, প্রভৃতি বৈষ্ণববন্দিত আচার্যগণ, বিশেষত ঢাকা-দক্ষিণগ্রামনিবাসীরা এবং সুহৃন্মণ্ডলীর অনেকেই শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন।...এই হিসাবে সমস্ত বঙ্গদেশ, এমন কি, উৎকলেরও কতকাংশ, অর্থাৎ, যে যে দেশবাসীরা চৈতন্যের দোহাই দিয়া থাকেন,—তাঁহারা সমস্তই শ্রীহট্ট-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত। এই সাম্রাজ্যের রাজ-চক্রবর্তী চৈতন্যদেব এবং অন্যতম নেতা অদ্বৈতাচার্য। শুধু বৈষ্ণবগণ নহেন, শাক্তগণ—শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, খড়কাটা চাষারাও আজ তাঁহারই করতাল বাজাইতেছে।...রঘুনাথ শিরোমণিরও বাড়ী শ্রীহট্টে।" (২) "জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' শ্রীহট্টে রাষ্ট্রবিপ্লব ও দুর্ভিক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এদিকে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের চতুষ্পাঠী ও টোলগুলি খুব জাঁকিয়া উঠিল। তখন দলে দলে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণগণ দেশত্যাগী হইয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইতে লাগিল।" (৩)

খেতরিতে নরোত্তম ঠাকুর কর্তৃক গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়ে যে সব মহান্তের আগমন হয়, তাঁহাদের মধ্যে 'দিব্যসিংহ' এক জন। (৪) শান্তিপুরে শ্বশুর নৃসিংহ ভাদুড়ীকে শ্রীঅদ্বৈতের বিভূতি প্রদর্শনের সময়

(১) দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৯৭) (২) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭১২, ১০৮০-১) (৩) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ১০৮৭) (৪) প্রেমবিলাস (পৃ ১৭৮)

'কৃষ্ণদাসের' নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়—'মুনসী হইলা ভেল পণ্ডিত কৃষ্ণদাস'। (১) যদুনন্দন-হরিদাস-সংবাদে (২) কৃষ্ণদাসের উল্লেখ আছে। সনাতন গোস্বামী গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দ-পদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্॥ (৩)

'বাল্যলীলাসূত্রং' গ্রন্থানুযায়ী শ্রীঅদ্বৈতের বাল্যলীলা লিখিত হইল। উহার তৃতীয় সর্গের নাম অদ্বৈত-জন্ম-কথন। কুবেরাচার্যের ছয় পুত্র ও এক কন্যা গতাসু হওয়ায়, তিনি সস্ত্রীক শান্তিপুরে গিয়া বাস করেন। 'প্রেমবিলাসে' ও হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গলে' লিখিত আছে যে, চারি পুত্র সন্ন্যাসী এবং দুই পুত্র সংসারী হন, এবং ইঁহাদের বংশধরগণ পূর্বদেশে বাস করেন। শান্তিপুরে ৺গঙ্গাদেবী এক দিন স্বপ্নে কুবেরকে বলেন যে, 'শিব'-অংশে তাঁহার এক পুত্র হইবে, এবং তিনি অন্যান্য অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করেন বলিয়া লিখিত আছে।

সুতো হি সাক্ষাদ্ধনদঃ কুবেরঃ
কুবেরনাম্না প্রথিতঃ সলোকে।
শ্রীবাসুদেবাত্মদাসশিবস্তু
প্রকাশহেতোঃ প্রকটো বভূব॥ (৪)

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ, ৮ম অধ্যায় (২) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৩) শ্রীমদ্ভাগবতের 'তোষণী' টীকা। কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে অতিরিক্ত পঞ্জী—হরিলাল চট্টোপাধ্যায়ঃ বৈষ্ণব ইতিহাস; মুরারিলাল অধিকারীঃ বৈষ্ণব-দিগ্দর্শনী (২য় সংস্ক); অমূল্যধন রায় ভট্টঃ বৈষ্ণব চরিতাভিধান, ১ম খণ্ড; শ্যামদাসঃ অদ্বৈতমঙ্গল; উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোঃ চরিতাভিধান (২য় সংস্ক); শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কারঃ জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক অংশঃ কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া, দিব্যসিং)। দ্বিতীয় 'কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী' সম্বন্ধে নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৪) বাল্যলীলাসূত্রং, ১।৫৫

প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, শিবভৃত্য বা ধনরক্ষক কুবেরের শিবকে পুত্ররূপে পাইবার সাময়িক বর-প্রার্থনায় শিব সম্মতি দেন, এবং সেইজন্যই এ জন্মে কুবেরাচার্য শ্রীঅদ্বৈতকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। (১) অন্যত্র শ্রীঅদ্বৈতকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে—

মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ॥

*　　*　　*

আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ॥"

*　　*　　*

মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম॥

*　　*　　*

ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত আচার্য'॥
বৈষ্ণবের গুরু তিঁহো জগতের আর্য।
দুই নাম-মিলনে হৈল 'অদ্বৈত আচার্য'॥ (২)

চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিত, গৌরগণোদ্দেশ ও দিগ্‌দর্শন (পুথি), অগ্নিসংহিতা, পদ্মপুরাণ, সুরতরুতন্ত্রাদিতেও শ্রীঅদ্বৈতকে সদাশিব, রুদ্র, সঙ্কর্ষণ, প্রভৃতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। (৩)

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ, ১ম অধ্যায় ('গোপেশ্বর শিব'—৪র্থ অধ্যায়)
(২) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১।১২(৬।৪), ১৬,২৫, ২৮-৯
(৩) অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৮-৯); বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ (পৃ ২৭৩, ৪০৩)

নরব্যূহে সদাশিব ব্রজ আবরণ। (১)
যেঁহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চৈতন্য অভিন্ন ॥ (২)
মহাবিষ্ণু সদাশিব হরিহর মূর্তি।
জন্মিলা অদ্বৈতরূপে গেল লোকের আর্তি ॥ (৩)

বন্দো শান্তিপুর-পতি শ্রীঅদ্বৈত মহামতি,
সদাশিব সম তেজ যাঁর।
যাঁহার তপের বলে, আনিঞা মহীমণ্ডলে,
পাতিল চৈতন্য অবতার ॥ (৪)

কুবেরস্তস্য পুত্রোঽভূদগ্নিহোত্রী মহাতপাঃ।
পঞ্চাননতয়া খ্যাত আশ্বলায়নশাখিকঃ ॥
শ্রীমানদ্বৈতাচার্যঃ প্রখ্যাতস্তস্য আত্মজঃ।
মহেশ্বরাবতারো যো নির্ণীতস্তত্ত্ববিত্তমৈঃ ॥ (৫)

শ্রীঅদ্বৈত যে শিবের অবতার স্বরূপ গোস্বামী এই মতের উদ্ভাবক। (৬) সদাশিব দুই অংশে বিভক্ত হইয়া মাধবেন্দ্র পুরী ও অদ্বৈতপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হন ইহাও লিখিত আছে। (৭)

হেম হিমগিরি, দুই তনু ছিরি,
আধ নর আধ নারী।
আধক উজর, আধ কাজর,
তিনই লোচন ধারী ॥

---

(১) "কৈলাসে পার্বতীনাথ ব্রজে গোপেশ্বর"—এরূপও কেহ লিখিয়াছেন। (২) ভক্তমাল, ৩য় মালা (৩) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (পৃ ২২৭) (৪) বৃন্দাবন দাস (দ্বিতীয়)-কৃত 'বৈষ্ণব-বন্দনা' (অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত 'বৈষ্ণব-বন্দনা'র অন্তর্গত); শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ১৭) (৫) অদ্বৈতবংশাবলী: (৬) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, ৪র্থ ভাগ (৭) মুরারি গুপ্তের করচা; বিষ্ণুপ্রিয়া, ৯ম বর্ষ (পৃ ৩৬)

দেখ দেখ দুঁহু মিলিত একসাত।
ভকত-পূজিত,　　ভুবন-বন্দিত,
ভুবন-মাতরি-তাত ॥
আধ ফণিময়,　　আধ মণিময়,
হৃদয় উজর হার।
আধ বাঘাম্বর,　　আধ পট্টাম্বর,
পিন্ধন দুঁহু উজিয়ার ॥
না দেবী কামিনী,　　না দেব কামুক,
কেবল প্রেম-পরকাশ।
গৌরীশঙ্কর-　　চরণে কিঙ্কর,
কহই গোবিন্দ দাস ॥ (১)

যাহা হউক, উক্ত স্বপ্নের পর শান্তিপুরে লাভা দেবীর গর্ভ হয়। রাজাদেশে কুবের লাউড়ে (নাউড় ; লভিড় ?) গমন করিয়া রাজাকে শান্তিপুর অতি রমণীয় স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন (২) এবং সেখানে

(১) বৃন্দাবন দাসের 'রস-নির্যাস' গ্রন্থে উদ্ধৃত; সীতাদ্বৈতবিষয়ক পদ। "গৌর-গণোদ্দেশ-মতে আচার্য অদ্বৈত সদাশিবের অবতার এবং সীতাদেবী ভগবতী যোগমায়া। বৃন্দাবন দাস এই মতের অনুসরণে হরগৌরী-মিলনাত্মক উক্ত পদটি উদ্ধারের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পদ পদাবলী-সাহিত্যে দ্বিতীয় নাই।"—ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ কার্তিক (পৃ ৬০২) (২) অদ্বৈতপ্রকাশ, ১ম অধ্যায়। "প্রাচীন কালে শ্রীহট্ট-জেলা তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে লাউড় অন্যতম। বর্তমান লাউড়-পরগণাতেই ইহার প্রধান নগর ছিল।...... ২৮ পরগণার মধ্যে একটি লাউড় (বা রাজকী)।"—শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড (পৃ ১)। "লাউড়—বর্তমান হবিগঞ্জের কতকাংশ ও প্রায় সমুদয় সুনামগঞ্জ।..... কথিত আছে, লাউড়-পর্বতে ভগদত্তের রাজধানী ছিল।"—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ১০৮৬, ১০৯৪)। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভাষা মহাভারত-প্রণেতা মহাকবি সঞ্জয় সম্ভবত লাউড়নিবাসী, এবং নরসিংহ নাড়িয়ালের সমসাময়িক বা এক দুই পুরুষ উর্ধ্বতন কি অধস্তন অদ্বৈত-বংশীয় শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।"—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৭ (পৃ ৫০-১)

অবস্থান করেন। যথাসময়ে নবগ্রামে কুবেরের বাটীতে ১৩৫৬ শকের মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে কমলাক্ষের জন্ম হয়; কুবেরের তখন আনুমানিক বয়স আশী বৎসর।

বঙ্গে রাম-নবলা গ্রামে লভ্যবতী ঠাকুরাণী।
তার গর্ভে জন্মিলা অদ্বৈত শিরোমণি॥
কমলাক্ষ নামে সূতিকা গৃহবাসে।
সুপ্রকাশ অদ্বৈত পদবী হব শেষে॥ (১)

শাকে রসপ্রাণগুণেন্দুমানে
শ্রীলাউড়ে পুণ্যতমেঽথমাঘে,
শ্রীসপ্তমীপুণ্যতিথৌ সিতেঽভূ-
দদ্বৈতচন্দ্রঃ কৃপয়া বিরাসীৎ। (২)

[রস=৬, প্রাণ=৫, গুণ=৩, অর্থাৎ, ১৩৫৬ শক] কোনও মতে, কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যায় মঙ্গলবারে (অনুরাধা নক্ষত্র) শ্রীঅদ্বৈতের জন্ম হয়। (৩) ইহা ঠিক নহে। শান্তিপুরে (ও অন্যত্র) মাকরী সপ্তমীতেই অদ্বৈতাচার্যের জন্মতিথি-উৎসব (ধূলোট) মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহা হউক, আচার্যের জন্ম উপলক্ষে কৃত্য শতকর্ম সমাপন এবং ভোজ্যধন বিতরণ করা হয়। রাণী সূতিকা-গৃহে গিয়া গজমুক্তা দিয়া শিশুর মুখদর্শন করেন। একাদশ দিবসে শিশুর কমলাক্ষ (কমলাকান্ত) নামকরণ হয়। (৪)

---

(১) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল; শ্রীহট্ট তখন বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। (২) বাল্যলীলাসূত্রং (৩) জয়কৃষ্ণ দাস—ভুবনমঙ্গল-গীত (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৭, পৃ ২২২), বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শন (দীনেশচন্দ্র সেন —বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, পৃ ১৮২৫); শশিভূষণ বিদ্যা-লঙ্কার—জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক অংশ : অদ্বৈতাচার্য) (৪) হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গলে' কমলাকান্ত নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং আচার্যের জন্মতারিখ ১৩৫৭ শক লিখিত আছে।

গণক আনিয়া তাঁর নাম রক্ষা কৈল।
কমলাকান্ত এক নাম তাঁহার হইল॥
হরি সহ অভেদ হেতু নাম হইল অদ্বৈত।
অদ্বৈত নামেতে হইলা বিখ্যাত॥

* * *

পড়িয়া (১) কমলাকান্ত আচার্য নাম পাইলা।
ভক্তি ব্যাখ্যা করি' আচার্য নামের সার্থক কৈলা॥ (২)

এ তিন ভুবন মাঝে, অবনী-মণ্ডল সাজে,
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয়, যার নামে শান্ত হয়,
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥
কুবের পণ্ডিত তায়, শুদ্ধ-সত্ত্ব দ্বিজরায়,
নাভা দেবী তাহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করি' স্থিতি, কৃষ্ণ-পূজা করে নিতি,
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥
কলি-হত জীব দেখি', মনে দুখ পায় অতি,
ভক্ত্যে আরাধয়ে ভগবান্।
সেই আরাধন-কাজে, নাভা দেবী-গর্ভ মাঝে,
মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান॥
মাঘ মাস শুভক্ষণে, শুক্লা সপ্তমী দিনে,
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি, হৈলা হরষিত-মতি,
নয়নে আনন্দ-ধারা বয়॥

(১) শান্তিপুরে (২) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস

আচম্বিতে জগ-জনে, আনন্দ পাইল মনে,
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণবদাসে বলে, উদ্ধার হইবে হেলে,
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥ (১)

ষষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত অন্নপ্রাশনে রাজা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ হইতে তের মাইল দূরবর্তী উক্ত নবগ্রাম এখন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। নবাব আলিবর্দি খাঁর (মৃত্যু ১৭৫৬ খৃ) সময়ে লাউড়রাজ গোবিন্দ সিংহকে কারারুদ্ধ অবস্থায় মুসলমান করা হয় (২); তৎপরে তদীয় পৌত্র নবাব আবিদুর রজা খাসিয়াদের অত্যাচারে বানিয়াচঙে (৩) পলায়ন করেন। ক্রমে লাউড় (তথা নবগ্রাম) অরণ্যময়

---

(১) পদকল্পতরু, নং ১১১২ পদ (সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ); উক্ত গ্রন্থে অদ্বৈতজন্মবিষয়ক পদ মাত্র বৈষ্ণবদাসকৃত আর তিনটি আছে—'ব্রহ্ম হরিদাস'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) অন্য মতে, "সম্রাট্ জাহাঙ্গীর (মৃত্যু ১৬২৭ খৃ) গোবিন্দ সিংহের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া 'হবির খাঁ' নাম দেন।"—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ১০৯৪)। প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, পূর্বে একবার খৃস্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা গৌড়-গোবিন্দ (কোনও মতে, শ্রীহট্টের 'গৌড়'-রাজ্যের রাজাদের সাধারণ উপাধি 'গোবিন্দ') ফকির শাহজলাল-প্রভাবিত সৈন্যগণের দ্বারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, এবং শ্রীহট্ট বিজিত হয়।—বাংলায় ভ্রমণ, ২য় খণ্ড (পৃ ১৮৭-৮; ই-বি-আর; ১৯৪০ খৃ) (৩) "In 1744 A. D. Laur was burnt by the Khasias, and many of the people moved to Baniyachang."—Assam Dt. Gazetteers, vol. II (Sylhet; ch. II, p. 25). অদ্বৈতাচার্য শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, তাঁহার জন্মগৃহ তদীয় ভক্তগণ ধ্বংসমুখে পতিত হইতে দেন নাই। এই খাসিয়া-বিপ্লবের কালে আচার্যের পীঠরক্ষক নাগরবংশীয়গণ পলাইয়া যান।—পরে দ্রষ্টব্য; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড (পৃ ৩০)

হইয়া পড়ে। শান্তিপুর-সন্তান রাধিকানাথ গোস্বামী ভাগবতরত্নাকর অতিকষ্টে অদ্বৈতপ্রভুর পৈতৃক নিবাস আবিষ্কার করেন। (১)

আনুমানিক বাং ১২৭০ সালে অদ্বৈতবংশোদ্ভব উথলিনিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী নবগ্রামের জঙ্গলমধ্যে অদ্বৈতাচার্যের লুপ্ত বাটীর অনুসন্ধানের সূত্রপাত করেন। তাঁহার অনুরোধ ও আদেশে সুনামগঞ্জের তহশীলদার রুক্মিণীকান্ত আচার্য এ বিষয়ে বহু পরিশ্রম করেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে লাউড়-রাজবাটীর স্থান-নির্দেশ হয়। পরে হঠাৎ এক রাত্রে এক স্থান হইতে অলৌকিক শঙ্খকরতালধ্বনি শ্রবণগোচর হয় বলিয়া প্রবাদ; প্রভাতে সকলে সেই দিকে গমন করিতে করিতে উক্ত রাজবাটীর পার্শ্বে অগণ্য তুলসীবৃক্ষ-বেষ্টিত আচার্যের জন্মবাটিকা এবং তীরে বহু প্রাচীন মাধবীলতাবেষ্টিত বিশাল আম্রবৃক্ষসমন্বিত পুষ্করিণী আদি আবিষ্কার করেন। রেঙুয়া নদীতীরেই উক্ত রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক জন মুসলমান লেখক লিখিয়াছেন,—এ স্থানে প্রকৃতির শান্তিময়ী কান্তি অবলোকনে আত্মহারা হইতে হয়; এখানে আত্মীয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগজনিত সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা মনে থাকে না। (২)

উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ সর্গে পণাতীর্থ প্রকাশের বিবরণ লিখিত আছে। শিশু বিষ্ণুপ্রসাদান্ন ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করিতেন না, এবং লোকে তাঁহাকে 'কৃষ্ণবোলা' বলিত। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। এক দিন অনুপবীত অদীক্ষিত কমলাক্ষ নিজে পূজা করেন, এবং মাতাকে বলেন,—

---

(১) অদ্বৈতবিলাস, ২য় খণ্ড (পৃ ৩০৮) (২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, ১ম ভাগ (পৃ ১১৮ ...); 'বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজারে (৮।৪।১৩০৮)' এ বিষয়ে কতিপয় ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

পাত্রমিত্র ভেদ নাই, মাতঃ, কৃষ্ণের পূজায়,
দীক্ষা উপনয়ন নিয়ম নাই তায়।

... ...

যদি ভাগ্যবশে ম্লেচ্ছ ভক্তিপথে যায়,
সেও তবে দ্বিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ পায়।
ভক্তিহীন বিপ্র যদি হয় গুণান্বিত,
ম্লেচ্ছাধম সেই—ইহা দেবর্ষি-ভাষিত। (১)

লাভা দেবী স্বপ্নে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া জাগরণানন্তর পুত্রকে অনুরোধ করায়, কমলাক্ষ চৈত্রবারুণী-মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে লাউড়ের কোন পর্বতে ('কাজল হাওড়') সর্বতীর্থের জল আনিয়া 'পণ (=প্রতিজ্ঞা) বা পণা তীর্থ' (নবগ্রামের নিকট, স্টীমারে সুনামগঞ্জ হইয়া সেখানে যাইতে হয়) প্রকাশ করেন ; মাতা পুত্রসহ সেখানে গিয়া অলৌকিক দৃশ্যাবলী দর্শন করেন—'হরিধ্বনি শঙ্খনাদে বহু জল পড়ে'। (২) সেই অবধি উহা প্রতি বৎসর ঐ তারিখে মহাপবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। (৩) "শ্রীহট্ট-জেলা চৈতন্য-যুগের বহু বৈষ্ণব ভক্তের জন্মভূমি।...শ্রীহট্ট হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত 'ঢাকা দক্ষিণ' দস্তরাইল গ্রাম জগন্নাথ

---

(১) অচ্যুতচরণকৃত বাল্যলীলাসূত্রের অনুবাদ (২) অদ্বৈতপ্রকাশ, ২য় অধ্যায় ; উলুধ্বনি বা করতালিতেও ঐরূপ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি। এরূপ আরও কোন কোন জলপ্রপাতের নিকট হয় বলিয়া প্রচার আছে। (৩) "A certain portion of the Panatirtha river, near the village Ghatia, becomes as sacred as the Ganges on the occasion of Baruni."—Assam Dt. Gazetteers, vol. II (Sylhet ; ch. III, p. 89) ; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, ১ম ভাগ (পৃ ১১৮)

মিশ্রের জন্মস্থান।...শ্রীচৈতন্যদেব বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে দুইটি মূর্তি (একটি নিজের, অপটি শ্রীকৃষ্ণের) দিয়া যান বলিয়া কথিত। দুটি মূর্তিই ঠাকুরবাড়ীতে (মহাপ্রভুর মন্দিরে) পূজিত হয়।...স্বীয় জননীর স্নানের জন্য অদ্বৈতাচার্য শক্তিবলে লাউড়-পাহাড়ের উপর সমগ্র তীর্থের সমাবেশ করেন। তীর্থগণ বৎসরের মধ্যে এক দিন লাউড়ে আসিবার জন্য পণ করিয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম পণাতীর্থ। এই তীর্থ টি ঝরণা।...লাউড়ে প্রাচীন কালে ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন বলিয়া কথিত।...কেহ কেহ বলেন যে, ইনিই কামরূপরাজ ভগদত্ত। লাউড় কামরূপের অন্তর্গত ছিল।" (১)

পঞ্চম সর্গে বিভূতিপ্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে। রাজপুত্র ও কমলাক্ষ কুবেরগৃহে একত্র পাঠ করিতেন। কমলাক্ষ তিন বর্ষে কলাপব্যাকরণ, শব্দকোষ ও কাব্যপাঠ সমাপ্ত করেন। একদা সন্ধ্যায় নৃপসুত ও কমলাক্ষ চণ্ডিকামন্দিরে গমন করেন; কমলাক্ষ দেবীকে প্রণাম না করায় রাজপুত্র তাঁহাকে তিরস্কার করেন; তখন কমলাক্ষ হুঙ্কার দিলে নৃপসুত অচৈতন্য হন; অতঃপর কুবেরাচার্য কমলাক্ষকে বন হইতে অন্বেষণ করিয়া আনিলে, ইঁহার কথামত বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা রাজপুত্রকে চেতন করা হয়। 'প্রেমবিলাসে' (২) লিখিত আছে যে, রাজপুত্র কমলাক্ষের মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হন; ইত্যাদি। পরে কমলাক্ষের উপনয়ন হয়, এবং তিনি ষড়ঙ্গ বেদ, ষড়্‌দর্শন, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি শিক্ষা করেন—প্রবাদ এই যে, তিনি 'শ্রুতিধর' ছিলেন। (৩)

ষষ্ঠ সর্গে ৺কালিকা-অন্তর্ধানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। চতুষ্পাঠীর কতিপয় সহপাঠী তীক্ষ্ণমেধা কমলাক্ষের উপর বিরূপ থাকে। তাহারা

(১) বাংলায় ভ্রমণ, ২য় খণ্ড (পৃ ১৯১; ই-বি-আর; ১৯৪০ খৃ)
(২) পৃ ২২৯　(৩) অদ্বৈতপ্রকাশ, ২য় অধ্যায়

কৃষ্ণবিদ্বেষী রাজার নিকট কৃষ্ণভক্ত কমলাক্ষের নামে অভিযোগ করে। তার পর, এক দীপান্বিতার রাত্রে রাজা দিব্যসিংহ সভাসদ্‌গণসহ কালিকামন্দিরে গমন করেন। সেখানে উপস্থিত কমলাক্ষ দেবীকে প্রণাম না করায়, রাজা ও পিতাপুত্রে বলিদানাদি নানা বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলে। কমলাক্ষ বিষ্ণুকে নিজ ইষ্টদেবতা বলিয়া জ্ঞাপন করিলে এবং তৎপরে পিতৃ-আজ্ঞায় দেবীকে প্রণাম করিলে, ৺ভবানী পাষাণমূর্তি বিদীর্ণ করিয়া পলায়ন করেন, কারণ দেবী শিবের (কমলাক্ষের) প্রণাম গ্রহণ করিতে পারেন না; সেই সময় কমলাক্ষ ভবিষ্যৎ গৌরলীলায় তাঁহার প্রচারকার্যকালে দেবীকে সাহায্য করিবার জন্য বলেন, এবং সর্বসমক্ষে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করেন বলিয়া লিখিত আছে। ইহার পর তিনি সকলের অলক্ষ্যে আনুমানিক দ্বাদশ বর্ষ বয়সে শান্তিপুরে চলিয়া যান; মতান্তরে, তিনি রাজাকে কৃষ্ণভক্ত করিয়া পিতামাতার সহিত শান্তিপুরে গমন করেন। (১) তৎপরে তাঁহার পিতৃবন্ধুগণের মধ্যে অনেকে নবদ্বীপে গিয়া বাস করেন।

সপ্তম সর্গে সম্মেলন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কুবেরাচার্য ও লাভা দেবী পূর্বলিখিত ঘটনায় দুঃখে মুহ্যমান হইয়া নানারূপে বিলাপ, এবং কোনও রকমে কালযাপন করিতে থাকেন। অন্তর্যামী কমলাক্ষ শান্তিপুর হইতে এ বিষয় অনুমান করিয়া পিতার নিকট ভৃত্যহস্ত দ্বারা পত্র প্রেরণ করেন; মতান্তরে, কুবের স্বপ্নে সমস্ত অবগত হন। অতঃপর কুবের প্রায় দ্বাদশ বৎসর পর পত্নী সহ পুনরায় শান্তিপুরে গমন করেন, এবং পুত্রকে ফুলিয়ার দ্বিজ শান্তাচার্যের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে দেন। (২)

অষ্টম সর্গের বিষয় কুবেরাচার্যের স্বর্গারোহণ-বিবরণ। কমলাক্ষ

(১) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল; অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৭১

(২) অদ্বৈতপ্রকাশ; হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল

শান্তাচার্য বেদান্তবাগীশের নিকট (১) ষড়্‌দর্শন, ভাগবত ও বেদ পাঠ করেন। কেহ বলেন যে, শান্তিপুরের উত্তরে বাবলায় শান্তাচার্য মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন; এবং কমলাক্ষকে এই আশ্রমে যাইতে তখনকার গঙ্গা পার হইতে হইত। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে ঐ স্থান খনন করিতে করিতে যে বৃহৎ নরকঙ্কাল বাহির হয় (২), তাহা শান্তাচার্যের বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে ঐ স্থান শান্ত মুনির পাট বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এবং সেখানে স্তূপীকৃত মৃত্তিকারাশিকে তদীয় আশ্রমের ভগ্নাবশেষ বলিয়াও কথিত হইত। বর্তমানে সে স্থানে 'শ্রীঅদ্বৈতের পাট' হইয়াছে, এবং তাঁহার দারুমূর্তি পূজিত হয়। (৩) শান্তিপথ, শান্তমুনি, শান্তিপুরের ভাগীরথীপ্রবাহ ও ফুলিয়াদির সংস্থান সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, একদা অধ্যাপকের আজ্ঞা পালনে কোন ছাত্র সমর্থ না হওয়ায়, গঙ্গাসংলগ্ন সর্প-কণ্টকপূর্ণ একটি বিল হইতে সুবৃহৎ পদ্মরাজি আনয়ন করিবার কালে কমলাক্ষ নিজ বিভূতি প্রদর্শন করেন বলিয়া লিখিত আছে।

---

(১) পূর্ণবাটী (ফুল্লবাটী)-গ্রাম অধুনা গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত।—শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড (পৃ ১...)। শান্ত ভট্টাচার্য কোনও সময়ে মৌনী ছিলেন বলিয়া, হয়ত, তাঁহাকে শান্তমুনি বলিত। —যুবক,১৩১৫ বৈশাখ। তখন অবশ্য গঙ্গার নির্ঝর দিয়া বাবলা হইতে শীঘ্র ফুলিয়ায় যাওয়া যাইত। "দেখা যাইতেছে যে, ১৪৫৫ খৃস্টাব্দেও (শ্রীঅদ্বৈতের তখন দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম) বঙ্গদেশে ষড়্‌দর্শনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত।"—প্রবাসী, ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২২৬) (২) প্রথম ভাগ (পৃ ৩৫); 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত; শান্তিপুরের আনন্দগোপাল গোস্বামী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গৃহস্থের শবকে দাহ না করিয়া সমাধিস্থ করা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ হয়। (৩) পূর্বে ও নিম্নে দ্রষ্টব্য; প্রথম ভাগ (পৃ ৩০৩-৪)

শুদ্ধচিত্তে যেই জন কৃষ্ণগত হয়।
অষ্টসিদ্ধি আসি' তার লয় পদাশ্রয় ॥ (১)

দুই বৎসরে (২) পাঠ সমাপন করিয়া তিনি 'বেদপঞ্চানন' উপাধি লাভ করিয়া শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করেন। কুবেরাচার্য লাউড় হইতে পুনরায় শান্তিপুরে গমন করেন; এবং প্রায় নবতি (!) বর্ষ বয়সে গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করেন, লাভা দেবীও (স্বামীর প্রায় সমবয়স্কা) সহমৃতা হন। কমলাক্ষ পিতৃমাতৃকৃত্য সমাপন করিয়া অন্ন, বস্ত্র ও ধনাদি দান করেন। বহুকাল পরে শান্তিপুরে বড় শ্যামদাস কমলাক্ষের নিকট পরাভূত ও দীক্ষিত হইয়া দৈবাদেশে তাঁহাকে 'অদ্বৈত' নামে আখ্যাত করেন। (৩)

শ্রীশ্যামদাসাভিধপণ্ডিতস্য
সংস্কারকালে খলু দৈববাচা
অদ্বৈতনাম্না প্রথিতো য এব
তং নৌমি দেবং কমলাক্ষসংজ্ঞং। (৪)

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ, ৩য় অধ্যায় (২) 'ছয় মাস'—হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল'; সেই গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, কমলাক্ষ তৎপরে শান্তিপুরে আসিয়া শাস্ত্র (অবশিষ্ট ?) অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। (৩) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল। জন্মকালে জ্যোতিষী এই 'অদ্বৈত' নামের পূর্বাভাস দেন বলিয়া লিখিত আছে; তার পর ক্রমে 'অদ্বৈত' নাম জনসমাজে প্রচারিত হয়। পরে দ্রষ্টব্য। হরিহরের মিলিত মূর্তি বলিয়াও তাঁহাকে কেহ কেহ 'অদ্বৈত' বলিতেন।—শান্তিপুর, ১৩৩৬, আশ্বিন (পৃ ১২৫) (৪) বাল্যলীলাসূত্রং

শান্তিপুরের ছয় জন আচার্যের (১) মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত এক জন। "শ্রীপাট শান্তিপুর বৈষ্ণবদিগের নিকট গৌরলীলার তিন জন পার্ষদের লীলা বা জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ—যথা, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীহর্ষ ও গোপালাচার্য। ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণলীলায় যথাক্রমে সদাশিব, সুরঙ্গিণী ও গোপালিকা নাম ছিল বলিয়া কথিত আছে।" (২) "শ্রীগৌরাঙ্গগণের অন্তর্গত দ্বাত্রিংশৎ উপমোহন্ত-মধ্যে ছিলেন—১৮শ : শ্রীহর্ষ, ব্রাহ্মণ, পূর্বলীলায় সুরঙ্গিণী সখী, শ্রীগৌরাঙ্গ-শাখা, বাসস্থান শান্তিপুর, শান্তিপুরে ইঁহার কোনও চিহ্নের অভাব ; ১৯শ : গোপাল আচার্য, পূর্বলীলায় গোপালিকা সখী, ইনি শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র ও শাখা, বাসস্থান শান্তিপুর ; ২২শ : যদুনন্দনাচার্য,

---

(১) শ্রীঅদ্বৈত, উদয়ন, বল্লভ, পুষ্করাক্ষ (মতান্তরে, সর্বানন্দ), মহেশ্বর (মহেশ ; মতান্তরে, রূপ) ও মাধব। "বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম গুরুবাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে।......গুরুর প্রতি এই অসাধারণ ভক্তির লীলা চৈতন্যদেব কোথায়ও দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না (!) ; তিনি দেবমন্দির ও তীর্থস্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন। এই গুরুবাদ বৌদ্ধতন্ত্র এবং হিন্দুতন্ত্র উভয় তন্ত্র হইতেই বৈষ্ণবগণ লইয়াছিলেন, ইহার মধ্যে চৈতন্যদেবের কোন প্রেরণা ছিল না। ......অশোক 'সদ্ধর্মের' অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও 'সদ্ধর্ম' প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে 'ধর্মমহামাত্র' (পুরুষ ও স্ত্রী) নিযুক্ত করিতেন। এই স্ত্রীধর্মমহামাত্রগণের ধারাটিও গোস্বামিনীগণ ('মা-গোঁসাই'গণ) বজায় রাখিয়াছেন।"—বৃহৎ বঙ্গ (ভূমিকা, পৃ ৮০, পৃ ৭৭০-১) (২) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৫৫)। অদ্বৈতপুত্র গোপাল ও গোপালাচার্যকে কেহ কেহ পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। মতান্তরে, শ্রীহর্ষ শ্রীকৃষ্ণলীলায় 'সুবেশিনী' ছিলেন ; যদুনাথের 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে শ্রীহর্ষ 'মিশ্র' উপাধিক ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ৩৩,৮৭)

পূর্বলীলায় গৌরকান্তি সখী, অদ্বৈতপ্রভুর শাখা, বাসস্থান ঘাটাল (১); ২৯শ : পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, পূর্বলীলায় আহ্লাদিনী সখী, অদ্বৈতপ্রভুর শাখা, বাসস্থান জয়নগর।" (২)

শ্রীনবদ্বীপ ধামে প্রভুর জন্ম হয়।
কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয় ॥
একচাকা জন্মভূমি খড়দহে বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্যাস ॥
শ্রীঅদ্বৈতের ধাম শান্তিপুরে হয়।
এই পঞ্চ ধাম সবে জানিবে নিশ্চয় ॥ (৩)

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে শ্রীঅদ্বৈতকে প্রায়শই 'আচার্য গোসাঞি'রূপে বর্ণিত করা হইয়াছে।

ভক্তি উপদেশ বিনু নাহি তাঁর কার্য।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত আচার্য' ॥
বৈষ্ণবের গুরু তিঁহো জগতের আর্য।
দুই নাম-মিলনে হৈল 'অদ্বৈত আচার্য' ॥ (৪)
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে ॥ (৫)

বস্তুতই তিনি প্রথম বাঙালী ভক্তিশিক্ষক। তিনি শ্রীচৈতন্য ও প্রাথমিক বৈষ্ণবাচার্যগণের আচার্য ও শিক্ষাগুরু, এবং দাক্ষিণাত্য হইতে শুদ্ধাভক্তির

(১) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (২) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ (পৃ ২৫৬) (৩) অভিরাম দাস—পাটপর্যটন; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৮; অমূল্যধন রায় ভট্ট—দ্বাদশগোপাল (পৃ ১৪) (৪) চৈতন্য-চরিতামৃত, আদিলীলা, ৬।২৮-৯ (৫) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১।১৩,৬।৫

বীজ আনয়ন করিয়া নবদ্বীপে ও শান্তিপুরে বপন করেন, ইহা ক্রমে মহামহীরুহে পরিণত হয়। তাঁহাকে অবতারের পর্যায়েও উন্নীত করা হয়—এ বিষয়ে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। সেইজন্য দেখা যায় যে, তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণিত ঘটনানিচয় ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক স্থলে অলৌকিকরূপে অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু সাধারণ পাঠক সেগুলির সত্যতা বা সম্ভাব্যতা যেন বিচারশক্তি প্রয়োগের দ্বারা নির্ণয় করেন।

শ্রীধাম শান্তিপুরের কোন্ অংশে অদ্বৈতাচার্যের বাসস্থান ('উপকারিকা') ছিল সে সম্বন্ধে পূর্বে (১) ইঙ্গিত করা হইয়াছে। নরসিংহ নাড়িয়াল শান্তিপুরের দক্ষিণাংশে গঙ্গাতীরে বাটী নির্মাণ করেন। শান্তিপুরের বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড-রোডের দক্ষিণে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ ও অর্ধ মাইল বিস্তৃত স্থান (যেখানে এখন 'বাঁওড়' বা গঙ্গার খাত আছে) তখন নগরের সীমাভুক্ত ছিল, এবং তার পরেই ('কুতোর বিলের' পরে, কিয়দ্দূরে পূর্বকালে 'মনসাদহ ছিল) নদী ছিল। মতিগঞ্জের পুলের কিঞ্চিদ্দূরে দক্ষিণ-পূর্বধারে 'অদ্বৈত-টিবি' নামে পরিচিত স্থানে শ্রীঅদ্বৈতের বসতবাটী ও মন্দির ছিল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে উক্ত মন্দিরাদি (ভগ্নাবশেষ) পূজারী বাবাজীসমেত গঙ্গার ভিতর বসিয়া যায়। এ ঘটনা শান্তিপুরের পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র গোস্বামীর পিতামহের শিষ্য যশোহর-গোপালগ্রামের দীপচাঁদ ঘোষ স্বয়ং দেখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। লোকপরম্পরায়ও এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর

(১) কিঞ্চিৎ অগ্রে এবং প্রথম ভাগে (পৃ ৩৩-৬, ৩০৩-৪)। "শান্তিপুরে ইঁহার রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকার নাম ছিল 'উপকারিকা'; ইনি যেরূপ পণ্ডিত তেমনি ধনশালী হইয়াছিলেন।"—শিক্ষা-ভারতী, ৭ম খণ্ড (পৃ ২৭০৫); দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭১০)। এ সম্বন্ধে পরেও কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

পূর্বে উক্ত স্থান (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পাঁজার পশ্চিমে অবস্থিত) খননানন্তর প্রাপ্ত দ্রব্যের মধ্যে একখানি কালো পাথরের টালি বড়-গোস্বামীপাড়ার রামতারণ ভট্টাচার্য লইয়া যান, এবং একখানা হাওদার তবক (নিম্নাংশ) সংস্কৃত হইয়া চাকফেরা-গোস্বামীবাটীতে রক্ষিত হইয়াছে। (১) ১২৩০ সালের বন্যায় স্ট্র্যাণ্ড-রোডের দক্ষিণস্থ উক্ত সমগ্র অংশ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়, এবং স্থানত্যাগী অধিবাসীদের লইয়া নূতন-গ্রাম বা নূতন-পাড়া বাউইগাছী, ইত্যাদি স্থানের পত্তন হয়। প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, বন্যায় ভাগীরথী ও শান্তিপুরের সংস্থান অনেকবার পরিবর্তিত হয়। "নদীয়া-জেলায় ১৮৭১ খৃস্টাব্দের বন্যা ১৮০১ খৃস্টাব্দ হইতে যত বন্যা হয় তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি করে, এমন কি, ইহা ১৮০১ খৃস্টাব্দের বন্যা অপেক্ষাও ভীষণতর হয়।" (২) পূর্বের ক্রমপরিবর্তনের সমগ্র বিবরণ পাওয়া যায় না। এখনও এই পরিবর্তন চলিতেছে। (৩) বাং ১২৭৫, ১২৯২ ও ১৩০৬ সালের বন্যায়ও

(১) ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ—শ্রীধাম শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের বাসস্থান নির্ণয় [বঙ্গরত্ন, ২৭।১, ৩১।২, ৭।৩।১৩৪৪ ; বয়ন, ১৯৩৮ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২য় সংখ্যা ; অবতার, ১৭।৭।১৩৪৫ ;—জীবশিব-মিসন-পত্রিকা, ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ (পৃ ১৯) ;—Amrita Bazar Patrika, 19-11-1938]। বাণীকণ্ঠ মহাশয় বিশিষ্ট কতিপয় শান্তি-পুরবাসীসহ পত্তনিদার মন্মথনাথ পাল চৌধুরীর নিকট শ্রীঅদ্বৈত-স্তম্ভ স্থাপনার্থ আবেদন পর্যন্ত করেন। আচার্যের বাস যে শান্তিপুরের দক্ষিণাংশেই ছিল এ বিষয়ের সমর্থক আরও অনেক যুক্তি বাণীকণ্ঠ মহাশয়ের সপক্ষে আছে ; সেগুলি তিনি তাঁহার পুস্তিকাদ্বয়-প্রকাশের পরে সংগ্রহ করিয়াছেন। (২) Hunter—Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., vol. II (1875) (৩) প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শান্তিপুরের ক্ষতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। "৩২।৪।১২৭৫ সালের বন্যায় স্থানীয় লোকেরা হাটখোলা-গোস্বামীদের রথে উঠিয়া প্রাণরক্ষা করে।" (১) হার্ডিঞ্জ-পুল হওয়ার পর হইতে শান্তিপুর-অঞ্চলে ঘন ঘন বন্যা হইতেছে। ১৩৪৫ সালের বন্যায় শান্তিপুর ও নিকটবর্তী গ্রাম-সমূহের সমূহ দুরবস্থা হয়। (২) পুনরায় ১৩৪৬ সালে ঐ অঞ্চলে ধ্বংসকর বন্যা হয়; এবং এঞ্জিনীয়ার জগদীশচন্দ্র মৈত্রকে সভাপতি করিয়া (কলিকাতা-কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র রাণাঘাটের সুসন্তান মন্ত্রী মাননীয় সন্তোষ-কুমার বসু সে সময়ে শান্তিপুরে আসেন) 'শান্তিপুর-স্বেচ্ছাবাহিনী-বন্যা-সাহায্য-ভাণ্ডার' স্থাপিত হয়। (৩) "এই (পূর্বলিখিত) সময়ে শান্তিপুরের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে গঙ্গা (৪) প্রবাহিত ছিল।...... শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে এক প্রশস্ত তুলসী-পিণ্ডি নির্মিত করিলেন।......ফুল্লবাটী অদ্বৈতচন্দ্রের পুষ্পবাটিকাস্বরূপ হইল।" (৫) শান্তিপুরের উত্তর-পূর্বদিকে এখনও 'নির্ঝরের' খাত দৃষ্ট হয়; ঐ স্থানে মূল গঙ্গা প্রবাহিতা ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং কোন কোন পণ্ডিত গোস্বামী ও ভক্তগণ বাবলায় শ্রীঅদ্বৈতের বাসস্থান ছিল এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন ও আছেন। (৬) বাবলায় শ্রীঅদ্বৈতের দ্বিতীয় বাটী বা ভজনস্থান থাকা সম্ভব হইলে দুই মতের সামঞ্জস্যবিধান হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা আপাতত অনুমান মাত্র। "সম্প্রতি বর্তমান শান্তিপুরের ঈশানকোণে বাবলা নামক স্থানে

(১) সোমপ্রকাশ, ১।৫।১২৮৭ (২) যুবক, ১৩৪৫ ভাদ্র (পৃ ২৯) (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩২।৪।১৩৪৬ (৪) বর্তমানে অনেক দূর পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রবাহিত। এ সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থের যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। (৫) অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ১৪৩-৫)। ফুলিয়ায় শাস্তাচার্য, শ্রীঅদ্বৈত, কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া ও ব্রহ্ম হরিদাসের সংস্পর্শ ছিল। (৬) প্রথম ভাগ (পৃ ৩৩-৬)

একটি শ্রীসীতানাথমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিদেশী দর্শনার্থীগণ (১) অজ্ঞতাবশত ঐ শ্রীমূর্তিকেই আদি মূর্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমরা ঐ মূর্তি-প্রতিষ্ঠা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। উহা জনৈক বঙ্গদেশীয় রামাৎ বৈষ্ণব কর্তৃক স্থাপিত। তবে বাবলা-গ্রামটি পূর্বে গঙ্গাতীরেই অবস্থিত ছিল, ঐ স্থানটি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভজনস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ; উহা যে দর্শনযোগ্য স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনুমান ৬০।৬৫ বর্ষ পূর্বে বড়-গোস্বামী-প্রভুদিগের বাটীর রাধাবল্লভ গোস্বামী-প্রভু এই স্থানে একটি শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিবেন বলিয়া রাজমিস্ত্রী দ্বারা কার্য আরম্ভ করেন। পরে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অতি বিস্ময়কর ঘটনাসকল প্রত্যক্ষ করিয়া নিরস্ত হন।" (২)। বর্তমান অদ্বৈতমন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত একটি ইষ্টকনির্মিত বেদী চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের বিশ্রামস্থল বলিয়া খ্যাত আছে। কিন্তু সেখানকার সেবায়েত 'জ'টে বাবা' মৃত্তিকাময় বেদী নির্মাণ করিয়া তদুপরি বসিয়া মালা জপ করিতেন—ইহা কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; এবং ঐ বেদী তাঁহার অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পরে পাকাভাবে (ইন্দারা সহ) নির্মিত হয়।

এখানে শ্রীঅদ্বৈতের জীবনী সম্বন্ধীয় আর একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ ('অদ্বৈতপ্রকাশ') এবং তাহার গ্রন্থকার ঈশান দাস বা নাগর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। দক্ষিণ ভারতের নাগর-বংশীয়েরা, হয়ত,

---

(১) বিস্তর মণিপুরী প্রতি বৎসর শান্তিপুরে প্রধানত অদ্বৈতাশ্রম দেখিবার জন্যই শান্তিপুরে আসে। তাহারা উক্ত আশ্রমকে 'বন-সীতানাথের' আশ্রম বলে। (২) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ (পৃ ৪৬০......, —লেখক শান্তিপুর-সন্তান কালিদাস নাথ)। এই শ্রীঅদ্বৈতপাটের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।—বসুমতী, ১৩৩৫ ভাদ্র (পৃ ৮১২) ; যুবক, ১৩৪৬ শ্রাবণ (পৃ ১৯) ; কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী : সদ্‌গুরুসঙ্গ, ৩য় খণ্ড

তাঁহার পূর্বপুরুষ ছিলেন। (১) ঈশান শ্রীহট্টের নবগ্রামে পদ্মনাভ চক্রবর্তীর (শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় রাঢ়ী সিদ্ধ শ্রোত্রিয়) ঔরসে ১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতাচার্য পূর্বেই শান্তিপুরে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পঞ্চম বৎসরে ঈশানের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহার জননী পদ্মমণি দারিদ্র্যহেতু তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাস্নানের যাত্রীসহ শান্তিপুরে গমন করেন (২); সেই দিন অদ্বৈততনয় অচ্যুতানন্দের বিদ্যারম্ভ হয়। ঈশান ও অচ্যুত এক সঙ্গেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মাতা ও পুত্র উভয়েই অদ্বৈতাচার্যের নিকট দীক্ষিত হন। ঈশান ক্রমে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি শান্তিপুরে ও বাহিরে প্রায়ই গুরুর সঙ্গীরূপে থাকিতেন। অদ্বৈতাচার্য অপ্রকট হওয়ার পূর্বে ঈশানকে শ্রীহট্টে যাইয়া গৌরনাম প্রচার করিতে বলেন, এবং তদনুসারে তথায় সীতা দেবীর শিষ্য জগদানন্দ রায়ের সহিত যাইবার সময় বিধবা সীতা দেবীও তাঁহাকে বিবাহ করিতে ও অদ্বৈতমহিমাত্মক গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি রায়ঘর-তেওথা (গোপালপুর)-গ্রামে গিয়া ৭০ [৬০ (৩)] বৎসর

(১) সতীশচন্দ্র মিত্র—অদ্বৈতপ্রকাশ (ভূমিকা)। "আমাদের অনুমান হয় যে, গুজরাটের নাগর-ব্রাহ্মণেরা আদিকালে বাঙালী ছিলেন।……সুঙ্গ ও গুপ্ত-রাজগণের সময় নাগর-ব্রাহ্মণেরা বাংলায় ছিলেন—খৃস্টীয় পঞ্চ শতাব্দী পর্যন্ত। তার পর তাঁহারা বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রতি বিদ্বেষবশত দেশত্যাগী হইয়া গুজরাট এবং অন্যান্য প্রদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হন।……তখন যে সকল নাগর-ব্রাহ্মণ স্বদেশে ছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধাচারী হইয়া পতিত হন এবং নিম্নতর জাতির সঙ্গে মিশিয়া যান।"—বৃহৎ বঙ্গ (ভূমিকা—পৃ ৩৵০-৩৶০, ৭১) (২) প্রথম ভাগ (পৃ ১৭৮); মতান্তরে, অদ্বৈতাচার্যসহ। (৩) সতীশচন্দ্র মিত্র—অদ্বৈতপ্রকাশ (ভূমিকা, পৃ ।৶০)

বয়সে গান্ধাইল-গ্রামের নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিন পুত্র (পুরুষোত্তম, হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ—ইঁহাদের 'ঠাকুর' উপাধি) লাভ করেন। (১) এই গ্রামের রাজপরিবারগণ ও বাগচী মহাশয়েরা তাঁহাদের শিষ্য। ১৭৪৪ খৃস্টাব্দে খাসিয়াগণ লাউড় ধ্বংস করিবার পূর্বে (২) ঈশানের বংশধরগণ পলায়নপূর্বক গোয়ালন্দের নিকটবর্তী ঢাকা-জেলার ঝাকপাল-গ্রামে (৩) গিয়া বাস করেন; এখনও সেখানে তদ্বংশীয়গণ বর্তমান। পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র নিমানন্দ হায়দরপুরের বিশ্বাস-শিষ্যগণের ভূসম্পত্তি পাইয়া সেখানে গিয়া বাস করেন। (৪) পুরুষোত্তম, তৎপুত্র রামনাথ এবং অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র উদয়চাঁদ উচ্চ সাধক ছিলেন; পুরুষোত্তমের সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁহারা 'গোস্বামী' এবং 'নাগরাদ্বৈত'-পরিবার আখ্যায় অভিহিত হন; অদ্বৈতাচার্যের নিজ বংশীয় শিষ্যগণ 'সীতাদ্বৈত-পরিবার' নামে আখ্যাত হন। (৫)

ঈশান শান্তিপুরে প্রায় ৬০।৭০ বৎসর ছিলেন। অনুমান হয়, তিনি টহলদারী বা ভোগ-রন্ধনের আয়োজন ও তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তিনি লাউড়ে গিয়া ১৪৯০ শকে পদ্যে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে

---

(১) সতীশচন্দ্র মিত্র—অদ্বৈতপ্রকাশ (ভূমিকা, পৃ ৷৷৵০—বংশতালিকা); অমূল্যধন রায় ভট্ট—বৈষ্ণব চরিতাভিধান, ১ম খণ্ড (ঈশানের বংশলতা) (২) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৩) এখানে নবাবের প্রদত্ত জমি ঈশান পুরুষোত্তমের নামে লিখাইয়া লন—ইহাকে 'পুরুষোত্তম-তালুক' বলে।—সতীশচন্দ্র মিত্র: অদ্বৈতপ্রকাশ (ভূমিকা, পৃ ।৵০)। পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গে পুরুষোত্তমের বহু শিষ্য হয়; সুতরাং ঈশানের বংশধরগণ অন্তত পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত (১৭৪৪ খৃ) শ্রীহট্টে ছিলেন একথা ঠিক নহে।—পূর্বলিখিত গ্রন্থের ভূমিকা (পৃ ৷৷৵০) (৪) অদ্বৈতপ্রকাশ (ভূমিকা, পৃ ।৵০) (৫) অদ্বৈতপ্রকাশ (ভূমিকা, পৃ ৷৷৵০)

বিবৃত অধিকাংশ ঘটনাই ঈশান স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন; এবং অন্যান্য উপাদান 'বাল্যলীলাসূত্রং', অদ্বৈতশিষ্য কৃষ্ণদাস (১), পদ্মনাভ চক্রবর্তী (প্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর পিতা), বড় শ্যামদাস আচার্য, নিত্যানন্দ-প্রভু, অচ্যুত ও সীতা দেবী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে করচা বা সূত্রাকারে ঘটনার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। ঢাকা-উথলির অদ্বৈতবংশীয় শ্রীনাথ গোস্বামী লাউড় হইতে ইহার প্রাচীন পুথির প্রতিলিপি করিয়া তাহার সংশোধনাদি করিয়াছিলেন; তাঁহার অনুজ মধুসূদন গোস্বামী তাহার একখানি নকল শান্তিপুরের রাধিকানাথ গোস্বামীকে প্রেরণ করেন; শিশিরকুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-কার্যালয় হইতে ৪১২ চৈতন্যাব্দে শ্রীনাথ গোস্বামীর সম্পাদনায় অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির (এই 'তত্ত্বনিধি' উপাধি রাধিকানাথ-প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত) ভূমিকাসহ ইহা প্রকাশিত হয়, পরে ইহার তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত হয়। সতীশচন্দ্র মিত্র ১৩৩৩ সালে এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন। ইহাতে শান্তিপুরে গৌরাঙ্গলীলা, ভক্তসমাগম, হরিদাস ঠাকুর, সীতা দেবীর বিষয়, ইত্যাদিও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বৈষ্ণবসমাজে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া আদৃত। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কতিপয় অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশের জন্য ঐতিহাসিকভাবে ইহাকে বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন না। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—"অদ্বৈতাচার্য ১৪৩৩ (?) খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৫৫৭ খৃস্টাব্দে তিরোহিত হন, এই পুস্তক হইতে ইহা জানা গেল। কয়েক জন পণ্ডিত সন্দিহান হইয়া এই তারিখগুলি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস কতকটা টলিয়াছে।...অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে বিদ্যাপতির দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল, একথা 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায়

(১) নিম্নে দ্রষ্টব্য

নাই।...১৫৬০ (?) খৃস্টাব্দে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হয়।" (১) "অদ্বৈতপ্রকাশ যে কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত, জোর করিয়া ইহা বলা যায় না। তবে যে পাঁচটি প্রধান কারণে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলাম।" (২) এই গ্রন্থোক্ত শান্তিপুরে চৈতন্যদেবের অধ্যয়নাদির বিষয় পূর্বে (৩) লিখিত হইয়াছে।

ঈশান পুরীতে (৪) এক দিন শ্রীঅদ্বৈতের আদেশে চৈতন্যদেবের পাদ প্রক্ষালন করিতে অগ্রসর হইলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া বারণ করেন; ঈশান তখনই উপবীত ছিন্ন করিয়া ফেলেন; মহাপ্রভু কাঁদিতে থাকেন, এবং তাঁহাকে পাদ প্রক্ষালন করিতে দেন; শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে পুনরায় উপবীত প্রদান করেন। (৫) দীনেশবাবুর 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে' 'অদ্বৈতপ্রকাশ' উদ্ধৃত হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর (নরহরি দাসকৃত), ইত্যাদি গ্রন্থে ঈশানের উল্লেখ আছে। (৬) কোন কোন স্থানে ঈশানের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। (৭)

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক); Chaitanya and his Age (p. 16) (২) বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৪৬...) (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৭৮) (৪) মতান্তরে, শান্তিপুরে। শ্রীঅদ্বৈতের পাদসেবন করিতে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে এরূপও লিখিত আছে। (৫) অদ্বৈতপ্রকাশ, ১৮শ অধ্যায় (৬) বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক); উপেন্দ্রচন্দ্র মুখো—চরিতাভিধান (২য় সংস্ক); শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক অংশ: ঈশান নাগর); সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর; মুরারিলাল অধিকারী—বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী (২য় সংস্ক); হরিলাল চট্ট—বৈষ্ণব ইতিহাস (পৃ ৯৭); বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৩ মাঘ (পৃ ২৪৯); বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ১১৬, ৩৭৭), ৮ম বর্ষ (পৃ ২৭৩, ৪০৩, ৪৪৮, ৫০৬); ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ ফাল্গুন (পৃ ৩৮৭) (৭) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭।৪।৪৭

হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। হরিচরণ (শ্রীহট্টবাসী) অচ্যুতানন্দের শিষ্য ছিলেন। আচার্যের শেষ জীবনের সহিতই তদীয় পুত্র ও শিষ্যগণ পরিচিত ছিলেন। শান্তিপুরাগত বিজয়পুরীর (১) নিকট হইতে আচার্যের পূর্ব জীবন সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইয়া হরিচরণ উক্ত গ্রন্থ লিখেন। আচার্যের তিরোধানের অল্পকাল পরেই ১৫৭২ খৃস্টাব্দে (২) অচ্যুতানন্দের আদেশে ও তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থ রচিত হয়। (৩) ইহাতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ এবং রাঢ়দেশ-ভ্রমণানন্তর শান্তিপুরে জলকেলি ও দানলীলা (৪)-অভিনয় পর্যন্ত বর্ণিত আছে; পূর্বপ্রকাশিত (১৪৯৪ শকে) চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া অবশিষ্টাংশের বিবরণ 'অদ্বৈতমঙ্গলে' লিখিত হয় নাই। সুতরাং, এই গ্রন্থ আনুমানিক ১৪৯৫ শকে রচিত হওয়া সম্ভব। এই গ্রন্থে ২৩শ সংখ্যানে আচার্যের পাঁচটি লীলা বর্ণিত হইয়াছে—বাল্যলীলায় জন্ম; পৌগণ্ডলীলায় শান্তিপুরে আগমন; কৈশোরলীলায় তীর্থপর্যটন, বৃন্দাবন-গমন, মদনগোপাল-প্রতিষ্ঠা, ভক্তিশাস্ত্রব্যাখ্যা, দিগ্বিজয়ীজয় ও 'অদ্বৈত'-নামপ্রকাশ; যৌবনলীলায় শান্তিপুরে বাস ও তপস্যা; বৃদ্ধলীলায় বিবাহ, নিত্যানন্দপ্রভু ও মহাপ্রভুর অবতারত্বগ্রহণ, শান্তিপুরে বিবিধ লীলা ও পুত্রাদির জন্ম। ১৭১৩ শকে নরসিংহ দেবশর্মা কর্তৃক লিখিত একখানি হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল'-পুথি পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ভাষা সরল নহে, প্রায়ই মিত্রাক্ষর ছন্দ ও নিয়ম ভঙ্গ দেখা যায়, এবং ইহাতে বিশেষ কবিত্ব নাই। (৫) এই গ্রন্থে শান্তিপুরের এইরূপ বর্ণনা আছে।—

(১) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (২) বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী (পৃ ১২১); বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক) (৩) ইহাতে কৃষ্ণদাস লাউড়িয়ার করচার সাহায্য এবং শ্রীঅদ্বৈতের অন্যতম মুখ্য শিষ্য শ্রীনাথ আচার্যের তত্ত্বাবধানও ছিল। (৪) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮৫) (৫) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৩ মাঘ (পৃ ২৫৫); বঙ্গশ্রী, ১৩৪১ মাঘ (পৃ ৩৯-৪২)

শান্তিপুর গ্রাম বন্দিএ যতনে।
তাহাতে প্রভুর লীলা হয় রাত্র-দিনে॥
চারি ক্রোশ শান্তিপুর গঙ্গা দুই পাশে।
বন্দনের শ্রেণী সব গঙ্গাতে ভাল ভা(বা)সে॥
নারিকেল দুই পাশে জঙ্গল সারি সারি।
অনুত্তম বৃক্ষ মধ্যে তাহাতে আচারি॥
খর্জ্জুর-তলাতে হয় ছায়া মনোহর।
রত্নে রুচির যেন হয় কলেবর॥
বিপ্র সব বসি' করে প্রভুরে বেষ্টিত।
বড় বড় তপস্বী প্রাচীন বিদিত॥
গ্রীষ্মকালেতে সব শান্তিপুর-নিকটে।
সন্ধ্যার সময়ে সবে বৈসে যাইয়া তটে॥ (১)

কেহ বলেন যে, 'অদ্বৈতমঙ্গলে' নানা অসম্ভব ও প্রমাণবিরুদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং, উহা শ্রীচৈতন্যের কোন সমসাময়িক ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হয় নাই, উহা মাত্র ২০০।২৫০ বৎসরের প্রাচীন হওয়া অসম্ভব নহে; এবং গ্রন্থকার হরিচরণ চৈতন্যচরিতামৃতোক্ত (২) অদ্বৈত-শাখার ভক্ত নহেন। ইহাতে ভ্রমাত্মক অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিত আছে।—(অ) নিত্যানন্দপ্রভুর জন্ম হইলে হাড়াই পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যকে শান্তিপুর হইতে একচাকা-গ্রামে লইয়া যান; (আ) নিত্যানন্দপ্রভু মাতাপিতার মৃত্যুর পর উদ্ধারণ দত্তের সহিত তীর্থভ্রমণে যান; (ই) জগন্নাথ মিশ্রের অষ্টম পুত্র শ্রীচৈতন্য, এবং ইনি বিশ্বরূপ

(১) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (পৃ ১২৬৪) (২) আদিলীলা, ১২।৬৪

সন্ন্যাস লইবার পর জন্মগ্রহণ করেন (১); (ঈ) শ্রীঅদ্বৈতের সাত দিন হুঙ্কারের পর বৃন্দাবনের তুলসী গঙ্গার জলে ভাসিয়া আসে,—তাহার অর্ধেক শচীদেবীকে ও অর্ধেক সীতাদেবীকে খাওয়াইবার পর যথাক্রমে নিমাই ও অচ্যুত জন্মগ্রহণ করেন; (উ) শ্রীঅদ্বৈত শচীদেবীকে কৃষ্ণমন্ত্র দেন (২); (ঊ) অচ্যুত সীতাদেবীর শিষ্য; (ঋ) সন্ন্যাসের পর (?) শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্যের পূর্বোক্ত দানলীলা (বা দানলীলাযুক্ত নৌকাবিলাসলীলা) (৩) হয়; (ৠ) সাড়ে সাত শত বৎসর (৪) অদ্বৈতপ্রভুর লীলাকাল। (৫)

(১) লোচনদাসও 'চৈতন্যমঙ্গলে' চৈতন্যকে অষ্টম গর্ভের সন্তান বলিতে চাহিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত 'করচা'য় বলেন যে, শচীদেবীর আটটি কন্যা মারা যাওয়ার ও বিশ্বরূপের জন্ম হওয়ার পর বিশ্বম্ভর জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরদাস 'চৈতন্যভাগবতে' (উড়িয়া) লিখিয়াছেন যে, শচীদেবীর পাঁচ পুত্রের মৃত্যুর পর চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২৬৯, ৫৩০)। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনও মুরারির মত মানিয়াছেন।—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৯৮) (২) শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, 'যে আইর চরণ-ধূলির আমি পাত্র। সে আইর প্রভাব না জানি তিলমাত্র ॥' —চৈতন্যভাগবতে (মধ্যখণ্ড, ২২।৪০) এরূপও আছে। 'অদ্বৈতপ্রকাশে' লিখিত আছে যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রণাম করায় আট বার শচীদেবীর গর্ভ নষ্ট হয়; শেষে ইনি আচার্যের নিকট মন্ত্র লইলে, বিশ্বরূপের জন্ম হয়। গোবিন্দদেবের 'গৌরকৃষ্ণোদয়' (উড়িয়া) গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জন্মের পর বিশ্বম্ভর তিন দিন স্তন্য পান না করিলে, অদ্বৈতাচার্য আসিয়া শচীদেবীকে দীক্ষিত করায় শিশু স্তন্য পান করে। (পরে দ্রষ্টব্য।)— শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৫০, ৫৩৮) (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮৫) (৪) ১০৭॥ বর্ষ : ১৩৫৭-১৪৬৫ শক।—বিষ্ণুপ্রিয়া, ৯ম বর্ষ (পৃ ৩৬)। 'সওয়া শত বর্ষ'—অদ্বৈতপ্রকাশ। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৭৩)। 'সশতার্ধসপ্তশতং বর্ষাণাং ভুবিহারকঃ'।—রূপগোস্বামীকৃত 'বৈষ্ণববন্দনা' নামক শ্রীঅদ্বৈত-স্তোত্র (৫) প্রবর্তক, ১৩৪৪ চৈত্র (পৃ ৫৯৪); শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৬৫)

অদ্বৈতাচার্যের জীবনী সম্বন্ধীয় আধুনিক গ্রন্থগুলির মধ্যে বীরেশ্বর প্রামাণিকের 'অদ্বৈতবিলাস' (১) মূল্যবান্ গ্রন্থ। "কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বৃন্দাবনদাস ('চৈতন্যভাগবতে') অদ্বৈতপ্রভুর নিকট কোন কোন কথা শুনিয়াছিলেন। (২) কিন্তু যেভাবে অদ্বৈতের কথা গ্রন্থমধ্যে আছে তাহাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।" (৩) আচার্যের বিবরণ বা উল্লেখ যে সব গ্রন্থাদিতে আছে তাহার সংখ্যা সুবিশাল। (৪) এই গ্রন্থে আচার্যের জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে।

নিম্নে অদ্বৈতাচার্যের অধস্তন পুরুষগণের বংশলতার একদেশ প্রদত্ত হইল। পরে প্রত্যেক শাখার আলোচনায় তদন্তর্গত ব্যক্তিগণের কথাও কিছু কিছু থাকিল। প্রধানত প্রসিদ্ধ শান্তিপুর-সন্তানগণের প্রসঙ্গই আলোচিত হইল। এই বংশতালিকান্তর্গত ব্যক্তির ভিতর অচ্যুতানন্দ, গোপাল, রূপ ও জগদীশ চিরকুমার ছিলেন; বলরামের পুত্রগণের মধ্যে নং ১ প্রথমা পত্নীর, নং ২-৪ দ্বিতীয়া পত্নীর, নং ৬-৮ তৃতীয়া পত্নীর, এবং নং ৯, ১০ চতুর্থা পত্নীর গর্ভজাত; বলরামের পুত্রগণের নাম ও ক্রম সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় (৫),—'নরোত্তম' বলিয়া তাঁহার দশ পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ১৭৩, ৩০৫)। "নরহরি দাসের 'অদ্বৈতবিলাস' বীরেশ্বর প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।"—সাহিত্য, ১৩১১ (পৃ ২৩৫); সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৩৭৩)। কিন্তু বীরেশ্বরবাবুর গ্রন্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (২) বঙ্গশ্রী, ১৩৪১ আশ্বিন (পৃ ৩২৬) (৩) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ১৯৩) (৪) পরে দ্রষ্টব্য। (৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ২য় অংশ (পৃ ২৮০); সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ৩০৭)

শান্তিপুরের আউলিয়া-গোস্বামিগৃহে রক্ষিত বংশলতায় উক্ত পুত্রগণের নাম যথাক্রমে এইরূপ লিখিত আছে: মধুসূদন, বাসুদেব, কামদেব, গোপীরমণ, মথুরেশ, দৈবকীনন্দন, নিত্যানন্দ, পূর্ণানন্দ, কুমুদানন্দ, রমাকান্ত। (১)

(১) নিম্নলিখিত বংশলতার দোলগোবিন্দ সম্বন্ধে পরে, এবং আতাবুনিয়া-গোস্বামিগণ সম্বন্ধে 'প্রথম ভাগে' বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী
অচ্যুতানন্দ
কৃষ্ণ মিশ্র
গোপাল
বলরাম
রূপ (স্বরূপ)
জগদীশ
রঘুনাথ চক্রবর্তী (সার্বভৌম)
গোবিন্দরাম বা দোলগোবিন্দ চক্রবর্তী (তর্কাচার্য ; শিবালয়, উথলি, ঢাকা, নটাখোলা)
যাদবেন্দ্র (মদনগোপাল-গোস্বামিশাখা)
১ মধুসূদন (গোস্বামী ভট্টাচার্য-শাখা)
২ গোপীরমণ (মালমপাড়া, যশোহর-জেলা)
৩ বাসুদেব (পূর্ববঙ্গ— ছাওয়ালভাসী, মৃজাপুর, বাহাদুরপুর)
৪ কামদেব [নদীয়াজেলার (?) বাহাদুরপুর, শ্যামপুর (রামপুর), বগুড়া-সেরপুর ; বংশধর সীতানাথ বৃন্দাবনবাসী]
৫ রমাকান্ত বা রামানন্দ (ঘোপের হাট —ঘোপের ঘাট ?)
৬ মথুরেশ চক্রবর্তী (প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক) (পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
৭ দৈবকীনন্দন [আতাবুনিয়া বা বকুল-তলাগোস্বামিশাখা]
৮ নিত্যানন্দ [পূর্ববঙ্গ (?)—বাহাদুরপুর ; মেহেরপুর]
৯ পূর্ণানন্দ (মৃজাপুর)
১০ কুমুদানন্দ (আউলিয়া বা পাগলা-গোস্বামিশাখা)

মথুরেশ চক্রবর্তী (পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

রাঘবেন্দ্র
(বড়গোস্বামিশাখা)

ঘনশ্যাম
(মধ্যম, মঠো বা হাটখোলা-গোস্বামি-শাখা)

রামেশ্বর চক্রবর্তী (ছোট বা চাক্‌ফেরা-গোস্বামিশাখা)

রামকৃষ্ণ   হরিদেব   গোপাল   কেশব   সন্তোষ (বাঁশবুনিয়া-উপশাখা)

অদ্বৈতাচার্যের বংশধরেরা "প্রধানত শান্তিপুর, শিবালয় ও উথলি-গ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের শাখাপ্রশাখা ঢাকা, ময়মনসিংহ, কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, ইত্যাদি স্থলে বিস্তৃত হইয়াছে। দোলগোবিন্দকে ঈশান নাগরের বংশধর শান্তিপুর হইতে শিবালয়ে আনেন। তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রত্নেশ্বর নাটোরে ব্রহ্মোত্তর-জমি পাইয়া ঢাকা-জেলার মাণিকগঞ্জ-মহকুমার উথলিতে (১) বাস করেন। দোলগোবিন্দের এক শাখা শিবালয়ে এবং দুই শাখা উথলিতে আছে। উথলিতে উত্তরপাড়ায় ও দক্ষিণপাড়ায় দুই (?) দল। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ পাড়ায় বিগ্রহ আছে। রত্নেশ্বর-পৌত্র রামচন্দ্র হইতে মধ্যপাড়ার বড়-আটানী এবং লক্ষ্মীনারায়ণ হইতে মধ্যপাড়ার ছোট-আটানী ঘর হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ নবকিশোর হইতে কাটোয়ার বড় প্রভু ও ছোট প্রভুর ঘর হইয়াছে। (২) উথলিতে

(১) নদীয়া ও শ্রীহট্ট জেলায়ও উথলি-গ্রাম আছে। (২) নিম্নে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ মিশ্রের ধারায় বর্তমান ২৬ ঘর হইয়াছে। এই বংশের পঞ্চম দোল-পর্ব (তিন দিন ধরিয়া হয়) পূর্ববঙ্গে বিখ্যাত। দোলমঞ্চ তিনটি সুবৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ।" (১) পাবনা-জেলার স্থল, ইড়াল ও বাহাদুরপুর, ফরিদপুর-জেলার ঘোপের ঘাট (যশোহরের ?), আশাপুর ও গোপালপুর, ঢাকা-জেলার নটাকো(খো)লা, যশোহর-জেলার তেঘরী, গড়ুইটুপি ও মালমপাড়া, এবং নদীয়া-জেলার কুমারখালি ও মেহেরপুরের গোস্বামিবর্গ অদ্বৈতসন্তান বলিয়া পরিচিত। (২) "গণকর, মৃজাপুর, মালদহ-জিকাবাড়ী, নদীয়া-মহিষাডেরা, জামদিয়া, চণ্ডীপুর, দামুকদিয়া, কাটোয়া" (৩), নবদ্বীপ (৪), বৃন্দাবন, কাশী, ইত্যাদি নানা স্থানে এই বংশের বিস্তৃতি হইয়াছে। ফরিদপুর-জেলার বহরপুর ও ধূলোট-বাগদুল-গ্রামেও অদ্বৈতবংশীয়গণ বর্তমান আছেন।

কৃষ্ণ মিশ্রের এক পুত্র রঘুনাথের বংশ শান্তিপুরে মদনগোপাল-পাড়ায়, গণকরে, মৃজাপুরে ও কুমারখালিতে আছেন; এবং অন্য পুত্র দোলগোবিন্দের তিন পুত্র—চাঁদ, কন্দর্প ও গোপীনাথ। কন্দর্পের বংশ মালদহ-জিকাবাড়ীতে আছেন। গোপীনাথের তিন পুত্র—শ্রীবল্লভ, প্রাণবল্লভ ও কেশব। শ্রীবল্লভের বংশ মাশিয়াডারা (মহিষাডেরা), দামুকদিয়া ও চণ্ডীপুরাদি স্থানে আছেন। শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণ হইতে মাশিয়াডারার বংশ-ধারা, এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ (পৃ ২৭৯) (২) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক), ১ম পরিশিষ্ট (পৃ ৩২১); (৪র্থ সংস্ক) ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ২০৮-১০) (৩) বৈষ্ণবমঞ্জুষাসমাহৃতি : অদ্বৈতবংশ (৪র্থ সংস্ক, পৃ ১-৮; গৌড়ীয় মঠ); বঙ্গীয় মহাকোষ : অদ্বৈতাচার্যের বংশ (৪) ভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রজানন্দ গোস্বামীর বংশীয়েরা নবদ্বীপে বর্তমান।—নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩৭১)

হইতে দামুকদিয়া, চণ্ডীপুর, শোলমারি, ইত্যাদি গ্রামসমূহের বংশধারা। প্রাণবল্লভ ও কেশবের বংশ উথলিতে বাস করিতেছেন। প্রাণবল্লভের পুত্র রত্নেশ্বর, তৎপুত্র কৃষ্ণরাম, তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র নবকিশোর ও তৎপুত্র রামমোহন। রামমোহনের পুত্র জগদ্বন্ধু ('বড় প্রভু') ও বীরচন্দ্র ('ছোট প্রভু') ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থান করেন; তাঁহারাই নবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রবর্তন করেন।" (১)

"শান্তিপুরের গোস্বামীমহাশয়দিগের পুরুষানুক্রমে রোহেলা ও ভবানীপুর-পটীর কুলীনে এবং সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করা একটি ব্রত ছিল। সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে কন্যাদানের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় ইহা হইতে যে, তাঁহারা পরশুরাম পঞ্চানন কুলজ্ঞের অধস্তন সন্তানদিগকে ১০টির অধিক কন্যা দান করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, কালের কুটিল গতিতে এবং সমাজের বিশৃঙ্খলায় অতি উচ্চবংশীয় গোস্বামীমহাশয়েরাও এইরূপ অতি ঘৃণিত (?) শ্রোত্রিয়ে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পূর্বপুরুষের সম্মান রক্ষা ও অন্যপূর্বা করণীয়া কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিতেন।

অন্যপূর্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনামা স্বগোত্রজা।
অন্নপুষ্টা পয়ঃমূত্রসঙ্গমে মাতৃসঙ্গমঃ ॥

এবম্বিধ শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা ঐ সমস্ত বিবাহ অসৎ কার্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। ...পরশুরাম পঞ্চাননের বংশধরগণ এখন চকপঞ্চানন-গ্রামে, শান্তিপুরে ও কুমারখালির নিকটস্থ যদুবয়রা-গ্রামে বাস করিতেছেন।" (২)

অদ্বৈতাচার্য ও তদীয় বংশের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ এবং তাঁহার নিজগণের (ব্রহ্ম হরিদাস, বিজয়পুরী, শ্যামদাস, প্রভৃতি) সংখ্যাও সুবিশাল।

(১) চৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্ক, পৃ ২৩৫; গৌড়ীয় মঠ); গৌড়ীয়, ৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড (পৃ ৯৮০) (২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ।(পৃ ১৩৩-৪, ১৭৭)

ইঁহাদের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ পরে লিখিত হইল। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত বৈষ্ণবসমাজে (১) আচার্য বরাবর সমভাবে সম্মান পাইয়া আসিতেছেন।

সাত সম্প্রদায়ে বাজে চতুর্দশ মাদল।
শত শত বাজে সুমধুর করতাল ॥
প্রতি সম্প্রদায়ে নাচে এক এক জন।
সর্ব সম্প্রদায়ে নাচে কুবের-নন্দন ॥ (২)

অদ্বৈতাচার্যের অসংখ্য শাখা-উপশাখার মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মাত্র কয়েকটির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) শাখা (৩৮শ সংখ্যক)—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র, গোপাল, কমলাকান্ত বিশ্বাস, যদুনন্দন আচার্য, ভাগবতাচার্য, বিষ্ণুদাস, চক্রপাণি, অনন্ত আচার্য, নন্দিনী, কামদেব, চৈতন্যদাস, দুর্লভ বিশ্বাস, বনমালী দাস, জগন্নাথ, ভবনাথ কর, হৃদয়ানন্দ, ভোলানাথ, যাদব, বিজয়, জনার্দন, অনন্তদাস, কানু পণ্ডিত, নারায়ণ, শ্রীবৎস, হরিদাস ব্রহ্মচারী, পুরুষোত্তম, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, রঘুনাথ, বনমালী, বৈদ্যনাথ, লোকনাথ, মুরারি পণ্ডিত, হরিচরণ, মাধব পণ্ডিত, বিজয় পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত। উপশাখা (৩৩শ সংখ্যক) —ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর, হরিদাস ব্রহ্মচারী, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, অনন্তাচার্য, কবিদত্ত, নয়নমিশ্র, গঙ্গামন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ, ভূগর্ভ গোস্বামী, ভাগবত দাস, বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, বল্লভচৈতন্য, শ্রীনাথ, উদ্ধব, জিতামিত্র, জগন্নাথ, হরি আচার্য, পুরিয়াগোপাল, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল, শ্রীহর্ষ, রঘু মিশ্র, লক্ষ্মীনাথ, চৈতন্যদাস, রঘুনাথ, অমোঘ, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ (?), যদু, মঙ্গলবৈষ্ণব, শিবানন্দ চক্রবর্তী।

(১) পরে দ্রষ্টব্য। (২) অদ্বৈতপ্রকাশ, ২২শ অধ্যায়; এই কীর্তন খড়দহে হয়। (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১২শ পরিচ্ছেদ। কতিপয় নাম শাখা ও উপশাখা উভয়ের মধ্যেই লিখিত আছে।

২য় প্রবাহ ঃ মধ্যবয়স

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥

—মাধবেন্দ্র পুরী (চৈতন্যচরিতামৃত)

বৎসরান্তে কালাশৌচের পর আচার্যদেব তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি প্রথমে গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে রেমুণায় 'ক্ষীরচোরা' গোপীনাথ-দর্শনে ভাবে অভিভূত হন, এবং নাভিগয়ায় (১) পিণ্ডদান করিয়া পুরীমন্দিরে যান। সেখানে তিনি মন্দিরস্থ মূর্তি দেখিয়া দিবারাত্র ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং কিছুদিন পরে রামেশ্বর অভিমুখে গমন করেন। তিনি পথে যথাক্রমে গোদাবরীতে স্নান, শিব ও বিষ্ণুকাঞ্চি দর্শন, কাবেরীতে স্নান, এবং 'পাপনাশন' ও মাদুরা বা 'দক্ষিণ মথুরা'য় উপস্থিত হন। সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে স্নানদর্শন-পূজাদি সমাপন এবং ভাবাবেশে নৃত্যাদি করিয়া তিনি তুলব বা দক্ষিণ কানাড়ায় (২) উডুপসুব্রহ্মণ্যে মাধ্বাচার্যাশ্রমে উপনীত হন। তিনি এখানে মাধ্বীসম্প্রদায়ের পঞ্চদশতম গুরু (মধ্বাচার্য হইতে চতুর্দশ পুরুষ

(১) গয়া শিরোগয়া, পুরুষোত্তম নাভিগয়া এবং চন্দ্রনাথ পাদগয়া

(২) হরিমোহন প্রামাণিক—ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ; বীরেশ্বর প্রামাণিক—অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৯৮); ভক্তিরত্নাকর। মাধ্বাচার্যের "নিবাস দাক্ষিণাত্যে তুলভ-পরগণায় উদিপী-নগরের নিকটবর্তী তাজিকক্ষেত্র নামক গ্রামে।"—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৮০)

অধস্তন) অদ্বিতীয় কৃষ্ণ-প্রেমিক মাধবেন্দ্র পুরীর (১) সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্বাচার্যভাষ্য শ্রবণ করিয়া উহা কণ্ঠস্থ করেন, এবং সেখানে ভগবৎ-প্রসঙ্গে ও নানা ভাবপ্রকাশে কয় (সাত ?) দিন অতিবাহিত করেন। তিনি এই স্থান হইতেই কলিযুগে ভগবানের আবির্ভাব-বাণীসংযুক্ত 'অনন্ত-সংহিতা' নামক গ্রন্থের (২) নকল করিয়া লন। তৎপরে আচার্যদেব দণ্ডকারণ্য, নাসিক, দ্বারকা, প্রভাস, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, গোমুখী-পর্বত, গণ্ডকীক্ষেত্র [এখানে তিনি সুলক্ষণযুক্ত একটি শিলাচক্র সংগ্রহ করেন (৩)] হইয়া মিথিলায় জানকীর জন্মস্থান দর্শন করেন। সেখানে এক বটবৃক্ষতলে সমাসীন গীতরত বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার আলাপ হয় (১৩৭২ শক)। (৪) "অদ্বৈতপ্রভু বিদ্যাপতির নিকট যে কৃষ্ণলীলা

(১) এই গুরুতালিকায় মতভেদ আছে।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫৮৪)। "মাধবেন্দ্র পুরীর গুরু লক্ষ্মীপতি পুরী শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইলেও সুপ্রসিদ্ধ 'ন্যায়ামৃত'-গ্রন্থকার মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরাজ স্বামীর নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।...এই মাধবেন্দ্র পুরীই বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম বিস্তারের মূল।"—বিশ্ব-কোষ, ১ম খণ্ড (২য় সংস্ক) : অদ্বৈতপ্রভু ; হরিলাল চট্টোপাধ্যায়—বৈষ্ণব ইতিহাস (৩য় সংস্ক, পৃ ৩৮)। "বোধ হয়, মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার শিষ্যগণ বাঙালী ব্রাহ্মণ ছিলেন।"—রজনীকান্ত চক্রবর্তী : গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (পৃ ১৩২) ; Dineshchandra Sen : Chaitanya and his Companions ; পরে দ্রষ্টব্য। (২) নিম্নে 'ব্রহ্ম হরিদাস'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) এই শালগ্রাম-শিলা এখনও শান্তিপুরের বড়-গোস্বামীদের বাটীতে নিত্য পূজিত হন।—যুবক, ১৩৩৮ চৈত্র (পৃ ৫৬) (৪) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ (পৃ ১১৩) ; যুবক, ১৩৩৮ চৈত্র (পৃ ৫৬)।

বিদ্যাপতি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। বিসপী(বিসফী)-গ্রামের দানপত্রে ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ (১৪০১ খৃ) দৃষ্ট হয়; রাজা শিবসিংহের যৌবরাজ্যে থাকাকালে ইহা বিদ্যাপতিকে প্রদত্ত হয়। বিদ্যাপতির 'দুর্গা-ভক্তিতরঙ্গিণী' শিবসিংহের রাজত্বকালে (১৪৪৭-৫১ খৃ) রচিত হয়; এই সময়ের মধ্যেই শ্রীঅদ্বৈত ও বিদ্যাপতির উক্তরূপ মিলনের সম্ভাবনা মনে হয়। আচার্য বিদ্যাপতির পদ গাইতে ভালবাসিতেন।—অচ্যুতচরণ চৌধুরী: শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, ৪র্থ ভাগ। বিসপী-গ্রাম সীতামারি (মধুবেণী ?)-মহকুমায় জারৈল-পরগণার মধ্যবর্তী কমলা-নদীর তীরে অবস্থিত। ১৩৭৭ শকে অদ্বৈত-বিদ্যাপতি-মিলন হয়।—বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী (পৃ ৬-৭, ১০); শরচ্চন্দ্র রায়: ব্রাহ্মণবংশবৃত্তান্ত (৩য় সংস্ক, পৃ ৫২)। সম্ভবত ১৪৫৪ খৃস্টাব্দে এই মিলন হয়।—Dinesh-chandra Sen: Chaitanya and his Age (p. 16) "প্রায় সমস্ত চতুর্দশ শতাব্দী ও পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর অবধি বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন। ইঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যশোহরের বসন্ত রায় এবং অপর কয়েকজন বাঙালী পদকর্তা হিন্দী-মিশ্রিত বাংলা-ভাষায় পরিবর্তিত করেন। সেই পরিবর্তিত আকারে মৈথিল কবির পদ বাংলার ঘরে ঘরে এখনও গীত হইয়া থাকে। মহাপ্রভু স্বয়ং দিনরাত্র জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গান করিতেন, এইজন্য বাংলা-দেশে ইঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী হইয়াছে।"—দীনেশচন্দ্র সেন: বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৪৯৮, ৯৯২)। "অধুনা [হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কীর্তিলতা'র ভূমিকায় ও তল্লিখিত Journal of Letters (vol. XVI, 1927) পত্রিকায়; এবং 'Vidyapati' গ্রন্থে (লেখক বসন্তকুমার চট্ট] সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি ১৪৪৮ খৃস্টাব্দের বেশী পরে জীবিত ছিলেন না। ঈশান নাগরের মতানুসারে, অদ্বৈত ১৪৫২-৩ খৃস্টাব্দের পূর্বে মধ্বাচার্য-স্থানে যান নাই; তাহারও পরে তিনি মিথিলায় যান। বিদ্যাপতি তখন পরলোকে, ইঁহার সহিত অদ্বৈতের সাক্ষাৎকার কিরূপে হইতে পারে?"—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৪০-১, ৪৫২)

শ্রবণ করেন, উহাই প্রথম কীর্তন।······'বিদ্যাপতির মৃত্যুর পর, প্রায় এক শত বৎসর অতীত হইলে, সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায় কর্তৃক তৎকৃত পদ পরিবর্তিত হইয়া, বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।······এ দেশের বৈষ্ণবগণও উহার যথেষ্ট পরিবর্তন করিয়াছেন।' " (১) "বিদ্যাপতি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার গান করিবার শক্তি ও রাগরাগিণীজ্ঞান উৎকৃষ্ট ছিল।······তিনি শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ভাব সমানভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-চূড়ামণি হওয়ায় অদ্বৈতপ্রভুর সহিত বিদ্যাপতির মিলনে বিদ্যাপতির বৈষ্ণবভাবের পরিপুষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।" (২)

তার পর, আচার্য অযোধ্যায় গমন, সরযূতে স্নান ও রামলীলার স্থানগুলি দর্শন করেন, এবং তথা হইতে বারাণসী গমন করেন। সেখানে তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান, এবং ভাবাবেশে ৺আদিকেশব ও ৺বিন্দুমাধব এবং ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার মন্দিরাদি দর্শন করেন। তৃতীয় দিবসে মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য (৩) মহাভাগবতোত্তম বিজয়পুরী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহাদের পারস্পরিক ভগবৎ-প্রেমালাপে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হয়। নবগ্রামবাসী বিজয়পুরী লাভা দেবীর পিতৃ-পুরোহিত-পুত্র ছিলেন, এবং শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে 'মামা' বলিতেন। পরে এক সময় পুরীবর বৃন্দাবন হইতে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শান্তি-পুরে আচার্যদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভাগবতের ভক্ত্যর্থব্যাখ্যা শ্রবণ করেন,—তখন আচার্যের দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হইয়াছে; সেখানে শ্যামদাস

(১) অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ১০৬); এই কীর্তন সম্বন্ধে 'ব্রহ্ম হরিদাস'-প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। উপরেও দ্রষ্টব্য। (২) বসুমতী, ১৩৩৫ কার্তিক (পৃ ৬৫) (৩) মহাকোষ : অদ্বৈতাচার্য; 'সতীর্থ'—বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক) : অদ্বৈতপ্রভু

ও ঈশান নাগর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন; তৎকালে আচার্যদেব রাসলীলা-বর্ণনকালে 'রাধা, রাধা' বলিয়া অন্তর্দশা প্রাপ্ত হন, এবং পরে পুরীবরকে চতুর্ভুজ মূর্তি প্রদর্শন করেন বলিয়া লিখিত আছে। অনন্তর, সেই যাত্রায় পুরী গোস্বামী গোবিন্দ, মাধব ও হরিদাসাদি পাঁচ জনের সঙ্গে যাইয়া নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করেন। তৎপরে, তিনি শান্তিপুরে আসিয়া নিজ জ্ঞানমত আচার্যের বাল্য ও পৌগণ্ড-লীলা ঈশানাদির সমক্ষে বর্ণনা করেন, এবং কিয়ৎকাল থাকিয়া শান্তিপুর হইতে চলিয়া যান। তাঁহাকে অদ্বৈতাচার্য 'দুর্বাসা'র অবতার বলিতেন।

মহানন্দ-পুরোহিত (১) একটি ব্রাহ্মণ।
নাভাদেবী ভাই যাঁরে বোলে সর্বক্ষণ॥
সে বিপ্র সন্ন্যাসী হৈল লক্ষ্মীপতি স্থানে।
বিজয়পুরী নাম তাঁর সর্বলোকে ভণে॥
... ...
ভক্তমুখে অদ্বৈতচরিত যা' কিছু শুনিলা।
মনে করি' তাহা কিছু কাগজে লিখিলা॥
সেই অনুসারে আমি করি যে বর্ণন।
শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা একমন॥ (২)

যাহা হউক, অদ্বৈতাচার্য কাশী হইতে প্রয়াগে গিয়া মস্তক মুণ্ডন ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি সমাপন এবং ৺বিন্দুমাধব ও ভীমগদাদি দর্শন করেন। তিনি সেখান হইতে মথুরায় গিয়া ধ্রুবঘাটে স্নান, পিতৃপিণ্ড দান ও বিগ্রহাদি দর্শন করেন, এবং 'অর্ধস্থানে' এক জন বৈষ্ণববিদ্বেষী ব্রাহ্মণকে সংশোধিত করেন। (৩) তিনি তৎপরে ব্রজধামে গমন করেন।

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য। বোধ হয়, বিজয়পুরীও পূর্বাশ্রমে পুরোহিতের কার্য করিতেন। যুবক, ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ (পৃ ৮২) (২) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (পৃ ২২৮) (৩) ভক্তিরত্নাকর (২য় সংস্ক, প্রকাশক রামদেব মিশ্র), ৫ম তরঙ্গ (পৃ ১২৫)

ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরামণ্ডলে।
দেখিয়া ব্রজের শোভা আনন্দ উথলে ॥
সর্বত্র দর্শন করি' আইলা বৃন্দাবনে।
এথা ব্রজবাসিগণ রাখিলা যতনে ॥
জানি' কৃষ্ণচৈতন্যের প্রকট সময়।
এথা হৈতে গৌড়দেশে করিল বিজয় ॥ (১)

তখনকার বৃন্দাবনের অবস্থা শোচনীয় ছিল; সেখানে আচার্যকে প্রথমে এক বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল। তিন সেখানে গোবর্ধনাদি দর্শন, বনভ্রমণ ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেন, এবং কাম্যকবনবাসী কৃষ্ণদাসকে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপন করেন,—ইঁহার সাহায্যে আচার্য বৃন্দাবনের নানা স্থান দর্শন করেন, এবং ইনি তাঁহার তল্পীবাহক হইয়া শান্তিপুরে গমন করেন, এবং দশ বৎসর পরে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হন। দীক্ষার পর আচার্য এই 'কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী'র নাম 'হরিদাস ব্রহ্মচারী' রাখেন, এবং ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দানে ইঁহাকে কৃতার্থ করেন, এবং বলেন যে, কৃষ্ণলীলায় তিনি (আচার্য) শ্রীরাধিকার সখী 'সম্পূর্ণমঞ্জরী' ও শ্রীকৃষ্ণের সখা 'উজ্বল' ছিলেন। এই কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের পরিকর ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এই সমস্ত কথা এবং শ্রীঅদ্বৈতের শান্তিপুরে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত আলাপনাদি কৃষ্ণদাস 'করচা'-আকারে লিখিয়া রাখেন। (২)

আচার্যদেব বৃন্দাবনে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দ্বাদশাদিত্যের ঘাট (বা কুঞ্জমধ্যস্থ মৃত্তিকাস্তূপ) হইতে প্রোথিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ('৺মদনমোহন') উদ্ধার (৩), একখানি পর্ণকুটীরে ('ঝোপড়া') উহা স্থাপন, এবং এক

(১) ব্রজপরিক্রমা; বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, ১ম খণ্ড (২) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল; প্রেমবিলাস (পৃ ২৩০) (৩) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল

ব্রাহ্মণকে সেবক নিযুক্ত করেন। কিন্তু অচিরেই বিধর্মীগণের অত্যাচারের ভয়ে উহাকে সংগোপন করিতে হয় (১), পরে আচার্য উহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং উহার '৺মদনগোপাল' নাম রাখেন। তিনি পরিশেষে স্বপ্নাদেশে উহা মথুরার এক চৌবে ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া উহাকে নিরাপদ করেন। (২) যখন সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে আসেন, তিনি উহা পুনরায় গ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। "সনাতন গোস্বামী মহাবনবাসী পরশুরাম চৌবে নামক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে

(১) ঠাকুর নিজেই 'গোপাল'রূপে পুষ্পাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকেন, এবং পরে পূর্বরূপ প্রাপ্ত হন—এ কথাও অন্যত্র লিখিত আছে। মাধবেন্দ্র পুরীও স্বপ্নাদেশে এক গোপাল প্রাপ্ত হইয়া তাহা গোবর্ধনমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন বলিয়া কথিত হয়।—বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (২য় সংস্ক., পৃ ৭১৬); অদ্বৈতপ্রভু। এই শেষোক্ত গোপালের (শ্রীনাথজী) সেবার ভার বল্লভাচার্য প্রথমে মাধবেন্দ্র পুরীর উপর ন্যস্ত করেন বলিয়া কথিত হয়,—অবশ্য বল্লভাচার্য প্রথমে শ্রীচৈতন্যের অনুগত ছিলেন। তার পর, বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঙালীদিগকে বিতাড়িত করে; তখন হইতে চৈতন্যভক্তগণ ও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন চৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্যলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ) বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করেন যে, মাধবেন্দ্র পুরী বাঙালী ছিলেন। (বৃহৎ বঙ্গ, পৃ ৭০৮) কিন্তু "শ্রীনাথজীকা প্রাকট্যবার্তা" নামক পুথির বাঙালী-বিদ্বেষী বিবরণ বিশ্বাস করিয়া ট্যাণ্ডন লিখিয়াছেন (Allah. University Studies, xi, 1835) যে, মাধবেন্দ্র পুরী এক জন 'তৈলঙ্গ' ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ছিলেন।—বিমানবিহারী মজুমদার: শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৩৯১-৭) (২) দ্বাদশাদিত্য-কুঞ্জেই ৺মদনগোপাল থাকিলেন। —হরিচরণ দাস: অদ্বৈতমঙ্গল

'৺মদনগোপাল'-বিগ্রহ আনয়ন করিয়া ১৪৫৫ শকের মাঘী শুক্লা দ্বিতীয়াতে বৃন্দাবনে স্থাপিত করেন। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত হন। যমুনাতীরে 'আদিত্যটিলা' নামক স্তূপের উপর একখানি সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, সনাতন গোস্বামী তাহার নিকট ৺মদনগোপালের মন্দির প্রস্তুত করেন। পুরীধাম হইতে শ্রীমতী রাধিকা ও ললিতা দেবীর বিগ্রহ আনীত হইয়া ৺মদনগোপালের উভয় পার্শ্বে স্থাপিত হইলে, বিগ্রহের নাম '৺মদনমোহন' রাখা হয়। কৃষ্ণদাস কপুর নামক মুলতানদেশীয় জনৈক ধনবান্ বণিক্ কিছুকাল পরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, এবং এই মন্দিরের পার্শ্বে আর একটি মন্দির যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের পিতামহ গুণানন্দ মজুমদার (বসন্ত রায়ের পিতা) ১৫৭২ খৃস্টাব্দের পর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।... বৃন্দাবনের বর্ত্তমান প্রতিভূ ৺মদনমোহন পরবর্ত্তীকালে স্থাপিত।...উত্তর দিকের নাটমন্দির ১৫৪৯ শকে নির্ম্মিত হয়।" (১) "কথিত আছে, অদ্বৈত সর্ব্বপ্রথম মদনমোহন বিগ্রহ আবিষ্কার করেন; তিনি উহা মথুরা চৌবে নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন; উক্ত চৌবে উহা সনাতনকে দিয়াছিলেন। রামদাস কাপুরী নামক এক জন ক্ষেত্রী নদীতে তাঁহার বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্যসহ জাহাজ আটকাইয়া যাওয়াতে মদনমোহন বিগ্রহের নিকট এই মানত করেন যে, জাহাজ উদ্ধার পাইলে তিনি সেই বৎসরের সমস্ত আয় দিয়া উক্ত বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইবেন। মদনমোহনের বিশাল মন্দির এই মানতের ফলে প্রস্তুত হইয়াছিল। গ্রাউজ সাহেবের ইতিহাস, চৈতন্যচরিতামৃত, নাভাজিকৃত ভক্তমাল ও লক্ষ্মণদাস-প্রণীত ভক্তিসিন্ধু পুস্তকে এই বিগ্রহ-সংক্রান্ত অনেক কথা

(১) বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী (পৃ ৭৮, ১১৮); হরিলাল চট্টো—বৈষ্ণব-ইতিহাস (পৃ ১২২); Growse—Memories of Mathura

আছে। উত্তরকালে এই বিগ্রহ জয়পুরের রাজা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি উহা তাঁহার ভ্রাতা কারাউলির রাজা গোপাল সিংহকে প্রদান করেন; তিনি ইঁহার জন্য তথায় একটি নূতন মন্দির তৈয়ার করিয়া পূজার ভার রামকিশোর গোঁসাই নামক মুর্শিদাবাদের এক ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত করেন।" (১) করৌলীর রাজা গৌড়ীয় (বাঙালী) ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে বিগ্রহের সেবার ভার কাড়িয়া লইয়াছেন। (২)

এক দিন স্বপনেতে মদনমোহন।
অদ্বৈতেরে কহিলেন এ সব বচন॥
মথুরায় আছে এক চৌবে ব্রাহ্মণ।
আমার একান্ত ভক্ত হয় সেই জন॥
চৌবে তাঁহার পত্নী করে বড় ভক্তি।
বাৎসল্য ভাবেতে মোরে সদা করে প্রীতি॥
পুত্রভাবে সদা মোরে করয়ে চিন্তন।
অবশ্য করিব তাঁহার অভিষ্ট পূরণ॥
তাঁহার পুত্রের নাম মদনমোহন।
তাঁর সঙ্গে কিছুকাল করিব যাপন॥
বৃন্দাবনে আসিবে যবে রূপসনাতন।
চৌবে পাশ হৈতে আমি করিব গমন॥
... ...
ভগবান্ বোলে অদ্বৈত শুন এক কথা।
আমার অভিন্ন এক মূর্তি আছে হেথা॥
শ্রীবিশাখা যে মূর্তি করিলা নির্মাণ।
বিশাখার চিত্রপট যাঁরে সভে গান॥

(১) দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭৪৬-৭) (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২।২, ১১।৪, ২৩।৪।১৩৪৭

যেরূপ দেখিয়া শ্রীরাধা হৈল মোহ।
চিত্রপট মোর মূর্তি অভিন্ন বিগ্রহ॥
সেই চিত্রপট মূর্তি নেহ শান্তিপুরে।
মদনগোপাল বলি' পূজিহ তাঁহারে॥ (১)

অনন্তর আচার্যদেব উক্ত স্বপ্নাদেশে এক নিকুঞ্জবন হইতে শ্রীকৃষ্ণ-চিত্র উদ্ধার করিয়া (২) তাহা প্রথমে বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং পরে শান্তিপুরে লইয়া আসেন। কেহ বলেন, তিনি শান্তিপুর যাইবার পূর্বে নবগ্রামে প্রচ্ছন্নভাবে যান। বলা বাহুল্য, আচার্যের সমগ্র তীর্থভ্রমণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা হউক, শান্তিপুরে সেই চিত্র হইতে মদনগোপাল-বিগ্রহ নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় (৩), এবং কিছুকাল পরে মাধবেন্দ্র পুরী শান্তিপুরে অদ্বৈতস্থানে আসিয়া (৪) অনুরোধ করিলে উহার সহিত শ্রীরাধিকা-মূর্তিও পুরী গোস্বামী কর্তৃক অভিষিক্ত হয়। এই অভিষেকের প্রাক্কালে শ্রীঅদ্বৈত সেবাপরাধের আশঙ্কা করিলে, পুরীবর বলেন যে, তাঁহার বংশের চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত অপরাধী হইবে না। প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, বর্তমানকালে শ্রীঅদ্বৈতের চতুর্দশতম অধস্তন পুরুষ, এবং এক স্থলে (বড়-গোস্বামিবংশে) পঞ্চদশতম পুরুষের পর্যায় চলিতেছে। অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে ৺মদনগোপালের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতেরও নিয়মিত পূজা করিতেন। উক্ত অভিষেকের পর পুরীবর

(১) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (২) আচার্য নিজেই ঐ বিগ্রহের একখানি আলেখ্য প্রস্তুত করেন।—হরিচরণ দাস: অদ্বৈতমঙ্গল (৩) ৺নৃসিংহনারায়ণ-মূর্তিও অদ্বৈতাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। (৪) পুরীবর কোন্ দিন আসিবেন আচার্য এ কথা পূর্বেই অনুভব করিয়া প্রকাশ করেন।—যুবক, ১৩৩৬ আষাঢ় (পৃ ৯)

শ্রীঅদ্বৈতকে সপ্তাক্ষর (মতান্তরে , দশাক্ষর 'মদনগোপালাখ্য') মন্ত্রে (১) দীক্ষিত করেন, এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। এই সময়েই কৃষ্ণ মেঘ-দরশনে পুরী গোস্বামীর মূর্ছা হয় বলিয়া কিম্বদন্তী।

মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ-দরশনে মূর্ছা হয় সেইক্ষণ ॥ (২)

"মাধবেন্দ্র পুরীই বঙ্গদেশে প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের সূত্রপাত করেন।...... ইঁহার শিষ্যগণের (?) মধ্যে অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, কেশব ভারতী ও ঈশ্বর পুরী প্রধান। এই বৈষ্ণবচক্রই শেষে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াছিল।" (৩) "মহাত্মা কেশব ভারতীর পিতা নবদ্বীপে এক জন মহাপণ্ডিত ছিলেন। কেশব ভারতী নানা বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়া অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাধবেন্দ্র পুরী কেশব ভারতীর সহাধ্যায়ী।" (৪) "শ্রীবৃন্দাবনের পুনরুজ্জীবনের প্রথম পূজারী শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী।......মাধবেন্দ্রের বাঙালী শিষ্যের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ ('প্রেমাবিলাস'-মতে ইনি ঈশ্বর পুরীর শিষ্য), ঈশ্বর পুরী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, লক্ষ্মীকান্ত লাহিড়ী, মাধব ভট্টাচার্য, প্রভৃতির নাম

(১) অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ১৫৩); 'দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে'—প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস। ডাঃ বিমলাচরণ লাহা লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং পরে অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।—ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ (পৃ ৬৯২)। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। চৈতন্যদেবের বত্রিশাক্ষর 'মহামন্ত্র' সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ মাঘ (পৃ ১৭৬)। (২) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৪।৪৩৭। শান্তিপুর, ১৩৩৬ আষাঢ় (পৃ ৬৪): শান্তিপুর ও অদ্বৈত (শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিভাষণ) (৩) শিশু-ভারতী, ৭ম খণ্ড (পৃ ২৭০৩, ২৭০৫) (৪) ধর্মানন্দ মহাভারতী—প্রবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড (পৃ ৬৮)

বিশিষ্ট সাধনার প্রবর্তন ও ভক্তগণ দ্বারা তাহার প্রচার করিলেও, সাধকের কোন সম্প্রদায়ী গুরুর আশ্রয় স্বীকারের কর্তব্যতা বিষয়ে লোকশিক্ষার্থ তিনি নিজেও বৈষ্ণব গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন সম্প্রদায় গ্রহণের আবশ্যকতাবশত দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।" (১)

পুরীবর প্রায় দুই মাস শান্তিপুরে ছিলেন। পরে অদ্বৈতপ্রভু পুরী গোস্বামীর নির্যাণ-মহোৎসব করেন (বরাবর)। (২) এখনও শান্তিপুর-বাবলায় প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমার পূর্বের একাদশী-দ্বাদশীতে মাধবেন্দ্র পুরীর স্মৃত্যর্থে মহোৎসব হয়, এবং তাহাতে রামদাস বাবাজী প্রভৃতি যোগদান করেন; তৎপরে ইঁহারা খাঁচৌধুরী ও বড়-গোস্বামীদের বাটীতে গমন করেন, এবং কতিপয় বৎসর সুতরাগড়েও গমন করিতেন।

তবে পুরী বিশাখা-নির্মিত চিত্রপট।
দরশন করি' হৈলা মহা প্রেমাবিষ্ট॥

... ...

পুরী কহে দয়াসিন্ধু-কৃষ্ণ তোর বশ।
অপরাধ না লৈব পুরুষ চতুর্দশ॥

... ...

নানাবিধ মিষ্ট অন্ন ভোগ লাগাইলা।
আচমনী দিয়া কর্পূর তাম্বুল অর্পিলা॥

... ...

মহাপ্রসাদের দিব্য সৌরভাকর্ষণে।
ভক্তিভাবে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট পাইলা সর্বজনে॥

(১) ভারতবর্ষ, ১৩৩৮ কার্তিক (পৃ ৫৬): 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য (২) প্রথম ভাগ (পৃ ২০১)

তবে লোক শিক্ষাইতে প্রভু সযতনে।
কৃষ্ণমন্ত্র-রাজ লৈল পুরীরাজ স্থানে॥ (১)
আচার্য গোসাঞির গুরু মাধবেন্দ্র পুরী।
উপদেশ নিঞাছিল বুঝিতে না পারি॥
তার আরাধনা দিবস নিকট আইল॥
রন্ধনের অধিকার আই-ঠাকুরাণী নিল॥ (২)

শ্রীচৈতন্যের গুরু ও মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীও এক সময়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতস্থানে আসেন (৩); তৎপূর্বে তিনি কিয়ৎকাল শ্রীঅদ্বৈতের নবদ্বীপাশ্রমে থাকেন, এবং তখন তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম পরিচয় হয়।

উপরিলিখিত চিত্রখানি প্রথমে বিশাখা (৪) শ্রীমতী রাধার অনুরোধে অঙ্কিত করেন (৫); এবং কুব্জা উহা হইতে বিগ্রহ নির্মাণ ও তাহার

(১) সতীশচন্দ্র মিত্র—অদ্বৈতপ্রকাশ, ৫ম অধ্যায়;— শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে এই 'অষ্টাদশাক্ষর'যুক্ত মন্ত্র-রাজের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে (পৃ ৪৮)। (২) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল; প্রথম ভাগ (পৃ ২০৩-৪) (৩) বঙ্গদর্শন, ১২৮২ অগ্রহায়ণ (পৃ ৩৫০) (৪) শ্রীঅদ্বৈতই পূর্বে এই বিশাখা ছিলেন বলিয়াও লিখিত হয়।

(৫) হাম সে অবলা,　　হৃদয় অখলা,
ভাল মন্দ নাহি জানি;
বিরলে বসিয়া,　　পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখা'ল আনি'।
—চণ্ডীদাসের পদাবলী।

'বিশাখা যখন দেখায় চিত্রপট। মোরা ব'লেছিলাম সে বড় লম্পট॥' "প্রাচীন পল্লী-গীতিকায় দৃষ্ট হয়—বহু পল্লী-সুন্দরীর চিত্র লইয়া ঘটকীরা দেশবিদেশে আনা-গোনা করিত। কথিত আছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমও এই চিত্রদর্শন হইতেই প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল।"—দীনেশচন্দ্র সেন: বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ২৩৯)

সেবা করেন (১) ; তৎপরে তাহার পূজার ভার পূজারীর উপর পড়ে, এবং সে পরে অত্যাচারের ভয়ে তাহা ফেলিয়া পলায়ন করে ; কৃষ্ণ-প্রপৌত্র বজ্রনাভ সর্বসমক্ষে তাহার প্রকাশ করেন, কিন্তু ক্রমে তাহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত হইয়া যায়। (২) কেহ বলেন, রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন হইলে, বিশাখা ঐ চিত্রে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে রাধার আকৃতিও অঙ্কিত করেন। সেই সময়ে এক সন্ন্যাসী ঐ চিত্র যমুনার কূলে পাইয়া উহার পূজা করেন, এবং উহা তৎপরে বহুকাল শিষ্যপরম্পরা কর্তৃক সেবিত হয়। ক্রমে উহা মাধবেন্দ্র পুরীর হস্তে পড়ে (!) ; বৃন্দাবনে মাধবেন্দ্র পুরী উহা শ্রীঅদ্বৈতের হস্তে দান করেন (৩), এবং ইনি সেখানে উহার পূজা করিতে থাকেন। এক দিন অদ্বৈতাচার্যের বৃন্দাবন-পরিক্রমা-সময়ে এক বিধর্মী আসিয়া অর্চনাগৃহে প্রবেশ করে, এবং কিছু না পাইয়া চলিয়া যায়। আচার্য আসিয়া পট দেখিতে না পাইয়া মূর্ছিত হন, এবং তদবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্ন অনুযায়ী জানিতে পান যে, পুষ্পস্তূপমধ্যে পট বিগ্রহে পরিণত হইয়া লুক্কায়িত আছেন। বিগ্রহ পাইবামাত্রই তিনি শান্তিপুরে যাত্রা করেন ; এবং কয় দিন পথে ফলজল ভিন্ন কিছুই খান না। শান্তিপুরে আসিয়া তিনি ৺রাধামদনগোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাদি করিতে থাকেন। বঙ্গে যুগল ৺রাধাকৃষ্ণ-মূর্তির পূজা এই প্রথম আরব্ধ হইল। "রাধাসমন্বিত কৃষ্ণপূজা চৈতন্যদেবের সময় হইতেই প্রচলিত।......চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন-গমনের প্রায় শত বৎসর পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে শ্রীনিবাস আচার্য যখন বৃন্দাবন হইতে

(১) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল ; অদ্বৈতপ্রকাশ (২) 'রাধিকানাথ গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ; অদ্বৈতপ্রকাশ (৩) কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত বৃন্দাবনে মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ পান নাই ; সুতরাং, এ কথা ঠিক নহে।—অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ১৪৮)

গ্রন্থরত্নরাজি লইয়া আসেন, সেই সময় হইতেই ৺রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ-স্থাপনা এদেশে বহুলপরিমাণে আরম্ভ হইল।" (১) "খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ৺রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা বহু বিস্তৃত হইয়াছিল।......'হরিভক্তি-বিলাসে' ৺রাধাকৃষ্ণের মূর্তিনির্মাণের কথা কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্তির বর্ণনা আছে, তাহা বাংলার বৈষ্ণবের ধ্যানের বস্তু নহে। বাঙালী বৈষ্ণব দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন।......শ্রীরাধামূর্তির কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই।......শ্রীরাধার ধ্যান নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থে এইরূপ অনুল্লেখ অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়।" (২) যাহা হউক, উপরোক্ত বিবরণে লিখিত আছে যে, পটের নাম ছিল '৺মদনমোহন'; আচার্য ইহার নাম রাখিলেন '৺মদনগোপাল'। অচ্যুতানন্দ উদাসীন হওয়ায়, আচার্যের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র এই বিগ্রহ, 'নৃসিংহ-মুরতি-শিলা' (৩) ও ভাগবত পিতৃদেব হইতে প্রাপ্ত হন, এবং তাহা ব্যতীত পিতার অন্য কিছু লন নাই। (৪) ইনি 'মদনগোপাল-গোস্বামী (৫) ও 'গোঁসাই-গোবিন্দ' (৬) নামে খ্যাত হন। (৭) এই বিবরণের সহিত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের বিবরণের দুই এক স্থলে মিল নাই। (৮)

কোনও মতে, বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত মূর্তির নাম '৺মদনমোহন'; আওরঙ্গজেবের বৃন্দাবন-ধ্বংসের সময় উহাকে প্রথমে জয়পুরে, এবং

(১) মর্মবাণী, ৩০।৫।১৩২২ (পৃ ১৮৬): ৺রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি-পূজা কত দিনের? (২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ১৬২-৩) (৩) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৪) পরে দ্রষ্টব্য (৫) এই বংশের এই নামীয় প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রসঙ্গ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। (৬) অর্থাৎ, বৈষ্ণব সাধু—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গীয় শব্দকোষ (৭) ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ—মদনগোপাল-মাহাত্ম্য (পদ্যে); পরে দ্রষ্টব্য। (৮) পূর্বে দ্রষ্টব্য।

পরে করৌলিতে লইয়া যাওয়া হয়। (১) যে বটবৃক্ষমূলে আচার্য '৺মদন-গোপালের' সেবাদি করেন, উহাকে 'অদ্বৈতবট' বলে; 'পুরাণ সহরে' অবস্থিত এখনকার 'অদ্বৈতবট' মূলবৃক্ষের শাখা হইতে জাত বলিয়া কিম্বদন্তী। কেহ বলেন, দারুময় বিগ্রহকে রং দিবার পূর্বে বস্ত্রাবৃত করা হয়, এবং নির্মাণের পর রং দিয়া সুশ্রী করা হয়,—এই জন্য উহাকে পটমূর্ত্তি বলে; এবং শ্রীঅদ্বৈত বৃন্দাবন হইতে দারু-বিগ্রহই আনেন। (২) প্রসঙ্গক্রমে ইহা লিখিত হইল যে, ময়মনসিংহ-সেরপুরের রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুরের বাটীতে তৎকর্তৃক তদগ্রজের নামে বাং ১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ষড়শীতি সংক্রান্তিতে শান্তিপুরের রাধিকানাথ গোস্বামীর আচার্যত্বে প্রতিষ্ঠিত ৺প্যারীমোহন জীউ ও ৺প্রিয়াজী অবিকল সাদৃশ্যবশত তদঞ্চলে 'শান্তিপুরের ৺রাধা-মদনগোপাল' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। (৩) কলিকাতার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর মন্দিরস্থ '৺রাধাগোবিন্দ'-বিগ্রহ '৺মদনগোপালের' আদর্শে গঠিত। শান্তিপুর-বড়বাজারের সত্যপীরতলা-নিবাসী মন্মথনাথ দের গৃহবিগ্রহ '৺মদন-গোপালের' আদর্শে গঠিত।

তৎপরে আচার্যদেব শান্তিপুরে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি, তপশ্চরণ, এবং ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষাদান ও প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ভারতের নানা প্রদেশীয় ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থ আসিত। তিনি দ্রাবিড়দেশীয় দিগ্বিজয়ী বড় শ্যামদাস তর্কপঞ্চাননকে (৪) এই সময়ে জয়

(১) বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক): অদ্বৈতপ্রভু; বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী (পৃ ৭৯); বসুমতী, ১৩৪৪ কার্তিক (পৃ ১০৩)। কেহ বলেন, অদ্বৈতাচার্যের '৺মদনমোহন'-মূর্তিই এখন বৃন্দাবনে পূজিত হয়।—অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ১৩৬) (২) শান্তিপুর-স্মৃতি (পৃ ৭০) (৩) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৯ম বর্ষ (পৃ ৯১) (৪) পূর্বে দ্রষ্টব্য।

করিয়া দীক্ষিত করেন। শ্যামদাস তুলসী ও গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে থাকেন; আচার্যের জপ সাঙ্গ হইলে, তিনি 'দ্রবময় ব্রহ্ম'কে (গঙ্গা) 'বিষ্ণুভক্ত' বলায় আপত্তি করেন (মতান্তরে, এইরূপ বিরুদ্ধ মত শ্রবণে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয়, এবং তিনি উত্তর দেন) (১); পুনরায় শ্যামদাস ব্রহ্মের নিরাকারত্ব বর্ণন করিলে, আচার্য পরম ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দময় অনাদি সাকার সর্বশক্তিমান্ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বেদ্য' বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। এইরূপ সপ্তাহ আলোচনার পর শ্যামদাস পরাজয় স্বীকার করেন, এবং আচার্যের 'অদ্বৈত' নামের সার্থকতা স্বীকার করেন। (২) আচার্য এই সময় শ্যামদাসকে চতুর্ভুজ সিদ্ধমূর্তি প্রদর্শন করেন বলিয়া লিখিত আছে। (৩) শ্যামদাস দীক্ষিত হইয়া আচার্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এবং যথাসময়ে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে কমলাক্ষ প্রকৃতপক্ষে 'অদ্বৈতাচার্য' নামে আখ্যাত হন। (২) সুকণ্ঠ শ্যামদাস যখন শান্তিপুরে বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতির সহিত 'বৃন্দাবন বিহার করে মদনগোপাল—রাধিকা লইয়া সঙ্গে……'এই পদ কীর্তন করিতেন, অদ্বৈতাচার্যের ভাবসমাধি হইত, এবং তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বলিতেন 'বৃন্দাবনের কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিলাম'। (৪)

ব্রহ্ম হরিদাস (৫), যদুনন্দন আচার্য (৫), লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস (৬),

---

(১) চৈতন্যদেব-দিগ্বিজয়ী-সংবাদেও পরাভূত দিগ্বিজয়ী কর্তৃক এইরূপ গঙ্গামাহাত্ম্য-বর্ণনের কথা লিখিত আছে। (২) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৩) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল; অদ্বৈতপ্রকাশ। অদ্বৈতপ্রকাশে আরও লিখিত আছে যে, অদ্বৈতপ্রভু শ্বশুর নৃসিংহ ভাদুড়ীকে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখান;—পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৪) অদ্বৈতবিলাস, ২য় খণ্ড (পৃ ২) (৫) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৬) উপরে দ্রষ্টব্য।

ছোট শ্যামদাস (১), পদ্মনাভ চক্রবর্তী (২), প্রভৃতিও এই সময়ে আচার্য-সমীপে উপনীত হন। অদ্বৈতজীবনের এই সময়ের বহু ঘটনা

---

(১) ইনি রাঢ়দেশীয় পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে পারদর্শী না হওয়ায় নানা স্থানে পরাজিত হইতেন। ইনি কাশীতে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতসমীপে গমন করেন, এবং ভক্তিতত্ত্বে পারদর্শী হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। (২) যশোহরের তালগড়িয়া(তালখড়ি)-নিবাসী, অদ্বৈতশিষ্যমহলে 'যশোরীয়' নামে খ্যাত, প্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর পিতা; রাঢ়ী; ইনি ও লোকনাথ গোস্বামী অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য ছিলেন, এবং সেই কারণে অধিক সময় শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে থাকিতেন।—বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ২৩৯); শান্তিপুর-স্মৃতি (পৃ ৮৮); বসুমতী, ১৩৪৩ কার্তিক (পৃ ১০৫)। লোকনাথের মাতার নাম ছিল সীতা দেবী। "মধ্বাচার্য-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-প্রণালীতে দৃষ্ট হয় যে, লোকনাথ মহাপ্রভুর শিষ্য।"—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪ : সীতাচরিত্র। এই দুই মতের সামঞ্জস্য এইভাবে করা হইয়াছে।

তাহা শুনি' লোকনাথ আনন্দিত হৈলা।
গঙ্গাগর্ভে মোর প্রভু স্থানে মন্ত্র লৈলা॥
... ...
প্রভু কহে, ওহে নিমাঞি, কর অবধান।
লোকনাথে শিক্ষাইবা তত্ত্বানুসন্ধান॥
এত কহি' প্রিয় শিষ্য গৌরে সমর্পিলা।
শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথে আত্মসাৎ কৈলা॥

—অদ্বৈতপ্রকাশ, ১২শ অধ্যায়

এই স্থলে বক্তব্য এই যে, মহাপ্রভু কাহাকেও দীক্ষা দান করেন নাই, তবে প্রিয় জনকে নিজগণের কাহারও হস্তে দীক্ষার্থ সমর্পণ করিতেন।

তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ আছে। ইতিমধ্যে আচার্যদেব একবার নীলাচল দর্শন করিতে গমন করেন। তিনি প্রথমে দাক্ষিণাত্যের শ্রীনাথ আচার্যকে (পণ্ডিত, চক্রবর্তী) (১) শিষ্য করেন, এবং তৎপরে পুরী যাইয়া জগন্নাথদর্শন, ভক্তিতত্ত্বপ্রচার ও অদ্ভুত ভাবপ্রকাশ করিতে থাকেন। সেখানে কর্ণাট-রাজ সর্বজ্ঞের (২) বংশজাত এবং রূপসনাতন গোস্বামীর পিতামহ মুকুন্দদেব ও অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার নিকট ভাগবতব্যাখ্যা ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ করেন। তন্মধ্যে পুরুষোত্তম পণ্ডিত (শ্রীঅদ্বৈতের দক্ষিণহস্তস্বরূপ), কামদেব ও নাগর (৩) দীক্ষিত হইয়া আচার্যের সহিত কিয়ৎকাল পরে শান্তিপুরে গমন করেন।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত বড়শাখা যে প্রভুর।
কামদেব দ্বিতীয় যে রসের প্রচুর ॥ (৪)

একদা শান্তিপুরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলবিহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, গঙ্গাতীরে সমাবিষ্ট ভক্তগণের মধ্য হইতে কামদেবকে হস্তে ধারণ করিয়া আচার্য জলে অবতরণ করেন, এবং তৎপরে অন্য ভক্তগণ জলে নামিলে

(১ শ্রীচৈতন্যশাখাভুক্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতের 'চৈতন্যমতমঞ্জুষা' নাম্নী টীকাকার; ইনি শিবানন্দ সেন এবং তৎপুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও কবিকর্ণপুরের গুরু ছিলেন।—প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস। "শ্রীনাথ পণ্ডিত কুমারহট্টবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি; হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ইঁহার কৃত ভাগবতের টীকার নাম চৈতন্যমতচন্দ্রিকা'।"—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ৮৫) (২) হরিলাল চট্টো—বৈষ্ণব-ইতিহাস (৩য় সংস্ক, পৃ ৯৯) (৩) গুজরাটের কামদেবনাগর—Dineshchandra Sen : Chaitanya and his Companions (৪) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল; পূর্বে দ্রষ্টব্য। পুরুষোত্তম দাস বা নাগর পুরুষোত্তম পণ্ডিত হইতে অন্য এক (বা দুই) ব্যক্তি।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান [পৃ ৫৩২-৩, ৬২১-২; পরিশিষ্ট (পৃ ৫২-৩)]

সকলে সমবেতভাবে জলকেলি করেন। এরূপও লিখিত আছে—নিত্যানন্দের প্রেমপ্রচারের সময় শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপে তরজাচ্ছলে বলেন যে, তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে তিনি নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমকে শুষিয়া লইবেন, অর্থাৎ, শুষ্ক করিয়া নষ্ট করিবেন, এবং এই বলিয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসেন। নিত্যানন্দ এই তরজা নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের নিকট প্রেরণ করিলে, মহাপ্রভু রামদাসপ্রমুখ কয় জনকে নিত্যানন্দের সহকারী করিয়া দেন, এবং কামদেব, নাগর ও নন্দিনী প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তিকে শ্রীঅদ্বৈতের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু এই নাগর নিজেই প্রেমপ্রচারে কর্তা সাজিতে চান বলিয়া আচার্য ক্রুদ্ধ হন। (১) কামদেব সম্বন্ধে অন্যত্র (২) কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। যখন শ্রীনাথ আচার্য উত্তরকালে শান্তিপুরে আসিয়া প্রায় এক মাস থাকেন এবং শ্রীঅদ্বৈতের নিকট ভাগবতাদি পাঠ করেন, তখন শ্রীঅদ্বৈত রূপসনাতনকে দিয়া বৈষ্ণব আচার্যবেশে অনেক কার্য করাইবেন এই তথ্য প্রকাশ করেন। যাহা হউক, তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনের পর শান্তিপুরে যথাসময়ে শ্রীঅদ্বৈত রাজা দিব্যসিংহকে দীক্ষিত করেন। (৩)

আচার্যের বয়স তখন প্রায় ত্রিশ বৎসর, এবং তাঁহার খ্যাতি সুপ্রসারিত হইয়াছে। প্রিয় শিষ্য বড় শ্যামদাস অদ্বৈতাচার্যকে বিবাহ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলে, তিনি সম্মত হন। শ্যামদাসই পাত্রীর সন্ধান করিয়া দেন, এবং যদুনন্দন আচার্যের উদ্যোগে সপ্তগ্রামের ধনী ভ্রাতৃদ্বয় হিরণ্য ও গোবর্ধন দাস মজুমদার (৪) বিবাহের ব্যয় বহন করিতে

---

(১) অদ্বৈতবিলাস, ২য় খণ্ড (পৃ ৩২৪) (২) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮২); পরে দ্রষ্টব্য। (৩) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৪) ইঁহারা কায়স্থ ও শ্রীঅদ্বৈতের ভক্ত ছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে আসিতেন; প্রথম ভাগ (পৃ ১৯৭) দ্রষ্টব্য।

স্বীকৃত হন, এবং বিবাহে উপস্থিত থাকেন। সপ্তগ্রামের সন্নিহিত নারায়ণপুর-গ্রামের কাপশ্রেণীস্থ (১) নৃসিংহ ভাদুড়ীর সীতা ও শ্রী নাম্নী দুই বয়স্থা (কোনও মতে, যমজ) কন্যার সহিত আচার্যের বিবাহ ফুলিয়ায় নিষ্পন্ন হয়। তৎপূর্বে ভাদুড়ী মহাশয় ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় কন্যাদ্বয় সহ ফুলিয়ায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করেন, এবং নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান ; এবং এক দিন তিনি কন্যাদের সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরের তৎকালীন সমারোহপূর্ণ ভগবতীযাত্রা দর্শনব্যপদেশে অদ্বৈতাশ্রমে গমন করেন। বিবাহসভায় নবদ্বীপের (মূলে শ্রীহট্টবাসী) শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীদেবীকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য আচার্যকে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হন। কোনও মতে, সীতা দেবীর বিবাহের পর রাণাঘাটের নিকটস্থ লোকাড়ি(নোকড়ি)(২)-গ্রামের এক বিপ্র আসিয়া আচার্যকে বলেন যে, তাঁহার যুবতী কন্যা 'শ্রীদেবী'র ইচ্ছায় তাহাকে আচার্যের সহিত পরিণয়োদ্দেশ্যে তাঁহার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, এবং তার পর বাহির হইতে সীতা দেবী শ্রীদেবীকে ভিতরে লইয়া যাইলে, সেই রাত্রে আচার্য ইঁহাকে বিবাহ করেন। (৩) কেহ বলেন, সীতা দেবীর সহিত আচার্যের পরিণয়ের পর নৃসিংহ ভাদুড়ী শ্রীদেবীকে যৌতুকস্বরূপ আনিলে পশ্চাৎ বিবাহ হয়। (৪) রামায়ণের সীতার ন্যায় এই সীতা দেবীর জন্ম সম্বন্ধেও অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। (৫) এক দিন পরিবেশনের সময় অবগুণ্ঠন দিবার বা মুক্ত কেশপাশ বন্ধন করিবার জন্য সীতা দেবীর অপর

(১) বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক) ; 'কুলীন'—মহাকোষ (২) নৌকাড়ী—নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৯৯) (৩) শ্যামদাস—অদ্বৈতমঙ্গল ; অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ২৬৩) (৪) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল (৫) লোকনাথ দাস—সীতাচরিত্র (পুথি)

দুই হস্ত প্রকাশ পায় বলিয়া লিখিত আছে। (১) আর এক দিন শান্তিপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে অনুষ্ঠিত ভোজনোৎসবে (২) সীতা দেবীর যুগপৎ প্রত্যেকের সমক্ষে প্রার্থিত দ্রব্যসমেত উপস্থিতির কথা বর্ণিত আছে। (৩) সীতা দেবী 'বস্ত্রে মুখ বান্ধি' হরিষ অন্তরে' রাঁধিতেন (৪)। আচার্যদেব কর্তৃক সীতা দেবী স্বপ্নাদিষ্ট মাধবেন্দ্র পুরীর প্রদত্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় 'পৌর্ণমাসী', 'কন্দর্পসুন্দরী' বা 'কনকসুন্দরী' ছিলেন বলিয়া খ্যাত। আচার্যের আজ্ঞায় তিনি শ্রীদেবীকে দীক্ষা দান করিয়া ইঁহার 'স্বভাবের প্রখরতা' সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। (৫)

নন্দিনী জঙ্গলী দুই সীতা-সহচরী।
পূর্বে যেঁহ শ্রীজয়া-বিজয়া অনুচরী॥
যোগমায়া-প্রতিবিম্ব উমা মায়াশক্তি।
অভেদ করিয়া কহেন যোগমায়া উক্তি॥ (৬)

(১) গিতরার (ঢাকা) 'অর্ধকালী' সম্বন্ধে ও অন্য দুই তিন স্থলে অনুরূপ কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। 'পণ্ডিত রাঘবরামের পত্নী জয়দুর্গা সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। সম্ভবত, ইঁহার গণ্ডদেশে কৃষ্ণবর্ণ জড়ুল থাকায়, লোকে ইঁহাকে 'অর্ধকালী' বলিত।'—বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড (পৃ ৬৯); বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকাণ্ড। কেহ বলেন যে, 'অচ্যুতানন্দের প্রকাশ' ছোট শ্যামদাস সীতা দেবীর স্তন্যপান করিতেন, এবং তিনিই ইঁহাকে চতুর্ভুজা দেখেন।—প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (২) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮৪); যুবক, ১৩৩৬ ফাল্গুন ও চৈত্র (পৃ ১২২): সীতা ঠাকুরাণী (৩) অদ্বৈতপ্রকাশ; অদ্বৈতবিলাস, ২য় খণ্ড (পৃ ১৭৯) (৪) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮৪) (৫) অদ্বৈতপ্রকাশ; অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ২৭২) (৬) ভক্তমাল, ৩য় মালা; নিম্নে ও পরে দ্রষ্টব্য। সীতা দেবীকে ৺দুর্গার ও শ্রীদেবীকে ৺লক্ষ্মীর অবতার বলা হইত।—শান্তিপুর, ১৩৩৬ আশ্বিন (পৃ ১২৬)

শ্রীদেবীর সম্বন্ধে বিরোধীয় পক্ষগণ যে গ্লানিকর উক্তি করেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং শ্রীদেবী, আচার্যদেব, তদ্বংশীয়গণ ও তদ্ভক্তগণেরও মানহানিকর।

এখানে লোকনাথ দাসকৃত 'সীতাচরিত্র' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। এই গ্রন্থের সম্পাদক অচ্যুতচরণ চৌধুরী উক্ত লোকনাথকে লোকনাথ গোস্বামীর সহিত অভিন্ন মনে করেন। (১) কিন্তু এই গ্রন্থে লিখিত আছে—

কহে লোকনাথ দাস, শ্রীচৈতন্যপদে আশ,
কৃপা করি' দেহ ব্রজে বাস।

সুতরাং, এই গ্রন্থকার বৃন্দাবনস্থিত প্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী নহেন। "সীতাচরিত্রের মত পুস্তক লোকনাথ গোস্বামীর নিকট হইতে বাহির হইতে পারে না ইহা গ্রন্থটির দুই চারি পাতা পড়িলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ...গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ।...ইহার রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টম দশকের পূর্বে নহে, সম্ভবত দুই, তিন বা ততোধিক দশক পরেই হইবে।... নন্দিনী ও জঙ্গলী পুরুষ ছিলেন। পরে সাধনার জোরে ইঁহাদের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ঘটে, অথবা, সাধনার জন্যই ইঁহারা স্ত্রীবেশে থাকিতেন। ইহা প্রতিপন্ন করা সীতাচরিত্র-রচয়িতার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।" (২) গ্রন্থে অনেক অলৌকিক ঘটনা বিবৃত আছে। "নানা কারণে ভক্তপ্রবর লোকনাথ গোস্বামী 'সীতাচরিত্র' লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না।" (৩) "লোকনাথ গোস্বামী যে 'সীতাচরিত্রের' ন্যায় গ্রন্থ লিখিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না।...যে 'ভক্তিপ্রভা' পত্রিকায়

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪ (পৃ ১৭৬) (২) বঙ্গশ্রী, ১৩৪১ মাঘ (পৃ ৪২-৩) (৩) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক)

'সীতাচরিত্র' বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই বাসুদেব মণ্ডল নামক এক ভক্ত লিখিয়াছেন, 'লোকনাথ দাস বঙ্গদেশী ভেকধারী কোন সহজিয়া বৈষ্ণব ছিলেন'।...'সীতাচরিত্রের' কোন প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাই নাই।...সীতাদ্বৈতচরিত-গ্রন্থগুলি যে ১৫০ বৎসরেরও পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা গেল। কিন্তু কত পূর্বে তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন।" (১) সাতকুলিয়ার নিকটস্থ বিষ্ণুপুরবাসী মাধবেন্দ্র আচার্যের পুত্র বিষ্ণুদাস কর্তৃক রচিত 'সীতাগুণ-কদম্ব' (২) নামক "পুথিখানি যে ১৫৭ বৎসরের প্রাচীন তাহা ইহার হস্তাক্ষর ও কাগজের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়।...ইহা যে জাল তাহার বহু প্রমাণ আছে।" (৩) "সীতামাহাত্ম্য নামে অপ্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র বাংলা গদ্যপুস্তক লোকনাথ গোস্বামীর রচিত বলিয়া দেখা যায়, ইহাতে অদ্বৈতপত্নী সীতা দেবীর চরিত্র বর্ণিত আছে।" (৪) "কুলিয়া-গ্রামবাসী মাধবেন্দ্র আচার্যের পুত্র ও সীতা দেবীর শিষ্য বিষ্ণুদাস আচার্য 'সীতাগুণকদম্ব' (৫) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে অদ্বৈতাচার্য ও সীতা দেবীর বিষয়ে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। ইহাতেও নন্দিনী ও জঙ্গলীর মাহাত্ম্যখ্যাপন আছে। লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রভাব গ্রন্থটির মধ্যে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। বিষ্ণুদাস কুলিয়া হইতে উঠিয়া গিয়া ঝামটপুরের অনতিদূরে মাণিক্যডিহি-গ্রামে বাস করেন।" (৬)

১৪১৯ শকে অচ্যুতানন্দ, ১৪১৮ শকে কৃষ্ণদাস, ১৪২২ শকে গোপালদাস, ১৪২৬ শকে বলরাম এবং ১৪৩০ শকে যমজ পুত্র রূপ ও

---

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৮৪-৯১) (২) প্রথম ভাগ (পৃ ১৭৯-৮০) (৩) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৮০-৪ ; পরিশিষ্ট, পৃ ৯০) (৪) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ২৩৯) (৫) বঙ্গশ্রী, ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ (পৃ ৭৩২-৩৩) ; প্রথম ভাগ (পৃ ১৮০) ; পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৬) সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৩৭৬)

জগদীশ জন্মগ্রহণ করেন। অচ্যুতের জন্মকালে সমাগত কতিপয় অদ্বৈতভক্ত বা শিষ্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বন্দব উদয়ন,   পুরন্দর রামধন,
আনন্দে মিলিল সব।
যত শান্তিপুরবাসী,   আনন্দে সবে ভাসি',
করিল আনন্দ উৎসব॥
কমল (১) বিশু আস,   হৃদয়ে পরকাশ,
আনিয়া দিলেন সিন্দুর।
যতেক রমণী,   পরিল অমনি,
ঈষৎ হাসিয়া মধুর॥

...   .

কুবের আদিত্য নামে উড়ে এক জন।
কোথা হ'তে আসি' করে ধন বিতরণ॥
শান্তিপুরবাসী যত ছিল তন্তুবায়।
আচার্যের দ্বারে আসি' হরিগুণ গায়॥ (২)

অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণলীলায় 'অচ্যুতা'-সখী ছিলেন বলিয়া লিখিত হয়। তিনি শান্তিপুরে ও নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের নিকট অলঙ্কার ও ব্যাকরণাদি পাঠ করিতেন, এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শান্তিপুরে এক দিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া আচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেশব ভারতী ও শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধ কি?' আচার্য ব্যবহারিক দিক্ হইতে উত্তর করেন যে, কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যের গুরু। জ্ঞানের আকর শ্রীচৈতন্যের কেহ গুরু হইতে পারেন বালক অচ্যুত ইহা শুনিয়া ভয়ানক ক্রোধ প্রকাশ করেন। তখন আচার্যদেব পুত্রকে আদর করিয়া তাঁহার কথার সারবত্তা স্বীকার করেন।

(১) কমলাকান্ত বিশ্বাস (২) শ্যামদাস—অদ্বৈতমঙ্গল

পাঁচ বৎসরের ছাওয়াল অচ্যুতানন্দ।
রূপেতে কার্তিক যেন দেখিতে সুছন্দ॥
গদাধর পণ্ডিতের তিনি এক শিষ্য।
অদ্বৈতনন্দন জানে ভূত ভবিষ্য॥ (১)
এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে॥
পঞ্চবর্ষ বয়স—মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি' সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥ (২)
পঞ্চবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য সন্তোষ অপার॥ (৩)

কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যের উপনয়নকালীন আচার্যগুরু ছিলেন, এবং এই স্থানে সেই গুরুপদেরই উল্লেখ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কারণ যখন ভারতী মহাশয় মহাপ্রভুর সন্ন্যাসকালীন গুরু হন, তখন অচ্যুতের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। (৪)

কালে তানে ভারতী দিলেন যজ্ঞসূত্র।
শাস্ত্রমতে মিশ্ররাজ দিলা বিষ্ণুমন্ত্র॥ (৫)
মতান্তরে কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র দিলা যেঁহ।
অবন্তীতে বাস সান্দীপনি মুনি তেঁহ॥
কেশব ভারতী যেঁহ গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসী।
করিয়া লইয়া গেলা নবদ্বীপ-শশী॥ (৬)

(১) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল (২) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৪।১৫২ ৩ (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১২।১৭ (৪) মহাকোষ, ১ম খণ্ড: অচ্যুত ১৬ (অচ্যুতানন্দ) (৫) অদ্বৈতপ্রকাশ, ১০ম অধ্যায় (৬) ভক্তমাল, ৩য় মালা (পৃ ২৬; ২য় সংস্ক, বসুমতী কার্যালয়)

মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ।
দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূদদ্য কেশবভারতী ॥ (১)

"বৃন্দাবন দাসের অনেক কথার সামঞ্জস্য নাই। অতএব ঈশান নাগরের কথাই প্রকৃত বলিয়া অনুমিত হয়; অর্থাৎ, অচ্যুত ১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।" (২) কেহ বৃন্দাবন দাসের বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিতে গিয়া অচ্যুতানন্দের জন্ম-সাল ১৪২৮ শক লিখিয়াছেন। (৩)

অচ্যুতানন্দ নবদ্বীপে মহাপ্রভুর চতুষ্পাঠী হইতে উদাসীন হন, এবং তৎপরে তাঁহার সহিত পূর্ববঙ্গে গমন করেন। তিনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত তত্ত্ববিষয়ক আলাপ করিতেন। (৪) তিনি অলক্ষ্যে মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বৃন্দাবনে তাঁহার সকাশে আত্মপ্রকাশ করেন। বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর প্রত্যাগমনকালে তাঁহার পাঁচ জন সঙ্গীর মধ্যে অচ্যুতানন্দ ছিলেন; সোরোক্ষেত্রে যে দুই জন গৌরাঙ্গ-অনুচরকে বিজুলী খাঁর 'গৌড়ীয় ঠক্' (৫) বলিয়া মনে হইয়াছিল, অচ্যুত তন্মধ্যে এক জন।

---

(১) গৌরগণোদ্দেশদীপিকা; শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ৩০) (২) বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (২য় সংস্ক): অচ্যুত৬ (অচ্যুতানন্দ) (৩) চৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্ক, পৃ ২৩৪; গৌড়ীয় মঠ) (৪) অদ্বৈতপ্রকাশ, ১২শ অধ্যায় (৫) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৮।১৭২। মহাপ্রভু বিজুলী খাঁকে 'বৈষ্ণব' করেন। ইনি কালিঞ্জর-দুর্গাধিপতি বিহার খান আফগানের পালিত পুত্র।—প্রমথ চৌধুরী: নানা চর্চা (পৃ ১১১-২৭); শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৩৯৭; পরিশিষ্ট, পৃ ৭৬)। "১৫১৬ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষে মথুরা ও বরাহ-ক্ষেত্রের মধ্যে কোনও স্থানে চৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট পাঠান রাজপুত্র বিজুলী খাঁ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত এবং 'রামদাস' নাম প্রাপ্ত হন।"—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার: জীবনীকোষ ('বিজুলী খাঁ')

কাশীতে অচ্যুতানন্দ উলঙ্গ সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের (পরে প্রবোধানন্দ) (১) সহিত নানারূপ আলাপন করেন। তিনি মহাপ্রভুর সহিত পুরীতে, এবং তাঁহার তিরোভাবের পর শান্তিপুরে গমন করেন। পুরীতে অচ্যুত পিতার সম্প্রদায়েই নৃত্যকীর্তন করিতেন।

শান্তিপুরের আচার্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা, আর সব গায় ॥ (২)

তিনি খেতরি-মহোৎসবে যোগদান করিতেন, এবং শান্তিপুরেই দেহরক্ষা করেন। (৩) আচার্যপন্থীগণের মধ্যে অচ্যুতানন্দের মতই শ্রেষ্ঠ।

প্রথমে ত' আচার্যের একমত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত' আচার্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ, (১৭শ অধ্যায়) ও ভক্তমাল (বাংলা) ব্যতীত অন্য কোথাও এই দুই জনকে অভিন্ন বলিয়া লিখিত হয় নাই।—বিমানবিহারী মজুমদার: শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান (পৃ ১৬৯, ৪৪৫, ৫৬৭; পরিশিষ্ট, পৃ ৫৬) (২) চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৩।৪৫ (৩) নরহরি চক্রবর্তী—নরোত্তম-বিলাস। 'অভিরাম-লীলামৃত' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অদ্বৈতাচার্যের পুরীতে অবস্থানকালে "অচ্যুত-বিয়োগে সীতা সংশয় জীবন"; কিন্তু মহাপ্রভু ও আচার্যের তিরোভাবের পর অচ্যুতের মৃত্যু হয়।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫২০)

যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্যের গণ—'মহাভাগবত' ॥
সেই সেই,—আচার্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ ॥ (১)

অচ্যুতানন্দ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যপ্রধান বলিয়া লিখিত আছে, এবং তিনি গুরুর নিকট বহু দিন ছিলেন। (২) "অচ্যুতের নাম শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈত-শাখার মধ্যে থাকিলেও তিনি গদাধর পণ্ডিতেরই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বস্তুত শাখা ও শিষ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যশাখার অন্তর্ভুক্ত। সেই হিসাবে গদাধর পণ্ডিতের

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১২।৮-১০, ৭৩-৪; পরে দ্রষ্টব্য। "চৈতন্যভাগবত (অন্ত্যলীলা, ৪।১৮৩—অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্র করে হেলা। পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তিঁহ গেলা॥) হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অদ্বৈতের কোন কোন পুত্র শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈতশাখায় অদ্বৈতের সব কয়টি পুত্রেরই নাম লিখিত হইয়াছে। হয়ত, ১৬১৫ খৃস্টাব্দে অদ্বৈতের পৌত্রেরা শ্রীচৈতন্যকে সর্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; সেই জন্য কবিরাজ গোস্বামী সব কয় জন পুত্রেরই নাম করিয়াছেন।…প্রেমবিলাসেও (৪র্থ বিলাস, পৃ ২৬) দেখা যায় যে, সীতা দেবী বলিতেছেন—

কোন কোন পুত্র রহে অচ্যুতের মতে।
নাগরের দ্বারে কেহ চলিলা বিমতে ॥" — শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ১৬-৭) (২) যদুনন্দন দাস—গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর 'শাখানির্ণয়ামৃত'; চৈতন্যভাগবত; গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

শিষ্য অচ্যুতকে মহাপ্রভুর উপশাখায় গণনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহার যোগ্যতার জন্যই তিনি চৈতন্যের মূল শাখা ও অদ্বৈতের মূল শাখায় গণিত হইয়াছেন। বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ উভয় শাখার অন্তর্ভুক্তরূপে পরিচিত।" (১) বৈষ্ণবগণ অচ্যুতানন্দকে শ্রীচৈতন্যের সহিত অভিন্ন মনে করেন; শ্রীহট্টে অদ্যাবধি তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব প্রতিপালিত হয়। (২) গঙ্গাদাস-প্রণীত 'অচ্যুতচরিত' (?) নামক একখানি গ্রন্থ আছে।

"অদ্বৈতাচার্য প্রথম বয়সে যে মতের পক্ষপাতী ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলনের পর তাহার ঈষৎ পরিবর্তন হয়। তাঁহার প্রাথমিক ও শেষ উপদেশের মধ্যে অসামঞ্জস্য (?) দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহার শেষোক্ত উপদেশ মানিয়া চলেন নাই। আচার্যের পুত্রগণের মধ্যে কেবল অচ্যুতই শেষোক্ত মত মানিয়া চলিয়াছিলেন। অচ্যুত কর্তৃক বৈষ্ণবমত নানা স্থানে প্রচারিত হয়।" (৩) "অদ্বৈতের ঋণ পরিশোধ জন্য শ্রীচৈতন্যদেব যে অর্থসমষ্টি পাঠান উহা সাত পুত্রে বিভাগ করিয়া লয়েন। অচ্যুত নির্লোভ ও নির্লিপ্ত ছিলেন। ইঁহাকে অদ্বৈতপ্রভু বিশেষ স্নেহ করিতেন।

অচ্যুতের মত যেই সেই মোর সার।
আর সব পুত মোর হৌক ছারখার॥" (৪)

---

(১) বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (২য় সংস্ক): অচ্যুত৬ (অচ্যুতানন্দ) (২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৩ মাঘ (পৃ ২৫৫...) (৩) রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস, ২য় ভাগ (৪) চৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈতবাক্য—সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৩০৫)। এই পদ চৈতন্য-চরিতামৃতের সকল সংস্করণে নাই। অনেক গ্রন্থে (সম্বন্ধনির্ণয়, সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানাদি) ভ্রমক্রমে অচ্যুতকে আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া লিখিত আছে।

"অচ্যুতানন্দের অপর পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে দুই জন তাঁহার অনুগত এবং অপর তিন জন ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন।" (১)

শ্রীঅচ্যুত কৃষ্ণমিশ্র, আর গোপালদাস।
এ তিনের কৃষ্ণসেবায় সতত উল্লাস ॥ (২)

কতিপয় গ্রন্থে ইহা লিখিত আছে যে, কৃষ্ণদাসকে (৩) সীতা দেবী তদীয়া ভগিনী শ্রী দেবীর হস্তে অর্পণ করেন, কারণ এই সময়েই শ্রী দেবীর একটি পুত্র হইয়া নষ্ট হইয়া যায় ; এ রহস্য ঈশান নাগরের মাতা, 'যশোরিয়া' পদ্মনাভ চক্রবর্তী ও আরও দুই জন জানিতেন। (৪) কোনও মতে, কৃষ্ণদাস শ্রী দেবীর নিজ পুত্র। কৃষ্ণদাস পরম ভক্ত ছিলেন, এবং শান্তিপুরে আচার্যের চতুষ্পাঠীতে পঠনকালে শ্রীচৈতন্য ইঁহার নাম 'কৃষ্ণ মিশ্র' রাখেন। ইনি মাতা কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য রক্ষিত কদলী 'ওঁ গৌরায় নমঃ' মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া নিজে ভক্ষণ করেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম বিজয়া। ইঁহাকে কার্তিকেয়ের অবতার, এবং ইঁহার পুত্র রঘুনাথ ও দোলগোবিন্দকে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অবতার বলা হয়। পরে ৺মদনগোপাল-সেবার ভার এই দুই ভ্রাতার উপর পড়ে। (৫) মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে, শান্তিপুর হইতে অদ্বৈতপ্রভুর সহিত কৃষ্ণ মিশ্র পুরী যাইতে চান, তখন সীতা দেবী তাঁহাকে সস্ত্রীক মন্ত্র দেন, এবং শান্তিপুরে থাকিতে বলেন—তখন তাঁহার বয়স ১৬

(১) যুবক, ১৩৩৩ পৌষ (পৃ ৬৭) : অচ্যুতানন্দ ; গৌড়ীয়, ৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড (পৃ ৯৭০) (২) অদ্বৈতপ্রকাশ, ২১শ অধ্যায় (৩) বার জন কৃষ্ণদাসের মধ্যে অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণদাস ও অদ্বৈতশাখাভুক্ত কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী দুই জন।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২৬-৭, ২৯) (৪) অদ্বৈতপ্রকাশ (৫) পূর্বে ও পরে দ্রষ্টব্য।

বৎসর। কথিত আছে—শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানে আচার্য সাতিশয় শোকবিহ্বল হইলে, শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে স্বপ্নে বলেন যে, তিনি শীঘ্রই কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন, এবং সেই দিনই (১৪৬৬ শকের রামনবমী তিথি) রঘুনাথের জন্ম হয়; আনুমানিক ১৪৭১ শকের দোলপূর্ণিমায় দোলগোবিন্দের জন্ম হয়। মতান্তরে, মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে স্বপ্নে বলেন যে, তিনি কৃষ্ণ মিশ্রের প্রথম পুত্র হইবেন, এবং নিত্যানন্দপ্রভুকে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে বলেন। যখন শ্রীনিবাসাচার্য তদীয় শিষ্য মুর্শিদাবাদ-জেলার বোরাকুলি-গ্রামবাসী গোবিন্দ চক্রবর্তীর ভবনে আসিয়া '৺রাধাবিনোদ'-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই মহোৎসবে কৃষ্ণ মিশ্র যোগদান করিয়া কতিপয় দিবস থাকেন। (১) "পূর্বে প্রসিদ্ধ ষড়্দর্শনের মধ্যে যাঁহার দুইটি দর্শনে পূর্ণ পাণ্ডিত্য থাকিত, তিনিই 'মিশ্র' উপাধি পাইতেন। এই উপাধি বর্তমান সময়ের উত্তরপশ্চিম-দেশের যাজক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় কেবলমাত্র যাজকতার পরিচয় নহে।" (২) গোপালদাসকে গণেশের, এবং বলরামকে কুবেরের অবতার বলা হয়। দশম বৎসর বয়সের সময় গোপাল নীলাচলে গুণ্ডিচামন্দির মার্জনাদির পর নর্তনকীর্তনে যোগদান করেন, ভাবাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়েন, এবং মহাপ্রভুর হরিধ্বনিতে ও স্পর্শে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

> নানা ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্তন।
> দুই গোসাঞি হরি ব'লে আনন্দিত মন॥
> ... ...
> তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি'।
> উঠহ, গোপাল,—বল' বল' 'হরি' 'হরি'॥ (৩)

(১) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ (পৃ ৫৩২) (২) রাধিকানাথ গোস্বামী—যতিদর্পণ বা সন্ন্যাস। পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১০।২১, ২৫

স্বরূপ ও জগদীশ (১) চৈতন্যভক্ত ছিলেন না বলিয়া কথিত আছে। কোনও মতে, আচার্যের পাঁচ পুত্র (স্বরূপ ব্যতীত) ছিলেন। (২)

দোলগোবিন্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। গর্ভাবস্থায় বিজয়া দেবীকে নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্র আসিয়া দেখিয়া যান। দোলগোবিন্দের জন্ম হইলে, নবদ্বীপের ভক্তগণ, অম্বিকার গৌরীদাস, সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্ত এবং খড়দহের বীরচন্দ্র ও জাহ্নবা দেবী প্রভৃতিকে লইয়া শ্রীরাম পণ্ডিত শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে গমন করেন। সে সময় বাসুদেব ও তাঁহার ভ্রাতা মাধব ঘোষ মৃদঙ্গকরতালযোগে নিত্যানন্দপ্রভুর জন্মবিষয়ক পদ কীর্তন করেন। বহু সম্প্রদায়ের নৃত্যকীর্তন হয়। অদ্বৈতপ্রভুও উহাতে যোগদান করেন। ভক্তগণ গাহেন—'প্রেমসে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ, বলিয়ে প্রভু নিতাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রাদ্বৈতচন্দ্রকী জয়!' অদ্বৈত-প্রভু গাহেন—'জয় গৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দ কী জয়!'

লিখিত আছে (৩) যে, বালক রঘুনাথ এক দিন জিজ্ঞাসা করেন, 'যদি সকলেই উদ্ধার হইয়া যায়, তবে বেদব্যাস-বাক্যমতে কলিকালে চৌরাশী নরক কিরূপে পূর্ণ হইবে?' তাহাতে কনিষ্ঠ দোলগোবিন্দ উত্তর করেন, 'গৌরদ্বেষী পাপী দ্বারা চৌরাশী কেন, চৌরাশী লক্ষ নরক থাকিলেও

(১) বলরামও চৈতন্যবিদ্বেষী ছিলেন।—বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (২য় সংস্ক, পৃ ১২২): অদ্বৈতপ্রভু। এ বিষয়ে কেহ কেহ আংশিক ভ্রমাত্মক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"অদ্বৈত গোস্বামীর আটটি সন্তানের মধ্যে অচ্যুত সর্বকনিষ্ঠ; ইঁহার অপর সাতটি ভাই নিতান্ত কুলাঙ্গার ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন; তাঁহাদের দুর্ব্যবহারে অদ্বৈতপ্রভু শেষ জীবনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া গিয়াছেন।"—উপেন্দ্রচন্দ্র মুখো: চরিতাভিধান (২য় সংস্ক, পৃ ১৭৮) (২) শ্যামদাস—অদ্বৈতমঙ্গল (৩) অদ্বৈতপ্রকাশ

তাহা পূর্ণ হইবে।' এই কথায় অদ্বৈতপ্রভু ও তৎসঙ্গে রঘুনাথ ও দোলগোবিন্দও আনন্দে নৃত্য, সীতা দেবী প্রেমের হাস্য এবং অচ্যুতাদি ভ্রাতৃত্রয় অশ্রুপাত করেন।

দোলগোবিন্দ কৃষ্ণ মিশ্রের নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তৎপরে মিথিলায় গিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড অধ্যয়ন করেন। তিনি মিথিলার রাজসভায় দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পাবনা-জেলার অঙ্গারগ্রামবাসী কুলীন রামশরণ মৈত্র তর্কবাগীশকে পরাজয় করিয়া 'তর্কাচার্য' উপাধি লাভ করেন। আদিশূরানীত কাশ্যপগোত্রীয় দ্বিজ সুষেণের অন্বয়ে জাত স্বর্ণরেখ বল্লাল সেনের সময়ে বারেন্দ্র কুলীন বলিয়া গণ্য হন; স্বর্ণরেখ-পৌত্র মতু মৈত্রগ্রামে বাস করেন; মতুর বংশজ সোণ ওঝা সাতোটা-গ্রামে বাস করেন; এবং সাতোটার কেশব ওঝার অন্বয়ে রামশরণের জন্ম। পাবনা-জেলায় ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। রামশরণ কাশী, ইত্যাদি স্থানে বহুকাল তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নাস্তিকভাবাপন্ন হন, এবং পরে সত্যানন্দ তীর্থের নিকট বেদবেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়া আস্তিকতা লাভ করেন। 'সিদ্ধান্তপ্রদীপ শব্দরত্নাবলী আর। ব্যাকরণের টীকা কৈলা সিদ্ধান্তের সার॥' তিনিই মুগ্ধবোধের টীকাকার রাম তর্কবাগীশ কিনা ঠিক বলা যায় না। তিনি গৌরাঙ্গাষ্টক ও গৌরতত্ত্বদীপিকা প্রণয়ন করেন। রামশরণ কাশী-অঞ্চল হইতে মিথিলায় গমন করেন; রাজাদেশে আহূত উপরিলিখিত মহতী সভায় মিথিলাদেশীয় সমস্ত পণ্ডিত, এবং অন্যদিকে উপাধ্যায়সহ দোলগোবিন্দ উপস্থিত থাকেন। দিগ্বিজয়ী ন্যায়গ্রন্থের একখানি 'পাঠ' (অংশ) আবৃত্তি করিয়া উহার ব্যাখ্যাসহ উহাকে সংলগ্ন করিতে বলেন। সভাস্থ সকলে নীরব রহিলে, তিনি সকলকে জয়পত্রে স্বাক্ষর করিতে বলেন। তখন দোলগোবিন্দ উত্তর দেন যে, উহা বিশুদ্ধ পাঠ নহে,

এবং একটি 'নঞ্' দিলে তিনি উহা সংলগ্ন করিয়া দিতে পারেন। তখন দিগ্বিজয়ী বিচারে অসম্মত হইয়া পরাজয় স্বীকার করেন, এবং দোল-গোবিন্দের চরণে দণ্ডাকারে পতিত হইয়া বলেন, 'যিনি কেবলমাত্র অনুমানখণ্ড অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও শব্দ এই খণ্ডত্রয় চক্ষেও দেখেন নাই, তথাপি সেই অপাঠ্য ভাগের পাঠখানি একবারমাত্র শুনিয়াই তাৎপর্যগ্রহণে সক্ষম, তাঁহাকে পরাস্ত করা আমার কাজ নয়; আমার শিক্ষাগুরু বলিয়াছেন যে, যিনি এই পাঠ তিন বার শ্রবণ করিয়া 'নঞ্'-চুরি ধরিবেন, তিনি বিদ্বান্ বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে বিচারে আমার জয় হইবে, অপরন্তু যিনি একবার শুনিয়া ধরিবেন, তিনি দেবাবতার, তাঁহার সহিত বিচার নিষিদ্ধ এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে'।

তার পর, দোলগোবিন্দ শান্তিপুরে গিয়া ন্যায়ের টোল খুলিয়া অধ্যাপনা করেন। রামশরণও শান্তিপুরে আসেন। দোলগোবিন্দ তাঁহাকে দীক্ষা দেন। 'স্বর্ণদী গহ্বরে তারে কৃষ্ণমন্ত্র দিলা।' রামশরণ প্রণাম করিয়া বলেন—

> বুদ্ধেঃ কর্কশতা কুতর্কজনিতা দূরীকৃতা যেন মে
> প্রাপ্তং গৌরপদং প্রগাঢ়সুখদং যদ্দৃষ্টিমাত্রে গুরুং।
> নিত্যানন্দহৃদং স্বধর্মসুহৃদং শ্রীদোলগোবিন্দকং
> যস্যাখ্যাহ্শুভহং নমামি তমহং শ্রীকৃষ্ণমিশ্রাত্মজং॥

দোলগোবিন্দ 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলিয়া আশীর্বাদ করেন, সাধ্যসাধনতত্ত্বের উপদেশ দেন এবং শিষ্যকে সংসারাশ্রম করিতে অনুমতি দেন। তৎপরে রামশরণ স্বগ্রামে গমন করেন। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় মনুসংহিতার টীকাকার মহাত্মা কুল্লুক ভট্টের অন্ববায়ে জাত নন্দনবাসা-গাঞী সিদ্ধ শ্রোত্রিয় মন্মথ (মনাই) ভট্ট মহাশয় কৃষ্ণ মিশ্রসমীপে উপস্থিত হইয়া

তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সহিত নিজ কন্যাদ্বয় সুভদ্রা ও রেবতীর বিবাহ-প্রস্তাব করেন, এবং তৎপরে এই দুই বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। (১)

অদ্বৈতাচার্য তাঁহার বিবাহের পর নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর সন্নিকটে চতুষ্পাঠী ও 'অদ্বৈতসভা' স্থাপন করেন (২), এবং অধ্যাপনা ও ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে থাকেন। বিষ্ণুদাস আচার্য, বাসুদেব দত্ত, প্রভৃতি এই সময়ে শ্রীঅদ্বৈতের নিকট দীক্ষিত হন। সেখানে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাস, হরিদাস, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, প্রভৃতির সহিত কীর্তন ও রসালাপে কালযাপন করিতে থাকেন। ক্রমে নবদ্বীপবাসী (মূলে শ্রীহট্টবাসী) জগন্নাথ মিশ্রের সহিত আচার্যের পরিচয় হয়। তিনি জগন্নাথ মিশ্রকে (৩) দীক্ষাদান করেন, এবং পুত্রলাভের জন্য আশীর্বাদ করেন, কারণ পূর্বে তাঁহাদের আটটি কন্যার মৃত্যু হয়; তৎপরে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। বিশ্বরূপ নবদ্বীপে আচার্যের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, এবং অদ্বৈতসভায় যোগ দিতেন; তিনি কিছুকাল পরে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। শচী দেবীর বিশ্বাস ছিল যে, আচার্যের শিক্ষাতেই এইরূপ হয়; তিনি আচার্যকে 'দৈত্য' বলিতেন (৪); সেই জন্য পরে শ্রীবাসালয়ে শ্রীচৈতন্য মাতাকে প্রকৃত কথা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া আচার্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করান, এবং তৎকালে শচী দেবী শ্রীচৈতন্যকে আরতি করেন বলিয়া লিখিত আছে। শ্রীঅদ্বৈত, বড় হরিদাস, প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য নবদ্বীপে ও শান্তিপুরে যে সব কার্য করেন তাহা পরে লিখিত হইল।

(১) শ্রীকৃষ্ণমিশ্রচরিত ; বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ১৮১, ১৯৯, ৩২১, ৪০১, ৫২১……) (২) কেহ বলেন যে, নবদ্বীপেও কুবেরের একটি বাসস্থান ছিল। (৩) কোনও মতে, তিনি শচী দেবীকেও 'গৌরগোপাল'-মন্ত্রে দীক্ষা দেন ; পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৪) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৯৯)

বিশেষ অবতারে বিশ্বাসশীল ধর্মমাত্রেই এইরূপ প্রধান ও আনুষঙ্গিক অগ্রদূতের পূর্বাবির্ভাব নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৩য় প্রবাহ : চৈতন্যদেবের প্রকটকাল

পহিলহিঁ রাগ নয়নভঙ্গে ভেল,
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল।
না সো রমণ, না হাম রমণী,
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি॥

—রায় রামানন্দ (চৈতন্যচরিতামৃত)।

অদ্বৈতাচার্যের যখন ৫২ বৎসর বয়স, তখন চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তৎকালীন সমাজের অবস্থা, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত কারণ সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাস, শান্তিপুরে চৈতন্যদেবের কার্য, ইত্যাদি বিষয় নিম্নে ও অন্যত্র (১) বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-জীবনের অনেক ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত চৈতন্যদেবের প্রকটকালে আচার্যের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে তাহার বিবরণ এখানে লিখিত হইল। অদ্বৈতাচার্য ১৩৯৫ শকে নিত্যানন্দ (২)-প্রভুকেও জগতে অবতীর্ণ করান বলিয়া লোকের বিশ্বাস ; পিতা হারাই (মুকুন্দ) পণ্ডিত পুত্র জন্মিলে শান্তিপুরে আসিয়া আচার্যের অনুমতি লইয়া যান, এবং তদনুসারে নিজের স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে আনয়ন করিয়া অপর পারে নৌকায় রাখেন ; আচার্য নৌকায় গিয়া শিশুপুত্রের নামকরণ করেন।

(১) প্রথম ভাগ (২) সঙ্কর্ষণ, অনন্ত বা বলদেবের অবতার বলিয়া খ্যাত।

নিত্যানন্দের আর নাম চিদানন্দ ছিল।
অদ্বৈতের আজ্ঞায় হাড়া ওঝা রেখেছিল ॥ (১)

কথিত আছে যে, আচার্য নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের সূতিকাগৃহে গিয়া (২) তাঁহাকে দেখেন এবং বাহিরে আসিয়া নিম্ববৃক্ষতলে শয়ন করেন বলিয়া চৈতন্যদেবের 'নিমাই' নাম হয়। (৩) সূতিকাগৃহ নিম্ববৃক্ষতলে ছিল বা শিশুকে নিম্ববৃক্ষে দোদুল্যমান রাখা হইত বলিয়া এই নাম হয়, অথবা, নিমাইকে যমের নিকট 'তিক্ত' করিবার নিমিত্ত জননী এই নাম দেন—এরূপও লিখিত আছে। (৪) 'দিগম্বর, সর্ব অঙ্গ

(১) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস। লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখিয়াছেন যে, প্রথমে নিত্যানন্দের নাম ছিল 'কুবের পণ্ডিত'।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২৭৬) (২) কেহ বলেন, জগন্নাথ (পুরন্দর) মিশ্র মহাশয় শান্তিপুরে গিয়া আচার্যকে জানান যে, শিশু স্তন্যপান করিতেছে না, এবং সেই জন্য আচার্য নবদ্বীপে গিয়া 'হরিনাম' শুনাইলে শিশু স্তন্যপান করে। কৃষ্ণ ভারতীতে আরোপিত 'সন্তনির্ণয়' (অসমীয়া) গ্রন্থেও ঐরূপ এবং নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে—নিমাই তিন দিন স্তন্যপান করেন নাই (পূর্বে দ্রষ্টব্য), অদ্বৈতাচার্য ঐ সময় 'চৈতন্য' নাম রাখেন (এ নাম কিন্তু সন্ন্যাসের সময় হয়), এবং আচার্যের এক পুত্র আসামে গিয়া চৈতন্যধম প্রচার করেন।—রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯ (পৃ ১৮০); শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫৫২-৩)। লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখিয়াছেন যে, অদ্বৈতাচার্য শচী দেবীর গর্ভ বন্দনা করেন, এবং মুরারি গুপ্ত 'করচা'য় লিখিয়াছেন যে, দেবগণ ঐরূপ করেন। (৩) মহাকোষ : অদ্বৈতাচার্য (৪) অমিয়নিমাইচরিত, ১ম খণ্ড (৬ষ্ঠ সংস্ক, পৃ ৩); হরিসাধন চট্টো : আমরা বাঙালী (পৃ ১৩৫); বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৯৮-৯)

ধূলায় ধূসর' (১) ছয় বৎসর বয়স্ক নিমাই শ্রীঅদ্বৈতের নবদ্বীপস্থ চতুষ্পাঠী হইতে মাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অগ্রজকে ডাকিয়া আনিতে যাইতেন। (২) নবদ্বীপে মহাভাব প্রকাশের সময় শ্রীচৈতন্য 'নাড়া'র মস্তকে চরণ স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্য যখন শান্তিপুরে তাঁহার শেষ শিক্ষাগুরু অদ্বৈতাচার্যের নিকট অধ্যয়ন করিতেন (৩), তিনি আচার্যের চতুষ্পাঠীস্থ কতিপয় ছাত্রকে অধ্যাপন করিতেন; তন্মধ্যে অচ্যুতানন্দ, লোকনাথ চক্রবর্তী, প্রভৃতি ছিলেন। এই লোকনাথ 'গোস্বামী' গদাধরের সঙ্গে আচার্যের নির্দেশানুসারে ভাগবত পাঠ করিতেন; আচার্যদেব তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া গৌরাঙ্গের হস্তে সমর্পণ করেন। (৪) শ্রীচৈতন্য গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে, আচার্য মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে গিয়া তাঁহার সহিত কীর্তন করিতেন। ১৪৩০ শকের মাঘ মাসে যখন শ্রীচৈতন্য পড়ুয়াদের লইয়া প্রথম 'হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'—এই নামকীর্তন প্রবর্তন করিয়া উহা গান করেন (৫) এবং ভাবাবিষ্ট হন, তখন অদ্বৈতাচার্য এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হন। তার পর, এক দিন শ্রীচৈতন্য আচার্যসদনে গিয়া ভাবাবিষ্ট

(১) চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৭।৩৯; পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) মুরারির 'করচা'য় লিখিত আছে যে, বিশ্বম্ভর গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীবাসাদিসহ শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতাচার্যের সহিত দেখা করেন; কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতই শ্রীবাসের বাটীতে প্রথম বিশ্বম্ভরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৭৮) (৪) বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী (পৃ ২০); পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৫) অমিয়নিমাইচরিত, ১ম খণ্ড (৬ষ্ঠ সংস্ক, পৃ ১২৩); বসুমতী, ১৩৩২ চৈত্র (পৃ ৮৬১); এ বিষয়ে পরে দ্রষ্টব্য।

হইলে, আচার্য 'ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥' এই মন্ত্রে সচন্দন পুষ্পাদিতে তাঁহার পাদচর্চা করেন। একদা আচার্য শ্রীবাসালয়ে গমন করিয়া ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন, এবং কীর্তনে যোগদান করিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুরোধে নানাভাবে নৃত্য করেন; এই সময় শ্রীচৈতন্য শ্রীবাসের প্রশ্নের উত্তরে ভৎর্সনাচ্ছলে প্রকাশ করেন যে, আচার্য তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। মহাপ্রভুর কথামত নবদ্বীপের এক কুষ্ঠরোগী শান্তিপুরে আসিয়া আচার্যের পাদোদক সেবন করিয়া নিরাময় হয় বলিয়া লিখিত আছে। [পূর্ব পৃষ্ঠার শেষ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।]

নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে আসিলে, শ্রীচৈতন্য আচার্যকে শান্তিপুর হইতে সপরিবারে আনিবার জন্য শ্রীরামকে প্রেরণ করেন। অদ্বৈতাচার্য নবদ্বীপে গিয়া নন্দনাচার্যের বাটীতে লুকাইয়া থাকেন, এবং গৌরচন্দ্র তাঁহার মস্তকে পদস্থাপন করিবেন এই আশায় রহেন! এদিকে শ্রীচৈতন্য শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া আগত শ্রীরামের প্রতি অদ্বৈতাচার্যকে আনয়ন করিতে আদেশ করেন। আচার্য আসার পর, ভক্তগণসেবিত মহাপ্রভু তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য আচার্যকে বলিলে, ইনি দশাক্ষর মন্ত্রে তাঁহার পূজা ও আরতি আরম্ভ করেন, এবং দণ্ডবৎ প্রণত হন; তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আচার্যের মস্তকে পদার্পণ করেন। তৎপরে কীর্তন আরম্ভ হয়, এবং আচার্য মহাপ্রভুর কথামত অদ্ভুত নৃত্য করেন, এবং তাঁহারই অনুমতিক্রমে আচণ্ডাল-নিরক্ষর-অধম-স্ত্রীলোককে প্রেমধর্ম বিতরণ করিবার ভার অর্পণের জন্য মহাপ্রভুর নিকট বর প্রার্থনা করেন। তার পর, উভয়ের মধ্যে নানা কথাবার্তা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্ত হরিদাসও শান্তিপুর হইতে সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। শ্রীবাসালয়ে মহাপ্রভু এইরূপ আরও দুইবার বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করেন, এবং আচার্যাদি তাঁহাকে অভিষেকবন্দনাদি করেন। সেখানে, চন্দ্রশেখর-

ভবনে ও মহাপ্রভুর গৃহে রজনীতে যে সব কীর্তনাদি হইত, আচার্য তাহাতেও যোগ দিতেন, এবং প্রায়ই ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ বা তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। এক দিন শ্রীবাসগৃহে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত নানারূপ ভগবদ্‌বিষয়ক কথাবার্তা কহিবার পর আচার্য মহাপ্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা করেন, এবং ইঁহার কথামত তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া বাঞ্ছিত রূপের দর্শন প্রাপ্ত হন; তিনি তৎপরে মহাপ্রভুর গৃহে গমন করিয়া শচীদেবীর হস্তে প্রস্তুত ভোজ্যাদি গ্রহণ করেন। জগাই-মাধাই-উদ্ধারের অব্যবহিত প্রাক্কালে আচার্যকে হরিদাসের নিকট গৌরনিতাইএর উদ্দেশে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের উদ্ধারের পর তাহাদিগকে লইয়া মহাপ্রভুর বাটীতে যে কীর্তন হয় তাহাতে আচার্য সানন্দে যোগদান করেন। তিনি পরবর্তী ভাগীরথীবক্ষের জলকেলিতে গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দের সহিত ক্রীড়া করেন,—নিত্যানন্দ তাঁহার চক্ষু জলাঘাতে পীড়িত করিলে, তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করেন।

এক দিন শ্রীচৈতন্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে আচার্যের পূর্বলিখিতরূপ গোপন পদধূলিগ্রহণ জানিতে পারিয়া বাহ্যিক ক্রোধ প্রদর্শন করেন, এবং সবলে আচার্যের চরণে মস্তক ঘর্ষণ করিয়া উহা বক্ষে গ্রহণ করেন; তৎপরে আচার্যসমেত সকলে মহানন্দে কীর্তন করেন। আর এক দিন আচার্য মহাপ্রভুকে রহস্য করিয়া বলেন, "শ্রীবাস পণ্ডিত আর আমি তোমার প্রেমের অধিকারী হইলাম না! যত তিলি-মালী 'অবধূত' লইয়া তোমার কারবার!" এই কথায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া চৈতন্যদেব গঙ্গা-বক্ষে ঝম্প প্রদান করেন; তখন অনুসরণকারী নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া অভিমান ত্যাগ করিতে বলেন; তিনি নন্দনাচার্যের গৃহে লুক্কায়িত থাকেন, এবং শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার সংবাদ না পাইয়া উপবাসী রহেন; তৎপরে মহাপ্রভু গিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে সান্ত্বনা

প্রদান করেন। বসন্তোৎসব উপলক্ষে ভক্তেরা শ্রীবাসগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দলে দলে ভাগীরথীতীরে যাইতেন, এবং সেখানে হোলিখেলা করিতেন; যুবক নিত্যানন্দ ও বৃদ্ধ আচার্যের ক্রীড়া ক্ষণিক বিবাদ ও পরবর্তী মিলন হেতু অতীব আমোদজনক হইত। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় চন্দ্রশেখর আচার্যের ভবনে অভিনীত প্রকৃতি-নৃত্যাভিনয়ে শ্রীঅদ্বৈত বিদূষকের (১) ভূমিকা গ্রহণ করেন। "আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের আঙিনায় আসর করিয়া শ্রীচৈতন্য নিজে স্ত্রীবেশে সাড়ী, হার, বলয়, নূপুরাদি অলঙ্কার ও কৃত্রিমবেণীতে সুসজ্জিত হইয়া সখীভাবে নাচিয়া গাহিয়া কীর্তন করিয়াছিলেন। রাত্রিতেই এই যাত্রাভিনয় হইয়াছিল।···রায় রামানন্দের যাত্রায় আবার স্ত্রী-অভিনেত্রী থাকিত।···শ্রীবাস, গদাধর, অদ্বৈতাদি এবং সময়ে সময়ে মহাপ্রভু স্বয়ং অভিনয়ে (?) যোগদান করিতেন।···তাঁহাদের কোন পালার বই পাওয়া যায় না। তবে সে সময় 'শেখরী-যাত্রা' বলিয়া কায়স্থ চন্দ্রশেখর দাসের যাত্রার পালা ছিল বলিয়া বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন। এই চন্দ্রশেখর (?) শ্রীঅদ্বৈতের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।" (২) "বাংলা-দেশে যাত্রা এক অপূর্ব জিনিস! পৃথিবীর আর কোনও দেশে, কোনও সমাজে 'যাত্রা' নাই; যাত্রার বলে বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-কুলতিলক অদ্বৈতশিষ্য চন্দ্রশেখর দাস বাংলা-দেশে যাত্রার স্রষ্টা।··· তাঁহার যাত্রার নাম 'হরিবিলাস,' এই পালাই তাঁহার যাত্রার প্রথম পালা। তদনন্তর পালার সংখ্যা অধিক হইলে যাত্রাটি 'শেখরীযাত্রা' বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।" (৩) "পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব হয়।···'যাত্রা'

---

(১) শ্রীঅদ্বৈত এইস্থানে আর একবার 'শ্রীকৃষ্ণের' অভিনয় করেন; পরে দ্রষ্টব্য। (২) প্রবাসী, ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ (পৃ ২৬০-১); ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ চৈত্র (পৃ ৬৩৩) (৩) ধর্মানন্দ মহাভারতী—প্রবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড (পৃ ২১০)

শব্দের মূল অর্থ হইতেছে—দেবতার উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা বা অন্যবিধ উৎসব। আধুনিক 'নদীর যাত,' 'মানাদের যাত' এই স্থলে মূল অর্থ অনেকটা বজায় আছে। তাহার পর অর্থ হইল—দেবতার উৎসব উপলক্ষে নাটগীতি, তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনীময় নাটগীতি। প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কালিয়দমন-কাহিনী। এইজন্য যাত্রার নামান্তর ছিল কৃষ্ণযাত্রা বা কালিয়দমন! তাহার পর আসিল বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা। ক্রমে অপর কাহিনী যাত্রার পালার মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্রায় থিয়েটারী ঢঙের আমদানি হয়।" (১)

একদা মহাপ্রভু আচার্যাদিসহ নবদ্বীপের সমস্ত দেবগৃহ ও তৎসংলগ্ন ভূমি সম্মার্জন ও পরিষ্কার করেন। তাঁহারা শ্রীবাসালয়ে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আবাসে শ্রীরাধার জন্মোৎসব, গঙ্গাপুলিনে ভোজনোৎ-সব ও কীর্তন এবং নবদ্বীপে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত যাবতীয় শ্রীকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন করেন। সেখানে কাজীদলনের জন্য মহাপ্রভু যে বিরাট কীর্তন-শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন, আচার্য তাহার পুরোভাগে উপস্থিত থাকিয়া নৃত্য করেন? এক দিন শ্রীবাসের বিষ্ণুমন্দিরে মহাপ্রভু আচার্যের ইচ্ছাক্রমে তাঁহাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন বলিয়া লিখিত আছে ; মধ্যে সেখানে নিত্যানন্দপ্রভুও আসিয়া উপস্থিত হন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য প্রথমেই শান্তিপুরে যান ; তৎপূর্বে তিনি গয়া হইতে ফিরিয়া (?) নবদ্বীপ হইয়া শান্তিপুরে একবার গমন করেন,—সেখানে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইলে, আচার্য বিল্বপত্রপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করেন, এবং সংজ্ঞা পাইয়া তিনি আচার্যের পদধূলি গ্রহণ করেন। (২) পরে তিনি যতবার বঙ্গে আসেন

---

(১) সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ১০৫৪)
(২) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮২)

আচার্যের গৃহে গমন করেন। মহাপ্রভুর পুরীবাসকালে আচার্য প্রতি বৎসরই ভক্তবৃন্দ লইয়া রথযাত্রা উপলক্ষে সেখানে গমন করিতেন, এবং প্রায় চারি মাস থাকিতেন। সেখানে আচার্যকে পুরোভাগে লইয়া মহাপ্রভু সদলে নগরকীর্তনে বাহির হইতেন,—শান্তিপুর-সম্প্রদায়ে অচ্যুতানন্দ নর্তক থাকিতেন। (১)

সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি' হৈল বৈষ্ণব পাগল॥
শ্রীবৈষ্ণব মেঘ-ঘটায় হইল বাদল।
কীর্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥ (২)

আচার্য অন্য সময়ের কীর্তনে নৃত্য, গৌরাঙ্গনিত্যানন্দের সহিত সরোবরে জলকেলি, ভোজনপংক্তিতে নিত্যানন্দসহ প্রেমকোন্দল, এবং গুণ্ডিচা-মার্জন ও নেত্রোৎসব, ইত্যাদিতে যোগদান করিতেন। জলকেলি এইরূপ হয়—

প্রেমাবেশে গোরা অদ্বৈতেরে শোয়াইলা।
মোর প্রভু জলে শুতি' ভাসিতে লাগিলা॥
কিবা ভাবাবেশে গৌর উঠে তান বুকে।
মহাপ্রভু লঞা প্রভু ভাসে অনুরাগে॥

... ...

যৈছে মহাবিষ্ণু শুইলা অনন্তশয্যায়।
তৈছে অদ্বৈতাঙ্গ-শয্যায় গৌর-লীলোদয়॥ (৩)

(.) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৩।৪৮-
(৩) সতীশচন্দ্র মিত্র—অদ্বৈতপ্রকাশ, ১৫শ অধ্যায় (পৃ ১৭৯)

হাসি' মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ-শয্যা কৈল ॥
আপনে তাঁহার উপর করিল শয়ন।
'শেষশায়ী-লীলা' প্রভু করে প্রকটন ॥
অদ্বৈত নিজ-শক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥ (১)

"কবিকর্ণপূর 'চৈতন্যচরিতং' মহাকাব্যে এই লীলা বর্ণন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেখানে শেষশায়ী বা অনন্তশয্যার সঙ্গে তুলনা করেন নাই। এই তুলনা কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব, এবং ঈশান কর্তৃক উহা অনুকৃত হইয়াছে।" (২) নন্দোৎসবে সকলে গোপ-লীলা করিতেন, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ অপূর্ব লগুড়ঘূর্ণন-কৌশল প্রদর্শন করিতেন; এবং বিজয়া-দশমী বা লঙ্কাবিজয়ের দিনে ভক্তেরা বানরবেশ ধারণ করিতেন। মহোৎসবে পরস্পর নিমন্ত্রণাদি হইত,—সস্ত্রীক আচার্যই অধিক নিমন্ত্রণ করিতেন। এক দিন সন্ন্যাসীগোষ্ঠী ব্যতীত মহাপ্রভুকে একক ভোজন করাইতে আচার্যের ইচ্ছা হয়; এবং সত্যই মহাপ্রভু একাকী আসিয়া উপস্থিত হন, এবং তৎপরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরব্ধ হওয়ায়, সন্ন্যাসীরা আসিতে পারেন না। (৩) আচার্য এক দিন মহাপ্রভুকে পূজা করেন, এবং মহাপ্রভুও তৎপরে 'রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিবা। যোঽসি সোঽসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে ॥' এই মন্ত্রে আচার্যকে অর্চনা করেন। চৈতন্য-মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবান্ উভয়-ভাবেই লীলা করিতেন।

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৪।৮৮-৯০ (গৌড়ীয় মঠ, ৪র্থ সংস্ক) (২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৫৫) (৩) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৯ম অধ্যায়

নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শান্তিপুরে আচার্যসমীপে গমন করিতেন। তিনি একবার পুরী হইতে মহাপ্রভু কর্তৃক নামপ্রচারার্থ আদিষ্ট হওয়ার পরে সপ্তগ্রামাদি হইয়া শান্তিপুরে আচার্যের আলয়ে গমন করেন ; এই উপলক্ষে শান্তিপুরে কতিপয় দিবস ধরিয়া আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়।

দোঁহে দোঁহা দেখি' বড় হইলা বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্বচনীয় রস॥
দোঁহে দোঁহা ধরি' গড়ি' যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে॥
কোটিসিংহ জিনি' দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ॥ (১)

পরে নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-অঞ্চলে হরিভক্তি প্রচারের সময় শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপে উপস্থিত থাকেন। (২) মুরারি গুপ্ত 'করচা'য় লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভু একবার সংবাদ দেওয়ার জন্য নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠান, এবং নিত্যানন্দ নবদ্বীপ হইতে সকলকে লইয়া শান্তিপুরে যান। বৃন্দাবন দাসও এরূপ লিখিয়াছেন। কবিকর্ণপূর 'চৈতন্যচরিতামৃতং' গ্রন্থে এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্বে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে' ভ্রমক্রমে লিখিয়াছিলেন যে, নিত্যানন্দ প্রথমে শান্তিপুরে আসেন এবং নবদ্বীপে কাহাকে পাঠান হইয়াছে কিনা অদ্বৈতাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন। (৩) বিবাহের পর প্রত্যাবর্তনের পথে নিত্যানন্দ শান্তিপুরে আচার্যগৃহে গমন করেন। অম্বিকা-কালনায় মনোহর 'গৌর-নিতাই' মূর্তির প্রতিষ্ঠা-সময়ে আচার্যের আদেশে অচ্যুতানন্দ উপস্থিত হইয়া গৌরাঙ্গবিগ্রহকে দশাক্ষরী গোপালমন্ত্রে এবং নিত্যানন্দবিগ্রহকে নারায়ণমন্ত্রে পূজা করেন। ইহাই

(১) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫।৪৭৩-৫ (২) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৩) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৯৩-৪)

সর্বপ্রথম (১) নিতাই-গৌরবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা। ইতিপূর্বে মহাপ্রভু যথন প্রভু নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া (?) অম্বিকায় গমন করেন (২), প্রেমোন্মত্ত গৌরীদাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত তাঁহার আলয়ে চিরদিন থাকিতে বলেন, এবং না থাকিলে আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন; তখন মহাপ্রভু গৌরীদাসকে তাঁহাদের প্রতিমূর্তির সেবা করিতে উপদেশ দেন। (৩)

মহাপ্রভুর কথামত ১৪৫৫ শকে জগদানন্দ শান্তিপুরে অদ্বৈতসমীপে গমন করিলে, আচার্য তরজা-হেঁয়ালীর ভাবে তাঁহাকে বলেন,—

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিছে বাউল॥ (৪)

পুরীতে যাইয়া জগদানন্দ মহাপ্রভুকে ইহা বলিলে, তিনি ঈষৎ হাস্য করেন, এবং কিছুকাল পরেই অপ্রকট হন।

এখানে 'বাউল' শব্দ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। "বাংলাদেশে বাউল-সম্প্রদায়ের বহুলতার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা

---

(১) মুরারি গুপ্তের মতে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্বপ্রথমে মহাপ্রভুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৬০৩) (২) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮৫) (৩) বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী (পৃ ৬২)। বীরেশ্বর প্রামাণিক-রচিত 'নিত্যানন্দ-চরিত' ('যুবকে' প্রকাশিত)-প্রবন্ধে নিত্যানন্দের সহিত কৃত আচার্যের কার্যকলাপ বর্ণিত আছে। কেহ বলেন যে, গৌরীদাস কাটোয়ায় গৌর-নিতাই-এর আর এক বিগ্রহ স্থাপিত করেন।—দীনেশচন্দ্র সেন: বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৭১) (৪) অদ্বৈতপ্রকাশ, ২১শ অধ্যায়; চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৯।২০-১। প্রকৃতপক্ষে, 'বাউল' ব্যতীত এইরূপ বিদায়ের নিদারুণ ইঙ্গিত আর কে করিতে পারে?

যায় যে, খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শঙ্করাচার্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পুরী-সম্প্রদায়ের এক জন সন্ন্যাসী বাংলা-দেশে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম মাধবেন্দ্র পুরী।......লোকে তাঁহাকে 'বাউল' বলিত। কিন্তু লোকে তাঁহার সহিত আলাপ করিলে বুঝিতে পারিত যে, তাঁহার বাহ্য বাতুলতার অন্তরে শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার-শক্তি বিদ্যমান আছে।......বিজ্ঞ লোকে বুঝিল যে, পুরী গোঁসাইর বাউল-ভাব তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় প্রেমভক্তিরই বাহ্য বিকাশ মাত্র।......তাঁহার শিষ্যেরা দুই দলে বিভক্ত হয়—এক দল শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, অপর দল ভক্তিবাদী বৈষ্ণব। অদ্বৈতবাদী দলের প্রধান শিষ্য ছিলেন রামচন্দ্র পুরী, এবং ভক্তিবাদী দলের প্রধান শিষ্য ছিলেন ঈশ্বর পুরী ও অদ্বৈতাচার্য। মাধবেন্দ্র পুরীর ন্যায় ঈশ্বর পুরী ও অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতিও 'বাউল' নামে অভিহিত হইতে থাকেন।......(গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর) নিমাই-পণ্ডিতের নাম হয় 'ক্ষেপা নিমাই' ('চ'তে পাগলা' !)।......(সন্ন্যাস-গ্রহণের পর হইতে) চৈতন্য-মহাপ্রভু 'আদি-বাউল'দের প্রধান হইয়া উঠেন। নিত্যানন্দপ্রভু মাধবেন্দ্র পুরীর দলভুক্ত ছিলেন, এবং তিনি 'মহাবাউল' নামে পরিচিত ছিলেন—'তাঁহার আচার-বিধি নিষেধের পার' (১) ছিল।......বাউলদের মধ্যে কেহ কেহ আবার 'ক্ষেপা' বা 'ক্ষেপা বাউল' নাম ধারণ করেন।......এখন বাংলা-দেশে যে বাউল-সম্প্রদায় দেখা যায়, তাহারা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকেই নিজেদের সম্প্রদায়ের আদি-প্রবর্তক বলিয়া ঘোষণা করে। বাউল-সম্প্রদায়ের অপর শাখা নেড়ানেড়ী (২)-সম্প্রদায় নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র বা বলভদ্র

(১) চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৪শ অধ্যায়, অন্ত্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়

(২) বীরভদ্র ১,২০০ 'বৌদ্ধ সহজিয়া' নেড়ানেড়ীকে বৈষ্ণব করেন। —শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ৮০)। "তান্ত্রিক ব্যভিচারদুষ্ট নিম্ন শ্রেণীর সহজিয়া, বাউল, আউল, প্রভৃতি শ্রেণীকে নব ব্রাহ্মণ্যধর্মে

গোস্বামীকে নিজেদের আদি-প্রবর্তক বলিয়া পরিচয় দেয়। বঙ্গদেশে দশম শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের ৫০০ বৎসর পূর্বে সহজিয়া মতের প্রচারক

দীক্ষিত সমাজের লোকেরা ঘৃণার চক্ষে দেখিত।...এই ঘৃণার দরুণ পূর্ববঙ্গের শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া ত্রাণ পাইয়াছিল।......এমন দিনে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাউল ও নেড়ানেড়ীরা ভীষণ ব্রাহ্মণ্যদলন সহ্য করিতে না পারিয়া রামকেলিতে রূপসনাতনের নিকট এবং খড়দহে বীরভদ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। খড়দহে ১,২০০ নেড়া (মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুক) এবং ১,৩০০ নেড়ী (উক্তরূপ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী) বীরভদ্রের কৃপালাভ করিয়া যে আনন্দোৎসব করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি সেদিন পর্যন্তও জাগ্রত ছিল। খড়দহে বৎসর বৎসর নেড়া-নেড়ীদের মেলা বসিত।......সেই আদিম ব্যভিচারের স্রোত এখনও একেবারে শেষ হয় নাই, কিন্তু ইহারা বিবাহ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া অনেক উন্নত হইয়াছে।......'গোসাঞীকে পাঁচ সিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, জাত্যংশে কুলীন বড় নেড়া।' (দাশরথি রায়) নবদ্বীপ হইতে এ নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে—রামকেলিতে কিছু কিছু আছে শুনিয়াছি।......(নিত্যানন্দই) সমস্ত নিম্নজাতীয় হিন্দুর গৃহে বৈষ্ণব গোস্বামীদের পূজাদি করিবার ব্যবস্থা চালাইয়াছিলেন। 'হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হৈল শ্রীচৈতন্য'—এই ভাবের কতকগুলি গান আছে।"—বৃহৎ বঙ্গ (ভূমিকা—পৃ ॥৶০, পৃ ৩২৪-৫, ৭৩৬-৭, ৭৬৫)। "নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহার সঙ্গীগণ রাঢ়দেশে গোপালবেশ ধারণপূর্বক কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার দেহাবসানের পর, তাঁহারই অনুকরণ করিয়া, কোন কোন বৈষ্ণব আপনাকে কৃষ্ণ, বলরাম বা রামচন্দ্র বলিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইত। বীরভদ্র তাহাদের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম কলুষিত হইতেছে দেখিয়া, তাহারা বৈষ্ণবসমাজ-বহির্ভূত বলিয়া প্রচার করেন। কথিত আছে, এইরূপ

ছিলেন নাথপন্থের ৮৪ সিদ্ধপুরুষের অন্যতম নাঢ় (১) পণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী নাঢ়ী। এই নাঢ়া ও নাঢ়ী হইতে নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও নাম হইয়াছে। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্যকে 'নাঢ়া' বলিয়া

সমাজ-বহিভূর্ত প্রায় ষোল শত বৈষ্ণব দলবদ্ধ হইয়া, নাগা-সন্ন্যাসীদের ন্যায় উৎপাতের সৃষ্টি করে। তাহারা বিবাহ করিত না, তাহাদিগকে 'নেড়া' বলিত। বীরভদ্র তাহাদের অত্যাচার দমন করিয়া তাহাদের দল ভাঙিয়া দেন। তাহারা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাহাদের গদি স্থাপন করে।······চৈতন্য-মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর বাংলা-দেশে তাঁহার অনুকরণে অনেক অবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল।"—বিদ্যালঙ্কার: জীবনীকোষ (বীরভদ্র গোস্বামী)। বাউল ও সহজিয়া ভাব সম্বন্ধে আরও দ্রষ্টব্য—মণীন্দ্রনাথ বসু: সহজিয়া সাহিত্য, সহজিয়া তত্ত্বানুশীলন, বঙ্গের চৈতন্যপরবর্তী সহজিয়া ধর্ম (The Post-Chaitanya Sahajia Cult); নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত: বাংলার বাউল-সম্প্রদায়, বাউলের ইতিহাস; অক্ষয়কুমার দত্ত: ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়; বৃহৎ বঙ্গ (ভূমিকা—পৃ ৸৶০ ও ২৶০, ১৩১, ৩১৯-২৯, ৩৯৫-৪০২, ৪৬৫, ৫০৪-১২, ৫৮৬-৮, ৫৯৯-৬০২, ৭৬৯-৮২); ভারতবর্ষ, ১৩৩০ আশ্বিন (পৃ ৫২৮); প্রবর্তক, ১৩৪৩ ফাল্গুন (পৃ ৫০৯); বিচিত্রা, ১৩৪৩ চৈত্র (পৃ ২৯১), ১৩৪৫ শ্রাবণ (পৃ ৩৭); প্রবাসী, ১৩৭৪ বৈশাখ (পৃ ৬৯)। প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, 'কবিওয়ালী' বৈষ্ণবীদিগকে 'নেড়ী কবি' বলিত।—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড (পৃ ৫০); সুকুমার সেন: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ১০৫৩) (১) এই নাড় বা নাঢ় পণ্ডিতকে (১১শ শতক?) ভুটিয়ারা 'নারো' বলিত। তাঁহার প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, তিনি বর্তমান কালের বাউলদিগের ন্যায় গোঁফ-দাড়ি কামাইতেন এবং লম্বা চুল রাখিতেন।—বিদ্যালঙ্কারের জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক অংশ): নাড় পণ্ডিত

সম্বোধন করিতেন তাহা চৈতন্যভাগবতের নানা স্থানে দেখা যায়। (১) সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বলেন যে, তাঁহাদের আদিগুরু হইতেছেন চৈতন্যদেবের পারিষদ স্বরূপদামোদর, স্বরূপের শিষ্য রূপ গোস্বামী, রূপের শিষ্য রঘুনাথ দাস, দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য সিদ্ধ মুকুন্দদাস। (২) মুকুন্দদাসের চারি শিষ্য হইতে আউল, বাউল, সাঞী, দরবেশ এই চারি শ্রেণীর ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। সহজধর্ম 'নব রসিকের ধর্ম' বলিয়া পরিচিত। এই 'নব রসিকের' মধ্যে যদুনাথ দাসের 'সংগ্রহ-তোষণী' পুথিতে বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও কবি রায়শেখরের নাম পাওয়া যায়।......বাউলের প্রত্যেকে নিজের বিবেক-বুদ্ধির নির্দেশ ও ধারণা অনুযায়ী চলিতে চায়। এই জন্য বাউলেরা নিজেদের বলে 'নিবর্তিয়া,' অর্থাৎ, ব্রতরহিত বা অথর্ববেদের ব্রাত্য।" (৩)

গীতে আছে—

'তারে কৈ পেলাম সই, হ'লাম যার জন্য পাগল।......'

'আমায় দে, মা, পাগল ক'রে,
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে।......'

'এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল,
ন'দের মাঝে দেখ্‌সে তোরা।......'

আবার—

'মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা,
সেই সে মানুষ সার।

---

(১) অদ্বৈতাচার্য 'নাড়িয়াল' বলিয়া তাঁহাকে এইরূপ সম্বোধন করা হইত ; পূর্বে ও প্রথম ভাগ (পৃ ১৮১) দ্রষ্টব্য। (২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫৭৩)। এই মত সকলে মানেন না। (৩) প্রবাসী, ১৩৩৯ মাঘ, ফাল্গুন (পৃ ৫০১-৩...)

মানুষ-লক্ষণ মহাভাবগণ,

মানুষ ভাবের পার !' (১)

মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার বিবরণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। উক্ত সময়ের কিছু পূর্বে অদ্বৈতাচার্য পুরীতে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

আষাঢ় (২) বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায়ে আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা গৌড়দেশে।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব কথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥ (৩)

এখানে ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় 'বঞ্চিত' স্থলে 'বাঞ্ছিত'

(১) চণ্ডীদাস। এইরূপ ভাবের গান অনেক আছে। 'জড় ভরত', অথবা, 'বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মত্তবৎ, পিশাচবৎ' হওয়া এইরূপ সাধুর আদর্শ। "In every the wisest soul lies a whole world of internal madness, an authentic demon-empire."—Carlyle. (২) উড়িয়া কবি অচ্যুতানন্দ ও ঈশ্বরদাস প্রভৃতি ভক্তদের মতে মহাপ্রভুর বৈশাখ মাসেই তিরোভাব হয়।—বিমানবিহারী মজুমদার : শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২৭৮-৯) (৩) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল

বসাইলে একটা অর্থ হয় লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত রথযাত্রার পূর্বে কি করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত একমত হইয়া জয়ানন্দ ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' পুস্তক দুইখানি পরস্পর মিলাইয়া লিখিয়াছেন যে, বামপদে আঘাত পাওয়ার ফলে মহাপ্রভু ছয় দিন পরে (শুক্লা সপ্তমী তিথিতে) গুণ্ডিচা-মন্দিরে জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিবার সময় দেহত্যাগ করেন, এবং সেখানে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়। (১) জয়ানন্দ অন্যত্র (২) লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি শুনি'।
বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ছা গেল শচী ঠাকুরাণী ॥

ইহাতে বোধ হয় যে, অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরে এই কথা শ্রবণ করেন। কিন্তু তিনি পুরীতে মহাপ্রভুকে অসুস্থ দেখিয়া কেমন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন তাহার অর্থ হয় না। কোনও মতে, মহাপ্রভুর মূর্ছিত অবস্থায় "তাঁহার প্রতি আক্রোশবশত ৺জগন্নাথের পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার দেহ লুকাইয়া ফেলেন। শেষে রাজার কাছে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য তাঁহারা প্রচার করেন যে, শ্রীচৈতন্য ৺জগন্নাথদেহে বিলীন হইয়াছেন।...উড়িষ্যায় কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট এরূপ অনুমানের কথা শুনিয়াছিলাম। (৩)

(১) ভারতবর্ষ, ১৩৪৫ কার্তিক (পৃ ৭৫৪-৭)। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—দীনেশচন্দ্র সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক); ভারতবর্ষ, ১৩৩১ শ্রাবণ (পৃ ২৯৮), ১৩৩৫ ফাল্গুন (পৃ ৩২১), ১৩৩৬ বৈশাখ (পৃ ৭৩৫), আশ্বিন (পৃ ৫৯২), ১৩৪০ বৈশাখ (পৃ ৭৬৩); গৌড়ীয়, ৭ম বর্ষ ২য় খণ্ড (পৃ ৫৯৮, ৬১২, ৬৬৩), ৮ম বর্ষ ১ম খণ্ড (পৃ ১১৩); তপোবন, ৩য় বর্ষ (পৃ ২৭৩)। (২) চৈতন্যমঙ্গল (৩) এই প্রসঙ্গে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অপমৃত্যুও স্মর্তব্য (প্রথম ভাগ, পৃ ৭৫)।

আমার নিজের ধারণা এই যে, জয়ানন্দ-প্রদত্ত বিবরণই সত্য। মহাপ্রভু ইষ্টকে আহত হইয়া জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত হন, এবং তাঁহার প্রিয় বন্ধু গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে দেহত্যাগ করেন।" (১) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন জয়ানন্দ ও লোচনদাসের কথায়ই বিশ্বাস করেন, এবং বলেন যে, মহাপ্রভু হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যান, এবং তাহার তাড়সে তাঁহার জ্বর হয়, পরে তাঁহার দেহান্তে গুণ্ডিচা-মন্দিরে গোপনে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়—হয়ত, চৈতন্যপদচিহ্নিত স্থানের অভ্যন্তরেই উক্ত সমাধি; দীনেশ-বাবু গুপ্ত হত্যার সম্ভাবনার ইঙ্গিতও করিয়াছেন। (২)

৪র্থ প্রবাহ : ব্রহ্ম হরিদাস

অলখ ইলাহী এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
রাম রহিমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
কৃষ্ণ করীমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
কাশী কাবা এক হ্যায়, একৈ রাম রহিম।
ময়দা এক, পকবান বহু, বৈঠি কবীরা জীম॥ —কবীর

ঠাকুর হরিদাস সম্বন্ধে প্রথমত সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের পর তাঁহার শান্তিপুর-লীলা বর্ণিত হইতেছে,—ইহার প্রধান অংশ অদ্বৈতাচার্যের সাহচর্যে সংঘটিত হয়। ফুলিয়ার ঘটনাও এই প্রসঙ্গে লিখিত হইতেছে।

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা॥

(১) বিমানবিহারী মজুমদার : শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২৭৬-৯)
(২) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৭১, ৭৩৯-৪১)

হরিদাস ঠাকুর—মহাভাগবত-প্রধান।
প্রতিদিন লয় তেঁহ তিন লক্ষ নাম॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিলুঁ।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিলুঁ॥ (১)
অদ্বৈতের স্থানে তিঁহো হইলা দীক্ষিত।
তিন লক্ষ হরিনাম জপে দিবারাতি॥
লক্ষ হরিনাম মনে, লক্ষ কাণে শুনে।
লক্ষ নাম উচ্চ করি' করে সঙ্কীর্তনে॥ (২)

শান্তিপুরে দীক্ষা লওয়ার পর হরিদাসের নামগ্রহণে এত কঠোরতা প্রকাশ পায়। তৎপূর্বেও তাঁহার 'নামে' অলৌকিক নিষ্ঠা ছিল, এবং তিনি বেণাপোলে নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া 'হরির লুঠের' সৃষ্টি করেন বলিয়া কথিত হয়। "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় শ্রীহরিদাস (যবন) ঠাকুরের প্রবর্তিত হরির লুঠের প্রসার নদীয়ায় খুব অধিক হইয়াছিল।" (৩) চৈতন্যদেব প্রভৃতি ও হরিদাসের নামযজ্ঞের বিষয় পূর্বে ও অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। (৪) ঠাকুর হরিদাসের পক্ষে দিবারাত্রি একরূপ সমান ছিল, নাম জপ করিতে করিতে বহুদিন তাঁহার আহার-নিদ্রাই হইত না। তিনি অসুস্থ ও বার্ধক্যাতুর অবস্থায়ও এই ব্রত উদ্‌যাপনে সমভাবে মনোযোগী ছিলেন, এবং যখন অপারগ হইতেন তখন মৃত্যু-কামনা করিতেন। সপ্তগ্রাম-চাঁদপুরের সভায় শ্রীধর স্বামীর শ্লোক-ব্যাখ্যাচ্ছলে (এবং অন্য কতিপয় স্থানে) তিনি শাস্ত্রোক্ত নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। উক্ত সভায়, ফুলিয়ায় ও শান্তিপুরে এইরূপ পাণ্ডিত্য-

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩।৯২, ৭।১৬-৭ (২) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (৩) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৭৯) (৪) প্রথম ভাগ (পৃ ৬৯); ভারতবর্ষ, ১৩৪২ মাঘ (পৃ ১৬৫)

প্রকাশ, এবং অন্যত্র তাঁহাতে আরোপিত অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শনের ঘটনা সরল অনাড়ম্বর বিবিক্তদেশসেবী দীনশ্রেষ্ঠ হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। (১) যাহা হউক, তিনি ঐ সভায় বলেন,

··· নামের এই দুই ফল (২) নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥ (৩)

এই প্রেম নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে দৃষ্ট হয়; অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি ইহাকে হরিদাস ঠাকুরের একমাত্র রচনা বলেন, এবং ইহা রূপ গোস্বামিপাদ কর্তৃক রক্ষিত হয়।—

অলং ত্রিদিববার্তয়া কিমিতি সার্বভৌমশ্রিয়া,
বিদূরতরবর্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি।
কলিন্দগিরিনন্দিনীতটনিকুঞ্জপুঞ্জোদরে,
মনো হরতি কেবলং নবতমালনীলং মহঃ॥

[অর্থ—স্বর্গের কথায় বা ভূমণ্ডলের আধিপত্যে কাজ কি? মোক্ষ-সম্পত্তিও দূরে থাকুক। কালিন্দীনদীতটস্থ নিকুঞ্জবনবিহারী নব তমাল-সদৃশ কোন এক নীলবর্ণ পুরুষই আমার মন হরণ করিতেছেন।]

··· মহাশয় হরিদাস।
কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর উল্লাস॥
কৃষ্ণপাদাম্বুজ-মধুময়মত্ত ভৃঙ্গ।
রসের আবেশে হয় তরুণিম সিংহ॥ (৪)
ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥

---

(১) সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর (২) পাপক্ষয়, মোক্ষ (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩।১১৭ (৪) লোচনদাস—চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড, ৫৯-৬০

আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥ (১)

হরিদাস ঠাকুরের গৃহে পথে সর্বত্র এই নামজপঝঙ্কার চলিত; কখনও কখনও মৃদুস্বরেও হইত। পূর্বে লোকে ইষ্টনাম সাধারণত মনে মনেই জপিত, সুতরাং, এই প্রথা একরূপ নূতন। (২)

নিরবধি হরিদাস গঙ্গাতীরে-তীরে।
ভ্রমেন কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি' উচ্চস্বরে।
বিষয়সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেকো গোবিন্দনামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অণুক্ষণ হয় নানা মূর্তি॥
কখনো করেন নৃত্য আপনাআপনি।
কখনো করেন মত্তসিংহপ্রায় ধ্বনি॥
কখনো বা উচ্চস্বরে করেন রোদন।
অট্ট অট্ট মহা হাস্য হাসেন কখন॥
কখনো গর্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখনো মূর্ছিত হই' থাকেন পড়িয়া॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া॥
অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্ছা, ঘর্ম।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম॥ (৩)

---

(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব-বিঃ ভাব বা রতিভক্তিলহরী (২) গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের বৈধপ্রণালীসম্মত উচ্চারণকে জপ বলে। উচ্চ, উপাংশু, জিহ্বা, মানস, বাচিক সাধারণত এই কয় প্রকার জপ প্রচলিত আছে। (৩) চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১৬।২২-৯

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ (১)

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রাক্কালে এই নামগানের কার্যকারিতা নিয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে পুনরায় বক্তব্য এই যে, ঠাকুর হরিদাসের জীবনের প্রধান কার্যই নাম-মহিমা স্থাপন।

হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ॥
প্রভু 'নাম' দিয়া কৈলা ব্রহ্মাণ্ড-মোচন।
হরিদাস করিলা নামের মহিমা স্থাপন॥
'অবতার-কার্য প্রভুর—নাম-প্রচারে।
সেই নিজ-কার্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে॥
প্রত্যহ করহ তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন॥
আচার প্রচার — নামের করহ দুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্য॥' (২)

ঠাকুর হরিদাস নামসঙ্কীর্তনের প্রচারক। অবশ্য কেহ কেহ তাঁহার সহিত এই কীর্তন-প্রচারে যোগদান করিত।

বুঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্তন-প্রকাশ॥ (৩)
উচ্চ সঙ্কীর্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলা সংসার॥ (৪)

(১) শ্রীমদ্ভাগবতং, ১১।২।৪০ (২) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৪।৮৬, ২০।১০৭, ৪।১০০-১, ১০৩ (৩) চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১৬।১৮ (৪) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩।৭৫

প্রকৃত প্রস্তাবে সম্মিলিত উচ্চ সঙ্কীর্তনের (১) প্রবর্তক চৈতন্যদেব। বহু জনসহ নগরকীর্তনের প্রবর্তকরূপে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দপ্রভুকে 'সঙ্কীর্তনপিতরৌ' (২) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, 'চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসঙ্কীর্তন'। (৩) লোচনদাস লিখিয়াছেন, 'জয় জয় সঙ্কীর্তন দাতা গৌরহরি'। (৪) মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন, 'কীর্তনং কারয়ামাস স্বয়ং চক্রে মুদান্বিতঃ'। (৫) কবিকর্ণপূরের বর্ণনা—'ঈদৃশং কীর্তনকৌশলং...ভগবচ্চৈতন্যস্য সৃষ্টিঃ'। (৬) "গৌরচন্দ্রের পূর্বেও একরূপ কীর্তন হইত।...মহাপ্রভুর সময়ে পদাবলীর প্রচার থাকিলেও কীর্তন বলিতে নৃত্য ও ভাবাবেশ বুঝাইত।... প্রধানত নামকীর্তনই কীর্তন নামে অভিহিত হইত। লীলাকীর্তন যাহা ছিল তাহা ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভু নবদ্বীপে ও নীলাচলে আস্বাদন করিতেন।...মহাপ্রভু যে প্রেমধর্ম প্রচার করিলেন কীর্তনকে তাহার বাহন করিলেন। ধর্মের প্রধান সাধন যে কীর্তন—ইহা মহাপ্রভুর পূর্বে স্বীকৃত হয় নাই।" (৭) "মহাপ্রভুর পূর্ব হইতেই বাংলা-দেশে কীর্তনের প্রচলন ছিল। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এক দিনেই গড়িয়া উঠে নাই। মহাপ্রভুর পূর্বে বাংলায়

(১) "নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনং।" — ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুঃ, পূর্বলহরী, ৬৩। "বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনমিতি।" —জীব গোস্বামী ঃ ক্রমসন্দর্ভ টীকা। "দশে পাঁচে মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া। কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া।।"—চৈতন্যভাগবত (২) চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১।১ (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১১।৯৭ ; আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২।৪।৪৭ ঃ কীর্তন-সঙ্গীত (৪) চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড, জন্মলীলা, ৪৪শ পদ (৫) করচা (৬) চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ঃ (৭) ভারতবর্ষ, ১৩৪৩ বৈশাখ (পৃ ৭১৮, ৭২২)

কীর্তন ছিল, তবে তাহার তেমন প্রচার ছিল না, তাহা প্রণালীবদ্ধ ছিল না। কীর্তন ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে মিলিয়া সাধনার অবলম্বনরূপ নামকীর্তনের রীতি ছিল না। লীলাকীর্তনকে কেহ উপাসনার অঙ্গ বলিয়া মনে করিত না। মহাপ্রভুই ইহার প্রথম প্রবর্তক।...চৈতন্যদেবের সময় হইতেই রস-কীর্তনের বহুল প্রচার আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই রসকীর্তন কি পদ্ধতিতে গীত হইত, তাহার সঠিক পরিচয় আমরা পাই নাই।" (১)

"অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে কীর্তন-প্রথা ছিল। তাহা হইতেই সামবেদের উৎপত্তি। কিন্তু আধুনিক যুগে শ্রীগৌরাঙ্গদেবই সঙ্কীর্তন প্রবর্তন করেন। হরিদাস ঠাকুর কর্তৃক বেণাপোলে ইহার প্রথম সূচনা হয়, কিন্তু সর্বসাধারণকে লইয়া নগরীর পথে পথে মহাড়ম্বরে ইহার প্রথম প্রবর্তন মহাপ্রভুই করেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী দাক্ষিণাত্য-বাসী মধ্বাচার্য-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। তিনি যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যকে বৈষ্ণবমন্ত্র দেন, তখন মাদল বা মৃদঙ্গ এদেশে প্রবেশ করে। মাধবেন্দ্রের শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর মন্ত্রদাতা। ইঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে শ্রীভগবানের নামানুকীর্তনের বেলায় মৃদঙ্গের প্রচলন হয়। নদীয়ার মাটী ও কারুকরের গুণে সেই মৃদঙ্গ পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। কালে হাতের কৌশলে সেই মৃদঙ্গ বা খোল হইতে 'হরিবোল' বুলি বাহির হইত, এবং বাজনার গুণে উদ্দাম নৃত্যের অবতারণা করিত।" (২) এ বিষয়ে মতভেদ আছে। "অনেকের বিশ্বাস যে, খোল বা মৃদঙ্গ বৈষ্ণবেরা আমদানি করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতে এই প্রদেশ মৃদঙ্গশব্দে মুখরিত হইয়া

(১) বাং ১৩৩৪ সালে পাটনায় অধিবেশিত প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে অপর্ণা দেবীর অভিভাষণ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪।৯।১৩৪৪)
(২) সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর

আসিতেছে। 'কৃষ্ণকীর্তনে' কৃষ্ণ স্বয়ং বংশী ত্যাগ করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া গোপীর মন ভুলাইতেছেন, এবং 'গোরক্ষবিজয়ে' স্বয়ং গোরক্ষনাথ খোলের মুখে এরূপ ধ্বনির উদ্ভব করিতেছেন যেন তাহা কথার ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া বাদকের মনের ভাবের অভিব্যক্তি করিতেছে।" (১) "চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, প্রভৃতির কীর্তনকে 'মহাজন'-পদাবলী আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। বাঙালী আর কোন জাতীয় গানকে এইরূপ সম্মান দেখায় নাই।...কীর্তনগান চৈতন্যের ছাপমারা মোহরাঙ্কিত।...অধিকাংশ বৈষ্ণবপদই চৈতন্যের চরিত্র স্মরণ করিয়া লেখা হইয়াছে, তাহা পার্থিব মোড়কে আঁটা একখানি স্বর্গের চিঠি।... প্রতাপরুদ্র জিজ্ঞাসা করিলে, গোপীনাথ মিশ্র বলেন, 'ইহা মনোহর-সাই কীর্তন, ইহার স্রষ্টা স্বয়ং চৈতন্যদেব'।" (২) "মৃদঙ্গকে চলিত কথায় 'পাখোয়াজ' বলে। 'পাক্কা আওয়াজ' শব্দের অপভ্রংশ 'পাখোয়াজ'। ইহা অতি প্রাচীনকালের বাদ্যযন্ত্র। চর্মবাদ্যের মধ্যে সংস্কৃত-গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, শিব যখন ব্রহ্মনামে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেন, তখন গণপতি এই যন্ত্র বাজাইতেন।" (৩) "মহাপ্রভুর সময় হইতে এই খোল-করতাল আবিষ্কৃত হইয়াছে।...খোল যদিও মৃদঙ্গেরই রূপান্তর, তথাপি কেহ 'শ্রীমৃদঙ্গ' বা 'শ্রীমাদল' বলে না, 'শ্রীখোল'ই বলে ; তাহার কারণ, আমাদের এই বাংলাদেশের প্রেমাবতার প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের অবদান এই বাদ্যযন্ত্র।" (৪) "নবদ্বীপবাসী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ ও কীর্তনীয়া ছোট হরিদাস অধুনা-ব্যবহৃত মৃদঙ্গ বা খোলের আবিষ্কর্তা বলিয়া কথিত।" (৫) "ময়নাডালের প্রসিদ্ধ

(১) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক) (২) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৯১-২, ৭৩৩) (৩) বৈষ্ণবচরণ বসাক—বিশ্বসঙ্গীত (১৩শ সংস্ক, পৃ ১২১) (৪) ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ মাঘ (পৃ ২৮২) (৫) বাংলায় ভ্রমণ, ২য় খণ্ড (পৃ ১০৫ ; ই-বি-আর ; ১৯৪০ খৃ)

মিত্রঠাকুরবংশীয়গণের দ্বারাই বর্তমানকালে বঙ্গদেশে কীর্তন-গান-বাদ্য প্রচারিত করা হয়।" (১) এই বংশীয়গণের গৃহে চৈতন্যদেবের ত্রিভঙ্গ-মূর্তি বিরাজিত আছেন, এবং ইঁহারা ইঁহাদের আবাসে খোলশিক্ষা-ব্যপদেশে চৈতন্যদেবের গমনের দাবী করেন,—একথা কতদূর প্রামাণিক বলা যায় না।

শ্রীচৈতন্যযুগের প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্য প্রচলিত কীর্তনের রূপ পরিবর্তন করিয়া এক অপূর্ব সঙ্কীর্তনের সৃষ্টি করিলেন। ইহার সুর ও ভাবে দেশবাসী মুগ্ধ হইল। নবদ্বীপ-শান্তিপুরে সঙ্কীর্তনের ধূম পড়িয়া গেল।··· শ্রীচৈতন্যই সঙ্কীর্তন ও কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাভিনয় বিশেষভাবে প্রচার করেন। ইহার পূর্বেও বাংলায় যাত্রাভিনয় ছিল, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে যাত্রার আসরে নামিয়া অভিনয়-ব্যাপারের প্রবর্তক মহাপ্রভু।" (২) মহাপ্রভুর পর ক্রমশ কীর্তনের প্রভূত উন্নতি হয়।

"এ যুগের (খৃস্টীয় নবম শতাব্দীর পরবর্তী কাল) শ্রেষ্ঠ লেখকগণের নাম লুইপাদ, কহ্নুপাদ, সরোরুহবজ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, প্রভৃতি। ডাক ও খনার বচনের কবিরা এবং শূন্যপুরাণের রামাই পণ্ডিতও এই যুগের। ইঁহারা কীর্তনের আদি স্রষ্টা। পরবর্তী যুগে চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচারার্থ এই কীর্তনপ্রথা গ্রহণ করেন।······বাংলার গান, বাঙালীর গান—কীর্তন। পরবর্তীকালে অনেক রাগ-রাগিণী, তাল, মান বাঙালীর কীর্তনে গৃহীত হইয়াছে। কথা ও সুরে বাংলার কীর্তনের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে। এই কীর্তন বৌদ্ধাচার্যগণ (লুইপাদ প্রভৃতি) কর্তৃক হাজার বৎসরের অধিক পূর্বে বাংলায় প্রবর্তিত হয়। 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা পল্লীতে পল্লীতে

(১) বসুমতী, ১৩৩২ চৈত্র (পৃ ৮৬৩) (২) প্রবাসী, ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ (পৃ ২৬০-১)। ৩য় প্রবাহ দ্রষ্টব্য।

এই কীর্তন গাহিয়া বেড়াইত।······বৌদ্ধেরা মাতৃভাষায় ছড়া, গান ও কীর্তন করিয়া দেশ মাতাইয়া তুলিত। তাই বৌদ্ধগণের অনুকরণে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণ কীর্তনের প্রবর্তন করিলেন।" (১) "দক্ষিণাপথের আলবার ভক্তগণ কীর্তন গান করিতেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে সঙ্কীর্তনের কথা আছে। পরবর্তী বৌদ্ধগণের মধ্যে কীর্তন-গান প্রচলিত ছিল।······শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সঙ্গে নাম-লীলা-গুণ এই তিন প্রকার কীর্তনই করিতেন।······'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ······' বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্র কীর্তন করিলে বৈষ্ণবত্ব নষ্ট হইবে (?) কেন তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগোচর।······নরোত্তম ঠাকুর কীর্তন-গানে নূতন সুর-সংযোজনা করিয়া উহা জনপ্রিয় করেন।" (২)

"(চৈতন্যদেবের) পূর্বে পদাবলী ছিল, সঙ্কীর্তনও ছিল; কিন্তু তাঁহার সময় হইতেই কীর্তন সর্বত্র প্রচারিত হইল। তিনি তাহাতে এরূপ অপার্থিব সুধা সিঞ্চন করিলেন যে, তাহার মাধুর্য আস্বাদন করিয়া "শান্তিপুর ডুবুডুবু, ন'দে ভেসে যায়!' এমন অবস্থা হয়। বস্তুত, ইহার প্রভাবে সমগ্র দেশই প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া গেল।······বহুদিন হইতেই কীর্তন ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট ধারারূপে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কোন্ সুরতালাদিতে এই কীর্তন-গান হইত, তাহার বিশেষ কোনও ইতিহাস ছিল কিনা, তাহা চৈতন্যদেবের প্রভাববিস্তারের পূর্ব পর্যন্ত জানিতে পারা যায় না।······উত্তরকালে মহাপ্রভুর সময় হইতে কীর্তনের সুর-তাল, ইত্যাদি একটি বিশিষ্ট রূপ ও প্রাণ প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে কীর্তনীয়াগণ ও

---

(১) হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়—আমরা বাঙালী (পৃ ২৪,১০৭,১৩৯)
(২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৬০৫-৮); ভারতবর্ষ, ১৩৩৩ ভাদ্র (পৃ ৩৭৭)

পদাবলীকার মহাজনগণ কীর্তনগানের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ······প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের যুগ পর্যন্ত কীর্তনযুগের প্রথম ভাগ; তাহার পর হইতে মহাপ্রভুর যুগ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ; এবং তাহার পর তৃতীয় ভাগ।" (১) "জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীত 'কীর্তন' নামেই পরিচিত। জয়দেবের কত দিন পরে 'পদাবলী' ও 'কীর্তন' একার্থবাচক শব্দে পরিণত হইয়াছিল জানি না, তবে 'পদাবলী' শব্দ জয়দেবের কাব্যেই প্রথম ব্যবহৃত হইতে দেখি।······চণ্ডীদাসের কবিতাকে 'কীর্তন-পদাবলী' নামে অভিহিত করিতে পারি।······সংকীর্তন পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, তথাপি শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে কেন 'সংকীর্তনপিতরৌ' বলা হইয়াছে? বলা হইয়াছে—কারণ, সত্যই তাঁহারা হরিনাম-সংকীর্তনের জন্মদাতা। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে মিলিয়া একযোগে উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম-কীর্তনের পদ্ধতি তৎপূর্বে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় হইতেই কীর্তন দুই ভাগে বিভক্ত হয়—লীলা বা রসকীর্তন এবং নামকীর্তন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে পূর্ব হইতেই একাকী উচ্চকণ্ঠে হরিনাম-জপের প্রথা প্রচলিত ছিল।······শ্রীমহাপ্রভুর পূর্বে বাংলা-ভাষায় রচিত কোন নামকীর্তনের পদ পাওয়া যায় না।" (২)

"বৌদ্ধযুগে 'সংঘনিষ্ঠ-কীর্তন' প্রচলিত ছিল, কিন্তু জাতিনির্বিশেষে সাধারণের মধ্যে কীর্তনের বহুল প্রচার করেন শ্রীচৈতন্যদেব।······মহাপ্রভুর সময়ে প্রধানত চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, ইত্যাদি কীর্তন গীত হ'ত।······মহাপ্রভুর সময় সাধারণের মধ্যে পদকীর্তনের প্রচার হয়নি।······শুধু নামকীর্তন বা হরি-সঙ্কীর্তনই মহাপ্রভু সাধারণের সঙ্গে গাইতেন, এবং পদকীর্তন শুধু স্বরূপ-

---

(১) বসুমতী, ১৩৪৭ বৈশাখ (পৃ ৭৮-৯) (২) আনন্দবাজার পত্রিকা; ৩০।১০।১৩৪৭ (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কীর্তন-গান)

দামোদরাদির সঙ্গেই গাইতেন।......রসকীর্তন ও লীলাকীর্তন মহাপ্রভুর সময় থেকেই প্রচার হ'তে আরম্ভ হয়।......শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে কীর্তনীয়া-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না।" (১) "নাম-কীর্তন, পালা-কীর্তন, রস-কীর্তন, নগর-সংকীর্তন, ইত্যাদির দ্বারা গণমনের সঙ্গে আর্যমনের সংযোগ সাধিত হইত রসের বাঁধনে। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু এই কীর্তনের ছিলেন প্রবর্তক, অদ্বৈতপ্রভু ও হরিদাস উত্তর-সাধক। প্রভু নিত্যানন্দ এই সংকীর্তনের প্রচারক—'যাহা হৈতে নাটগীত সভার আনন্দ'।" (২)

প্রথমে নবদ্বীপে শ্রীবাসের গৃহাঙ্গনে নামকীর্তন হইত। জগাই-মাধাইএর উদ্ধার-দিবসে মৃদঙ্গ, করতালাদি সহযোগে প্রকাশ্য নগরকীর্তন বাহির হইয়াছিল। দলের সহিত হরিদাস ঠাকুরও ছিলেন। ইহার পূর্ব হইতেই নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে নামকীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। এই কার্যের জন্য দুই জনে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ হরিদাস বোলে 'এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ ভজ, কর কৃষ্ণশিক্ষা' ॥ (৩)

হরিদাস ঠাকুরের সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিরূপ ছিল দেখা যাউক। "বৈষ্ণবগণ শুধু মুখেই বলিতেন না:—

অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

তাঁহারা হরিদাসকে পূজা ত করিয়াছেনই; তাঁহাদের পূজা অতিমাত্রায় উঠে—হরিদাসকে তাঁহারা মোহন্ত-বাঞ্ছিত 'ঠাকুর' উপাধিতে ভূষিত

---

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯।৫।১৩৪৭: কীর্তন (২) পরাগ, ৬।১।১৩৪৮ (পৃ ১১-২) (৩) চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড

করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাকে 'প্রভু' বলিয়া গৌরবান্বিত করিতেও ছাড়েন নাই। (১)......শ্রীনিবাস ও হরিদাসকে যে 'প্রভু' বলা হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহাদের নামের 'প্রভু' শব্দকে সঙ্কুচিতবৃত্তিতে ধরিতে হইবে।" (২) "বহু ব্রাহ্মণ হরিদাসের শিষ্য হন।" (৩)

হরিদাস শান্তিপুরে কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হন তাহা যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে। নির্যাতক ও কুতর্কিগণ তাঁহাকে নানাস্থানে বহুপরিমাণে উত্যক্ত করে। তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের সুনাম থাকিলেও, শান্তিপুরের কাজীর প্ররোচনায় ১৪২৯ শকে তিনি ফুলিয়াবাসী হরিদাসকে গৌড়ের কারাগারে বন্দী ও 'বাইশ বাজারে' বেত্রাহত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। হরিদাস অত অত্যাচারেও ভগবৎকৃপায় বাঁচিয়া যান। এই কাজীর নাম ও বাসস্থান সম্বন্ধে পূর্বে (৪) লিখিত হইয়াছে। অন্যত্র (৫) লিখিত 'মুলুক-পতি' শব্দের অর্থ 'মুলুক কাজী' নহে, কিন্তু গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অন্য স্থলে (৬) লিখিয়াছেন, "ফুলিয়া-গ্রামের গোরাই কাজী এবং আরও বার জন কাজী একত্র হইয়া হরিদাসের বিচার করেন।" "শান্তিপুরে মুলুক কাজী বাস করিতেন, এবং নবদ্বীপে গৌড়ের রাজার দৌহিত্র চাঁদ খাঁ বাস করিতেন।

(১) মহাপ্রভুর সময়ে মাত্র শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে 'প্রভু' বলা হইত। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' হইতে জানা যায় যে, স্বরূপদামোদর তাঁহার 'কড়চা'য় শ্রীচৈতন্যকে 'মহাপ্রভু' ও শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দকে 'প্রভু' বলিয়াছেন।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ১৪৩, ৩৩০) (২) ভারতবর্ষ, ১৩২৫ ফাল্গুন: নামযজ্ঞের মহাসাধক (৩) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭১৪) (৪) প্রথম ভাগ (পৃ ২২৫) (৫) গোরাচাঁদ গোঁসাই—সঙ্কীর্তন-বন্দনা: সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর (২য় অংশ, পৃ ৩৪) (৬) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭১৫)

ইঁহার গোড়াই নামক একজন কর্মচারী ছিল। এই ব্যক্তি হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সময় নবদ্বীপস্থ গোঁড়া শাক্তগণের প্ররোচনায় গোড়াই কাজী দ্বারা হরিদাস ও নিত্যানন্দের নামকীর্তন প্রচার বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তৎশ্রবণে গৌরাঙ্গদেব মহাসংকীর্তনের বিরাট আয়োজন করেন।” (১) তৎকালে ফুলবাটী (ফুলিয়া), বদরিকা, বিল্বগড় ও মালিপোতা শান্তিপুরের শাসনকর্তার অধীন ছিল। (২)

নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুতে যবনে।
পরমার্থে ‘এক’ কহে কোরাণে পুরাণে॥
খণ্ড খণ্ড হই’ দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥
‘এ সব জীবেরে, কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোরে দ্রোহে লহু এ-সবার অপরাধ॥” (৩)

ইহা নির্যাতিত হরিদাসের কথা। এরূপ অহিংস সত্যাগ্রহ জগতে দুর্লভ। “স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি অঙ্গে আঘাত লাগে, তাহাতে ব্যথা লাগে না। হরিদাসের নিকট ‘হরি’ নাম স্ত্রীপুত্র অপেক্ষাও প্রিয়। বিশেষত তাঁহার যে অবস্থা, তাহাতে তিনি বেদনা পাইলে শ্রীহরিকে কে ভজনা করিবে? অনেকে ভগবানের নাম করিয়া প্রাণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভগবানের জন্য নহে। ভগবানের নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া যায় না, কারণ প্রাণ দিতে গেলেই তিনি রক্ষা করেন।” (৪)

(১) হরিলাল চট্টো—বৈষ্ণব ইতিহাস (৩য় সংস্ক, পৃ ২৮-৯) (২) যুবক, ১৩২৬ আষাঢ় (৩) চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১৬।৭৭,৯৪,১১৩ (৪) অমিয়নিমাইচরিত, ১ম খণ্ড (৬ষ্ঠ সংস্ক, পৃ ২১৬)। খৃস্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণের দেহত্যাগ ভগবানের জন্যই হইয়াছিল, কারণ দেহ তুচ্ছ এবং আত্মার সদ্গতিই কাম্য।

হরিদাস শিশুকালে উৎপীড়িত হন, বেণাপোলে রামচন্দ্র খাঁ কর্তৃক নির্যাতিত হন, এবং নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেন। তিনি চাঁদপুর, শান্তিপুর ও ফুলিয়ায় কুতার্কিকগণের হস্তে পতিত হন। কিন্তু সর্বত্র সর্বাবস্থাতেই নির্মৎসর বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতধী সমদর্শী দৈন্যাবতার হরিদাস নামানন্দ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন।

হরিদাস ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তিঁহো লয়েন অপতিত ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ,—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য-গোসাঞি যারে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তাড়নেও যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥
তিঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥ (১)

হরিদাসের সহিত চৈতন্যদেবের ও শ্রীঅদ্বৈতের আচরণ নিম্নে বর্ণিত হইল। এখানে হরিদাসের বাল্যজীবনের প্রাসঙ্গিক কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' (২) ও ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত-

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১০।৪৩-৬ (২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ; প্রথম ভাগ (পৃ ১৯২)। "ইহা একখানি বৈষ্ণব ইতিহাসের তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ।"—বাংলায় ভ্রমণ, ২য় খণ্ড (পৃ ১০৬; ই-বি-আর; ১৯৪০ খৃ)। "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ আছে; একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়।...নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের জীবনী বিষয়ে জয়ানন্দ এমন অনেক কথাই বলিয়াছেন যাহা স্পষ্টত ভ্রমাত্মক।...ইহা ১৬শ শতাব্দীর শেষ পাদের কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল।"—সুকুমার সেন: বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৩৩৫-৪৬)

প্রকাশ' (১) গ্রন্থদ্বয়কে কেহ কেহ প্রামাণিক মনে করেন না। কিন্তু জয়ানন্দ চৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তদের বহু লীলার বিষয় সঠিক অবগত ছিলেন বলিয়া অনুমান হয় (২), এবং তিনি নিজে চামরহস্তে চৈতন্যমঙ্গল-গান গাহিয়া বেড়াইতেন। ঈশান নাগরও হরিদাসের মুখে শ্রবণ করিয়া ও স্বচক্ষে দর্শন করিয়া হরিদাসের সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করেন; তিনি বহুকাল শান্তিপুরে থাকেন। (৩) সতীশচন্দ্র মিত্র এই দুই গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থে (৪) লিখিতেছেন যে, খুলনা-জেলার (প্রাচীন যশোহরে এই গ্রাম ছিল) বুড়ন(বুঢ়ন, বৃদ্ধ দ্বীপ)-পরগণার সোনাই-নদীর তীরে ভাট (=বৈদিক ভট্টাচার্য-বংশ-অধ্যুষিত)-কলাগাছি-গ্রামে ১৪৫০ (৫) খৃস্টাব্দে সপ্তশতী-বংশে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে 'সুর' পাঠ আছে, এবং 'স্বর্ণ' (=সোনাই) পাঠ নাই, মুখবন্ধে 'স্বর্ণদী' পাঠ আছে (এই 'সুরনদী' ও 'স্বর্ণদী' পাঠ ঐ গ্রন্থের আরও বহু স্থলে এবং অন্য গ্রন্থে 'ভাগীরথী' বা 'পদ্মা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে); এবং 'হীনকুল'='ভাটবংশ'—এইরূপ ভাবও আছে। সতীশ বাবুর গ্রন্থান্তর্গত গোরাচাঁদ গোঁসাই কর্তৃক বাং ১১৩২ সালে রচিত পূর্বোক্ত 'সঙ্কীর্তন-বন্দনা' নামক পাঁচালী-গ্রন্থে 'স্বর্ণ-নদী' পাঠ আছে; এই গোরাচাঁদ হরিদাসের জন্মস্থান নিজে দেখিয়াছিলেন। হরিদাসের পিতার নাম 'মনোহর চক্রবর্তী' [='সুমতি ব্রাহ্মণ' (৬)];

(১) সম্পাদক সতীশচন্দ্র মিত্র; পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক); শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক অংশ : জয়ানন্দ); 'জয়গোপাল গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) পূর্বে দ্রষ্টব্য; প্রথম ভাগ (পৃ ১৭৮-৯) (৪) হরিদাস ঠাকুর (৫) ১৪৬৪—Dineshchandra Sen : Chaitanya and his Companions (৬) সঙ্কীর্তন-বন্দনা

অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি তাঁহার গ্রন্থে (১) ইঁহাকে 'সুমতি শর্ম্মা' এবং হরিদাসের মাতা 'উজ্জ্বলা'কে 'গৌরী' বলিয়াছেন। যখন হরিদাসের বয়স ২।৩ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়; তত্ত্বনিধি মহাশয়ের পুস্তকে এই বয়স মাত্র ছয় মাস লিখিত আছে। কেহ বলেন যে, হরিদাসের মাতা সহমৃতা হন; এবং অপর কেহ বলেন যে, অসহায়া মাতা ও শিশুকে হাকিমপুরের হবিবুল্লা কাজী লইয়া গিয়া পালন করেন। কিন্তু সতীশ বাবু বিশ্বাস করেন যে, মাতা ও শিশুকে মুসলমানেরা কোন এক দাঙ্গার সময় লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়।

অম্বুয়ার অধিকারী মলয়াকাজি (২) নাম।
তাহার পালিত হঞা তার অন্ন খান ॥ (৩)

এক জন নিজে বুঢ়নে গিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। "বনগ্রামের পূর্বে ইচ্ছামতী-নদী, উহার অপর পারে দেড় ক্রোশ দূরে পুঁটখালি, ইহার উত্তরে বেণাপোল, সেখান হইতে উত্তরে তিন ক্রোশের মধ্যে বুঢ়ন-গ্রাম অবস্থিত। বেণাপোলে হরিদাসের কুটীরস্থান অন্য জমি হইতে একটু উচ্চ,—কেহ নাকি উহার উপর বৃক্ষ জন্মাইতে দেখে নাই, অল্প অল্প ঘাসযুক্ত, দুই চারিটি তুলসী গাছ আছে। বুঢ়নের রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় হরিদাসের জন্মভূমি দেখাইলেন—জঙ্গল-সমাকীর্ণ উচ্চ ভিটা, এবং হরিদাসের প্রতিপালনের ভারগ্রহণকারী জহেরুদ্দীন মোল্লার (ইঁহার বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান) অদূরস্থ বাটীও দেখাইলেন। রামকৃষ্ণবাবু তাঁহার পিতামহের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাহা বলিলেন।—জহেরুদ্দীনের স্ত্রীর সহিত গৌরী দেবীর বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। জহেরের স্ত্রীর অনুরোধে সে মাতৃপিতৃহীন শিশু হরিদাসকে লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু

(১) হরিদাস ঠাকুর (২) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৩) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস

ব্রাহ্মণেরা মধ্যস্থ হইয়া গোপাল চক্রবর্তীকে হরিদাসের প্রতিপালনের ভার দিলেন, এবং তাঁহাদের কথায় জহের মাসে মাসে কিছু সাহায্য করিতে লাগিল। সুমতির বিষয়াদি জহেরকে দেওয়া হইল। গোপালের স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। মধ্যে মধ্যে জহেরের স্ত্রী ও গোপালের স্ত্রীর মধ্যে কলহ হইতে লাগিল। বালক লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। জহের মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিল। গোপাল গত হইলে তাঁহার স্ত্রী হরিদাসের যজ্ঞোপবীত সংস্কার করিলেন, এবং এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত রামতনু বিদ্যানিধির (ইঁহার বংশ এখনও বিদ্যমান) টোলে হরিদাসকে সংস্কৃত-শিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। হরিদাস ক্রমে শাস্ত্রবিশারদ, ভক্ত ও পরম সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া পঞ্চদশ বৎসর নয় বা দশ মাস বয়সে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত, এবং হরিনামের মালাজপবিধি পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। গোপালের স্ত্রী হরিদাসকে সম্পত্তি দিয়া দেহত্যাগ করিলেন। গোপাল-কনিষ্ঠ কানাই ও জহেরুদ্দীন হরিদাসের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। কানাইএর বংশাবলী অদ্যাপি ঐ ভিটায় বর্তমান আছে। এক দিন হরিদাস অদৃশ্য হইলেন। কানাই ও জহের কাজীর নিকট হইতে হরিদাসের গ্রেপ্তারী আদেশ বাহির করাইল। এদিকে হরিদাস অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বেণাপোলের জঙ্গলে কুটীর নির্মাণ করাইয়া দিবানিশি হরিনাম জপ ও প্রচারকার্য করিতে লাগিলেন। জমিদার রামচন্দ্র খাঁ কর্তৃক প্রেরিত বেশ্যাকে 'বৈষ্ণব মহান্তী' করিয়া হরিদাস তাহাকেই নিজকুটীর দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।" (১)

হরিদাস হিন্দু কি মুসলমান-বংশজাত এ বিষয়ে বাদবিতণ্ডার অন্ত নাই। বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে যে, হরিদাস মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচার গ্রহণ করায় গৌড়ের বাদশাহ কর্তৃক নিগৃহীত হন। বাদশাহ

(১) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ১১...)

তাঁহাকে 'মহাবংশজাত' বলেন। কেহ বলেন যে, তিনি খানাউল্লা কাজীর সন্তান। এদিকে তিনি যে মুখোপাধ্যায়-বংশের দৌহিত্র এ প্রবাদও চলিত আছে। এক মতে, হরিদাসের পিতা পীরালি খাঁ (১) কর্তৃক মুসলমানীকৃত হইবার পূর্বেই হরিদাসের জন্ম হয়; মুসলমান হইবার অল্পদিন পরেই পিতামাতার মৃত্যু হয়, এবং হরিদাস কোনও মুসলমানীকৃত 'ব্রাহ্মণ' আত্মীয়ের (প্রবাদ, হাকিমপুরের খাঁসাহেব) বাটীতে আশ্রয় পান; পরে আত্মীয়ের গোঁড়ামি সহ্য করিতে না পরিয়া হরিদাস অষ্টাদশ-বিংশ (২) বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বেণাপোলে চলিয়া যান। এই হাকিমপুরের অপর পারে সোনাইতীরস্থ কেরাগাছী(কলাগাছী = কেলাগাছী)-গ্রাম হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত 'লাপসা বুঢ়ন'-গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন, এবং ভাট (=ভাটলী গ্রাম, সোনাইতীরস্থ) -কলাগাছীতে তাঁহার পিতা বাস করিতেন। (৩)

শিশিরকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন (৪), "হরিদাসের বাড়ী বুঢ়ন-গ্রামে, এখনকার বনগ্রাম-মহকুমার অধীন। ব্রাহ্মণের পুত্র মাতৃপিতৃহীন বলিয়া মুসলমানগণ কর্তৃক প্রতিপালিত, কাজেই হরিদাস মুসলমান।" অমূল্য-চরণ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন (৫), "কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে হরিদাসের মাতাপিতার নামের উল্লেখ নাই। সম্প্রতি কয়েক জন লেখক কল্পনা-সাহায্যে (!) তাঁহার মাতাপিতার নাম ও জাতিকুলের অদ্ভুত তথ্যসকল

(১) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (২) পঞ্চম—অদ্বৈতপ্রকাশ; বীরেশ্বর প্রামাণিক: অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ২১২); উপরে ও নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৩) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৮: হরিদাসের জন্মস্থান; প্রবাসী, ১৩৩২ শ্রাবণ (পৃ ৪৮)। 'চৈতন্য-সঙ্গীতা' নামক গ্রন্থে হরিদাসকে এক বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া লিখিত হইয়াছে! (৪) অমিয়নিমাইচরিত, ১ম খণ্ড (৬ষ্ঠ সংস্ক, পৃ ২১৪) (৫) ভারতবর্ষ, ১৩২৫ ফাল্গুন: নামযজ্ঞের মহাসাধক

আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া হরিদাসকে মূলত হিন্দু করিয়াই তুলিয়াছেন। এ সমস্ত মত যে আদৌ গ্রাহ্য নয়, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। বস্তুত তিনি যে মুসলমান এবং মুসলমানদের মধ্যে বড় বনিয়াদী ঘরের ছেলে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।...... তিনি কাহার প্রেরণায় কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হন (১), বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার কোন ইঙ্গিত নাই।" ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "হরিদাসের পিতার নাম মালাই কাজী। (২) আম্বুয়া-অঞ্চলে তাঁহার বিস্তর ভূ-সম্পত্তি ছিল। বনগ্রামের নিকট বুড়নে হরিদাসের জন্ম হয়। হরিদাস শান্তিপুরে যৌবনকালে আসিয়া অদ্বৈতাচার্যের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'হরিদাস' এই নাম প্রাপ্ত হন। (৩) তিনি বৈষ্ণবগণের মধ্যে এক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, এমন কি, তাঁহার ব্রাহ্মণশিষ্যও ছিল। এক জন মুসলমানবংশজ এইরূপ হইবে পরবর্তী লেখকেরা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া হরিদাসের ব্রাহ্মণবংশে জন্ম কল্পনা (!) করিয়াছেন। (৪)" উপরিলিখিত বিভিন্ন মতের আলোচনায় ইহাই মনে হয় যে, হরিদাস মূলত হিন্দুই ছিলেন। সহজাত ও পারিপার্শ্বিক হিন্দু সংস্কার থাকায় এবং তাহার সহিত পরবর্তী মুসলমান সংস্কারের সামঞ্জস্য না হওয়ায়, হরিদাসের পূর্ব সংস্কারই প্রবল থাকিয়া যায়। হয়ত, হরিদাসের শিক্ষা পূর্বলিখিত রামতনু বিদ্যানিধি ও নিম্নে

---

(১) কোনও সাধুর প্রেরণায় হরিদাস কৃষ্ণভক্ত হন, এবং ঐ সাধুই ইঁহার 'হরিদাস' নাম রাখেন।—বীরেশ্বর প্রামাণিক : অদ্বৈতবিলাস, ২য় খণ্ড (পৃ ৩১৬-৭) (২) উপরে দ্রষ্টব্য ; বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭১৪) (৩) Chaitanya and his Companions ; হরিদাসের পূর্ব নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। (৪) Chaitanya and his Age

উল্লিখিত অদ্বৈতাচার্য উভয়ের নিকটই হয়। উক্ত হিন্দু সংস্কার ও শিক্ষা হরিদাসের প্রথম জীবনে বিশেষ কার্যকর হয় বলিয়া মনে করিতে হইবে, যদি তাঁহার গৃহত্যাগ যৌবনের প্রারম্ভে হইয়া থাকে ধরা যায়। অপর দিকে, বনিয়াদী বংশের মুসলমানকে হিন্দু করার গৌরববোধে বিপক্ষীয়েরা নূতন মত সৃষ্টি করিয়াছেন এ কথাও বলা যাইতে পারে। অবশ্য, মহাপুরুষের সংস্পর্শে কদাচিৎ মুসলমান বালকের অপর ধর্মের প্রতি এতাদৃশ আকর্ষণ হইতে পারে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈতাচার্যের সহিত পরিচয় হওয়ার পূর্বেই হরিদাসের হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা এবং নিম্নলিখিত 'ব্রহ্ম' উপাধি পাইবার পূর্বেই তাঁহার 'হরিদাস' নাম প্রচলিত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে, একটি মুসলমানবংশজাত বালকের হিন্দুধর্মের প্রতি এরূপ অহৈতুকী শ্রদ্ধা হঠাৎ কেন হইল তাহার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ বিরুদ্ধবাদীরা প্রদর্শন করিতে পারেন না। প্রতিপালন, সাহায্য বা সংস্পর্শ-দোষে হরিদাস 'যবন' ছিলেন একথা কেহ অস্বীকার করে না, তবে কেমন করিয়া এবং কত বয়স পর্যন্ত এইরূপ হয় সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কত হিন্দু মুসলমান, এবং কত মুসলমান হিন্দু হইয়াছে—তাহাতে রোষ বা আক্ষেপ প্রকাশ নিরর্থক।

কেহ বলেন যে, হরিদাস শিশুকালে সামান্য আরবী, পারসী ও বাংলা শিক্ষা করেন। বেণাপোলে ৮।১০ বৎসর বাস করার পর তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ১৪৩০ শকে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। হরিদাস সুপুরুষ ও সাধুলক্ষণযুক্ত ছিলেন।

মহাবৈরাগ্যশুদ্ধ হেমকলেবর।

মহাভাগবতোত্তম কৃষ্ণভাবাবেশ।
নাঙামাথা গলাএ কাঁথা ভ্রমি দেশ দেশ ॥ (১)

(১) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল

আজানুলম্বিতবাহু তেজঃপুঞ্জকায়। (১)
আজানুলম্বিতভুজ কমলনয়ন।
সর্বমনোহর মুখচন্দ্র অনুপম॥ (২)

নবদ্বীপে নৃত্যকালে হরিদাসের সহিত প্রথম মিলনাবস্থায় চৈতন্যদেব বলেন।—

আজি হৈতে হরিদাস ঠাকুর হৈলা তুমি।
তুমি যথা আমি তথা নানা তীর্থ ভ্রমি॥

...   .

এমন অতিথ, মা, বড় ভাগ্যে পাই॥
যার ঘরে ভোজন করেন একবার।
সবংশে পবিত্র তার বংশের উদ্ধার॥
হবিষ্যান্ন দিবে, মা, হরিদাস মহাশয়ে।
মহান্তের সেবা সে অনেক ভাগ্যে হএ॥
শ্রীমূর্তির সেবা হৈতে মহান্ত সেবা বড়।
মহান্ত শরীর কৃষ্ণ আপনে সুদৃঢ়।

...   .

আজি হৈতে ব্রহ্মা হেন জ্ঞান সভে কর।
হরিদাস ঠাকুরে পরং ব্রহ্ম হেন ধর॥

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ (২) চৈতন্য-ভাগবত, আদিখণ্ড, ১৬।৪৭। হরিদাসের প্রতিকৃতি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—প্রথম ভাগ (পৃ ৩৭, ৩০৪); বৃহৎ বঙ্গ [পৃ ৬৯৭ (ঘ)—ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত বনবিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত পুথির কাষ্ঠমলাটের চিত্র হইতে গৃহীত; পৃ ৬৯৭ (ঙ)—২৪-পরগণায় প্রাপ্ত সপ্তদশ শতাব্দীর চিত্র হইতে গৃহীত]

... ...

(রড় দিঞা আলিঙ্গন দিল হরিদাসে।)
আমার বৈভব যত তোমার প্রকাশে॥
আচার্য-গোসাঞি আর ঠাকুর হরিদাস।
আমার জীবন ধন পণ্ডিত শ্রীনিবাস॥ (১)

এই সময় হরিদাস বলেন,

ভোজনপাত্রাবশেষ, প্রভু, দিবে এক মুষ্টি।
তবে সে জানিব, প্রভু, আমি তোমার বটি॥ (১)

নবদ্বীপে মহাভাবপ্রকাশের দিন চৈতন্যদেব হরিদাসকে বলেন,

এই মোর দেহ হৈতে, তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দড়॥

... ...

যে বা গৌণ ছিল, মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ তোর দুঃখ না পারো সহিতে॥
তোমারে চিনিল, মোর নাঢ়া ভালমতে।
সর্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে॥

... ...

.........শুন মোর হরিদাস।
দিবসেকো তোমা সঙ্গে, কৈল যেই বাস॥
তিলার্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাইবে, নাহিক অন্যথা॥
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা সে করে আমারে।
নিরন্তর আছি আমি তোমার শরীরে॥ (২)

---

(১) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল (২) চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১০ম অধ্যায়

নীলাচলে চৈতন্যদেব ভক্তগণের প্রতি হরিদাসকে মন্দিরে আনয়ন করিতে আদেশ করিলে, ইনি আসিতে সঙ্কুচিত হন। (১) সেখানে উভয়ের মিলন এইরূপ হয়।—

প্রভু দেখি' পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাঞা॥
... ...
প্রভু কহে,—তোমা স্পর্শি' পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন॥ (২)

হরিদাসের মহাপ্রয়াণ-বর্ণনা অতীব চিত্তাকর্ষক। তাঁহার মৃত্যুর ইচ্ছা হইলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে বলেন,

কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে,—যাবে আমারে ছাড়িয়া॥

তার পর—

হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥ (৩)

কীর্তন চলিতে থাকে। ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস চৈতন্যদেবকে অগ্রে বসাইয়া, নেত্রযুগল মহাপ্রভুর মুখপদ্মে স্থাপনানন্তর তাঁহার চরণকমল হৃদয়ে

(১) ভারতবর্ষ, ১৩৪২ মাঘ (পৃ ২২৭), ফাল্গুন (পৃ ৪৪৫-৭): চৈতন্যদেব ও জাতিভেদ (২) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১১।১৮৬, ১৮৯-৯১ (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১১।৩৮, ৫১; পূর্বে দ্রষ্টব্য।

ধারণ এবং সর্বভক্তপদরেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণনেত্রে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে অনন্তপথের যাত্রী হন (১৪৫০-৫ শক)। হরিদাসের পবিত্র দেহ অঙ্কে ধারণ করিয়া মহাপ্রভু ও ভক্তগণ বহুক্ষণ নৃত্য করেন, এবং উহা বিমানে উত্তোলন করিয়া কীর্তন করিতে করিতে চলিতে থাকেন—অগ্রে মহাপ্রভু, পরে বক্রেশ্বর প্রভৃতি এইরূপ ক্রমে। দেহ সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করেন; তৎপরে উহাতে চন্দন লেপন এবং ডোর, কড়ার, প্রসাদ ও বস্ত্র স্থাপন করিয়া, বালুকা খননান্তর উহাকে গর্তে শয়ান করেন।

'হরিবোল,' 'হরিবোল' বলেন গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায়॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইলা।
চৌদিকে পিণ্ডের মহা-আবরণ কৈলা॥
... ...
আপনে প্রসাদ মাগি' মহোৎসব কৈলা॥ (১)

ঠাকুর হরিদাসের অপ্রকট হওয়ার পরে সকলে তাঁহার সুখ্যাতি করিতে পারে; কিন্তু তাঁহার প্রকটকালে যে সব হিন্দুরা তাঁহাকে সম্মানিত করেন তাঁহাদের সাহস অধিকতর প্রশংসনীয় ও আদর্শ উচ্চতর।

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১১।৬৮-৯, ১০৪। হিন্দু-মুসলমান শিষ্যগণের বিবাদের মধ্যে কবীরের মৃতদেহ স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া শ্রীচৈতন্য গঙ্গায় ভাসাইয়া দেন এরূপ কথাও লিখিত আছে।—রামচরণ ঠাকুর: শঙ্করচরিত (অসমিয়া); শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫৫৭-৯)। এ কথা প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। কবীরের মৃতদেহের আবরণ উন্মোচন করিলে কতকগুলি পুষ্পমাত্র দৃষ্ট হয় এরূপ প্রবাদও চলিত আছে।

শ্রীচৈতন্যগণেরা হরিদাসের সহিত একসঙ্গে খাওয়ার কথা কতবার বলেন, কিন্তু তিনি নিজেই বরাবর পৃথক্‌ভাবে আহার করিবার জন্য দীনতা প্রকাশ করিতেন; এমন কি, কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চাহিলেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন। সপ্তগ্রাম-চাঁদপুর-কৃষ্ণপুরের বলরাম আচার্য হরিদাসকে প্রথমে নিজগৃহে স্থান দেন; পরে ইঁহার জন্য পর্ণশালা নির্মাণ করাইয়া দেন, কিন্তু নিজগৃহে ভোজন করান; তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী-পরিবারের পুরোহিত ছিলেন। বালক রঘুনাথ নিত্য হরিদাসকে দর্শন করিয়া আসিতেন; তাহারই ফলে যে ভক্তিবীজ বালকহৃদয়ে উপ্ত হয়, তাহা কালে মহামহীরুহে পরিণত হয়। হরিদাসই রঘুনাথের প্রকৃত শিক্ষাগুরু ছিলেন। (১) কেহ বলেন যে, হরিদাস ঐ সময় চাঁদপুরে মাত্র ৭।৮ দিন থাকেন। (২) বেণাপোলে হরিদাসের 'হরির লুঠে' সকলেই যোগদান করিত। সনাতন গোস্বামীর মত ব্যক্তিও তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। (৩) বর্ধমান-জেলার মেমারীর নিকটস্থ কুলীনগ্রামের অনেক অধিবাসী হরিদাস ঠাকুরের শাখান্তর্গত মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রভাবেই কুলীনগ্রামবাসী কুক্কুর পর্যন্ত মহাপ্রভুর প্রিয় ছিল, এবং শূকরচারী ডোম পর্যন্ত চৈতন্যভক্ত হইয়াছিল। কুলীনগ্রামে মহাপ্রভুকে অনেকে জানে না, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরকে জানে না এমন লোক নাই। (৪) ফুলিয়ায় হরিদাস রামদাস ভট্টাচার্যকে দীক্ষা দেন; তদুপলক্ষে তিনি জ্ঞানভক্তির দ্বন্দ্বের সুন্দর মীমাংসা করেন। সেখানে নামকীর্তনের সময় তাঁহার সহিত অনেক মুসলমানও নৃত্য করিত। ফুলিয়ার, বুঢ়নে ও কুলীনগ্রামে হরিদাস ঠাকুরের পাট ও মূর্তি আছে।

---

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ১৯৭) (২) Dineshchandra Sen—Chaitanya and his Companions (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৪।১৪ (৪) সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর

হরিদাসের সার সাধনজীবনের ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইল। "হরিদাসের পক্ষে জপ ও জীবন এক হইয়া গিয়াছিল।......এই জন্যই তীর্থে তীর্থে লোকারণ্য; যেখানে অলৌকিকতার অণুমাত্রগন্ধ, সেখানেই লোকের ভিড়, এবং এই জন্যই ভক্তের দুয়ারে চিরকাল মানুষের হাট।...... হরিদাসের সে কুটীরের দুয়ারেও, অল্প সময়ের মধ্যেই হাট মিলিল।...... যাঁহারা এই পৃথিবীতে সাধারণের অনধিগম্য, এইরূপ বিড়ম্বনাই সকল দেশে ও সকল কালে, তাঁহাদিগের উচ্চতর জীবনের ব্রতদক্ষিণা। মনুষ্যসমাজের এক হস্ত তাঁহাদিগের মস্তকে প্রীতির পুষ্পবৃষ্টি করে, আর এক হস্ত তাঁহাদিগের বক্ষঃস্থলে ক্রূরতার কুঠার লইয়া আঘাত করিতে থাকে,—এক ভাগ তাঁহাদিগকে ভালবাসার অমৃত আনিয়া উপহার দেয়, আর এক ভাগ তাঁহাদিগের মুখে ঈর্ষার বিষ তুলিয়া দিবার জন্য সক্রেতিসের সমসাময়িক গ্রীকদিগের ন্যায় উন্মত্ত হয়। ফলত, উন্নতমনা ও ঊর্ধ্বচর মহাত্মাদিগের ভাগ্যে সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে, হরিদাসের ভাগ্যেও অচিরেই তাহা ঘটিল।......হরিদাসের এই সজীব বিশ্বাস স্বর্গসম্পদ্ হইতেও অধিকতর মূল্যবান্। এ সংসারে কয় জনে এমন বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে?......হরিদাস যে অদ্যাপি বঙ্গের সাহিত্য ও সমাজে বহু লোকের হৃদয়ে আসন জুড়িয়া বসিয়া আছেন, এ বিষয়ে এইক্ষণ আর কাহার বিস্ময়-জ্ঞান হইতে পারে?" (১)

হরিদাসের অবস্থান ও ভ্রমণ এইরূপ পর্যায়ে হইয়াছিল—১৩৭৫ শকে কলাগাছী হইতে হাকিমপুর, ১৩৯০ শকে বেণাপোল, ১৪০০ শকে তথা হইতে নবদ্বীপ ও পরে শান্তিপুর, ১৪১২ শকে শান্তিপুর হইতে ফুলিয়া হইয়া বেণাপোল, ১৪২৫ শকে তথা হইতে হরিদাসপুরাদি হইয়া সপ্তগ্রাম-চাঁদপুর-কৃষ্ণপুর, তথা হইতে কুলীনগ্রামাদি, ১৪২৭ শকে

(১) কালীপ্রসন্ন ঘোষ—ভক্তির জয়

শান্তিপুর, ১৪২৯ শকে ফুলিয়া ও গৌড়, পুনরায় ফুলিয়া-শান্তিপুর, ১৪৩০ শকে নবদ্বীপ, ১৪৩১ শকে গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পর শান্তিপুর-ফুলিয়া, ১৪৩৩ শকে শান্তিপুর ও নীলাচল, ১৪৩৪ শকে শান্তিপুর, পুনরায় নীলাচল, ১৪৩৫ শকে শান্তিপুর, তথা হইতে নীলাচল, এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানে স্থিতি। এ বিষয়ে এখানে প্রধানত সতীশচন্দ্র মিত্র ও অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির বর্ণনা অনুসৃত হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থে এ সম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান। হরিদাস ফুলিয়ায় স্থিতিকালে প্রায়ই শান্তিপুরে আসিতেন; এই যাতায়াতের বিশেষ বিবরণ কোনও গ্রন্থে নাই।

(অ)

এইবার হরিদাসের শান্তিপুর-লীলা বর্ণিত হইতেছে; সমগ্র চৈতন্য ও অদ্বৈত-সাহিত্যে এবং হরিদাসের বিভিন্ন জীবনীতে ইহার কিছু না কিছুর উল্লেখ আছে।

খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ অরাজকতায় এবং ধর্ম ও সমাজবিপ্লবের দাবানলে পর্যুদস্ত হয়। এক দিকে হিন্দু-মুসলমানে অসদ্ভাব, বিধর্মী ও শাসকের অত্যাচার, জীবন-সম্পত্তির নিরাপত্তা ও পারিবারিক শান্তির অনিশ্চয়তা, ধার্মিক ও সজ্জনের উৎপীড়ন,—অন্য দিকে ন্যায়তর্কপন্থী বা তথাকথিত জ্ঞানমার্গীর আস্তিক্যাবৃত নাস্তিকতা, বামাচারী বা কাপালিকের বীভৎস ব্যভিচারাদি, এবং শাক্ত-স্মার্ত-বৈষ্ণবের কলঙ্ককর বিবাদ, লজ্জাস্কর ছুৎমার্গ, ইত্যাদি ব্যাপারে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের ঘোরতর দুর্দশা উপনীত হয়। "বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় এ দেশে স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচারাদি দ্বারা সমাজ একান্তরূপে শিথিল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা নীতি ও ধর্মবিধ্বংসী।......ব্যভিচারের সংশোধনার্থ যে সংস্কারকার্য আরব্ধ হইল, তাহাতে 'আচার'ই শ্রেষ্ঠস্থান

অধিকার করিল! হিন্দু সমাজে এখন খাদ্যাখাদ্যের যে আঁটাআঁটি ও নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মের প্রতি যে একাগ্র নিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহা বৌদ্ধযুগের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিক্রিয়া।......নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল তখন হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয়; দর্শন, কাব্য, অলঙ্কারাদি শাস্ত্রেরও সে স্থানে বিশেষরূপে চর্চা হইতেছিল। এ সকল সত্ত্বেও, নবদ্বীপবাসী স্বল্পসংখ্যক লোকের কিছু বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী ও ষষ্ঠীর পূজা,—যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীত, এবং পশুরক্ত ও মদ্য দ্বারা আর্দ্র যজ্ঞস্থলী দেখিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিতেন। হরিভক্তিহীন নবদ্বীপের অর্থ ও বিদ্যাসমৃদ্ধি তাঁহাদের নিকট সিন্দূরহীন রমণীললাটের ন্যায় বৃথা মনে হইত। তাঁহারা পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে অশ্রুপাত করিতেন।" (১) "দেশ তখন তান্ত্রিকতার বহিরাবরণে আচ্ছাদিত; তাহাতে ভক্তের প্রাণ ছিল না, মদ্যপান ও পশুবলির আড়ম্বর ছিল; বিষহরী, বাশুলী, মঙ্গলচণ্ডী, প্রভৃতির পূজাতেই আগ্রহ বেশী ছিল, এবং যোগীপাল, ভোগীপালের গীতে বৌদ্ধভাব আত্মরক্ষা করিতেছিল; কর্মকাণ্ড লইয়াই লোকে ব্যস্ত, ভক্তিশাস্ত্রের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল না।" (২) "গীতা, ভাগবতাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞানপক্ষে করা হইত।" (৩) "বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের সে সময় অন্তিম অবস্থা। বৌদ্ধধর্ম বহুস্থানে তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণগণও কলিতে আগমাচারাই শাস্ত্র-সম্মত,—ইহা প্রচারপূর্বক বাঙালী বৌদ্ধাচারাবলম্বীদিগকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছিলেন।" (৪)

(১) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক) (২) সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর (৩) অচ্যুতচরণ চৌধুরী—হরিদাস ঠাকুর (৪) বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (২য় সংস্ক): অদ্বৈতপ্রভু

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণ।
কলিযুগে ছাড়ে লোক নিজ নিজ ধর্ম ॥

…　　…　　…

আসুরীর ভাব হৈল প্রতি ঘরে ঘরে।
স্ত্রী হইআ স্বামীর বচন নাহি ধরে ॥
বৃক্ষ লতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।
মৎস্য মাংসে প্রিয় হৈল বিধবা যুবতী ॥

…　　…　　…

দেবতা ব্রাহ্মণে হিংসা করে ম্লেচ্ছজাতি।
ক্ষেত্রী যুদ্ধে শক্তিহীন নাহি যতি সতী ॥
গো-পোষণ বলি যজ্ঞ ছাড়িল বিশ্বদেবা।
শূদ্র সব ছাড়িলেক ব্রাহ্মণের সেবা ॥
কপটী লোলুপ দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজন।
সর্বলোক হৈল শিশ্নোদরপরায়ণ ॥
ব্রত যজ্ঞ উপবাসে নাহি কারো শক্তি।
গঙ্গা তুলসীর সেবা নাহি বিষ্ণুভক্তি ॥
মা বাপ ছাড়িল পুত্র স্বতন্ত্রা যুবতী।
পরদারে রত হৈল লজ্ঘে নিজ পতি ॥
স্নান সন্ধ্যা দেবার্চন ছাড়িল ব্রাহ্মণে।
শূদ্রের জীবিকা করে ভয় নাহি মানে ॥
শূদ্রস্ত্রী সঙ্গ করে শূদ্রভক্ষ্যে রত।
মৎস্যমাংসলোলুপ ব্রাহ্মণ সব জত ॥

…　　…　　…

নিরবধি ডাকা চুরি অরিষ্ট দেখিঞা।
নানাদেশে সর্বলোক গেল পালাইঞা ॥

... ...

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥ (১)
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব-লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণ-রাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি' বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু-ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥

(১) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল

শাস্ত্রে পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি' মরে ॥
না বাখানে 'যুগধর্ম' কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন ॥
যেবা সব—বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তাঁ-সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি ॥
অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ'-নাম উচ্চারয় ॥
গীতা ভাগবত যে-যে-জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
...   .
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম!
নিরবধি বিদ্যা-কুল করেন ব্যাখ্যান ॥
...   .
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি' দুঃখ পায় ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য, কোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গলে ॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ ॥ (১)

---

(১) চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ২।৬২-৭২, ৭৫, ৮৫-৯ (অন্ত্যখণ্ড, ৪।৪১০-৩০ দ্রষ্টব্য)

বিষয়ে সকল মত্ত, নাহি কৃষ্ণ-নাম-তত্ত্ব,
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল-সর্প-বিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যারসে,
না জানয়ে কেবা সে আপনি ॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে, ধন-ব্যয় করে সভে,
নাহি অন্য শুভ কর্মলেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে, নানা মতে জীব হিংসে,
এই মত হৈল সর্ব দেশ ॥
দেখিয়া করুণা করি', কমলাক্ষ নাম ধরি',
অবতীর্ণ হৈলা গৌড় দেশে। (১)
ব্রজরাজ-কুমার, সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার,
করাইব এই অভিলাষে ॥
সর্ব-আগে আগুয়ান, জীবের করিতে ত্রাণ,
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সভে কৃষ্ণ-প্রেম পাবে,
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস ॥ (২)

সুরাপান অত্যাচার, ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার, তন্ত্রধর্মে ভারত ব্যাপিল।
যক্ষ রক্ষ বিষহরী, নানা উপহার করি, জীব সব পূজিতে লাগিল ॥ (৩)

"চৈতন্যের জন্মের পূর্ব হইতে বঙ্গবাসীদের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরীর পূজা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। দেশের সর্বত্র দুর্গাপূজার ধূম হইত। দেবতার সম্মুখে ছাগ, মেষ, এমন কি, রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলে, নরবলি পর্যন্ত হইত। বহু বাহ্য অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু ধর্মের প্রতি

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য ; শ্রীঅদ্বৈতের জন্মকালেও সমাজের এই অবস্থা। (২) পদকল্পতরু, নং ১১১৪ পদ (সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় ; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ) (৩) গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সংস্ক)

প্রকৃত শ্রদ্ধা অনেকেরই ছিল না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ নাস্তিক পর্যন্ত ছিলেন। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে মদ্যমাংসের ব্যবহার বেশী ছিল না, কিন্তু লোকসাধারণের অনেকেই মদ্যমাংসের ব্যবহার করিত। পূর্ববঙ্গবাসী ব্রাহ্মণকায়স্থদের কেহ কেহ গোধিকার মাংস ভক্ষণ করিত। রাঢ়-অঞ্চলে শামুক ও গুগলির ব্যবহার ছিল। দুর্গা-পূজার সময়ে লোকে উৎকৃষ্ট বসনভূষণে সজ্জিত হইত। দেশের সর্বত্র বাশুলী, মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, যোগীপাল ও ভোগীপালের সম্বন্ধে গান গীত হইত।...হণ্টার বলেন যে, নদীয়া-অঞ্চলের সমুদয় হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার কল্পনা হইয়াছিল। কাজী অনেক ব্রাহ্মণের জাতি মারে ;—গলায় পৈতা দেখিলেই, কাজীর লোকদের অত্যাচার করিতে আনন্দ জন্মিত। অনেকে এই কারণে নবদ্বীপ ত্যাগ করে। নবদ্বীপের সন্নিহিত পীরালি (১)-গ্রামের অনেক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয় ; তাহারা অনেককে

---

(১) খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব খাঁজাহান আলির মন্ত্রী মহম্মদ তাহের (পীরালি খাঁ) যশোহরের অনেক ব্রাহ্মণবংশকে মুসলমান করে। "যশোহর-জেলার চেঁউটে-পরগণায় তৎকালে সম্রাটের এক শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত মুসলমান কর্মচারী (পীর আলি খাঁ) বাস করিতেন। তিনি বন্ধুতার ছলে উক্ত পরগণার কতকগুলি ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে বলপূর্বক পলাণ্ডুমিশ্রিত পলান্ন ভোজন করাইয়া দেন, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে বহু চেষ্টা করিয়াও, ভোজন করাইতে পারেন নাই। কেশবপুরের হিন্দুভাবাপন্ন মুসলমানগণ প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণগণের বংশধর ; এবং দ্বিতীয়োক্ত ঘ্রাণদুষ্ট নরেন্দ্রপুর-গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ 'পীরালি-ব্রাহ্মণ'-রূপে পরিচিত হন।"—শরচ্চন্দ্র রায় : ব্রাহ্মণবংশবৃত্তান্ত (৩য় সংস্ক, পৃ ৬৪)। "পিরল্যার বর্তমান নাম পারুলিয়া ; নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর

আরও অধিকতর পীড়া দেয়। তাহাদের সহিত সংস্রব হওয়ায়, ব্রাহ্মণ-

মাঝখানে এই গ্রাম।"—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২৪০)। "হুসেন সাহ নবদ্বীপ ধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন। 'পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। বিষম পিরুল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।...' (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)...হুসেন সাহ যে সকল হিন্দুমন্দির ভাঙিয়াছিলেন, তাহা রাজকোষের অর্থ দ্বারা পুনরায় সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।"—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৬৪, ৬৭১, ৬৯৭)। "মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে নবদ্বীপের নিকটবর্তী পীরল্যা বা পীরলিয়া-গ্রামের নিকট মুসলমানেরা আসিয়া আড্ডা করে। এই পীরলিয়া অধুনা 'পারুলিয়া' নামে পরিচিত।"—চিত্রে নবদ্বীপ (পৃ ॥৶০)। "খাঁ জাহান আলি সুন্দরবনে আবাদের সনদ পান। তিনি নবাব-নাজিমের উজীরও হন। পিরিল্যা-গ্রামের ঘোষালবংশীয় দু'জন ব্রাহ্মণকে কৌশলে কাবাব, কোর্মার গন্ধ শুঁকাইয়া 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' এই বিধানে জাতিচ্যুত করেন। এঁরাই হন 'পিরিলী-ব্রাহ্মণ'।"—পরাগ, ৫।১০।১৩৪৭ (পৃ ১৮)। ১৫শ শতাব্দীতে আবির্ভূত ধর্মপ্রচারক পীর উলুগ-খাঁ-জাহান আলির (খাঞ্জালি) প্রধান চেলা মহম্মদ তাহির বা 'পীর আলি' পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'পীরালি' নামে একটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। 'পীর আলি'র হিন্দু পুত্র 'পীরালি'-সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ বলিয়া কথিত।—বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড (পৃ ২১৭), ২য় খণ্ড (পৃ ১০৬; ই-বি-আর; ১৯৪০ খৃ)। পীর খাঁ জাহান আলির (নবাব খাঞ্জালি) যশোহর ও খুলনা-অঞ্চলে বাটগম্বুজ আদি অনেক কীর্তি রহিয়াছে।—শিশু-ভারতী, ৯ম খণ্ড (পৃ ৩২৯৮)। পিরালী-সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত আংশিক পঞ্জী—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস: অভিধান (২য় সংস্করণ, পৃ ১৩৪৪); সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক); বঙ্গের

কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে পীরালি নামক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।... দেবীবরের ৩৬টি মেলের ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণ অনেক দৃষ্ট হয়।" (১)

"পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপিত হইল।......হিন্দুর, বিশেষ করিয়া হিন্দুয়ানীর উপর, অত্যাচার এদিকে সেদিকে চলিলেও, রাজা মোটের উপর নিরপেক্ষই ছিলেন। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে সনাতন, রূপ, কেশব ছত্রী, প্রভৃতি হিন্দু কর্মচারীদের প্রভাব। গোঁড়া মুসলমান এবং মোল্লা বা কাজী ইত্যাদির মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ যে ছিল না এমন নহে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম লইয়া বিদ্বিষ্ট মনোভাব বিশেষ ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান নিজ নিজ বৃত্তি লইয়া যথাসম্ভব সদ্ভাবে বাস করিত। হিন্দুরা মুসলমান কর্মচারী অথবা কারিকর নিযুক্ত করিতে দ্বিধা করিত না। সাহিত্যের মধ্য দিয়াও উভয় সম্প্রদায়ের মিলন ঘনাইয়া আসিতেছিল।......হিন্দুর মধ্যেও ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ কেহ কেহ ছিল; তাহারা সমাজে ঘৃণিত হইত।" (২)

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের অনুভাবে আরও কিঞ্চিৎ অবতারণা করিতে

জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ অংশ; কিশোরীচাঁদ মিত্র: দ্বারিকানাথ ঠাকুরের জীবনী। (১) রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস, ২য় ভাগ (২) সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৩৯৭-৮)। এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য—Rameshchandra Banerji's 'Hindu-Muslim Relations in Old Bengali Literature'। বর্তমান কালের নানা অবাঞ্ছনীয় ঘটনার মধ্যেও মোমিন, অহ্‌রর, খোদাই-খিদমদগার ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ, প্রভৃতির, এবং জমিয়েত-উল-উলেমার সদিচ্ছা, এবং সিন্ধুর ও বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর (১৩৪৯) কার্য প্রশংসনীয়। তিতিক্ষা ও মিলনই বাঞ্ছনীয়।

হইল। সবলের অত্যাচার, উচ্ছৃঙ্খলের অনিয়মানুবর্তিতা ও সনাতনীর অন্ধ গোঁড়ামি জগতে সকল সমাজে সকল সময়েই দৃষ্ট হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ন্তার নিয়তি। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদ ও বংশের তথাকথিত পবিত্রতা বিষয়ে এই আলোচনা হইতে কিঞ্চিৎ আলোকপাত হইবার সম্ভাবনা। "মুসলমান-সংস্রবে ব্রাহ্মণসমাজের কি দারুণ অধঃপতন ঘটিয়াছিল, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থসমূহে তাহার বিকৃত চিত্র অস্পষ্ট না হইলেও কৌশলময়ী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। প্রায় সকল মেলেই মুসলমান-সংস্রবে অল্পবিস্তর যবনদোষ ঘটিয়াছিল। এইরূপ যবনদোষগ্রস্ত কুলীনসমাজ লইয়াই মেলী-সমাজের প্রতিষ্ঠা। মহাত্মা দেবীবর ঘটক এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।......দেবীবর ঘটকের কুলপরিচয় আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার পিতা সর্বানন্দ ও আত্মীয়স্বজন অনেকেই যবনদোষে সমাজে নিন্দিত হইয়াছিলেন।......দেবীবরের পিতামহ, খুল্লপিতামহ, জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা সকলেই যবনদোষাক্রান্ত ও একপ্রকার কুলভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।......তিনি নিজে দোষী, তাই সকল দোষীকে একত্র করিয়া ১৪৮৭ খৃস্টাব্দে (১) মেলের (ভাব, ভাগ, যূথ, থাক্, পটী) সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।......তিনটি দোষে কুলীনসমাজ ৩৬টি মেলে বদ্ধ হয়।

কোচ পোদ আর হেড়া হালান্ত রজক।
কালু হাড়ী বেড়ুয়া শুঁড়ী যবন অন্ত্যজ॥ (২)

এইগুলি জাতিগত দোষ বলিয়া খ্যাত। এই জাতিগত দোষগুলির মধ্যে মুসলমান-সংস্রবে, মুসলমান-প্রভাবে বা মুসলমান-অত্যাচারে যবন-

(১) ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ ফাল্গুন (পৃ ৩৮৩); ১৫৫৯-৬৪ খৃস্টাব্দ—সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৩০৫-৬); ৩য় ভাগে 'বল্লভীবংশ' দ্রষ্টব্য।
(২) দোষাবলী

দোষ এবং মুসলমানের উচ্ছিষ্টভোজন হেতু হেড়াদোষ ঘটে।……অমেলী কুলীনদিগের উপর নিগ্রহ হইতে থাকিলে তাহাদেরও অনেকে মেলভুক্ত হয়। যাঁহারা কিছুতেই মেলে প্রবেশ করিলেন না, ঘটকদিগের নিগ্রহে ও ঔদাসীন্যে তাঁহারা বংশজ-দলভুক্ত হইলেন।" (১) "নিম্নজাতি বৈষ্ণবদলে এত ঢুকিয়াছিল যে, তাহারাই এখন 'জাত-বৈষ্ণব'-দলের প্রধান শক্তি। সহজিয়া বৈষ্ণবদলে হিন্দু, খৃস্টান, মুসলমান সর্বজাতির একটা উৎকট সমন্বয় হইয়াছিল। সমাজের নিম্নস্তরে সহজিয়ারা বৌদ্ধ-সংস্কার এখনও বজায় রাখিয়াছে। সহজিয়াদের গুরু অনেকেই মুসলমান ছিলেন।" (২)

যাহা হউক, অদ্বৈতাচার্য সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে 'অদ্বৈতসভা' (৩) স্থাপন করিয়া গীতাভাগবতপ্রমুখ গ্রন্থাদির ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। যদিও তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি অল্পই ছিল, তথাপি উক্ত সভা দ্বারা সমাজের কিছু কিছু উপকার হইতে থাকে। উহার খ্যাতি সমগ্র বঙ্গদেশে

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ৬ষ্ঠ খণ্ড, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কাণ্ড। (২) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৮৯২)। উপরে হিন্দু-মুসলমানের যে দোষগুলির উল্লেখ আছে, তাহা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত করিতে হইয়াছে, এবং তাহাও প্রাসঙ্গিক বলিয়া এবং ভবিষ্যতের দোষ-সংশোধনের আশায়; কাহারও মনে আঘাত দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। অতীতে ও বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক তিতিক্ষা, স্বার্থত্যাগ ও আদান-প্রদানের উদাহরণ অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়; প্রকৃতপক্ষে, উভয় সমাজের মধ্যে এইরূপ মিলনের ভাব যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই মঙ্গল। (৩) পূর্বে দ্রষ্টব্য। এই সভায় মুকুন্দ (প্রথম ভাগ, পৃ ১৯০) শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫৮১)

পরিব্যাপ্ত হয়। তজ্জন্য ১৪০০ শকে হরিদাস ঠাকুর বেণাপোল হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন। তখন জহুরী জহর চিনিয়া ফেলেন। "পশু পশুকে চিনে ঘ্রাণে, মানুষ মানুষকে চিনে আত্মার অলক্ষিত দৃষ্টিতে প্রাণে প্রাণে। যাঁহারা এক পথের পথিক, এক ভাবের ভাবুক, এক রসের রসিক, তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রাণের মধ্যে প্রীতির এইরূপ ফল্গুগঙ্গা সর্বদাই প্রবাহিত হইয়া থাকে।" (১) অদ্বৈতাচার্য ঠাকুর হরিদাসের প্রতি চিরজীবনের জন্য আকৃষ্ট হন। সে সময় অদ্বৈতাচার্যের বয়স ৪৪ বৎসর, এবং হরিদাসের ২৮। (২) উভয়ে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে আসেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে, হরিদাস বেণাপোলে ১৮শ হইতে ৩১শ বৎসর পর্যন্ত থাকিয়া চাঁদপুর হইয়া শান্তিপুরে আসেন। সতীশবাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন যে, এ মত ঠিক নহে; কারণ, হরিদাসের বেণাপোলে তিন লক্ষ নাম-জপ শান্তিপুরে দীক্ষার পর আরব্ধ হয়; আরও, হরিদাস যখন চাঁদপুরে যান, রঘুনাথের বয়স ৭।৮ বৎসর, কিন্তু রঘুনাথ অপেক্ষা চৈতন্যদেব বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব হইতেই হরিদাস শান্তিপুরে থাকেন। অন্যত্র লিখিত আছে যে, হরিদাস বেণাপোল হইতে শান্তিপুর, তথা হইতে সপ্তগ্রাম-চাঁদপুর, এবং তার পর শান্তিপুর-ফুলিয়ায় গমন করেন। (৩) তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রথমবার নবদ্বীপে যাইবার পূর্বে হরিদাস ফুলিয়ায় যান।

(১) কালীপ্রসন্ন ঘোষ—ভক্তির জয় (২) কেহ বলেন যে, হরিদাস যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত-সকাশে আসেন, তিনি 'পঞ্চম (!) বৎসরের শিশু' ছিলেন। হরিদাস ঠাকুরকে পরেও 'শিশু' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে 'শিশু' অর্থে 'শিশুর ন্যায় সরল' বুঝিতে হইবে।—বীরেশ্বর প্রামাণিক: অদ্বৈত-বিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ২১২) (৩) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক)

তবে হরিদাস প্রভু অদ্বৈতের স্থানে।
ব্যাকরণ সাহিত্যাদি পড়িলা যতনে॥
ক্রমে দর্শনাদি পাড়ি' হইল ব্যুৎপত্তি।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়ি' পাইলা শুদ্ধভক্তি॥
শ্রুতিধর হরিদাসের মহিমা অপার।
শ্লোক অর্থ কৈল তার কণ্ঠমণিহার॥

(অদ্বৈতাচার্য বলিতেছেন।—)

কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য নাহি জানি।
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি॥
অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছে উপজয়।
সেই জাতি লোপ হঞা দ্বিজাদেশ হয়।

… …

গোপীভাব বিনু না পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ।
সেই ভাবে পায় প্রেম অমূল্য রতন॥

… … …

ধর্ম প্রবর্তন হেতু লহ হরিনাম।
নামব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ॥

… … …

নামী হৈতে নাম বড় কৃষ্ণ উক্তি হয়।
সর্ব অপরাধ নাম গ্রহণে খণ্ডয়॥

ভিক্ষুক আশ্রমে সর্বত্যাগের লক্ষণ।
ডোর কৌপীনাদি ধরিবেক দ্বিজগণ॥

(তার পর —)

এত কহি' তার মস্তকাদি মুণ্ডাইয়া।
তিলক তুলসী মালা দিলা পরাইয়া ॥
... ...
কটিতে কৌপীন ডোর দিলেন বান্ধিয়া।
হরিনাম দিলা প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
গঙ্গার গহ্বরে পাঞা নাম চিন্তামণি।
প্রেমেতে মাতিলা শ্রীবৈষ্ণব-চূড়ামণি ॥
সংজ্ঞা পাঞা অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবৎ কৈলা।
'কৃষ্ণপ্রাপ্তিরস্তু' বলি' প্রভু বর দিলা ॥
প্রভু কহে তোর নাম 'ব্রহ্ম' হরিদাস।
হরিদাস কহে মুঞি হও তব দাস ॥
... ...
ব্রহ্ম হরিদাস স্বামীর অলৌকিক শক্তি।
হরিনাম জপি' পাইলা শুদ্ধ প্রেমভক্তি ॥
প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করে।
মননে জিহ্বায় জপে আর উচ্চৈঃস্বরে ॥ (১)
সখীভাব অবলম্বি' করহ সাধনা।
রাধাকৃষ্ণ নাহি পাবে সখীভাব বিনা ॥ (২)

১৪০৫ (৩) শকে এই দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়। ইহাতে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের কুখ্যাতি রটে। "সাধকদিগের মতে হরিদাস (নাকি)

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ (২) গোঁসাই গোরাচাঁদ—সঙ্কীর্তন-বন্দনা (সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর, ২য় অংশ, পৃ ৩৩) (৩) ১৪৬৪ খৃস্টাব্দ—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭১৪) ; এই তারিখ-নির্দেশ ঠিক নহে।

ঋচীক মুনির পুত্র ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল ‘ব্রহ্ম’। তিনি পিতৃশাপে হীনকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ‘ভক্তমালে’ এই অভিশাপের বিবরণ আছে। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে ‘ব্রহ্ম হরিদাস’ বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন।” (১) ইহা লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণলীলায় ব্রহ্মা গোবৎস-হরণ পাপে, ঋচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মা অধৌত তুলসী আনয়ন হেতু, এবং প্রহ্লাদ সনকাদিচতুঃসনকে প্রণাম না করায় ও বিষ্ণুসিংহাসনে বসিতে যাজ্ঞা করায় অভিশপ্ত হইয়া একত্র যবন হরিদাসে মিলিত হন, এবং প্রকাশান্তরে শ্রীঅদ্বৈতশিষ্য চৈতন্যশাখাভুক্ত গোপীনাথ আচার্য হন। (২) শ্রীঅদ্বৈত বলিতেন, ‘দোঁহে (=ব্রহ্মা+প্রহ্লাদ) মিলি’ হয় একাকার।’ হরিদাসকে ‘রক্তক’ও বলা হইত। (৩) তিনি পূর্বলীলায় কেবল প্রহ্লাদ ছিলেন ইহাও বলা হয়। (৪) তার পর, হরিদাস নাম প্রচার এবং ভগবান্ তাঁহার যোগক্ষেম বহন করিতে থাকেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই নামমন্ত্র হরিদাস দিলেন সভাকারে।
এই নামমন্ত্র জীবের নিস্তার সংসারে॥ (৫)

রাত্রে দিনে তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্তন।
ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে ভিক্ষা-নির্বাহন॥ (৬)

অনুমান হয় যে, ফুলিয়া ও বেণাপোলেই হরিদাস এইরূপ ভিক্ষা করিতেন, কারণ তিনি শান্তিপুরে গুরুগৃহেই আহার করিতেন।

আচার্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্বাহন।
দুই জন মেলি’ কৃষ্ণ-কথা আস্বাদন॥ (৭)

---

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২৫ ফাল্গুন (পৃ৩৮৯) (২) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (৩) গৌরগণোদ্দেশ ও দিগ্দর্শনী (পুথি) (৪) বৈষ্ণব-দিগ্দর্শনী (পৃ ১০) (৫) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল (৬) চৈতন্যচরিতামৃত (৭) চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩।২১৫

অতঃপর অদ্বৈতাচার্য ও হরিদাস সমাজের পূর্বলিখিত অবস্থা দেখিয়া ভগবান্‌কে অবতীর্ণ করাইবার উদ্দেশ্যে সাধনা আরম্ভ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই সাধনপথ অবলম্বনের মূলে থাকেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী।

'তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥' (১)

... ...

গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জুরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এ মতে কৃষ্ণের করাইল অবতার॥ (২)

হরিদাসও আচার্যের ঐ কার্যে সহায়ক হন।

আচার্যে মিলিয়া কৈলা দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি' করিলা সম্মান॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি' নির্জনে তাঁরে দিলা।
ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইলা॥

... ...

হরিদাস করে গোফায় নাম-সঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন,—এই তাঁর মন॥
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম-প্রেম প্রচার করি' কৈলা জগৎ-উদ্ধার॥ (৩)

---

(১) হরিভক্তিবিলাস, ১১ বিঃ ১১০ শ্লোকে গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত নারদবাক্য (২) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৩।১০৩,১০৭-৮। নবদ্বীপের অদ্বৈত-সভার গৃহ হইতেও তিনি ঐরূপ হুঙ্কার করিতেন।—শরদিন্দুনারায়ণ রায়ঃ চিত্রে নবদ্বীপ (পৃ ৫৯-৬০) (৩) চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩।২১৩-৪, ২২৩-৪

এই গোফা (১) শান্তিপুরে একটি এবং ফুলিয়ায় একটি ছিল এরূপ হইতে পারে। ফুলিয়ায় হরিদাসের ভগ্নাবশিষ্ট ভজনবেদীর স্থলে এখনও প্রতি বৎসর ভক্তসমাগম হইয়া থাকে।

গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে-যে-জন।
তারাও না বলে, না বলয় কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন॥
হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ।
আপনা-আপনি মেলি' করেন কীর্তন॥
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে।
'ইহারা কি কার্যে ডাক ছাড়ে উচ্চস্বরে?
আমি-ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি কারণ?'
সংসারী-সকল বলে—'মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলয়ে 'হরি' লোক জানাইতে॥'
'এগুলার ঘরদ্বার ফেলাই ভাঙিয়া।'
এই যুক্তি করে সব—নদীয়া মিলিয়া॥
...   .
হরিদাস-ঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্র-তরঙ্গে॥
...   .
বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি' হরিদাস।
দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' ছাড়েন নিশ্বাস॥ (২)

"ইহাই পরম ভজন। কেবল কয়েকটি সদাচার, নিয়মপালন বা ব্রত-

(১) 'ঝুপুরী'—গোঁসাই গোরাচাঁদের 'সঙ্কীর্তন-বন্দনা', 'ঝুপুড়ী' —অদ্বৈতপ্রকাশ (২) চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১৬।৮-১৩,২১,৩০৮

উপবাসই সাধন নহে। এই নিশ্বাসের অন্যতম উদ্দেশ্য একটি নীরব প্রার্থনা—সেটি এই, 'হে কৃষ্ণ! জীবের দুঃখ আর দেখিতে পারিতেছি না, তাহা দূর কর'।" (১)

এক দিন হরিদাস কহে প্রভুস্থানে।
নিত্য ধর্ম্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে॥
দেবতা প্রতিমা ভাঙি' করে খণ্ড খণ্ড।
দেবপূজার দ্রব্য সব করে লণ্ডভণ্ড॥
শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধর্ম্মশাস্ত্রগণে।
বল করি' পোড়াইয়া ফেলায় আগুনে॥
ব্রাহ্মণের শঙ্খ ঘণ্টা কাড়ি' লঞা যায়।
অঙ্গের তিলকমুদ্রা বলে চাটি' খায়॥
শ্রীতুলসীবৃক্ষে মুতে কুকুরের সমে।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্টমনে॥
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুরে তাড়না করে বলিয়া পাগল॥
কৃষ্ণের প্রকট বিনা নাহি প্রতিকার।
কৃষ্ণ প্রকটিয়া নাম করোঁ সুবিস্তার॥ (২)

ইহার পরে ঈশান নাগর একটি নূতন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। (৩) এক দিন অদ্বৈতাচার্য গঙ্গাস্নান করিয়া সহুঙ্কারে ঘন ঘন হরিধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদোদ্দেশে গঙ্গাজল আর পুষ্পতুলসীর জল উৎসর্গ করেন। উহার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য ও হরিদাস চলিতে থাকেন। উহা নবদ্বীপের ঘাটে যাইয়া শচী দেবীর অঙ্গে সংলগ্ন হয়।

(১) অচ্যুতচরণ চৌধুরী—হরিদাস ঠাকুর (২) অদ্বৈতপ্রকাশ। সুখের বিষয় যে, এই বর্ণনার অপর দিকও আছে,—বৈষ্ণব তথা দেশীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বিধর্মীর সাহায্য কম নহে। (৩) অদ্বৈতপ্রকাশ

কেহ বলেন যে, বিশ্বরূপের জন্মের প্রায় আট বৎসর পরে জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবী পুত্রকামনায় শান্তিপুরে আগমন করেন; আচার্যের আজ্ঞায় তাঁহারা প্রায় এক সপ্তাহ শান্তিপুরে থাকেন; আচার্যের ঐকান্তিক তপস্যায় এক দিন দুইটি তুলসী-মঞ্জরী গঙ্গায় ভাসিয়া তাঁহার নিকট আসিল,—তিনি উহার একটি শচী দেবীকে ভক্ষণ করিতে দিয়া অপরটি সীতা দেবীর জন্য রাখেন। ছয় মাস পরে আচার্য নবদ্বীপে গিয়া শচী দেবীকে মহাসম্মান প্রদর্শন করেন, এবং তাঁহার গর্ভোপরি সুগন্ধ তৈল ও চন্দন লেপন করিয়া আসেন। (১) যাহা হউক, তৎপরে আচার্য 'অনন্তসংহিতা' নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপেই অবতীর্ণ হইবেন। ইতিপূর্বে মাধবেন্দ্র পুরী দক্ষিণ-কানাড়ায় তদীয় আশ্রমে অদ্বৈতাচার্যকে উক্ত গ্রন্থ নকল করিতে দেন (২)—এই প্রসিদ্ধির কথা লিখিত হইয়াছে। "চৈতন্যভাগবত ও প্রেমবিলাসে ইহার শ্লোক উদ্ধৃত আছে; শব্দকল্পদ্রুমেও এই গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত।" (৩) বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা চৈতন্যের অবতারত্বের আরও অনেক প্রমাণ দিয়া থাকেন। (৪)

---

(১) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল (২) "এই ঘটনা ১৩৭২-৮০ শকের মধ্যে ঘটিয়াছিল। স্মার্তপ্রবর বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি রঘুনন্দনাদির সময়েও 'অনন্তসংহিতা' প্রচলিত ছিল। অদ্বৈতপ্রকাশ, চৈতন্যভাগবত ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।"—বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ১৩১) (৩) বাল্যলীলাসূত্রং (অচ্যুতচরণকৃত বঙ্গানুবাদ) (৪) ভবিষ্য, নৃসিংহ, বামন, পদ্ম, দেবী, মার্কণ্ডেয় ও শিবপুরাণ এবং ব্রহ্মযামল হইতেও বচন উদ্ধৃত হয়।—হরিলাল চট্টো: বৈষ্ণব ইতিহাস (পৃ ২১-২২, ৩য় সংস্ক)। মহাভারতের শান্তিপর্ব হইতে 'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গ...' এই শ্লোকটিও উদ্ধৃত হয়।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ (১)

শেষোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী 'ত্বিষা অকৃষ্ণং (=ইন্দ্রনীল-মণিবৎ উজ্জ্বলং)' বা 'ত্বিষা কৃষ্ণং' দুই রূপ অর্থ ই করিয়াছেন। জীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় 'ত্বিষা অকৃষ্ণং (=পীতবর্ণং)' এইভাবে পদবিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কলিযুগে অবতারের বর্ণ কৃষ্ণই বটে, তবে অঙ্গকান্তি 'অকৃষ্ণ', অর্থাৎ, 'পীত'। 'দেহকান্ত্যে হয় তেঁহ অকৃষ্ণ বরণ।' (২) পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামী ভাগবতীয় ১০ম স্কন্ধের উক্ত শ্লোকের 'ভাগবতামৃতবর্ষিণী' টীকায় (৩) লিখিয়াছেন—"শ্রীভগবানের পীতবর্ণ অবতারের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে কি সম্পদ্ লাভ হইবে, তাহা জানি না; কিন্তু এই পীতবর্ণ অবতারের আবির্ভাবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত পীতবর্ণের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য অনেক মনীষীর মস্তিষ্ক পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু এই পীতবর্ণ অবতারের কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের এই অশান্তি দূর হইবার কোনই উপায় দেখি না। 'চৈতন্যের কৃপালেশ হয় ত যাঁহারে। সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি' লইতে পারে ॥' (৪)"

"জীব গোস্বামী 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্য এবং বলরাম যে নিত্যানন্দ একথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।...(শান্তিপুরের) পণ্ডিতবর মদনগোপাল গোস্বামী (বলদেব বিদ্যাভূষণের উক্ত শ্লোকসম্বন্ধীয় টীকার)

(১) ভাগবত, ১০।৮।১৩, ১১।৫।৩২ (২) চৈতন্যচরিতামৃত (৩) পৃ ৫৩৫-৬; প্রকাশক সারস্বত-হরিহর লাইব্রেরী, কলিকাতা (৪) চৈতন্যচরিতামৃত

এইরূপ বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন—'যিনি সাধারণ দৃষ্টিতে গৌরকান্তি হইয়াও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দররূপে বিভাত, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাঁহার উপাঙ্গ, হরিনাম যাঁহার অস্ত্র, এবং গদাধর, গোবিন্দ, প্রভৃতি যাঁহার পার্ষদ, স্থিরবুদ্ধি সাধুগণ সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ দ্বারা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে অর্চনা করিয়া থাকেন।'...বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট গৌরাঙ্গ হইতেছেন উপায়মাত্র (শ্রীকৃষ্ণ উপেয়), আর গৌড়ে উত্থিত মতবাদে তিনি স্বয়ং উপেয়।...শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেমন বলা হয়—বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, মথুরার পূর্ণতর এবং দ্বারকার ও কুরুক্ষেত্রের পূর্ণ, তেমনি গৌরপারম্যবাদিগণ নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গকে পূর্ণতম, গয়া হইতে প্রত্যাগত ভাবোন্মত্ত বিশ্বম্ভরকে পূর্ণতর ও যতিবেশধারী শ্রীচৈতন্যকে পূর্ণ মনে করিতেন এবং এখনও করেন।......জীব গোস্বামীর ন্যায় পণ্ডিত যখন এ সমস্ত শ্লোক (ব্রহ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, জৈমিনি-ভারত, বিশ্বসারতন্ত্রাদির) খুঁজিয়া পান নাই, তখন মনে হয় এগুলি পরবর্তীকালে রচিত।...... অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঐ সব জাল শ্লোক বৈষ্ণবগণ রচনা করেন নাই। কোন গ্রন্থে ঐরূপ শ্লোক থাকিলে তাহা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্তী কালের রচনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।......'শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর মন্ত্র-ধ্যানাদির উল্লেখ থাকিলে তাঁহার ভগবত্তা প্রতিপাদন নিমিত্ত শ্রীমদ্-গোস্বামিগণ সেই প্রমাণগুলির সংগ্রহ না করিয়া 'কৃষ্ণবর্ণং......' ইত্যাদি শ্লোকের অবশ্যই কষ্টার্থ কল্পনা করিতেন না।' (১)......'অদ্বৈতপ্রকাশ' যখন বাহির হইল তখন তাহাতে ঈশান-সংহিতা, ঊর্ধ্বাম্নায়-সংহিতা, ইত্যাদির দোহাই দেওয়া হইল না, কেন না, ঐগুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তাই 'অদ্বৈতপ্রকাশে' 'অনন্ত-সংহিতা'র দোহাই

(১) চৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৮ চৈতন্যাব্দ, মাঘ ও ফাল্গুন (পৃ ১২)

দেওয়া হইয়াছে।……'বাল্যলীলা-সূত্রে' ও 'অদ্বৈতপ্রকাশে' লিখিত আছে যে, 'অনন্তসংহিতা'য় শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার প্রমাণ আছে। 'অনন্ত-সংহিতা'য় নিত্যানন্দের অনুগত দ্বাদশ গোপালের নাম, শ্রীপাট, ইত্যাদির কথা আছে। সুতরাং, উক্ত সংহিতা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বহু পরে লিখিত হইয়াছে, মনে হয়।……নরহরি, শিবানন্দ, বাসু ঘোষ, প্রভৃতি (গৌড়ীয়) ভক্তেরা শ্রীচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণ-ভাবকে অবলম্বন করিয়া ও নিজেরা গৌরনাগরী-ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন; আর বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ তাঁহার রাধা-ভাবকে অবলম্বন করিয়া ও আপনাদিগকে মঞ্জরীভাবে ভাবিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছেন।……ভাবের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।……মুরারির 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতের' সহিত বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-বর্ণিত আদি বা বাল্যলীলার তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে কি করিয়া বিশ্বম্ভরের জীবনীতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ছাপ পড়িতেছে।" (১) "এখনও নবদ্বীপবাসীরা মাথুর গাহিতে দেন না।……তাঁহারা চৈতন্যের সন্ন্যাস-মূর্তি আঁকিবেন না, অথবা, তাঁহাকে সেই মূর্তিতে গড়িবেন না—সন্ন্যাসের পর যাহা কিছু হইয়াছে তাঁহারা এখনও তাহা শুনিতে চান না।" (২) 'অগ্নিসংহিতা'য় গৌরাবতারের কথা আছে। (৩) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় এ সম্বন্ধে যে ঘটনা হয় তাহা অন্যত্র (৪) লিখিত হইয়াছে।

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫১-২, ৫৮, ৬৫-৬, ৭৯, ১০৩, ১২৮, ১৫৩, ১৯৬-৭, ২৫৬-৭, ৩০০, ৪৩২, ৪৬২, ৪৭৮, ৫৩৮, ৫৯০, ৬২২) (২) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭৩১-২) (৩) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ৩০৩) (৪) 'রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য'-প্রসঙ্গে

এ বিষয়ে বিরুদ্ধ মতবাদীও আছেন। (১) "চৈতন্য বিষ্ণু-অবতার ইহা প্রমাণ নিমিত্ত 'অনন্তসংহিতা' ও 'গৌরগণোদ্দেশ'-নামা সংস্কৃত গ্রন্থ তৎসমকালেই লিখিত হইয়াছে। 'অনন্তসংহিতা'তে চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রভৃতি চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নামও দৃষ্ট হয়।......'রত্নাকরতন্ত্রে' লিখিত আছে যে, মহাদেব দ্বারা নিহত ত্রিপুরাসুর শৈবধর্ম বিনাশের নিমিত্ত (২) নিজ আত্মাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতরূপে কলিতে প্রাদুর্ভূত হয়। (৩) 'অনন্তসংহিতা'র লেখাও যতদূর প্রামাণিক, 'তন্ত্ররত্নাকরের' লেখাও সেইরূপ।" (৪) মতের বিভিন্নতা হইতে পারে বটে; কিন্তু পৌরাণিক

(১) বিশিষ্ট লেখকগণের বিরুদ্ধ মতগুলি নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য উদ্ধৃত করায় ভক্তেরা যেন চঞ্চল না হইয়া পড়েন। ভাবুক ও সমালোচকের দৃষ্টি বিভিন্ন। (২) শিবকে 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৬।৭৭-৯। শ্রীঅদ্বৈত যে মহাবিষ্ণু সদাশিবের অবতার এ কথাও পূর্বে লিখিত হইয়াছে। (৩) অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (এই গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে 'ঈশান-সংহিতা' গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে); দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৫২) (৪) মহিমাচন্দ্র মজুমদার—গৌড়ে ব্রাহ্মণ; দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৫২)। বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা নানাপ্রকারে বৈষ্ণবদিগের উপর যে সব অত্যাচার করিয়াছেন, 'নির্বৈর' বৈষ্ণবেরা তাহা নীরবে সহ্য করিয়াছেন। 'নবদ্বীপের ঘাটে·· ···পাঁটা কাটে······'ইত্যাদি অসত্য শ্লেষজনক ছড়া বৈষ্ণবদিগের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান কালের কোন কোন তথাকথিত বৈষ্ণব এই সব গ্লানির উল্লেখমাত্রেই (যদিও সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে) বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন—যত উল্লেখকারীর প্রতি, তত গ্লানিকারীর প্রতি নহে; এ বিষয়ে, ভক্ত (নির্বিবাদী বা চঞ্চল) ও বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিমা সমভাবাপন্ন হইতে পারে না।

আখ্যায়িকাচ্ছলে মহাপুরুষগণের জীবনের বিকৃত ব্যাখ্যা সর্বথা নিন্দনীয়। 'একোহহং বহু স্যামঃ', 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা ভবন্তি', 'বাসুদেবঃ সর্বম্', 'অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ', 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (১)—এই সব মহাবাণীর প্রকৃত তাৎপর্যানুভূতি হইলে, এবং বিশেষ অবতারের প্রয়োজনীয়তা (২) সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য বিশ্লেষণ করিলে, অবতারতত্ত্বের মীমাংসা হইয়া যায়। (৩)

"চৈতন্যদেব ভগবানের বিভূতির দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। উপনিষদের 'আনন্দস্বরূপ' ভগবান্‌ই তাঁহার আরাধনীয় ছিলেন।......বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি সমস্ত চরিত-লেখকই তাঁহার জীবনে ঐশ্বর্যের লীলা দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন।......তাঁহারা শুধু তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের অবতার পরিকল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ণ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্তা ভগবানের পার্শ্বচর হিসাবে নিজেরাও যে সেই ঐশ্বর্যের অংশীদার তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 'গৌরগণোদ্দেশ' নামক অসংখ্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।......অথচ, চৈতন্যদেব দীনের দীন ছিলেন, কেহ তাঁহার পা ছুঁইতে গেলে তিনি বিরক্ত হইতেন। পুরীতে পাছে কেহ তাঁহার পাদোদক পান করে এই ভয়ে তিনি একটি বৃক্ষের তলে অতি সঙ্গোপনে স্নানের একটা জায়গা করিয়া লইয়াছিলেন। একবার 'কৃষ্ণ জয়' স্থানে 'চৈতন্য জয়' বলিয়া কোন বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহারই নামকীর্তন আরম্ভ

---

(১) শ্রুতি, উপনিষৎ, গীতা (২) যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি····· , অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্······,যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা······।—গীতা, ৪।৭-৮, ৯।১১, ১০।৪১। দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা সদা······, ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি······, এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃপুনঃ······।—চণ্ডী, ১।৫৭, ১১।৫৪, ১২।৩৪ (৩) দ্রষ্টব্য—বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক) : অবতার

করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে তাহা থামাইয়া দিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে পুরী-প্রত্যাগমনের পর বাসুদেব সার্বভৌম তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া সংবর্ধনা করিতে গিয়াছিলেন, তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সার্বভৌমকে এজন্য গঞ্জনা করিয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যাইবে।" (১)

"অবতারবাদের একটা দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণানুসারে প্রত্যেক জীবের জীবনেই ব্রহ্ম অবতীর্ণ।......প্রকৃত বৈষ্ণবকে উপনিষদের ঋষিগণের অনুবর্তন পূর্বক বিশ্বময় ভগবানের রূপদর্শন এবং অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎভাবে তাঁহার প্রেমলীলা সম্ভোগ করিতে হইবে।" (২)

সর্বভূতে শ্রীবিষ্ণু আছেন ইহা না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥
এক হাত দিয়া বিপ্র চরণ পাখালে।
আর হাতে ঢিল মারে মাথা ও কপালে॥
এ সব লোকের কি কল্যাণ কোন দিনে।
হইয়াছে, হইবেক, ভাবি দেখ মনে॥ (৩)

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা। (৪)

(১) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৮০-২, ৭৬৬-৯)। জগদীশচন্দ্র গুপ্ত 'চৈতন্য-লীলামৃত' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) গ্রন্থে চৈতন্যদেবের অবতারত্ব খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (২) প্রবাসী, ১৩৩৯ আশ্বিন (পৃ ৮২৮) (৩) চৈতন্যভাগবত (৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—উৎসব

"ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ, যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা, যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।" (১) "A man can comprehend no form of being but his own finite form, which answers to the Supreme Being even less than a grain of dust to the world itself." (২)

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ (৩)
'নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥'
'রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥' (৪)
আলম্বস্যাপ্যনিত্যত্বং নিরালম্বস্য শূন্যতা।...(৫)
অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

(১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধর্মতত্ত্ব (২) Theodore Parker —Discourse on Matters pertaining to Religion (৩) গীতা, ১২।৫ (৪) এই শ্লোকের রচয়িতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। (৫) এই অধ্যায়ের প্রথমে উদ্ধৃত বাক্য দ্রষ্টব্য।

ন যস্য স্বপর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ (১)

"বৌদ্ধাধিকারের যুগে সমস্ত এসিয়া ব্যাপিয়া প্রতিমা গড়ার বড় বাড়াবাড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।......তখনও প্রকৃত সাধক অনেক ছিলেন, যাঁহারা বাহিরের অবয়বকে অতিক্রম করিয়া নিরবয়বের ধ্যানধারণা করিতেন, সম্মুখে বিগ্রহ স্মারক-চিহ্নের মত মাত্র থাকিতেন।" (২)

এই বিষয়ে এতদধিক উদ্ধৃতি-সংগ্রহ বাহুল্য মাত্র। চৈতন্যদেব সাধারণ অবস্থায় নিজেকে ভক্ত বলিতেন।—

নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার।
মুই কৃষ্ণদাস বই না বলায় আর॥
হেন কার শক্তি নাই সম্মুখে তাহানে।
ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে॥ (৩)
"প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা॥
...   .
প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', আমি ক্ষুদ্র জীব হীন!
জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন॥
জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করে, যেই ব্রহ্মা-রুদ্র-সম।
নারায়ণে মানে, তারে 'পাষণ্ডে' গণন॥" (৪)

সহজ অবস্থায় রামকৃষ্ণদেবের মনোভাব নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে বুঝা যাইবে।—

(১) ভাগবত (২) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৫১৯) (৩) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড (৪) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৮।১১১, ২৫।৭৬-৭ (গৌড়ীয় মঠ)

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। যা বাপু, আমি ওসব ব'লতে পারি না। আচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে। (১)

গিরীশচন্দ্র ঘোষ। আমায় ভুলোনো! তোমার ইচ্ছায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছি, ওকথা ব'লতে নাই। **ভক্তবৎ ন তু কৃষ্ণবৎ।** তুমি যা ভাবো, তুমি ভাবতে পারো। আপনার গুরু তো ভগবান্—তা ব'লে ওসব কথা বলায় অপরাধ হয়—ওকথা ব'লতে নাই।" (২)
যাঁহার যেরূপ আদর্শ তিনি সেইরূপ গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতে পারেন। কিন্তু সিন্ধুর পিপাসা কি বিন্দুতে মিটে ?

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥ (৩)

এইবার মূল প্রসঙ্গ অনুধাবন করা যাউক। যে সময়ে নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়, তখন হরিদাস ঠাকুর ও অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরে ছিলেন। তাঁহারা ঐ ঘটনার বিষয় অবগত ছিলেন না। তথাপি কি এক অজ্ঞাত প্রেরণায়

সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥

(১) গলক্ষত আরোগ্য করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনার কথা হইতেছে।
(২) শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ খণ্ড (২য় সংস্ক, পৃ ২৯৪)। নিজের প্রতি 'গুরু, কর্তা, বাবা' সম্বোধনের বিরুদ্ধে রামকৃষ্ণদেব আপত্তি করিতেন—এ সম্বন্ধে নানা স্থানে, তাঁহার বহু উক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।
(৩) ছান্দোগ্যোপনিষৎ

দেখি' উপরাগ (১) হাসি,' শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,'
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্যে আছে ভাস॥ (২)

সে সময়ে আচার্য স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি যাঁহাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই বাঞ্ছিত ধন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং ইনিই ভাগবতোক্ত আচার্য-চিন্তিত শ্লোকের উদ্দিষ্ট পুরুষ।

একদা সপ্তগ্রাম-হরিপুরনিবাসী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ পূর্বলিখিত যদুনন্দন আচার্য তর্কচূড়ামণি শান্তিপুরে অদ্বৈতাশ্রমে গমন করেন। (৩)

(১) চৈতন্যদেবের জন্ম হয় দিবাভাগে ঠিক সন্ধ্যার পূর্বে, এবং গ্রহণ লাগে রাত্রি ৮ দণ্ডের সময়। তাঁহার জন্মতারিখ ও বার লইয়া মতভেদ আছে; জ্যোতিষিক গণনানুসারে উহা ১৪০৭ শকের ২৩এ ফাল্গুন শনিবার।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ১৭-২১)। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে, চন্দ্র গ্রহণ হইতে মুক্ত হইলেই শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়।—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৯৮)(২) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৩।৯৮-১০০ (৩) বীরেশ্বর প্রামাণিক—অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড (পৃ ২৩৩)। 'রাধাকৃষ্ণলীলাকদম্ব'-প্রণেতা কণ্টকনগরনিবাসী যদুনন্দন চক্রবর্তীও বৈষ্ণবসমাজে 'আচার্য' নামে অভিহিত হইতেন।—হরিলাল চট্টোপাধ্যায়: বৈষ্ণব ইতিহাস (৩য় সংস্ক, পৃ ১৫৩)। "যদুনন্দনের বাস শান্তিপুরের নিকট (?) ছিল।"—রজনীকান্ত চক্রবর্তী: গৌড়ের ইতিহাস, ২য় ভাগ

শ্রীঅদ্বৈত গোসাঞির বাসুদেব ছাত্র।
যদুনন্দন আচার্য তাহার কৃপাপাত্র॥ (১)
ব্রহ্ম হরিদাস করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
হেনকালে আসি' এক তর্কচূড়ামণি।
কহে এই বেটা বাউল হৈল অনুমানি॥
তাহা শুনি' কহে সুপণ্ডিত কৃষ্ণদাস। (২)
'নামপ্রেমোন্মত্ত ইঁহার নাহি দুঃখাভাস॥
সচ্চিন্ময়ী সরস্বতী ইঁহার জিহ্বায়।
অবিশ্রাম হরিনাম স্ফুরণ করায়॥
ইঁহার হৃদয়ে সর্বশাস্ত্র অধিষ্ঠান।
গুরু আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্ম হরিদাস নাম॥'
হেনকালে হরিদাসের নাম পূর্ণ হৈল।
সগর্বেতে চূড়ামণি তারে প্রশ্ন কৈল॥ (৩)

প্রশ্নগুলি এই—ব্রহ্ম সাকার কি নিরাকার? অনাদি কারণ কি? ব্রহ্মের স্রষ্টা কে? সৃষ্টি বহুপ্রকার কেন? সুখদুঃখের তারতম্যহেতু ঈশ্বরের কর্তৃত্বে পক্ষপাতিত্ব দোষ কিরূপে খণ্ডিত হয়? হরিদাস সদুত্তর দিয়া তার্কিককে নিরস্ত করেন। তৎপরে শ্রীঅদ্বৈত আসিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া যদুনন্দনকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পরবর্তীকালে ইনি শ্রীঅদ্বৈতের শাখান্তর্গত বলিয়া গণ্য হন। (৪) "শান্তিপুরের ব্রাহ্মণগণ যদুনন্দনকে অগ্রণী করিয়া প্রথমে হরিদাসকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, এবং তাঁহার কার্যে বিরুদ্ধভাব প্রদর্শন করিতেন। চৈতন্যসম্বন্ধীয় বহু

(১) চৈতন্যচন্দ্রোদয় (২) লাউড়িয়া (পূর্বলিখিত) (৩) অদ্বৈতপ্রকাশ, ৭ম অধ্যায়; প্রেমবিলাস (পৃ ২৩৪) (৪) বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ ইঁহার অনুগত ছিলেন।

প্রামাণিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, শান্তিপুরের অধিবাসীরা হরিদাসের হিন্দুশাস্ত্র-ব্যাখ্যায় ঘোরতর আপত্তি করিতেন। (১) হরিদাসের শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য-সঙ্গে বাসকালে, সনাতনপন্থীরা মুসলমান-সংশ্রবের জন্য আচার্যকে কিয়ৎকাল জাতিচ্যুত করেন। একটি সাধারণের ভোজন-নিমন্ত্রণ-সভায় হরিদাস পণ্ডিতাগ্রগণ্য যদুনন্দনের প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করায়, যদুনন্দন বৈষ্ণবধর্ম অঙ্গীকার করেন; এবং হরিদাসের বিজয়, উন্নত জীবন ও চরিত্র-মাধুর্য দেখিয়া, শান্তিপুরবাসীগণ আচার্যের প্রতি বৈরীভাব ত্যাগ করেন। (২)" নিম্নে অন্য সময়ে অধিবেশিত এইরূপ ভোজনসভায় আচার্যের জাতিচ্যুতিস্খলনের বিষয় লিখিত হইয়াছে; সেই সভায় যদুনন্দন উপস্থিত ছিলেন কিনা সন্দেহ।

এই সময়ে হরিদাসের জীবনে একটি 'চমৎকার' ঘটনা ঘটে বলিয়া লিখিত আছে। বেণাপোলে লক্ষহীরার (৩) জন্যও অনুরূপ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়। হয়ত, একটি কাহিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন বিবরণের সৃষ্টি হইয়াছে।

তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥
... ...
স্বরূপ-গোসাঞি কড়চায় যে লিখিলা।
রঘুনাথ দাস-মুখে যে-সব শুনিলা ॥ (৪)

(১) Dineshchandra Sen—Chaitanya and his Age (২) Do—Chaitanya and his Companions (৩) কৃষ্ণদাসী। কাজী কর্তৃক প্রেরিত মোগলবংশীয়া এক বেশ্যার কথাও লিখিত আছে। —প্রেম-বিলাস, ২৪শ বিলাস (৪) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩।২২৬,

হরিদাস গোফায় উচ্চৈঃস্বরে নাম সঙ্কীর্তন করিতেছেন—জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, সম্মুখে ভাগীরথীর বিক্ষুব্ধ লহরীমালায় রজতকৌমুদী প্রতিফলিত, পরিচ্ছন্ন গুহায় নিস্তব্ধ শান্তি বিরাজমান, এমন সময়ে সেথানে রূপলাবণ্য-বতী সুবেশা সালঙ্কারা হাবভাবসমন্বিতা এক মোহিনী সুন্দরী আগমন করে; এবং সে সেই দিন এবং তার পর ক্রমাগত দুই দিন আসিয়া হরিদাসকে প্রলুব্ধ করে। সুপ্রিয়ভাষণ ও মুনিজনবিমোহন হাস্যকটাক্ষাদি তিন দিনেও নির্বিকার নামমগ্ন হরিদাসকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। অতঃপর 'মায়া দেবী' তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনের উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া চলিয়া যায়। হয়ত, এই স্ত্রীলোকের কল্পনা আধ্যাত্মিক-ভাবেই করা হইয়াছে। (১) "আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকল শ্রেণীর যাবতীয় প্রাণীকেই মায়া দেবী নিজের 'ভোক্তা' এবং আপনাকে 'ভোগ্যা' বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া মোহিত করেন, কিন্তু হরিদাসের হৃদ্গত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর কৃষ্ণসেবাময় ভাব কোন প্রকারেই মায়ার কুহকময় প্রলোভনে বশীভূত হইল না। হরিদাসের ন্যায় সমগ্র শুদ্ধ বৈষ্ণবেরই এই বৈদান্তিক ধারণা যে, নিত্যকৃষ্ণভোগ্য শুদ্ধভক্ত কথনই মায়ার ভোক্তা নহেন। তিনি—নিত্য, বৈকুণ্ঠ, অধোক্ষজ, গুণাতীত বা অপ্রাকৃত বস্তু, এবং জীব দেহাত্মবুদ্ধি বা বিবর্ত ছাড়িয়া আপনাকে কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব জানিলেই, অর্থাৎ, অধোক্ষজ সেবা-ফলেই মায়ার বিক্রম বা অনর্থ হইতে নির্মুক্ত হইতে পারেন।" (২) "মায়া দেবীর ছলনার বিষয় লোকসমাজে কিরূপে ঘোষিত হইল, তাহাই চিন্তার বিষয়; কারণ সাধন-সমরের জয়পরাজয়ের সংবাদ হরিদাস যে নিজে সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমন সন্দেহ হয় না।" (৩) "হরিদাসকে প্রলুব্ধ করার বর্ণনোপলক্ষে 'মায়ামোহিত'

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪০৪-৬) (২) চৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্ক, গৌড়ীয় মঠ) (৩) সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর

শব্দ পাওয়া গিয়াছে, উহা বুদ্ধদেবের প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।" (১)

তার পর, গুরুদেবের কুখ্যাতি রটিতেছে দেখিয়া হরিদাস ফুলিয়ায় গমন করেন।

'অহে, প্রভু, আজ্ঞা দেহ যাঙ বিরলেতে।
অবিশ্রান্ত হরিনামামৃত আস্বাদিতে॥'
প্রভু কহে, 'তো বিচ্ছেদে মোর বুক ফাটে।
নিষেধিতে না পারি ভজনের বিঘ্ন ঘটে॥'
হরিদাস প্রভুপদে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রেমাবেশে প্রভু তারে গাঢ় আলিঙ্গিলা॥
হরিদাস কহে, 'মুঞি অস্পৃশ্য পামর।
মোর অঙ্গ ছুঁই কেনে অপরাধী কর॥'
প্রভু কহে, 'নাচি বুঝি সজ্জাতি দুর্জাতি।
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই শ্রীবৈষ্ণব-জাতি॥
উত্তমাধম বাচ্য হয় কর্ম অনুসারে।
যেই কৃষ্ণ ভজে সর্বোত্তম কহি তারে॥
তুঁহু শুদ্ধ ভাগবতগণের উত্তম।
তব স্পর্শে জীবে হয় ভক্তি-বীজোদ্গম॥' (২)

(আ)

১৪২৭ শকে হরিদাস দ্বিতীয়বার চাঁদপুর হইতে কুলীনগ্রামাদি হইয়া শান্তিপুরে গমন করেন। (৩) এবার পূর্বলিখিত বলরাম আচার্য তাঁহার

(১) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক)
(২) অদ্বৈতপ্রকাশ　(৩) চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত পূর্বলিখিত মায়া দেবীর ছলনাদি ঘটনা এই সময়েও ঘটিয়া থাকিতে পারে।

সঙ্গে যান ; চাঁদপুরে ইঁহার আশ্রয়ে থাকিবার পূর্বে শান্তিপুরে ইঁহার সহিত হরিদাসের প্রথম আলাপ হয় ; ইনি কিছু দিন শান্তিপুরে থাকিয়া চলিয়া যান।

প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া কহে মিষ্টবাণী।
দৈন্য ছাড় তোহে মুঞি প্রাণসম মানি ॥
দোঁহে ইষ্ট আলাপনে প্রেমে মগ্ন হৈলা।
হরি বলি' বাহু তুলি' নাচিতে লাগিলা ॥
... ...
অজ্ঞে জানাইতে প্রভু বৈষ্ণব মহত্ত্ব।
দ্বিজ থুইঞা হরিদাসে দিলা শ্রাদ্ধপাত্র ॥
... ...
প্রভু কহে শ্রীবৈষ্ণবের অলৌকিক বল।
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রহ্মভুজ্যের ফল ॥
... ...
হেন মতে নিতি নিতি মহোৎসব বাড়ে।
কুলীন ব্রাহ্মণগণ কহে পরস্পরে ॥
হরিদাসের সঙ্গ যদি না ছাড়ে আচার্য।
সমাজেতে সেই সত্য হইবেক বর্জ্য ॥ (১)
হরিদাস কহে,—'গোসাঞি, করি নিবেদনে।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজনে ?
মহা-মহা-বিপ্র এথা কুলীন-সমাজ !
আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ !
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবা,—যাতে তোমার রক্ষা হয় ॥'

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ

আচার্য কহেন,—'তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ-ভোজন।'
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইলা ভোজন॥ (১)

পিতৃশ্রাদ্ধের তিথিতে অদ্বৈতাচার্য হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দেন। পূর্বেই হরিদাসের দীক্ষাব্যাপারে শান্তিপুরের সমাজ আচার্যের উপর বিরূপ হইয়া থাকে। কাজেই এবার তিনি জাতিচ্যুত হন। (২) জনসাধারণ ও চতুষ্পাঠীর ছাত্রবর্গ প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষে উভয়ের নানারূপ লাঞ্ছনা করিতে থাকে। হরিদাস উঁহাদের অপরাধের কথা ভাবিয়া ম্রিয়মান হন এবং রুষ্ট অদ্বৈতাচার্যকে প্রশমিত করেন। হরিচরণ দাস লিখিয়াছেন (৩) যে, আচার্যের জাতিচ্যুতিতে

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩।২১৬-২০ (২) "নিত্যানন্দ পতিত জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব গোঁসাইদের পৌরোহিত্য চালাইয়াছিলেন, সমাজ তাঁহাকে প্রথম বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে কন্যার পরিণয় সম্পাদন করার জন্য সূর্যদাস সরখেল ব্রাহ্মণ-সমাজে' খুব বেশী বেগ পাইয়াছিলেন। অদ্বৈত হরিদাসকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শান্তিপুরে বিলক্ষণ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।......অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বংশধরেরা বহু চেষ্টায় এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ কুলীন-সমাজে আদান-প্রদান-সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি বিনীত হইয়া সমস্ত দাবী-দাওয়া মিটাইয়া কুলীন-সমাজকে হস্তগত না করিতেন, আজ খড়দহ ও শান্তিপুর একেবারে সমাজ-বহির্ভূত হইয়া থাকিত।"—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭৬৩) (৩) অদ্বৈতমঙ্গলে; ইহাতে ও নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাসে' হরিদাস সম্বন্ধে অনেক অবিশ্বাস্য কথা লিখিত আছে।

তাঁহার প্রেরণায় হরিদাস নাকি এক দিন শান্তিপুরের সকল (!) লোকের গৃহের অগ্নি হরণ করেন, এবং অগ্নির অভাবে ব্রাহ্মণেরা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া আচার্যের শরণাপন্ন হইলে এবং তাঁহার কথামত হরিদাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, হরিদাস অগ্নি প্রজ্বলিত করেন। "সাধনপ্রভাবে হরিদাস ঠাকুরের এরূপ অলৌকিক শক্তি থাকা বিচিত্র নহে; তবে এরূপভাবে কাহারও প্রতি রুষ্ট হইয়া কোন শক্তি প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। হরিদাস যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, এই অবতারতত্ত্বের প্রমাণ জন্য পরবর্তী যুগের গ্রন্থকার কর্তৃক এইরূপ গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।" (১) এখানে প্রসঙ্গত চৈতন্যদেবের উদারতার কথা কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। "জাতিভেদ সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের উক্তি সুস্পষ্ট, 'মোর জাতি—মোর সেবকের জাতি নাই'। (২) 'সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ। নীচ শূদ্র দিয়া করে ধর্মের প্রকাশ॥' (৩) রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি কালিদাস ঝড়ু ভূঞিমালীর উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন, চৈতন্য এজন্য তাঁহার সাধুবাদ করিয়াছিলেন। যখন হরিদাসের মৃত্যুকালে চৈতন্য সমবেত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে তাঁহার পাদোদক পান করাইয়াছিলেন; শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে তিনি হরিদাসকে সদ্‌ব্রাহ্মণদের তুল্য আদর ও শ্রদ্ধা দেখাইতেন। জাতি-নির্বিশেষে তাঁহার প্রেম ও উদার ব্যবহার গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজে নিষিদ্ধ, এজন্য কীর্তনীয়ারা গাহিয়া থাকে,—'সব অ-বিধি, ন'দের বিধি'। শাক্ত কবি চৈতন্যের এই উদার নীতিকে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন,— 'গৌর ব'লে আনন্দে মেতে, একত্রে ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্দী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত'।" (৪)

(১) সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর। এ সম্বন্ধে পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা (৪) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭৬৬)

(ই)

আনুমানিক ১৪২৯ শকে হরিদাস হঠাৎ এক দিন শান্তিপুরে গমন করেন। ইহার পূর্বে হরিদাসের ফুলিয়ায় স্থিতিকালে (বাদশাহের অত্যাচারের পর), তাঁহার গুহাতে স্থিত এক অজগর সর্পের স্বস্থানত্যাগ তাঁহারই মাহাত্ম্যে ঘটে বলিয়া কতিপয় গ্রন্থে লিখিত আছে। (১) কিন্তু সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার গ্রন্থে উক্ত ঘটনা শান্তিপুরে ঘটে বলিয়া লিখিয়াছেন। ফুলিয়া শান্তিপুরের নিকটবর্তী (শান্তিপুর-থানার অধীন) বলিয়া উভয় স্থানে সংঘটিত ঘটনা অনেক স্থলে মিশ্রিতভাবে পরস্পরের উপর আরোপিত হয়। এইবার শান্তিপুরে নিম্নলিখিত ব্যাপার ঘটে।

শান্তিপুরে ধনী এক কুলীন ব্রাহ্মণ॥
তার ঘরে এক শুভ ক্রিয়ার নিমন্ত্রণে।
শতাধিক বিপ্র আইলা অতি হৃষ্টমনে॥
সম্মান পাইয়া সবে বসিলা আসনে।
হেনকালে ন্যাসী এক আইলা সেই স্থানে॥
প্রভাকর সম তান তেজস্বিনী মূর্তি।
তাঁর অঙ্গ কান্ত্যে সর্বদিগ্ পায় স্ফূর্তি॥
… … …
অন্ধগণ পাইলা চক্ষু পঙ্গু পাইলা পদ।
বোবাতে কহয়ে কথা ঘুচিল আপদ॥ (২)
… … …
ব্রাহ্মণ-সমাজ তবে তাঁরে বসাইলা।

(১) সর্পব্যাঘ্রের নৃত্য ও মুক্তি হয়!—প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস
(২) হরিদাসের এইরূপ শক্তিপ্রকাশ সম্ভব কিনা সে বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

সাধুরে যতন করি' অন্ন সমর্পিলা।
পিছে দ্বিজগণ অন্ন পরশ করিলা॥ (১)

ব্রাহ্মণভোজন সমাধা হইয়াছে এমন সময়ে সেখানে শ্রীঅদ্বৈত আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ব্যাপার বুঝিয়া হাস্য করেন, এবং 'ন্যাসী-সাধু' হরিদাসকে আলিঙ্গন করেন। ব্রাহ্মণেরা বিস্মিতভাবে সমস্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের উপর পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং আচার্য জাতে উঠেন। (২)

(ঈ)

১৪৩১ শকে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসের পরেই যখন ঘটনাচক্রে শান্তিপুরে উপনীত হন, তখন হরিদাস যে অংশ গ্রহণ করেন তাহা পূর্বে (৩) লিখিত হইয়াছে। এখানে অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

হরিদাস ঠাকুর বোলান সর্বলোকে।
নাচেন চৈতন্য গোসাঞি বুঝান একে একে॥ (৪)
নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য ধরিঞা।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা॥
... ...
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা।
আচার্য, হরিদাস বুলে পাছে ত' নাচিঞা॥
... ...
হরিদাস কান্দি' কহে করুণ বচন॥

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ, ৯ম অধ্যায়; প্রেমবিলাস (পৃ ২৩৪-৫) (২) পূর্বে দ্রষ্টব্য। এই সময়ে চৈতন্যদেবের সহিত হরিদাসের যে মিলন হয় তাহা পূর্বে এবং প্রথম ভাগে (পৃ ১৮১, ১৮৪-৫) লিখিত হইয়াছে। (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮৮, ১৯২, ১৯৪, ১৯৬) (৩) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল

'নীলাচলে যাবে তুমি, মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি॥
মুঞি অধম না পাইনু তোমার দরশন।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥'
প্রভু কহে, 'কর তুমি দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন॥
তোমার লাগি' জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥' (১)

(উ)

চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে, ভক্তেরা প্রথম নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া তথা হইতে যখন ফিরিয়া আসেন, তখন হরিদাস শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের নিকট মহাপ্রভুর সংবাদ লইতে যান। ইহা ১৪৩৩ শকের কথা।

তিন মাস অদ্বৈত আছিলা নীলাচলে।
গৌড়দেশে চলিলা দমনক-মালা গলে॥
অনেক দিবসে গেলেন শান্তিপুর।
দেখিবারে গেলা তথা হরিদাস ঠাকুর॥
প্রভুর কুশল জিজ্ঞাসিল হরিদাস।
আচার্য গোসাঞি বলেন বড় সুপ্রকাশ॥
'কি মায়া করিয়াছেন বুঝিতে না পারি।
শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ ভেদ নাহি করি॥
কে বুঝে সে সব মায়া কিবা আচরণ।
যে নমস্কারে তারে দণ্ডবত হন॥

(১) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৩।১১৩, ১৩১, ১৯৩-৭

তোমার বার্তা জিজ্ঞাসিলেন তেঁই কথা।
আমি কহিলাম তেঁই ফুলিয়া সর্বথা॥
তোমার সকল কথা নিভৃতে কহিলা।
নীলাচলে যাইতে তোমারে আজ্ঞা হৈলা॥
বিলম্ব না কর বড় সংক্ষেপে কহিল।
নীলাচলে যাইতে তোমারে আজ্ঞা হৈল॥'
শুনিয়া হরিদাস চলিলা উৎকল।
ফুলিয়ার স্ত্রীপুরুষ সব কান্দিয়া বিকল॥ (১)

(ঊ)

১৪৩৪ শকে ভক্তেরা দ্বিতীয়বার নীলাচলে গমন করিলে, হরিদাস সেখান হইতে তাহাদের সঙ্গে যাত্রা করিয়া শান্তিপুরে উপনীত হন। তিনি এবার তথায় ৭।৮ মাস থাকেন। তৃতীয় বৎসর ভক্তদের সহিত তিনি পুনরায় পুরীতে গমন করেন।

(ঋ)

১৪৩৫ শকে হরিদাস চৈতন্যদেবের সহিত শেষবার শান্তিপুরে গমন করেন। (২) মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা (রামকেলি) হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলে, হরিদাস তাঁহার সহিত পুরীতে গমন করেন, এবং তথায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। (৩)

(১) জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল (২) প্রথম ভাগ (পৃ ২০০) (৩) হরিদাস ঠাকুর-সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত পত্রী—সতীশচন্দ্র মিত্র—ভক্তপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড; রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—হরিদাস ঠাকুর; গোপীনাথ বসাক—নামযজ্ঞ বা হরিদাস ঠাকুর; গৌড়ীয় মঠ—হরিদাস ঠাকুর; রাজকৃষ্ণ রায়—হরিদাস ঠাকুর; জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—বংশ-পরিচয়, ৭ম খণ্ড; বিশ্বকোষ (১ম সংস্ক); সুবলচন্দ্র মিত্র—বাংলা অভিধান (৬ষ্ঠ সংস্ক;

৫ম প্রবাহ : অন্তিম প্রসঙ্গ

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি ॥—মহাজনবাক্য।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের আট বৎসর পরে আচার্যদেব একদা খড়দহে নিত্যানন্দপ্রভুর সমীপে গমন করেন, এবং সাত রাত্রি ধরিয়া উভয়ে নিভৃত আলাপ করেন। অষ্টম দিবসে ৺শ্যামসুন্দরের মন্দিরে সাধারণ কীর্তনের মধ্যে ১৪৬৩।৪ শকে (১) নিত্যানন্দপ্রভু অপ্রকট হন বলিয়া লিখিত আছে। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস এই যে, মহাপ্রভুর ন্যায় নিত্যানন্দ-প্রভুর অপ্রকট হওয়ারও অব্যবহিত কারণ অদ্বৈতাচার্য। শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতের একত্র আসন করিয়া ভোজনরত আচার্যকে দেবতাজ্ঞানে আরতি করেন। পরে বীরচন্দ্র যখন শান্তিপুরে আচার্যসমীপে দীক্ষা

হরিদাস সাধু); আশুতোষ দেব—নূতন বাংলা অভিধান (হরিদাস সাধু); উপেন্দ্রচন্দ্র মুখো—চরিতাভিধান (২য় সংস্ক); বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ৯৩); বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড [পৃ ৯০-২ (হরিদাসের ভজন-গোফা ও 'ফুলিয়ার মঠের' বিগ্রহের প্রতিকৃতিসহ), পৃ ২০২; ই-বি-আর; ১৯৪০ খৃ]; চণ্ডীচরণ বসাক—শত-জীবনী (৫ম সংস্ক); দ্বারকানাথ বসু—জীবনীকোষ; হরিলাল চট্টোপাধ্যায়—বৈষ্ণব ইতিহাস (২য় সংস্ক, পৃ ৮৯); Amrita Bazar Patrika, 3.10.1937 (Sadhu Haridas); বঙ্গরত্ন, ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ; মোহাম্মদী, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ: বঙ্গে ইসলাম (অদ্বৈতাচার্য সম্বন্ধেও প্রসঙ্গ আছে); যুবক, ১৩৪৭ কার্তিক (পৃ ৫০); শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী, ১৩৪২ (পৃ ১৯) (১) বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী (পৃ ৮৮); শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৩০৪)

লইবার উদ্দেশ্যে গমন করেন, আচার্য তাঁহাকে নিজ জননী জাহ্নবী (জাহ্নবা) দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলেন। ইহাও লিখিত আছে যে, বীরভদ্র খড়দহ হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈত-সমীপে দীক্ষাগ্রহণার্থ নৌকা করিয়া যাত্রা করিলে, তদীয় মাতা পুত্রকে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া যাইবার জন্য অভিরামকে প্রেরণ করেন। অভিরাম অগ্রগামী নৌকা ধরিতে না পারিয়া বাঁশের আঘাতে উহা ভগ্ন করিয়া ফেলেন। তখন অভিরাম বীরভদ্রকে লইয়া জাহ্নবী দেবীর নিকট গমন করেন। তিনি তখন পূজায় বসিয়া যুক্তকরে স্তব করিতেছেন, কাজেই যুবাপুত্রদর্শনে অপর দুই হস্তে (১) তিনি শিরোদেশে বস্ত্র প্রদান করেন। এতদ্দৃষ্টে বীরভদ্র মাতার নিকটই দীক্ষা লন। খড়দহে বীরভদ্র কর্তৃক ৺শ্যামসুন্দর-মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় অচ্যুতানন্দ আসিয়া মূর্তির প্রতিষ্ঠাভিষেক করেন, এবং চৈতন্যগণসমেত মহোৎসবে যোগদান করেন। (২)

পূর্বলিখিত কামদেব, নাগর প্রভৃতি শান্তিপুরে সজোরে প্রচার করিতে থাকেন যে, শ্রীঅদ্বৈতই ভগবান্, এবং শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, প্রভৃতি তাঁহার দাস। উঁহারা এই মত আচার্যের মৃত্যুর পরও কিয়ৎকাল প্রচার করেন। নাগর শান্তিপুরে 'অদ্বৈত-গোবিন্দ' বলিয়া খ্যাত ছিলেন। নাগর, নন্দিনী প্রভৃতি অদ্বৈতশিষ্যেরা অদ্বৈতগণ হইতে বহিষ্কৃত হন। 'নাগর-অদ্বৈত' নামীয় আচার্যের পরিবারবর্গও এইরূপ পরিত্যক্ত। (৩) যাহা হউক, উক্ত ব্যাপারে আচার্য ভগ্নহৃদয় হন। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিরহও তাঁহার প্রাণে বাজিয়াছিল, এবং এই ঘটনার পরে প্রায়ই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। কাজেই তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন।

(১) পূর্বে সীতা দেবীর সম্বন্ধে লিখিত অনুরূপ কাহিনী দ্রষ্টব্য।
(২) প্রেমবিলাস (পৃ ২৫২, ২৫৪); নিত্যানন্দ দাস—বীরচন্দ্র-চরিত
(৩) অদ্বৈতবিলাস, ২য় খণ্ড (পৃ ৩২৫)

মৃত্যুর পূর্বে আচার্য সকলকে সংবাদ দিতে বলেন, এবং তার পর সমাগত বীরচন্দ্র, গৌরীদাস, নরহরি সরকার ঠাকুর, কবি কর্ণপূর, শ্যামদাস, বিষ্ণুদাস, দামোদর পণ্ডিত, যদুনন্দন ও নবদ্বীপের ভক্তগণের সমক্ষে কীর্তনাদির পর ৺মদনগোপালের মন্দিরে গমন করেন, এবং ১২৫ বৎসর বয়সে ১৪৮০।১ শকে (১) বৈষ্ণব ধর্ম ও ভক্তিতত্ত্ব পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর অপ্রকট হন। (২) আচার্যদেব মৃত্যুর পূর্বে ৺মদনগোপাল-সেবার ভার কৃষ্ণমিশ্রের উপর অর্পণ করেন, এবং বলরামকে ভাগবত দান করেন (৩); ইহাতে বলরাম ও জগদীশ ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করেন। (৪)

শান্তিপুর-গৌরব বৈষ্ণবশিরোমণি অদ্বৈতাচার্যের জীবনের প্রধান কার্য বঙ্গে ভক্তিতত্ত্বপ্রচার। তিনি শ্রীচৈতন্যকে ধরাধামে অবতীর্ণ করান বৈষ্ণবমহলে এই বিশ্বাস সুদৃঢ়। আচার্যের পূর্বে বাংলায় নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত প্রচলিত ছিল, কিন্তু শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভক্তিচর্চা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। "বৈষ্ণবদের মধ্যে কীর্তনের যে প্রণালী প্রচলিত আছে সম্ভবত শ্রীঅদ্বৈতই তাহার প্রথম প্রবর্তক। তিনি সুপরিচিত কীর্তন-গায়ক শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকারের পূর্ববর্তী।" (৫) শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণপ্রেম-ফলদাতা কল্পতরু, নিত্যানন্দপ্রভু ঐ তরুর ঊর্ধ্বস্কন্ধ এবং অদ্বৈতাচার্য অপর স্কন্ধস্বরূপ। (৬) ভোজনের সময় আচার্য ও বীরচন্দ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণে নিত্যানন্দ-

(১) ১৪৭২ শক—সতীশচন্দ্র মিত্র: অদ্বৈতপ্রকাশ (পৃ ২৮০ পাদটীকা); ১৪৭৯ শক—বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী (২য় সংস্ক), প্রেমবিলাস (২) শান্তিপুরে অদ্বৈতমন্দিরে চিরপ্রবেশলাভ করেন—এরূপও লিখিত আছে। (৩) পূর্বে লিখিত অন্যরূপ বিবরণ দ্রষ্টব্য। (৪) অদ্বৈতবিলাস, ২য় খণ্ড (পৃ ৩০২) (৫) মহাকোষ: অদ্বৈতাচার্য; পূর্বে ও পরে দ্রষ্টব্য। (৬) চৈতন্যচরিতামৃত

প্রভু এবং বামে শ্রীঅদ্বৈতের আসন পাতা হইত, এবং এখন এইরূপও ক্রমেই উঁহাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এক দিন পুরীতে শ্রীবাসের কথার উত্তরে মহাপ্রভু ক্রোধ প্রকাশ করেন, এবং ভাবে আচার্যকে শুকদেব ও প্রহ্লাদের অপেক্ষা ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। (১) আর এক দিন পুরীতে মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলেন,

অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
'জরাগ্রস্ত নহিবে দোঁহার কলেবর'॥ (২)

শ্রীঅদ্বৈত পঞ্চতত্ত্বের এক তত্ত্ব, এবং দাস্য ও সখ্য-রসের উপাসক ও প্রচারক ছিলেন।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥ (৩)

... ...

অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে।

... ...

শ্রীমান্ মাধবশিষ্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।
দাস্যসখ্যরস প্রযোজক মহাবিভু॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ সকলে সমর্থ।
তথাপিহ দাস্যসখ্যে কিছু বিশেষত্ব॥ (৪)

" 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' হইতে জানা যায় যে, স্বরূপদামোদর শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর ও শ্রীবাসকে পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া নিরূপণ

(১) চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৯ম অধ্যায়; পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫।৬৫ (৩) শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাসাদি ও গদাধর পণ্ডিতাদি যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তনামধেয় ও ভক্তশক্তিকারক তত্ত্ব। (৪) ভক্তমাল, ৩য় মালা

করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী'র প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে প্রণাম করার পর মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীধরস্বামী, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র এবং বাণীবিলাসকে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন—

নমামি শ্রীমদদ্বৈতাচার্যং শ্রীবাসপণ্ডিতম্।
নিত্যানন্দাবধূতঞ্চ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতম্ ॥

লোচনদাস শ্রীবাসের স্থানে নরহরি সরকার ঠাকুরকে বসাইয়াছেন।...... ঈশ্বর পুরী মধুর রসের উপাসক ছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ মধুর রসের উপাসনা প্রচার করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকর-গণের মধ্যে অনেকে সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য রসের ভক্ত ছিলেন।...... অদ্বৈত দাস্য ও সখ্য এই উভয় রসের উপাসনা প্রচার করেন (গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা)।" (১)

নরহরি সরকার ঠাকুরে আরোপিত গ্রন্থমধ্যে (২) গৌরাঙ্গ-উপাসনা-বিধিতে লিখিত আছে যে, যন্ত্র-পদ্মকর্ণিকার বহির্ভাগস্থ ষট্‌কোণের বহির্ভাগে যথাক্রমে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, মুরারি, মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতির পূজা করিবে; "ইঁহারা সকলে চন্দন ও মালাধারী,—কেহ বা হরিনাম-রত, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামগানে তৎপর,—সকলেই প্রেমাঙ্কুরযুক্ত এবং প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নের দ্বারা সমুজ্জ্বল"। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পার্ষদবর্গকে মোহন্ত বলিয়া বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে "নবদ্বীপ-লীলার পরিকরগণ মহত্তম, নীলাচল-লীলার সঙ্গীরা মহত্তর এবং দক্ষিণাদি দেশে যাঁহাদের সহিত মহাপ্রভুর সঙ্গ হইয়াছিল তাঁহারা মোহন্ত নামে পরিচিত"। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তি-রত্নাকরে' লিখিত ৬৪ মোহন্তের মধ্যে মাধবাচার্য (২ জন), গোপালাচার্য,

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫০-১, ২৬৫, ৩৩০, ৬১৭-৮; ৬২৯-৩০) (২) ভক্তিচন্দ্রিকা

হরিদাস ব্রহ্মচারী, অনন্ত দাস, কমলাকান্ত ও শ্রীহর্ষের (১) নাম আছে। (২)

অদ্বৈতাচার্য যোগবাশিষ্ঠ ও ভগবদ্গীতার ভক্তিবস্তু ভাষ্য লিখেন এ কথা পূর্বে (৩) লিখিত হইয়াছে! এরূপ অনেকবার হয় যে, আচার্য গীতার ভক্তিমূলক ভাষ্য করিতে না পারায় অনশনে রাত্রিতে শয়ন করেন, এবং স্বপ্নে (চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া লিখিত) সমাধান-মূলক উত্তর প্রাপ্ত হন। (৪) "বৃন্দাবন দাসের উক্তি যথার্থ হইলে বলিতে হয়, অদ্বৈতপ্রভুর রচিত দুই ছত্রই শ্রীচৈতন্যবিষয়ে আদি রচনা।" (৫) আচার্যের নাম 'অদ্বৈত' (৬) ছিল বলিয়া তাঁহাকে প্রথমত জ্ঞানমার্গীই মনে হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে, এমন কি, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরও একবার, জ্ঞানমার্গের আলোচনা আরম্ভ করেন। আচার্যের জ্ঞানমার্গী তিন জন ছাত্র-শিষ্য "কামদেব, নাগর আর আগল পাগল (এই তিনে নাহি মানে আচার্যের বোল)" (৭) ভক্তিমার্গে ফিরিয়া আসিতে সম্মত না হইয়া 'পূর্বদেশে' চলিয়া যায়। অন্যত্র (৮) কামদেব ও শঙ্কর মাত্র দুই জনকে উক্ত বিদ্রোহী শিষ্য বলিয়া লিখিত আছে। "শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসী ভক্তগণ সম্ভবত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিপথের পথিক ছিলেন। সেইজন্য 'অষ্টসিদ্ধি'—'জয়ন্তের' ইত্যাদি রূপে তাঁহাদের তত্ত্ব

---

(১) এই কয়টি নামের প্রসঙ্গ বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। (২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৬২৫-৯) (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮৩) (৪) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ (৫) সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ২০৭, ২৯৬); নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৬) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৭) অদ্বৈতপ্রকাশ, ২০শ অধ্যায়; "কামদেব নাগর আর আগল পাগল। না ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর যে শঙ্কর॥"—প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস; পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৮) প্রথম ভাগ (পৃ ১৮২-৩) দ্রষ্টব্য।

নির্দেশ করা হইয়াছে। অদ্বৈতের শিষ্য কামদেব নাগর (১) জ্ঞানবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ কর্তৃক তিনি ও তাঁহার অনুগত লোকেরা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন।" (২) 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থেও শঙ্কর নামে আচার্যের এক শিষ্যের কথার উল্লেখ আছে। "অদ্বৈতাচার্যের এক শিষ্য শঙ্করদেব আসামদেশে 'মহাপুরুষীয়' ধর্ম নামে বৈষ্ণবধর্মের এক স্বতন্ত্র মত স্থাপন করেন। (১৩৭১-১৪৯৫ শকের মধ্যে)। শঙ্করদেব কায়স্থ ছিলেন। মুসলমানকেও স্বধর্মে দীক্ষিত করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেব গুরুর মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টাদশ বৎসর আসামে গুরুর মত প্রচার করেন। ১৫৯৬ খৃস্টাব্দে মাধবদেবের মৃত্যু হয়।" (৩) কিন্তু আসামের বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কারক শৈব 'কুসুম্বর' ভূঁইয়ার পুত্র শঙ্করদেব (১৪৪৯ খৃস্টাব্দে জন্ম) (৪) পূর্বলিখিত শঙ্করদেব হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ হয়। "অদ্বৈত ও শঙ্কর দুই জনই আসামের লোক।......১৪৯০ শকে শঙ্করদেবের তিরোধান হয়।......১৩৮৫ শক শঙ্করের জন্মসময় ধরাই অধিকতর সঙ্গত।......অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হওয়ার পর শঙ্করকে মাধুর্যরসে আনয়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে সফল হন নাই। সেইজন্য অদ্বৈত-শাখায় শঙ্করের নাম পাওয়া যায় না।......অসমীয়া শঙ্করদেবের নাম স্পষ্টভাবে কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। 'ভক্তিরত্নাকরে' (৫) এক 'জ্ঞাননিষ্ঠ' শঙ্করের উল্লেখ আছে।" (৬) ডাঃ

(১) কোথায় দুই ব্যক্তিরূপেও বর্ণিত। (২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৬৩২) (৩) রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড; কায়স্থ-পত্রিকা, ১৩৩৪ মাঘ (পৃ ৪৩৭); কায়স্থ-সমাজ, ১৩৪৬ মাঘ (পৃ ৩৪৭)..... (৪) জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক অংশ): কুসুম্বর (৫) ১২শ তরঙ্গ (৬) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫৪০-৪)

দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে, শৈব কুসুমবরের পুত্র শঙ্কর প্রথমে বিভূতিসম্পন্ন শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণব হন, এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য মাধব 'মহাপুরুষিয়া' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা; চৈতন্যদেব বিভূতি-প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং রাগানুগা প্রেমভক্তির প্রচারক ছিলেন; শঙ্কর বৈধীভক্তি ও জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী, এবং নীতির উপদেষ্টা ছিলেন; সুতরাং, চৈতন্যদেবের কোন প্রভাব যে শঙ্করদেবের উপর পড়িয়াছিল, এমন বোধ হয় না। (১) "আসামের বর্তমান বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধব ও শঙ্করের (শান্তিপুর হইতে বিতাড়িত) শিষ্যপ্রশিষ্য। তাঁহারা অদ্বৈতকেই কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং জ্ঞান-ভক্তি সংযুক্ত করিয়া আপনাদের মত গঠিত করেন।" (২)

শ্রীঅদ্বৈত দ্বিতীয়বার জ্ঞানালোচনা করিতেছেন এই কথা মহাপ্রভু নীলাচলে লোকমুখে ও নিত্যানন্দপ্রভুর পত্রে জানিতে পান। তিনি দুঃখিত হইয়া আচার্যের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তার পরেই জগদানন্দের শান্তিপুরে আগমন হয়, এবং আচার্যদেব মহাপ্রভুকে পূর্বলিখিত তরজা-প্রহেলিকা প্রেরণ করেন। (৩) "গৌরীদাস পণ্ডিত একবার অদ্বৈতকে উৎকলে লইয়া গিয়াছিলেন। বোধ হয়, অদ্বৈত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করিয়া অনেককে স্বমতে লইয়া যাইতেছিলেন বলিয়া; শ্রীচৈতন্য গৌরীদাস পণ্ডিতের দ্বারা অদ্বৈতকে নিজের কাছে ডাকাইয়া

(১) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ১০৬৪-৮)। বসুমতী, ১৩৩২ বৈশাখ (পৃ ৫০), পৌষ (পৃ ৩৪৭): অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম [এই প্রবন্ধে লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেব কামরূপে যান নাই, এবং মহাপুরুষ শঙ্করদেবের জন্ম ১৪৫১ শকে]। (২) জগদীশ্বর গুপ্ত—চৈতন্যলীলামৃত (৩৯শ পরিচ্ছেদ)। দ্রষ্টব্য—আশুতোষ দেবের ও সুবলচন্দ্রের অভিধান: শঙ্করদেব। (৩) প্রেমবিলাস, ১ম বিলাস

লইয়া গিয়াছিলেন।" (১) "কথিত আছে, একদা জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দেওয়াতে ভক্তিবাদীরা পুরীতে চৈতন্যের নিকটে অদ্বৈতের কুৎসা করিয়াছিলেন। চৈতন্য চিঠি লিখিয়া উত্তর আনাইয়া দেখাই-লেন—ইনি যে প্রেমিক সেই প্রেমিকই রহিয়াছেন, শুষ্ক জ্ঞানবাদ গ্রহণ করেন নাই।"(২) ফলত, মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার পর আচার্যদেব গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেন। তৎপরে নিত্যানন্দ-প্রভু এই কার্য গ্রহণ করেন। আচার্য, নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীবাস পণ্ডিত তিন জনেই আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তৎকালে বঙ্গের জনসাধারণ তাঁহাদের আদর্শই গ্রহণ করিয়া ভক্তিমার্গের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। "শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার পারিষদ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, সনাতন, রূপ, প্রভৃতির চেষ্টা ও চরিত্রবলে, এবং শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্যামানন্দ, প্রভৃতি মোহন্তের ভাবোন্মাদনায় বাঙালীর জীবন বৈষ্ণব ভাবাবেগে রঙাইয়া উঠিল।...... একে বাঙালীর মন বরাবরই কোমল ও ভাবাতুর; সে মন চিরদিনের মত ভক্তিপ্রবণ এবং সেই হেতু যথেষ্ট দুর্বল রহিয়া গেল।" (৩)

শ্রীঅদ্বৈতের সামাজিক উদারতার বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ইহার জন্য তিনি নির্যাতন সহ্য করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। আচার্য মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করেন—

......যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
......প্রভু, মোর এই বর।
মূর্খ-নীচ-দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর॥ (৪)

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট—পৃ ২,৩৭) (২) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭১১) (৩) সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ২০২) (৪) চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ ও ১০ম অধ্যায়; পূর্বে দ্রষ্টব্য।

উক্ত উদারতার একটি নিদর্শন এখানে প্রদত্ত হইল। "ঘনশ্যাম আচার্য (?) মাধব আচার্যের (বারেন্দ্র) পুত্র। তিনি অদ্বৈতপ্রভুর ভাগিনেয় এবং প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ একমতাবলম্বী বলিয়া পরস্পরের পরম বন্ধু ছিলেন। অদ্বৈত ঘনশ্যামকে সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দের (রাঢ়ী) বাটীতে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের গঙ্গা (বসুধার গর্ভজাতা) নাম্নী এক কন্যা ছিল। নিতাই সেই কন্যার সহিত ঘনশ্যামের বিবাহ দিবার জন্য অদ্বৈতের সম্মতি চাহিলেন। অদ্বৈত কহিলেন, 'মাধবাচার্যের সম্মতি ব্যতীত এরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না'। তখন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত উভয়ে গিয়া মাধবাচার্যের সম্মতি চাহিলেন। মাধব নিজে বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রভুদ্বয়ের নিকট প্রণত হইয়া কহিলেন, 'যদি সামাজিক বাধা না হয়, তবে আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য'। তখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বহুসংখ্যক রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ও কুলীন কুলজ্ঞদের পাতি ও লিখিত সম্মতি লইলেন। তাঁহারা সকলেই মত দিয়াছিলেন, 'রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিবাহ হইলে কোন দোষ হয় না'। তদনুসারে ঘনশ্যামের সহিত গঙ্গার প্রকাশ্যরূপে বিবাহ হইয়াছিল।...তখন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহ নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না।" (১)

এই কথা ঠিক নহে। উক্ত বিবাহ মাধবাচার্যের সঙ্গেই হয়।

নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধব আচার্যে প্রভু কৈলা কন্যাদান॥

(১) দুর্গাচরণ সান্ন্যাল—বাংলার সামাজিক ইতিহাস [২য় সংস্ক, পৃ ১০৫, ৪৩৫ ; এই গ্রন্থে অনেক ভুল আছে]; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাস ; বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৪৬১, ৬২৪) ; শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক অংশ) : ঘনশ্যাম আচার্য

রাঢ়াতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিহ আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥
রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে হ'য়েছে অনেক।
দেশ ভেদে নাম ভেদ এই পরতেক॥
...　　...　　...
রাঢ়ীয় বারেন্দ্রে পূর্বে বিবাহ আছিল।
কৌলীন্য স্থাপনের পর রহিত হইল॥ (১)

"সে সময়ে কখন কখন রাঢ়া-বারেন্দ্রে বিবাহ হইত। নিত্যানন্দপ্রভু মাধবাচার্য নামক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে নিজ কন্যা দান করেন। মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা-পাঠে এরূপ কয়েকটি বিবাহের কথা জানা যায়।" (২) মহাপ্রভুর নিজশাখা এবং নিত্যানন্দপ্রভুর গণসমূহের বর্ণনে 'মাধবাচার্যের' নামোল্লেখ আছে। "মাধবাচার্য ব্রজের মাধবী (৩), নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত এবং নিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর ভর্তা। ইনি নিত্যানন্দ-গণ পুরুষোত্তমের (নাগর) (৪) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গঙ্গাদেবীর বিবাহকালে নিত্যানন্দপ্রভু মাধবকে পাঁজিনগর দান করেন।" (৫) পূর্বে রাঢ়ী-বারেন্দ্রের বিবাহ এবং সর্বদ্বারী বিবাহ সমাজে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। (৬)

(১) নিত্যানন্দ দাস—প্রেমবিলাস, ১৯শ বিলাস; নিম্নে দ্রষ্টব্য; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৭ (পৃ ১১২); বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী—মহাভারত-মঞ্জরী (পৃ ২৩০) (২) রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (৩) গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (শ্লোক ১৬৯) (৪) ইঁহাকে কেহ কেহ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বলেন।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫৩২-৩, ৬২১-২; পরিশিষ্ট—পৃ ৫২-৩) (৫) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১০।১১৯,১১।৫২;—গৌড়ীয় মঠের ৩য় সংস্করণ (পৃ ২০৯) (৬) মহাভারত-মঞ্জরী (পৃ ২২৯-৩৪); রাধাকান্ত গঙ্গো—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি (পৃ ৪৮); শরচ্চন্দ্র রায়—ব্রাহ্মণবংশবৃত্তান্ত (৩য় সংস্ক; পৃ ৫১, ৬৭)। 'প্রেমবিলাস' ও 'মাধব' সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ১৬, ২১, ১৬৬, ৪২২) ও ৮ম বর্ষ (পৃ ১৭)।

রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিভা আর বৈদিক বলে।
সমাজের সৃষ্টি-কালে সর্ব কার্য চলে॥
পৃথক্-অন্ন পৃথক্-ক্রিয়া ধর্ম-হেতু।
ক্রমে মনের বিচ্ছেদে নষ্ট হয় ক্রতু॥
... ...
রাঢ়ী-বারেন্দ্রে অনৈক্য বিভা ব্যবহারে।
ছিল সমভাব পাক, যজ্ঞ ও আহারে॥
... ...
রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বৈদিকে বিভা কভু বলে।
দেবী, ধ্রুব উপহাসে উড়ায় যে ছলে॥
সমাজে না চালায় তিনেই এ প্রথা।
এড়ু হরি লেখেন বৃথা প্যাঁচাল কথা॥ (১)

"বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রের বচনানুসারে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় নারায়ণ ভট্টের অধস্তন ১০ম পুরুষ জয়সাগর ও বিদ্যাসাগর, বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধর ভট্টের অধস্তন ধন ও শুক্র, সাবর্ণীগোত্রীয় পরাশরের অধস্তন ৮ম অনিরুদ্ধ ও গুণার্ণব, কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণের অধস্তন ১০ম স্বর্ণরেখ ও ভবদেব ভট্ট, ভরদ্বাজগোত্রীয় গৌতমের অধস্তন ৯ম ভাস্কর ও পরাশর বৈদান্তিক, এই দশ ব্যক্তির সময়ে উভয় সমাজে এই দশ ব্যক্তিকে লইয়া রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বিভাগ হয়;—এই কথা কদাপি কোনক্রমেই সুসঙ্গত ও প্রকৃত বলিয়া প্রতীতি হয় না। বসতিনিবন্ধন রাঢ়ীয়গণ ও বারেন্দ্রগণ প্রথম হইতেই পৃথগন্ন ও পৃথক্‌ক্রিয় হইয়াছিলেন। তবে যাবৎকাল কৌলীন্য-মর্যাদা ব্যবস্থাপিত হয় নাই, তাবৎকাল পর্যন্ত তাঁহারা পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও পরিণয়সূত্রে কন্যাপাত্রের আদানপ্রদানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। পরবর্তী

(১) হুলো পঞ্চাননের সারাবলী (গোষ্ঠীকথা); সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৬৩৮-৯)

সময় হইতে আদানপ্রদান রহিত হয় এইমাত্র। অশৌচগ্রহণ হইত।” (১)

মাধবাচার্য যে রাঢ়ী ছিলেন এই কথা বেশী প্রামাণিক। “কাশ্যপ-গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায়-বংশসম্ভূত ভগীরথ আচার্যের পুত্র মাধবাচার্যের সহিত গঙ্গাদেবীর (২) বিবাহ হয়। হুগলী-জেলার অন্তর্গত জিরেটের গোস্বামি-গণ এই গঙ্গাবংশজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।” (৩) “এই গোস্বামিগণ বীরভদ্রী-দোষ-দুষ্ট কুলীন। এখন ভঙ্গ। বসুধা দেবী বন্ধ্যা; যাঁহারা তাঁহাকে পুত্রবতী বলিয়া তাঁহার প্রণামমন্ত্র দ্বারা বীরভদ্রকে (৪) মান্য অথবা ভদ্র করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সাধুমানসেই বীরাচারে গৃহীত

(১) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৫৩২; ৪র্থ সংস্ক, ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট, পৃ ২১২) (২) দেবকীনন্দনের ‘বৈষ্ণববন্দনা’য় মাধবাচার্য ও গঙ্গার নাম আছে, কিন্তু গঙ্গা কাহার কন্যা তাহার উল্লেখ নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে বীরভদ্রের নাম আছে, কিন্তু গঙ্গার নাম নাই। “গঙ্গা-বংশ ও নিত্যানন্দ-বংশের মধ্যে আজও যে বিবাদ দেখা যায় তাহার সূত্রপাত কি চরিতামৃত লেখার সময় হইতে?”—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ৩০-১) (৩) অদ্বৈতবিলাস, ২য় খণ্ড (পৃ ২৮৬); হরিলাল চট্টো—বৈষ্ণব-ইতিহাস (৩য় সংস্ক, পৃ ৮৩-৪: ‘বীরভদ্রী’ থাক্ সম্বন্ধেও ঐ স্থানে আলোচনা আছে); সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ১ম পরিশিষ্ট (পৃ ৫৯) (৪) “অদ্বৈতপ্রভুর পুত্রদের নাম করিবার সময় প্রত্যেককে অদ্বৈতনন্দন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বীরভদ্রের কথা লিখিতে যাইয়া (চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১১।৫-৯: শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষের স্কন্ধ……) তাঁহাকে নিত্যানন্দের পুত্র বলেন নাই। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে, বীরভদ্র নিত্যানন্দের পুত্র নহেন—শিষ্য।……চৈতন্যভাগবত-রচনাকালে বীরভদ্র বালক ছিলেন বলিয়া, বোধ হয়, বৃন্দাবন দাস তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই।…… বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি দল গঠিত হইয়াছিল।”—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ৮০-১)

পত্নীর সন্তান হইতে বিভেদ করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রণামমন্ত্র দেখাইয়া থাকেন ; যথা—

নিত্যানন্দৈকপ্রাণায় দেব্যা বসুধয়া সহ।
মাত্রে শ্রীবীরভদ্রস্য জাহ্নবায়ৈ নমো নমঃ ॥ (১)

এ লেখাটিও অল্পদিনের নহে, প্রায় চারিশত বৎসর অতিক্রান্ত হইল। এখন কুলীনমধ্যে বীরভদ্রী দোষ একপ্রকার পরিপাক হইয়া আসিতেছে।" (২) রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ একই পিতার সন্তান ; বর্তমান কুলাচার্যগণের কেহ কেহ স্বীকার না করিলেও, এ সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষ হইতে চলিল, বৈষ্ণব কবি নিত্যানন্দ দাস 'প্রেমবিলাসে' লিখিয়াছেন, 'রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে, ইত্যাদি'।" (৩) কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু অন্যত্র (৪) এই কবিতাটি যদুনন্দন দাসের (!) 'প্রেমবিলাসে' আছে লিখিয়াছেন, এবং আরও লিখিয়াছেন, "ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশ ও মহেশ মিশ্রের রাঢ়ীয় নির্দোষ কুলপঞ্জিকা হইতে স্পষ্টই পাইতেছি যে, মাধবাচার্য রাঢ়ীয় কুলীন ও চাটুতি গাঞি। সুতরাং, 'প্রেমবিলাসের' উক্ত পদ প্রক্ষিপ্ত (৫) বলিয়া অগ্রাহ্য।" "নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গার সহিত অরবিন্দ-প্রমুখ চট্ট মনোবংশের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ মাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।" (৬)

---

(১) বৈষ্ণবাচার-দর্পণ (২) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৫১৪)। জাহ্নবা দেবীর বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ হীন প্রবাদ প্রচলিত আছে এবং বান্তাশী-দোষে দুষ্ট মহাপুরুষ নিত্যানন্দ কিরূপে সে দোষ স্খালন করেন, এবং উহা কিরূপে তাঁহার পুত্রে অর্শে, তাহার বিবরণ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক পৃ ৪৪৯, ৫১২)। বোধ হয়, এই কারণে মাধবাচার্য ও গঙ্গার বিবাহে প্রথমত আপত্তি উঠে। (৩) পূর্বে দ্রষ্টব্য ; নগেন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ (পৃ ১০৭) ; মহাভারত-মঞ্জরী (পৃ ২২৮) (৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ২য় অংশ (পৃ ১৬০০) (৬) 'অপ্রামাণিক' শব্দই প্রশস্ততর। (৬) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ৪৪৯, ৫১১) ; কুলচন্দ্রিকা

গাঙ্গবংশীয় এক মাধবের বিবাহ বারেন্দ্রের কন্যার সহিত হয় বলিয়া লিখিত আছে—'গাঙ্গবংশোদ্ভবশৌরিকসূনুকস্য মাধবস্য বিবাহো শাণ্ডিল্য-বারেন্দ্রনারায়ণাগ্নিহোতৃকস্য কন্যকয়া সহ (পাবনা ও বর্ধমান)' (১)। এই মাধব দ্বিতীয় ব্যক্তি। যাহা হউক, অদ্বৈতশিষ্য পূর্বলিখিত মাধবের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নবদ্বীপবাসী (পূর্বে শ্রীহট্টবাসী) দুর্গাদাস মিশ্রের পুত্র কালিদাস (কালীভক্ত বলিয়া এই নামে খ্যাতি, তৎপত্নী বিধুমুখী); তৎপুত্র সুপণ্ডিত মাধবদাস চৈতন্যভক্ত ও সংসার-বিরাগী হইয়া ফুলিয়ায় গিয়া বাস করেন। মাধব শ্রীঅদ্বৈতের স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ও অন্য পুরাণের বিষয় গীতাকারে নানা ছন্দে গ্রথিত করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' (২) নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া মহাপ্রভুর চরণকমলে এই গ্রন্থ সমর্পণ করেন, এবং মহাপ্রভু ইহা অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাকে অদ্বৈতপ্রভু কর্তৃক দীক্ষিত করান। পরে তিনি 'কবি বল্লভাচার্য' (=কলি-ব্যাস) বলিয়া খ্যাত, এবং বিশাখা-যূথমধ্যে গণ্য হন; তাঁহার সিদ্ধ নাম হয় 'মাধবী-সখী'। মহাপ্রভু প্রথমবার যখন বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিয়া কানাই-নাট্যশালা পর্যন্ত গমন করেন, সেবার তিনি পথে শান্তিপুর হইতে বিদ্যানগর হইয়া অপর-পারস্থ কুলিয়ায় যাইয়া মাধবের (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) বাটীতে সাত দিন (এইজন্য কুলিয়াকে 'সাত-কুলিয়া' বলে) অবস্থান করেন। মাতা বিবাহের উদ্যোগ করিলে, মাধব বিরাগী হইয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করেন, এবং

---

(১) হরিমিশ্রধৃত সারাবলী; সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক), ৩য় পরিশিষ্ট (পৃ ২০৪)—এই স্থানে রাঢ়ীবারেন্দ্রের কতিপয় বিবাহের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। (২) দ্বিজ মাধব-রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল (ভাগবতসার)' নামক পুথির একখানিতে অনুলেখক শান্তিপুর-রামনগর-নিবাসী ভগবানচন্দ্র করের নাম (তারিখ ১২।২।১২৩৭) পাওয়া গিয়াছে।—বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা (পৃ ৮০) (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ)

পরমানন্দ পুরীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া রূপসনাতনের নিকট ভজন শিক্ষা করেন। মাতার মৃত্যু হইলে, তিনি শান্তিপুরে গমন করেন, এবং সেখান হইতে অচ্যুতানন্দসহ খেতরি-উৎসবে যোগদান করার পর বৃন্দাবনে যান। (১) "নবদ্বীপে 'ভাগবতিয়া দেবানন্দ' শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট যে অপরাধ করিয়াছিলেন, এই মাধবদাসের বাটীতে মহাপ্রভু উহা ভঞ্জন করেন। দেবানন্দ বর চাহেন,—এই কুলিয়ায় আসিয়া যে কেহ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট নিজ অপরাধভঞ্জনের প্রার্থনা করিবেন, তাঁহার সর্বাপরাধের তদ্দণ্ডেই ভঞ্জন হইবে। মহাপ্রভু 'তথাস্তু' বলেন, আর সেই অবধি কুলিয়া 'অপরাধভঞ্জনের পাট' আখ্যা পাইল। সম্প্রতি কাঁচড়াপাড়া-রেল-স্টেশনের নিকট 'কোলে' নামক স্থানকে 'দেবানন্দের অপরাধভঞ্জনের পাট' বলিয়া পরিচয় দিয়া ঐ স্থানে যে উৎসবাদি হইয়া থাকে, উহা ঠিক স্থান নহে। মাধবদাসের বাটী বর্তমান সাতকুলিয়ায়—নবদ্বীপ-সন্নিকটস্থ হাটভাঙা-গ্রামের আধ মাইল দক্ষিণে। সম্প্রতি এই স্থানে 'অপরাধভঞ্জনের পাট' স্থাপন করিয়া উৎসবের ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীপাট বাগনাপাড়ায় ও বৈঁচীতে মাধবদাসের বংশধরেরা বাস করিতেছেন।" (২) উক্ত ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র 'বংশীশিক্ষা'-রচয়িতা বংশীবদন; বাগনাপাড়ার গোস্বামীরা তাঁহার বংশধর। কেহ বলেন যে, মাধব আচার্য ও মাধবদাস ভিন্ন ব্যক্তি। (৩) "নবদ্বীপ দুই পারে হইলেও, তৎকালে গঙ্গার পূর্বপারে 'নবদ্বীপ' নামে বিপুল গ্রাম বর্তমান ছিল, এবং কুলিয়াগ্রাম

---

(১) প্রেমবিলাস (পৃ ২৪০);—মাধব গ্রন্থকার 'নিত্যানন্দ বা বলরাম দাস'কে স্নেহ করিতেন বলিয়া লিখিত আছে। শান্তিপুরের ছয় আচার্যের মধ্যে অন্যতম চৈতলী-চট্টো মাধবাচার্যের কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। (২) বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী (পৃ ৫৮-৯) (৩) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৬৩; পরিশিষ্ট, পৃ ৪০, ৬০-১, ৮২); শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ: বংশীবদন দাস

তাহার সাক্ষাৎ পশ্চিম পারে ছিল।......সেই কুলিয়ার কতকাংশ গঙ্গাদেবী ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছেন, কতকাংশ 'নবদ্বীপ' নামে প্রচারিত হইয়াছে, এবং কিছু অংশ অদ্যাপি 'কুলিয়ার গঞ্জ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলিয়ার অনেক অংশই চরভূমি।......বৈঁচি-আড়ার কিয়দংশে প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের সন্তানগণ বিল্বগ্রাম ও পাটুলি হইতে আসিয়া বাস করেন। যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র—ছকড়ি (মাধবদাস), তিনকড়ি (হরিদাস), দোকড়ি (কৃষ্ণসম্পত্তি)।......মাধবদাসের বাটীতে গৌরচন্দ্র আসিয়া সাত দিবস বাস করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল-চাপাল ও কৃষ্ণানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করেন।......সাতকুলিয়া বা ধোপাদিগ্রাম মহাপ্রভুর সময়ের কুলিয়া নহে।" (১)

উপরিলিখিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের' রচয়িতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, কবি মাধব মহাপ্রভুর কোন পারিষদের শিষ্য ছিলেন। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে' মহাপ্রভুর শাখাবর্ণনে এক মাধবাচার্যের উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দ-প্রভুর শাখায় যে মাধবাচার্যের উল্লেখ আছে, তিনি স্পষ্টতই নিত্যানন্দপ্রভুর জামাতা মাধব আচার্য। দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণবাভিধানে' (ও ক্ষুদ্র বৈষ্ণববন্দনায়) এক মাধবাচার্যের এবং এক মাধবানন্দাচার্যের উল্লেখ আছে। ইঁহাদের একতম সম্ভবত নিত্যানন্দপ্রভুর জামাতা হইতেন। 'প্রেমবিলাসের' মতে, কবি মাধব আচার্য বা মাধব মিশ্র হইতেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র।......নরোত্তমগৃহে প্রত্যহ 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' গীত হইত।......'প্রেমবিলাসের' কথা অনেকে উড়াইয়া দিয়া থাকেন। (২)......'প্রেমবিলাসের' উক্তির উপর কতকটা

---

(১) শরদিন্দুনারায়ণ রায়—চিত্রে নবদ্বীপ (পৃ ৮৪-৯৮) (২) 'প্রেম বিলাসের' ১৯।২০শ বিলাস বা সমগ্র গ্রন্থ জাল নহে। প্রায় ৩০০

নির্ভর না করিয়া থাকা যায় না। অনেকে বলেন যে, 'শারদাচরিত বা দুর্গামাহাত্ম্য বা চণ্ডীমঙ্গল' (১৫০১ শক)-রচয়িতা সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীবাসী দ্বিজবর পরাশরের পুত্র (১) মাধবই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের' রচয়িতা, কালিদাসাত্মজ মাধব কোন 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করেন নাই। কিন্তু একাধিক মাধব যে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'বঙ্গবাসী'-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের' মধ্যে একাধিক মাধবের রচনা আছে। ইহার মধ্যে ভাগবতাচার্য এবং পূর্ণানন্দের রচনাও যে অল্প কিছু ঢুকিয়া গিয়াছে তাহা গায়কের সংগৃহীত পালার অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তবে গ্রন্থটির অধিকাংশই যে প্রাচীনতর মাধবের রচনা ইহা বলিবার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে।······(গ্রন্থমধ্যে)

বর্ষ পূর্বে বলরাম দাস এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে লিপিকরের ভ্রম আছে, কোন্ প্রাচীন পুথিতে নাই?—বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ১৬)। " 'প্রেমবিলাসের' শেষ সাড়ে চারি বিলাস নিত্যানন্দ দাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না।······'প্রেমবিলাস' নামে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল। কিন্তু উহাতে বিস্তর প্রক্ষিপ্ত অংশ স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও দৈববাণীতে পরিপূর্ণ।······গ্রন্থখানি পরস্পর বিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ।······'প্রেমবিলাসের' উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রকার কাল নির্দেশ করা নিরাপদ নহে।······বস্তুত 'প্রেমবিলাস' সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ, চরিতামৃত-রচনার পরে লিখিত হইলেও ইহার লেখক বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং ইহার উপর অনেক দিন ধরিয়া প্রক্ষেপকারীদের অত্যাচার চলিয়াছে। অন্য প্রামাণিক গ্রন্থের সমর্থন না পাইলে শুধু 'প্রেমবিলাসের' কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত আসা নিরাপদ নহে।"—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫০৬-১৫)। (১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৬ (পৃ ১৫৬-৭)

অদ্বৈতপ্রভুর উল্লেখ অনুধাবনযোগ্য।" (১) মতভেদসমস্যা আরও গুরুতর হয়, যখন দেখা যায় যে, কোনও মতে, দুর্গাদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র সনাতনের একমাত্র সন্তান বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, এবং কালিদাস-পুত্র মাধবাচার্য বিরক্ত বৈষ্ণব,—কোনও মতে, সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ও পুত্র যাদবাচার্য, এবং যাদবাচার্যের পুত্র মাধবাচার্য (২) (মাধবাচার্যের পাঁচ পুত্র, এবং তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের দুই পুত্র),—এবং কোনও মতে, সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ও পুত্র মাধবাচার্য, এবং মাধবাচার্যের পুত্র যাদবাচার্য। শিবরতন মিত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়া কৃষ্ণদাসের 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও নিত্যানন্দ (বলরাম) দাসের 'প্রেমবিলাস' হইতে এইরূপ বংশ-তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন—দুর্গাদাস মিশ্রের পুত্র সনাতন ও পরাশর বা কালিদাস ; সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ও পুত্র যাদব, এবং যাদব-পুত্র কৃষ্ণদাস ; কালিদাসের পুত্র মাধবাচার্য। (৩)

"পঞ্চ মাধবের মধ্যে চতুর্থ মাধব অদ্বৈতপ্রভুর শাখার মাধব পণ্ডিত, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুড়তত ভাই ; 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ও 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় ইঁহার উল্লেখ আছে।……আধুনিক কোন কোন 'কৃষ্ণমঙ্গলে' বন্দনাপ্রকরণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—'পরাশর নামে দ্বিজ কুলে অবতার। মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥……শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ বন্দ অভিরাম।'……ইনি 'কৃষ্ণমঙ্গলে' কাহারও বন্দনা করেন নাই। কেবল প্রায় গানের অন্তেই মহাপ্রভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থানে মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।…… মাধব বালকাবস্থায় মহাপ্রকাশের দিন মহাপ্রভুর মুখ হইতে উদগীর্ণ হরিনাম শ্রবণ করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার কৃষ্ণলীলা-

(১) বঙ্গশ্রী, ১৩৪১ মাঘ (পৃ ৪৫-৭)। পদকল্পতরু (ভূমিকা, পৃ ১৮৭ ; সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় ; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ) (২) ষষ্ঠীদাস গোস্বামী—শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ (৩) বীরভূমি, ৬-৪ (পৃ ৪২)

বর্ণনেচ্ছাও বলবতী হইয়াছিল। পরে তিনি মহাপ্রভুর কৃপায় অল্প সময়ের মধ্যেই পাণ্ডিত্য লাভ করেন, এবং তাঁহার উপাধি 'আচার্য' হয়। মাধব মহাপ্রভুর নিকট হইতে হরিনাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় অদ্বৈতপ্রভুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের সময় হরিনাম গ্রহণ করিলেন কেন? কারণ, ব্যবহার ও শাস্ত্রে আছে যে, দীক্ষার প্রাক্কালে অর্থের সহিত হরিনাম উপদেশ করিয়া মন্ত্র প্রদান করিবে। (১)······পরাশর-পুত্র মাধব কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা নহেন,—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' ভুল লিখিয়াছেন।······'দীপিকা'য় আর এক মাধবের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তাঁহার স্বরূপ শান্তনু এবং পরিচয় গঙ্গাপতি।" (২) "প্রাচীন সাহিত্যে দুই জন মাধবের পরিচয় পাওয়া যায়,—প্রথম, চৈতন্য-দেবের শ্যালক মাধব মিশ্র, ইঁহার পিতার নাম কালিদাস মিশ্র, এবং মাতা বিধুমুখী। ইনি 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের এক উৎকৃষ্ট অনুবাদ ('ভাগবতসার') করিয়া, চৈতন্যদেবের নামে উৎসর্গ করেন। দ্বিতীয়, চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য বা মাধবানন্দ। ইনি পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ইঁহার পিতার নাম পরাশর।······'ভাগবতসার' নামক পুথিখানির রচয়িতা পরাশর-পুত্র দ্বিজ মাধবই চণ্ডীকাব্যের প্রণেতা মাধবাচার্য।" (৩)

প্রসঙ্গত উপরিলিখিত দেবকীনন্দন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। উক্ত 'বৈষ্ণব-বন্দনা'-পুথিতে লিখিত আছে যে, দেবকীনন্দন বৈষ্ণবনিন্দা

---

(১) লোকনাথ গোস্বামীর বেলায়ও এইরূপ হয়; পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ২১, ১৬৬, ৬২২) ও ৮ম বর্ষ (পৃ ১৭) (৩) প্রাচীন পুথির বিবরণ (৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ ৭৭-৮৪; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ)। একাধিক মাধবাচার্যের সময় ও বিবরণ সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত প্রমাণ-পঞ্জী—সুকুমার সেন: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড [পৃ ৬৪-৫, ২৬৯, ৩৫৪, ৩৮১-৯৭, ৪১৬, ৪১৯ (৬৩৬), ৪২৪-৬]

করায় (১) ব্যাধিগ্রস্ত হন, এবং যখন শ্রীচৈতন্য কানাই-নাটশালা হইতে ফিরিয়া ভক্তগোষ্ঠীসহ শান্তিপুরে আসেন, তখন দেবকীনন্দন তাঁহার নিকট যাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন; তার পর, মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীবাসের নিকট যাইতে বলিলে, তিনি ইঁহার নিকট যাইয়া ক্ষমা চান; তখন শ্রীবাস তাঁহাকে পুরুষোত্তমের পাদাশ্রয় এবং বৈষ্ণব-বন্দনা করিতে বলেন; তৎপরে, তিনি রোগমুক্ত হন। 'চৈতন্যভাগবতে' এইরূপ দুই ব্যক্তির কথা লিখিত আছে—প্রথমত, নীলাচল হইতে বৃন্দাবনগমনোদ্দেশে মহাপ্রভু গৌড়দেশে আসিয়া যখন কুলিয়ায় (২) অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন বৈষ্ণব-নিন্দক অনুতপ্ত এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং তিনি ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব-বন্দন করিতে বলেন;—দ্বিতীয়ত, যখন মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা হইতে শান্তিপুরে গমন করেন, এক কুষ্ঠরোগী (৩) তাঁহার নিকট যায়, তিনি উহাকে শ্রীবাসের নিকট যাইতে বলেন, ইত্যাদি, কিন্তু ইহাকে শ্রীবাস বৈষ্ণব-বন্দন করিতে বলেন এ কথার উল্লেখ নাই,—এই ব্যক্তি চাপালগোপাল। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জন দেবকীনন্দন। (৪) "দেবকীনন্দনের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দুইখানি

---

(১) "চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে কোন লোক চন্দন ও সিন্দূরলিপ্ত বিল্বপত্র ও চণ্ডীপূজার ফুল রাখিয়া গিয়াছিল, এজন্য বৈষ্ণবদের সে কি ক্রোধ! এই অপরাধে সেই ব্যক্তি নাকি কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়াছিল!......শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব যে কি ভীষণ, তাহা আসামে যেরূপ দৃষ্ট হয়, বৃহৎ বাংলার অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ দেখা যায় নাই।"—বৃহৎ বঙ্গ (ভূমিকা—পৃ ২৸৹) (২) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৩) প্রথম ভাগ (পৃ ২০৩) (৪) বিষ্ণুপ্রিয়া, ১ম বর্ষ (পৃ ২০৫)। "কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকার চাপালগোপাল ও দেবকীনন্দনকে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ নির্দেশ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।"—হরিলাল চট্ট : বৈষ্ণব-ইতিহাস (পৃ ১৪৮)

'বৈষ্ণব-বন্দনা' আছে। মূল ক্ষুদ্র 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় কেহ কুষ্ঠীর কাহিনী 'চৈতন্যভাগবত' হইতে লইয়া পরে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। চাপালগোপাল 'দেবকীনন্দন' হইতে পারে না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' চাপালগোপালের এক পৃথক্ কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। কুষ্ঠীর ঘটনাটি নবদ্বীপে ঘটে বলিয়া মুরারি, কর্ণপুর ও লোচনদাস লিখিয়াছেন, কিন্তু বৃন্দাবন দাস ভ্রমক্রমে উহা শান্তিপুরে ঘটে বলিয়াছেন। জীব গোস্বামীর সংস্কৃত 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় শ্রীঅদ্বৈত, সীতা, অচ্যুত, প্রভৃতির মনোমুগ্ধকর বর্ণনা আছে। দেবকীনন্দন ইহা দেখিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র 'বৈষ্ণব-বন্দনা' লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় বৃন্দাবন দাসও ইহা দেখিয়া তাঁহার 'বৈষ্ণব-বন্দনা' লিখিয়াছেন। জীবের 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় লিখিত আছে যে, বৈষ্ণবগণ অচ্যুত ভিন্ন অদ্বৈতের অন্য পুত্রগণকে বর্জিত করেন, বীরভদ্র 'জাহ্নবীর সেবক' মাত্র। দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণবাভিধান'খানিতে কেবল কতকগুলি নামের তালিকা আছে।" (১)

এইবার মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাউক। অদ্বৈতাচার্যই পুরীতে শ্রীচৈতন্যবিষয়ক গীতের প্রথম প্রবর্তন করেন।

একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই' অতি ॥
'শুন ভাই-সব, এক কর সমবায়।
মুখ ভরি' গাই' আজি শ্রীচৈতন্যরায় ॥'
... ...
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি'।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি' ॥
'শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা-সাগর !
দুঃখিতের বন্ধু, প্রভু, মোরে দয়া কর ॥'

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২৭২ ; পরিশিষ্ট, পৃ ১-১২)

'পুলকে চরিত গা'য়,　　　　সুখে গড়াগড়ি যায়,
　　দেখ, রে, চৈতন্য-অবতারা।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি,　　　　দ্বিজরূপে অবতরি',
　　সংকীর্তনে করেন বিহারা॥
কনক জিনিয়া কান্তি,　　　　শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি,
　　আজানুলম্বিত ভুজ সাজে, রে।
ন্যাসিবর-রূপ-ধর,　　　　আপনা রসে বিহ্বল,
　　না জানি কেমন সুখে নাচে, রে॥'
'জয় গৌরসুন্দর,　　　　করুণাসিন্ধু,
　　জয় জয় বৃন্দাবনরায়া।
জয় জয়, সম্প্রতি জয়,　　　　নবদ্বীপ-পুরন্দর,
　　চরণকমল দেহ' ছায়া॥ (১)

তার পর, নরহরি সরকার ঠাকুর (২) এবং তদনুসরণকারী বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতির নাম শ্রীচৈতন্যবিষয়ক পদকর্তা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈতাচার্য-বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রত্যঙ্গ-বর্ণনামূলক একটি সংস্কৃত স্তোত্র (৪২টি শ্লোকসমন্বিত) আছে। (৩)

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভূত দলের কথা পূর্বে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর প্রকটকালেই এই দলাদলি সৃষ্ট হয়। কেহ গৌরাঙ্গকে, কেহ অদ্বৈতাচার্যকে, কেহ নিত্যানন্দপ্রভুকে, এবং কেহ গদাধর পণ্ডিতকে 'ঈশ্বর' বলিতেন। পরে কেহ (৪) নিত্যানন্দপ্রভুকে

(১) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৯।১৫৭-৮, ১৬৭-৮, ১৭৩-৫। পূর্বে দ্রষ্টব্য। লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গলে' এই গীতি, হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী, হুসেন সাহের কথা, ইত্যাদির উল্লেখ করেন নাই।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২৭৩) (২) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৩) অদ্বৈতবিলাস, ২য় খণ্ড (পৃ ৩২৬) (৪) চরণদাস বাবাজী

মান্য করিয়া 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম…' এই নামকীর্তন প্রচলিত করেন। "শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হইবার সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কয়েকটি উপশাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন—(অ) গৌরাঙ্গ-নাগরবাদিগণ; (আ) অদ্বৈতসম্প্রদায় ['এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া। বোলায় 'অদ্বৈতভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া॥…' (১)]; (ই) গদাধর-সম্প্রদায়; এবং (ঈ) নিত্যানন্দ-বিদ্বেষী সম্প্রদায়, যাহাদের মত খণ্ডন ও নিত্যানন্দের মহিমা-ঘোষণ-উদ্দেশ্যে 'চৈতন্যভাগবত' লিখিত হইয়াছে।…গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রথম যুগে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নরহরি, প্রভৃতি ভক্ত-শিষ্যগণের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল।…রূপ গোস্বামী নিত্যানন্দের কৃপা পাইয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ (২) লিখিয়াছেন। অথচ, তিনি ('চৈতন্যাষ্টকে') অদ্বৈতের নাম উল্লেখ করিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দের নাম কেন করিলেন না অনুসন্ধান করা কর্তব্য। রূপের একান্ত অনুগত বন্ধু রঘুনাথদাসও নিত্যা-নন্দের নাম কোথাও করেন নাই।" (৩) আধুনিক কোন কোন সহজিয়া আত্মৌপম্যে নিষ্কলঙ্ক চৈতন্যচরিত্রেও মসীলেপন করিতে প্রয়াস পায়।

"১৫৩৩ খ্রস্টাব্দের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের কাজ প্রায় অর্ধশতাব্দী বন্ধ ছিল।…চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—এই তিন জন প্রথম অধ্যায়ের নেতা ছিলেন। পরবর্তী যুগে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিন জন নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।…'ভক্তিরত্নাকরে' জীব গোস্বামী ও গোবিন্দদাসের যে সকল সংস্কৃত-পত্র উদ্ধৃত আছে, তাহাতে দেখা যায়, বাঙালী কবিরা ব্রজবুলি-ছন্দ অবলম্বন করিয়া কিভাবে সমস্ত আর্যাবর্ত বিজয় করিয়াছিলেন।…গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পর পর তিনটি কেন্দ্র হইয়াছিল—নবদ্বীপ, পুরী ও বৃন্দাবন।…উত্তরকালে জীব গোস্বামী এই

(১) চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১০ম অধ্যায়; অন্ত্যখণ্ড, ৪।১৮৩ (২) চৈতন্যচরিতামৃতে (৩) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫০-৪, ১৪৩, ১৮৭, ২৬৬-৮, ৫৭০-৫; পরিশিষ্ট, পৃ ৮)

বৃন্দাবন-কেন্দ্রের নেতা হইয়াছিলেন।...সেখানে ছয় গোস্বামী বৈষ্ণব-সমাজের বিধানকর্তা ও নিয়ন্তা ছিলেন।...এই আলোক বৃন্দাবনে কতকটা নির্বাপিত হইলে, শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বিষ্ণুপুরে এই শিখা প্রজ্বলিত হয়। পূর্ণ দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের রাজসভাই বৈষ্ণব শিক্ষাদীক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।" (১)

পুরীতে 'আচার্য-কিঙ্কর কমলাকান্ত বিশ্বাস' রাজা প্রতাপরুদ্রকে গোপনে এক চিঠি দিয়া তাহাতে লিখে, 'আচার্য ঈশ্বর, তাঁহার ৩০০৲ টাকা ঋণ (২) হইয়াছে, অতএব টাকা পাঠাইবেন'; মহাপ্রভু ইহা দেখিয়া কমলাকান্তকে বর্জন করেন, এবং পরে আচার্যের অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করেন। ঐ সময়ে চৈতন্যদেব বলেন—

আচার্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য—দৈবতে ঈশ্বর ॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা ॥ (৩)

"দেখা যাইতেছে যে, সম্প্রদায়গঠনের আদিযুগেও বড়লোকের কাছে টাকা আদায় করিবার ফন্দী কোন কোন শিষ্যের মাথায় আসিয়াছিল।" (৪)

"কতকগুলি শিষ্য শ্রীঅদ্বৈতকে বর্জন করিয়া পূর্ববঙ্গে বিবিধ মত প্রচার করেন। অনেকে অনুমান করেন, বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত যে সকল উপধর্ম বঙ্গে পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে কোন কোনটি ইঁহাদের কাহারও কাহারও দ্বারা প্রবর্তিত। শ্রীচৈতন্যের অনুরোধে চন্দ্রশেখর আচার্যগৃহে শ্রীকৃষ্ণলীলার অভিনয়ে শ্রীঅদ্বৈত 'কৃষ্ণ'-রূপে অভিনয় করেন। (৫) পরে

(১) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭৪২-৩, ১১১৪-৫) (২) আচার্যের এইরূপ ঋণের কথা পূর্বে একবার লিখিত হইয়াছে। (৩) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১২।৩৪-৫ (৪) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট—পৃ ২৪) (৫) পূর্বে দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতশিষ্যগণমধ্যে কেহ কেহ 'অদ্বৈত-গোবিন্দ'-মতের (অর্থাৎ, 'অদ্বৈত স্বয়ং ভগবান্' এই মত) সৃষ্টি করেন ; ইঁহারা শ্রীঅদ্বৈত কর্তৃক বর্জিত হন, সুতরাং, এই মত বিলুপ্ত হইয়া যায় ।" (১)

এখানে কতিপয় প্রাসঙ্গিক কথা লিখিত হইল। 'অদ্বৈতপরিবারভুক্ত বৈষ্ণবগণের তিলক বটপত্রের ন্যায় ।' (২) বাহির হইতে শান্তিপুরে আগত আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের বিবরণ প্রদত্ত হইল। শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ পুরী ('দুঃখী কৃষ্ণদাস') (৩), প্রভৃতি শান্তিপুরে শুভগমন করেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর ১৪৯৮ শকে শান্তিপুরে যান। "নবদ্বীপে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া নরোত্তম শান্তিপুরে গমন করেন। নিত্যানন্দপ্রভুর সহধর্মিণী জাহ্নবী দেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্র অতি সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া নানাবিধ ভোজ্যসম্ভারে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করেন।" (৪) "নরোত্তম ভাবে মূর্ছিত হন। তিনি ৩.৪ দিন শান্তিপুরে থাকেন, এবং হরিনদী-গ্রামে গঙ্গা পার হইয়া

(১) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, ৪র্থ ভাগ ; পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী (পৃ ৯) (৩) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, ৩য় খণ্ড (পৃ ৪৪) ; দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭৫০), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক) ; হরিলাল চট্টো—বৈষ্ণব-ইতিহাস (পৃ ১০৮)। ইঁহার রচিত 'অদ্বৈততত্ত্বের' পুঁথি শ্রীহট্ট-অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে ; ইনি ১৬শ শতাব্দীর শেষ অথবা ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন।—সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৭৫৪)। শ্যামানন্দ সখীভাবের উচ্চ সাধক ছিলেন, এবং স্বরচিত পদে নিজেকে 'দুঃখিনী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।—বসুমতী, ১৩৬৭ কার্তিক (পৃ ১১৬-৯) ; শ্যামানন্দ-প্রকাশ। কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর পৌরোহিত্যে সিঁথি-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর অধিবেশনে শ্যামানন্দ পুরীর স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫।৩।১৩৫৮। (৪) বংশ-পরিচয়, ৭ম খণ্ড (পৃ ২৪৯)

নীলাচল-পথে অম্বিকায় গমন করেন।" (১) নরোত্তম ঠাকুরের খেতুরী-উৎসবে অচ্যুতানন্দ যোগদান করেন। ১৫০৪ শকে খেতুরীর মহোৎসবে শ্রীনিবাসাচার্যের নিমন্ত্রণে শান্তিপুর হইতে গোপালপ্রভু সগণে যোগদান করেন। (২) মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীনিবাসাদি ভক্তগণ বৃন্দাবন-গমনের পথে শান্তিপুরে আচার্যগৃহে গমন করেন। (৩) প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ, ভক্ত ও পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ শান্তিপুরে যান।

এত বলি' শচী মাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর-মুখে ধায় নিমাই বলিয়া॥
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে॥

... ...

নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে,
আইল সভাই শান্তিপুরে। (৪)

লোচনদাস লিখিয়াছেন (৫) যে, চৈতন্যদেব সন্ন্যাসের পর যখন শান্তিপুরে আসেন (৬), সেখানে নরহরি সরকার ঠাকুর উপস্থিত থাকেন, এবং নিত্যানন্দাদির সহিত নৃত্য করেন, এবং মহাপ্রভুর সহিত তিনি, গদাধর, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ ও দামোদর নীলাচলে

---

(১) ভক্তিরত্নাকর (প্রকাশক রামদেব মিশ্র, ২য় সংস্ক), ৮ম তরঙ্গ (পৃ ৫৩৫) (২) বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী (পৃ ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০৬)। কায়স্থ নরোত্তমের 'সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ-শিষ্য' (বৃহৎ বঙ্গ, পৃ ৭৫৯) বলরাম মিশ্র; ইনি যে কে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। (৩) ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ (পৃ ১২৫) (৪) বাসুদেব ঘোষ—বৈষ্ণব-পদাবলী (পৃ ২৩; সম্পাদক মৃণালকান্তি ঘোষ; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ) (৫) চৈতন্যমঙ্গল (৬) প্রথম ভাগ (পৃ ১৯২, ১৯৭); 'জয়গোপাল গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

যাত্রা করেন। মুরারি ও নরহরির পুরীগমনের কথা, বোধ হয়, সত্য নহে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে লিখিত হইল যে, উক্ত সময়ে মহাপ্রভু কুলিয়ায় দিন দুই থাকিয়া তৎপরে শান্তিপুরে আসিয়া তিন দিন (১০-১৩ই ফাল্গুন) থাকেন—কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে' উল্লিখিত এই কথা ঠিক বলিয়া ধরিলে, মহাপ্রভুর 'ফাল্গুনে আসিয়া নীলাচলে বাস' করা সম্ভব হয়। শান্তিপুর হইতে পুরী যাইবার সময় বিভিন্ন বিবরণানুযায়ী মহাপ্রভুর সাত জন সঙ্গী থাকেন বলিতে হয়—নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, জগদানন্দ, দামোদর, গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ, 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে' শেষ পর্যন্ত মাত্র চারিজন—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ—থাকেন; কিন্তু মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসকে বেশী প্রামাণিক মনে করিলে দামোদরকে বাদ দিতে হয়। মাধব দাসের 'চৈতন্যবিলাসের' (উড়িয়া) মতে, এক সময়ে অদ্বৈতাচার্য কিয়দ্দুর মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্রে আরোপিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী' (সংস্কৃত) অপ্রামাণিক গ্রন্থ ও তাহার অনুবাদ 'মনঃসন্তোষিণী' ইত্যাদি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু এই সময় শান্তিপুর হইতে শ্রীহট্টে যান —এ কথা ভ্রমাত্মক। উক্ত গ্রন্থে আরও কাল্পনিক কাহিনী আছে। প্রথমত, শচী দেবী একবার শ্রীহট্টে গিয়া ঋতুমতী হইলে, তাঁহার শাশুড়ী শোভা (১) দেবীর নিকট দৈববাণী হয় যে, ভগবান্ শচী দেবীতে আবির্ভূত হইবেন এবং শচী দেবীকে শীঘ্র নবদ্বীপে প্রেরণ করা হউক। দ্বিতীয়ত, মহাপ্রভু উক্ত সময়ে শান্তিপুরে আসিলে, শচী দেবী শাশুড়ীর কথামত তাঁহাকে শ্রীহট্টে বাস করিতে না বলিয়া একবার তথায় যাইতে বলেন, এবং তজ্জন্য মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার পূর্বদেশে যান। (২) পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর মহাপ্রভু সম্ভবত আসামে যান।

(১) কমলাবতী (কলাবতী ?)—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ৩য় ভাগ, ১ম খণ্ড (পৃ ৩৩)

শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শান্তিপুর-আগমনকালে শান্তিপুরে থাকেন, এবং তাঁহাদের পদে এবং চৈতন্যদেবের সমস্ত চরিতগ্রন্থে শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের কথা আছে। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি লিখিয়াছেন (১) যে, 'অধ্যাপক' ('সন্ন্যাসী' নহে) চৈতন্য শ্রীহট্টে যাইয়া চণ্ডী লিখিয়া দেন। (২)

এখানে প্রসঙ্গত মহাপ্রভুর শান্তিপুর-গমন (৩) সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। 'চৈতন্যভাগবতে' (৪) লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে শান্তিপুরে আসেন, তখন মুরারি অদ্বৈতগৃহে রামাষ্টক (৫) পাঠ করেন। মুরারি 'করচা'য় লিখিয়াছেন যে, তিনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবাসাঙ্গনে উহা পাঠ করিলে, মহাপ্রভু তাঁহার কপালে 'রামদাস' লিখিয়া দেন; লোচনদাস লিখিয়াছেন যে, ঐ সময় মহাপ্রভু তাঁহাকে রামরূপ দেখান। এ ক্ষেত্রে বৃন্দাবন দাসেরই ভ্রম হইয়াছে। (৬) রামকেলি হইতে শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভু শচী দেবীর সহিত শেষ সাক্ষাৎ করেন বলিয়া পূর্বে (৭) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মুরারি গুপ্ত 'করচা'য় লিখিয়াছেন যে, বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে মহাপ্রভু ফুলিয়ায় আসেন, সেখান হইতে নবদ্বীপে যাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজমূর্তি স্থাপন করিবার আদেশ দেন, তৎপরে অম্বিকা-কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে যান, এবং সেখান হইতে শান্তিপুরে আসিয়া কয়েক দিন বাস করেন—শচী দেবীও সেখানে উপস্থিত থাকেন।

(১) শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল-ভ্রমণ (২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ১৩৫, ২৮-৩২, ৭২, ২৬৩-৪, ২৮৯-৯০, ৪২৯-৩১, ৫৫৬-৭, ৬০৩-৪) (৩) 'প্রথম ভাগ' দ্রষ্টব্য। (৪) অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায় (৫) প্রথম ভাগ (পৃ ১৯৮) দ্রষ্টব্য। (৬) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২০০, ২৭২; পরিশিষ্ট, ৪) (৭) প্রথম ভাগ (পৃ ২০৪)

"কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই লীলাটি বাদ দিয়াছেন,—(বোধ হয়) সন্ন্যাস-গ্রহণের পর সন্ন্যাসী একবার মাত্র জন্মস্থানে আসিতে পারেন বলিয়া লোকাচার আছে (এই ভাবিয়া)।" (১)

পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ প্রেমানন্দ ভারতী শান্তিপুরে গমন করেন। তিনি হাটখোলা-গোস্বামীদের ৺দুর্গার ঘরে থাকিয়া তত্ত্বকথার আলোচনাদি করিতেন। তিনি শান্তিপুরে সনৃত্য নগরকীর্ত্তনে গাহেন,—

নাম বিলাতে গৌর আমার নগরে বা'র হ'ল,
জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে নামের ধ্বজা উড়িল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব'লে নামের ধ্বজা উড়িল,
চৌদিকে মধুর মৃদঙ্গ তাথৈ তাথৈ বাজিল॥

তিনি ঐ উপলক্ষে ৮।১০ হাজার লোকের সহিত শান্তিপুর প্রদক্ষিণ করেন। তাঁহার আগমনে শান্তিপুরে যে ভাবের বন্যা বহে, তাহার তুলনায় তৎপরবর্তীকালে কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নেতৃত্বে শান্তিপুরে অধিবেশিত বৈষ্ণবসম্মিলনী এবং তাহাতে সমুদ্ভূত রামদাস বাবাজী-প্রমুখ সাধক-ভক্তগণের কীর্ত্তনানন্দ হীনপ্রভ হয় বলিয়া মনে হয়। (২) কতিপয় বৎসর পূর্বে শান্তিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী হয়, এবং গৌড়ীয় মঠের (৩) বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ শান্তিপুরে গমন করেন। সিঁথি-বৈষ্ণব-সম্মিলনী শান্তিপুরে একবার রবিবাসরীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান করেন। (৪)

---

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২১৬-২১) (২) বেচারাম লাহিড়ী —সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ, ১ম খণ্ড (পৃ ৭২); তৃতীয় ভাগে 'লালমোহন ভট্টাচার্য বিদ্যানিধি'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর কার্য-বিবরণী, ১৩৩৮; গৌড়ীয়, ৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড (পৃ ৯৬৯); যুবক, ১৩৪৩ মাঘ (পৃ ৬৯) (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭, ১৫।৯।১৩৪৬

অদ্বৈতাচার্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব-উৎসব নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। "শান্তিপুরধামে প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমাতে চিড়া-মহোৎসব হইয়া থাকে; কেহ কেহ বলেন, ঐ মহোৎসবই শ্রীসীতানাথের বিরহ-মহোৎসব।...ইঁহার জন্মোৎসব-উপলক্ষে শান্তিপুরে যে মহোৎসব হইয়া থাকে তাহার ব্যয়নির্বাহার্থ দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও দাতা রায় সাহেব কমললোচন রায় (১) যথেষ্ট সাহায্য করিতেন,—ইহা বহুকাল যাবৎ রহিত হইয়াছে। পরে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রধানাচার্য শ্রীমন্মদনগোপাল গোস্বামীপ্রভু (অধুনা পরলোকগত) এই কার্যে বিশেষ মনোযোগী হইয়া অতি দক্ষতার সহিত উৎসবকার্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় আর পূর্বের মত রাঢ়দেশীয় কীর্তনসম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীলীলাগানাদির কীর্তন হয় না, সেজন্য ভক্তমাত্রেই মর্মাহত হইয়াছেন। কারণ এই সময়ে নবদ্বীপে যে কীর্তনগানের মহাধূম হয়, প্রকৃত লীলাস্বাদী ভক্তগণের তাহাতে আনন্দলাভ হয় না,—বহু লোক-সংঘট্টই সেই বিমল আনন্দলাভের অন্তরায়।". (২) কতিপয় বৎসর প্রসিদ্ধ রাধাবিনোদ গোস্বামী সসমারোহে ধূলোট-উৎসব সম্পন্ন করেন;—প্রায় এক সপ্তাহের উপর উৎসব-কীর্তনাদি হইত; শান্তিপুর ও অন্য স্থানের ভক্তেরা (বহু মণিপুরী আসিতেন) প্রচুর সাহায্য করিতেন। এখান হইতে কীর্তনদল নবদ্বীপ ও বাগনাপাড়ায় যান। কেহ বলেন যে, ধূলোট-উৎসব চৈতন্যদেব কর্তৃক শ্রীপঞ্চমীতে প্রবর্তিত হয়; নবদ্বীপে শ্রীবাসাঙ্গনাদিতে শ্রীপঞ্চমীতে উৎসব আরম্ভ হয়, এবং কৃষ্ণা তৃতীয়ায় ধূলোট হয়, এবং বড় আখড়াদিতে মাঘী সপ্তমীতে উৎসব আরম্ভ হইয়া কৃষ্ণা চতুর্থীতে ধূলোট হয়; কোনও অদ্বৈত-পরিবার, বোধ হয়, অদ্বৈত-জন্মতিথিতে (মাকরী

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২৬০) (২) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৯ম বর্ষ (পৃ ৩৬)

সপ্তমী) উৎসব আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। (১) কলিকাতা-বরাহনগরে পাটবাটীতে আচার্যের স্মারক কতিপয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত আছে। গৌরনিতাই-বিগ্রহের সহিত বহু স্থানে আচার্যের বিগ্রহও সেবিত হইয়া থাকে। (২) আচার্যের লীলাস্থল বলিয়াই শান্তিপুরের এত গৌরব। সুনামগঞ্জের নয়গাঁতে আচার্যের সম্মানার্থ একটি আখড়া স্থাপিত হইয়াছে। (৩) মুন্সিফ নৃত্যগোপাল গোস্বামী ও সুনামগঞ্জের তহশীলদার রুক্মিণীকান্ত আচার্যের উদ্যোগে গোকুলচন্দ্র দাস পুরকায়স্থ কর্তৃক ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে উক্ত আখড়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (৪) লাউড়ে অদ্বৈত-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বাং ১৩৪১ সালে অদ্বৈত-জন্মতিথি-উপলক্ষে উক্ত মঠস্থাপনের দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব ও বৈষ্ণব-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। (৫) 'দেশ'-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তিভারতীভাগীরথীর কলিকাতাস্থ বাসভবনে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশের পৌরোহিত্যে অধিষ্ঠিত সিঁথি-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর রবিবাসরীয় অধিবেশনে একবার শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব ও সাধনাবিষয়ক আলোচনা হয়। (৬) আরও নানা স্থানে শ্রীঅদ্বৈতের স্মৃতিপূজা হয়। পঞ্জাবী কৃষ্ণদাস

---

(১) Amrita Bazar Patrika, 28-2-1937 ; বসুমতী, ১৩৩২ চৈত্র (পৃ ৮৬২-৩) (২) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৩) Assam Dt. Gazetteers, vol. II (Sylhet ; p. 88) (৪) 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ, ১ম ভাগ (পৃ ১১৮...) (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬।১০।১৩৪১।—ইহাতে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনীতে লিখিত হইয়াছিল যে, অদ্বৈতাচার্য বৃদ্ধ বয়সে নবগ্রামে গিয়া বৃদ্ধা মাতাকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী শান্তিপুরে বা নবদ্বীপে আনিতে অসমর্থ হওয়ায়, শ্রীচৈতন্যের সাহায্যে নবগ্রামেই (পণাতীর্থে) গঙ্গা আনাইয়া মাতাকে স্নান করান। এই কথা 'বাল্যলীলাসূত্রং' গ্রন্থে লিখিত বিবরণের (পূর্বে দ্রষ্টব্য) সহিত মিলে না। (৬) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯, ২৭।১।১৩৪৮

গুঞ্জমালী যথাক্রমে গুজরাট, পঞ্জাব ও সিন্ধু-দেশে যাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করেন; গুজরাটে মহাপ্রভুর গদি 'বড় গৌড়ীয়া' নামে পরিচিত হয়।

'হিন্দু ত যতেক ছিলা বৈষ্ণব করিলা।
মোছলমান যত ছিল হরিভক্ত কৈলা॥
... ...
তার পরে পঞ্জাব মুলতান গুজরাত।
সুরত আদি দেশে প্রভু চৈতন্য ভকত॥
ক্রমে ক্রমে দিল সব শ্রীচৈতন্য দায়।
নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তানের শিষ্য হয়॥
কথোক শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী পরিবার।
শ্রীঅদ্বৈত পরিবার হয়ে বহুতর॥'

অদ্বৈতপ্রভুর শাখাভুক্ত চক্রপাণি আচার্য পরে গুজরাটে 'ছোট গৌড়ীয়া' গদি স্থাপন করেন। (১)

"সীতা ঠাকুরাণী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধা ছিলেন। শান্তিপুরের নিকটস্থ হরিপুরের এক ব্রাহ্মণকুমার সীতা দেবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করেন। এই ব্যক্তি মালদহ-জেলায় আসিয়া অনেক লোককে নিজের শিষ্য করেন। ইঁহার বাসস্থান অদ্যাপি 'জঙ্গলীটোটা' নামে প্রসিদ্ধ। 'জঙ্গলী'র (২) প্রকৃত নাম রাজকুমার বা যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী। জঙ্গলীটোটার গদির মোহন্তরা অদ্যাপি স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকেন। হরিপুরের অপর এক জন ক্ষত্রিয়কুমারও (নন্দরাম

---

(১) ভক্তমাল (বাংলা); শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫৬৮-৯; পরিশিষ্ট—পৃ ২৯, ৩৮)। শান্তিপুরে 'শ্রীঅদ্বৈত-ঢাল-প্রতিযোগিতা'-মূলক একটি ক্রীড়া প্রবর্তিত হইয়াছে।—যুবক, ১৩৩৮ পৌষ (পৃ ২৬)

(২) পূর্বে দ্রষ্টব্য।

সিংহ!) সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য হইয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করেন। তাঁহার নাম হয় 'নন্দিনী'। (১) ইঁহার গদির পরবর্তী মোহন্তেরাও স্ত্রীবেশ ধারণ করেন। নন্দিনী শেষবয়সে জগন্নাথক্ষেত্রে বাস করেন।" (২) এই দুই জনের সম্বন্ধে অন্যরূপও লিখিত আছে। সীতা দেবী তাঁহার দুই দাসী জঙ্গলী ও নন্দিনীকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। জঙ্গলী ব্যাঘ্রভল্লুকাদিপূর্ণ জঙ্গলে তপস্যা করিতেন; গৌড়েশ্বর শিকারে গিয়া কুবাসনায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকটে গেলে তাঁহাকে পুরুষরূপে দেখেন, এবং তাঁহাকে লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় নারীরা তাঁহাকে নারীরূপে এবং পুরুষেরা পুরুষরূপে দেখে; তখন রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং তাঁহার জন্য 'জঙ্গলীটোটা' নামে এক পুরী নির্মাণ করিয়া দেন। (৩)

"বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ও তদনুগত শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদির গ্রন্থাদিতে কোথাও দেখা যায় না যে, পুরুষ-সাধক নারীর বেশ ধারণ করিতেন।···নন্দিনী ও জঙ্গলীর নাম 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় পাওয়া যায়, এবং ইঁহাদের শিষ্যপরম্পরা আজও বর্তমান।···নবদ্বীপের 'সমাজবাড়ী'র বর্তমান অধ্যক্ষ নন্দিনী-জঙ্গলীর পরিবারভুক্ত না হইয়াও, 'ললিতা সখী' নাম ও স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া সাধনা করিতেছেন। (৪)···

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (৩) প্রেমবিলাস, ২৪শ বিলাস (৪) ইঁনি বি-এ উপাধিধারী ছিলেন। ওখানকার আরও সাত জন প্রথমে স্ত্রীবেশ ধারণ করেন, এবং কিয়ৎকাল পরে উহা ত্যাগ করেন। এস্থলে বৃন্দাবনের নোলক বাবাজী, নরহরি ঠাকুর ও রামকৃষ্ণদেবের সখীবেশে ভজনের কথা উল্লেখযোগ্য। ডাঃ এনামেল হক বলেন যে, সুফীদের মধ্যে এক শ্রেণীর সাধক আছেন, যাঁহারা পুরুষ হইয়াও নারীজনোচিত অলঙ্কার পরেন, এবং স্ত্রীভাবে ভগবানের ভজন করেন।—বৃহৎ বঙ্গ (ভূমিকা—পৃ ২৶০)। নিউম্যানের 'Soul' নামক গ্রন্থে ভগবান্‌কে স্ত্রীভাবে ভজনের কথা আছে।

নন্দিনী = জয়া; কায়স্থ ও নাটোরবাসী। গৌড়ীয় মঠের 'চৈতন্য চরিতামৃতের' অনুক্রমণিকায় ইঁহাকে কি প্রমাণবলে অদ্বৈতের কন্যা বলা হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। '...Sakhibhav Vaishnavas act as religious guides for some of the impure tribes...The order has not spread to any distance, nor to any considerable number of people ...Jangali, a Brahman, was never married, and his pupils reject marriage...Nandini was a Kayastha'. (১) লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্রে' (২) আছে—'ক্ষেত্রিকুলে জন্ম এক নাম নন্দরাম'। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, নন্দরাম উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। নন্দিনী গোপীনাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। বগুড়া-কলেক্টরী হইতে গোপীনাথের সেবার জন্য প্রতি বৎসর ১২৸৵০ দেওয়া হয়। (৩) জঙ্গলী = বিজয়া। 'পুরুষ শরীর স্ত্রী প্রকট হইলা'। (৪) সখীভাবে ভজন, হয়ত, ষোড়শ শতাব্দীতে উদ্ভূত হয়।" (৫) ভাগবতে সখীভাবে ভজনের উল্লেখ আছে।

পদকর্তা অনন্ত দাস ও অনন্ত আচার্য অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য (৬) ছিলেন। (৭) জয়কৃষ্ণ দাস লিখিয়াছেন (৮)—

(১) B. Hamilton—Purnea Report (p. 273) (২) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৩) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, ১৬শ অধ্যায় (পৃ ১৮৫-৭) (৪) লোচনদাস—অদ্বৈতমঙ্গল (৫) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ৫৩২-৩,৬৩১; পরিশিষ্ট—পৃ ৪২, ৪৬;—উড়িয়া ঈশ্বরদাসের চৈতন্য-ভাগবতে' নন্দিনী-জঙ্গলীর কথা আছে) (৬) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৭) দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (পৃ ১১০০); সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ২২২; পৃ ২৪৮—"নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যান্য পারিষদ ও শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকগুলি ছোটখাট পদকর্তা ছিলেন।") (৮) বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শন [বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (পৃ ১৮২৮); অমূল্যধন রায় ভট্ট—দ্বাদশ গোপাল (পৃ ৯৯)]; শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট—পৃ ২১, ৬৩)

শান্তিপুরে জন্মিলা রায় মুকুন্দ।
উদ্ধারণ দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ॥

কিন্তু উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সপ্তগ্রামে (বাসস্থান 'উদ্ধারণপুর') জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে। গোপালদাস, বিষ্ণুদাস ও অনন্ত আচার্যও শ্রীঅদ্বৈতের উল্লেখযোগ্য শিষ্য ছিলেন ; (১) বর্তমান দেবহাট্টার 'গোকুলানন্দ-শ্রীপাটের' প্রতিষ্ঠাতা গোকুলানন্দ অদ্বৈতশিষ্য ছিলেন। "মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পর অদ্বৈতপ্রভুর আশ্রমে গোকুলানন্দ আসিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন, এবং আচার্যের নিকট অধ্যয়ন ও প্রেমভক্তি শিক্ষা করেন। তৎকালে আচার্য যে সকল মন্ত্রসিদ্ধ শিষ্যমণ্ডলে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তাহার মধ্যে নয় জন শিষ্য (তন্মধ্যে গোকুলানন্দ ও অচ্যুতানন্দ) প্রধান ছিলেন। গোকুলানন্দের কতকগুলি অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা ছিল ; প্রকৃতপক্ষে, তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অচ্যুতানন্দের মৃত্যু হওয়ায়, গোকুলানন্দ আচার্যের পুত্রস্থানীয় হন, এবং আচার্যের অপ্রকট হওয়ার পর তদুত্তরাধিকারীগণ আচার্যের শিষ্যবর্গকে বিদায় দেওয়ায়, সমস্ত শিষ্যবর্গ যাঁহার যেথায় ইচ্ছা তথায় গমন করেন।···গোকুলানন্দ ক্রমে উক্ত শ্রীপাট স্থাপন করেন। এই সিদ্ধ যোগীর আশ্রম মঠে পরিণত হয়, এবং নূতন স্থাপিত হাটের নাম 'দেবহাট্টা' হয়।" (২) বাসুদেব দত্ত, বোধ হয়, অদ্বৈতশিষ্য ছিলেন। (৩) কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাকে চৈতন্যশাখাভুক্ত, এবং অদ্বৈতশাখান্তর্গত যদুনন্দন আচার্যকে তাঁহার 'কৃপার ভাজন'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (৪)

(১) হরিলাল চট্টো—বৈষ্ণব-ইতিহাস (পৃ ৯৫) (২) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ (পৃ ৫৪৯) ; এই পত্রিকার পূর্ববর্তী কার্তিক সংখ্যায় লিখিত হয় যে, গোকুলানন্দ নিত্যানন্দ-নন্দন বীরচন্দ্র গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। (৩) অদ্বৈতপ্রকাশ (৪) চৈতন্যচরিতামৃত

"মধ্য ভারতের ছতরপুরের রাজা ৫।৭ বৎসর পূর্বে (বাং ১৩৪২ সালের) মহাসমারোহের সহিত গৌরাঙ্গমহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতপ্রভুর শান্তিপুরবাসী এক বংশধরের শিষ্য।...খড়দহ ও শান্তিপুরের গোস্বামিগণের এবং শ্রীনিবাসের বংশধরগণের শিষ্যতালিকা খুঁজিলে বিস্তর উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে।" (১)

শান্তিপুরের নিম্নলিখিত স্থানে ৺গৌরনিতাই-সীতানাথ-বিগ্রহ পূজিত হন।—বড় গোস্বামীবাটী : ৺ষড়্‌ভুজমহাপ্রভু, কৃষ্ণকুমার গোস্বামী কর্তৃক প্রায় ১৬০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ; ৺সীতাদ্বৈত, রাঘবেন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ;—মধ্যম বা হাটখোলা-গোস্বামীবাটী : ৺গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ, প্রায় ১৪৫ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ; ৺সীতাদ্বৈত, প্রায় ১৮৫ বৎসর পূর্বে স্বরূপ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ;—মদনগোপাল-শাখার বাটী : ৺সীতাদ্বৈত, প্রায় ২৩৫ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ;—আউলিয়া (পাগলা) গোস্বামীবাটী : ৺গৌরনিতাই, প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ; ৺সীতাদ্বৈত, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে হরিনাথ গোস্বামীর পত্নী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ;—ছোট গোস্বামীবাটী : ৺গৌরনিতাই, বাং ১২৮২ সালে কুঞ্জবিহারী, ক্ষেত্রমোহন, ব্রজগোপাল ও প্যারীলাল গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ; ৺সীতাদ্বৈত, মথুরেশ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, শান্তিপুরে 'সীতানাথের বাটী' বলিতে 'ছোট গোস্বামীবাটী'ই বুঝায় ;—বাবলা : ৺অদ্বৈতপ্রভু, ১২৮৩ সালে জনৈক রামায়েৎ বৈষ্ণব (২) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। (৩) "শান্তিপুরাদি স্থানের মন্দিরগুলি ৩।৪ শত বৎসর-মধ্যে নির্মিত

(১) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭৫৭)　(২) পূর্বে ও প্রথম ভাগে দ্রষ্টব্য।　(৩) যুবক, ১৩৩৬ আষাঢ় (পৃ ৩)

হয়।" (১) ৺রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ ও মন্দিরাদির কথা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। (২)

প্রসঙ্গত শান্তিপুরের গোস্বামীদিগের কতিপয় কীর্তির কথা লিখিত হইল। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে বিধর্মীর অত্যাচারে বৃন্দাবন হইতে ৺কৃষ্ণজীউর বিগ্রহমূর্তি জয়পুরে নীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়পুররাজ মহাভাগবত দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে, মহাপ্রভুর অনুবর্তী পরকীয়াবাদী বৃন্দাবন ও জয়পুরবাসী বাঙালী বৈষ্ণবগণের সহিত তদ্দেশীয় স্বকীয়াবাদী পণ্ডিতগণের বিরোধ হয়। পরকীয়াবাদীগণ সিদ্ধান্তবিচার না করিয়াই স্বকীয়ামতে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করিয়া দেন। পরে তাঁহাদের প্রার্থনামতে জয়সিংহ সভাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যকে এ বিষয়ে রীতিমত বিচারের জন্ত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। জনৈক মসনবদার সেনানীর সহিত তিনি ও বাঙালী বৈষ্ণবগণ যাত্রা করেন। প্রয়াগে, কাশীতে এবং বঙ্গের কতিপয় স্থানে বৈষ্ণবগণ বিনাবিচারেই পরাভব স্বীকার করেন। কিন্তু কাটোয়ার নিকটস্থ শ্রীখণ্ডে (ঠাকুর নরহরি সরকারের পাট) ও জাজিগ্রামে (এখানে ও মালহাটিতে শ্রীনিবাস ঠাকুরের বংশীয়গণ বাস করিতেন) আপত্তি উঠে। তদনুসারে বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর নিকট দরখাস্ত করা হইলে, তিনি সুদূর তৈলঙ্গ, সুবর্ণগ্রাম, ইত্যাদি স্থান হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনাইয়া মুর্শিদাবাদে সভা আহূত করিয়া বৈষ্ণবগণের ধর্মবিচারে সহায়তা করেন। এই সভায় শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের বংশধর পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঘটনার তারিখ বাং ১৭।১১।১১২৫। তৎপরে, পুনরায় বৃন্দাবনাদি স্থানে পরকীয়া মতের

---

(১) দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ১১৪০) ; বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ (পৃ ৪৬০...) (২) প্রথম ভাগ (পৃ ২০৫, ২৫২) দ্রষ্টব্য।

জয়পতাকা উড়ে ('ঢাণ্ডা গারা গেল')। পূর্বে যে সমস্ত বাঙালী বৈষ্ণব স্বকীয়া মত স্বীকারে বাধ্য হন, তাঁহারা পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবাচার্যগণের পঞ্চ-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, এক ইস্তফাপত্র লিখিয়া দেন। সভার প্রারম্ভে অঙ্গীকারপত্রে এইরূপ লিখিত থাকে—"আমরা শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মতাবলম্বী; অতএব বিচারে যে ধর্ম স্থায়ী হয় তাহাই লইব। এই মত করার হইল, বিচার মানিলাম—তাহাতে পাতসাই সুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল—তিঁহো কহিলেন ধর্মাধর্ম বিনা তজবিজ হয় না—অতএব বিচার কবুল করিলেন। সেইমত সভাসদ্ হইল—শ্রীপাট নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ও তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার, সোনারগ্রামের শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য গয়রহ, শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচার্য—সাং মহ(ন্থ)লা।" (১) এই স্বাক্ষরকারী গোস্বামীগণের মধ্যে বর্ধমান-কাটোয়ার নিকটবর্তী সুদপুর, কানাইডাঙা ও লুতা, ইত্যাদি স্থানের গোস্বামী ভিন্ন শান্তিপুর ও খড়দহের গোস্বামীও আছেন। পরাভব-দলিলে সাক্ষীস্বরূপ শান্তিপুরের কালাচাঁদ ও কৃষ্ণকিশোর গোস্বামীর নামস্বাক্ষর আছে। ইস্তফাপত্রে শান্তিপুরের গোপালগোবিন্দ গোস্বামীর স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। দলিলের উপর নবাব, প্রধান কাজী, কানুনগো, সওয়ানে নেগার ও ফৌজদারের মোহর, এবং প্রধান কর্মচারিবর্গের ও সভাসদ্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণের স্বাক্ষর আছে; কিন্তু কানুনগো দর্পনারায়ণ, কাজী সদরুদ্দীন, ওয়াকে নেগার, প্রভৃতির নাম দলিলের উক্ত কিঞ্চিৎ বিকৃত প্রতিলিপিতে যথাযথ নির্দিষ্ট হয় নাই। (২) ক্ষেত্রবিশেষে মুসলমানগণ হিন্দুর কৃষ্টি-সংরক্ষণে কিরূপ সাহায্য করিতেন উপরোক্ত ঘটনা তাহার প্রমাণ।

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬ (পৃ ২৯৭-৩০৭)—ইহা মূল দলিলের প্রতিলিপি। (২) কালীপ্রসন্ন বন্দ্য—বাংলার ইতিহাস,

উপরিলিখিত ও আর একখানি দলিল (বাং ১১৩৮) (১) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমহাশয় প্রকাশ করেন। "পরকীয়াবাদ বাংলায় বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রথম দলিলে দেখা যায় যে, আগম, ব্রহ্মবৈবর্ত, ভাগবত, হরিবংশ ও গোস্বামী-শাস্ত্রের মতে পরকীয়াবাদই স্থিরীকৃত হইয়াছে।...... দুইখানি দলিলের ভাষা ও বর্ণিতব্য বিষয়ের পার্থক্য দেখিয়া আমার সন্দেহ হয় যে, পরকীয়াবাদের বিচারের কথা ঐতিহাসিক ঘটনা নহে— ঐ দুই দলিল পরকীয়াবাদীরা জাল করিয়া প্রচার করিয়াছিল। যাহা হউক, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ('চরম পরকীয়াবাদী') ১৬৯৬ খৃস্টাব্দে (১১০৩ বঙ্গাব্দে) ভাগবতের টীকা লিখিতেছিলেন। (তিনি উজ্জ্বলনীলমণির 'লঘুত্বমত্র' শ্লোকের টীকায় জীব গোস্বামীর স্বকীয়াবাদের উপর ঘোরতর আক্রমণ করিয়াছেন।) তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরকীয়াবাদ বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল।...... সহজিয়া, সাঁই, বাউল ও দরবেশগণ অনেক পুথি (জঘন্য) লিখিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চালাইয়া দিয়াছেন।" (২)

খড়দহে প্রদত্ত এক ব্যবস্থাপত্রে শান্তিপুরের গোস্বামীর স্বাক্ষর আছে দৃষ্ট হয়। (৩) একবার বৃন্দাবনে শৃঙ্গারবটের গোস্বামীরা চূড়াধারী

নবাবী আমল (পৃ ৭৭) ; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩৮); দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ (ভূমিকা—১৲), বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (পৃ ১৬৩৮-৪৩)—এই গ্রন্থে ভিন্ন তারিখ প্রদত্ত আছে, তবে, উক্ত সভা হওয়ার কতিপয় বৎসর পরে ইস্তফাপত্র লিখিত হয় এইরূপ মনে করিলে তারিখের সামঞ্জস্য হয়। (১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮ (পৃ ৮-১০) (২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৫৭২-৩, ৩০৯)। ভারতবর্ষ, ১৩৩২ অগ্রহায়ণ (পৃ ৯১৭) : স্বকীয়া ও পরকীয়া ; পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮ বৈশাখ (পৃ ৩২), শ্রাবণ (পৃ ৪৬৫), চৈত্র (পৃ ১৫৮৫) : পরকীয়া (৩) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক), ৩য় পরিশিষ্ট

(১), অর্থাৎ, অপাংক্তেয় কিনা ইহা লইয়া বিষম আন্দোলন হয়। সেখানকার গৌড়মণ্ডলের গোস্বামীরা লিখিয়া দেন যে, উক্ত গোস্বামীরা চূড়াধারী নহেন;—জঙ্গীপুরের নিকটস্থ শ্যাম-সর্বেশ্বরের মোহন্তেরা শূদ্র ও চূড়াধারী; এবং চূড়া বাঁধিয়া গদিতে বসে। এই গৌড়-গোস্বামীদের মধ্যে শান্তিপুর-নিবাসী কলাবাঁধার রামজয় গোস্বামীর নাম আছে। বৃন্দাবনস্থ সমস্ত প্রভুপাদগণ একত্র হইলে এই বিষয়ের মীমাংসাপত্র প্রস্তুত হয়; ইহাতে অদ্বৈত-সন্তান সীতানাথ, গোবিন্দচন্দ্র ও কৃষ্ণ মিশ্রের ধারার ব্রজেন্দ্রলাল গোস্বামীর নামস্বাক্ষর রহিয়াছে। (২) প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, চিরঞ্জীব শর্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) শান্তিপুরের গোস্বামীদিগের বর্তমান নিতান্ত দুর্দশার কথা ব্যথিতান্তঃকরণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের দুরবস্থা-বর্ণনাচ্ছলে রাসোৎসবের প্রবল প্রতিবাদ-হিসাবে পটপূর্ণিমা উপলক্ষে ১৫।২০ হাত উচ্চ প্রতিমা (৩) পূজা ও শোভাযাত্রা, এবং শাক্তগণের বলিদান, রক্তপাত, নৃত্যগীতাদি আমোদের উল্লেখ করিয়াছেন। (৪)

গৌরমন্ত্রের বিপক্ষীয় ও কৃষ্ণমন্ত্রের সপক্ষীয় মত সম্পর্কে যে সকল ব্যবস্থাপত্র প্রণীত হয় তাহাতে শান্তিপুর ও অন্য স্থানের প্রায় সমস্ত

(১) "নিত্যানন্দের পরিকরেরা গোপবেশ ধারণ করিয়া মাথায় চূড়া পরিতেন। বীরচন্দ্র চূড়াধারণ নিষেধ করেন। এক ব্যক্তি তাহা মানেন নাই বলিয়া বীরচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ঐ ব্যক্তির সম্প্রদায় এখন চূড়াধারী সম্প্রদায় নামে পরিচিত।"—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট—পৃ ৮১) (২) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ (পৃ ৩৫৬, ৪৫৩) (৩) ৺ভদ্রকালী ২৮ হাত হয়। (৪) ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা, উত্তর বিভাগ (পৃ ১১২)

অদ্বৈতবংশীয় এবং বৈষ্ণবসমাজের অনেক নেতার নামস্বাক্ষর থাকে। বিরোধী দলের নেতাস্বরূপে শান্তিপুরের নীলমণি ও রাধিকানাথ গোস্বামী ভাগবতরত্নাকর দণ্ডায়মান থাকেন। উথলির অদ্বৈতবংশীয় নেতৃগণও গৌরমন্ত্রের বিপক্ষে থাকেন। 'চৈতন্যমতবোধিনী' পত্রিকা (সম্পাদক রাধিকানাথ গোস্বামী ও শরচ্চন্দ্র তপস্বী) এই বিরুদ্ধ আন্দোলনে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাঁহাদের কথা এইরূপ থাকে—যখন অদ্বৈতাচার্য দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে শ্রীচৈতন্যকে উপাসনা করেন, এবং মহাপ্রভু ইহাতেই সন্তুষ্ট ও নিজে ঈশ্বর পুরীর নিকট এই মন্ত্রে দীক্ষিত হন,—যখন সাধুগণ ও পূর্বাচার্যগণও এইরূপ কার্য করিয়াছেন, এবং প্রামাণিক কোনও ব্যক্তি বা তন্ত্র কর্তৃক কল্পিত গৌরমন্ত্র সমর্থিত হয় না, তখন মহাপ্রভুর উপাসনা উক্ত গোপালমন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্র দ্বারা করা কর্তব্য নহে। গৌরমন্ত্রের আন্দোলন প্রথমে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় উত্থিত হয়,—ইহাতে স্থানে স্থানে লাঠির ব্যবহারও চলে ; তখন বৃন্দাবনের প্রধান গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণ একখানি ব্যবস্থাপত্র দ্বারা উহা দমিত করেন। পুনরায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এই আন্দোলন উঠে। গৌরমন্ত্রের সমর্থক 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-পত্রিকার সম্পাদকরূপে রাধিকানাথ গোস্বামীর নাম থাকায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হন, এবং সম্পাদনা হইতে নিজ নাম উঠাইয়া লন। নরহরি সরকার (১) ও শ্রীখণ্ডের ঠাকুরেরা, 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-গ্রন্থকার ঈশান নাগর, বলাগড়ির রামরতন বিদ্যাভূষণ ও নীলমাধব ভক্তিভূষণ প্রভৃতি, এবং ঢাকা ও শ্রীহট্টাদি স্থানের নীচ শূদ্রাদির গুরুগণ

(১) "ইনি শাস্ত্রবিধিমতে চৈতন্যপূজার মন্ত্র রচনা করিয়াছেন—সেই বিধি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে।......নরহরির বংশধরেরা শ্রীখণ্ডে 'বৈষ্ণব গোঁসাই' বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর মধ্যে বহু শিষ্য আছে।"—বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৭১২)

এই গৌরমন্ত্রের উপাসক ও প্রচারক ছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশে' লিখিত আছে যে, অদ্বৈতাচার্য শচী দেবী ও জগন্নাথ মিশ্রকে গৌরমন্ত্রে দীক্ষা দেন, এবং বালক কৃষ্ণ মিশ্র 'গৌরায় নমঃ' বলিয়া নিবেদন করিয়া কদলী খান। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, অদ্বৈতপ্রভু 'হেমাভ' গোপালমন্ত্রে শচী দেবী ও জগন্নাথ মিশ্রকে দীক্ষা দেন, এবং চৈতন্যচরিতামৃতে চতুরক্ষর 'বালগোপাল মন্ত্র'কেই 'গৌরগোপাল মন্ত্র' বলা হইয়াছে। (১)

একটি মনোরম সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের সমাপন করা যাইতেছে।—

যদি দেখবি তাঁরে, তবে, ভাই, আয়, রে, শান্তিপুরে।
আমার চৈতন্য নিত্যানন্দ সদা বিরাজ করে, সেই অদ্বৈতের ঘরে;
ওরে, একে তিন, তিনে এক হয়, দেখ্, রে, বিচার ক'রে ॥
নিত্যানন্দ বিনে, কে চৈতন্য দিতে পারে, ওরে, এ মায়াঘোরে;
আবার দুইকে মিলায়ে দেয় অদ্বৈত দয়া ক'রে ॥
চৈতন্য পাবি, রে, অদ্বৈত চিন্তা ক'রে,
　　　　ওরে, নিত্যানন্দ ধ'রে;
ওরে, এক ধরিলে তিন যে মেলে, এক ছাড়া তিন নয়, রে ॥ (২)

অদ্বৈতাচার্য-সম্বন্ধীয় আংশিক প্রমাণ-পঞ্জী প্রদত্ত হইল।—অদ্বৈতচরিতং (পুথি); " তত্ত্ব (হস্তলিখিত)—ক্ষিতীশচন্দ্র পাল; " তত্ত্ব (পুথি)—শ্যামানন্দ পুরী; " প্রকাশ—ঈশান নাগর (সম্পাদক সতীশচন্দ্র মিত্র); " বংশ; " বংশাবলীঃ; " বিলাস (পুথি; খৃস্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ)—নরহরি দাস; " ....(২ খণ্ড)—বীরেশ্বর প্রামাণিক; " মঙ্গল—শ্যামদাস; ....(পুথি; আংশিক মুদ্রিত) — হরিচরণ

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪৫৯-৬৪) (২) যুবক, ১৩৪৮ আষাঢ় (পৃ ১৮)

দাস (সম্পাদক ব্রজসুন্দর সান্যাল ; ১ম খণ্ড ; ১৩০৮) ; " শতকং ; " সংগ্রহঃ ; " সূত্রকড়চা (পুথি)—কৃষ্ণদাস কবিরাজ [ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিলেও, বৈষ্ণবসমাজ কৃষ্ণদাসকে ইহার রচয়িতা মনে করেন না। —শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৩০৭)] ; " স্তোত্রং ; অদ্বৈতাচার্য (১৩৩৩)—অমিয়কান্তি দত্ত ; অদ্বৈতাচার্যের বাসস্থান নির্ণয়, শান্তিপুরে, —শ্রীঅদ্বৈতের পাট, শান্তিপুরে,—মদনগোপাল-মাহাত্ম্য—ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠ ; অদ্বৈতের পাট শান্তিপুরধাম, শ্রী- —কালাচাঁদ দালাল ; অভিধান (৬ষ্ঠ সংস্করণ) : অদ্বৈত, চৈতন্যদেব, মদনগোপাল (পৃ ৯১৫), হরিদাস সাধু—সুবলচন্দ্র মিত্র ; ", নূতন বাংলা—আশুতোষ দেব ;—চরিতাভিধান (২য় সংস্করণ ; অদ্বৈতাচার্য, অচ্যুতানন্দ, ঈশান নাগর, দিব্য সিংহ, হরিদাস) : উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; চরিতাভি-ধান, বৈষ্ণব, ১ম খণ্ড : অমূল্যধন রায় ভট্ট ;—জীবনীকোষ (ঐতিহাসিক —ভারতীয় অংশ ; অচ্যুত গোঁসাই, অদ্বৈতাচার্য, ঈশান নাগর, কুবের পণ্ডিত, কুবেরাচার্য, কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া, দিব্য সিং) : শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার ;—বিশ্বকোষ (১ম সংস্ক : চৈতন্যচন্দ্র ; ২য় সংস্ক : অচ্যুত, অদ্বৈতপ্রভু) : নগেন্দ্রনাথ বসু ;—মহাকোষ (অচ্যুত, অদ্বৈতাচার্য) : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; কুলপঞ্জিকা ; কৃষ্ণমিশ্রচরিত ; গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাদর্পণ (পৃ ১৪, ১১৮ ; গৌড়ীয় মঠ) ; গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব (২ খণ্ড)—হেমচন্দ্র সরকার ; গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড —রজনীকান্ত চক্রবর্তী ;—বাংলার ইতিহাস, ২য় ভাগ : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা ; " চন্দ্রামৃতং—প্রবোধানন্দ সরস্বতী ; " চন্দ্রোদয়ঃ, চৈতন্যচরিতামৃতং, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা— কবি কর্ণপূর ; " চন্দ্রোদয়কৌমুদী—প্রেমদাস ; " চরিত—চূড়ামণি দাস ; " চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ; চৈতন্যচরিতের উপাদান (বিস্তৃত প্রমাণপঞ্জীসহ)—বিমানবিহারী মজুমদার ; চৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-

নির্ণয় (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭, ৪র্থ সংখ্যা) ; " ভাগবত—ঈশ্বরদাস (উড়িয়া), বৃন্দাবন দাস ; " মঙ্গল (সংস্কৃত)—বৃন্দাবন দাস ; .... —জয়ানন্দ, লোচনদাস ; " লীলামৃত (২ ভাগ)—জগদীশ্বর গুপ্ত ; " লীলামৃতং, সগণ-(হস্তলিখিত) —হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী ; Chaitanya, Sri—B. Bon ;— অমিয়নিমাইচরিত (৬ খণ্ড) : শিশিরকুমার ঘোষ ;— করচা : গোবিন্দদাস, জীব গোস্বামী, মুরারি গুপ্ত, রূপ গোস্বামী, স্বরূপ-দামোদর ;— কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রী-: মুরারি গুপ্ত ;— কৃষ্ণচৈতন্যো-দয়াবলী, শ্রী-: প্রদ্যুম্ন মিশ্র ;— গৌরাঙ্গ, শচীদুলাল (চলচ্চিত্রের নাটক) ; — গৌরাঙ্গ-সুরকল্পতরু ;— নিমাই-সন্ন্যাস : কৃষ্ণকমল গোস্বামী ;— মনঃসন্তোষিণী : জগজ্জীবন ; তীর্থচিত্র—রাজলক্ষ্মী দেবী ; নরোত্তমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর (২য় সংস্ক, ১৩১৯ ; প্রকাশক রামদেব মিশ্র, সংশোধক রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ)—নরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রবর্তী ; পদকল্পতরু......(বিভিন্ন সংস্করণ) ; প্রেমবিলাস (১৫২২ শক ; প্রকাশক যশোদানন্দন তালুকদার ; ১৩২০)—নিত্যানন্দ বা বলরাম দাস ; " — যুগলকিশোর দাস ; বংশ-পরিচয়, ৭ম খণ্ড—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার ; বংশীশিক্ষা ; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক), বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, বৃহৎ বঙ্গ (২ খণ্ড), Chaitanya and his Age, Chaitanya and his Companions, History of the Bengali Language and Literature (pp. 495-7)—দীনেশচন্দ্র সেন ;— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন ; বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি—রাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ —নগেন্দ্রনাথ বসু ;— বাংলার সামাজিক ইতিহাস (২য় সংস্ক) : দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ;— ব্রাহ্মণবংশ-বৃত্তান্ত (৩য় সংস্ক) : শরচ্চন্দ্র রায় ;— সম্বন্ধনির্ণয় (৩য়, ৪র্থ সংস্ক) : লালমোহন বিদ্যানিধি ;— হিন্দুসমাজ, ২য়

খণ্ড : উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ) ; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৩৫৫-৭৬, নির্ঘণ্ট)—সুকুমার সেন ; বাল্যলীলাসূত্রং—কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া (অচ্যুতচরণ চৌধুরীর বঙ্গানুবাদ) ; বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা……; বৈষ্ণব ইতিহাস (৩য় সংস্ক) —হরিলাল চট্টোপাধ্যায় ; " দিগ্‌দর্শন, ভুবনমঙ্গল—জয়কৃষ্ণ দাস ; " দিগ্‌দর্শনী (২য় সংস্ক)—মুরারিলাল অধিকারী ; " বন্দনা—জীব গোস্বামী, দেবকীনন্দন, বৃন্দাবন দাস (দ্বিতীয়); " মঞ্জুষাসমাহৃতি (গৌড়ীয় মঠ) ; " সাহিত্য—আশুতোষ পাল, সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী ; ভক্তমাল ; ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা (৪র্থ সংস্ক)—চিরঞ্জীব শর্মা ; শান্তিপুর-স্মৃতি, ১ম খণ্ড—রাধিকানাথ মণ্ডল ; শিশু-ভারতী : ২য় খণ্ড (পৃ ৭৬২), ৭ম খণ্ড (পৃ ২৭০৩-৫), ৯ম খণ্ড (পৃ ৩৩০১) ; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (২ খণ্ড)—অচ্যুতচরণ চৌধুরী ; সীতাগুণ-কদম্ব—বিষ্ণুদাস আচার্য ; সীতাচরিত্র—লোকনাথ দাস (সম্পাদক অচ্যুতচরণ চৌধুরী ; ১৩৩৩) ; সীতাদ্বৈতচরিত্র [১৭৯২ শক ; 'নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত ; —এই পত্রিকার সম্পাদক রাধাবিনোদ দাস, বাং ১২৭৮ সালে ইহার প্রথম প্রকাশ ; এই গ্রন্থখানির পূর্ণ নাম—ছয় গোস্বামীর সূচক ও শ্রীসীতাদ্বৈতচরিত্র ।—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ১৪১, পরিশিষ্ট—পৃ ১১৪-৫)] ; সীতা-মাহাত্ম্য (?)—লোকনাথ গোস্বামী ; হরিদাস ঠাকুর — অচ্যুতচরণ চৌধুরী, সতীশচন্দ্র মিত্র ;— ভক্তির জয় : কালীপ্রসন্ন ঘোষ

ত্রিপুর পরিচয়, ২য় ভাগ
(পৃঃ ৫৫৭

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

কবি বেণোয়ারীলাল গোস্বামী (পৃঃ ৫৬৫)
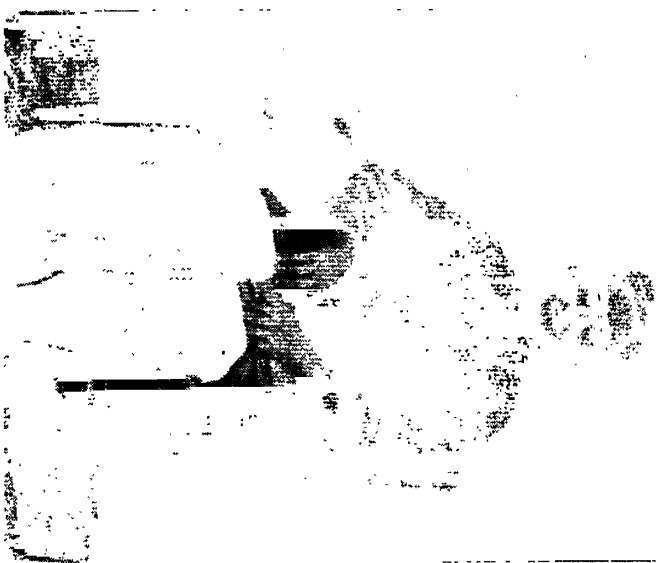
৬ষ্ঠ প্রবাহ : শান্তিপুর-শাখা

(অ) 'মদনগোপাল'-গোস্বামী

সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা—

যাদবেন্দ্র—রামদেব, জয়দেব

রামদেব—(৫ পুত্রের মধ্যে) রামকৃষ্ণ, রঘুনাথ, গৌর, রসিকানন্দ

রামকৃষ্ণ—রামগোপাল — নিত্যানন্দ — রাধামাধব — মদনগোপাল ভাগবতাচার্য ; রঘুনাথ—রামজীবন—নবীনচন্দ্র—(৬ পুত্রের মধ্যে) বৃন্দাবনচন্দ্র, উৎসবানন্দ (পুত্র প্যারীমোহন), হরিষানন্দ (পুত্র ব্রজানন্দ, নবদ্বীপবাসী) ; বৃন্দাবনচন্দ্র—রামকৃষ্ণ—কৃষ্ণধন, জানকীনাথ ; কৃষ্ণধন — রামগোবিন্দ — রাধাবিনোদ ভাগবতশাস্ত্রী কাব্যসাংখ্যতীর্থ —রাসবিহারী, এম-এসসি, বি-এল ; জানকীনাথ — ত্রৈলোক্যনাথ — সীতানাথ ভাগবতরত্ন, শ্যামসুন্দর কাব্যব্যাকরণসাংখ্যতীর্থ বেদান্তরত্ন ; গৌর—বদনচন্দ্র—নিমাই—কালাচাঁদ — লালচাঁদ—চিত্তরঞ্জন হাস্যার্ণব ; রসিকানন্দ—জগন্নাথ—কৃষ্ণনাথ—রাধাবিনোদ—অদ্বৈতচন্দ্র বিদ্যারত্ন—হরিশ্চন্দ্র ভাগবতভূষণ—বিশ্বেশ্বর, এম-এ, কাব্যতীর্থ

জয়দেব — রামগোপাল — গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ; গৌরচন্দ্র — আনন্দচন্দ্র—শ্রীরামচন্দ্র — রাধিকানাথ ভাগবতরত্নাকর — গৌরবিনোদ, নিতাইবিনোদ, সীতানাথ, বৃন্দাবন ; নিত্যানন্দ—রাসবিহারী—রমানাথ —জয়গোপাল শিরোমণি—(৬ পুত্রের মধ্যে) বেণোয়ারীলাল (পুত্র যূথিকাবিকাশ, এম-এ), মোহনলাল (পুত্র জ্যোতির্বিকাশ, নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, জিতেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী), বীণাবল্লভ, রাধাবল্লভ

৺চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, বি-এ, হাস্যার্ণব

শান্তিপুরের 'মদনগোপাল'-গোস্বামীশাখার কালাচাঁদ গোস্বামী কাশ্যপ-পল্লীস্থ বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র লালমোহন

(লালচাঁদ), বি-এ, সাঁওতাল-পরগণার পাকুড়-স্টেটের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তৎপুত্র চিত্তরঞ্জন প্রথমে সেখানেই ছিলেন, এবং অষ্টম বর্ষ বয়সে অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় আসেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১), অমৃতলাল বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রভৃতি সুধীগণ বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতা-পটলডাঙাস্থ বাটীতে জগদ্ধাত্রী-পূজার নিমন্ত্রণ-সভায় ঐ বয়সেই চিত্তরঞ্জনের প্রতিভার আভাস পাইয়া তাঁহাকে কলিকাতাতেই থাকিতে অনুরোধ করেন। যাহা হউক, তিনি শিক্ষা সমাপনান্তে পাকুড়-স্টেটে ও ই-আই-রেলে কিয়ৎকাল চাকরী করার পর পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে কলিকাতায় আসিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের পরামর্শে দীনবন্ধু মিত্রের ভবনে তৎপুত্র ললিতচন্দ্র-অনুষ্ঠিত পূর্ণিমা-মিলন-উৎসবে বহুজনসমক্ষে প্রথম নিজ ক্ষমতার পরিচয় দেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু লিখিতেছেন (২), "ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে সকলের চিত্ত রঞ্জন ক'রে চিত্তরঞ্জন বিজয়পতাকা উড়িয়ে বাসায় গেল; জিরুতে নয়, তার পর নিমন্ত্রণের উপর নিমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণের উপর নিমন্ত্রণ।......শ্রীক্ষেত্রের যে কারিকরদের হাত থেকে অমন অতুল সৌন্দর্যবিশিষ্ট মন্দির ও অন্যান্য ভাস্করকার্য গঠিত হইয়াছিল সেই কারিকরেরাই শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর অননুপমেয় বদনখানি গ'ড়ে ফেললে কিসের প্রেরণায়! চিত্তরঞ্জনকে দেখে বুঝেছি যে, জগন্নাথমুখই গোলোকপতির আসলরূপ। ঐ 'প্যাটার্ণের' মুখ না হ'লে তিনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্ববিমোহনরূপ ধ'রে ব্রজবল্লভ পর্যন্ত সেজে মানবমনের কলঙ্ক মাজতে আসতে পার্তেন না। ঐ জগন্নাথী চেহারার জোরে একা চিত্তরঞ্জন কত নূতন নূতন অপরূপ বেশে সজ্জিত হ'য়ে হাস্যের পুষ্পবৃষ্টিতে মানবের মূর্ছিত মনকে জাগিয়ে

---

(১) কালাচাঁদের ভাগিনেয়; ইঁহার কথা নিম্নে লিখিত হইল। (২) 'মালা-বদলের' ভূমিকায়

তুলতে পারে তা এই কলাবিদের রচিত 'মালাবদল' পুস্তকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেই আনন্দে মোহিত হ'য়ে বুঝতে পারবেন।" চিত্তরঞ্জন নিজেও উক্ত গ্রন্থে নিজ স্বরূপের ('জ্যান্ত জগন্নাথ') ষোল কলার পরিচয়ে লিখিতেছেন,—

"গোঁসাইজীর বপুখানি 'বয়ামার্কা' হয়।
বহুরূপে বিহরে প্রভু চিত্রে পরিচয়॥
... ...
শ্রীজগন্নাথ-রূপে আদিতে বিরাজে।
পাণ্ডাঠাকুর পূজায় রত নজর আসল কাজে॥
... ...
চল্লিশ পারে চিন্দা শেষে হইলা ষোড়শী॥"

গ্রন্থকার উৎসর্গে লিখিয়াছেন, "যিনি এই গোস্বামীর গোলামীর গলরজ্জু খসিয়ে নিয়ে সযত্নে স্বহস্তে হাসির হাসুলী পরিয়ে দিয়ে দেশের বুক্ত প্রান্তরে ছেড়ে দিয়ে গেছেন, সেই হাস্যরসের অবতার চিরহাস্যপুরবাসী দ্বিজেন্দ্রলাল রয়ে খুড়ামহাশয়ের উদ্দেশ্যে এই 'মালা-বদলের' কুসুমগুলি অঞ্জলি দিলাম।"

চিত্তরঞ্জন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকদের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহারা প্রতিভা বহুমুখী ছিল। বাচন, ভঙ্গিমা, কবিতা ও সঙ্গীত রচনা, এবং উপাদান ও রসপ্রাচুর্যে তাঁহার ক্ষমতার অদ্ভুত বিকাশ দৃষ্ট হইত। কৌতুকাভিনয়ে তিনি বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজের চিরপ্রিয় ছিলেন, এবং এই ব্যবসায়ে এত অর্থোপার্জন ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন বাঙালীর মধ্যে আর কারও ভাগ্যে ঘটে নাই। বাংলার এই দুর্দিনে তাঁহার আবির্ভাব নির্মল আনন্দদায়ক হইয়াছিল। তৎপ্রণীত গ্রন্থ—মালা-বদল (বরের বাজার; সচিত্র; ১৩৩৪); 'জী'-মার্কা চিত্তরঞ্জন (অপ্রকাশিত)। তাঁহার 'ভাবের অভিব্যক্তি' নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। তিনি

সাজসজ্জা ব্যতীত ৫৫ রকমের হাস্য প্রদর্শন করিতে পারিতেন —কচি, নেয়াপাতি, শাঁসেজলে, দোমালা, ডাঁশা, পাকা, বাঘা, গোলাপী, ছাগুলে, কাষ্ঠ, কুৎসিত, ক্যাবলাকান্ত, উড়ে, ঠোঁটফাটা, চীনে, ব'নেদী, গরিলা, মুরুব্বী, গাব্দে, কাঁদুনে, বেল্লিক, পেটুকের, কাস্ত্রী, আড়িপাতা, চোরা, জামাই, দন্তমাণিক, বেহায়া, সপ্ততাল, পাষাণভাঙা, দমকা, গেঁজেলী, রাশভারি, খৈনিটেপা, দেড়চোখো, হাইতোলা, ব্যবসাদারী, আচমকা, বাহবা, হ্যাংলা, আপ্যায়িত, ডোণ্টকেয়ার, ভূতুড়ে, খিলধরা, হলফাটা, কৃতজ্ঞতার, টোপফেলা, সৌজন্যের, নৈরাশ্যের, মামলাবাজের, শীলকরা, সমঝদারী, কোলাব্যাঙ, বিদঘুটে, রাক্ষুসে। (১) তাঁহার 'ভাবের অভিব্যক্তি'র আরও কতিপয় উদাহরণ—দণ্ডার সিং দারোয়ান, রামখোকা (২), জামাইবাবু, জ্যান্ত জগন্নাথ, দুর্দশা বা অভাবের দশাপ্রাপ্তি। (৩) গ্রামোফোনের রেকর্ড ও তৎসম্বন্ধীয় পুস্তকে (৪) এবং চলচ্চিত্র ও অভিনয়-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে (৫) তাঁহার আংশিক কীর্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। বিগ-গজ-কোর্ট, হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা, ন'কড়ির নাট্যবিকার, বলবান্ জামাতা, পূজার তত্ত্ব, উড়িয়া কমিক গান —এইগুলি তাঁহার কৌতুকাভিনয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। চলচ্চিত্রে তাঁহার অভিনয়—খোকাবাবু (নির্বাক্), বরের বাজার (নির্বাক্), সরলা ('গদাধর', নির্বাক্), বিদ্রোহী (সবাক্),

(১) বসুমতী, ১৩৩৮, ১ম খণ্ড (পৃ ৬৬১, ৮২৯, ১১১৭), ২য় খণ্ড (পৃ ৩০১); ১৩৪০, ১ম খণ্ড (পৃ ২৫, ২৫৩, ৮০৪-৫); ১৩৪১, ১ম খণ্ড (পৃ ১০১) (২) বসুমতী, ১৩৩৭ চৈত্র (পৃ ৯০৫); ১৩৩৮ বৈশাখ (পৃ ১০১) (৩) ভারতবর্ষ, ১৩২০ কার্তিক (পৃ ৭০৬), ১৩৩১ মাঘ (পৃ ৩১১), ১৩৩২ আষাঢ় (পৃ ১৫৫) (৪) চণ্ডীচরণ বসাক—বীণার তান; মুখার্জি ও মুখার্জি —রেকর্ড-গীতাবলী…(৫) সুধীর বসু—বাংলার নট-নটী (পৃ ২২৪); চিত্রপঞ্জী, ১৩৩৮ [পৃ ৩৬ (?)]…

শুভ ব্র্যহস্পর্শ ('কর্তা', সবাক্), সীতা (সবাক্, হিন্দী)। তিনি রঙ্গমঞ্চে ১।২ বার (নরনারায়ণে 'ঘটোৎকচ', পরে শান্তশীল এই ভূমিকা গ্রহণ করেন) অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি বাং ১।২।১৩৪৩ তারিখে ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বনহুগলীস্থ বাটীতে পরলোক গমন করেন। (১)

তাঁহার এক ভ্রাতা রামরঞ্জন, বি-এ, কর্তৃক রচিত গ্রন্থ 'দন্তবিকাশ' ('উদ্‌ভ্রান্ত-চৈতন্য গোস্বামী' কর্তৃক প্রণীত ; ব্যঙ্গ-কবিতা, হাসির গান ও চুটকি কথা) নানা পত্রে (২) প্রশংসিত হইয়াছে। রামরঞ্জন 'বিজলী'র সম্পাদক ছিলেন এবং অন্য পত্রেও লিখিয়া থাকেন। তিনি কলিকাতার হিন্দুস্থান-একাডেমির প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এবং বর্তমানে কালীধন-স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

চিত্তরঞ্জনের অপর ভ্রাতা 'শান্তশীল' (বিভূতিভূষণ) রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। তিনি 'বিরাজবৌ' নাটকে (শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক প্রণীত) সন্ন্যাসীর অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। "শিবের বিজয় গান করিতে করিতে নৃত্যরত সন্ন্যাসীর ভূমিকা আমাদের চোখে শিশিরকুমারের অতি সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দেয়। এই সন্ন্যাসীর ভূমিকায় শান্তশীলের অভিনয় শিশিরকুমারের অভিনয়ের পরই স্থান পাইবার যোগ্য। আধপাগলা সন্ন্যাসীর উদ্দাম নাচে ও নিতান্ত গ্রাম্যধরণের শিবচরিত্রের ছড়ার মধ্যে যে বিরাট কল্পনা বিদ্যমান, গোস্বামীমহাশয় তাহা সার্থকভাবে ফুটাইতে পারিয়াছেন।" (৩) "সব

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩।২।১৩৪৩ ; ভারতবর্ষ, ১৩৪৩ আষাঢ় (পৃ ১৫০)··· ; শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক অংশ) ; বসুমতী, ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৩৩৫) (২) ভারতবর্ষ, ১৩২৯ পৌষ (পৃ ১৬০) ; প্রবাসী, ১৩২৯ আশ্বিন (পৃ ৮৭৮) (৩) দেশ, ২৯।৪।১৩৪১ (পৃ ৭১) ; ২২।৫।৪১ (পৃ ৬১)

চেয়ে আনন্দ দিয়েছেন গাজনের দেয়াসী একখানি গান গেয়ে। গানখানি যিনি একবার শুনেছেন, চিরজীবনেও সে গানের স্মৃতি তাঁর মন থেকে মুছবে না।—

তুমি যেমন নেশাখোর,
তার তেমনি জিনিস পেয়্যাছ।
শিব হে!" (১)

চিত্তরঞ্জনের সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সম্বন্ধের কথা উপরে লিখিত হইয়াছে। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী (২) দ্বিজেন্দ্রলালের ভগিনীপতি ছিলেন। এখানে প্রসঙ্গত দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত শান্তিপুরের সংস্রব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। তাঁহার পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র লিখিতেছেন (৩),—"আমার ভাবী স্ত্রী সুন্দরী না হইলেও তাঁহার জনক-জননীর বংশ উচ্চ। আমার ভাবী শ্বশুর আমার কোন জ্ঞাতির সহিত তাঁহার দুহিতার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিয়া আমাকে দেখিয়া পছন্দ করেন। তখন আমাদের দেনা ছিল ১৪।১৫,০০০৲ টাকা। শ্বশুর মহাশয় সাদাসিদে লোক; তিনি বলিলেন —যাঁহাকে লোকে এত টাকা কর্জ দিয়াছে, তিনি কখনই নির্ধন নন। ....আমার বিবাহ অল্প বয়সেই হইয়াছিল। এক জন শান্তিপুরবাসী আমাদের গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে আসিতেন। স্বর-সাধনার ফলে তাঁহার স্বর মিষ্ট ছিল। আমিও স্বর সাধিতে লাগিলাম।......আমি ১২৭১ সালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া শান্তিপুরে পনর দিবস ছিলাম। ......১২৭৫ অব্দের শ্রাবণ মাসে (দ্বিজেন্দ্রের বয়স তখন পাঁচ বৎসর; পুত্র দ্বিজেন্দ্র ও কন্যা মালতীমালা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত) জলবায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত আমার স্ত্রী তনয়তনয়ার সহিত শান্তিপুরের এক দ্বিতল বাটীতে অবস্থিত হন। ২৯, ৩০, ৩১এ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে থাকে।

(১) ছায়া (২) ৩য় ভাগ দ্রষ্টব্য। (৩) আত্মচরিত

৩২এ রাত্রিতে এতাধিক বারিবর্ষণ হইল যে, দুই প্রহরের পর ছাদের এক স্থান দিয়া হু হু করিয়া সজোরে জল পড়িতে লাগিল। তখন গৃহিণী সকলকে জাগ্রত করিলেন। ইতিমধ্যে পার্শ্বস্থ এক কক্ষ পতিত হইল। আমার স্ত্রী, ভগিনী, পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীর এক ভ্রাতা, এক ভ্রাতুষ্পুত্র, এক ভ্রাতৃকন্যা এবং দাসীকন্যা সকলেই নিম্নতলে আসিলেন। তখন তৃতীয় প্রহরেরও অধিক। দাস পরিণতবয়স্ক, কিন্তু নির্বোধ ছিল। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, মুসলধারে বৃষ্টি, প্রাঙ্গণ জলপূর্ণ। তখন সকলে নিকটস্থ ডাকঘরে (১) গিয়া আশ্রয় লইল। যেমন সেখানে সকলে উপস্থিত হইল, অমনি বাসাবাটীর পতনশব্দ শ্রুত হইল। আমার স্ত্রী অত্যন্ত ভীরুপ্রকৃতি। কিন্তু তাঁহার এইরূপ স্বভাব ছিল বলিয়াই সকলে রক্ষা পাইলেন। অবশিষ্ট যামিনী আর্দ্রবস্ত্রে ডাকঘরে যাপন করিয়া প্রত্যুষে সকলে গৃহিণীর পিত্রালয়ে আসিলেন। পরে সে বাটীও পতনোন্মুখ দেখিয়া শেষে প্রসিদ্ধ মতিবাবুর বাটীতে আশ্রয় লইলেন এবং পরদিন বাটী আসিলেন। ......সে নিশায় প্রায় কেহই বাটীর বাহির হন নাই। অনেক অট্টালিকা নিপতিত হয় এবং কোনও কোনও বাটীর সহিত কয়েকজন লোকেরও জীবন যায়। অশীতিপর বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, এরূপ ভয়ানক দৃশ্য কখনও দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই।" বালক দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ রাত্রে ডাকঘরের বারাণ্ডায় পাল্কীর মধ্যে ভৃত্যের ক্রোড়ে বসিয়াছিলেন। প্রাতে দেখা গেল পাল্কীর কোণে এক বৃহৎ গোক্ষুরা সর্প রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রের ম্যালেরিয়া ছাড়িল না। তাঁহার নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল এবং মুখে ক্ষত হইল। ডাক্তার কালীবাবু (২) বলিলেন, 'জীবনের আশা নাই।' আহারের ধরাবাঁধা রহিল না।

---

(১) এই ডাকঘর এখন অন্যত্র অবস্থিত। (২) নিম্নলিখিত কালীচরণ লাহিড়ী

দধি খাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁচিয়া গেলেন, তবে একেবারে পরিত্রাণ পাইলেন না। (১)

দ্বিজেন্দ্রলালের মাতা প্রসন্নময়ী স্নেহশীলা ও অতিথি-অনুগতসেবা-পরায়ণা ছিলেন, এমন কি, তুচ্ছতম ভৃত্য পর্য্যন্ত তাঁহার যত্ন পাইত। তিনি পরনিন্দা ও অহঙ্কারভাব বর্জন করিয়া চলিতেন। একবার পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁরে, অহঙ্কার কা'কে বলে ?' ......বড় পুত্রবধূ মোহিনী দেবী (২) বলিতেন, 'প্রথম যখন আসিলাম, শাশুড়ীর আদরযত্নে দেবীস্পর্শ পাইলাম। খাওয়ানর জ্বালায় অস্থিরতা বোধ হইত। রং ফরসা করিবার জন্য হলুদ, সর, ময়দা, ইত্যাদি মাখাইতেন।' (৩)

দ্বিজেন্দ্রলালের মাতৃভক্তির কতিপয় নিদর্শন তাঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। (৪)—

"মাতৃনামে কত শক্তি তুমি কি বুঝিবে,
কত অর্থ যাহা নাই কোন অভিধানে,
কত সুধা যাহা নাই ইন্দ্রের ভাণ্ডারে !" (৫)

"তুমি যাই কর, তুমি আমার কাছে মা, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" (৬)

"সরযূ। মা চিনলে না ! চিনবে সেইদিন যেদিন হারাবে।

মহিম। তুমি চিনেছ ?

(১) নবকৃষ্ণ ঘোষ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (২) দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলালের কন্যা বিভাময়ীর সহিত শান্তিপুরের চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের পুত্র নৃসিংহপ্রসাদের পরিণয় হয়।—সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক), ৩য় পরিশিষ্ট (৩) দেবকুমার রায়চৌধুরী—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (৪) নবকৃষ্ণ ঘোষ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (৫) ভীষ্ম (৬) চন্দ্রগুপ্ত

৺জয়গোপাল গোস্বামী

৺মোহনলাল গোস্বামী

সরযূ। হ্যাঁ, আমি যে হারিয়েছি! ও রতন না হারালে ঠিক চেনা যায় না।" (১)

দ্বিজেন্দ্রলাল কনিষ্ঠা ভগিনী মালতীমালাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। 'আর্য্যগাথা'র 'উপহার' কবিতায় তিনি ইঁহাকে 'হৃদয়ের ভগিনী আমার' বলিয়া সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন।—

"কি তোমার কণ্ঠোপরে পূর্ণশোভা নাহি ধরে,
কি নাহি কোকিলস্বরে ঢালে সুধা প্রাণে,
কিবা নাহি ধরে শোভা পূর্ণ-ইন্দু-কিরণে?" (২)

৺জয়গোপাল গোস্বামী

পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মদনগোপাল-শাখার জয়দেব (৩) হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। তাঁহার সঙ্কলিত 'গোবিন্দদাসের কর(ড়)চা' সম্বন্ধে বহুকাল ধরিয়া নানারূপ আলোচনা চলিয়া আসিতেছে; অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' ব্যতীত এত আন্দোলন বঙ্গভাষায় প্রণীত অন্য কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রসিদ্ধ কবি বেণোয়ারীলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

জয়গোপাল শান্তিপুর-মিউনিসিপাল-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রথমাবস্থা, অর্থাৎ, ইহা যখন দত্তপাড়ার ছোট রায়মহাশয়দের বাটীতে বসিত তখন হইতেই উক্ত কার্য করিতেন। "তিনি বিগত অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল সাহিত্য-চর্চায় ব্রতী ছিলেন; এত দীর্ঘ কাল কাহাকেও এরূপ একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যসাধনা করিতে সাধারণত দেখা যায় না। এমন মধুর ও

(১) পরপারে (২) নবকৃষ্ণ রায়—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (৩) বংশতালিকা দ্রষ্টব্য।

উদারচরিত, নিরীহ, নির্বিবাদী, অমায়িক, অল্পে সন্তুষ্ট, স্নেহময় মনস্বী আমরা অল্পই দেখিয়াছি।" (১) তিনি সদালাপী ও গল্পরসিক ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক 'শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত হন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, প্রভৃতি ব্যক্তির সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য ছিল। তিনি বাং ২৩।২।১৩২২ তারিখে ৮৬ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার কথা পূর্বে (২) ও অন্যত্র (৩) লিখিত হইয়াছে।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ—কাব্যদর্পণ ["১৮৭৪ খৃস্টাব্দে বা কতিপয় বৎসর পূর্বে তিনি ছন্দ ও অলঙ্কারসমূহের বিশদ ব্যাখ্যাসহ এক সুন্দর অভিনব গ্রন্থ বাহির করেন" (৪)]; সাহিত্য-মুক্তাবলী [সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণ হইতে বাংলায় সংগৃহীত (৫); ১২৬৯ সালের সাপ্তাহিক পরিদর্শকে প্রশংসিত]; শব্দতত্ত্ব-কৌমুদী; বাসবদত্তা (অনুবাদ); সীতাহরণ (বহুকাল ভারতীয় সিভিল-সার্ভিস-পরীক্ষার পাঠ্য ছিল); চারুগাথা [কবিতা; ১২৭৮; "ইহাতে লেখকের কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রকাশ

---

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২২ শ্রাবণ (পৃ ৩৯৩) (২) শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ (পৃ ৪৭, ২৭৬) (৩) বালক বিজয়কৃষ্ণ; বঙ্গভাষার লেখক (২ ভাগ); সাহিত্য-পঞ্জিকা; নদীয়া-কাহিনী [২য় সংস্করণ, পৃ ১০৫ (প্রতিকৃতি), ১৮৯]; সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধান (৬ষ্ঠ সংস্ক, পৃ ৪৫৯, ১৩১৪ : গোবিন্দ কর্মকার, গোবিন্দদাসের করচা); রামেশ্বর সেন—আত্মকাহিনী (পৃ ২৫); শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক অংশ, পৃ ৬২৫); নিম্নে 'করচা'-বিষয়ক পঞ্জী দ্রষ্টব্য। (৪) প্রবাসী, ১৩২৯ পৌষ (পৃ ৩৫৯); ভারতী, ১৩২৯ অগ্রহায়ণ (প্রথম বাংলা ব্যাকরণ); জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—অভিধান (২য় সংস্ক, পৃ ৫৫৯, ১৬৪) (৫) সোমপ্রকাশ, ৩।৫।১২৬৯

পাইয়াছে; স্থানে স্থানে অপ্রসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার করাতে ইহার লালিত্য কিছু কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু ভাবটি অতি সুন্দর হইয়াছে" (১)]; সৎসন্দর্ভ; শৈবলিনী (উপন্যাস); রত্নযুগল (উপন্যাস); আটাকাটি ('টেকচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় বন্ধু কাটিরাম ঠাকুর'-প্রণীত; 'পঞ্চদশ' কাটি; সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধীয় নক্সা; ১২৯১ সাল); সমাসমালা; লঘু ব্যাকরণ (বহু সংস্করণ; ছাত্রপাঠ্য); অনুক্রমণিকা (বহু সংস্করণ; ছাত্রপাঠ্য); লঘু-পাটীগণিত (ছাত্রপাঠ্য); গণিতবিজ্ঞান [কতিপয় সংস্ক; ছাত্রপাঠ্য; প্রায় এক লক্ষ বিক্রীত; ইহাতে শান্তিপুরের "নন্দলাল ভট্টাচার্যের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত এক শত জটিল প্রশ্ন সন্নিবেশিত হয়" (২)]; গোবিন্দদাসের করচা (১ম সংস্ক, ১৮৯৫ খৃ, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি;—নব সংস্ক, ১৯২৬ খৃ, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কবিশেখর ও বেণোয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদক, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত; ২৫০ খণ্ড বিনামূল্যে ও অবশিষ্ট শুদ্ধ ব্যয়মাত্র গ্রহণে বিতরিত); সোয়ান পক্ষী ('মেঘনাদবধের' উপর ব্যঙ্গকাব্য) (৩) এবং কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা। তিনি অনেক প্রাচীন পুথির প্রতিলিপি করিয়া রাখিতেন। শান্তিপুরের 'মুদ্গর'-সম্পাদক শ্যামাচরণ সান্যালের সহিত তাঁহার মসীযুদ্ধ চলিত। সান্যালমহাশয় মুদ্গরে প্রকাশিত 'বহুরূপী' কাব্যে (পরে ১২৯০ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত) অসঙ্গত গালি দেওয়ায়, বেণোয়ারীলাল তাঁহার নামে মানহানির মামলা আনয়ন করেন, পরে ব্যাপার আপোষে মিটিয়া যায়। (৪) স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৫) তদানীন্তন জাতীয় ধনভাণ্ডারের

(১) সুলভ-সমাচার, ২৮।৫।১২৭৮ (২) রামেশ্বর সেন—আত্মকাহিনী (পৃ ৩৬) (৩) তিনি 'সোয়ান (Swan)' এই ছদ্ম নামে এডুকেশন গেজেটে অনেক গ্রন্থের সমালোচনা করেন। (৪) এ সম্বন্ধে নানা মৌখিক গল্প প্রচলিত আছে। (৫) ইনি দুই বার শান্তিপুরে আসেন।

জন্য অর্থসংগ্রহ-ব্যপদেশে শান্তিপুরে আগমনোপলক্ষে ভগবান্‌চন্দ্র রায়ের বাটীতে [মতান্তরে, শরচ্চন্দ্র রায়ের গৃহপ্রাঙ্গণে সুহৃদ্‌-সম্মিলনীর অধিবেশনের জন্য (১৮৮১ খৃ, যশোদানন্দন প্রামাণিক সভাপতি)] আহূত সভায় কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার মতগ্রহণোদ্দেশে ধীরে ধীরে সুললিতভাবে এই 'বহুরূপী' কাব্য পাঠ করেন ; কাব্যের প্রধান লক্ষ্য জয়গোপাল সেখানে উপস্থিত থাকেন,—তিনি শুনিতে শুনিতে মূর্ছিত হইয়া যান। আর একবার তিনি মিউনিসিপ্যাল-স্কুলে বিশ্বেশ্বর দাসের 'সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' পাঠকালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যং…' (১) এই শ্লোকটী শুনিয়া মূর্ছিত হন। তিনি কথকতার অনেকগুলি পালা (চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসাদি-সম্বন্ধীয়) রচনা করেন ; সেইগুলি আশ্রয় করিয়া তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ (মোহনলাল, বীণাবল্লভ ও রাধাবল্লভ) কথকতা করিতেন বা করেন। ম্যাট্রিক বাংলা রচনা-সংগ্রহে রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের 'প্রেমের ঠাকুর' গল্পটি 'গোবিন্দদাসের করচা' হইতে গৃহীত ; উক্ত গল্প 'নিরুপমা-বর্ষস্মৃতি'তে ও খগেন্দ্রবাবুর 'সারি' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ মহাভারত দের সহধর্মিণী স্বর্গতা সুদেবী দাসী-প্রণীত তাঁহার স্বামিবিয়োগ-সম্বন্ধীয় দুইখানি কবিতাগ্রন্থ—বিলাপলহরী ও মানসকুসুমমালা (১৩১৭)—আছে ; এগুলি অনেকে জয়গোপালের লেখা বলেন। তিনি ও তৎপিতা রমানাথ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

এখানে 'গোবিন্দদাসের করচা' সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের মতামত লিখিত হইল। ইহার প্রামাণিকতা বিষয়ে দুইবার ঘোরতর আন্দোলন হয়—একবার পণ্ডিতমহাশয়ের জীবনে এবং অন্যবার তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে ; এই দ্বিতীয় আন্দোলন এখনও চলিতেছে। প্রথমে এই করচার

(১) ১১।১৯

প্রথম কতিপয় পৃষ্ঠা এবং তৎপরে শেষ কয়েক পৃষ্ঠাও জাল বলা হয়; পরিশেষে সমগ্র গ্রন্থখানিই পণ্ডিতমহাশয়ের লেখা এবং 'গোবিন্দদাস' ছদ্ম নাম এইরূপ আন্দোলন চলে। গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যাঁহারা অনুকূল মত পোষণকারী তাঁহাদের মধ্যে অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বেণোয়ারীলাল গোস্বামীর প্রচেষ্টা অগ্রণী; এবং বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে মাসিক (১) সেবা-সম্পাদক যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, শান্তিপুরনিবাসী পূর্বলিখিত বিশ্বেশ্বর দাস, বি-এ, এবং শিশিরকুমার, মতিলাল ও মৃণালকান্তি ঘোষের প্রচারকার্য উল্লেখযোগ্য। দীনেশবাবু ও বেণোয়ারীবাবু নবপ্রকাশিত করচার ভূমিকায় সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া প্রতিকূল মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং মৃণালকান্তি ঘোষ তাঁহার 'গোবিন্দদাসের করচা-রহস্য' গ্রন্থে (২) ইহার প্রত্যুত্তরে বিরুদ্ধ অভিমত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য এক জন গ্রন্থকারও শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। (৩) নিম্নে দুই মতের আলোচনা লিখিত হইল।

বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধ শান্তিপুর-সন্তান কালিদাস নাথের 'করচা'-সংগ্রহ-প্রসঙ্গ প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বেণোয়ারীবাবু লিখিতেছেন (৪), "প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে কালিদাস নাথ কয়েকখানি প্রাচীন বৈষ্ণব পুথি (তন্মধ্যে 'গোবিন্দদাসের করচা' ও 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ছিল) পিতার নিকট

---

(১) ১৩৩৪ চৈত্র···(২) ইহার সানুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০।৪।১৩৪৩; Amrita Bazar Patrika, 26-7, 4-17-1936···; দেশ, ১৬।৪।১৩৪৩ (পৃ ৫৪); ভারতবর্ষ, ১৩৩৩ আশ্বিন (পৃ ৬২৯) (৩) Bipinbihary Das-Gupta—Gobindas' Karcha : A Black Forgery (Amrita Bazar Patrika, 21-3-1937; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩।৬।১৩৪৪); নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৪) করচার নব প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকা (১৯২৬ খৃ)

লইয়া আসেন। বাবা কয়েক দিনে পুথি দুখানি নকল করিয়া লইয়া উহা কালিদাসকে ফেরত দেন। শান্তিপুরের পরম ভাগবত মদনগোপাল গোস্বামীর সাহায্যে করচার নষ্ট লিখন উদ্ধার হয়।" মৃণালকান্তিবাবু লিখিতেছেন, "কালিদাস নাথ ছিলেন পরম বৈষ্ণব, এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদি আলোচনা করাই ছিল তাঁহার প্রধান কার্য। তিনি 'বৈষ্ণব' নামে একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, এবং 'জগদানন্দের পদাবলী', ইত্যাদি কয়েকখানি বৈষ্ণবগ্রন্থও সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন সচ্চরিত্র, মিষ্টভাষণ ও বিনয়াদি বৈষ্ণবোচিত বহু সদ্‌গুণ তাঁহার ছিল। এই সকল কারণে বৈষ্ণবসমাজে তাঁহার বিশেষ সম্মান ও পদগৌরব ছিল।...তিনি ছিলেন অমৃতবাজার-পত্রিকা-প্রেসের বাংলা-বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ। এই বিভাগ হইতে 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইত। শান্তিপুরবাসী অদ্বৈতবংশ্য রাধিকানাথ গোস্বামী এবং কলিকাতা-নিবাসী নিত্যানন্দবংশ্য শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ইহার যুগ্ম সম্পাদক থাকিলেও, কালিদাস নাথের উপরই ইহার তত্ত্বাবধানের যাবতীয় ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি ইহার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেন ও সংগ্রহ করিতেন, এবং প্রুফ দেখিতেন। এতদ্ভিন্ন শিশিরবাবুর অমিয়নিমাই-চরিতাদি বাংলা বৈষ্ণবগ্রন্থাদির প্রুফও তিনিই সংশোধন করিতেন।... (তিনি সম্পাদক রসিকমোহন বিদ্যাভূষণেরও সহকারী ছিলেন।)" (১)

তার পর, মৃণালবাবু নানা যুক্তি দিয়া লিখিতেছেন যে, বেণোয়ারীবাবু মিথ্যা করিয়া কালিদাসের নাম এ প্রসঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কালিদাসের মুখে এ বিষয়ে কোন কথা শুনিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন না। (২) ইহাতেই যে বেণোয়ারীবাবু মিথ্যাবাদী একথা প্রমাণিত

(১) করচা-রহস্য (পৃ ৪২, ১৫৪) (২) করচা-রহস্য (পৃ ৪৭, ১৫৪)

হয় না। নগেন্দ্রবাবু বিশ্বকোষে (১) 'করচা'র প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন; এবং কালিদাসের সহিত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলের' সংস্করণে (১৩১২, 'করচা'র অনেক পরে প্রকাশিত) 'গোবিন্দদাস'কে 'কর্মকার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২) কালিদাস নাথ ব্যতীত শান্তিপুরে আরও বহু শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণব পণ্ডিত (জীবিত ও মৃত) ছিলেন; বেণোয়ারীবাবু মিথ্যা বলিবার জন্য সকলকে ছাড়িয়া কালিদাসকেই আশ্রয় করিলেন কেন বুঝা গেল না। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন, "করচা যে জয়গোপাল গোস্বামীমহাশয়ের গৃহেই জাত বা আবিষ্কৃত, কালিদাসের সঙ্গে আলাপে এই ধারণাই আমাদের মনে জন্মিয়াছিল।" (৩) পুথি তখন মালিককে ফেরত দেওয়া হইয়াছিল, পুনরায় পাওয়া অসম্ভব ছিল; সুতরাং, কালিদাস মৌনী না হইয়া কি করিবেন? 'জাত বা আবিষ্কৃত' হওয়ার 'ধারণা' কতদূর ঘাতসহ তাহা বলিতে পারা যায় না। শান্তিপুর-গৌরব স্যর অতুলচন্দ্রের ভ্রাতা রংপুরের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকীল রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর লিখিয়াছেন যে, তিনি শান্তিপুরে পণ্ডিতমহাশয়কে 'করচা'র জীর্ণ পুথি নকল করিতে দেখিয়াছেন। (৪) বাকলার লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কচূড়ামণি হুগলীর সন্নিহিত কেওটায় গোরাচাঁদ চক্রবর্তীর নিকট 'করচা'র একখানি কীটদষ্ট ও জীর্ণ পুথি দেখেন; চক্রবর্তীমহাশয় উহা নকল করিতেন, এবং অস্পষ্ট পদ উদ্ধারের জন্য তর্কচূড়ামণিমহাশয়কে ডাকিতেন; চূড়ামণিমহাশয় বলিয়াছেন যে, সেই পুথি ও পণ্ডিতমহাশয়ের মুদ্রিত গ্রন্থ অভিন্ন। পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার দৌহিত্রীজামাতা শান্তিপুরনিবাসী (তদানীন্তন স্থানীয় পোস্টমাস্টার) কীর্তীশচন্দ্র গোস্বামী ও পূর্বলিখিত বিশ্বেশ্বরবাবুকে বর্ধমান-জেলায় বা রাঢ়ে কোন শিষ্যের বাটীতে জীর্ণ

---

(১) ১ম সংস্করণ (২) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৩) করচা-রহস্য (পৃ ১৫৪) (৪) করচার ভূমিকা

পুথিপ্রাপ্তির কথা বলেন। (১) কালিদাসের নাম প্রকাশ করা অপ্রয়োজনীয় (কারণ তখন মূল পুথি ছিল না) বোধ হওয়ায়, পণ্ডিতমহাশয়, হয়ত, ঐরূপ উত্তর দিয়া অব্যাহতি পান। মূল পুথি না পাওয়ায় এবং কতকাংশ নষ্ট হওয়ায় (২), সন্ধান করিতে করিতে শান্তিপুরের আউলিয়া (পাগলা)-গোস্বামীদের হরিনাথের নিকট একখানি অসম্পূর্ণ ও পাঠদুষ্ট পুথি পাওয়া যায়; তাহা হইতে পূর্বলিখিত নষ্ট অংশের পুনরুদ্ধার করা হয়, এবং উহা মালিককে প্রত্যর্পণ করা হয়। (৩) একখানিও মূল পুথি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না ইহা দুর্ভাগ্য হইতে পারে; কিন্তু এতগুলি শিক্ষিত লোক যে মিথ্যা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একথা দৃঢ়তর প্রমাণ ভিন্ন বিশ্বাস করা যায় না।

শান্তিপুরের 'মদনগোপাল'-গোস্বামী-শাখাভুক্ত প্রসিদ্ধ রাধাবিনোদ গোস্বামী প্রকাশ্য সভায় বলেন যে, 'করচা' জাল করার জন্য জয়গোপাল শান্তিপুরে 'একঘ'রে' হইয়াছিলেন; অবশ্য এটা তাঁর চাক্ষুষ ঘটনা নয়, কারণ সে সময় তিনি অতি শিশু বা জন্মগ্রহণ করেন নাই। (৪) আমরা একথা কখনও শুনি নাই, এবং বিশ্বেশ্বরবাবুও একথা লিখেন নাই। ভূতপূর্ব স্কুল-ইন্সপেক্টর নলিনীমোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন বিদ্যাভূষণ, পূর্বলিখিত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কীর্তীশচন্দ্র গোস্বামী, মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি রামচন্দ্র গোস্বামী এবং হরিলাল গোস্বামী (দার্জিলিং-এর 'ঠাকুর বাবু')-প্রমুখ সম্ভ্রান্ত শান্তিপুর-সন্তানগণ লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন যে, জয়গোপাল শান্তিপুরে কখনও 'একঘ'রে' হন নাই। নলিনীবাবু 'করচা'কে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। হরিলাল গোস্বামী বলেন যে, মূল 'করচা'র পাণ্ডুলিপি যাঁহারা দেখিয়াছেন

(১) করচা-রহস্য (পৃ ৫৫, ৬০) (২) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৩) করচার ভূমিকা (৪) করচার ভূমিকা। রাধাবিনোদ অধুনা পরলোকগত।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত আছেন। শান্তিপুর-সন্তান কলিকাতা-বাসী ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র 'করচা'র সপক্ষে লিখিয়াছেন। (১) কীর্ত্তীশ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোচবিহার-কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (২) কালিদাস নাথের নাম পান নাই বলিয়া লিখিত আছে, এবং তিনি কীর্ত্তীশবাবুর কথামত নবদ্বীপে গিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-সম্পাদক হরিদাস গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন যে, জয়গোপাল-পুত্র নবদ্বীপবাসী মোহনলাল 'করচা'র কোন প্রাচীন পুথি দেখেন নাই। (৩) এরূপ উত্তরে দুইটি বিষয়ের কোনটিরই সঠিক প্রমাণ হইতে পারে না। আর এক জন ঘনিষ্ঠ প্রসিদ্ধ আত্মীয়কে জয়গোপাল নাকি বলেন, "আরে, ভায়া! একশ' বছর পরে ইহাই ইতিহাস হইয়া যাইবে"; সেখানে উপস্থিত ২।৩ জনের নিকট নাকি এই কথা শুনা গিয়াছে। (৪) যখন কাহারও নাম নাই, তখন ইহা গালগল্প মাত্র! 'মোদক-হিতৈষিণী'-সম্পাদক ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক পূর্বলিখিত বিশ্বেশ্বরবাবু 'করচা' জয়গোপালের লিখিত বলেন, এবং সেই বিশ্বাসে তিনি পণ্ডিতমহাশয়কে উহার লুপ্ত অংশ (৫) পূরণ করিয়া দিতে বলেন এইরূপ লিখিয়াছেন; তিনি এই মতের অনুকূলে নানা যুক্তি দেখাইয়াছেন, এবং বলেন যে, পণ্ডিতমহাশয়ের সহিত চালিত কথাবার্তা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি পণ্ডিতমহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন; এবং পরে যখন মিউনিসিপ্যাল-স্কুলে শিক্ষক হন, তখনও জয়গোপাল প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। বিশুবাবুর যুক্তিগুলি বিরুদ্ধবাদীদের বিশেষ সহায়ক। (৬) ঢাকা-স্বর্ণগ্রাম-নিবাসী পূর্বলিখিত যোগেন্দ্রমোহন

(১) হিন্দু (কলিকাতা), ২৯।৪, ৫।৫।১৩৪৪……(২) ইনি বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রিকায় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। (৩) করচা-রহস্য (পৃ ৫৪) (৪) করচা-রহস্য (পৃ ১৪৮) (৫) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৬) করচা-রহস্য (পৃ ৫৬,৭০, ১৪৩,১৪৯); মাসিক সেবা, ১৩৩৫; Amrita Bazar Patrika, 8,21, 29-5-1926; মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪০ শ্রাবণ (পৃ ২৯৯), ভাদ্র (পৃ ৩২২)

ঘোষ এবং বিশ্বেশ্বরবাবু ও দীনেশবাবুর মধ্যে 'করচা' সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ হয়, এবং যোগেন্দ্রবাবু 'করচা' ও দীনেশবাবুর বিরুদ্ধে অন্য প্রবন্ধও প্রকাশ করেন ; নবদ্বীপে বিশুবাবুর গুরু অদ্বৈতবংশজ ব্রজানন্দ গোস্বামী-মহাশয়ের ভবনে প্রথমে এই বাদ-প্রতিবাদের সূত্রপাত হয়। (১) যোগেন্দ্রবাবু শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মেলনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকাকালে মিউনিসিপ্যাল-সভাপতি জগদানন্দ (নারায়ণচন্দ্র) গোস্বামী, বি-এসসি, 'করচা' সম্বন্ধে একটি প্রতিকূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ; সভায় পণ্ডিতমহাশয়ের পুত্র বীণাবল্লভ উপস্থিত ছিলেন ; ব্যাপার প্রথমে গুরুতর হইবার উপক্রম হয়, কিন্তু পরে মিটিয়া যায়। বিশুবাবুর কতকগুলি যুক্তি সুন্দর, কিন্তু সমগ্র করচাখানি জাল এ কথা সপ্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

মতিলাল ঘোষ লিখিয়াছেন (২) যে, 'করচা'র গোড়ার ৫১ পৃষ্ঠা (১ম সংস্করণ, রায় রামানন্দের মিলন পর্যন্ত ; বর্তমান সংস্করণের ২১ পৃষ্ঠা) অলীক ; রাণাঘাটের স্কুল-ইন্সপেক্টর-কার্যালয়ের প্রধান কেরাণী যজ্ঞেশ্বর ঘোষ গোস্বামীমহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া শিশিরকুমারকে তাঁহার হস্তলিখিত (অনুকৃত) 'করচা'র ঐ অংশ দেন ; শিশিরবাবু উহা ফেরত দিলে, যজ্ঞেশ্বরবাবু উহা 'Reis and Rayat'এর সম্পাদক শান্তিপুরস্থ বল্লভীবংশের সুসন্তান শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেন,—ইনি উহা হারাইয়া ফেলেন ; শিশিরবাবু এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধে লিখেন (৩) ;— তিনি গোবিন্দকে 'কায়স্থ' বলেন ; পরে শিশিরকুমার গোস্বামীমহাশয়ের

(১) Amrita Bazar Patrika, 22. 11, 6, 20, 28.12. 1925, 9.4.1926 (পূর্ব পৃষ্ঠার শেষ পাদটীকার তারিখগুলিও দ্রষ্টব্য) (২) বিষ্ণুপ্রিয়া, ১৩০২ কার্তিক, ৪০৯ গৌরাব্দ......(৩) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৪০৭ গৌরাব্দ

নিকট হইতে 'করচা'র অবশিষ্টাংশ চাহিয়া লইয়া নকল করিয়া লন; ইতিমধ্যে জয়গোপাল নষ্ট অংশটি নিজে পূরণ করিয়া দেন। শিশিরকুমার 'করচা' মুদ্রিত করিতে চাহিলে অনুমতি পান না। তিনি অমিয়নিমাই-চরিতের ৩য় খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে 'করচা'র হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাগুলি গ্রহণ করিয়াছেন (১); এবং ঐ গ্রন্থের গোটা ষষ্ঠ খণ্ডটা 'করচা' অবলম্বনে লিখিত। বিরুদ্ধবাদী যোগেন্দ্রবাবুও একথা স্বীকার করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন, "আমার রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্মগৌরব' পুস্তকে 'করচা'র কোন কোন ঘটনা সুন্দর বোধে লিপিবদ্ধ করি। আরও কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের লেখায় 'করচা' অবলম্বন করিয়াছেন।" (২) শিশিরবাবু উপরিলিখিত স্থানের পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "গোবিন্দদাসের কবচা'র প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা (অর্থাৎ, মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দের মিলনের পূর্ব পর্যন্ত) এবং শেষের কয়েক পৃষ্ঠা (অর্থাৎ, মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে আলালনাথে আসিয়া বহু ভক্তদর্শন হইতে শেষ পর্যন্ত) অলীক; অবশিষ্টাংশের মোটামুটি প্রামাণিক গ্রন্থের সহিত মিল আছে।" (৩) বেণোয়ারীলাল এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বাবার নিকট যে নোট ছিল তাহার সাহায্যে হরিনাথ গোস্বামীর (৪) নিকট প্রাপ্ত পুঁথির লেখা মিলাইয়া তিনি নষ্ট পত্রগুলির (পূর্বলিখিত ৫১ পৃষ্ঠায় 'হাঁটু ধরি' রাম রায় করেন ক্রন্দন' পর্যন্ত) পুনরুদ্ধার করেন।" (৫) দীনেশবাবুও লিখিয়াছেন, "আমি নিশ্চয়ই জানি যে, মুদ্রিত 'করচা' ষোল আনা খাঁটী নহে। গোস্বামীমহাশয় নিজেও আমার নিকট একথা স্বীকার করিয়াছেন। অপরাপর প্রাচীন পুথিসম্পাদকগণের ন্যায় প্রাচীন বর্ণবিন্যাসের প্রাকৃত রীতি কতকটা বদলাইয়াছেন; তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে অপ্রচলিত শব্দও

(১) করচা-রহস্য (পৃ ৬১) (২) করচা-রহস্য (পৃ ১৫৫) (৩) করচা-রহস্য (পৃ ৬২) (৪) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৫) করচার ভূমিকা

পরিবর্তন করিয়াছেন ; পয়ার ছন্দের যেখানে ব্যতিক্রম পাইয়াছেন, দুই একটি শব্দ কমাইয়া বাড়াইয়া নিয়মিত করিয়াছেন। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও কাশীরাম দাস, প্রভৃতির পুথিতে যেরূপ পরিবর্তন করা হইয়াছে, 'করচা'র ততদূরও করা হয় নাই।......কৃত্তিবাসাদি সম্বন্ধে বটতলার প্রকাশকগণ যাহা করিয়াছেন, 'করচা' সম্বন্ধেও তিনি কতক-পরিমাণে সেই রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না পুথিতে বেশী পরিবর্তন করা। মাঝে মাঝে প্রাচীন শব্দ বদলাইয়া তিনি পুস্তকখানিকে সহজবোধ্য করিয়াছেন।......তিনি প্রাচীন জটিল শব্দ পরিবর্তন করিয়াছেন, হয়ত, কোন কীটদষ্ট ছত্রাংশ লুপ্ত হওয়াতে তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছেন।" (১) বেণোয়ারীবাবু নব সংস্করণে পূর্বকার অপ্রচলিত শব্দাদি (যাহা প্রথমে পরিবর্তিত হইয়াছিল)-সমেত প্রাচীন পাঠই রক্ষা করিয়াছেন।

মৃণালকান্তিবাবু 'করচা'র ভাষা অল্পশিক্ষিত গোবিন্দের দ্বারা লিখিত হইতে পারে না বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন (২) তাহা পূর্বলিখিত নষ্ট ৫১ পৃষ্ঠার মধ্য হইতে ; ঐ অংশ যে পণ্ডিত জয়গোপালের লিখিত ইহা, বোধ হয়, উভয় পক্ষে স্বীকার্য। অবশ্য 'করচা'য় হিন্দী ও প্রাচীন শব্দের প্রয়োগও আছে, এগুলি অল্পশিক্ষিত গোবিন্দের দ্বারাও ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব নয়। ভৌগোলিক বর্ণনাগুলি না দেখিলে ওরূপভাবে লেখা যায় না ; তবে নানা কারণে খুঁটিনাটিতে সামান্য ভ্রম থাকিতে পারে। 'উত্তর-দক্ষিণে মাকুর মতন ঘোরা-ফেরা' (৩) আজকালকার দিনেও অবস্থাবিশেষে অনেক অভিজ্ঞ লোককেও করিতে হয়, তখনকার অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে ত কথাই নাই। পণ্ডিতমহাশয় যখন

(১) করচার ভূমিকা ; নিম্নে দ্রষ্টব্য। (২) করচা-রহস্য (পৃ ১৩২-৬)
(৩) করচা-রহস্য (পৃ ১৪১)

বিশ্বেশ্বরবাবুর মতে ভৌগোলিক তত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন (১), তখন তিনি লেখক হইলে এই সামান্য তথাকথিত ভ্রমগুলি গ্রন্থমধ্যে নিশ্চয়ই রাখিতেন না। আর এক কথা, কয়চোক্ত স্থানগুলিসমেত কোন ভূগোল বা মানচিত্র তখন ছিল কিনা সন্দেহ, যাহা দেখিয়া জয়গোপাল এ বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারিতেন। মতিলাল ঘোষ লিখিয়াছেন (২), "এরূপ গ্রন্থ চোখে না দেখিয়া লিখিত হইয়াছে এরূপ মনে ধারণাই করা যাইতে পারে না।......যদিও চৈতন্যচরিতামৃতে গোবিন্দের নাম দেখা যায় না, কিন্তু তাহাই বলিয়া মহাপ্রভুর সহিত যে গোবিন্দ দক্ষিণে গমন করেন নাই, ইহা প্রমাণিত হয় না।......কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্যের মুখে শুনিয়া অনেক পরে কৃষ্ণদাসের (৩) কথা তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন।... এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ-ভ্রমণের পর মহাপ্রভুর জীবনীতে এত বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, দক্ষিণে তাঁহার সঙ্গে কে কে গিয়াছিলেন এ সমস্ত সামান্য বিষয়ে দাস গোস্বামী (৪) প্রভৃতির সঠিক বিবরণ দেওয়ার তত উদ্যোগ না হওয়ারই কথা।......তিনিও জনশ্রুতি দ্বারা এই বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, সম্ভবত দক্ষিণ হইতে মহাপ্রভুর প্রত্যাগমন-বার্তা কৃষ্ণদাস নদীয়ায় লইয়া আসেন বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস হয় যে, তিনিই মাত্র মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন।"

গৌরভূষণ অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি নানা প্রবন্ধে 'করচা'র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (৫) তিনি লিখিয়াছেন, "করচার রচনা এমনি মোহময় ও মনোহর, বর্ণনা এমনি স্বাভাবিক ও মর্মস্পর্শী, স্থানকালাদির সন্নিবেশ

(১) করচা-রহস্য (পৃ ১৫১) (২) বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ, ৪১০ গৌরাব্দ (৩) দাক্ষিণাত্যে চৈতন্যদেবের সঙ্গী; নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৪) কৃষ্ণদাস কবিরাজের উপকরণ-দাতা (৫) বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (পৃ ১৬০), ১৩৩৮ আশ্বিন, কার্তিক...

এরূপ ঠিক ও ক্রমানুসারী যে অপরেরা কিছুতেই 'করচা'র অমৌলিকত্ব স্বীকারে সম্মত নহেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, (গ্রন্থ জাল হইলে) এমন প্রাণমাতান চিত্রাঙ্কনের যশোগৌরব অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া গ্রন্থকারের লাভ কি ? কি স্বার্থে তিনি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া আপন কীর্তি অপরকে দিতে যাইবেন ? তর্কস্থলে যদি স্বীকার করা যায় যে, কোন কৌশলী পুরুষ ইহা জাল করিয়াছেন, তবে সহজেই মনে হয় যে, তাহা হইলে সুপ্রচারিত গ্রন্থের সহিত ইহার অমিল থাকিত না। জালিয়াতেরা সতর্ক, কোন বেখাপ্পা কথা বলিয়া সহজে তাঁহারা অন্যের সমালোচনার বিষয়ীভূত হইতে চাহেন না।…কোন এক প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনার সহিত অন্য গ্রন্থের সেই বিষয়ে পৃথক্‌রূপে বর্ণনা দেখিলেই যে একতর গ্রন্থ একবারে আমূল অবিশ্বাস্য হইবে, এমন মনে করিলে 'কম্বল খালি' হইয়া পড়িবে।" এই প্রবন্ধে তত্ত্বনিধিমহাশয় দেখাইয়াছেন যে, পুরীতে 'করচা'র গ্রন্থকার গোবিন্দদাস ও ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ একই সময় মহাপ্রভুর সেবা করেন। কিন্তু দীনেশবাবুর মতে, এই দুই জন একই ব্যক্তি। মৃণালকান্তিবাবু উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদে (১) এবং অন্য প্রবন্ধদ্বয়ে (২) দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, উপর্যুক্ত দুই মতই কাল্পনিক। এখানে ইহা দ্রষ্টব্য যে, চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় গোবিন্দের শান্তিপুর-যাত্রার পর 'করচা'য় গোবিন্দের আর উল্লেখ নাই—"আজ্ঞামাত্র পত্রসহ বিদায় লইয়া। শান্তিপুরে যাত্রা করি প্রণাম করিয়া॥" (৩) অচ্যুতবাবু তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে চৈতন্যদেবের কৃত্রিম জটাধারণের ('করচা'য় লিখিত, 'করচা'র নব সংস্করণের ভূমিকায় সমর্থিত এবং 'করচা-রহস্যে'

---

(১) পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৯ কার্তিক (পৃ ৬৩৯) (২) পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৬ শ্রাবণ ও ভাদ্র : বলরাম দাসের তথাকথিত পদ, এবং দ্বারপাল গোবিন্দ ও 'করচা'র গোবিন্দ কি এক ব্যক্তি ? নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৩) নিম্নে দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত) সম্ভাব্যতার কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "কর্মকারদের মধ্যে জয়গোপালের শিষ্য নাই। বই লিখিয়া বড় লেখকের নামে লোকে চালাইত; কিন্তু নগণ্য লোকের নামে কি ফল? জয়গোপাল গোবিন্দ 'কর্মকার' যে চৈতন্যের সহচর তাহাও জানিতেন না।" (১)

দীনেশবাবু 'করচা'কে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। (২) তিনি 'গৌরাঙ্গঠাকুরের নরলীলার চিত্রালেখ্য'স্বরূপ এই গ্রন্থের সংস্করণ 'অশেষ নিগ্রহ ও অকৃতজ্ঞতালাঞ্ছিত' জয়গোপাল গোস্বামীমহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহাতে সামান্য দুই একটি ঘটনা অলৌকিকরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে (৩); কিন্তু চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এরূপ চাক্ষুষ ঘটনার বিবরণ অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই। দীনেশবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "করচা ত্রিশ বৎসর আমার অপরিহার্য সঙ্গী। প্রতি পত্রের উপর আমার শত শত অশ্রু বর্ষিত হইয়াছে। পদ্মফুল ফুটিলে যেরূপ সৌরভে দিক্ আমোদিত করে, করচা-প্রদত্ত মহাপ্রভুর কাহিনী তেমনি তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম ও লীলামাধুরীতে ভরপুর। এই বই যে দিন আমি প্রথম পড়িয়াছিলাম, সে দিন আমার একটা স্মরণীয় দিন। সে দিন আমার কর্ণে যে দেবলীলার গীতি শ্রুত হইয়াছিল তাহার রেশ এখনও বাজিতেছে। করচা আমাকে চৈতন্যপ্রভুর যে স্বরূপ দেখাইয়াছে, অন্যত্র কোথাও তাহা পাই নাই। নানা জটিল অবতারবাদস্থাপনের চেষ্টা ও কুহকের মধ্যে

(১) করচার ভূমিকা (২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ); বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৮১, ৭২৫, ৭২৮, ৭৩১, ৭৩৫...); বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (পৃ ১১৪৭); History of the Bengali Language and Literature (pp. 446-64); Chaitanya and his Age; Chaitanya and his Companions...(৩) করচা-রহস্য (পৃ ১৩৮).

অন্যত্র মহাপ্রভুর জীবনের আভাসমাত্র পাওয়া যায়। কাদম্বিনীপংক্তির মধ্যে ক্ষণস্ফুরিত বিদ্যুদ্দামের মত সেই আভাস পরক্ষণেই নানারূপ পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের চেষ্টা ও অবতারবাদের কুজ্ঝটিকার মধ্যে বিলীন হইয়া পড়ে। কিন্তু করচার এই প্রেমের পাগলকে একবার দেখুন ; ইনি যেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। এই পুস্তক আমার নিকট মহাপ্রভুর পাদপীঠের বেদীস্বরূপ।...জগতের আর কোথায়ও আর কোন সম্প্রদায়ের 'চৈতন্যচরিতামৃতের' ন্যায় এরূপ দর্শনাত্মক ধর্মগ্রন্থ আছে কিনা জানি না। কিন্তু তাই বলিয়া ইতিহাস হিসাবে ইহার দাবীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না।...যেরূপ অগ্নির সম্মুখীন হইলে চক্ষু বুজিয়া তাপ দ্বারাই অগ্নির অস্তিত্ব বুঝা যায়, সেইরূপ 'করচা'র অপূর্ব প্রেমমাদকতাই আমার নিকট ইহার প্রামাণিকতার বড় সাক্ষী। মহাপ্রভুর প্রাণমাতান যে দেবচিত্র গোবিন্দ আঁকিয়াছেন, তাহাই তাহার প্রধান সাক্ষী। যে ভৌগোলিক চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহাই তাহার প্রধান সাক্ষী।" (১) দীনেশবাবু আরও

(১) ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যের জীবনের বহিরঙ্গ ঘটনা বা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমের আঁঠির ন্যায় নিতান্তই রসহীন। কিন্তু আঁঠি না থাকিলে আম একটুতেই বিকৃত হইয়া যাইত, হাড় না থাকিলেও মানুষ বাঁচিত না। সেই জন্য সত্য সত্যই তাঁহার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বাহির করিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণিত কতকগুলি ঘটনার প্রতি সংশয় প্রকাশ করিলাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাংলা সাহিত্যের অভ্রভেদী স্তম্ভস্বরূপ। ইহাতে কাব্য ও দার্শনিকতার অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে।...শ্রীচৈতন্যের ভাবকে আশ্রয় করিয়া যদি সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া আর গতি নাই।"—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪১১-২)

লিখিয়াছেন, "এক জন সুপণ্ডিত বৈষ্ণব আমাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমি 'চৈতন্যচরিতামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থ সম্বন্ধে যদি কটাক্ষপাত না করি, তবে তিনিও করচার প্রতিকূলতা করিবেন না। (১)...শুধু ঐতিহাসিক অংশে আমি 'করচা'কে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি। অপূর্ব পাণ্ডিত্য, অপূর্ব ভক্তি, অপূর্ব লিপিকলায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' আমাদের মাথার মণি—এই সমস্ত গুণে তাহার সমকক্ষতা করিবার যোগ্য পুস্তক বাংলায় হয় নাই।" (২)

দীনেশবাবু 'করচা'র অন্ধ স্তাবক নহেন। "মনুষ্যবর্ণিত ইতিহাস কখনও পূর্ণ ও অবিসংবাদিতভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তবে গোবিন্দদাসের 'করচা' অনেকাংশে প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।...'করচা'য় চৈতন্যদেবের ধর্মসম্বন্ধীয় উপদেশ-গুলির মনোহারিত্ব নষ্ট হইয়াছে; অশিক্ষিত ভৃত্য হইতে আমরা তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি না। যে উপদেশ শ্রবণে শত শত লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে উপদেশ গোবিন্দের লেখনীতে ভালরূপ ফোটে নাই। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আলাপ ও দাক্ষিণাত্যের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে চৈতন্যপ্রভুর বিচার উচ্চশিক্ষার অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই সময় উপস্থিত থাকিলে উপযুক্ত বিবরণ পাওয়া যাইত।" (৩) জয়গোপাল 'করচা'র লেখক হইলে, হয়ত, স্বাভাবিকতা অপেক্ষা গ্রন্থের সৌকর্য অধিক বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিয়া এগুলি 'চূণকাম' করিয়া দিতে পারিতেন। দীনেশবাবু ভূমিকায় আরও লিখিয়াছেন যে, গোবিন্দ প্রত্যহ লিখিতে

---

(১) বৃহৎ বঙ্গ (পৃ ৬৮১); সমর্থনকারীর উপর আক্রোশের ফলে মূল গ্রন্থকে হেয় করা নিশ্চয়ই দুর্নীতিমূলক। (২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ ৩০৬) (৩) বঙ্গভাষা ও সহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ ৩০৬, ৩১৭)

পারিতেন না, সুতরাং, স্মৃতি হইতে লেখায় মধ্যে মধ্যে ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নহে ; গোবিন্দ তামিল ও তেলেগু ভাষায় কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিতেন না, বর্ণনার অসম্পূর্ণতার ইহাও একটা কারণ। মুসলমানদিগের আক্রমণের জন্য সকল স্থানে যাতায়াত সম্ভব ছিল না, সে কারণেও ভ্রমণে অনেক তীর্থ বাদ গিয়াছে। দীনেশবাবু নানা স্থলে (১) 'করচা'-সম্বন্ধীয় অভিযোগের উত্তর দিয়াছেন ; এবং ভূমিকায় বিভিন্ন পত্রে (২) এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়াছেন।

অমৃতলাল শীল গোবিন্দ কর্ত্তৃক লিখিত দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহের বর্ণনায় এবং সেখানে সংঘটিত ঘটনার বিবরণে কতিপয় ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং দাক্ষিণাত্যের চৈতন্যসহচর গোবিন্দকে স্বীকার ও 'করচা'-লেখক গোবিন্দকে অস্বীকার করিয়াছেন। (৩) চারুচন্দ্র শ্রীমানী 'শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ (২য় খণ্ড)' গ্রন্থে 'করচা'র কতিপয় ভ্রমের কথা (অতএব ইহা অপ্রামাণিক এরূপ) লিখিয়াছেন। দীনেশবাবুর উপরিলিখিত উত্তরে এ ভ্রমগুলিরও নিরাস হইয়াছে। অমূল্যধন রায় ভট্ট 'শ্রীগৌরাঙ্গের ভারতভ্রমণ' (পাণ্ডুলিপি), 'বৈষ্ণব চরিতাভিধান,' 'দ্বাদশ গোপালের ইতিবৃত্ত', ইত্যাদি গ্রন্থে 'করচা'র অনুসরণ করিয়াছেন। রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় 'চৈতন্যদেবের

(১) The Cal. Review, 1925 March ; পল্লীবাসী, ১৩।১০।১৩৩২ ; দৈনিক বসুমতী, ১৯।১২।১৩৩১ ; মাসিক বসুমতী, ১৩৩১ চৈত্র (পৃ ৮৮৯)...(২) গৌড়ীয় (৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড, পৃ ৩১৬, ২য় খণ্ড, পৃ ৭৪৫, ৮৮২, ৯১১, ৯৫৯...), সাধনা (কুমিল্লা), প্রবাসী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ইত্যাদি ; নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৩) সাহিত্য, ১৩৩৭ আষাঢ় ; প্রবাসী, ১৩২২ শ্রাবণ (পৃ ৪৭০) ; পূর্ব্বলিখিত দৈনিক বসুমতীতে ১৯।১২।১৩৩১ তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধের উত্তর

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের মানচিত্রে' করচার বর্ণনাকেই অবলম্বন করিয়াছেন। মৃণালকান্তিবাবু লিখিয়াছেন (১) যে, নিত্যানন্দের দণ্ডভঙ্গকাহিনী 'করচা'য় নাই, কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে; এবং শান্তিপুর হইতে পুরীযাত্রার পথে চৈতন্যদেবের সঙ্গে গোবিন্দ প্রভৃতি ছয় জন অনুষঙ্গী ছিলেন ইহা চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে,—কিন্তু 'করচা'য় গোবিন্দ ব্যতীত যে পাঁচ জন সঙ্গীর কথা লিখিত আছে, তন্মধ্যে এক গদাধরের নাম চৈতন্যভাগবতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র গোবিন্দেরই নামোল্লেখ দেখা যায়। উত্তরে বক্তব্য এই যে, এ যাত্রায় শান্তিপুরে চৈতন্যদেবের যাঁহারা সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের নামও বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়; বৈষ্ণবগ্রন্থে পরস্পর এরূপ বহু অমিল আছে। (২) পণ্ডিত-মহাশয় লেখক হইলে দণ্ডভঙ্গ-কাহিনীটি সহজেই বসাইয়া দিতে পারিতেন; এবং একবার ছয় জনের নাম করিয়া 'করচা'কার, হয়ত, বারে বারে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। আরও সম্ভব যে, সব খুঁটিনাটি 'করচা'য় লিপিবদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে। নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীরা দৌড়িয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, এই জন্য পিছু পড়িয়াছিলেন—দীনেশবাবুর এ যুক্তি মৃণালকান্তিবাবু খণ্ডন করিয়াছেন। (৩) চৈতন্যদেবের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক

(১) করচা-রহস্য (পৃ ১২) (২) প্রথম ভাগ ও পূর্বে দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষ, ১৩৪০ ফাল্গুন [পৃ ৩৯৬; এই প্রবন্ধে এবং প্রবন্ধান্তরে (পঞ্চপুষ্প, ১৩৪০ আশ্বিন, পৃ ৭) লিখিত হইয়াছে যে, এযাত্রায় মহাপ্রভু যে আটিসারা-গ্রামে শান্তিপুর হইতে প্রথম গমন করেন তাহা ফুলিয়া-অঞ্চলের কোন গ্রাম, অথবা, আটিশেওড়া বা বলাগড়]। কেহ বলেন যে, আটিসারা ২৪-পরগণার শাসনের উত্তরে বারুইপুর-বাজারের সন্নিকটে ছিল।—পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৯ শ্রাবণ (পৃ ২৪২) (৩) করচা-রহস্য (পৃ ৯৮)

গ্রন্থ-সংগ্রহ, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে তাঁহার চাতুর্মাস্য ব্রত উদ্যাপন ও বেঙ্কটপুত্র গোপাল ভট্টের সেবা, এবং কালা কৃষ্ণদাসের সমগ্র দাক্ষিণাত্যে চৈতন্যদেবের সঙ্গী থাকার কথা (১) 'করচা'য় নাই, অতএব ইহা অপ্রামাণিক এইরূপ লিখিত হইয়াছে। (২) এখানেও বুঝা যায় যে, 'পণ্ডিত' গোস্বামী লেখক হইলে, এসব সহজেই উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া দিতে পারিতেন; গোবিন্দ অল্পশিক্ষিত বলিয়া অথবা ভ্রম বা ব্যস্ততাবশত, হয়ত, এসমস্ত লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই; এবং কালা কৃষ্ণদাসের উল্লেখ 'করচা'য় (দুই তিন স্থলে) দক্ষিণযাত্রার প্রাক্কালে ও কিছু পরে এবং কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্য-চরিতামৃতং' কাব্যে (তথা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে) চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যস্থিতিকালে বর্ণিত থাকিলেও, সেই ব্রাহ্মণ যে বরাবর মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন ইহা এক চৈতন্যচরিতামৃত (কবিরাজ গোস্বামীকৃত) ব্যতীত কোনও গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না;—সুতরাং, এই জন্য 'করচা' অপ্রামাণিক ইহা সাব্যস্ত হয় না। (৩) অন্তত গোদাবরী পর্যন্ত কৃষ্ণদাস গিয়াছিলেন (৪) ইহা দীনেশবাবু ও অচ্যুতবাবুর (৫) অনুমান; মৃণালকান্তিবাবু বলেন ইহা ঠিক নহে। শিশিরবাবু লিখিয়াছেন, "হস্তলিখিত 'করচা'য় কালা কৃষ্ণদাসের নামগন্ধও ছিল না।......প্রকাশক-মহাশয় এইরূপ অন্যায় কার্য করিয়া (অর্থাৎ, পরে কৃষ্ণদাসের নাম দিয়া) লজ্জিত হন, এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখেন। সে পত্র আমাদের নিকট আছে।" (৬) পত্রখানি যখন উদ্ধৃত হয় নাই, তখন কোন প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। লোচনদাস

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) করচা-রহস্য (পৃ ১২) (৩) করচার ভূমিকা (পৃ ৭৪, ৭৮); পূর্বে ও নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৪) চৈতন্যচন্দ্রোদয় (৫) পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮ চৈত্র (পৃ ১৪৮৩) (৬) করচা-রহস্য (পৃ ৬২)

মথুরায় চৈতন্যদেবের সঙ্গী 'কৃষ্ণদাস' নামে এক ব্রাহ্মণের কথা লিখিয়াছেন ; এবং অন্যত্র (১) লিখিত হইয়াছে যে, চৈতন্যদেবের পাককার্য সমাধান করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস সঙ্গী ছিলেন। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব নিজে সন্ন্যাস বা বর্ণাশ্রমের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন, অপরের জন্য তিনি যাহাই ব্যবস্থা করুন ; এবং এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। (২) [এক পরিত্যক্ত কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের সংবাদসহ নিত্যানন্দ প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-সমীপে যান। (৩)] মহাপুরুষের আদর্শকে অবনমিত করা কর্তব্য নহে। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়া দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, —"গোবিন্দের স্থাননির্দেশগুলি এরূপ বিশুদ্ধ যে, মানচিত্র অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহাকে স্বতই সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্তি হয়। এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, চৈতন্যদেব পুরী হইতে পূর্ব-উপকূলের সমস্ত দক্ষিণাংশ পরিভ্রমণ করিয়া ক্রমে পশ্চিম-উপকূলের গুজরাট পর্যন্ত দর্শন করেন ; গুজরাট হইতে নর্মদা ও বিন্ধ্যগিরির সমসূত্র পথে প্রায় এক সরল রেখায় পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫১০ খৃস্টাব্দে (৭ই বৈশাখ) তিনি দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং ১৫১১ খৃস্টাব্দে (৩রা মাঘ) পুরীতে প্রত্যাগমন করেন ; সুতরাং, এই ভ্রমণকার্য এক বৎসর আট মাস ছাব্বিশ দিনে নির্বাহিত হইয়াছিল।" (৪)

'করচা'র বৃত্তান্তটি এইরূপ। ১৫০৮ খৃস্টাব্দে বর্ধমান-কাঞ্চননগর-

(১) প্রবাসী, ১৩৩২ শ্রাবণ (পৃ ৩৭০) (২) করচার ভূমিকা ; দ্রষ্টব্য—ভারতবর্ষ, ১৩৩২ আশ্বিন (পৃ ৪৮৯), ফাল্গুন (পৃ ৪৬৪), চৈত্র (পৃ ৬১১) : চৈতন্যদেব ও জাতিভেদ। (৩) বীরেশ্বর প্রামাণিক—অদ্বৈতবিলাস, ২য় খণ্ড (পৃ ২৬৬) (৪) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ ৩১০) ; করচার ভূমিকা

নিবাসী শ্যামদাস কর্মকারের পুত্র গোবিন্দ (ইঁহার মাতার নাম মাধবী) স্ত্রী শশিমুখী (১) কর্তৃক 'মূর্খ', 'নির্গুণ', ইত্যাদি দুর্বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে গৃহত্যাগী হন। তিনি তৎপরে নবদ্বীপে গিয়া স্নানের ঘাটে চৈতন্যদেবকে দেখেন, এবং তাঁহার পদাশ্রিত হন; সেই ঘাটে শ্মশ্রুমণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যও থাকেন। (২) তখন হইতে গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী হন। চৈতন্যদেব ১৫০৯ খৃস্টাব্দের মাঘ মাসে কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুর হইয়া বর্ধমানে যান; পথে কাঞ্চননগরে গোবিন্দের স্ত্রীর কথায় চৈতন্যদেব অনুরোধ করিলে, গোবিন্দ গৃহে গমন করেন, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তিনি গৃহ ছাড়িয়া দৌড়াইয়া গিয়া পথে চৈতন্যদেবকে ধরিয়া ফেলেন; তার পর, নানা স্থান হইয়া তাঁহারা পুরী যান, এবং তথা হইতে যাত্রা করিয়া দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া পুনরায় পুরীতে আগমন করেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পথে সিদ্ধবটেশ্বরে ধনী তীর্থরাম চৈতন্যদেবকে দুই জন বেশ্যা দ্বারা প্রলুব্ধ করে, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে; 'করচা'য় জেজুরীনগরে অভাগিনী মুরারীদিগের বিবরণ এবং ঘোগায় বেশ্যা-উদ্ধারের কথাও লিখিত আছে। এই ঘটনাগুলির সম্ভাব্যতার কথা এবং 'করচা'র 'গোপন-ভজন' যে সহজিয়া মত নহে সে সম্বন্ধে দীনেশবাবু সবিস্তারে লিখিয়াছেন। (৩) গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ, তুঙ্গভদ্রার ঢুণ্ডীরাম তীর্থকে ভক্তিপথে আনয়ন, বগুলাবনে পন্থভিল দস্যুকে ভক্তিদান, গুর্জরীনগরে প্রেমভক্তি বিতরণ, চোরানন্দী-বনে নারোজী নামক ব্রাহ্মণ দস্যুকে সন্ন্যাসে প্রবর্তন, নানা স্থানে শিব, রাম ও ভগবতী মূর্তি

---

(১) নষ্ট অংশের মূল লিপিতে নাকি 'পুত্রবধূ' ছিল; নষ্ট ও পুনর্লিখিত অংশে এইরূপ আরও অমিল আছে।—করচা-রহস্য (পৃ ৩, ৪) (২) শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ (পৃ ৩৬-৭, ৩০৪) (৩) করচার ভূমিকা

দর্শনেও ভাবোচ্ছ্বাস, ইত্যাদি ঘটনা 'করচা'র সুমধুরভাবে বর্ণিত আছে। অমূল্যধন রায় ভট্ট বলেন যে, তাঞ্জোরে চৈতন্যদেবের গমনের কথা কেবল 'করচা'তেই আছে ; তথায় এক প্রধান-গৃহে চৈতন্যদেবের বিগ্রহ চর্চিত হয়। রামেশ্বরে চৈতন্যদেব 'হরিবোলা' নামে পরিচিত হন ; কটক-প্রবাসী কুমুদবন্ধুবাবু সেখানকার 'হরিবোলা'-বিগ্রহ দেখিয়া আসিয়াছেন। সম্বলপুরে চৈতন্যদেবের গমনাবধি তাঁহার বিগ্রহ পূজিত হয় ; প্রতাপ-নগরে তাঁহার গমনের স্মৃত্যর্থে রাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক গৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেব ত্রিবাঙ্কুরে যাইয়া আদিকেশব ও জনার্দনের মন্দির দেখেন, কিন্তু 'করচা'য়, চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে ও চৈতন্যভাগবতে এ ঘটনার উল্লেখ নাই ; নানা কারণে এই অমিল হইতে পারে, কিন্তু ইহাতেই যে একখানি গ্রন্থ অপ্রামাণিক একথা বলা যায় না। দীনেশবাবু অন্যত্র (১) প্রকাশিত প্রবন্ধের উত্তরে লিখিয়াছেন যে, (অ) ঘোগা হইতে জাফরাবাদ এই ৭৭½ মাইল জনবিরল পর্বত-বহুল স্থান তিন দিনে দ্রুতগমনে অতিক্রম করিতে হয় ; এবং সেইজন্য পরবর্তী ৬১$\frac{1}{10}$ মাইল পথ (জাফরাবাদ হইতে সোমনাথ) ধীরে অতিক্রম করিতে ছয় দিন লাগে ;—(আ) রাও অনন্তকৃষ্ণ আয়ার বাহাদুর বলেন—ত্রিবাঙ্কুরে 'আটাচূণা' তখনও খাদ্য ছিল এবং এখনও আছে (ইহা এইরূপ : চালের গুঁড়া, ময়দা, ভাজা কলাই, সুঁটির গুঁড়া—ইহাদের সহিত চিনি, গুড় ও জল দিয়া খাইতে হয়) ;—(ই) ত্রিবাঙ্কুরের তদানীন্তন রাজার, হয়ত, 'রুদ্রপতি' উপাধি হইতে পারে ; ইহার অর্থ 'বিষ্ণু'ও হইতে পারে ; আরও দ্রষ্টব্য যে, ত্রিবাঙ্কুরের মার্তণ্ডবর্মা, অ—রবিবর্মা, উদয়াদিত্য বর্মা তিন জনেরই সৌর নাম ; সুতরাং, ঐতিহাসিক অমিল হয় নাই। (২) গোবিন্দ বরাবর চৈতন্যদেবের সেবা

(১) প্রবাসী, ১৩২২ শ্রাবণ (পৃ ৪৭৮)   (২) করচার ভূমিকা

ও আহার্য-সংগ্রহের ভার লন ;—'পিছনে পিছনে আমি খড়ি ল'য়ে যাই' ; তাঁহার প্রভুভক্তি, নৈতিক বিশুদ্ধতা, সত্যপ্রিয়তা ও কৃচ্ছ্রসাধন অননুকরণীয়। চৈতন্যদেব পুরীতে আসিয়া গোবিন্দকে শান্তিপুরে অদ্বৈতসমীপে প্রেরণ করেন। (১) এখানেই 'করচা'র শেষ। 'করচা' প্রায় ১৫১১ খৃস্টাব্দে লিখিত হয় ;—১৫১০-১ খৃস্টাব্দের চাক্ষুষ ঘটনাবলীর স্মারকলিপি অবসরমত গোপনে লিখিত, কারণ চৈতন্যদেব এরূপ কার্যের বিরোধী ছিলেন ; এবং ১৫০৯-১০ খৃস্টাব্দের ঘটনা স্মৃতি হইতে লিপিবদ্ধ। (২) দীনেশবাবু ও বেণোয়ারীবাবু দেখাইয়াছেন যে, 'করচা'য় মহাপ্রভুকে কোথায়ও হীন করা হয় নাই, এবং তাঁহারা বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তিগুলি সাধ্যানুসারে খণ্ডন করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরবাবুও লিখিয়াছেন, "পূজ্যপাদ পণ্ডিতমহাশয় বালকের ন্যায় সরলভাবাপন্ন এবং কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ রসজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।......মহাপ্রভুর প্রতিও তিনি যথেষ্ট ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার স্বলিখিত কথকতার পুঁথিতেও তিনি মহাপ্রভুর লীলার কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ফলত, বৈষ্ণবাচার্যগণের উপদেশানুসারে তিনি মহাপ্রভুকে আদর্শস্থানীয় প্রতিপন্ন করিতেই বিধিমত প্রয়াস পাইয়াছেন।" (৩) এরূপ জয়গোপাল যে নিজ হইতে মহাপ্রভুর নরলীলামাত্র এবং অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থের সহিত অমিল ঘটনাবলীর বর্ণনা করিতে, অথবা জাল করিতে তখনকার দিনে সাহস করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, 'ভাবপ্রবণতা বা অনবধানতাবশত' কেহই 'মহাপ্রভুর চরিত্রকে হীন বা কলঙ্কিত' করেন নাই, বরং ইহাকে সমধিক উজ্জ্বল করা হইয়াছে।

শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীখণ্ডের

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) Chaitanya and his Age (৩) করচা-রহস্য (পৃ ১৫২)

প্রাচীন বৈষ্ণব' নামক গ্রন্থে 'করচা' হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে 'করচা'র প্রমাণ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর (১) ইহা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন যে, চৈতন্য-মহাপ্রভু এক জন অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন; খগেন্দ্রবাবু জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' হইতেও উদ্ধৃতি করিয়াছেন। (২) সারদাচরণ মিত্র 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থের অধিক চিত্তাকর্ষক কতিপয় ঘটনা 'করচা' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; তবে তিনি লিখিয়াছেন যে, গোবিন্দের 'করচা'র প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। (৩) মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ 'করচা' হইতে পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৪) পূর্বলিখিত হরিদাস গোস্বামী 'নীলাচল-লীলা (৩য় খণ্ড)' গ্রন্থে 'করচা'র অধিক মনোহর ঘটনাগুলি এবং যাহা 'অন্যান্য গ্রন্থে ও করচায়' আছে তাহা 'করচা' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। (৫) তিনি অচ্যুতবাবুকে বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট দীনেশবাবুর বিরুদ্ধে 'করচা'-ধ্বংসাভিলাষী অভিযোগকারীদের মধ্যে তাঁহার (হরিদাস গোস্বামীর) নাম তাঁহাকে না জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। (৬) রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলার ইতিহাসের (২য় ভাগ)' একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় 'করচা' অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন। (৭) মুরারিলাল অধিকারী 'বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী (২য় সংস্করণ)' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "গোবিন্দদাসের

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) ভারতবর্ষ, ১৩২৩ কার্তিক (পৃ ৭৭২-৩) (৩) করচা-রহস্য (পৃ ৬৭) (৪) বসুমতী, ১৩৩০ মাঘ (পৃ ৪৪৭); সোনার গৌরাঙ্গ, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ: গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্য; করচার ভূমিকা (৫) করচা-রহস্য (পৃ ৬৪) (৬) করচার ভূমিকা (৭) করচার ভূমিকা; History of the Bengali Language and Literature (pp. 446-64)

'করচা'র বর্ণনানুসারে এই গোবিন্দদাসই মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত করচাকারে লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। গোবিন্দ কর্মকারের কথা কেহ কেহ বিশ্বাস করেন না।" (১) হারাধন দত্ত তত্ত্বনিধি তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধে 'করচা'র সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন (২); জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে (৩) লিখিত ৩৭৫ বৎসরের প্রাচীন কবি বলরাম দাসের একটি পদে আছে, 'নীলাচল উদ্ধারিয়া, গোবিন্দেরে সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণ-দেশেতে যাব আমি।' মৃণালকান্তিবাবু লিখিতেছেন যে, এই স্থলে লিখিত অংশের প্রথম পদের প্রথম চারি ছত্রের সহিত অপরাংশের (উক্ত পংক্তিগুলি ইহাতে আছে) ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে মিল নাই ; চৈতন্যদেব দক্ষিণে যাইবার পূর্বে যে নীলাচল উদ্ধার করেন এবং নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠান (পদের অন্য অংশে এইরূপ লিখিত আছে) ইহার কোন প্রমাণ নাই ; এই পদ বলরাম দাসের নয়, প্রক্ষিপ্ত ; প্রধান শিক্ষক 'ভদ্র'মহাশয় ব্যস্ততা, অস্বাস্থ্য, ইত্যাদি কারণে তাঁহার গ্রন্থে এই পদের অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করেন নাই ; অন্যত্র জগদ্বন্ধুবাবু গোবিন্দ কর্মকারের কথা বলিবার কালে তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ বা করচা-প্রণয়ন অপ্রামাণিক বলিয়াছেন। (৪) সুশীলকুমার চক্রবর্তী 'বৈষ্ণব সাহিত্য' নামক গ্রন্থে 'করচা'র প্রমাণ অনুসরণ করিয়াছেন। কুমুদনাথ দাস 'A History of Bengali Literature' নামক গ্রন্থে 'করচা'কে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। কুমুদনাথ মল্লিক 'নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ)' গ্রন্থে 'করচা'র উল্লেখ করিয়াছেন। মন্মথনাথ রায়, বি-এল, 'Forward'এ

(১) করচা-রহস্য (পৃ ৬৩) (২) করচার ভূমিকা (৩) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ; মৃণালকান্তি ঘোষ ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। (৪) করচা-রহস্য (পৃ ৬৩, ১১৫)

প্রকাশিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ না দেখিলে 'করচা'র মত বর্ণনা করা যায় না। (১) ঐতিহাসিক মনোমোহন চক্রবর্তী ইহাকে প্রামাণ্য গ্রন্থ মনে করেন। (২) শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার 'করচা'কে প্রামাণিক স্বীকার করিয়া তাহার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। (৩) বিমলানন্দ তর্কতীর্থ বর্ধমানের রাজনৈতিক সম্মেলনে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণে কাঞ্চননগরের 'করচা'-প্রণেতা গোবিন্দদাসের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। (৪) রায় রসময় মিত্র বাহাদুর লিখিয়াছেন (৫), "চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের সহিত তুলনায় 'করচা'র ভাষা আধুনিক"; তিনি পণ্ডিতমহাশয়ের 'অনুক্রমণিকা' হেয়ার ও হিন্দু-স্কুলে পাঠ্য করিয়া দিবার লোভ দেখাইলে, পণ্ডিতমহাশয় নাকি আকার-ইঙ্গিতে 'করচা'র প্রথমাংশ তাঁহার লেখা স্বীকার করেন। (৬) লুজ্যাকের 'Oriental List' নামক সাময়িকীতে (৭) দীনেশবাবুর 'Glimpses of Bengal' নামক পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে 'করচা'র প্রামাণিকতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারবত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। (৮) 'পদকল্পতরু'-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় 'করচা'র প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। (৯) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'Calcutta Review'তে 'করচা'র প্রামাণিকতা মোটামুটি স্বীকার করেন। (১০) ইং ৭।১১।১৯০০ তারিখে

(১) করচার ভূমিকা (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮।৭।১৩৩১ (৩) জীবনীকোষ (২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৬০) (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯।১।১৩৪৫ (৫) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩।১১।১৩৩১ (৬) করচা-রহস্য (পৃ ৭০, ১৪৬) (৭) জানুয়ারি-মার্চ, ১৯২৬ (লণ্ডন) (৮) করচার ভূমিকা (৯) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্ক); নিম্নে দ্রষ্টব্য। (১০) Vol. 211, 1898: The Diary of

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে দীনেশবাবু 'করচা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন, "আমি এই পুথির আরও সংবাদ পাইয়াছি, এবং আরও বিশেষ সংবাদ লইব।" (১) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার ডিগ্রীর প্রবন্ধে ও পুস্তকে (২) ইহাকে কতকটা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থে কতিপয় আভ্যন্তরিক অসামঞ্জস্য আছে, প্রামাণিক গ্রন্থের সহিত ইহার অনেক অমিল, বৈষ্ণব সাহিত্যের কোথায়ও ইহার উল্লেখ নাই, এবং ইহার প্রাচীন পুথি পাওয়া যাইতেছে না; অতএব ইহার "কোন উক্তিই আপাতত শ্রীচৈতন্যচরিতের ঐতিহাসিক উপাদানরূপে গ্রহণ করা যায় না"; কিন্তু জয়গোপাল গোস্বামীর কোনরূপ স্বার্থ ছিল না, বিশেষত "তিনি অদ্বৈতবংশের লোক ও শান্তিপুরের অধিবাসী,—শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বিকৃত (!) করিয়া আঁকিয়া তিনি নাম-যশ পাইবার চেষ্টা করিতেন না," ইত্যাদি; "ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ও করচার গোবিন্দ অভিন্ন মনে করার পক্ষে" কারণ আছে; যদি মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ-ভ্রমণের সঙ্গীকে বিষ্ণুদাস, এবং কবিকর্ণপূর ও কবিরাজ-গোস্বামী কৃষ্ণদাস দ্বিজ বা কালা কৃষ্ণদাস (ইনি প্রথমে বর্জিত ও সম্ভবত পরে গৃহীত হইয়া থাকিবেন) বলিয়া লিখিতে পারেন, তবে উহার নাম সমার্থবাচক গোবিন্দদাস হওয়াও আশ্চর্য নহে; জয়গোপাল, হয়ত, কীটদষ্ট পুথির পাঠোদ্ধার-কালে উহার ভাষা আধুনিক ও সহজবোধ্য করিয়াছেন; এবং "গোস্বামীমহাশয়, হয়ত,

Govindadasa, Topography of Govindadasa's Diary (Indian Historical Quarterlyর হরপ্রসাদ-স্মৃতিসংখ্যা দ্রষ্টব্য)—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪১৫) (১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৪১৬) (২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ৩৭৭, ৪১৩-২৪, ৬১২)

কোন কীটদষ্ট প্রাচীন পুথিতে সংক্ষিপ্তভাবে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া 'গোবিন্দদাসের করচা' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন"। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 'করচা' সম্বন্ধে নিজের বিরুদ্ধ মত জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "বিমান-বাবুও ইহাকে শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই", এবং 'করচা'য় উল্লিখিত দক্ষিণদেশে চৈতন্যদেবের বেশ্যা-উদ্ধার-কাহিনীর ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। (১) হেমচন্দ্র সরকার তাঁহার 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব, ২ খণ্ড' নামক গ্রন্থে 'কবিরাজ-গোস্বামীর বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের ভ্রমণসঙ্গী গোবিন্দদাসের করচা অনুসরণ করিয়াছেন।" (২) কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম-এ, প্রাপ্ত তাঁহার 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে (৩) করচার প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। জনৈক লেখক 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে 'করচা'র উল্লেখ করিয়াছেন। (৪) তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী 'নব্যভারতে' যে ২৫ খানি অপ্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে একখানি 'গোবিন্দ-দাসের করচা'। নগেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক সম্পাদিত 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ঢাকার তদানীন্তন স্কুল-ইন্সপেক্টর এচ-এস স্টেপলটন (৫)-কৃত সমালোচনায় লিখিত আছে যে, প্রসিদ্ধ রাধারমণ ঘোষ 'গোবিন্দদাসের করচা'

(১) ইনি 'Dacca Review'তে (1913 April) 'করচা'কে প্রামাণিক বলেন। (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯।৪।১৩৪৮ (৩) পৃ ৩০; এই গ্রন্থে লিখিত আছে (পৃ ৩০, ৩৬, ৩৮, ৪৬) যে, উক্ত করচার বর্ণনা, এবং জয়গোপাল গোস্বামী, শান্তিপুরের রাধিকানাথ গোস্বামী ও মৌলবী মোজাম্মেল হক মায়াপুর যে নবদ্বীপের প্রাচীন সংস্থান ইহা সমর্থন করে বা করেন। (৪) ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ কার্তিক (পৃ ৫৬০) (৫) প্রবাসী, ১৩৩৯ আশ্বিন (পৃ ৮২৮)

চৈতন্যদেবের কোনও ভৃত্য কর্তৃক লিখিত বলিয়া স্বীকার করেন না। ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'মধ্যযুগের বাংলা' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "গোবিন্দদাসের করচায় নবীনত্বের গন্ধ সুস্পষ্ট।" (১) মধু-সূদন গোস্বামী সার্বভৌম বলেন যে, 'করচা' অপ্রামাণিক। (২) ডাঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "ভাষা ধরিয়া বিচার করিলে গোবিন্দদাসের করচার রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্ধ্বে যাইতে পারে না। বস্তু ধরিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের কোন অনুচরের হইতে পারে না। ইহাতে ছোট বড় নানা ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি আছে। গ্রন্থকারের নিকট চৈতন্যচরিতামৃত যে অপরিচিত ছিল না, এবং গ্রন্থকার যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের সহিত ঐক্য বাঁচাইয়া চলিতেছেন তাহাতে কোন ভুল নাই।......বইটিতে সরল কবিত্বপূর্ণ মনোগ্রাহী বর্ণনা অনেক আছে।" (৩)

চৈতন্যভাগবতে পাঁচ জন গোবিন্দের উল্লেখ আছে; দীনেশবাবু বলেন যে, যে গোবিন্দ সন্ন্যাসের সময় ও পরে চৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিলেন তিনিই গোবিন্দ কর্মকার।—

নিত্যানন্দ-গদাধর-মুকুন্দ-সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, অগ্রে কেশব ভারতী ॥ (৪)
নিত্যানন্দ গদাধর, মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥ (৫)

মৃণালকান্তিবাবুর যুক্তি সত্ত্বেও এই গোবিন্দ যে গোবিন্দ কর্মকার

(১) করচা-রহস্য (পৃ ১৫৫-৬) (২) করচা-রহস্য (পৃ ১৫৩) (৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (পৃ ৩৪৬-৫৪) (৪) চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ১।৫২ (৫) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ২।৩৫ (গৌড়ীয় মঠ, ২য় সংস্করণ)

হইতে পারেন না তাহা বলা যায় না। (১) প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী'তে (২) গোবিন্দের নাম পাওয়া যায়।

শুনি' শ্রীগোবিন্দ আনন্দিত হঞা।
অদ্বৈতের স্থানে চলে মনেতে চিন্তিঞা॥

ইহাতে শ্রীখণ্ডে এক 'বৈদেশিক' গোবিন্দের (৩) সহিত নরহরির কথা-বার্তা, তাহার কথামত শান্তিপুরে যাইবার পথে শ্রীঅদ্বৈতশিষ্য মহামতি গন্ধর্বের সহিত গোবিন্দের আলাপ, এবং গোবিন্দের পক্ষে কাঁচরাপাড়ার শিবানন্দ সেনের সহিত পুরীতে যাইবার সম্ভাব্যতার প্রসঙ্গ লিখিত আছে। দীনেশবাবু অনুমান করেন যে, 'করচা'র গোবিন্দ চৈতন্যদেব কর্তৃক পুরী হইতে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতসমীপে পত্র লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইবার পর শ্রীখণ্ড ও পরে শান্তিপুর হইয়া শিবানন্দ সেনের দলের সহিত পুরীতে গমন করেন, এবং চৈত্যদেবের অন্তর্ধানের কিছু পরেই মারা যান; এবং ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য দ্বারপাল গোবিন্দের ছদ্মবেশে এই 'বৈদেশিক' চৈতন্যদেবের সেবা করেন (৪); মৃণালকান্তিবাবু এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, গোবিন্দের 'ছদ্মবেশ ধারণ' করিয়া থাকা বা 'করচা'খানি লুকান (৫) পর্যন্ত সম্ভবপর নহে। (৬) দীনেশবাবু বলেন যে, পুরীতে আসিয়া গোবিন্দের আর 'করচা' লিখিবার প্রয়োজন ছিল না।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট আর্টস-বিভাগের ভূতপূর্ব

---

(১) করচা-রহস্য (পৃ ১১২) (২) কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৪৫ নং পুথি (পৃ ১৪৮); ১৬৩৪ শকে রচিত; ইহা কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে লিখিত। (৩) 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে' কেবল 'বৈদেশিক' আছে, কিন্তু গোবিন্দের নাম নাই। (৪) করচার ভূমিকা; পূর্বে দ্রষ্টব্য। (৫) 'করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে'—ইহার ব্যাখ্যা অন্যরূপ। (৬) করচা-রহস্য (পৃ ৭৪, ৭৭, ৮১, ১১২); পূর্বে দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিএচ-ডি, লিখিয়াছেন (১) যে, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত প্রায় ৩০০ বৎসরের পুরাতন (২) এবং প্রায় ২৫০ বৎসরের পুরাতন (৩) জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক পুথিদ্বয়ে গোবিন্দ কর্মকারের নাম ছিল। ঐ পুস্তকের পূর্বলিখিত সংস্করণে (৪) বৈরাগ্যখণ্ডে (৫) লিখিত আছে।—

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্মকার।
মোর সঙ্গে আইসহ কাটোআ গঙ্গাপার॥

এসম্বন্ধে দীনেশবাবুর বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (৬); তন্মধ্যে শেষোক্ত তারিখের প্রবন্ধে লিখিত হয় যে, দীনেশবাবু নগেন্দ্রবাবুর পুথিতে 'গোবিন্দানন্দ আর' কাটিয়া 'গোবিন্দ কর্মকার' বসাইয়া দিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন (৭) যে, ইহা মিথ্যা, এবং তিনি বহু পুথিতে 'গোবিন্দ কর্মকার' পাঠ দেখিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, গোবিন্দ কর্মকারই করচা-লেখক (৮), এবং তিনি এ সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (৯); এবং তিনি দেওঘরে শিশিরবাবুকে ২০০।৩০০ বৎসরের প্রাচীন পুথির 'কর্মকার' পাঠ দেখান। (১০) এই পুস্তকে তিন স্থলে 'গোবিন্দানন্দের' উল্লেখ আছে; এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রভৃতি জয়ানন্দের প্রাচীন পুথিতে 'গোবিন্দানন্দ আর' (ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে নকলের সময় লিপিকর-

---

(১) ২৩।২।১৯২৫খৃ; করচার ভূমিকা (২) নং ৫৪৪ (পৃ ৬২) (৩) নং ৫৪৫ (পৃ ৪২) (৪) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ৪০০ বৎসরের পুরাতন পুথি দৃষ্টে নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ কর্তৃক সম্পাদিত; ১৯০৫ খৃ (৫) পৃ ৮৩ (৬) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২, ২৩।১০, ৮।১১।১৩১১.........। (৭) ২২।২।১৯২৫ খৃ তারিখে (৮) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪, ৩য় সংখ্যা (৯) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫ (১০) করচার ভূমিকা

প্রমাদ হয়) এই পাঠ দেখিয়াছেন বলেন। (১) এখানে দ্রষ্টব্য যে, জয়ানন্দ স্বচক্ষে চৈতন্যলীলা দেখেন নাই; তিনি নয়টি পালায় বিভক্ত করিয়া চামরহস্তে চৈতন্যমঙ্গল গান গাহিয়া বেড়াইতেন; ১৪৩৬ শকে চৈতন্যদেব যখন বর্ধমানের নিকট আমাইপুরা-গ্রামে যাইয়া সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র 'গুইয়া'র নাম পরিবর্তন করিয়া তাহার 'জয়ানন্দ' নাম রাখেন, তখন তাহার বয়স ১-৩ বৎসর, আর চৈতন্যদেবের বয়স অন্যূন ৩০ বৎসর; মহাপ্রভুর অপ্রকটকালে জয়ানন্দের বয়স ১৯।২০ বৎসর ছিল। (২) কিছু কিছু কল্পনার সাহায্যে রচিত হইলেও, জয়ানন্দের এই গ্রন্থ প্রামাণিকরূপে গণ্য না হইবার কারণ দেখা যায় না। জয়ানন্দের গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। (৩) "জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখিতে যাইয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান অপেক্ষা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও কল্পনা-শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন।...ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছু বিবরণ তাঁহার বইএ পাওয়া গেলেও, শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনা বা মর্মোদ্ঘাটন সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে।" (৪)

'করচা'র নব সংস্করণে শান্তিপুরবাসী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ বাগ্‌দেবী নদী ও প্রাচীন নবদ্বীপের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; এই লিপি হইতে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরাগমনের পথ বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। চৈতন্যদেবের অবতারত্ব, সে যুগের কর্মকার-জাতির মধ্যে শিক্ষাদি বহুতর বিষয় বর্তমান প্রসঙ্গক্রমে 'করচার ভূমিকা'য় ও

(১) করচা-রহস্য (পৃ ১০৬-৭) (২) করচা-রহস্য (পৃ ১০৭); জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ); বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ) (৩) শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ (পৃ ১৯১, ১৯৯, ২০৩-৫) (৪) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ২৪৯)

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' (এবং 'করচা-রহস্যে') আলোচিত হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীরা অনেক সভাসমিতিতেও তাঁহাদের আন্দোলন চালাইয়াছেন। যাহা হউক, 'করচা'র বর্ণনা যে অতীব হৃদয়গ্রাহী একথা শিশিরবাবু, মতিবাবু, মৃণালকান্তিবাবু ও বিশ্বেশ্বরবাবু, প্রভৃতি একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। (১) দুঃখের বিষয়, মতদ্বৈধ অনিবার্য; তবে পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত অভদ্রোচিত আক্রমণ ও ভাষা-প্রয়োগ সর্বথা বর্জনীয়।

দীনেশবাবু আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।—"সম্প্রতি কবিকর্ণপূর-প্রণীত 'চৈতন্যচরিতামৃতং' কাব্যের একটি অংশের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এক স্থানে শ্রীগোবিন্দের উল্লেখ করিয়া কবিকর্ণপূর তাঁহাকে 'নানাতীর্থপূত' এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। এই ভাবের উল্লেখে গোবিন্দ কর্মকার ও শ্রীগোবিন্দ যে একই ব্যক্তি—তাহা সমর্থিত হইতেছে। (২) ...এসম্বন্ধে (৩) আমার দলিল আছে, কেহ চাহিলে তাহাকে দেখাইতে পারি। আমি শিশিরবাবুকে কোন নিন্দা করি নাই।...অসত্য (৪) কখনই পরিণামে জয়লাভ করিবে না। 'কত ক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে, কত ক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ?'...রাসেল সাহেবের নাম হইতে 'রসাল কুণ্ড' হইয়াছে এই তর্ক (৫) পড়িয়া মনে হইল শশিশেখরের 'মদনকুণ্ড রাধাকুণ্ড তীরে' পদের 'মদনকুণ্ড' মদনমোহন মালব্যের

---

(১) করচা-রহস্য (পৃ ১২৪...) (২) পূর্বে ও নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৩) 'করচা-রহস্য' প্রকাশের প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণে দীনেশবাবু এইরূপ লিখিয়াছেন। (৪) 'করচা'কে ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লিখিত। (৫) **Gobindas' Karcha : A Black Forgery**—এই গ্রন্থের ভূমিকায় স্যর যদুনাথ সরকার কর্তৃক উত্থাপিত।

নামানুসারে হওয়া বিচিত্র নহে! বস্তুত এই স্থানে যে রসাল নামক আর একটি স্থান আছে, তাহা লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টি এড়াইল কিরূপে?... আর এক জন লোক খুব কোমর বাঁধিয়া এই ক্ষেত্রে লাগিয়াছেন। তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কিছুই জানেন না; প্রাচীন কালের (প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বের) ভাষা, ভাব ও মানচিত্রনির্দিষ্ট স্থানগুলির ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকিলে, যেরূপ বৃথা প্রজ্ঞা ও অসার পাণ্ডিত্য দেখান সম্ভবপর হয়, তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবি গোবিন্দ কর্মকারের প্রায় এক শত বৎসর পূর্বের। তাঁহাদের ভাষা যাহা বর্তমানকালে পাই, তাহা 'করচা'র সঙ্গে মিলাইয়া পড়ার পর এই বিষয় বিচার করা উচিত। 'করচা'র ভাষায় মাঝে মাঝে নকলকারীর হাত আছে; সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যেই ঐরূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। আর হস্তলিখিত পুথির লেখা কীটদষ্ট না হইয়াও দুর্বোধ্য হইতে পারে। যেখানটা বুঝিতে পারা যায় না, সে জায়গাটা কীটদষ্ট না হইয়াও এই কারণে বাদ পড়িতে পারে। যদি প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে প্রতিবাদীদের কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহারা দেখিতেন যে, অনেক প্রাচীন পুথির এক পৃষ্ঠায় লেখা থাকিত এবং পরের পৃষ্ঠা বাদ দিয়া লেখা হইত, সুতরাং, এক দিক্ কীটদষ্ট হইলে, অপর দিক্ কীটগণের কবলিত হইতে পারিত না। (১)......পদকল্পতরু-সম্পাদক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়-মহাশয়ের 'করচা'-সম্বন্ধীয় উচ্চপ্রশংসাসূচক পত্রখানি কেবলমাত্র (২) 'বিচিত্রা' গত বৎসর (৩) ছাপাইয়াছিল।......বাদ-প্রতিবাদ ছাড়িয়া পাঠকগণকে 'করচা'খানি পড়িতে অনুরোধ করি,—পুস্তকখানি পড়িয়া

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) বিরুদ্ধবাদীদের খাতিরে আর কেহ ছাপে নাই। (৩) ১৩৪২ সাল

যেন তাঁহারা বিচার করেন ; নতুবা বহু মিথ্যার জালে বুদ্ধি আবদ্ধ হইয়া পড়িবে।”

অচ্যুতবাবু দীনেশবাবুকে এ সম্বন্ধে যে সব পত্র লিখিয়াছেন তাহার একখানিতে তিনি পূর্বলিখিত ‘চৈতন্যচরিতামৃতং’ গ্রন্থে গোবিন্দের সম্বন্ধে যে সব প্রসঙ্গ আছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন,—১৩শ সর্গ, ১৩০শ শ্লোক : বহুতীর্থপরিভ্রমাৎ, ১৩১শ শ্লোক : পরিচর্যারতো, ১৩২শ শ্লোক : দিবানিশং পরিচর্যামকরোৎ ; ১৭শ সর্গ, ৫০শ শ্লোক : জগ্রাহ বাসঃ স কটীরসূত্রং (১) ; ১৮শ সর্গ, ২৫শ শ্লোক : সততং প্রভুসঙ্গসঙ্গতঃ ; ১৯শ সর্গ, ৬ষ্ঠ, ২৪শ শ্লোক……। দীনেশবাবু ২৪-পরগণা-জেলায় প্রাপ্ত ২৫০ বৎসরের প্রাচীন গোবিন্দের একখানি চিত্র সংগৃহীত ও মুদ্রিত করিয়াছেন। (২)

জয়গোপাল পণ্ডিতমহাশয়ের পুত্রগণের নাম যথাক্রমে বেণোয়ারীলাল, বংশীবদন, মোহনলাল, মুরারিমোহন, বীণাবল্লভ ও রাধাবল্লভ। বেণোয়ারীবাবু গাইবান্ধা-স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সরকার হইতে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। বাং ১৩৪৯ সালে তাঁহার ৮৭তম জন্মতিথি-উপলক্ষে গাইবাঁধা-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। তাঁহার পুত্র যূথিকাবিকাশ, এম-এ। তৎপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ—কাব্যহার (পদ্যময় সন্দর্ভ ; ১২৮৮ ; কতিপয় কবিতা ‘সাধারণী’ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত ; বাল্যরচিত দুই একটি) ; শ্যালক-বিয়োগ ; খিচুড়ী ; পোলাও (৩) ; বেণুবন (৪)। ‘বেণুবন’

---

(১) জয়ানন্দের ‘কৌপীনকরঙ্গবহনকারী’ (২) বৃহৎ বঙ্গ [পৃ ৬৯৭ (চ)] (৩) প্রবাসী, ১৩৩১ ভাদ্র (পৃ ৬৭২) ; ভারতবর্ষ, ১৩৩০ পৌষ (পৃ ৮৮) (৪) প্রবাসী, ১৩৩৬ শ্রাবণ (পৃ ৬০৭) ; ভারতবর্ষ, ১৭শ বর্ষ ১ম খণ্ড (পৃ ২৬৬) ; বিচিত্রা, ১৩৪০ শ্রাবণ (পৃ ১১৪) ; Amrita Bazar Patrika, 25.7.1937

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। "বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বেণোয়ারীলাল 'প্রচারের' গোপন লেখক ছিলেন।...'বেণুবনের' প্রকাশক (কবির ভূতপূর্ব ছাত্র) অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—মঞ্জরী, পুরাতনী ও সাহিত্যিকা। 'মঞ্জরী'তে নানা বিষয়ে রচিত কতকগুলি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতাগুলি ভাষা, ভাব, ছন্দ এবং বিশেষভাবে অকৃত্রিম সরলতায় বিগত শতাব্দীর কাব্য ও কাব্যরীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'পুরাতনী'তে কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভৃতি তৎকালীন মনীষীদের উপর রচিত কয়েকটি কবিতা আছে। তাঁদের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত সম্পর্কের আভাসও এই কবিতাগুলির মধ্যে আছে। 'সাহিত্যিকা'তে তিনি তৎকালীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ, কৌতুক ও সমালোচনা করিয়াছেন।......আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ অভিমত এইরূপ।—

দীঘল শব্দ আর ছন্দের ঝঙ্কার,
তাই আজ হইয়াছে কবিতার প্রাণ।
... ...
কাব্যের গতিটি ধরি' পিছু পিছু তার
রস যদি নাহি ছুটে রসিকার বেশে,
তবে সে কাব্যের তনু কঙ্কালের স্তূপ।" (১)

বেণোয়ারীবাবু সাহিত্য, নব্যভারত, প্রচার, ভারতবর্ষ (২), সঙ্কল্প, অনুসন্ধান, হিন্দুরঞ্জিকা, শান্তিপুর, যুবকাদি পত্রে কবিতা লিখিতেন ; এবং তিনি বর্তমানে প্রায় নবতিপর অন্ধ হইলেও নানা স্থানে তাঁহার কবিতা

(১) বিচিত্রা, ১৩৪০ শ্রাবণ (পৃ ১১৪) (২) প্রতিকৃতি—১৩২২ আষাঢ় (পৃ ১৭৪)

প্রকাশিত হইতেছে। "ব্যঙ্গ এবং শ্লেষবাণের সন্ধানে তিনি সব্যসাচীর মত লঘুহস্ত এবং অব্যর্থলক্ষ্য। তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র এবং পিতৃগুণের অধিকারী।" (১) "তাঁহার সরল ও তেজস্বিতাপূর্ণ প্রকৃতি। কঠোর সত্য বলিতে যাইয়া তিনি সময় সময় মনুক্ত সাবধানতাও রক্ষা করিতে পারেন না।" (২)

তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্যাশ্রমের' এক জন সভ্য ছিলেন। সুরেশবাবু একবার তাঁহার সঙ্গে শান্তিপুরে গমন করেন। সে সময়ে এই দুই সাহিত্য-রসিকের যেরূপ আলাপ হয় তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।—"সু-চন্দ্র বেণুমামাকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিলেন। বেণুমামাও দুই চারি কথা উত্তমমধ্যম শুনাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি মুখর সু-র কাছে পঁহুছিতে পারেন নাই।······সু-বাবু তাঁহাকে সর্বদা যেরূপ বিরক্ত ও উত্যক্ত করেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি (কলিকাতায়) একটু আক্ষেপ করিলেন। সু-চন্দ্র তাঁহার বাক্‌শক্তিটা একটু সংযত না করিলে ভালমানুষের কোমল হৃদয়বৃত্তি লইয়া বাস করা দায় হইয়া উঠিবে।" (৩)

কবি আত্মদুঃখের কিঞ্চিৎ আভাস এইরূপভাবে দিয়াছেন।—

অনুজেরা কেহ নহে লক্ষ্মণ অনুজ,
পিতৃ-তিরোধানসহ গুরুভক্তিটুকু
জাহ্নবীরে এসেছেন ক'রে উহা দান।
কি কাঠিন্য হেরি এবে মুখে তাহাদের।

---

(১) ভারতবর্ষ, ১৩২২ শ্রাবণ (পৃ ৩৯৩) (২) গোবিন্দদাসের করচার ভূমিকা (৩) সাহিত্য, ১৩১৩ কার্তিক: নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্যসেবকের ডায়েরী' (২১।২২এ আশ্বিন ও ৩রা কার্তিকের ঘটনা; এই প্রবন্ধ পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়)

দূরে থাকি, তবু শুনি ভীম আস্ফালন ;
বৃদ্ধ আমি, গৃহত্যাগী, সৈকতনিবাসী,
পিতৃধন ক্রান্তিমাত্র করিনি গ্রহণ,
তবু রোষকষায়িত অব্যক্ত রাগেতে,
শুনি সদা ঘূর্ণ্যমান নয়ন তাঁদের। (১)

কবি 'শান্তিপুর' ও 'অদ্বৈতাচার্য' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।-

আমার জনম-ভূমি প্রিয় শান্তিপুর—
যারে বঙ্গ-নরনারী মানে তীর্থ বলি,'
যেথায় অদ্বৈত মম ঊর্ধ্বতন পিতা
জনমিয়া ভক্তিরসে চিরদিন তরে
দিব্যস্থানে পরিণত গিয়াছেন করি,'—
সেই শান্তিপুর মম গৌরবের খনি।
শ্রীঅদ্বৈত-বক্ষ ভেদি' ভক্তিতরঙ্গিণী
এনেছিল স্বর্ণপদ্ম উজানে বহিয়া,
সেই পদ্ম বাংলার শ্রীচৈতন্যপ্রভু !
যার প্রেমে ভেসেছিল, নহে সুধু সাধু,
অসাধুও সাধু হ'য়ে অকৈতব সুখ
উপভোগি' বৈকুণ্ঠেতে গিয়াছেন চলি'।
কোটি কোটি প্রাণমাঝে অদ্বৈত-প্রভাব
প্রবেশিয়া, (তীব্র) ব্যথা করিয়া সঞ্চিত,
আনিয়াছে অভিশপ্ত ভারত-মাঝারে
শুদ্ধপ্রাণ মহামতি দেবতা গান্ধীরে।

(১) পোলাও

আছে শান্তিপুর, হয় না সেথার আর
তানসেন-কণ্ঠচোরা গোঁসাই নির্মল।
অদ্বৈতের ভক্তিভরা মোহনিয়া বাণী
নাহি রচে জাহ্নবীর হৃদয়ে উচ্ছ্বাস। (১)

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন (২), "স্বরাজের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া কবি ইহার প্রধান পুরোহিতের বর্ণনায় (ঐরূপ) লিখিয়াছেন। গান্ধীভক্ত আর কোনও বাঙালী এমন করিয়া তাঁহাকে বাংলার নিজের ধন বলিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।...বৃদ্ধ কবির ভারত-প্রীতি তাঁহার বঙ্গপ্রীতির ব্যহ্যবিকাশ। বঙ্গপ্রীতির মূল কেন্দ্র—শান্তিপুর। তাহার মধ্যবিন্দু কবির 'উর্ধ্বতন পিতা' শ্রীমদদ্বৈতাচার্য গোস্বামী।" অক্ষয়বাবু ঐ প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন, "দাদা বহুদিন পূর্বে 'খিচুড়ী' রাঁধিয়া বঙ্গসাহিত্যসেবকগণের পাতে পাতে পরিবেশন করিয়াছিলেন।... এবার আর রন্ধন নয়, এবার 'পাকান'।...সর্গগুলির নাম হইয়াছে হাঁড়ী; —তাহার সংখ্যা একাদশ।...দুই একটি 'হাঁড়ী' হাঁড়ী নয়, হাঁড়া।...এই পোলাওয়ের বাবুর্চি স্বয়ং গো-স্বামী; 'গাই-বাঁধা' থাকিতে, ও ঘৃতের অভাবে তিনি দুঃখ করিয়া জানাইয়াছেন;—'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, তাতেও সাপের চর্বি!' সুধু সেটা হইলেও, স্বদেশী হইত; কিন্তু ইহাতে বিলাতী চর্বিরই আতিশয্য;—তাহা অ-বেমালুমভাবে ইংরাজী অক্ষরের অগলিত কাঠিন্যে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। খাঁটি বাঙালীর পক্ষে গলাধঃ-করণ করা দূরে থাকুক, তাহার অর্ধভোজন-চেষ্টাও অসম্ভব।...'পোলাও' আসলে সামিষ, কেবল তাঁতীকুল-বৈষ্ণবকুল-রক্ষাপ্রয়াসী ব্যক্তিবিশেষের খাতিরে নিরামিষ হইয়া থাকে। সামিষ অংশের তুলনায় নিরামিষ অংশটুকু অধিক উপাদেয় হইয়াছে।...কবি বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন;

---

(১) পোলাও (২) ভারতবর্ষ, ১৩৩০ পৌষ (পৃ ৮৮): পোলাও

কবি-গৃহিণীও (১) আর তরুণী নাই। তথাপি বৈষ্ণব বলিয়া, বুড়া বয়সেও কবির রসভাণ্ড শুষ্ক হয় নাই ; গৃহিণীকে লইয়াই তাহার প্রথম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভদ্র কন্যার উপর এইরূপ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপে যাহার আরম্ভ, তাহার শেষ কিন্তু বৈষ্ণবোচিত পরকীয়া-প্রীতিতে ডগমগ।...বৌদিদি তেমন লেখাপড়া জানিলে, এবং সকল কথা তলাইয়া বুঝিতে পারিলে, কবির জন্য পায়েস রাঁধিতে বসিয়া, চিনি-ভ্রমে লবণ দিয়া ফেলিতেন!"

'পোলাও' গ্রন্থে বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, জলধর, প্রভাত-কুমার, করুণানিধান, প্রভৃতি অনেকেরই উপর কটাক্ষ আছে। দীনেশ-বাবুর সম্বন্ধে লিখিত আছে—

ধূর্জটির প্রিয় বঙ্গনায়ক নামটি তাঁহার দীনেশ ;—
দীন ছিলেন, ভক্ত বলিয়া হয়েছেন আজি ধনেশ।
যে দিন ইনিই রায় গুণাকরে হেসে করিলেন নির্বাসন,
সে দিন হইতে 'বিদ্যা সুন্দর' কাটছে বাজারে বড়ই কম।

উক্ত গ্রন্থে নানা বিষয়ের উপর শ্লেষ আছে, তন্মধ্যে বাঙালী পাঠকের উপর আক্রমণ সময়োচিত।—

বাঙালী পাঠক স্রোতে গা ঢালিয়া পারে ভাসিতে,
বিজ্ঞজনের হাসিটি দেখিয়া পারে হাসিতে।
উজাতে চাহে না, উজাতে জানে না,
আগ্রহ করিয়া গ্রন্থ কেনে না,
যদি কেহ কেনে, পড়ে কদাচন,
চাহে না রুচিরে করিতে মার্জন,—
যদি কেহ পড়ে, বুঝিতে না পারে,
গ্রন্থকারে গালি পাড়ে।

---

(১) পরে স্বর্গতা

বোকামি ভূতটা (সকলেরি) ঘাড়ে ;
না বুঝেও গালি ঝাড়ে।

উহাতে 'স্বরাজ' সম্বন্ধে লিখিত আছে—

মানুষের অধিকার মানুষকে দিয়া,
ন্যায়ের পবিত্র হর্ষ উপভোগ করি',
যে পুলক পায় নর,—তাহাই স্বরাজ।
... ...
দুর্বলেরে নির্যাতন-পেষণ-যন্ত্রণা
দিয়া যারা বড় হয়, তারা বড় নয়,—
তারা বড় নয়,—এই কথা বলিবার
অবাধ শকতি, এই শকতির নাম
নৈসর্গিক, আধ্যাত্মিক, নির্মল স্বরাজ।

কবি জগতে বৈষম্য, স্বার্থপরতা, অত্যাচার, অন্যায়, গুণ্ডামি, দুর্নীতি, নাস্তিকতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দর্শনে ব্যথিত হইয়া তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রীতি ও জীবে দয়া ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান। তাঁহার বাণী শাশ্বতী।

কি না ছিল ? সব ছিল। সব গেছে দূরে,—
সত্য ছিল,—শিশির সমান নিরমল,
দয়া ছিল,—সুকোমল দ্রাক্ষারসে রসা,
ধর্ম ছিল,—ভূমানন্দ-মুকুট-ভূষিত,
লোক-প্রেম ? তাও ছিল,—অতুল ধরায়।
... ...
স'য়ে যাও, ভাই, স'য়ে যাও,

ন্যায়ের রাজ্যে শত অবিচার,
বেদনা পাইলে, শত জ্বালা ভুলে,
শুধুরে বারেক মনপ্রাণ খুলে,
দয়াল প্রভুর গান গাও !

ভেঙ্গে দাও এই, হৃদয় মাঝারে,
সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব,
আমারে করহ, গোলোক-বিহারি,
তোমার গীতির ছন্দ।
নিরাকার ভাবে চাহি না তোমায়,
দিব্য মূরতি ধরি,'
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া,
দাও, হে ব্রজের হরি !
আমি-হীন আমি হইব যখন,
ঘুচে যাবে অহমিকা,
আমি-হীন আমি প্রকৃতি-মূরতি
তুলে ধর যবনিকা। (১)

কবি নারীর দুঃখে মর্মাহত হইয়া লিখিয়াছেন (১),

সমাজের অঙ্গে যদি বর্ম দিতে চাও,
বরণ্যা রমণীবর্গে শিক্ষা দিতে হবে,
ভেঙে দিতে হবে ঐ অন্তঃপুরকারা।

(১) পোলাও

ভয় হয় অন্তঃপুরপানে নিরখিলে,
দেবী আর দেবী নাই বিলাসবাসিনী।
রাবেয়ার হৃদয়ের অনন্ত বিভব
রমণীর হৃদয়ের হোক অলঙ্কার।
... ...
বাল-বিধবাদের রোদনে যাদের
হৃদয়ে লাগে না ব্যথা,
কাপুরুষ সেই নির্লাজগণের
এখনও শুনিছ কথা?
... .
পতিবুক হ'তে দুরাচার যদি
সতীরে কখন ছিনায়ে লয়,
পতিগৃহে তার নাহি ঠাঁই আর,
এমন বিধান এ দেশে রয়।
ভ্রষ্ট পুরুষ গড়িছে সমাজ,
বিধান তাহার সুবিধামত,
পাপের বোঝাটি নারীশিরে দিয়ে,
আপনি কুকাজে নিয়ত রত।
কেহ বিষ পিয়ে মিটায় যাতনা,
কেহ ইসলামের শরণ লয়,
সমাজ পণ্যে কেহ পরিণীতা,
সমাজ পাতকী এতে কি নয়?

কবি শান্তিপুরাগত (১) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কথা লিখিতে গিয়া শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরাঙ্গের সম্বন্ধে ভাবের উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করিয়াছেন। (২)

---

(১) শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ (পৃ ১৩) (২) বেণুবন

আসে লোক। লোক হ'য়ে আসে কয় জন?
তখন বালক আমি, ঠিক মনে আছে,
দেখিয়াছিলাম সেই বিচিত্র পুরুষ।
হৃদয়ের রূপ দিয়া মার্জ্জিত আনন,
চক্ষু দিয়া বিচ্ছুরিছে শীতল পাবক।
কি শান্ত প্রতীক—দিব্যরসে টলমল
ইনিই, ইনিই সেই আচার্য কেশব।
অদ্বৈতপরেশপূত গোরালীলাভূমি
শান্তিপুরে গোরা-কথা, গোরার মাহাত্ম্য,
কেশবের মুখ হ'তে সে দিন শুনিয়া,
ছোট বড় সকলেই উঠেছিল কেঁদে,
ডুবু ডুবু শান্তিপুর; কেশব সে দিন
নিমাইয়ের প্রেমসিন্ধু—প্রেমের উচ্ছ্বাস—
আপনার প্রাণ হ'তে বাহির করিয়া,
ডুবু ডুবু শান্তিপুরে ডুবাইয়াছিল।
প্রেমের নির্ঝর মম অদ্বৈত গোঁসাই
গোরার করেন ভক্তি, পূজেন চরণ।
গোরা বলে—এ কেমন? স্থবির আচার্য
আমারে পূজিতে চায়! শান্তিপুর-ধামে
আমি না রহিব আর, যাব যথা তথা। (১)
প্রভু চ'লে গেল, ওগো, প্রভু গেল চ'লে,
এ দিকে গোঁসাই সম ভক্তি আচ্ছাদিয়া
নিরাকার ব্রহ্মবাদ লাগিল ঘোষিতে।

---

(১) শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ (পৃ ১৮০) দ্রষ্টব্য।

এ কথা শুনিয়া কাণে হেথায় নিমাই
মনে বড় ব্যথা পেয়ে লাগিল কাঁদিতে ;
ওই দেখ, ওই দেখ, অধীর নিমাই
ডাকালেন অদ্বৈতেরে আপন ভবনে ।
ভয়ে ভীত অদ্বৈত, গোরার সমুখে
হাত যুড়ি' দাঁড়াইয়া বিনয় সহিত,
প্রভুরে কহেন, প্রভু মাথা নীচু করি,'
"কেন তুমি, হে অদ্বৈত, আনিলে আমায় ?"
প্রভুর সে কাঁদ কাঁদ মুখ নিরখিয়া,
অদ্বৈত প্রভুর গলা ধ'রে ভক্তিভরে,
দোঁহে দোঁহে গলাগলি, দোঁহে অচেতন—
সেই দৃশ্য, সেই দিন হেরেছি নয়নে ।
হা কেশব !
আর একবার, দেব, দিব্যমূর্তি ধরি,'
এক সঙ্গে, গোরাপ্রেম বিতরিয়া যাও ।
কোথা প্রেম ? কোথা সেই নিমাই নিতাই !
কোথা সেই ভক্তিগঙ্গা, কোথা হরি-কথা ?
হরিবোলা অদ্বৈতের হরি-গরজনে
শিহরি' উঠিত তরু লতিকার কোলে,
কচি কচি কুঁড়িগুলি উঠিত ফুটিয়া ।
এখনও মৃদঙ্গ বাজে, বাজে করতাল,
হরি ব'লে বাহু তুলে নাচে কপটতা ।
হা নিমাই ! অবধৌত ! অদ্বৈত গোঁসাই !
দানবের হাতে প'ড়ে তোমাদের সুধা
আজ কালকূটরূপ ক'রেছে ধারণ ।

কবির শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত লিপি—সেকালের শান্তিপুর। (১) তাঁহার কাব্যের সমালোচনা ও তাঁহার প্রশস্তি আরও কতিপয় স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। (২) নরেন্দ্র দেবের 'কাব্যদীপালি' গ্রন্থে তাঁহার 'উপেক্ষিত' কবিতা স্থান পাইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অন্তস্থানীয় আর এক জন 'বনোয়ারীলাল গোস্বামী' ছিলেন।

জয়গোপাল পণ্ডিতমহাশয়ের তৃতীয় পুত্র মোহনলাল কাব্যতীর্থ (৩) তাঁহার সময়ে বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম কথক ও এক জন সুগায়ক ছিলেন; তিনি সংস্কৃতে কবিতা লিখিতে ও বক্তৃতা করিতে পারিতেন, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি যে সকল স্থানে সসম্মানে কথকতা করিতেন তাহার কয়েকটির নাম দেওয়া হইল—বর্ধমান-মহারাজের সভা, এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (তিনি ইঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইনি নিজে (যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেন), রাজা দিগম্বর মিত্রের, খেলাত ঘোষের, শরৎকুমার লাহিড়ীর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের, ময়মনসিংহ-চৌদ্দরশির জমিদারের, মুক্তাগাছার জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর ও লালগোলার মহারাজ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বাটী, এবং ঢাকার অনেক বাটী ও প্রতিষ্ঠান। তৎপ্রণীত গ্রন্থ—সঙ্কীর্তনাবলী (কথকতা-গীতাবলী বা কথাসাহিত্যের গীত?), ভক্তিলহরী (সংস্কৃত), গৌরাঙ্গলীলা-সঙ্গীতাবলী (অপ্রকাশিত)। তিনি কাশী হইতে বেদান্ত-ভাগবতে সুপণ্ডিত হইয়া আসেন। তিনি বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না, এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় বক্তৃতাদি করিতেন। তিনি জীবনের

(১) যুবক, ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ১০) (২) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস (পৃ ১৩৫); বিচিত্রা, ১৩৩৪ আশ্বিন (পৃ ৩৩৩) (৩) সরোজনাথ মুখো—শরৎকুমার লাহিড়ী (পৃ ১২৩-৪)

শেষ দিকে নবদ্বীপস্থ নিজবাটীতে বাস করিতেন, এবং ১৩৪০ সালে প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। (১) তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জ্যোতির্বিকাশ অন্তরীণ ছিলেন, এবং নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ শান্তিপুরে ও অন্যত্র কথকতা করিতেন, এবং জিতেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী কলিকাতায় ও ঢাকা-অঞ্চলে কথকতা করেন; জিতেন্দ্রনাথের গুরু বৃন্দাবনের গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী (ইনি শান্তিপুরের প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন)।

মুরারিমোহন প্রচুর শক্তিশালী, বীণাবল্লভ উত্তম ফুটবল-খেলোয়াড়, এবং উভয়ে প্রসিদ্ধ ভোজনবিলাসী ছিলেন। বীণাবল্লভ কথকতা করেন, এবং রাধাবল্লভও কথক ছিলেন। (২)

৺মদনগোপাল গোস্বামী ভাগবতাচার্য

'মদনগোপাল'-গোস্বামি-শাখার মদনগোপাল গোস্বামী এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, শক্তিশালী বাগ্মী, মনোরঞ্জক ভাগবত-পাঠক এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শান্তিপুরের শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর কৃতী ছাত্র ছিলেন। (৩) প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী চৈতন্যভাগবতের সংস্করণে তাঁহার ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপককে (৪) 'কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমদ্বৈতবংশাবতংস পণ্ডিতাগ্রগণ্য' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন, "সুলভ সুবিশুদ্ধরূপে বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য আমার প্রাণ বড় আকুল হইল। শান্তিপুরধামা মদনগোপালপ্রভুকে প্রাণের

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪।৫।১৩৪০ (২) পণ্ডিতমহাশয়ের 'প্রিয় ছাত্র' হইলেও উপরিলিখিত বর্ণনায় নিরপেক্ষতা অবলম্বনের চেষ্টাই করিয়াছি। (৩) যতিদর্পণ বা সন্ন্যাস (পৃ ৪); 'রাধিকানাথ গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৪) বঙ্গীয় মহাকোষ (২য় ভাগ, পৃ ৯২)

(পৃঃ ৬১২)　　শান্তিপুর-পরিচয়, ২য় ভাগ　　(পৃঃ ৬১৬)
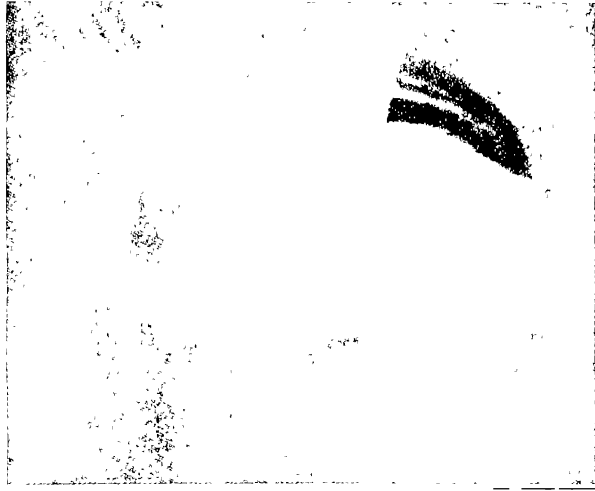
৺মদনগোপাল গোস্বামী

৺রাধিকানাথ গোস্বামী

কথা জানাইলাম। তিনি বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা দিয়া শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থখানি সর্বাগ্রে প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং অনুবাদ ও তাৎপর্যার্থ লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।" (১) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের উদ্যোগে রাজসাহীতে অভিনীত সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে পণ্ডিত মদনগোপাল প্রভৃতি সংস্কৃত শ্লোক-রচিত অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। (২) তাঁহার কথা নানা স্থানে (৩) প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি নবদ্বীপে ব্রজমোহন বিদ্যারত্নের নিকট কাব্য, মীমাংসা, স্মৃতি, ইত্যাদি এবং কাশীতে অম্বিকারত্ন ব্যাস শতাবধানের নিকট বেদপাঠ সমাপন করেন; পরে জয়গোপাল গোস্বামীর আদেশে বৃন্দাবনে গিয়া সেখানে দ্বাদশ বৎসর থাকিয়া গোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত ৺রাধারমণ-বিগ্রহের গাদীর সেবায়েত অধ্যাপক গোপীলাল গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; তিনি চিঠিতে নিজ গুরুদেবকে 'সকল-গুণালঙ্কৃতেষু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থ—চৈতন্য-চরিতামৃতের সংস্করণ (প্রকাশ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়); লঘুভাগবত ও হরিভক্তিবিলাসের সংস্করণ; রাসপঞ্চাধ্যায়; ঋতুসংহার (কবিতা;

(১) সঙ্কল্প, ১৩২১ পৌষ (পৃ ৫৫২): আত্মকথা (২) বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ, পৃ ৮২) (৩) 'জয়গোপাল গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ, পৃ ১২৯, প্রতিকৃতিসহ)। দুঃখের বিষয়, 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড, পৃ ৭৮৮, ৯০৮, ৯৮০) তাঁহার বিষয়ে বক্র ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এবং লিখিত হইয়াছে যে, তিনি তন্তুবায় মোক্তার শিষ্যের দ্বারা যে বাগ্‌বিসম্বাদ স্থাপন করান তাহা লোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতি পূর্বে খণ্ডন করিয়াছিলেন;—ঐ বাগ্‌বিসম্বাদ কি বুঝা গেল না, এবং তাঁহার তন্তুবায় শিষ্য ছিল না বলিয়া মনে হয়।

কালিদাসের গ্রন্থের অনুবাদ ; ভূমিকায় ২৪।৪।১২৬৭ তারিখ লিখিত আছে, এবং ইহা কলিকাতায় ১৯১৬ সংবতে মুদ্রিত বলিয়া প্রকাশিত)। তিনি 'আচার্য' নামক বৈষ্ণব মাসিক পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক (শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত) ছিলেন ; বহরমপুর হইতে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রকাশের পূর্বে ঐ গ্রন্থ এই পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশিত হয়। (১) 'ঋতু-সংহারের' বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, "ইহা মহাকবি কালিদাস-প্রণীত সংস্কৃত মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। তাহাতে যে সকল শ্লোক অশ্লীল ছিল তাহা একেবারেই পরিত্যাগ করা হইয়াছে ; আবশ্যকবোধে কোন কোন ভাব পরিবর্তিত বা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে।" সংস্কৃত-মূলক সাধুভাষা প্রয়োগের নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।—

"তৃষিত চাতকদল, নিরন্তর যাচে জল,
জলভারে লম্বমান জলধরচয়।
সহশ্রোত্রহররব, বর্ষে নবজললব,
আর মন্দ বায়ুবলে মন্দবেগে ধায়॥
বজ্ররববিভূষণ, আকাশে সঞ্চরে ঘন,
সহসৌদামিনী দাম শক্রধনুযুত।
তীক্ষ্ণ জলধারাশরে, বিয়োগীর প্রাণ হরে,
সুখের সাগরে ভাসে অপ্রবাসিচিত॥
আবর্তনিচিততল, গৈরিক-মিশ্রিত জল,
মৃদিতসিন্দূররাগ জিত তার রাগে।
মন্দ পবন-হিল্লোলে, ঊর্মিমালা হেলে দোলে,
কামিনী রমণী যেন ধায় অনুরাগে॥

(১) দেশ, ৪।৪।১৩৪২ (পৃ ৪৪) ; শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ১১৬)

তদ্বংশীয়ের শিষ্য মহেশতলা-নিবাসী দিবাকর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট "মদনগোপালপ্রভুর আচারনিষ্ঠার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। শান্তিপুরে একবার তাঁহার দিনাজপুরবাসী রায়বংশজ জনৈক ধনী শিষ্য প্রয়োজনবশত বিগ্রহের ভোগের পূর্বে খাদ্য গ্রহণ করায়, তিনি ইঁহাকে ত্যাগ করেন এবং পরে ইঁহার প্রেরিত প্রচুর অর্থ প্রত্যাখ্যান করেন। কলিকাতার ধনী বলাইচন্দ্র শীল একবার জলপূর্ণ পাত্রের ভিতর অনেকগুলি গিনি রাখিয়া পার্শ্বেল করিয়া তাঁহার নিকট বেনামীতে প্রেরণ করেন; প্রেরক কে না জানিতে পারায়, তিনি তিন মাস উহা পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দেন, পরে অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া উহা ফেরত দেন; শান্তিপুরের রাধিকানাথ গোস্বামী ঐরূপ শূদ্রের দান লইতেন বলিয়া তিনি ইঁহার সহিত আহারব্যবহার ত্যাগ করেন। শুনা যায়, একবার রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ পান্তি (পালচৌধুরী) 'মদনগোপাল'-বংশের পূর্বপুরুষ রামদেব বা জয়দেবের নিকট তিন দিবস উপবাসী থাকিয়া দীক্ষা লইবার আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু তাঁহারা শূদ্রকে শিষ্য করেন না। একবার পুঁটিয়ার রাজা (ব্রাহ্মণ) শান্তিপুরে ৩ দিন অনশনে থাকিয়াও রামদেবকে ৬,০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি গ্রহণ করাইতে সমর্থ হন নাই। আর একটি জনশ্রুতি আছে যে, এই বংশের ব্রজানন্দ গোস্বামী (নবদ্বীপবাসী) নবদ্বীপের শ্রীবাসাঙ্গনের মোহন্ত তদীয় আখড়া (১২,০০০৲ আয়ের) দিতে চাহিলে, গোস্বামীমহাশয় তাঁহার প্রতি জুতা নিক্ষেপ করেন। মদনগোপালপ্রভু বাম হস্ত পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া এক হস্তে দেবসেবার সমস্ত কার্য নির্বাহ করিতেন। তিনি প্রস্রাবের সময় ব্যবহারার্থ তিন ঘটী জল পৃথক পৃথক্ স্থানে রাখিতেন, এবং তৎপরে বস্ত্র ত্যাগ করিতেন। একবার রজস্বলা পত্নী অন্য ঘর হইতে হস্ত দ্বারা আসন দেখাইয়া দেন বলিয়া তিনি ইঁহাকে ভৎসনা করেন, কারণ ঐ কয়দিন তিনি পত্নীর অঙ্গ সন্দর্শন করিতেন না। তিনি তথাপিও

বলিতেন, "প্যারী গোস্বামীর (শান্তিপুরের) মত নিষ্ঠা পাইলাম কৈ ?" তিনি শান্তিপুরে মৃত্যুর সময় ভাগীরথীবক্ষে বহু লোকের সমক্ষে '৺মদনগোপালের' নাম তিন বার গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। তিনি শান্তিপুর-করদাতৃসমিতির এককালীন সভাপতি ছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে আর এক জন অগ্রস্থানীয় 'মদনগোপাল গোস্বামী' ছিলেন।

৺রাধিকানাথ গোস্বামী ভাগবতরত্নাকর

শান্তিপুরের মদনগোপাল-গোস্বামিবংশের গৌরব বৈষ্ণবচূড়ামণি 'পরমহংস সন্ন্যাসী' রাধিকানাথ গোস্বামীর সম্বন্ধে লিখিবার পূর্বে তদ্বিষয়ে এক জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের লিখিত বিবরণ (১) প্রদত্ত হইল। শিশিরকুমার ঘোষ কবিবর নবীনচন্দ্র সেনকে অনুরোধ করেন যেন তিনি শান্তিপুরে তাঁহার গুরুদেবকে দর্শন করেন। গোস্বামীমহাশয় শেষ বয়সে প্রায়ই বৃন্দাবনে থাকিতেন; যদি তিনি কদাচিৎ শান্তিপুরে থাকিতেন প্রায়ই কাহারও সঙ্গে দেখা করিতেন না। যখন নবীনবাবু ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে মহকুমার হাকিম হইয়া শান্তিপুরে রাধিকাপ্রভুর গৃহে গমন করিলেন, তিনি আসন হইতে উঠিয়া 'ঘোরতর বিপন্নবৎ' প্রতীয়মান হইলেন। তিনি নবীনবাবুকে বৈষ্ণবোচিত প্রতিনমস্কার করিয়া গৃহের এক কোণে মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুতেই পদধূলি দিলেন না। নবীনবাবু লিখিতেছেন, "ইচ্ছা যেন মাটীর ভিতর প্রবেশ করেন। দেখিলাম সত্যই যেন চৈতন্যের পার্ষদ। গৌরবর্ণ, স্থূল নধর ভক্তিপূর্ণ দেহ,—গোলাকার বদনমণ্ডল, প্রেমে ছল ছল আয়তলোচন। যেন আট বছরের শিশু, 'তৃণাদপি সুনীচ'। আমি বলিলাম, 'দুটি কথাও ক'বেন না ?' তিনি বলিলেন, 'আমি আপনার মত লোকের সঙ্গে

(১) নবীনচন্দ্র সেন—আমার জীবন

কি কথা কহিব ?' এই বলিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।" তৎপরে, নবীনবাবু অদ্বৈতাচার্য কর্তৃক স্থাপিত ৺মদনগোপাল-বিগ্রহ দর্শন করিতে গেলেন। কেহই উক্ত বিগ্রহ অদ্বৈতাচার্য কর্তৃক স্থাপিত কিনা ঠিক বলিতে পারিতেছিল না। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রাধিকাপ্রভু সমর্থক সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সলজ্জভাবে উহাই যে অদ্বৈতাচার্য-স্থাপিত বিগ্রহ এবং উহার ইতিহাস (১) বলিয়া দিলেন। কবিবর লিখিতেছেন, "আমার শান্তিপুর-গমন সার্থক হইল। এক জন প্রকৃত গোস্বামী দেখিলাম।" এই প্রসঙ্গে নবীনবাবু রাধিকাপ্রভুর নিরীহ স্বভাবের একটি শ্রুত কাহিনী লিখিয়াছেন। কোন সময়ে সম্ভবত সাতিশয় বিরক্তির কারণ হওয়াতে, তিনি কোন লোককে চপেটাঘাত করেন। সে অভিযোগ করিলে, শান্তিপুরের অবৈতনিক বেঞ্চে মোকদ্দমা বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। প্রভুপাদ সেখানে নাকি বলেন, "দোহাই আপনাদের ! আমি বড় অন্যায় করিয়াছি। আর কখনও এমন পাপ করিব না। মারিতে হয় ত আমার স্ত্রীকে মারিব, অন্য কাহাকেও না।" ফলে, হাকিম ফরিয়াদীকে মামলা উঠাইয়া লইতে বাধ্য করেন।

রাধিকানাথ বাং ১২৬১ সালের আশ্বিন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ আনন্দচন্দ্র তর্কভূষণ তৎকালে শান্তিপুরের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, এবং শান্তিপুরের তৎকালীন চল্লিশখানি ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠীর মধ্যে তাঁহার খানিই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। চতুষ্পাঠী = চারি দর্শন অধ্যয়নের বিদ্যালয়। পূর্বে বঙ্গদেশে নবদ্বীপাধিপতিগণের সমাজশাসনে ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ চতুষ্পাঠী খুলিতে অনুমতি পাইতেন না ; এবং স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্রের 'অধ্যাপককল্প'গণ ঘরে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তখন ন্যায়ের টোলেই ধর্মশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা

(১) 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গ (২য় প্রবাহ) দ্রষ্টব্য

হইত। মহারাজ গিরিশচন্দ্র স্মার্তগণকে 'একফুকুরে টোল' খুলিতে আজ্ঞা দেন, এবং তাঁহাদিগকে অধ্যাপক নাম দেন, যদিও নৈয়ায়িক পণ্ডিত-দিগের সম্মান সর্বোচ্চ ছিল। রাধিকানাথের পিতা শ্রীরামচন্দ্র নৈয়ায়িক ছিলেন, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে লোকের আস্থা ক্রমে কমিয়া যাওয়ায়, তিনি কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দশাস্ত্র, ধর্ম ও ভক্তিগ্রন্থাদি অধ্যাপনা করিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহার কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে শান্তিপুরের মদনগোপাল গোস্বামী, রামনাথ তর্করত্ন ও রঘুনন্দন সেন, নবদ্বীপের অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মুর্শিদাবাদের কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী, ঢাকার দীনবন্ধু গোস্বামী ও বৃন্দাবনের নীলমণি গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক ছাত্রকে অন্নদান করিয়া অধ্যয়ন করাইতেন। (১) প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, মদনগোপাল-শাখাভুক্ত উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ও নীলমণি বড় পণ্ডিত ছিলেন; কৃষ্ণচন্দ্র মহারাণী স্বর্ণময়ীর আমল হইতে সভাপণ্ডিত ছিলেন, এবং মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত গোপালচম্পূর পরিশিষ্টে তাঁহার উল্লেখ আছে,—কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র রিপণ-কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; নীলমণি গায়ক ও বক্তা ছিলেন, তৎপৌত্র মদন এক জন পাঠক, এবং বৃন্দাবনে বস্ত্রের বিপণি চালনা করেন; মদনগোপাল-শাখাভুক্ত বৃন্দাবনবাসী গগনচন্দ্র লেখক ও বক্তা।

রাধিকানাথ বাল্যকালে প্রথমে পাঠে অমনোযোগী ছিলেন, এবং অশ্বারোহণ ও নানা ক্রীড়াদিতে রত থাকিতেন। একদা পিতা তাঁহাকে যত্নপূর্বক পড়াইতেছেন, এদিকে তিনি আকাশের দিকে তাকাইয়া ঘুঁড়ি কাটাকাটি দেখিতে দেখিতে 'ফরসা!' বলিয়া উঠেন। তাহাতে পিতা তাঁহাকে চপেটাঘাত করিলে, তিনি অভিমানের সুরে বলেন, 'আমাকে

---

(১) যতিদর্পণ বা সন্ন্যাস; আশুতোষ বসু—রাধিকানাথচরিতামৃত, ১ম খণ্ড

মারিলেন কেন? আমি ত সব কণ্ঠস্থ করিয়াছি!' পুত্রের মেধা দেখিয়া পিতা তখন তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্বাদ করেন। এই ঘটনায় তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া যায়। তখন হইতে তিনি পিতার কাছে ব্যাকরণ ও কাব্যাদি, এবং ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পিতা প্রবাসে ভাগবতপাঠ-উপলক্ষে যাইলে তিনিও সঙ্গী হইয়া যাইতেন এবং পিতৃসেবা করিতেন। তিনি সপ্তদশ বর্ষ বয়সে মাতৃপিতৃহীন হন, এবং নানা কষ্ট সহ্য করিয়া ছোট ছোট ভাইভগিনীদিগকে প্রতিপালন করেন; ক্রমে মাত্র একটি ভাই ললিতমোহন জীবিত থাকে। তিনি সে সময় মদনগোপাল গোস্বামীপ্রভুর নিকট ভাগবত পাঠ করিতেন। তিনি শান্তিপুরের কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন ও রামনাথ তর্করত্নের নিকটও কিয়ৎকাল পাঠ করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সাধক গুরুচরণ তরফদারের আশ্রমে গমন করিতেন। তাঁহার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ও তরফদার-মহাশয়ের ভগবদ্‌বিষয়ক আলাপে আশ্রমস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। (১)

রাধিকানাথের বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃশিষ্য ব্রহ্মের রাজসভার উচ্চপদস্থ কর্মচারী রাজবল্লভ চক্রবর্তী শান্তিপুরে আসিয়া রাধিকানাথ ও তদীয় ভ্রাতাকে ব্রহ্মে লইয়া যান। তিনি রাধিকাপ্রভুকে ২০০৲ টাকা প্রণামী দেন, এবং নিজ পত্নী প্রভৃতিকে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লওয়ান। পথে রাধিকানাথ পাঁচ দিন ফলমূল ও গঙ্গাজল ভিন্ন কিছু আহার করেন না। তখন ব্রহ্মের রাজা ছিলেন মিণ্ডোং, তাঁহার পুত্র ব্রহ্মের শেষ রাজা থিবো; তিনি বৌদ্ধ এবং 'সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়' ছিলেন। রাজবল্লভ-বাবু রাধিকানাথকে ক্রমে রাজপণ্ডিত করান; পরে রাজা প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে 'শ্রীগোস্বামী পণ্ডিত রাজগুরু' উপাধি স্বর্ণপত্রে খোদিত করিয়া

(১) বেচারাম লাহিড়ী—সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ, ২য় খণ্ড (পৃ ৭৯)

উপহার দেন, এবং অন্য সময়ে তাঁহাকে বিশ ভরি স্বর্ণের মুকুট ও চল্লিশ ভরি স্বর্ণের যজ্ঞোপবীত প্রদান করেন। ব্রহ্মে ভীষণ মহামারী হওয়ায়, রাধিকানাথ তিন বৎসর পরে শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করিয়া বিবাহ করেন, এবং পুনরায় ব্রহ্মে গমন করেন। কিন্তু রাজা থিবোর সভায় কিছুকাল থাকিবার পর সেখানে রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা দৃষ্ট হয়; সুতরাং, তিনি পুনরায় দেশে চলিয়া আসেন। "বাঙালী ব্রাহ্মণের স্বাধীন বৌদ্ধ রাজার নিকট হইতে 'রাজগুরু' উপাধিলাভ, বোধ হয়, ইহাই প্রথম ও ইহাই শেষ। গোস্বামীমহাশয়ের সমসাময়িক ব্রহ্মরাজসভার পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও অনেক বৃদ্ধ জীবিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি খুব প্রসিদ্ধ ও সম্মানী তাঁহার নাম 'উ-চিন্দা রাজগুরু'। তাঁহার এবং মান্দালয়ের বৃদ্ধগণের নিকট গোস্বামীমহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ইঁহার নাম প্রীতিসহকারে উচ্চারণ করেন। মান্দালয়ে গোস্বামী-মহাশয়ের অনেক শিষ্য ছিলেন ও আছেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের বাটীতেই ইঁহার প্রতিমূর্তি পূজিত হয়। মান্দালয়ে দক্ষিণ পোনা-বস্তির সকলেই এই রাজসম্মানপ্রাপ্ত বঙ্গের সুসন্তানকে শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প করেন।" (১)

রাধিকানাথ শান্তিপুরে আসিয়া সঙ্কীর্তনের দ্বারা নাম-মহিমা প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই উদ্দেশ্যে নানা স্থানের হরিবাসরে অনেক রাত্রি জাগরণ করিয়া কাটাইয়াছেন। তিনি গৌরাঙ্গ-সমাজের আচার্য ছিলেন। (২) তদীয় শিষ্য আশুতোষ বসু ভক্তিরত্ন (অচ্যুতানন্দ দাস) মহাশয় বিভিন্ন সময়ের সঙ্কীর্তনের কতিপয় চাক্ষুষ বিবরণ লিপিবদ্ধ

(১) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, ৩য় খণ্ড [পৃ ৩৮৩ (প্রতিকৃতি), ৪১১-৩ (১ম খণ্ডের 'বৃন্দাবনের ঔপনিবেশিক বাঙালী' অংশও দ্রষ্টব্য)] (২) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ (পৃ ৪৬৭)

করিয়াছেন। (১) রাণাঘাটে 'ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ' মাত্র এই মুখপদ গীত হইতেই ভাবের লহরী ছুটে, এবং মার্কণ্ডেয় মুখোপাধ্যায়, বি-এ, নামক এক জন সম্ভ্রান্ত যুবক দশাপ্রাপ্ত হন; রাধিকাপ্রভু তাঁহার কর্ণের নিকট উচ্চ কীর্তন করায় তিনি চেতনা লাভ করেন। শান্তিপুরের নগরকীর্তনে রাধিকানাথ অদ্ভুত নৃত্য করেন, এবং জনৈক ভক্ত পথে গড়াগড়ি দিতে দিতে গমন করেন; গোস্বামীমহাশয় পশ্চাদ্দিক্ হইতে ভক্ত ক্ষেত্রমোহন দাসের চক্ষু হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া 'সাক্ষাৎ সীতানাথকে দেখুন' এই কথা বলেন, এবং তিনি নাকি চক্ষু খুলিয়া জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিয়া অচৈতন্য হন। অম্বিকা-কালনায় সূর্যদাস পণ্ডিতের বাটীতে প্রভু নিত্যানন্দের জন্মোৎসবে দুই দিন চব্বিশ প্রহর করিয়া কীর্তন হয়; রাধিকাপ্রভু উহাতে সদলে যোগদান করেন, এবং উহাতে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধেগোবিন্দ' প্রধান পদ থাকে; তৃতীয় দিবস তাঁহারা চৈতন্য-মহাপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে গিয়া কীর্তন করিতে থাকেন,—এই দলে দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জয় নিতাই), ব্রজের গ্রাম-ভাদাবলীবাসী মোহন্ত গোপালদাস বাবাজী ও তাঁহার গুরুদেব, বসিরহাটের নিবারণচন্দ্র দাস, প্রভৃতি ভক্ত থাকেন,—তখন মহাপ্রভুর বিগ্রহের চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রুধারা নির্গত হইতে থাকে বলিয়া লিখিত আছে, এবং এই দৃশ্য দেখিয়া ভক্তেরা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠেন। নবদ্বীপে একবার মাঘ মাসে মহাপ্রভুর বাটীর সম্মুখে শ্রীচৈতন্যসভায় রাধিকানাথ বক্তৃতা করেন, এবং তৎপরে কীর্তন আরম্ভ হয়; তড়াশের জমিদার রাজর্ষি রায় বনমালীভূষণ রায় বাহাদুর প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, সুবর্ণহার ও ঘড়ি খুলিয়া ফেলিয়া দেন, এবং রাধিকাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান এবং জনৈক ভক্তের পদ

---

(১) রাধিকানাথচরিতামৃত, ১ম খণ্ড

সরোজে জড়াইয়া ধরেন,—তখন সেই ভক্ত উচ্চহাস্য করিয়া বক্ষে পুনঃপুন সবল করাঘাত করিতে থাকেন। নবাবগঞ্জে একবার পূর্বলিখিত ক্ষেত্রমোহন দাসের গৃহে বিরাট কীর্তন হয়; রাধিকাপ্রভু সেখানে সর্পদষ্ট ইচ্ছাপুরবাসী অম্বিকাচরণ ঘোষকে নিজ সঙ্গে নৃত্য করাইয়া আরাম করেন,—ইনি তাহার পর প্রভুর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন; সে কীর্তনে প্রহ্লাদ নামক একটি সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক যোগ দেন,—রাধিকাপ্রভু কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে ইহার উপর শক্তি সঞ্চার করিতেন। বসিরহাটের সঙ্কীর্তনে হাটুরিয়াগণ মস্তকে ভারসমেত নৃত্য করে; এক জনের তৈলভাণ্ড পড়িয়া যায়, সে তৈলসিক্ত পথের উপর গড়াগড়ি দেয় এবং উঠিয়া নৃত্য করে,—গড়াগড়ি দিতে দিতে চাপে আর এক জনের রামশিঙা চ্যাপ্টা হইয়া যায়। বৃন্দাবনের কীর্তনের কথা পরে লিখিত হইবে। রাধিকাপ্রভু শান্তিপুরে এক জনকে ষড়্ভুজ-মূর্তি প্রদর্শন করেন বলিয়া কোন কোন ভক্ত দাবী করেন; তিনি সেখানে গঙ্গাস্নানে তর্পণাহ্নিক সময়ে রৌপ্যনির্মিত কোসা ব্যবহার করিতেন। তিনি কলিকাতায় ও বঙ্গের নানা স্থানে পাঠকীর্তনাদি দ্বারা ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করেন।

এই সময়ে প্রায় ত্রিংশ বর্ষ বয়সে রাধিকানাথ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দর্শন করিতে যান। রামকৃষ্ণদেব সে সময় যে সব কথা বলেন (১) তাহার কয়েকটি এখানে লিখিত হইল।—"অদ্বৈতগোস্বামিবংশ,—আকরের গুণ আছেই! নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়। তবে মাটীর গুণে একটু ছোট বড় হয়।……ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক—তবু ভরদ্বাজ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র ব'লে সকলের পূজনীয়।……বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন তিনিই টেনে নেবেন—হাজার দোষ

(১) রামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৪র্থ ভাগ (২য় সংস্করণ, পৃ ১৯১-৬)

থাকুক। যখন গন্ধর্ব কৌরবদের বন্দী ক'রলে, যুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত ক'রলেন।......তা ছাড়া ভেকের আদর ক'রতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হ'য়েছিলেন।......শাক্তের তন্ত্রমত। বৈষ্ণবের পুরাণ মত। বৈষ্ণব যা সাধন করে তা প্রকাশে দোষ নাই। তান্ত্রিকের সব গোপন। তাই তান্ত্রিককে সব বোঝা যায় না।......(গোস্বামীর প্রতি) আপনারা বেশ—কত জপ করেন, কত হরিনাম করেন।......দীনতা; আচ্ছা, ও ত আছে। আর এক আছে, 'আমি হরিনাম ক'চ্চি, আমার আবার পাপ।' যে রাতদিন 'আমি পাপী,' 'আমি পাপী,' 'আমি অধম,' 'আমি অধম' করে, সে তাই হ'য়ে যায়। কি অবিশ্বাস! তাঁর নাম এত ক'রেছে, আবার বলে 'পাপ, পাপ'!......আমি সব রকম ক'রেছি—সব পথই জানি।......কেন একঘেয়ে হব?......

"বিজয় (১) এখন বেশ হ'য়েছে। 'হরি, হরি' ব'লতে ব'লতে মাটিতে প'ড়ে যায়! চারটে রাত পর্যন্ত কীর্তন ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে। এখন গেরুয়া প'রে আছে। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে একেবারে সাষ্টাঙ্গ! গদাধরের পাটবাড়ীতে (২) আমার সঙ্গে গিছলো; আমি ব'ল্লাম, 'এখানে তিনি ধ্যান ক'রতেন'—সেই জায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্গ! চৈতন্যদেবের পটের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ! রাধাকৃষ্ণমূর্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ! আর আচারী খুব। সে লোকে কি ব'লবে অত চায় না। আমায় খুব মানে। তাকে পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় ডাক। সর্বদাই ব্যস্ত। তাদের সমাজে বড় গোল উঠেছে। তাকে ব'লছে, 'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো!—তুমি পৌত্তলিক!' আর অতি উদার সরল। সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।......

(১) শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ, (পৃ ৯৪-১০১) (২) এঁড়েদহে

"('আমার অঙ্গ কেন গৌর হ'ল !……'রামকৃষ্ণদেবের এই গানের পর) এ তো আপনাদের (বৈষ্ণবদের) হ'ল। আর যদি কেউ শাক্ত কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন কি ব'লব ! তাই এখানে সব ভাবই আছে—এখানে সব রকম লোক আসবে ব'লে ;—বৈষ্ণব, শাক্ত, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম, নানা মত হ'য়েছে।……যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে।"

রাধিকানাথ ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ বয়সে মাত্র অষ্টাবিংশ দিবসের জন্য বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে তিনি হরচন্দ্র গোস্বামী, গল্লুজী গোস্বামী, নিত্যানন্দ দাস বাবাজী, গৌর শিরোমণি গিরিধারী দাস বাবাজী (১), প্রভৃতির সঙ্গে কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে ও কীর্তনে আনন্দের স্রোত বহাইয়া চলিয়া আসেন। শান্তিপুরে আসিয়া তিনি নানা স্থানে ভাগবত ও ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ, কীর্তনানন্দদান, বৈষ্ণবাচার প্রবর্তন, রাগভক্তির উপদেশ ও দীক্ষা প্রদান করেন। একবার তিনি পাবনায় এক মাস ভাগবত পাঠ করিতে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন ; কিন্তু ভক্তগণ পূর্বে কালনায় নিত্যানন্দোৎসবে চলিয়া যান, এবং ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেখানে তাঁহার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন,—আশ্চর্য ঘটনা এই যে, তিনি পাবনায় পদার্পণ করিয়াই প্রায় পাঁচ শত মুদ্রার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং কালনায় চলিয়া আসেন। বাং ১২৯৬ সালে রাধিকানাথ বসিরহাটে সপ্তাহব্যাপী ভাগবত পাঠ করেন। পরে বাং ১৩১২ সালে বসিরহাটের ছয় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ধান্তকুড়িয়া-গ্রামে তাঁহার প্রিয় শিষ্য মহেন্দ্রনাথ গাইনের বাটীতে ৺রাধাশ্যামসুন্দর প্রতিষ্ঠোপলক্ষে তিনি প্রায় এক মাস ভাগবত পাঠ

(১) রাজর্ষি বনমালীভূষণের জ্যেষ্ঠ সহোদর অন্নদাচরণ

করেন। সেবার সাতটি বেদীতে পাঠের ব্যবস্থা হয়। তাঁহার সরস অভিনব ব্যাখ্যায় অনেক লোক প্রেমানন্দে ভাসমান হয়, এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা লয়। সেখানে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ও দল আসে, এবং প্রায় ৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। একবার কাশিমবাজারের রাজবাটীতে তিনি ছয় মাস কাল ভাগবত পাঠ করেন। তিনি বৃন্দাবনে মোট প্রায় অষ্টাদশ বর্ষকাল ভাগবতাদি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করেন।

বাং ১২৯৮ সালে শিষ্য রাজর্ষি বনমালীভূষণের আগ্রহে তৎসঙ্গে রাধিকানাথ সপরিবারে বৃন্দাবনে গমন করেন; পরে তিনি দেশে প্রত্যাগমন করেন। বাং ১৩০০ সালে তিনি সপরিবারে শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হন। তিনি অবশ্য তার পর মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে আসিতেন। সে সময়ে বৃন্দাবনের কেশীঘাট-মহল্লার গৌরহরি ও গৌরকিশোর দাস নামক ঢাকা-জেলাবাসী দুই জন ভক্ত তাঁহাদের যমুনাতীরস্থ অট্টালিকায় ৺গিরিধারী জীউর (গোবর্ধন শিলা) সেবা করিতেছিলেন। তাঁহারা রাধিকানাথকে মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তিসহ উক্ত বাটী প্রদান করেন, এবং পরে প্রায় চারি লক্ষ টাকার সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হন, এবং মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব জীবন যাপন করেন।

বৃন্দাবনে রাধিকানাথপ্রভুর দৈনন্দিন কার্য এইরূপ ছিল—"অতি প্রত্যুষে স্মরণ-বন্দন, জপ-কীর্তন, বৈষ্ণব দর্শনানন্তর স্নান, স্বহস্তে দেবগৃহ মার্জন, ভগবৎ-প্রবোধন, সন্ধ্যাবন্দন, অর্চন, পাঠ, স্তুতিনতি ও হরিনাম জপাদি, মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ ভোজন, বিশ্রামের পর ছাত্রদিগকে ভাগবতাদি অধ্যাপন, অপরাহ্নে শ্রীমন্দিরে বৈষ্ণবসভায় ভক্তিশাস্ত্র পাঠ (পাঠের অগ্রে ও পশ্চাতে গৌর ও কৃষ্ণকীর্তন), নিজ হস্তে আরত্রিক সমাপন, আরতি-কীর্তন ও জয়গানের পর সমবেতভাবে হরি-রসাস্বাদন"।

(১) এই প্রেমের হাটে তিনি আরও কতিপয় ব্যক্তির বিশেষ সহায়তা পান—রামহরি দাস বাবাজী, রাধিকাদাস বাবাজী, রাধাচরণ দাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী, অদ্বৈতদাস বাবাজী, গৌরাঙ্গদাস বাবাজী, জগদীশ দাস বাবাজী, রাধাবল্লভ গোস্বামী, প্রভৃতি ! তিনিই বৃন্দাবনে 'যৌথিক ভজনের' পুনঃপ্রবর্তক।

একবার আমেরিকাদেশীয়া স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা 'অভয়ানন্দ' গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া এবং অঙ্গে নামাবলী ও কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করিয়া যখন বৃন্দাবনে যান, তিনি রাধিকাপ্রভুর ভক্তদের দৃষ্টিতে পড়েন। পরস্পর আলাপ হওয়ার পর অভয়ানন্দের আগ্রহ দেখিয়া ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গসহ নর্তনকীর্তন করিতে করিতে রাধিকাপ্রভুর কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হন, অভয়ানন্দও নাচিতে নাচিতে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেন; পরে রাধিকাপ্রভুর সম্মুখেও সকলে ঐরূপ নৃত্যকীর্তনাদি করেন।

বাং ১৩০১ সালে রাধিকানাথ সপরিবারে রাজর্ষি বনমালীভূষণ ও তৎপরিবারবর্গ এবং ভক্তগণের সহিত হোরিকা দর্শন-উপলক্ষে নন্দগ্রাম, সঙ্কেত, প্রেমসরোবর, বৃষভানুপুরাদি স্থানে গমন করেন। তিনি বরষানুপর্বতে শ্রীরাধিকার মন্দির হইতে প্রত্যাগমন-পথে পয়সার জন্য বালকবালিকাগণের আব্দার, শ্রীপ্যারীজীউর মন্দিরে মুসলমান গায়কের সমাজগান গায়ন ও ব্রাহ্মণসহ একত্র আহার এবং মধুমঙ্গলকে লাড্ডু ভোজন করানো, বৃষভানুপুরে বিদূষকের অশ্লীল কাণ্ড এবং ঢালসমন্বিত তাহার দলের উপর বৃহৎ যষ্টিধারিণী গোপিকাগণের যষ্টির প্রহার, এবং তৎপরে ঐ দলভুক্ত লোকের দ্বারা গোপিকাগণের পদধূলি গ্রহণাদি ব্যাপার সরসভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। (২)

(১) রাধিকানাথচরিতামৃত, ১ম খণ্ড (২) বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা

একদা বৃন্দাবনবাসী 'ভক্ত' রজনী (১) পারিবারিক কলহের জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া গৃহের জিনিসপত্র ভাঙিয়া ফেলিতেছেন এই কথা শুনিয়া রাধিকাপ্রভু ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যান, এবং 'গৌরাঙ্গদাস' নাম দিয়া তাঁহাকে 'বৈরাগী' করিয়া দেন। তিনি তদবধি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধেগোবিন্দ ॥' এই নাম-গান করিয়া বৃন্দাবন মুখরিত করিয়া তোলেন, এবং মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। ভক্ত আশুতোষ বসু লিখিতেছেন (২) যে, রাধিকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র তদানীন্তন কিশোরবয়স্ক গৌরবিনোদ একদা তাঁহাকে লইয়া যমুনার অপর পারে যান, এবং উপযুক্ত গান করিতে করিতে দশাপ্রাপ্ত হন; এবং তাহা দেখিয়া আশুতোষ বাবুও ভাবগ্রস্ত হন এবং গড়াইতে গড়াইতে যমুনার জলে পড়িয়া যান।

বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধিকানাথের অবদানের কথা কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। রাজর্ষি বনমালীভূষণ প্রভুপাদকে একটি মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করিয়া দেন, উহার নাম হয় 'দেবকীনন্দন-মুদ্রাযন্ত্র'। (৩) এই প্রেসে ও অন্যত্র ক্রমে ক্রমে তাঁহার নানা গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। এই কার্যে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী তাঁহার সহায়ক হন। রাধিকানাথ-প্রণীত গ্রন্থ—যতিদর্পণ বা সন্ন্যাস (আত্মজীবনী ও সন্ন্যাসের ঔচিত্যস্থাপক ব্যাখ্যা; পুত্র গৌরবিনোদ প্রকাশক; ১৩১৭; বিনামূল্যে দেয়); বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতং', 'সংস্কার (চমৎকার)-চন্দ্রিকা' এবং 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুমের'

(১) নিম্নে অন্য রজনীর কথা লিখিত হইয়াছে। (২) রাধিকানাথ-চরিতামৃত, ১ম খণ্ড; গৌরাঙ্গসেবক-পত্রিকা (৩) পঞ্চানন ঘোষ কলিকাতায় এই নামের পুস্তকালয় হইতে রাধিকানাথের ও নিম্নলিখিত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর পুস্তকগুলি (শেষোক্তগুলির স্বত্বাধিকারীরূপে) বিক্রয় করিতেন।

বঙ্গানুবাদ (এইগুলিতে সমগ্র ভক্তিতত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে) ; নিত্যস্বরূপ কর্তৃক প্রকাশিত এবং কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'শ্রীক্ষণদাগীতচিন্তামণিঃ (পূর্বভাগ)' গ্রন্থের সংস্করণে 'আস্বাদন-দিগ্‌দর্শনী' নাম্নী ব্যাখ্যা (১৩১৫) (১) ; নিত্যস্বরূপকৃত রূপ গোস্বামীর 'নিকুঞ্জরহস্যস্তবঃ' নামক গ্রন্থের সংস্করণে যোজিত সংস্কৃত টীকা (বাংলা পদাবলী বংশীবদন ঠাকুরের) ; সনাতন গোস্বামীর 'শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতং' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ; চৈতন্যচরিতামৃত (পয়ার ও ত্রিপদীর কঠিন কঠিন স্থলের বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুমোদিত রাগানুগা ব্যাখ্যা ও টীকা; ৪১৫ চৈতন্যাব্দ ; নিত্যস্বরূপ এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন ; বাং ১৩২০ সালে নবদ্বীপে অধিবেশিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মেলনে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই গ্রন্থের পাঁচ শত খণ্ড ও রাধিকাপ্রভুর প্রতিকৃতি বিতরণ করেন) ; কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃতং' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ (নিত্যস্বরূপের সহযোগে) ; হরিসাধক-কণ্ঠহার [কবিতা ; অন্তর্গত ১২ খানি গ্রন্থ ; ৩য় সংস্করণ ; ৪১৯ চৈতন্যাব্দ ; নরোত্তমের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র (বিশ্বনাথকৃত উহার টীকা) অভিনব সিদ্ধান্তানুমোদিত সাধন বা রাগানুগ ভজনের উপযোগী ব্যাখ্যান ; নিত্যস্বরূপের সহযোগে ; নিম্নলিখিত রামদয়াল ঘোষকৃত 'প্রেমভক্তি'র সংস্করণের পাণ্ডুলিপি ও ব্যাখ্যাও রাধিকানাথের নিকট হইতে প্রাপ্ত] ; রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'স্তবপুষ্পাঞ্জলিঃ'র বঙ্গানুবাদ ; কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকার টীকা ; রায়শেখরের অষ্টকালীয় দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর টীকা (প্রকাশক নিত্যস্বরূপ ; সম্পাদক নিত্যানন্দ দাস ; ১৯৫৮ সম্বৎ) (২) ; জীব গোস্বামীকৃত 'সর্বসম্বাদিনী'র ব্যাখ্যা (ইহাতে শ্রীভগবান্ মদন-

(১) নিম্নে 'নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) ৩য় ভাগে 'কালিদাস নাথ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

মোহনের মানবলীলা ও নিত্যলীলা সম্বন্ধে অপূর্ব সিদ্ধান্ত বা স্বকীয়াবাদ স্থাপন করা হইয়াছে); 'পদকল্পতরু'র সংস্করণ (শিশিরকুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে ; প্রকাশক আশুতোষ বসু) ; শিশিরকুমার ঘোষের পদাবলী (সম্পাদক) ; চৈতন্যমতবোধিনী [মাসিক পত্র ; বাং ১২৯৯, ৪০৬ গৌরাব্দ; কালনা-বিশ্বম্ভর-প্রেস ; সম্পাদক রাধিকাপ্রভু ও শরচ্চন্দ্র তপস্বী ; "গৌরপারম্যবাদের ইতিহাস ও তৎসম্পর্কিত বাদানুবাদ বিষয়ে এই পত্রিকায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল" (১)] ; গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব [মাসিক পত্র ; ১৩০৬ ; বৃন্দাবন ; ললিতমোহন গোস্বামী সম্পাদক (২)] ; বিষ্ণুপ্রিয়া (মাসিক পত্র ; কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ও পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামীর সহযোগে কলিকাতা হইতে শিশিরবাবু কর্তৃক প্রকাশিত) (৩) ; ভক্তিশিক্ষা ; ভক্তিপ্রবন্ধাবলী ; নামমাহাত্ম্য ; গীতাবলী। এই সকল কার্যে সাধনভজনের বিঘ্ন হয় দেখিয়া রাধিকানাথ মুদ্রাযন্ত্রটি প্রত্যর্পণ করেন, এবং পুনরায় নামকীর্তন, ভাগবতাদি পাঠ, ইত্যাদি কর্মে আত্মনিয়োগ করেন ; তিনি গৃহগাত্রে লিখিয়া রাখেন,— "অনুগ্রহপূর্বক এখানে কেহ বৃথালাপ ও পরচর্চা করিবেন না।"

রাধিকানাথের বাঙালী, হিন্দুস্থানী, ব্রহ্মদেশীয়, উৎকলবাসী, প্রভৃতি অসংখ্য শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ বৃন্দাবনে আসিয়া অনেক দিন বা চিরকাল থাকিয়া যান। তখন রাধিকাপ্রভু তাঁহাদের জন্য ভাগবত-পারায়ণ, রসকীর্তন, চব্বিশ প্রহরব্যাপী নামকীর্তন, নগরসঙ্কীর্তন, চৈতন্যমঙ্গল-গান, রাসধারীর যাত্রা, পরিক্রমা-কীর্তন, ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। তিনি একবার অদ্বৈতদাস বাবাজীর দ্বারা এক মাস ধরিয়া

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ১১৬) (২) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ১১৬) (৩) 'জয়গোপাল গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

চতুঃষষ্ঠি রসের পদকীর্ত্তন করান। কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাসে প্রতি রাত্রে অতিরিক্ত পাঠকীর্ত্তন হইত। কার্ত্তিকের প্রতি রাত্রে পরিক্রমা-কীর্ত্তন হইত। রাধিকানাথ ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া আনিতেন, এবং তাঁহাদিগের অর্থাভাবে ও রোগে সাহায্য করিতেন।

রাজর্ষি বনমালীভূষণ প্রথমে রাধাকুণ্ডে বাস করিতেন। সেখান হইতে রাধিকাপ্রভুর বাসস্থান দূরস্থ বলিয়া তিনি রাজপুরে আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। তিনি গুরুদেবের কৃপায় আদর্শ বৈষ্ণব জীবন যাপন করেন। তাঁহার সচিব কামিনীকুমার ঘোষ, বি-এ, সাধনের জন্য বৃন্দাবনবাসী হন, এবং চাকরীর জন্য মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইত বলিয়া চাকরী ছাড়িয়া দেন; রাধিকানাথ রাজর্ষিকে বলিয়া তাঁহার ৪০৲ টাকা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রধান সচিব ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, বৃন্দাবনে রাধিকাপ্রভুর নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা লন। তিনি একযোগে তিন চারি ঘণ্টা ভাবের কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে গীত তাঁহার কীর্ত্তনের প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে। (১) একচক্রায় তিনি 'হা নিতাই, হা নিতাই' গাহিয়া ভোজনে উপবিষ্ট সকলের অদ্ভুত ভাবাবেশ আনয়ন করেন, এবং চলচ্ছক্তিরহিত ঢোঙাধারী বাবাজীকে তাঁহার অজস্র ক্রন্দনের দ্বারা কিয়ৎকালের জন্য আশ্রমের বাহিরে আনিতে সমর্থ হন। তিনি মহারাজের সহায়তায় কাশিমবাজার-বৈষ্ণবসম্মিলনী নামক অনুষ্ঠান ও গৌরাঙ্গসেবক নামক পত্রের (রাধিকাপ্রভুর আশীর্বাদ-লিপিসহ) প্রবর্ত্তন করেন।

পূর্ব্বলিখিত নবাবগঞ্জের ধনী প্রহ্লাদচন্দ্র সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হন; রাধিকাপ্রভু নৈশ সভায় তাঁহাকে দিয়া অনেক সময়

(১) প্রহরী (কাটোয়া; সাপ্তাহিক পত্র)

গ্রন্থ পাঠ করাইয়া ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার আদর্শ বৈষ্ণবোচিত গুণ ছিল। তিনি একবার শপথ লইবার ভয়ে আদালতে উপস্থিত না হইয়া পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার মায়া ত্যাগ করেন। তিনি এক সময় রাধিকাপ্রভুকে নবাবগঞ্জে লইয়া যান ; আর একবার সেখানে কিয়ৎকাল ভাগবত-পাঠ ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন ;—তিনি এই সমস্ত কার্যের ব্যয় ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করেন। তিনি বৃন্দাবনে কিছুদিন মস্তিষ্ক-রোগে আক্রান্ত হন। তৎপ্রণীত গ্রন্থ—রাধিকানাথের স্তোত্র ও গীতাবলী।

ভট্টপল্লীবাসী বিদ্যালয়ের ডেপুটী ইন্সপেক্টর রামদয়াল ঘোষ স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া প্রভু রাধিকানাথকে গুরুপদে বরণ করেন। তৎপ্রণীত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ গুরুদেবেরই কৃপার ফল বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন ; তন্মধ্যে একবার চৈতন্যচন্দ্রামৃতের পদ্যানুবাদ নবদ্বীপস্থ চৈতন্যসভায় রাধিকানাথের সভাপতিত্বে ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক পঠিত হইলে, উপস্থিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন। তিনি ভক্তিপ্রচারে আনন্দ লাভ করিতেন, এবং তাঁহার গুণে অনেক অবিশ্বাসী ভক্তরূপে পরিণত হয়। তিনি হরিনাভি-রাজপুরনিবাসী বিদ্যালয়ের সাব-ইন্সপেক্টর বসন্তকুমার দাসকে রাধিকাপ্রভুর অনুগ্রহ লাভ করাইয়া দেন। একদা তিনি ও শিশিরকুমার ঘোষ রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরায় পরস্পর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে রোদন করিতে থাকেন ; তাহাতে এক জন ইউরোপীয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করে, এবং প্রকৃত কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হয়। তিনি গুরুদেবের উপদেশসমন্বিত 'সাধন-সোপান' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীহট্টের মৈনা-গ্রামবাসী রাজীবলোচন দাস তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। (১) রাজীববাবু শিশিরবাবুর লেখায় রাধিকাপ্রভুর সম্বন্ধে জানিতে পারিয়া প্রভুকে পত্র লিখেন, এবং

---

(১) গৌরাঙ্গসেবক, ১ম বর্ষ ; বিষ্ণুপ্রিয়া, ৫ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা......

পত্রোত্তর পাইয়া শান্তিপুরে গিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করেন। রাজীববাবু নানা পত্রে বৈষ্ণব প্রসঙ্গ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি দান-বিক্রয় করিয়া সস্ত্রীক বৃন্দাবনবাসী হন। তিনি রাধিকাপ্রভুর নিকট হইতে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিম্নলিখিত শ্লোক পাইয়া উহাকে কণ্ঠহার করিয়া রাখেন।—

সম্মানং কলয়ন্তি ঘোরগরলং নীচাপমানং সুধাং।
শ্রীরাধামুরলীধরং ভজ সখে! বৃন্দাবনং মা ত্যজ॥ (১)

রজনীকান্ত দাস, বি-এ, রাধিকানাথের নিকট দীক্ষা লওয়ার পর 'রামকৃষ্ণ দাস' নাম প্রাপ্ত হন। তিনি উচ্চাঙ্গের ভক্ত ছিলেন। চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইতেছে অথচ অল্প চেষ্টায়ই উপকার হয় এই কথা গুরুদেব তাঁহাকে বলিলে, তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে এই আদেশ প্রত্যাহার করিতে বলেন, কারণ দেহাসক্তিতে সাধনের বিঘ্ন হইবে তাঁহার এই ভয় ছিল। তিনি পাঠসভার এক কোণে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া বসিয়া থাকিতেন, পাছে কোন স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায়। তিনি 'অনিকেত' ছিলেন, এবং বৃক্ষতল বা ত্যক্ত গৃহে বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে রাধিকাপ্রভু মহোৎসব করেন।

অম্বিকাচরণ দত্ত রাধিকাপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া 'অদ্বৈতদাস' নাম প্রাপ্ত হন। তিনিও উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণব ছিলেন। ঘাটের খিলানের নিম্নে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি সদা প্রফুল্লবদন থাকিতেন। একবার তিনি নালীবায় অস্ত্রোপচার হাস্যমুখে সহ্য করেন। তিনি প্রবাসে রাধিকাপ্রভুর সঙ্গী হইতেন। একবার রেলের কামরায় স্কন্ধে ঝুলি লইয়া উঠিবার সময় জনৈক আরোহী কর্তৃক বিদ্রূপবাণে আক্রান্ত হইয়াও তিনি স্মিতমুখে যাইয়া উপবিষ্ট হন; আশ্চর্য এই যে, গাড়ী ছাড়িবার সময় উক্ত

(১) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৬ষ্ঠ বর্ষ, আশ্বিন

আরোহীর রসগোল্লার হাঁড়ি ফাটিয়া যাওয়ায় সে নানারূপে বিব্রত ও অপদস্থ হইয়া পড়ে।

বসিরহাটের নিবারণচন্দ্র সাহা রাধিকানাথের শিষ্য হইয়া 'নিত্যানন্দ দাস' নাম প্রাপ্ত হন, এবং 'বিরক্ত বৈষ্ণব' হইয়া বৃন্দাবনে জীবন যাপন করেন। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন, এবং প্রথমাবস্থায় তিনি, আশুতোষ বসু (১) এবং অন্যান্য অনেক বসিরহাটবাসী বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন। ক্রমে স্রোত ফিরিয়া যায়। নিত্যানন্দ কলিকাতায় নিজ ব্যবসায়সংক্রান্ত কার্য শেষ করিয়া শিশিরবাবু ও কেদারনাথ দত্তের সহিত ধর্মালোচনা করিতে যাইতে থাকেন; এক দিন পথিমধ্যে তিনি ও আশুতোষবাবু সর্বাঙ্গে তিলকাঙ্কিত হইয়া যাইবার কালে, কতিপয় যুবক তাঁহাদিগকে চিতাবাঘ বলিয়া রহস্য করে, কিন্তু পরে তাঁহাদের প্রসন্নভাব দেখিয়া মৌন হইয়া রহে। আর এক দিন নিজ গ্রামে পথে কীর্তন করিয়া যাইতে যাইতে তিনি সর্পদষ্ট হন, এবং কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্যের পর ভাল হইয়া উঠেন। তাঁহারা দুই জন ভিন্ন সময়ে পূর্বলিখিত রামদয়ালবাবুর কথামত শান্তিপুরে যাইয়া রাধিকানাথপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। নিত্যানন্দ গুরুদেবকে বসিরহাটে আনয়ন করিয়া (২) বসিরহাট ও তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহে ভক্তিবন্যার প্রবাহ লইয়া আসেন। এক দিন বসিরহাটে নিত্যানন্দ ও তিনকড়ি মল্লিক (ইনিও রাধিকাপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হন) একটি নির্জন গৃহে অধিক বেলা পর্যন্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকেন; সেই সময় নাকি উর্ধ্ব হইতে দিব্য গন্ধযুক্ত প্রসাদান্ন তাঁহাদের আহারের জন্য পতিত হয়। বাং ১২৯৯ সালে নিত্যানন্দ গুরুর আদেশে বৃন্দাবনবাসী হন, এবং পরে তাঁহার মাতা, পত্নী (ইঁহার নাম হয়

---

(১) রাধিকানাথচরিতামৃত, ১ম খণ্ড (পৃ ১৮৭, ১৯৪)   (২) পূর্বে দ্রষ্টব্য।

'গৌরীদাসী') ও ভগিনীও বৃন্দাবনে গমন করেন। নিত্যানন্দের এতই প্রভাব যে, পরবর্তী কালে আগত এক জন সন্ন্যাসীকে 'নিত্যানন্দ' ভাবিয়া বসিরহাট ও নিকটস্থ গ্রামবাসী শত শত লোক দর্শনার্থী হইয়া আসে। শিশিরবাবু ও অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি নিত্যানন্দের সম্বন্ধে বিবরণ লিখিয়াছেন। (১) তিনি বৃন্দাবনে রাধিকাপ্রভুর সেবাকার্য প্রাণপণে করিতেন, এবং নৃত্যকীর্তনে খোল বাজাইতে বাজাইতে তাঁহার হস্ত বিদীর্ণ হইয়া রক্তপাত হইত। তিনি বৈষ্ণবসেবা ও জনহিতে জীবন সমর্পণ করেন। তিনি রাধাকুণ্ডে মাধুকরী-সত্র ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন; এবং সুবিধামত আর্তের সেবা, অভাবগ্রস্তের সাহায্য, ধর্মপিপাসুকে গ্রন্থাদি দান, ইত্যাদি কার্য করেন। পূর্বে রায়শেখরের পদাবলীর টীকা-প্রসঙ্গে তাঁহার নাম লিখিত হইয়াছে; এবং পূর্বলিখিত ক্ষণদাগীতচিন্তামণির সংস্করণের ভূমিকায়ও তাঁহার সাহায্য স্বীকৃত হইয়াছে।

উপরিলিখিত আশুতোষবাবু একবার বৃন্দাবনের দেবকীনন্দন-প্রেসে একখানি নিজগ্রন্থ লইয়া চলিয়া আসিবার সময় দ্বারবান্ কর্তৃক অপমানিত হন, এবং অধ্যক্ষ ঐ অপমানের কোন প্রতিকার করেন না। ভক্তবৎসল রাধিকানাথ এই কথা শুনিয়া ভোজনের পর দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ছত্রহীন হইয়া একাকী দেড় মাইল দূরে অবস্থিত মুদ্রাযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক রাজর্ষি বনমালীভূষণের কুঞ্জে যাইয়া উপস্থিত হন; তখন বনমালীবাবু অধ্যক্ষকে ডাকাইয়া তাঁহার দ্বারা ক্ষমা স্বীকার করাইয়া রাধিকাপ্রভুকে ৫৲ টাকা প্রণামী দিবার আদেশ দেন; অবশ্য ইনি এ প্রণামী লন না। ভক্তবৎসল রাধিকাপ্রভু বৃন্দাবনে একবার এক দরিদ্র ভক্তের আনীত রাঙা শাককে আর এক ধনী ভক্তের প্রদত্ত ১৬৲ টাকা প্রণামী অপেক্ষা অধিক আদর করেন। (২)

---

(১) বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা; রাধিকানাথচরিতামৃত, ১ম খণ্ড (পৃ ১৯৪)
(২) রাধিকানাথচরিতামৃত, ১ম খণ্ড (পৃ ১৫৮, ৩০১)

রাধিকানাথপ্রভুর শান্তিপুরবাসী এক ভক্ত সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন। এক দিন ৺মদনগোপাল জীউর ভোগে দুগ্ধ না পাওয়া যাওয়ায়, কোথা হইতে ঐ ভক্তটি এক ঘড়া দুগ্ধ লইয়া আসেন। রাধিকা-প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণ ও তাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাকে মনোরথসিদ্ধির আশীর্বাদ করেন। প্রভু সাধারণত সকলকে প্রতিনমস্কার করিতেন, এবং ভূলুণ্ঠিত হইয়া পদধূলি লইতেও যাইতেন। ভক্তটি ঐ দিনই শেষরাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। দীক্ষার পর তাঁহার নাম হয় 'রামহরি দাস'। তিনি সর্বাঙ্গে 'গোরা' নাম অঙ্কিত করিতেন, এবং ভাবাবেশে 'গোরা, গোরা' বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিতেন। কখনও বা 'রাই জয় জয়, রাধে রাধে' বলিয়া কোমরে ও মস্তকে হস্ত দিয়া নৃত্য করিতেন। তিনি প্রায়ই রাধিকাপ্রভুর সঙ্গে হাস্যপরিহাস করিতেন। তিনি 'গোরা' (গৌরাঙ্গ) নামে রাধাকৃষ্ণও (গো=গোবিন্দ, রা=রাধা) বুঝিতেন। রাধিকানাথ কীর্তনের মধ্যে তাঁহার গলা ধরিয়া নৃত্য করিতেন। এক দিন তিনি ও নিত্যানন্দ দাস রাধাকুণ্ডতীরে বেলা দুইটা পর্যন্ত উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্তন করেন, তাহাতে অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পর্যন্তও সমানে নৃত্য করেন।

শ্রীহট্টের করিমগঞ্জবাসী বিখ্যাত মোক্তার কৃষ্ণচরণ দাস পূর্বলিখিত রাজীববাবুর বন্ধু এবং এক জন রাগমার্গী ভক্ত ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনবাসী হন, এবং রাধিকাপ্রভুর নিকট দীক্ষার পর তাঁহার নাম 'কৃষ্ণপদ দাস' হয়। তিনি প্রভুপাদ সম্বন্ধে তিনটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি একবার শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের জন্মোৎসব দেখিয়া কালনায় নিত্যানন্দ-প্রভুর জন্মোৎসব দেখিতে যাইবার সময় কফজ্বরাক্রান্ত হন, এবং রাধিকা-প্রভুর আশীর্বাদ লইয়া তিনি সেখানে গিয়া গঙ্গাস্নান-পূজাহ্নিকাদি নিত্যকর্ম বিজ্বর অবস্থায় করিতে সমর্থ হন। তিনি এক দিন স্বগ্রামে গুরুদেবের প্রতিকৃতি সম্মুখে রাখিয়া পূজাহ্নিক করিতেছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ-

ভ্রাতৃবধূ সে স্থান দিয়া যাইবার সময় নাকি রাধিকাপ্রভুকে সশরীরে উপস্থিত দেখিতে পান। তিনি একবার গুরুদেব কর্তৃক কবিকর্ণপূরকৃত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ-গ্রন্থের বসন্ত-স্তবকাধ্যায়টি বাংলাভাষায় নাটকে রূপান্তরিত করিতে অনুরুদ্ধ হন, কিছুদিন পরে তিনি রাত্রে ঐ কার্যটি সমাপন করেন; প্রাতে নাকি গুরুদেবের স্থূল মূর্তি উপস্থিত হইয়া ঐ নাটকখানি কিরূপ হইয়াছে দেখিতে চান। তিনি এক জন আদর্শ বৈষ্ণব ছিলেন। এখানে প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বৃন্দাবনবাসী মাধবদাস (১), গৌরাঙ্গদাস ও গৌরগোবিন্দ দাস সংস্কৃতাভিজ্ঞ না হইলেও রাধিকাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারের জন্য সংস্কৃত পুস্তকেরও মর্ম বুঝিতে পারিতেন, এবং তাঁহাদের জনসম্মোহনের ক্ষমতাও ঐ কারণে হয়। প্রকৃতপক্ষে, রাধিকানাথ সাধারণত অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

রাধিকানাথ বসিরহাট, টাকী, ইত্যাদি অঞ্চলে পাল্লা-কীর্তন বন্ধ করিয়া লীলা-কীর্তনের প্রবর্তন করেন। টাকীর অনিরুদ্ধ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ. জমিদার সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, এবং অন্য কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি বৃন্দাবনে গিয়া রাধিকাপ্রভুর নিকট দীক্ষা লন। কালীবাবু উচ্চ অধিকারী; তিনি গুরুর তত্ত্বসিদ্ধান্তসমূহ আয়ত্ত করিয়া 'আচার-প্রচার' করেন।

টাকীর নিকটবর্তী বরুণহাট-গ্রামবাসী হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারের সন্তান, এবং প্রথমে বিলাসী ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে গিয়া রাধিকাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর তিনি গুরু-দেবের রচিত 'অখণ্ড পরমানন্দ' এবং অন্যান্য গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ

(১) ইনি প্রেমানন্দপ্রভুর শিষ্য হইলেও রাধিকানাথকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

করিতেন ; তিনি প্রভুর নিকট 'কালোয়াত' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার কৃপায় টাকী-শ্রীপুরবাসী বিপিনবিহারী দত্ত উচ্চাঙ্গের ভক্ত হইতে সক্ষম হন।

শ্রীহট্টের গুপ্তপাড়ানিবাসী জগদ্বন্ধু গুপ্ত শান্তিপুরে গিয়া রাধিকাপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। তিনি অনেক ধর্মপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীহট্টের মৈনানিবাসী মন্ত্রশিষ্য প্রসিদ্ধ অচ্যুতচরণ চৌধুরী গৌরভূষণকে রাধিকানাথ 'তত্ত্বনিধি' উপাধি প্রদান করেন (১) ; অচ্যুতবাবু পদ্যে রাধিকানাথের 'চরিত্র-সূত্র' লিখিয়াছেন। রাধিকাপ্রভুর শিষ্যেরা অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে গীত রচনা করিয়াছেন।

রাধিকানাথ শিষ্যদিগকে রাগানুগ ভজন-পদ্ধতিই শিক্ষা দিতেন। এই উদ্দেশ্যে তৎশিষ্য কর্তৃক তদাদেশে রচিত নিম্নলিখিত পদটি প্রত্যেকের পক্ষে গীতে প্রযোজ্য হইত।—

আমি নব ব্রজাঙ্গনা আনন্দমঞ্জরী।
মাধবদয়িতা রাধা আমার ঈশ্বরী ॥
আহিরীবনিতা আমি যাবটবাসিনী।
সখীর অনুগা আমি সখীর সঙ্গিনী ॥
বিদ্যুৎবরণী আমি বিচিত্রবেশিনী।
রূপে গুণে ডগমগি মধুরহাসিনী ॥
যুগলচরণ সেবা জীবাতু আমার।
সদা আজ্ঞাধীনা আমি ব্রজবনিতার ॥
যুগলানুরাগে মোর গড়া তনু মন।
যুগলকিশোর মোর সরবস্ব ধন ॥

---

(১) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ১১৬)

শ্যামগরবিনীর গর্বে আমি গরবিনী।
প্রেমময় প্রেমময়ীর প্রেমপাগলিনী॥
পিরীতিসায়রে আমি সদা বিহারিণী।
রসিকযুগলের আমি সন্তোষদায়িনী॥ (১)

এই সাধনের আদর্শ—মৃত্যুর পরে (বা এই জীবনে) মনঃকল্পিত সিদ্ধ দেহে ব্রজধামে জন্মিয়া সখীগণসহ শ্রীগোবিন্দসেবা করা। উক্ত পদ্ধতিতে বিষয়ের অনিত্যতাও স্মর্তব্য, এবং লীলাগ্রন্থাদির আস্বাদন কর্তব্য। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রাধিকানাথপ্রভুই বৃন্দাবনে লীলাগ্রন্থাদির বহুল পাঠের প্রবর্তক। তাঁহার ও তদীয় ভক্তগণের উপদেশ, আচরণ, কার্য এবং ভাবাবলীও উক্ত পদ্ধতি-শিক্ষার প্রচুর সহায়ক। তাঁহার জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধীয় পঞ্জী: রাধিকানাথ গোস্বামী—যতিদর্পণ বা সন্ন্যাস; অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি—রাধিকানাথ-চরিত্রসূত্র; আশুতোষ বসু—রাধিকানাথ-চরিতামৃত (১৩৩৫); বামাচরণ বসু—অমিয়বিন্দু; রামদয়াল ঘোষ—সাধন-সোপান; প্রহ্লাদচন্দ্র দাস – রাধিকানাথের স্তোত্র ও গীতাবলী; বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা; ইত্যাদি (২)।

রাধিকানাথ বৃন্দাবনে প্রথম পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়েন; তিনি লিখিতেছেন, "আমার ধৈর্য, গাম্ভীর্য, বিবেক কোথায় চলিয়া গিয়াছিল জানি না। আমার আহারনিদ্রা ছিল না, শরীরে লক্ষ্য ছিল না। বড় বড় লোহ-কীল জঙ্ঘায় বিদ্ধ হয়, বেদনা বোধ করিতে পারি নাই।" (৩) তিনি অবশ্য পরবর্তী শোকের ঘটনাবলীতে অচঞ্চল থাকেন। বাং ১৩১১ সালে বৃন্দাবনে ভয়ানক প্লেগ হওয়ায়, তিনি শান্তিপুরে চলিয়া আসেন,

(১) রাধিকানাথচরিতামৃত, ১ম খণ্ড (পৃ ১৩২) (২) সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী রাধিকানাথের একখানি জীবনী লিখিতেছিলেন বলিয়া প্রকাশ। (৩) যতিদর্পণ (পৃ ১০)

এবং আড়াই বৎসর বঙ্গে থাকেন। ধান্তকুড়িয়ার উৎসব-সমাপনান্তে (১) তিনি পুনরায় বসিরহাটে যান। শ্যামাদাস ঘটক (চট্টোপাধ্যায়) এবং তদনুজ তারাদাস ও হরিদাস তাঁহার মন্ত্রশিষ্য। এবার তিনি শ্যামাদাসের ভবনে ৺গিরিধারী জীউকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপরে, তিনি সেখানে শত শত ব্যক্তিকে জাতিনির্বিশেষে, এমন কি, বেশ্যাকে পর্যন্ত দীক্ষিত করেন। তাঁহার শিষ্যেরা পর্যন্ত কেহ কেহ এইরূপে কোন কোন গ্রামবাসীকে দীক্ষা দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। বাং ১৩১২ সালের আশ্বিন-কার্তিক মাসে শান্তিপুরে রাধিকাপ্রভুর বাটীতে এক মাসব্যাপী কীর্তন হয়; সেবার নবীন দাস রসকীর্তন এবং গোপাল দাস চৈতন্য-মঙ্গল কীর্তন করেন। রাধিকানাথ শান্তিপুর-বাবলায় মহোৎসব করেন; সেবার শেরপুরের জমিদার রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, রাজীবলোচন দাস, কৃষ্ণপদ দাস, প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত থাকেন। মাঘ মাসে রাধিকাপ্রভু প্রায় ত্রিশ জন ভক্তসহ নীলাচলে গমন করেন; সেখানে দুই দিন দুই জন ভক্তগণসহ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন,—এক দিন রাধিকানাথ ভক্তদের পাত হইতে বলপূর্বক মহাপ্রসাদ লইয়া ভক্ষণ করেন, আর এক দিন দেবদাসীরা আসিয়া গীতগোবিন্দ গান করে; তার পর, তাঁহারা পুরীর নানা স্থান দর্শন করিয়া শান্তিপুরে আসেন। বাং ১৩১৩ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত রাধিকানাথ কাশিমবাজারে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাটীতে ভাগবত পাঠ করেন। এ সময়ে যে কত ভক্ত পাঠ শুনিতে, প্রভুর সেবা করিতে বা দীক্ষা লইতে আসিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জঙ্গীপুরের শত বর্ষ বয়স্ক প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র দাস বাবাজী আসিয়া ভাগবত পাঠ শুনিতে শুনিতে দেহত্যাগ করেন; তাঁহার দশম স্কন্ধ মুখস্থ ছিল। (২) মহারাজের দুই কীর্তির (বৈষ্ণব-সম্মিলনী স্থাপন

---

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা,১৮।৪।১৩১৮

ও গৌরাঙ্গসেবক-পত্রিকা প্রকাশ) কথা এবং রাধিকাপ্রভুর নিকট তাঁহার 'ধর্মরাজ' উপাধিলাভের বিষয় পূর্বে ও অন্যত্র (১) লিখিত হইয়াছে। এখানে শান্তিপুরে সংঘটিত একটি ঘটনার বিষয় লিখিত হইল। এক দিন এক পাদরী মেম গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে বক্তৃতা দিতে দিতে বলে যে, গঙ্গায় স্নান করিলে পাপ যায় না, ইত্যাদি; রাধিকাপ্রভু ভক্তের নিকট ইহা শুনিয়া গঙ্গাস্নানের মহিমা-কীর্তন এবং ভগবৎস্মৃতি ও ভগবদ্ভাব উদ্রিক্ত করার জন্য তাহা দ্বারা পাপস্খালনের সম্ভাবনার উল্লেখ করেন।

রাধিকানাথ পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিয়া হৃদ্‌রোগে মৃতকল্প হইয়া পড়েন, এবং ৫৫ বৎসর বয়সের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি লিখিতেছেন, "পূর্বে সূর্যোপরাগে ক্রমিক অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্রের চারিটি পুরশ্চরণ করিয়াছি, তাহার ফলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিলাম ইহাই আমার ধারণা। এখন হইতে আমার গৃহস্থোচিত ক্রিয়াকলাপের সহিত কোন সংস্রব থাকিল না, এবং আমার পুত্রকলত্র-কন্যাজামাতা-জ্ঞাতিকুটুম্ব প্রভৃতির শাস্ত্রানুসারে আমার জন্য কোন উদ্বেগ থাকিল না। আমার মরণান্তে আমার পরিত্যক্ত শরীরের দহনবহন জন্য কাহারও ক্লেশ পাইতে হইবে না, এবং অশৌচপালন-ক্লেশ কাহারও গ্রহণ করিতে হইবে না, এবং আমার শ্রাদ্ধ করিবার জন্য ব্যয়ভারও আমার পুত্রগণের গ্রহণ করিতে হইবে না।......রামানন্দ স্বামী, মাধ্ব স্বামী (আনন্দতীর্থ), শ্রীধর স্বামী, লক্ষ্মীধর স্বামী, বিষ্ণু পুরী, মাধবেন্দ্র পুরী, যাদবেন্দ্র পুরী, পরমানন্দ পুরী, ঈশ্বর পুরী, মধুসূদন সরস্বতী, প্রভৃতি সকলেই সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের মহিমা দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতাচার্যের চারি পুত্র নির্বিণ্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।......

(১) ৩য় ভাগে 'লালমোহন ভট্টাচার্য বিদ্যানিধি'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো
ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ॥

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নৈব বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

এই শ্লোকদ্বয়োক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা সফল মনে করিব।" (১)

এখানে পরমহংস-সন্ন্যাস সম্বন্ধে রাধিকানাথের শাস্ত্রসম্মত প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত লিখিত হইল। "শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার মতে, 'কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ' (২), এবং ইহাতে বেদান্তশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের বিধিপূর্বক পরিত্যাগকে 'সন্ন্যাস' বলা হইয়াছে।......নির্বিঘ্নচিত্ত অধিকারী ব্যক্তি বৈদিক সন্ন্যাস করিয়া নিজ জীবন সফল করিয়া থাকেন। এই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যদি এক রাত্রিও কেহ জীবিত থাকেন, তবে তাহার যে গতি লাভ হয়, তাহা গৃহস্থগণ যাবজ্জীবন গার্হস্থ্য ধর্মানুষ্ঠান করিয়া লাভ করিতে পারে না।......যাঁহারা শিখা উপবীত নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করিয়া কাষায় বাস ও এক দণ্ডধারী হইয়া কিম্বা ন্যস্তদণ্ড হইয়া জ্ঞানচর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে 'পরমহংস' কহে।......পঞ্চাশৎ বর্ষাতীত বয়স্ক ব্যক্তির ঋণত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা শাস্ত্রে বিহিত।......মৃত্যুকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তনু ত্যাগ করা অবশ্যকর্তব্য।......সন্ন্যাসীদিগের অপরাহ্নে ভিক্ষা করিয়া একবার-মাত্র ভোজন করা বিধি।......গর্হিতান্ন ও গর্হিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন

(১) যতিদর্পণ (২) ১৮।২

করা অত্যন্ত নিষিদ্ধ। বিষ্ণুভক্তিপর অগর্হিত ব্রাহ্মণের অন্নই পবিত্র। তদভাবে অগর্হিত ক্ষত্রিয়বৈশ্যের ঘৃতপক্বান্ন পুরী ইত্যাদি যতিগণ গ্রহণ করিতে পারেন, এবং সঙ্কটে সৎশূদ্রের ঘৃতপক্বান্ন গ্রহণ করিলে দোষ হয় না। কিন্তু শূদ্রের নিকট হইতে আমান্ন (অপক্বান্ন) গ্রহণ করাই বিধি ও আচার।......যতিগণের স্বয়ং পাক নিষিদ্ধ।......যতিগণকে পবিত্র তীর্থে বাস করিতে হয়, কিম্বা বর্ষার চারি মাস ভিন্ন আট মাস নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়।......যতিগণের শূন্যাগার, দেবালয়, তৃণকুটীর বা পর্ণশালায় বাস করা বিধি। অতৈজস পাত্র ব্যবহার করা বিধি। ভিক্ষাটন, জপ, স্নান, ধ্যান, শৌচ, দেবতা-পূজন এই ছয়টি কার্য অবশ্য-কর্তব্য।......খাটে শয়ন, গৈরিক বস্ত্র ত্যাগ (ব্রাহ্মণের পক্ষে), স্ত্রীসম্বন্ধিনী বা তাহাদিগের সহিত কথা, চপলতা, দিবানিদ্রা, যান বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ এই ছয়টি পতনের হেতু; এবং আসন, পাত্র ও শিষ্যসংগ্রহ, অর্থ বা ভোজ্যসঞ্চয়, লোভ ও বৃথা কথালাপ যতিদিগের বন্ধনের হেতু।......তাহার উপর ভক্তি-অনুশীলনে কাল যাপন করিতে হইবে।" (১)

রাধিকানাথের আত্মীয় শান্তিপুরবাসী উকীল বেচারাম লাহিড়ী বৃন্দাবনে তাঁহার আশ্রমে গিয়া তথায় আগত বহু প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের মধ্যে এক জনের দর্শন লাভ করেন; ইনি সেবার রাধিকাপ্রভুকে মানসসরোবরের নিদর্শন-দ্রব্য দিতে আসেন। সে সময় কৃষ্ণনগরের মুন্সিফ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তথায় গিয়া কেবলমাত্র রাধিকাপ্রভুর ভাগবত-পাঠ ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া পুত্রশোক নিবারণ করেন। "রাধিকাপ্রভু শেষ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আশ্রম (২) ত্যাগ করিয়া যান নাই, স্ত্রীপুত্রকন্যাদি-পরিবেষ্টিত হইয়াই নির্লিপ্তভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। সহরের বাহিরে বনভাগে তাঁহার একটি তপস্থার

(১) যতিদর্পণ (২) পরমানন্দাশ্রম বা রাধিকানাথের কুঞ্জ

স্থান ছিল, সে স্থানটি পরম রমণীয় ও খুব নির্জন, এবং সাধনভজনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।......তাঁহার আশ্রমে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের রাজভোগতুল্য ঘৃতান্ন, পায়স, পিষ্টক, মিষ্টান্নাদি প্রসাদ পাইয়া এবং তাঁহার ও তৎপরিবারস্থ সকলের স্নেহ আদর যত্ন পাইয়া যেন আমার কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল।" (১) রাধিকানাথপ্রভু ২১।১।১৩১৮ তারিখে সন্ন্যাসগ্রহণের অল্প পরেই বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করেন। (২) রাধিকানাথপ্রভুর অনুজ ললিতমোহন একবার প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে একসঙ্গে অবস্থান করেন। সাধুমোহন্তভক্তসমাগম, গৌরকথা, কৃষ্ণকথা, লীলাগানাদিতে সময় কাটিত। সেখানে টাঙাইলের একটি শাক্ত কায়স্থ বাবু প্রথমে ভ্রষ্টচরিত্র ও অভক্ত ছিলেন; ললিতমোহন তাহাকে পরম ভক্ত করেন। (৩) রাধিকাপ্রভুর বংশীয় কেহ কেহ বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরবিনোদ (কলিকাতাবাসী), তৃতীয় পুত্র সীতানাথ শাস্ত্রী ও চতুর্থ পুত্র বৃন্দাবন ভাগবত-পাঠাদি করিয়া থাকেন; এবং দ্বিতীয় পুত্র নিতাইবিনোদ কাব্যতীর্থ বোলপুর-শান্তিনিকেতনের পালি ও সংস্কৃতের অধ্যাপক।

—শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তীর্থ)

তিনকড়ি সান্যাল শান্তিপুর-সূতরাগড়ে তাঁহার মাতুল দেবেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি কোনও ছাত্রের হস্তে উপন্যাস বা কুরুচিপূর্ণ পুস্তক দেখিলে তাহা কাড়িয়া লইতেন অথবা তাহাকে পড়িতে নিষেধ করিতেন। এক দিন তিনি পল্লীর অনেক বাটীর দ্বারে 'হরি সত্য, মায়া মিথ্যা' লিখিয়া রাখেন। কিয়ৎকাল পরে, তিনি পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যান, এবং প্রকাশানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 'নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী' নাম প্রাপ্ত হন। তিনি চিরকুমার।

(১) সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ, ২য় খণ্ড (পৃ ৮০, ৮৩) (২) যুবক, ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ (৩) বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭ম বর্ষ (পৃ ২৪৩)

তিনি বৃন্দাবনে উপর্যুক্ত রাধিকানাথ গোস্বামীর সহযোগে এবং এককভাবে তথায় ও অন্যত্র বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্পাদন, প্রকাশ ও প্রচার করেন, এবং অন্যবিষয়ক নানা গ্রন্থ লিখেন। তিনি ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের চর্চা করিতেন, এবং যোগধ্যানপরায়ণ সাধক ছিলেন। তিনি পরে 'নিরঞ্জনানন্দ তীর্থস্বামী' নাম লইয়া শঙ্করমঠে প্রবেশ করেন। তিনি নাইনিতাল-অঞ্চলে একটি যক্ষ্মাশ্রম ও স্বাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য করেন, এবং এই সূত্রে বহু ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সংস্রবে আসেন। এই 'ভূমি-আধার-আশ্রমের' জন্য যুক্তপ্রাদেশিক সরকার ৮ একর পরিমিত ভূমি, এবং বেতিয়া-স্টেট বিহারী রোগীদের জন্য একটি পৃথক্ ব্লকনির্মাণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিয়াছেন। ৩০ বৎসরে এই আশ্রম হইতে প্রায় ২০০ রোগীর মধ্য হইতে ১৯৮ জন আরোগ্যলাভ করিয়াছে। স্বামীজী কবিরাজী মতে চিকিৎসা করেন, এবং তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর। তিনি কিয়ৎকাল পূর্বে এই আশ্রমের জন্য সাহায্যলাভোদ্দেশ্যে কলিকাতায় আগমন করেন। (১) তিনি পুনরায় কয়েকবার শান্তিপুরে গমন করেন। শান্তিপুরের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর দাস (২) নিত্যস্বরূপের সঙ্গে ইঁহার প্রথম বৈষ্ণব শিক্ষাগুরু চরণদাস বাবাজীর দর্শনার্থ নবদ্বীপ হইয়া বিদ্যানগরে যান, এবং তাঁহার বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হন ; বিশুবাবু লিখিতেছেন যে, নিত্যস্বরূপের বালকের ন্যায় সরল স্বভাব, এবং ঐবার পথে যাইতে যাইতে ইনি কখনও নৃত্য করেন এবং কখনও গান করেন। (৩)

উপরে লিখিত হইয়াছে যে, নিত্যস্বরূপ রাধিকানাথপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া ক্ষণদাগীতচিন্তামণিঃ, নিকুঞ্জরহস্যস্তবঃ, চৈতন্যচরিতামৃত,

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০।১১।১৩৪৭ (দুই স্থলে)। (২) ৩য় ভাগে এই নামীয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ২৩৭-৪৩)

গোবিন্দলীলামৃতং, হরিসাধককণ্ঠহার ও রায়শেখরের পদাবলী প্রকাশিত করেন। তৎপ্রণীত বা প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাদি (১)—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৫ম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্যন্ত (ভাবাবোধিনীসমেত); শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশের হিন্দী অনুবাদ ; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-কণিকা ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সংস্করণ (কিয়দংশ) ; শ্রীকৃষ্ণবাল্যলীলা ; ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা (কবিতা ; ৪২০ চৈতন্যাব্দ ; গ্রন্থকার বিপিনবিহারী মণ্ডল) ; গৌরাঙ্গজন্মলীলা ; প্রেমানন্দ দাসের মনঃশিক্ষা (অষ্টোত্তরশত পদাবলী : ৪১৯ চৈতন্যাব্দ ; কবিতা) ; ভক্তজীবনে বেদান্ত ; শিখরিণী (প্রথম অংশ ; প্রাকৃত, বিপ্রলম্ভ, শান্তরতি ও উজ্জ্বলরসাশ্রিত পদাবলী ; মধ্যে মধ্যে গীত সংযুক্ত ; পরিশিষ্টে গৌরাঙ্গ-স্তুতি ; চৈতন্যাব্দ ৪১৮ ; রাজর্ষি বনমালীভূষণের নামে উৎসর্গীকৃত) ; দাস আমি ; দীক্ষা-প্রণালী ; একান্নপদ (গোবিন্দদাসের অষ্টকালীয় পদাবলী ; ৪১৯ চৈতন্যাব্দ) ; ব্রহ্মসূত্রম্ [বাক্যার্থ (নিম্বার্ক) -ভাষ্য (শ্রীনিবাসাচার্য)-বৃত্তি (কেশব কাশ্মীরী)-সমেতম্ ; দেবনাগরী সংস্করণ ; ১৯০৫ খৃ ; তৎকৃত হিন্দী অনুবাদ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য] ; চৈতন্যভাগবত ; হরিভক্তিতরঙ্গিণী ; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ; প্রসিদ্ধ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্যকৃত (২) 'তত্ত্বসন্দর্ভের' টীকা (সম্পাদন) ; বৈষ্ণব-সন্দর্ভ (মাসিক সঙ্কলন ; ১৩১০) (৩) ; নিত্যানন্দ-দায়িনী-পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধাবলী (৪)। "বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রকাশক হিসাবে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর পরই মধুসূদন অধিকারীর নাম করিতে হয়।" (৫)

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণিঃ'র সংস্করণে সম্পাদকের নিবেদনে লিখিত আছে, "যে সকল সংস্কৃত গীতের টীকা নাই, আমার পরম করুণাবতার আরাধ্যদেব

---

(১) সাহিত্যপঞ্জিকা (২) জীবশিব-মিলন-পত্রিকা, ১৩৪৫ পৌষ (৩) দেশ, ৪।৪।১৩৪২ (পৃ ৪৪) (৪) দেশ, ৪।১।১৩৪২ (পৃ ৪৩) (৫) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পরিশিষ্ট, পৃ ১১৬-৭)

শ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংস আচার্যশিরোমণি শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামীর শ্রীমুখোক্তি হইতে সে গুলিরও টীকা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।...গীতগুলি 'কিরূপ অবস্থায় কাহার উক্তি' তাহা না বুঝিলে লীলার সংলগ্নতা উপলব্ধি হয় না বলিয়া, এবং লীলারসানন্দী মহাত্মাগণ যে প্রণালীতে এই সকল গীতের রসাস্বাদন করেন তাহার দিগ্‌দর্শন জন্য এবং বহুতর গীতেরই বহুতর স্থানের অর্থবোধ প্রগাঢ় চিন্তা ও গভীর আলোচনাসাপেক্ষ দেখিয়া তদ্‌ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন বোধ হওয়ায়, তাহাতে একটি আস্বাদন-দিগ্‌দর্শিনী টিপ্পনী লিখিয়া রাখিলাম।" সতীশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন (১), "দেবকীনন্দন-যন্ত্রালয় হইতে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী-মহাশয় কর্তৃক ক্ষণদাগীতচিন্তামণি গ্রন্থের একখানি উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য নিত্যধামগত প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামীমহোদয়ের অন্যতম প্রিয়শিষ্য পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণপদ দাস বাবাজীমহাশয় প্রভুপাদের ব্যাখ্যাত রস-বিশ্লেষণ অবলম্বন করিয়া রাগানুগ ভক্তদিগের সুবিধার জন্য বিস্তৃত টীকা, রস-বিশ্লেষণ, পাঠান্তর ও সূচীর সহিত এই গ্রন্থের সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত বিনয়বশত নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। সম্পাদক বাবাজীমহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা সর্বজনবিদিত। তাঁহার রস-বিশ্লেষণ যে উত্তম হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাচীন ও প্রামাণিক হস্তলিখিত পুথির অসদ্ভাব জন্যই হউক কিম্বা অন্য কারণেই হউক, এই বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণটিতেও অনেক পদেই বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থের নির্ণয়ে অনেক ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে, সুবিস্তৃত রস-বিশ্লেষণ অপেক্ষাও বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থই সাহিত্যসেবক পাঠকদিগের অধিক প্রয়োজনীয় বটে। দুঃখের বিষয় যে, এই সুবৃহৎ ও রস-বিশ্লেষণের হিসাবে উৎকৃষ্ট সংস্করণখানি দ্বারাও

(১) পদকল্পতরুর ভূমিকা (পৃ ১, ২৩০; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ)

গীতচিন্তামণি গ্রন্থের একখানি শুদ্ধ পাঠ ও অর্থযুক্ত প্রামাণিক সংস্করণের অভাব পূর্ণ হয় নাই।"

'শিখরিণী'র মূল অংশ হইতে একটি এবং পরিশিষ্ট হইতে একটি গীত উদ্ধৃত হইল।—

টোরী-ভৈরবী—যৎ

আর আমার ভাবনা কিসের, যার ভাবনা—
তারে দিছি !
হাতের কাজ সারা ক'রে, নির্ভাবনায় ব'সে আছি।
হ'য়ে যাক যা হবার,
ফিরে চেয়ে দেখব' না আর,
মিছে ব্যাপার ল'য়ে কেন, মিছে কথায় মরি বাঁচি।
গিয়েছিনু খুঁজতে দূরে,
চেয়ে দেখি আপন পুরে,
ভূতের ব্যাগার খাটলাম শুধু, থেকে এত কাছাকাছি।
ফেরে সাথে ছায়ার মত,
করে স্নেহ যত্ন কত,
আদর মাখা প্রাণখানি তার, ভাব দেখে ভুলে গিছি।

সঙ্কীর্তন

আমার প্রাণ ল'য়ে—ঐ গোরা যায় !—
(বাহু হেলাইয়ে, দোলাইয়ে)
ত্রিজগৎ মাতাইয়ে, ভাসাইয়ে রূপের ছটায় !
পুলকে পূরিত কায়, কণ্টকিত তরু প্রায়,
(গোরা) কভু হাসে, কভু নাচে, কভু বা লুটায় !
কভু কাঁপে থরহরি, মুখে 'হা, হা হরি ! হরি !'
বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদিয়ে বেড়ায় !

নীলাচল-নাথ হেরি,' পুলক আবেশে ভরি',
জজ-জজ-গণ বলি' হৃদে ল'তে ধায় !
বচন না স্ফুরে মুখে, দুটি হাত ধরি' বুকে,
গদ্গদ হ'য়ে ডাকি' কাঁদিয়ে কাঁদায় !
ভাবের আবেশে গোরা, তনু মন রসভোরা,
প্রেমের পাথারে ভাসি' সবারে ভাসায় !
আলিঙ্গন পাশে বাঁধি,' আচণ্ডালে বলে কাঁদি',
(একবার) হরি ব'লে কিনে লও, ধরি সবার পায় !

শান্তিপুর-সুতরাগড়ের গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য নিত্যস্বরূপের সহকর্মী ছিলেন।

অতিরিক্ত প্রসঙ্গ

'মদনগোপাল'-শাখার ৺রাধাবিনোদ **ভাগবতশাস্ত্রী কাব্য-সাংখ্যতীর্থ** শান্তিপুর, কলিকাতা, ঢাকা, কাশী, ইত্যাদি নানা স্থানে ভাগবত পাঠ এবং গীতা, চৈতন্যচরিত ও বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ হন, এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। (১) মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ তাঁহার এক জন অধ্যাপক ছিলেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থ—বৈষ্ণব দর্শন ; বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি (৩য় সংস্করণ ; সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত ; মুরলীমোহন ও অতুলচন্দ্র গোস্বামীর সহযোগে) ; 'শ্রীমদ্ভাগবতম্'এর ভাগবতামৃতবর্ষিণী ব্যাখ্যা (কলিকাতার সারস্বত ও হরিহর-লাইব্রেরী ; ২য় স্কন্ধের কিয়দংশ পর্যন্ত ও ১০ম স্কন্ধের কিয়দংশ) ; কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্যের সংস্করণ ; ব্রজলীলা-

(১) দুঃখের বিষয়, 'গৌড়ীয়' পত্রে (৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড, পৃ ৯৭৩, ৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড, পৃ ৭৫২……) এ বিষয়ে বক্র কটাক্ষ করা হইয়াছে।
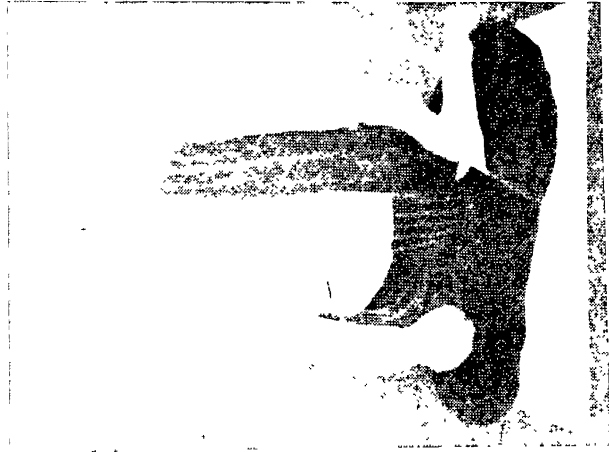
৺রাধাবিনোদ গোস্বামী

শ্রীহরিশচন্দ্র গোস্বামী

গ্রন্থমালা : পরীক্ষিতের পুনঃ-প্রশ্ন, দেবকীর সান্ত্বনা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব। তিনি 'বঙ্গবাসী' ইত্যাদি পত্রে লিখিতেন। তিনি অনেক বৈষ্ণব সভা-সমিতিতে (স্থায়ী ও সাময়িক) সভাপতিত্ব করিতেন, এবং কলিকাতার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সহ-সভাপতি ছিলেন। বাং ১৩৩৮ সালে অদ্বৈত-জন্মোৎসবে শান্তিপুরে এই সম্মিলনীর এক বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে কলিকাতা হইতে সদস্যবৃন্দ ও সম্পাদকপ্রমুখ কার্যকারকগণের শান্তিপুরে শুভাগমন হয়। (১) তিনি নবদ্বীপ-গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ছিলেন। পি-এম বাগ্‌চীর পঞ্জিকার বৈষ্ণব ব্যবস্থাসমূহ তৎকর্তৃক সংশোধিত হইত। রাধাবিনোদপ্রভু শান্তিপুরে ধূলোট-উৎসবের সময় অনেক লোককে প্রসাদ বিতরণ, এবং কীর্তনাদির ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় নানা কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি পরলোকে গমন করিলে, বহুসংখ্যক ভক্ত, শিষ্য ও কীর্তন-সম্প্রদায় কলিকাতার নিমতলা-শ্মশানে উপস্থিত থাকেন। (২) কলিকাতার অনেকগুলি বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠান ও 'হরিসভা'য় রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, গৌরসুন্দর ভাগবতদর্শনাচার্য, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, পশুপতিনাথ গোস্বামী, প্রভৃতির সভাপতিত্বে রাধাবিনোদের জন্য শোকসভা আহূত হয়। (৩) সিঁথি-বৈষ্ণব-সম্মিলনীতেও কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর পৌরোহিত্যে এক শোকসভা হয়। (৪) শান্তিপুরে দুইটি শোকসভা হয়। ঐ সময়কার 'শুকদেব'-পত্রিকায় রাধাবিনোদের জীবনী প্রকাশিত হয়। তাঁহার পুত্র রাসবিহারী, এম-এসসি, বি-এল, আলিপুরে ওকালতী করেন।

---

(১) উক্ত সম্মিলনীর ঐ সালের কার্য-বিবরণী। (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮।৬।১৩৪৮ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২, ৫, ৮, ৯, ১২, ১৫।৭।১৩৪৮ (৪) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪।৭।১৩৪৮

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভাগবতভূষণ বর্তমান কালে শান্তিপুরের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতাদি ও ভাগবত পাঠ করেন। তিনি অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারেন, এবং সভা-অভিনন্দনাদিতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া দেন। তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। তিনি অমায়িক, সদালাপী ও তেজস্বী। বাং ৩০।৯।১৩১৪ তারিখে রাখীবন্ধনের দিন শান্তিপুরের ৶সিদ্ধেশ্বরীতলার সভায় তিনি দুইটি শ্লোক রচনা করেন।—

দ্রষ্টা দৃষ্টবলেন বঙ্গজননী জীর্ণাঙ্গভগ্নাধীনা
বন্দে মাতরমিত্যুদারবচসাং সন্দর্শিতৈকাত্মনাং।
কালধ্বস্তবনপ্রভামলধিয়াং সংসাধ্য সিদ্ধেশ্বরী
রক্ষাবন্দনমক্ষয়ং বিতনুতাদন্যোন্যসখ্যং মহৎ॥
মাতস্তে চরণাম্বুজে লঘুকরৈঃ সংস্থারিতো যত্নতো
দত্তরক্তজবাক্ষতার্ঘ্যনিচয়মালূরপত্রান্বিতঃ।
ক্ষিপ্রং মানবসিংহমাসু কুরুতে শ্রীপাদপদ্মাশ্রিতং
দৃষ্ট্বানৈব ভবেদ্ যতো মম ভয়ং শার্দূলবিক্রীড়িতং॥ (১)

তিনি 'সগণচৈতন্যলীলামৃতং' (এই গ্রন্থের অংশ পুরাণ-পরিষদে পঠিত হইয়াছে) ও 'ময়ূরদূতং' নামে দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন (অপ্রকাশিত)। তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর, এম-এ, কাব্যতীর্থ মিউনিসিপ্যাল উচ্চ-ইংরাজী-স্কুলের সহকারী শিক্ষক, কাশ্যপপাড়া-বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সভ্য, বন্ধুসভার সহকারী সভাপতি, মহাবীর-ব্যায়ামসঙ্ঘের সহ-সভাপতি, এবং পুরাণ-পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভ্য; ইনি 'যুবকে' কবিতা লিখিতেন। হরিশ্চন্দ্রের পিতা অদ্বৈতচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

এই শাখার কৃষ্ণকেলি, নীলমণি (২) ও নীলকান্ত গোস্বামী প্রসিদ্ধ

(১) যুবক, ১৩১৪ আশ্বিন (২) পৃ ৬১৮

পণ্ডিত ছিলেন ; শেষোক্ত দুই জন বৃন্দাবনবাসী। নবদ্বীপবাসী ভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রজানন্দ গোস্বামীর কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। (১) তিনি নবদ্বীপে ৺মদনগোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার এক পৌত্র গোবিন্দলাল, এম-এ, সেখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এবং অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরবাসী ভূতপূর্ব পুলিস-দারোগা কেদারনাথ লাহিড়ী ব্রজানন্দের জামাতা ছিলেন। পাবনা-নিবাসী প্রসিদ্ধ নদীয়াবিনোদ গোস্বামী এই শাখার সন্তান ; তাঁহার এক পুত্র বি-এ। বৃন্দাবনে বানররক্ষীদলের নেতা হিসাবে অদ্বৈত-বংশের এক আনন্দগোপাল গোস্বামী কাব্যব্যাকরণতীর্থের নাম প্রকাশিত হয় (২) ; ইনি এবং শান্তিপুরের পণ্ডিত শ্রীবাস গোস্বামী কোন্ শাখাভুক্ত তাহা জানা যায় না।

এই শাখার বিষয় অন্যত্র (৩) লিখিত হইয়াছে। ইহার উল্লেখ প্রথমে করার কারণ এই যে, অদ্বৈতপুত্রগণের জন্মের ক্রম (প্রামাণিক মতানুযায়ী) হিসাবে সকল শাখার বর্ণন করা হইয়াছে। নতুবা, 'বড় গোস্বামী'গণই বেশী প্রসিদ্ধ। রাস, দোল, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, চন্দনযাত্রাদি উৎসব এবং নিত্য বিগ্রহসেবা শান্তিপুরের প্রায় সকল মূল গোস্বামি-বাটীতেই হয়, এবং প্রায় সকল গোস্বামিশাখার নামানুযায়ী শান্তিপুরের কতিপয় পল্লীর নামকরণ হইয়াছে। মদনগোপাল-শাখার নাটমন্দির ও চত্বরে অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ ধূলোট-উৎসব কেবল এই শাখারই বিশেষত্বব্যঞ্জক ; অন্য শাখার নাটমন্দিরে অবশ্য এই উৎসব মধ্যে মধ্যে হইয়াছে। বোধ হয়, প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও পণ্ডিতের সংখ্যাও বড় গোস্বামী-শাখা ব্যতীত এই

(১) পৃ ৩৮৬ ; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩৭১) (২) ভারতবর্ষ, ১৩৩৬ পৌষ (পৃ ৯৬) ; পৃ ৬১৭ ; ১ম ভাগ (পৃ ১) (৩) পূর্বে ও প্রথম ভাগে। সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ২৯৭-৩০০)

শাখায় সব চেয়ে বেশী। কৃষ্ণ মিশ্রের উপর অদ্বৈতাচার্য-আনীত '৺মদনগোপাল'-বিগ্রহের সেবার ভার পড়ায় (১), এই শাখার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে, এবং এক হিসাবে সেই ঘটনা এই শাখার বিশেষ গৌরব সূচিত করে।

(আ) গোস্বামী ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা—

মধুসূদন—নরোত্তম—আত্মারাম (পাবনা-জেলার হাণ্ডিয়াল, বল্লভপুর, স্থল, ইত্যাদি), বামনারায়ণ, শ্রীরাম

রামনারায়ণ—নন্দকুমার (হাণ্ডিয়াল), প্রাণকৃষ্ণ (বল্লভপুর); প্রাণকৃষ্ণ—রামনাথ—গোবিন্দময় ও আর এক পুত্র; গোবিন্দময়—কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন, কৃষ্ণচন্দ্র; কৃষ্ণগোপাল—(৬ পুত্রের মধ্যে) পূর্ণচন্দ্র—(৫ পুত্রের মধ্যে) হরিহর, এল-এম-এফ, শীতলপ্রসাদ, বি-এ; গোবিন্দময়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মথুরানাথ—নৃত্যগোপাল (নদীয়া-নপাড়া)

শ্রীরাম—রামানন্দ (হাণ্ডিয়াল) (২), রাখালপদ; রামানন্দ—মুরারিমোহন, রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য; মুরারিমোহন—(৪ পুত্রের মধ্যে) রাধাকিশোর—(দৌহিত্র) গোপীকান্ত মৈত্র—মন্মথনাথ মৈত্র; রাধামোহন—হরেকৃষ্ণ (দত্তক)—হরিনারায়ণ—নৃসিংহনারায়ণ (দত্তক)—(৩ পুত্রের মধ্যে) মণীন্দ্র

(১) পূর্বে দ্রষ্টব্য। (২) কৃষ্ণচন্দ্র-সুত নৃত্যগোপাল, শ্রীরামের পুত্র রামচন্দ্র ও রাখালপদ, এবং রাখালপদ-সুত রাধামোহন এরূপ ভ্রমও লিখিত আছে :—সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ৩০০-১)

শান্তিপুর-পরিচয়, ২য় ভাগ

৺কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন (পৃঃ ৬৫৩)

৺কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন

নিম্নলিখিত রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতির পর কৃষ্ণগোপাল তর্করত্নের ন্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিত শান্তিপুরে তথা বাংলায় আর কেহ বিদ্যমান ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি ষড়্‌দর্শন, ভাগবত ও অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। অথচ তিনি নিষ্কাম কর্মযোগী ও বিবিক্তসেবী সাধু-ভক্তরূপে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। (১)

কৃষ্ণগোপাল বাং ১২৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চম বর্ষ বয়সে বল্লভপুর (পাবনা) হইতে শান্তিপুরে আসেন। আনুমানিক দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি নবদ্বীপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে যান। তিনি সেখানে ও নবলায় প্রায় ৩০ বর্ষ বয়স পর্যন্ত ব্যাকরণ, কাব্য, ষড়্‌দর্শন (.বিশেষত ন্যায়) স্মৃতি, ভাগবত, ভক্তিশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। বলা বাহুল্য, তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এবং 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। নবলা-গ্রামের তীক্ষ্ণধী গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন ন্যায়ে তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। অতঃপর সংস্কৃত-কলেজে তাঁহাকে অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব আসে, কিন্তু পিতা দাসত্ববৃত্তি গ্রহণ করিতে পুত্রকে নিষেধ করেন ; তখন এই পদে প্রসিদ্ধ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন নিযুক্ত হন। নবদ্বীপে অধ্যয়নকালেই তাঁহার বিবাহ হয়।

তিনি শান্তিপুরে আসিয়া তৎকালীন জমিদার ভগবান্‌চন্দ্র রায় কর্তৃক প্রদত্ত মতিগঞ্জের নিকট ভাগীরথীতীরস্থ জমিতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। সেখানে স্থানীয় ও বিদেশীয় (এমন কি, মণিপুরবাসী পর্যন্ত) ছাত্র আসিয়া বিবিধ সংস্কৃত সাহিত্য (নিদানাদি পর্যন্ত) অধ্যয়ন করিত। উত্তরকালে ইহারা অনেকে বিখ্যাত হইয়াছে। বড়-গোস্বামীদের প্রসিদ্ধ মধুসূদন ও

---

(১) তাঁহার কথা 'প্রথম ভাগে' কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

ব্রজের চাঁদ গোস্বামী ও পূর্বলিখিত হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। এক দিন স্তর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চতুষ্পাঠীতে আসিয়া তাঁহার পদধূলি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। শান্তিপুর-গৌরব বহরমপুর-কৃষ্ণনাথ-কলেজের অধ্যক্ষ ভূষণচন্দ্র দাস এই চতুষ্পাঠীর সিঁড়ির ধাপে বসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। এই চতুষ্পাঠী প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর বর্তমান ছিল।

তিনি নানা স্থানে ভাগবত পাঠ করিতেন। তিনি ভাগবতের কোন কোন অংশের ষোল সতের রকম ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। একবার পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মধুসূদন চৌধুরী তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার রাসলীলা-ব্যাখ্যান শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া যান। তিনি মাত্র আগ্রহশীল শিষ্যকেই দীক্ষা দিতেন। তিনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে (১) 'সাবিত্রী'-দীক্ষা দেন। বহরমপুর-বাজিতপুরের দেওয়ান বৈদ্যনাথ সান্যাল তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি গৃহদেবতা ৺গোকুলচাঁদের পূজা স্বহস্তে করিতেন, এবং দেবদেবীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; রথযাত্রার দিন অভুক্ত অবস্থায় নগ্নপদে জনতামধ্যে থাকিয়া তিনি রঘুনাথ-জগন্নাথদেবের রথের রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিতেন; এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত শয্যাগত থাকিয়াও তিনি শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রতিদিন অধ্যয়ন করিতেন।

শাস্ত্রীয় কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অনেকেই তাঁহার নিকট আসিত;—তিনি মুখে মুখেই ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। অনেকে অশৌচ-প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থার জন্যও তৎসকাশে আসিত। তিনি শান্তিপুরে ও অন্যত্র বিবাহ-শ্রাদ্ধাদির আসরে সঙ্কটজনক সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেন। অবশ্য তিনি এক পাশে নীরবে বসিয়া থাকিতেন, ডাক পড়িলে তবে তিনি কথার উত্তর দিতেন। একবার রংপুরে শান্তিপুরের

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২০); বালক বিজয়কৃষ্ণ (পৃ ৮১)

গৌরীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ-আসরে এক জন মৈথিলী পণ্ডিত অনর্গল সংস্কৃত বলিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতে তর্করত্নমহাশয়ের একটু অসুবিধা হইতেছিল; সে জন্য মদীয় পিতৃদেব উক্ত পণ্ডিতকে মাত্র একবাচ্যে কথা কহিতে বলেন; তার পর, পণ্ডিতটি থামিয়া থামিয়া বলিতে থাকেন, এবং তর্করত্নমহাশয়ও অবসর পাইয়া সুমীমাংসা করিতে থাকেন; সে সভায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন এজন্য মদীয় পিতৃদেবকে সুখ্যাতি করেন বলিয়া শুনিয়াছি। একবার শান্তিপুরে কৃষ্ণগোপালের ছাত্র হরিহর গোস্বামী প্রসিদ্ধ রামনাথ তর্করত্নকে তর্কে পরাভূত করিয়া নিজ অধ্যাপকের সহিত ইঁহার তর্কসম্ভাবনা প্রতিরোধ করেন। কৃষ্ণগোপালের সহপাঠী কাশীর বিখ্যাত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি কোনও জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য তাঁহার মীমাংসাকেই শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেন। শুনা যায় যে, একবার দুই জন জার্মান পণ্ডিত শান্তিপুরে আসিয়া সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাঁহাকে ৩০০৲ টাকা (বাটী ভাড়ার টাকাসহ) বেতনে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিলে, তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি নিরহঙ্কার, নিরাড়ম্বর, সরল ও সাধু জীবন যাপন করিতেন। প্রতিষ্ঠাকে তিনি 'শূকরীবিষ্ঠা'র ন্যায় জ্ঞান করিতেন। ক্ষণস্থায়ী জীবনের 'যোগক্ষেমের' ভার নিয়ন্তার উপর ন্যস্ত করিয়া এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তিনি বাহিরে 'ভাল মানুষ' ও ভিতরে ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া বাং ১৩১৪ সালে ৭২ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

তাঁহার পুত্র পূর্ণচন্দ্র ই-বি ও ই-আই-রেল-অফিসে কার্য করিতেন; পূর্ণচন্দ্র-পুত্র হরিহর, এল-এম-এফ, কাম্পবেল-স্কুলের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার, এবং শীতলপ্রসাদ, বি-এ। কৃষ্ণচন্দ্র ও মথুরানাথ (বংশলতিকা দ্রষ্টব্য) উভয়ে কথক ছিলেন। গোবিন্দময়ের সময়ে দোলরাস, ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকভাবে নিষ্পন্ন হইত, এবং রাসে নৃত্যগীতাদি হইত। উপরি-

লিখিত ৺গোকুলচাঁদ-বিগ্রহ গোবিন্দময়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ইহা ভাস্কর্য-হিসাবে খুব সুন্দর; ইঁহাদের অন্য গৃহদেবতা ৺রাধাবল্লভ প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে ইঁহাদের কোন পূর্বপুরুষ কর্তৃক পূর্বনিবাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

৺রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য বিদ্যাবাচস্পতি

বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ॥"

—মহাজনবাক্য

শান্তিপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ৺রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য (১) (=ষড়্দর্শনে পণ্ডিত) অদ্বৈতাচার্য হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। "যদিও তিনি কেবল ন্যায়, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কাব্যাংশে তাদৃশ বিখ্যাত ছিলেন না, তথাপি পদাঙ্কদূতের টীকাদি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা দৃষ্ট করিলে তাঁহাকে কবিশ্রেণীর মধ্যে গণনা করিতে হয়। তিনি শকাব্দ ১৭৩৭ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।" (২) তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সময়ে রাজসভাপণ্ডিত ছিলেন (৩);—মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র ১৮০২ খৃস্টাব্দে লোকান্তরিত হন। "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারকালে নবদ্বীপের হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি (৪), গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ সুকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী

---

(১) প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ (২) হরিমোহন প্রামাণিক—ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ (৩) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত (৪) ৩য় ভাগে 'লালমোহন বিদ্যানিধি'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণের যশঃসৌরভে বঙ্গভূমি আমোদিত হইতেছিল।…… রাজা বিক্রমের সভায় ক্ষপণক, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচিসহ নবরত্নের যেমন সমাবেশ ছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাও তদ্রূপ নবদ্বীপের ন্যায়বিৎ হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রামরুদ্র বিদ্যানিধি, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, ষড়্‌দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ (১), রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যপ্রমুখ পণ্ডিতগণ এবং গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও হালিসহরনিবাসী রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি সুকবিগণ এবং মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় (২), গোপালভাঁড় ও হাস্যার্ণব প্রভৃতি অসাধারণ হাস্যরসিক ও উপস্থিত বক্তা প্রভৃতির অপূর্ব জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল ছিল।" (৩) রাধামোহন নবদ্বীপের রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্যের ('গোপাল ন্যায়ালঙ্কার') ছাত্র ছিলেন। (৪) স্মার্ত রঘুনন্দনের আত্মীয় শান্তিপুরের চাঁদ ভট্টাচার্যও (নপাড়ী বা নপাঠীবংশজ) রাধামোহনের অধ্যাপক ছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রাধামোহন হস্তলিপির অনুষ্ঠান দ্বারা একটি নিরক্ষর শিশুর (৫) লিপি হইতে এই পদটি প্রাপ্ত হন—'চৈতন্যো

(১) ৩য় ভাগে 'লালমোহন বিদ্যানিধি'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) ৩য় ভাগে 'কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগর'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্করণ, পৃ ১২৪, ২৯৬) (৪) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৮ (পৃ ৪২) (৫) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে আহূত সভায় "দৈবশক্তির প্রভাবে একটি স্ত্রীলোক ঐ শ্লোক রচনা করেন।"—হরিলাল চট্টো: বৈষ্ণব-ইতিহাস (৩য় সংস্ক, পৃ ৬৩)

ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ'। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। (১) এরূপও কথিত হয় যে, রাধামোহন নায়িকাসিদ্ধ ছিলেন; তিনি বলেন, 'বার্তাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র গৌরাঙ্গস্য পুনঃপুনঃ', এবং তিন বার জিজ্ঞাসার পর আকাশ হইতে উত্তরে ঐ শ্লোক পান; মহারাজ উহা হইতে 'চৈতন্য ভক্ত' এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ 'চৈতন্য অংশক' এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; রাধামোহনের কৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ পাওয়া যায়। কিন্তু 'তত্ত্বসন্দর্ভের' টীকায় রাধামোহন লিখিয়াছেন, "চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ স্বতন্ত্র পুরুষ।" (২) কেহ বলেন যে, উলার সাধক রঘুনন্দন মুস্তৌফী আহূত হইয়া আসিয়া ঐরূপ করলিপি প্রকাশিত করেন; ইনি তৎপূর্বে ১১১৪ সালে উলা ত্যাগ করিয়া হুগলী-জেলার শ্রীপুরে গিয়া বাস করেন। (৩) এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, "কৃষ্ণনগরের রাজগণেরও মহাপ্রভুর ধর্ম ভাল লাগিত না; এক দিন

(১) কুমুদনাথ মল্লিক—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (পৃ ৮৯, ১০৪; এই গ্রন্থে 'রাধারমণের' নামোল্লেখ আছে, এবং তিনি উক্ত করলিপি হইতে শ্রীচৈতন্যের পূর্ণ অবতারত্বসূচক ব্যাখ্যা করেন এইরূপ লিখিত আছে); জগদীশ্বর গুপ্ত—চৈতন্যলীলামৃত, পূর্বভাগ (পৃ ৫০); বিশ্বকোষ, ষষ্ঠ ভাগ (১ম সংস্করণ, পৃ ৪০৭-৮): চৈতন্যচন্দ্র ("শান্তিপুরের 'গোস্বামী' শ্রীচৈতন্যের পূর্ণ অবতারত্ব প্রমাণ করেন"); প্রবাসী, ১৩৩০ আশ্বিন (পৃ ৭৯৭) (২) ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ কার্তিক (পৃ ৫৬); 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) স্বজননাথ মুস্তৌফী—উলা (পৃ ৯৩); উলার মুস্তৌফীবংশ (পৃ ১১৪); ভারতবর্ষ, ১৩৩১ ভাদ্র (পৃ ৩৭৯) [আনুমানিক ১১২৫ সালে (?) রঘুনন্দন অষ্টম বর্ষীয়া ব্রাহ্মণ বালিকাকে সম্মুখে রাখিয়া যে কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য হস্ত চালনা করিতেন। ইহার ফল বালিকার লেখনী-মুখে কাগজের উপর মীমাংসারূপে বাহির হইত।]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় এক জন বৈষ্ণবের সহিত আলাপকালে মহারাজ বিরুদ্ধ ভাবের কোনও বাক্য বলেন, তাহাতে ঐ বৈষ্ণবটি উত্তর করেন,—মহারাজ, আপনার এই চৈতন্যদ্বেষ স্বাভাবিক ও শাস্ত্রসম্মত; কারণ, পুরাণাদি সমস্ত পাঠ করিয়া দেখুন যে, যে দেশে যখনই বিষ্ণু কলেবর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সেই দেশের পরপারবাসী রাজগণের (দৈত্যগণের সহিত উপমিত) সঙ্গে তাঁহার বিবাদ ও বিদ্বেষভাব প্রকাশ পাইয়াছে।" (১) যাহা হউক, রাধামোহনের উক্ত করলিপির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্র এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। (২)—

পবিত্র অদ্বৈতবংশ-পঙ্কজ-তপন,
সাহসী 'গোঁসাই ভট্টাচার্য' মহাজন।
পণ্ডিত-পটল-পন্থা প্রভাময়-মতি,
বিচারে বিরাজে মুখে আপনি ভারতী।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-পতি আরাধ্য তাঁহার,
তিনি কি পূজেন কভু কোন অবতার?
দ্বিজদল গর্ব করি' বলিল সভায়,
'গৌরাঙ্গ পরম ব্রহ্ম সংশয় কি তায়?'
উত্তর 'গোঁসাই' দিল ব্রহ্মবাদী ন্যায়,
'সন্ধ নন্দ-নন্দনেতে, গৌরাঙ্গ কোথায়!'

উপরোক্ত ঘটনার অন্য বিবরণ ও ব্যাখ্যাও শ্রুত হওয়া যায়। শান্তিপুরে একদা এক বিদেশী পণ্ডিতের সহিত গোস্বামীমহাশয়ের 'ব্রহ্ম সাকার কি নিরাকার' এই সম্বন্ধে তর্ক হইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে, উপস্থিত এক জন চৈতন্যপন্থী বৈরাগী গোস্বামীমহাশয়কে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠাকুর, শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না কেন?' ইহাতে তিনি ঐরূপ

---

(১) নদীয়া-কাহিনী (পৃ ১৩৭) (২) 'সুরধুনী' কাব্যে

উত্তর দিয়াছিলেন। আনুমানিক অর্থ—যখন শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে পারিতেছে না, তখন 'রাধাভাবদ্যুতিসমন্বিত' শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গকে কেমন করিয়া বুঝিবে? এই অবতারতত্ত্বের প্রসঙ্গ অন্যত্র (১) কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে।

অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন (২) লিখিতেছেন, "গোস্বামী ভট্টাচার্যমহাশয় প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু গ্রন্থের টীকা ও অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন; তাহার কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে এবং কতকাংশ লোকলোচনের অন্তরালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। গোস্বামী ভট্টাচার্য-রচিত জীব গোস্বামীকৃত তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা শান্তিপুরের কোনও গোস্বামি-পরিবার হইতে সংগ্রহ করিয়া নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীমহাশয় (৩) প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য পুথিখানিও আমি শান্তিপুরের কোনও গোস্বামি-বাটী হইতেই সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা গোস্বামী ভট্টাচার্যকৃত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক দার্শনিক গ্রন্থ।...তত্ত্বসন্দর্ভের টীকার সহিত মিলাইয়া দেখা গেল যে, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে আছে—'শ্রীঅদ্বৈতবংশ্যেন রাধামোহনশর্ম্মণা। প্রণম্য রাধিকাকান্তং ক্রিয়তে তত্ত্বসংগ্রহঃ॥' এই পুথি ৫৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।...শ্রীমদদ্বৈতবংশ্যেন শ্রীরামতনুশর্মণা। অলেখি পরমামোদ তত্ত্বসংগ্রহ নামক॥' শুভমস্তু শকাব্দা ১৭২৪ চৈত্র ৮।...গোস্বামী ভট্টাচার্য যে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন তাহা তদ্বিরচিত যে কোনও গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ পাঠেই অবগত হওয়া যায়। 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের' টীকার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

তরিদ্বীতো নীলাম্বুদরুচি রূপস্তরুতলে
লসদ্বংশীনাদামৃতনিকরবর্ষী প্রিয়সখি।

(১) 'ব্রহ্ম হরিদাস'-প্রসঙ্গে (২) ৩য় ভাগে 'চণ্ডীচরণ কবিভূষণ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) এই নামীয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

নবীনোঽয়ং কিং মে রচয়তি হৃদীতীঙ্গিতকথা
মৃদুস্পন্দা রাধা জয়তি বকশত্রোহৃদিগতা ॥
স্ফুটা প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বব্যাখ্যা মোহনশর্ম্মণা
ক্রিয়তেঽদ্বৈতবংশ্যেন গোবিন্দরতিকাম্যয়া।" (১)

"কুসুমাঞ্জলির টীকাকার মহানৈয়ায়িক রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গ্রন্থারম্ভে সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন,—শিশুরসি দুগ্ধমুখঃ কলয়সি মুরলীং কুতোঽতিচিত্রং। ইতি গোপীস্মিতবচনৈঃ সুস্মিতবদনো হরিঃ পাতু।" (২)

রাধামোহনের সময়, বংশপর্যায় ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। 'তত্ত্বসংগ্রহ' সম্বন্ধে বিভিন্ন মতও আছে। "অদ্বৈতপ্রভু হইতে সপ্তম পর্যায়ে রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। এই সর্বদর্শনবেত্তা সাক্ষাৎ বৃহস্পতিকে অদ্যাপিও বঙ্গদেশের কোন্ দার্শনিক পণ্ডিত না জানেন? নৈয়ায়িকগণ তৎকৃত কুসুমাঞ্জলি (৩) ইত্যাদির টীকা নব্যন্যায়ের ক্রোড়পত্র (পাতরা)রূপে অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ বিচারক্ষম হইয়া থাকেন। স্মার্তগণ তাঁহার রচিত একাদশীতত্ত্ব, দায়ভাগাদির টীকা অধ্যয়ন করিয়া ধর্মমীমাংসায় বিশেষরূপে পটুতা লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিশাস্ত্রাভিজ্ঞগণ তাঁহার রচিত ভাগবতের প্রথম ও একাদশ স্কন্ধের এবং শ্রুতিস্তুতির ও ব্রহ্মস্তুতির দার্শনিক ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ভক্তিনিষ্ঠ মহাত্মাগণ তত্ত্বসংগ্রহ ও ভক্তিরহস্যাদি নিবন্ধগ্রন্থ শ্রবণ করিয়া ষট্সন্দর্ভের অমীমাংসিত স্থলের মীমাংসা অবগত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন।" (৪) "রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি নামে এক জন

(১) শান্তিপুর, ১৩৩৬ আষাঢ় (পৃ ৫১-২) (২) ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ আশ্বিন (পৃ ৫৭৩) (৩) ৩য় ভাগে 'কাশ্যপ-ভট্টাচার্যবংশ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৪) রাধিকানাথ গোস্বামী—যতিদর্পণ বা সন্ন্যাস

সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি বহু ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও স্মৃতিগ্রন্থের উপাদেয় টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ বিদ্যাবাচস্পতি স্বকৃত ন্যায়সূত্র-বিবরণের (১) প্রারম্ভে 'নত্বা শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জং' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রণতিই করিয়াছেন।" (২)

রাধামোহন একবার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যর উইলিয়াম জোন্স (১৭৮৪-৯৪ খৃ) কর্তৃক আহূত হন। সাহেব তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'জজ-পণ্ডিতের' পদ দিতে চাহেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া সাহেবকে বলেন,

'অনক্ষরে বীক্ষ্য মহাধনিত্বং
ত্যজ্যানবদ্যা কৃতিভির্নবিদ্যা।
স্বর্গাবতংসাং কুলটাং সমীক্ষ্য
কুলস্ত্রিয়ঃ কিং কুলটা ভবেয়ুঃ॥' (৩)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন (৪), "শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কোলব্রুকের বন্ধু এবং অদ্বৈতবংশসম্ভূত।" রাজা রামমোহন রায় রাধামোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যই শান্তিপুরে আগমন করেন বলিয়া জনশ্রুতি। (৫)

"গোস্বামী ভট্টাচার্য মহাশয় নাটোরের দিক্‌পতি মহারাজ বিশ্বনাথ রায়ের সভায় অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গসৌরাষ্ট্রমগধকর্ণাটাদি দেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাজিত করিয়া অন্য দেবতার মন্ত্র ত্যাগ করাইয়া উপরোক্ত ব্রাহ্মণ নৃপতিকে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দিয়া বিষ্ণুভক্তির জয়পতাকা

(১) নিম্নে দ্রষ্টব্য। (২) ভারতবর্ষ, ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ (পৃ ৮২০) (৩) যুবক, ১৩২৪ আষাঢ়-শ্রাবণ (৪) R. L. Mitra—Notices of Sanskrit Mss. (L. X. 3374) (৫) যুবক, ১৩২৬ আষাঢ়।

উড়াইয়াছিলেন।" (১) মহারাজ বিশ্বনাথ রাণী ভবানীর পৌত্র, এবং নাটোর-রাজবংশের 'বড় তরফের' প্রবর্তক। "মহারাজ বিশ্বনাথ পূর্বে শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। মহারাণী নূতন ধর্মগ্রহণে অস্বীকার করিয়া শ্বশুরদত্ত সম্পত্তি লইয়া মুর্শিদাবাদ-জেলার বড়নগরে গঙ্গাবাসচ্ছলে গিয়া বাস করেন। তখন বিশ্বনাথ ছোট মহারাণী কৃষ্ণমণিকে বিবাহ করেন।" (২) মহারাজ বিশ্বনাথ ও মহারাণী কৃষ্ণমণি শান্তিপুরে গমন করেন। বিশ্বনাথের 'বিশ্ব' ও রাধামোহনের 'মোহন' লইয়া পরে পূর্বলিখিত হরিনারায়ণ মহারাণী কৃষ্ণমণির সহায়তায় নিজ বাটীতে 'বিশ্বমোহন' বিগ্রহ স্থাপিত করেন। মহারাণী শান্তিপুরে ব্রতপ্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে প্রত্যেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে ৫০০৲ টাকা তৈলবট স্বরূপ দান করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; তৎকালে তিনি অশুচি হওয়ায় এবং পণ্ডিতমণ্ডলী আপত্তি করায়, রাধামোহন 'অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥' এই শ্লোকের বলে ব্রতকার্যে ব্যবস্থা দেন। উক্ত মহারাণীর শ্রাদ্ধক্রিয়া শান্তিপুরে মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়।

কেহ কেহ (৩) রাধামোহনের সময় ও বংশপর্যায় সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রসঙ্গত একটি বিরুদ্ধ মত লিখিত হইল— "বলরামের এক পুত্র (৪) স্মার্তধর্ম গ্রহণ করিয়া 'গোঁসাই ভট্টাচার্য' নামে খ্যাত হন, এবং 'কর্মজড়স্মার্ত' রঘুনন্দনের স্মৃতি অনুসারে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কুশ-পুত্তলিকা দাহ করিয়া মহা অপরাধ সঞ্চয়

(১) বস্তিদর্পণ (২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস : বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ। (৩) গৌড়ীয়, ৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড (পৃ ৭৯২-৩, ৯৭০), ৫ম বর্ষ ১ম খণ্ড (পৃ ৭৫২); এই পত্রিকায় 'স্মার্ত' (গোস্বামী ভট্টাচার্যকে অনেক স্থলে শ্লেষ করা হইয়াছে। বৈষ্ণবমঞ্জুষাসমাহৃতি (গৌড়ীয় মঠ)। (৪) মধুসূদন?

করেন।" (১) "মধুসূদন 'গোঁসাঞি ভট্টাচার্য' নামে খ্যাত হইয়া স্মার্তধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র (রাধারমণ?) 'গোস্বামী ভট্টাচার্য' নাম গ্রহণ করিয়া ত্যক্তগৃহের যোগ্য সংজ্ঞা 'গোস্বামী' শব্দের অবমাননা করেন এবং স্মার্ত রঘুনন্দনের আনুগত্যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর 'কুশ-পুত্তলিকা' দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদনপূর্বক শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বিষ্ণুভক্তিপরা স্মৃতির বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মূর্খতা ও মহাপরাধ প্রদর্শন করেন। শুদ্ধ ভক্ত না হইয়াই কতিপয় গ্রন্থ ও আকর-গ্রন্থের টীকা রচনা করেন—ঐগুলি শুদ্ধ ভক্তের আদরণীয় নহে।" (২)

গোস্বামী ভট্টাচার্যের গৃহস্থিত বিগ্রহ ৺বিজয়কৃষ্ণচন্দ্র, শান্তিপুরের ৺গোকুলচাঁদ (পরে দ্রষ্টব্য) এবং গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবনচন্দ্র ও ৺কৃষ্ণচন্দ্র এক কারিকর কর্তৃক প্রস্তুত হয়। প্রবাদ এই যে, নির্মাতা দণ্ডী গুরু দুই শিষ্যকে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় অন্ধকারময় গৃহ হইতে দুইটি বিগ্রহের মধ্যে একটি লইতে আদেশ করিলে, শান্তিপুরের হাটখোলা-গোস্বামীদের রঘুনন্দন গোস্বামী ৺গোকুলচাঁদকে গ্রহণ করেন। রাধামোহন জ্ঞাতিগণের আপত্তিহেতু পৈতৃক গ্রাম হাণ্ডিয়াল হইতে ৮৫।৮৬ সের ওজনের অষ্টধাতুনির্মিত শ্রীমতী রাধিকাকে 'অপহরণ' (!) করিয়া সাত আট ক্রোশ পদব্রজে আসেন, এবং পদ্মা পার হইয়া বরাবর শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। গোস্বামীমহাশয় অষ্টধাতুর ৺গোপালমূর্তিকে পরে প্রতিষ্ঠিত করেন; এই বিগ্রহের জন্য কৃত ভূমিদানপত্রে তাঁহার নামস্বাক্ষর এখনও বর্তমান রহিয়াছে।

---

(১) যুবক, ১৩৩৩ পৌষ (পৃ ৬৭) (২) চৈতন্যচরিতামৃত (গৌড়ীয় মঠ, ৩য় সংস্ক, পৃ ২৩৬ পাদটীকা)। আমরা পণ্ডিতবরকে ভক্ত বলিয়াই জানি, এবং উক্ত কার্য তিনি বা তৎপিতা করেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না,—স্মার্ত-বৈষ্ণবের বিবাদ বা পারস্পরিক কটূক্তি প্রয়োগ নিন্দনীয়।

রাধামোহন মৃত্যুকালে শাস্ত্রোক্ত 'মনোময়ী জ্যোতির্মূর্তি হৃদয়ে ধারণানন্তর উৎক্রামণ' করিবার ভাবই প্রকাশ করেন, এবং উপস্থাপিত গৃহবিগ্রহকে সম্মুখ হইতে সরাইতে বলেন, এবং হরিনাম শ্রবণ করাইতে গেলেও নাকি আপত্তি করেন; এ সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রুত হওয়া যায়। তিনি ভাণ্ডারাসের দিন একরূপ ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন; তজ্জন্য এখনও উক্ত দিবসে তাঁহাদের বাটীতে ব্রাহ্মণভোজন করান হয়। তিনি জীবিতকালে অন্তত লোকশিক্ষার জন্য সাধারণ ভক্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, কারণ "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং। যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥" (১) তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থতালিকায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কতিপয় গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। রাধামোহন, 'ভট্টাচার্য' উপাধি ও দ্বিতীয় 'গোস্বামী ভট্টাচার্যের' কথা অন্যত্র (২) লিখিত হইয়াছে।

তৎপ্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়—"একাদশী-তত্ত্বটীকা, দায়তত্ত্বটীকা, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বটীকা, মলমাসতত্ত্বটীকা, শুদ্ধিতত্ত্বটীকা (৩), কৃত্যরাজ, কৃষ্ণতত্ত্বামৃত, কৃষ্ণভক্তিরসোদয়, কৃষ্ণভজনক্রমসংগ্রহ, ভাগবততত্ত্বসার, পদাঙ্কদূতিকা (৪), সিদ্ধান্তসংগ্রহ (বিজ্ঞানেশ্বরের ব্যবহার-

(১) ভগবদ্গীতা, ৩।২৬ (২) শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ; 'রাধিকানাথ গোস্বামী,' এবং ৩য় ভাগে 'ওড়-গোস্বামী,' 'কশ্যপ ভট্টাচার্যবংশ' ও 'লালমোহন বিদ্যানিধি'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) তিনি রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের' টীকা লিখেন। (৪) নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের 'পদাঙ্কদূতের' (১৭২৩ খৃ; শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ, পৃ ২৬৬) টীকা। 'নাটোরের রাজা রামজীবনের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্মা ১৬৪৫ শকে (বাং ১১৩০ সাল) পদাঙ্কদূত রচনা করিয়া শেষ যুগের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন।' (সাহিত্য, ১৩১৫ চৈত্র:

কাণ্ডের টীকা)।······'কৃত্যরাজ' নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে রাধা-মোহন এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক সংগৃহীত (১)।" (২) অন্যত্র (৩) তাঁহার প্রণীত 'তত্ত্বসংগ্রহ (সম্পাদক নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী), শারীরকসূত্রসংগ্রহ, অদ্বৈতবংশোৎপত্তি' প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তাঁহার এতদতিরিক্ত গ্রন্থ—কুসুমাঞ্জলির টীকা (২ খণ্ড), ষট্‌সন্দর্ভের আংশিক টীকা ও ভাগবতের আংশিক ব্যাখ্যা; এবং কৃষ্ণভক্তিসুধার্ণব (বৈষ্ণবস্মৃতি) ও কৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা (৪)। গৌতমীয় তন্ত্রতত্ত্বদীপিকা ও ন্যায়সূত্র গ্রন্থে তাঁহার নাম আছে, কিন্তু তিনি কোন্ রাধামোহন তাহা বলা যায় না। (৫) মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-প্রণীত 'ন্যায়দর্শনে' রাধামোহনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শান্তিপুরের পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্নের (৬) বংশ রাধামোহনের পুরোহিত ছিলেন; তর্করত্নমহাশয়ের 'বাসুদেববিজয়ম্' নামক মহাকাব্যের সম্বন্ধে স্থানীয়

রাজসাহীর বিবরণ) 'পাবনা-জেলার অন্তর্গত ঘু(খু)রকা-গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ শর্মা জন্মগ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদ-জজ-আদালতের পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁহার পৌত্র। এই কৃষ্ণনাথের শিষ্য লঘুভারতপ্রণেতা গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ।' (সাহিত্য, ১৩১৮ চৈত্র; পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৮ আশ্বিন, পৃ ৭৮১-২) (১) India Office Catalogue 70, Rajendralal Mitra Cata. 376, Tubingen Cata. 9, N.W. Frontier Provinces Cata. 92, Suchipatta (Old Asiatic Society—1838) 28 (২) Aubrecht—Catalogus Catalogorum, pt. I (pp. 115, 504) (৩) বিশ্বকোষ (১ম সংস্করণ) (৪) সংস্কৃত পুথির বিবরণ (পৃ xvi, ৩২, ১৯৯, ২২১-২) (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ); বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ৮ম বর্ষ (পৃ ৪৬১) (৫) উপরে দ্রষ্টব্য। (৬) ৩য় ভাগে এই নামীয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

পত্রে (১) ইঙ্গিত করা হয় যে, ইহার শেষ তিন পৃষ্ঠা গোস্বামী ভট্টাচার্যের গৃহে আছে এবং তাহাতে ইঁহার নামস্বাক্ষর আছে, অতএব প্রকৃত গ্রন্থকার গোস্বামীমহাশয়, ইত্যাদি ; এই কথায় আপত্তি হওয়ায়, পরে (২) তর্করত্নমহাশয়ই গ্রন্থকার ইহা স্বীকৃত হয়। পণ্ডিত রামনাথ পুথিসংগ্রহব্যপদেশে রাধামোহনের অনেক পুথি প্রাপ্ত হন ; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সংগৃহীত পুথির অধিকাংশ শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত হয়।

রাধামোহনের বিখ্যাত বহুস্থানব্যাপী চতুষ্পাঠীতে কাশী, কাঞ্চি, মিথিলাদি হইতেও ছাত্র আসিত। তাঁহার প্রায় দুই শত ছাত্র ছিল। তাঁহার নিয়ম ছিল যে, যদি কোন প্রবেশার্থী ছাত্রের মস্তক অনবধানতা-বশত চতুষ্পাঠীর ক্ষুদ্র দ্বারে তিনবার আহত হইত, তাহা হইলে তাহাকে চতুষ্পাঠীভুক্ত করা হইত না। (৩) শান্তিপুরের কবিরাজ রঘুনন্দন সেন উদ্ভটসাগর প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের মুখ হইতে একটি আখ্যায়িকা শ্রুত হইত ;—অবশ্য গোস্বামী ভট্টাচার্যের মত পণ্ডিতের পক্ষে এইরূপ ভ্রম না হওয়াই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। একদা পিণ্ডদান করিবার সময় পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, 'পিতা রামানন্দ, ইত্যাদি,'—পিণ্ড তখন গোস্বামীমহাশয়ের হস্তে। তিনি আপত্তি করিয়া 'পিতঃ রামানন্দ, ইত্যাদি' এইরূপ হইবে বলেন, এবং বিরোধহেতু তদবস্থায় বসিয়া থাকেন। তখন মীমাংসার জন্য প্রতিবেশী সর্বানন্দবংশীয় প্রখ্যাত বৃন্দাবন ভট্টাচার্যমহাশয়ের নিকট লোক যায়, এবং ইনি বিসর্গসন্ধির নিয়মানুসারে পুরোহিতকেই সমর্থন করেন। পুরোহিতমহাশয় নাকি

(১) যুবক, ১৩২৪ আষাঢ়-শ্রাবণ (হরিচরণ দের কবিতা, ইত্যাদি) (২) যুবক, ১৩২৪ অগ্রহায়ণ (৩) 'রাধিকানাথ গোস্বামী' ও ৩য় ভাগে 'লালমোহন বিদ্যানিধি'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

এই ঘটনার জন্য যজমানকে 'মূর্খ যজমান (১) যমসদৃশ' বলিয়া বর্জন করেন! অন্য একবার নাটোর-রাজসভায় পণ্ডিত রাধামোহন 'স্থানো (স্থা—স্থানং, নো—অস্মাকং) নাস্তি' বলিয়া তাহার সমর্থন করেন। (২) একবার জনৈক মৈথিলী ব্রাহ্মণ মৈথিলী পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত দর্শনের গভীর তত্ত্বসমন্বিত একখানি পুথি আনিয়া রাধামোহনকে দিয়া তাহার অর্থ শুনিতে চান। ব্রাহ্মণ স্নানানন্তর আসিয়া পুথিখানি ফেরৎ পাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পুথির সমস্ত শ্লোক রাধামোহনের কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি ক্রমাগত ৪ দিনে শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ অপ্রত্যাশিতভাবে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং এরূপ পণ্ডিতের নিকট মৈথিলী পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের আশা সুদূরপরাহত মনে করিয়া ফিরিয়া গেলেন। (৩)

নিজপল্লীর কৃষ্ণ হাড়ী রাধামোহনের বাল্যসঙ্গী ছিল, এবং চতুষ্পাঠীতে বসিয়া তাঁহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শ্রবণ করিত; সে বরাবর বিদেশেও তাঁহার সঙ্গী থাকিত। একবার উলার (বীরনগর) কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে অধিবেশিত সভায় রাধামোহনকে অপদস্থ করিবার চক্রান্ত চলে; সঙ্গী কৃষ্ণ হাড়ী উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিয়া পূর্বপক্ষের দোষ প্রদর্শন করিলে, সকলে বিস্মিত হয়, এবং চক্রান্ত আর অগ্রসর হয় না। এক বৎসর কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে বলিদানের সময় নবদ্বীপসমাজ বিরুদ্ধ মত, এবং রাধামোহন অনুকূল ব্যবস্থা দেন; তজ্জন্য তিনি নিজ পল্লীতে বিস্তর ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন। তাঁহার নানা স্থানে জমিদারী ও শিষ্য ছিল। তিনি নাটোর-রাজবাটী হইতে ৩৬,০০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের

(১) বৈদ্য। (২) কৃষ্ণনগর-রাজের এই বাক্য অজিতনাথ ন্যায়রত্ন সমর্থন করেন এরূপ কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে! (৩) যুবক, ১৩৪৮ (পৃ ১০)

জমিদারী, গুরুঠাকুর-সেবার জন্য ৩৬,০০০৲ টাকা এবং ছাত্রগণের জন্য ৩৬,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হন। তিনি স্মার্তমতেই (হরিভক্তিবিলাসমতে নহে) একাদশী করিতেন ; তিনি বলিতেন, 'মাকে যখন পরাহে একাদশী করাইতে পারি না, তখন আমিও পূর্বাহেই করিব।' (১) প্রবাদ এই যে, কোনও তান্ত্রিকের অভিশাপে তিনি বংশহীন হন ; অবশ্য তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। একবার রাসের শোভাযাত্রায় তাঁহার পক্ষ মারামারিতে লিপ্ত হইতে বাধ্য হওয়ায়, তিনি নিজেদের শোভাযাত্রা একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেন। (২) প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, ৺বিশ্বমোহনকে রাসমঞ্চে বসাইবার জন্য ২৫৲ টাকা খাজনা প্রদত্ত হইত।

নৃসিংহনারায়ণের (বংশতালিকা দ্রষ্টব্য) জামাতা প্রকাশচন্দ্র রায় পুলিস-ইন্সপেক্টর। মন্মথনাথ মৈত্র (বংশতালিকা দ্রষ্টব্য) স্থানীয় অপেরায় সুন্দর অভিনয় করিতে পারিতেন।

(ই) বড় গোস্বামী

সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা—

রাঘবেন্দ্র—রামরাম, কালাচাঁদ, বিষ্ণুদেব, নন্দদুলাল, রূপনারায়ণ, রামগোপাল, মুকুন্দদেব

রামরাম—রঘুদেব, হরিদেব ; রঘুদেব—কৃষ্ণকান্ত, রাধাকান্ত ; কৃষ্ণকান্ত—রাসবিহারী, শোভারাম ; রাসবিহারী—(৪র্থ পুরুষ) মথুরানাথ, হেমচন্দ্র ; হেমচন্দ্র—কীর্তীশ—কমলাক্ষ—বদরীনারায়ণ (অদ্বৈতাচার্যের অধস্তন ১৫শ পুরুষ) ; শোভারাম—তিনকড়ি—নৃত্যলাল—জানকীনাথ

হরিদেব—(প্রপৌত্র) কৃষ্ণগোপাল, জয়গোপাল ; কৃষ্ণগোপাল—

---

(১) শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ (পৃ ১৩০, ১৬৮......) (২) ঐ (পৃ ২৪৪)

শ্যামলাল, রামতারণ (পুত্র রেবতীমোহন), রামকানাই (প্রপৌত্র ক্ষীরোদমোহন, এম-এ), প্যারীলাল ; প্যারীলাল—বিহারীলাল (পুত্র হরিদাস, বি-এল, বি-টি, রায়সাহেব ; তৎপুত্র অমলেন্দু, অতুলেন্দু, এম-বি), মনোমোহন, অক্ষয়কুমার ; মনোমোহন—সুললিত, বি-এসসি (পুত্র বিমলেন্দু, বি-এসসি, শ্যামলেন্দু), শচীনন্দন, বি-এসসি, অমিয়কুমার (কন্যা কল্পনা) ; অক্ষয়কুমার—বিভূতিভূষণ, সুবোধরঞ্জন, সুনীতিরঞ্জন

কালাচাঁদ—(১ম শাখার ৩য় পুরুষ) নন্দকুমার—রামতনু—প্রাণনাথ —প্রমথনাথ (পোষ্যপুত্র) ; কালাচাঁদ-পুত্র (২য়) রামজীবন—গোকুল-চন্দ্র—কৃষ্ণকুমার—রামনন্দন, গৌরহরি, গোরাচাঁদ ; রামনন্দন—কিশোরীলাল (পৌত্র রঘুনন্দন—দ্বিজেন্দ্র), ২য় পুত্রের পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ ; গোরাচাঁদ—রামগোপাল (পুত্র যোগীন্দ্রকুমার), আনন্দগোপাল (পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র ; কৃষ্ণচন্দ্র-পুত্র হরেন্দ্রকুমার) ; কালাচাঁদ—(৩য় শাখার ৩য় পুরুষ) পুরুষোত্তম, (৪র্থ শাখার ৫ম পুরুষ) মধুসূদন, (৫ম শাখার ৬ষ্ঠ পুরুষ) রাধাবল্লভ

মুকুন্দদেব—ব্রজকিশোর—রাধানাথ, রাধাদামোদর ; রাধাদামোদর —কিশোরীলাল—রামকৃষ্ণ—কৃষ্ণগোপাল—কমলাকান্ত (পোষ্যপুত্র)— নির্মলকৃষ্ণ

এই শাখার মূল বিগ্রহ ৺রাধারমণ জীউর বেদীতে লিখিত আছে—

পুণ্যক্ষেত্র পুরীধামে শ্রীদোলগোবিন্দ
বিরাজিল কত কাল বিতরি' আনন্দ।
বসন্ত রায়ের প্রেমে যশোরাগমন,
যবে মানসিংহ করে রাজ্য আক্রমণ॥
শ্রীঅদ্বৈতপৌত্র মথুরেশ মহামতি
আনিলেন শান্তিপুরে মোহন মূরতি।

শান্তিপুর-পরিচয়, ২য় ভাগ

(পৃঃ ৬৭০)

৺রাধারমণ জীউ

জীবেরে করুণা করি' শ্রীরাধারমণ
শ্রীরাসবিহারী রূপে দিলেন দরশন ॥

উক্ত বিগ্রহ প্রথমে উড়িষ্যাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক পুরীধামে ৬দোল-গোবিন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত হন—'দোলায়াং দোলগোবিন্দং মঞ্চপে মধুসূদনং……'। যশোররাজ বসন্ত রায়ের আদেশে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বঙ্গগৌরব প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে পুরী হইতে যশোরে আনয়ন করেন। মানসিংহের যশোর-আক্রমণকালে মথুরেশ গোস্বামীপ্রভু সেখানে উপস্থিত থাকেন; যশোর ও রাজপুরী বিধ্বস্ত হইবার সময় (১) প্রভুপাদের ভক্ত-শিষ্য পূজারী ও কর্মচারীগণ ৬গোবিন্দদেবকে (২) তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। মথুরেশপ্রভু উঁহাকে শান্তিপুরে আনিয়া ৬রাধারমণ জীউ নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত মুকুন্দদেবের (রাঘবেন্দ্র-পুত্র) পুত্র ব্রজকিশোরের সময় এই বিগ্রহ চুরি যায়। 'কাত্যায়নী'-পূজার অনুকরণে সেই সময় বড় গোস্বামি-বাটীতে (৩) দুর্গাপূজার প্রবর্তন হয়। দীগনগরের ঘোলার বিলে অপহৃত বিগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে নিদর্শন দেখাইয়া উঁহাকে ফিরাইয়া আনাইয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। তৎপরে, প্রায় ৪,০০০৲ টাকা ব্যয়ে শ্রীমতী রাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। এই 'বিবাহের' জন্য ব্রজকিশোরের বংশবাটীকে 'শ্বশুরবাটী' বলা হয়, এখানে অধিষ্ঠিত 'জামাইষষ্ঠী'-দিবসে রীতিমত উপহার-প্রাপ্তি হইত, এবং ৬রাধারমণ জীউর মন্দিরে ভোগের জন্য একমাত্র এই বাটী হইতেই প্রত্যেকের দেয়

(১) কেহ বলেন যে, মানসিংহের আক্রমণের প্রাক্কালে মথুরেশপ্রভু উক্ত বিগ্রহ লইয়া আসেন। তখনকার যশোর=বর্তমান যশোহর। (২) ৬দোলগোবিন্দের এই নাম হয়। (৩) হাটখোলা-গোস্বামি-বাটীতেও পরে দুর্গাপূজার প্রবর্তন হয়।

১৲ টাকা লওয়া হইত না। উক্ত 'বিবাহে' শান্তিপুরের সকল ঠাকুরের আগমন হয়। ইহার পর হইতে রাস-শোভাযাত্রার সৃষ্টি হয়, তৎপূর্বে মথুরেশের সময় হইতেই রাসের প্রবর্তন হয়। (১) এই শাখার অনেকে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায় এবং অনেক দৌহিত্রসন্তান বিত্তাদি লইয়া সেবার ভার গ্রহণ না করিয়া পৈতৃক স্থানে চলিয়া যাওয়ায়, উক্ত বিগ্রহের সেবা-পরিচালনের জন্য একটি সেবা-ভাণ্ডারসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। রাসমঞ্চের সংস্কারের জন্য একবার হাওড়া-সমাজের 'নদের নিমাই' অভিনীত করা হয়। (২)

মথুরেশ তিন ঠাকুর তিন পুত্রকে প্রদান করেন—৺রাধারমণ রাঘবেন্দ্রকে, ৺রাধাবিনোদ ঘনশ্যামকে এবং ৺রাধাবল্লভ (বা রাধাশ্যাম) রামেশ্বরকে। এই শাখার পূর্বে কায়স্থ (অন্য শূদ্র নহে) শিষ্য ছিল; মথুরেশ শান্তিপুরের শিষ্য সন্তোষ খাঁচৌধুরীর (তন্তুবায়) গৃহে ৺শ্যামসুন্দর প্রতিষ্ঠিত করেন। রাঘবেন্দ্র-পুত্র কালাচাঁদ সন্তোষের রাজবংশের দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ অঞ্চলে সম্পত্তি পান। পরে তদ্বংশীয়েরা সন্তোষের ছ-আনী বংশ হইতে ময়মনসিংহের উতরাইল-গ্রামে জমি লাভ করেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় এই শাখার কেহ কেহ ৺রাধারমণকে লইয়া পাবনা-জেলার কাঁকুড়কাটা-গ্রামে পলায়ন করেন, এবং পরে পুনরায় শান্তিপুরে লইয়া আসেন। কুচবিহার-রাজার দেওয়ান, পাবনার পয়দার জমিদার প্রভৃতি কালাচাঁদের শিষ্য ছিলেন; তিনি সিদ্ধপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন—খড়ম পায়ে দিয়া যমুনা পার হওয়া, গোমাংস ফুলে পরিণত করা ইত্যাদি ঘটনা তাঁহাতে আরোপিত হয়।

রাঘবেন্দ্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। বিষ্ণুদেবও সুপণ্ডিত ছিলেন।

---

(১) প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫।১১।১৩৪৬

তিনি ৺মদনমোহন ও ৺রঘুনাথ (১) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে ৺রঘুনাথের রথ (পঞ্চচূড়, বৃহৎ, সুন্দর) রক্ষার জন্য ৮০ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর করিয়া লন, এবং রথের রাস্তা প্রস্তুত করেন; তখন ল সাহেব শান্তিপুরের মহকুমা-হাকিম ছিলেন। সেই সময় (বাং ১১৩৬ সন) হইতেই রথ চলিতেছে। কথিত হয় যে, প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায়-বংশের রামমোহন প্রথম ৺রঘুনাথের ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন; ঐ বংশে ইঁহার রথযাত্রা মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইত, এবং দেওড়া (বা হোড়া)-পঞ্চমীতে বিশেষ উৎসব হইত,—প্রায় ৬,০০০৲ টাকা ব্যয় হইত। এই বিগ্রহই পরে বড় গোস্বামি-বাটীতে প্রদত্ত হয়, এবং চট্টোপাধ্যায়দের প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে ইহার সেবাকার্য নিষ্পন্ন হইত; রথের আট দিন ইঁহাকে চট্টোপাধ্যায়-বাটীতে আনয়ন করা হইত, এবং তখন ৺শ্যামচাঁদ (২) প্রভৃতি বিগ্রহ 'সরিষাপড়া' দিতে সেখানে যাইতেন। পার্বতী চট্টোপাধ্যায়ের পরে ঐ বংশে রথযাত্রা বন্ধ হয়, কিন্তু ৺রঘুনাথ তাহার পরও বহু দিন লইয়া যাওয়া হইত। "৭০।৮০ বৎসর পূর্বে চট্টোপাধ্যায়দের দালানে বড় গোস্বামীদিগের ৺রঘুনাথদেবের গুণ্ডিচাগৃহ হইত, তদুপলক্ষে ৫।৬ দিবস যাত্রা, কীর্তন ও দরিদ্র-ভোজনাদি হইত; এখন সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।" (৩)

রঘুদেবের শাখার পণ্ডিত মথুরানাথ ও হেমচন্দ্র যথাক্রমে কথক ও পাঠক ছিলেন। কীর্তীশচন্দ্র স্থানীয় পোস্ট-মাস্টার ছিলেন; তিনি শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে (১৩৩০) অভ্যর্থনা-

---

(১) সুবৃহৎ মূর্তি। এইরূপ সুবৃহৎ মূর্তি হাটখোলা-গোস্বামীদেরও আছে, এবং তাঁহাকে ৺জগন্নাথের রথে বসান হয়; ইঁহাদের রথের সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—প্রথম ভাগ (পৃ ২৯৩)। (২) প্রথম ভাগ (৩) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪১ শ্রাবণ: শান্তিপুরের আমোদপ্রমোদ

সমিতির সভাপতি ছিলেন ; তিনি শান্তিপুর, যুবক, বঙ্গবাণী (দৈনিক), ইত্যাদি পত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেন—তাঁহার শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় লিপি : বৈষ্ণবের লীলাভূমি শ্রীধাম শান্তিপুর (১), শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র [কবিতা (২)], শ্রীঅদ্বৈতবিদ্যাপতি-মিলন (৩), শ্রীশান্তিপুরনাথ [কবিতা (৪)]। কীর্তীশের পৌত্রই অদ্বৈতাচার্য হইতে একমাত্র পঞ্চদশ পুরুষ। রঘুদেব-শাখার জানকীনাথ সখের যাত্রার দল করিয়া প্রভাস-মিলন, পাষাণে কুসুম (১২৯৩), লীলা-লহরী, ইত্যাদি নাটক লিখিয়া শান্তিপুরেও অন্যত্র অভিনয় করিতেন ; নিম্নলিখিত প্রাণনাথের পোষ্যপুত্র প্রমথনাথ এই দলে অর্থ-সাহায্য করিতেন, এবং পরে নিজে এই দল পরিচালনা করেন।

হরিদেবের প্রপৌত্র কৃষ্ণগোপাল ও জয়গোপাল উভয়েই পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণগোপালের পুত্রগণের মধ্যে রামতারণ ও তৎপুত্র রেবতী-মোহন কথক ছিলেন ;—রামকানাই বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন ও সৎক্রিয়াশীল ছিলেন, ইঁহার প্রপৌত্র ক্ষীরোদমোহন, এম-এ, কোন জমিদারীর ম্যানেজার ও পরে বি-পি-রেলের সেক্রেটারী ছিলেন ;—এবং প্যারীলাল (৫) পণ্ডিত ছিলেন এবং পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। রামকানাই-দৌহিত্র বিনয়কুমার সান্যাল খয়রা-এস্টেটের ম্যানেজার ও রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন। প্যারীলালের প্রথম পুত্র বিহারীলাল শান্তিপুরের ভূস্বামী ৺হরিদাস রায়ের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি বাং ১২৮১ সালে শান্তিপুরে 'সরোজিনী' নামীয় মাসিক পত্রিকায় (জ্ঞাতি-ভ্রাতা রামলাল চক্রবর্তী সম্পাদক) একাদশ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত করেন। এখানে

---

(১) বঙ্গবাণী, ১৩৩৮ শারদীয়া সংখ্যা (২৮এ আশ্বিন) (২) যুবক, ১৩৩১ আষাঢ় (৩) যুবক, ১৩৩৮ চৈত্র (৪) শান্তিপুর, ১৩৩৬ আশ্বিন (৫) পৃ ৬১৬

প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, রামলাল চক্রবর্তী-প্রণীত কতিপয় গ্রন্থ আছে—কবিতাকলাপ (২ ভাগ; ১২৭৯, ১২৮১; ছাত্রপাঠ্য); ফুলহার (কবিতা; ১৩০২); পদ্মমুকুল; নলিনী (উপন্যাস; ২য় সংস্ক, ১২৯৬); স্বর্ণপ্রতিমা (উপন্যাস); নীতিরত্নমালা। বিহারীলালের পুত্র রায় সাহেব হরিদাস গোস্বামী, বি-এল, বি-টি, প্রথমে ওকালতী ও কতিপয় স্থলে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য করিয়া আসানসোলে ই-আই-আর-উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য করিতেছেন। সেখানে তাঁহাকে তাঁহার পদের রজত-জয়ন্তী উৎসব-উপলক্ষে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। (১) তিনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাডলার-কমিসনে কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দেন, এবং এই সাক্ষ্য মিস মেয়োর 'Mother India' নামক কুখ্যাত পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপ্রণীত গ্রন্থ—ভূগোল-প্রবেশ (২ ভাগ; ছাত্রপাঠ্য; অনেকগুলি সংস্করণ)। তিনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর পরীক্ষক, এবং সালিশী-সমিতির সভ্য, নিখিল-বঙ্গ-শিক্ষক-সমিতির সহ-সভাপতি, ই-আই-রেলের এক জন গেজেটেড অফিসার, এবং আসানসোলের মহিলা-কল্যাণ-বিদ্যালয়ের সম্পাদক। তিনি বালিগঞ্জে বাটী নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র অমলেন্দুর সম্বন্ধে কতিপয় কথা Englishman, Modern Review, Advance, আনন্দবাজার (২), বঙ্গবাণী (৩), ইত্যাদি পত্রে প্রকাশিত হয়; দুঃখের বিষয়, ঐ সকল কার্যে (রাস্তায় জুতা বুরুশ করা, রাস্তা সাফ করা) আদর্শবিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায় মাত্র; যাহা হউক, সে এক্ষণে বম্বেতে ব্যবসায় করে। তাঁহার আর এক পুত্র অতুলেন্দু এম-বি পরীক্ষা পাস করিয়াছে।

---

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১।১২।১৩৩৮ (২) ২২।৭।১৩৪২ (৩) ২১।১২।১৯৩০ খৃ

প্যারীলালের দ্বিতীয় পুত্র মনোমোহন আবগারী বিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তৎপুত্র সুললিত, বি-এসসি, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসএ (পূর্বে গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছিলেন) এঞ্জিনীয়ারের, এবং ইঁহার এক পুত্র বিমলেন্দু, বি-এসসি, সেখানে রাসায়নিকের কার্য করেন, এবং ইঁহার অন্য পুত্র শ্যামলেন্দু এম-বি ডিগ্রীর জন্য অধ্যয়ন করিতেছেন ; মনোমোহনের পুত্র শচীনন্দন, বি-এসসি, কলিকাতায় ব্যবসা করেন, এবং অমিয়কুমার কাশীপুরে বন্দুকের কারখানায় কার্য করেন ; অমিয়কুমারের কন্যা কল্পনা দেবী সঙ্গীতে ও সেতারবাদনে শান্তিপুরে, কলিকাতায় ও বাহিরে যথেষ্ট সুনাম অর্জন এবং পদকাদি লাভ করিয়াছেন ;—ইনি এলাহাবাদে নিখিল-ভারত-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় প্রথম হন ; রেডিওতে ইঁহার গান শ্রুত হওয়া যায় ; ইঁহার বিবাহ রাঢ়ী (মুখোপাধ্যায়, সুগায়ক, বি-এসসি) পাত্রের সহিত হইয়াছে। প্যারীলালের তৃতীয় পুত্র অক্ষয়কুমার শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যাল ও বালি-রিভার্স-টমসন-স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি দিনাজপুরের শঙ্করপুর-স্টেটের জমিদার-পুত্রের শিক্ষক-অভিভাবক ছিলেন ; Reis and Rayat পত্রের সহকারী সম্পাদক, এবং প্রসিদ্ধ সম্পাদক শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং সাধারণী ইত্যাদি পত্রে লিখিতেন ;—Indian Daily Newsএ তাঁহার লেখা উদ্ধৃত হইত। তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বালিতে (শ্বশুর-বাটী) তাঁহার মৃত্যু হয় ; মৃত্যুকালে তিনি 'That picture, that picture' বলিয়া অভিভূত হন, এবং তাঁহার অনুরোধে তাঁহার প্রিয় 'রাধাকৃষ্ণের' উক্ত চিত্র তাঁহার শিয়রে রক্ষিত করিয়া তৎপ্রিয় গীতা, অভিজ্ঞানশকুন্তল, শেক্সপীয়ার ও ডায়েরীগুলি চিতায় প্রদত্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে শান্তিপুরে শোকসভা হয়, এবং তাঁহার স্মৃত্যর্থে 'অক্ষয়-পাঠাগার' স্থাপিত হয়, এবং শান্তিপুরের

বিশ্বেশ্বর দাস, বি-এ, তৎকালে Reis and Rayat পত্রিকায় (১৮৯৩ সেপ্টেম্বর) 'The Lost Light of Santipur' নামক প্রবন্ধে, এবং পরে নানা স্থানে (১) অক্ষয়কুমারের সম্বন্ধে লিখেন। অক্ষয়কুমারের পুত্র সুবোধরঞ্জন কলিকাতার সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ; তিনি বিচিত্রা, যুবক, গল্প-লহরী ও জীবশিব-মিসন-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন ; এবং বালিতে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন ; তিনি বালির সাধারণ গ্রন্থাগারের সভাপতি, বালি-ব্যারাকপুরের এম-ই-স্কুলের সম্পাদক, বালির প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতির সভ্য, এবং বালির কো-অপারেটিভ সমিতির সহকারী সভাপতি। তাঁহার প্রথম জামাতা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এ, (প্রভু জগদ্বন্ধুর ভ্রাতুষ্পুত্র) হাওড়ায় ই-আই-রেল-অফিসে মালবিভাগে ফোরম্যানরূপে, এবং দ্বিতীয় জামাতা মৃত্যুঞ্জয় আচার্য, এল-এম-এফ, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসে কার্য করেন। অক্ষয়কুমারের অন্য পুত্র সুনীতিরঞ্জন বালি-মিউনিসিপ্যালিটির কমিসনার ছিলেন। অক্ষয়কুমারের দৌহিত্রী সুলেখিকা ইন্দিরা দেবী (পিতা নবদ্বীপবাসী ব্যবসায়ী অভয়াপদ ভট্টাচার্য, এবং স্বামী শ্রীরামপুর-চাতরানিবাসী ডেপুটী পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র হৃষীকেশ শাস্ত্রী, এম-এসসি) খেয়ালীর (সাপ্তাহিক) 'মহিলা-মহলের' সম্পাদিকা, রংমশালের (মাসিক) 'ভাবী গিন্নীদের বৈঠকের' পরিচালিকা, এবং বসুমতী, গল্প-লহরী, গল্পগুচ্ছ, চিত্রালী, মিলনী, উত্তরায়ণ, বিষাণ, খামখেয়ালী, শিশির, সাহানা, জলছবি, মৌচাক, ছন্দা, বঙ্গশ্রী, জীবশিব-মিসন-পত্রিকা, ইত্যাদির গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-লেখিকা ; তৎপ্রণীত গ্রন্থ—আজগুবি (শিশুপাঠ্য হাসির কবিতা); তিনি

---

(১) মোদক-হিতৈষিণী, ১৩৪৩ পৌষ (পৃ ৪৭), মাঘ (পৃ ৬৬); যুবক, ১৩৪৪ (পৃ ৪)

সভাসমিতিতে বক্তৃতা ও আবৃত্তি, এবং রেডিওতে বক্তৃতা ও নাটকাদি প্রকাশ করেন,—তিনি বেতার শ্রোতামহলে 'দিদিভাই' বলিয়া পরিচিত। কলিকাতার এম্পায়ার-রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত কিশোর-বঙ্গ-রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে তিনি নৃত্যগীতাদির পরিচালনা করেন। (১)

কালাচাঁদের অধস্তন প্রাণনাথ (পরাণ) পণ্ডিত, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ও দাতা ছিলেন। পূর্বপুরুষের শিষ্য সন্তোষের রাজা (ছোট পাঁচ আনী) তাঁহাদের ভাগে পড়িয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের বাটীকে 'রাজা-বাড়ী' বলিত। প্রাণনাথের স্ত্রী শান্তিপুরে প্রসিদ্ধ 'তুলোট'-যজ্ঞ সম্পাদন করেন; ইহাতে তিন মাস ধরিয়া ভাগবত-পাঠ ও কথকতা হয়, শান্তিপুরের সমগ্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়, ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায় হয়, ইত্যাদি ;—ইনি নানারূপে সৎক্রিয়াশালিনী ছিলেন। প্রাণনাথ প্রায়ই বাহিরে থাকিতেন। সন্তোষ-কাগমারীর দ্বারকানাথ রায়চৌধুরীর জমিদারী প্রাপ্তি ও রক্ষা তাঁহারই চেষ্টায় সম্ভব হয়। "বড় গোস্বামীপাড়া-নিবাসী 'মহারাজ' প্রাণনাথ গোস্বামীমহাশয়ের আগমনে শান্তিপুর 'দীয়তাং ভোজ্যতাং' রবে মুখরিত হইতেছে। তাঁহার কথা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি কাগমারীর প্রসিদ্ধ জমিদার দ্বারকানাথ রায়চৌধুরীর দীক্ষাগুরু। তিনি প্রতিদিন দীন, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী, অন্ধ, বধির ও খঞ্জকে নিয়মিত দান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। এজন্য তাঁহার অন্যতম নাম 'মহারাজ দাতাকর্ণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার পিতামহ নন্দকুমার পরম ধার্মিক ও দাতা ছিলেন—ইঁহার অনুরূপ চারি সহোদর ছিল, লোকে ইঁহাদিগকে 'পঞ্চ পাণ্ডব'-গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করিত। নন্দকুমার যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সর্বগুণান্বিত ছিলেন। পিতা রামতনু মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত।

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫।২।১৩৪৮

ইঁহার একমাত্র বংশধর প্রাণনাথের বদান্যতায় শান্তিপুরের ভদ্রাভদ্র বিস্তর লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। তিনি মিউনিসিপ্যাল-স্কুলের বাটী-নির্মাণে ২০০৲ টাকা দিবেন বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি স্বদেশীয় বিদেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপককে মধ্যে মধ্যে দানাদি করেন, এবং অনাহূত ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেও সাহায্য করেন। (১) প্রাণনাথ গোস্বামী অসুস্থ হইয়াছিলেন, ৫।৭ দিন উপবাসের পর পথ্য পাইয়াছেন। তিনি দৈনিক কার্য ঠিক চালাইতেছেন। তিনি ঝুলন-পূর্ণিমায় শান্তিপুরের কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে নিয়মিত দান করিয়াছেন।...... গত রবিবার প্রাণনাথ গোস্বামী কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কাগমারী হইতে অসুস্থ হইয়া শান্তিপুরে যান, তথা হইতে ৯ই আশ্বিন সপরিবারে নৌকাযোগে কলিকাতায় গমন করেন। কেলী সাহেব তাঁহার শান্তিপুর হইতে আসা অন্যায় হইয়াছিল বলেন। জ্ঞান না থাকায় তিনি উইল করিতে পারেন নাই। তাঁহার একটি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পোষ্যপুত্র আছে। মৃত গোস্বামীর সরকারে দ্বারকানাথ গোস্বামী ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নাই।......শান্তিপুরের প্রাণনাথ গোস্বামীর শ্রাদ্ধকৃত্য হইয়া গিয়াছে। কাগমারীর জমিদার দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী বিস্তর অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত ষোড়শ ও তৈজসাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অধ্যাপক বিদায় হইয়াছিল। বিদেশীয় অধ্যাপকগণ আগমন না করায়, তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ আশানুরূপ বিদায়ে বঞ্চিত হইয়াছিল।" (২) প্রাণনাথ শান্তিপুরের 'মুদ্গর'-পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করিতেন।

(১) ৩য় ভাগে 'মৈত্রবংশ'-প্রসঙ্গে প্রাণনাথ ও দ্বারকানাথ রায়চৌধুরীর দানের কথা লিখিত হইবে। (২) সোমপ্রকাশ, ১৯।৪, ১৫।৫, ১৯।৬, ১৭।৭।১২৮৭। এই শ্রাদ্ধ 'দানসাগর' বলিয়া প্রখ্যাত।

কথিত আছে যে, কোন কারণে ময়মনসিংহের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে হাজতে পাঠান, তিনি হাজতে অনাহারে হরিনাম করিতে থাকেন, এবং মুক্তি পান।

কালাচাঁদের শাখার কৃষ্ণকুমার ভক্ত, সাধক, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সন্তোষের 'বড় পাঁচ আনী' জমিদার-বংশ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ছাগ বলি দেওয়ার জন্য শিষ্য পরিত্যাগ করেন। তিনি বার বৎসর বাহিরে প্রচারকার্য করিয়া শান্তিপুরে আসেন, এবং পরে বড়-গোস্বামিবাটীর ৺ষড়্ভুজ-গৌরগোপাল-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রংপুরে কানিয়ালখাতার রাজাকে দীক্ষা দান করেন, ৺ষড়্ভুজ-গৌরগোপালের নামে প্রাপ্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করেন, এবং সেখানে রাজপুত্রদিগকে দুইখানি গ্রাম প্রদান করেন। তিনি রংপুরের সয়রাবাড়ী-গ্রামে নন্দোৎসব ও আম্রবৃক্ষ ('গোঁসাইএর গাছ' নামে খ্যাত) রোপণ করেন। কৃষ্ণকুমারের পুত্রগণের মধ্যে রামনন্দন পণ্ডিত ও বিষয়নিপুণ, গৌরহরি ভক্ত ও গোরাচাঁদ সর্বশাস্ত্রবেত্তা (স্মার্ত) পণ্ডিত ছিলেন। 'মদনগোপাল'-গোস্বামিবংশের শ্রীরাম শিরোমণি (রাধিকানাথ গোস্বামীর পিতা) ও জয়গোপাল গোস্বামী গোরাচাঁদের ছাত্র ছিলেন। রামনন্দন-পুত্র কিশোরীলাল বিষয়বুদ্ধি-সমন্বিত, পণ্ডিত ও সমাজনেতা ছিলেন; প্রসিদ্ধ জমিদার মতিবাবুর সহিত তাঁহার রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। কিশোরীলালের পৌত্র রঘুনন্দন বিষয়ী, সমাজনেতা, সালিশী-বিচারক ও নির্ভীক স্পষ্টবাদী ছিলেন। তৎপুত্র দ্বিজেন্দ্র অঙ্কনশিল্পী ও মৃৎপুত্তলীনির্মাতা ছিলেন; ইঁহার চিত্র ভারতবর্ষ, ইত্যাদি পত্রে প্রকাশিত হইত। কিশোরীলালের ভ্রাতুষ্পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ সমাজপতি ছিলেন। গোরাচাঁদ-পুত্র রামগোপাল বিষয়ী ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন। পূর্বলিখিত রামকানাই ও রামগোপালের প্রতাপে জমিদার মতিবাবুর প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইত; তাঁহারা উভয়েই

সালিশী-বিচারক নিযুক্ত হইতেন। রামগোপাল-পুত্র যোগীন্দ্রকুমার শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। গোরাচাঁদের আর এক পুত্র আনন্দগোপালের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সামাজিক নেতা ছিলেন, এবং শ্রীরামচন্দ্র শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান (কিছু কাল চেয়ারম্যান) ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন; ইনি বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ও সমাজপতিস্থানীয় ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র-পুত্র হরেন্দ্রকুমারও শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। রামনন্দন ও গোরাচাঁদের 'দানসাগর' শ্রাদ্ধ হয়। কালাচাঁদের বংশে অধস্তন পুরুষোত্তম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, এবং মধুসূদন পণ্ডিত ও কথক ছিলেন। এই শাখার রাধাবল্লভ সঙ্গীতজ্ঞ ও পাখোয়াজ-বাদক ছিলেন; তাঁহার জামাতা রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ উকীল আশুতোষ লাহিড়ী (১); আশুবাবুর পৌত্র নীরদকুমার লাহিড়ী, এম-এ, স্বনামখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের জামাতা, এবং কলিকাতা-কর্পোরেশনের স্কুল-ইন্সপেক্টর;—ইনি 'শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী' ইত্যাদিতে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেন।

পূর্বলিখিত ব্রজকিশোর মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র রাধানাথ ও রাধাদামোদরও মহাপণ্ডিত, এবং প্রসিদ্ধ রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যের সমসাময়িক ছিলেন। রাধাদামোদরের চতুষ্পাঠী ছিল, এবং কথিত হয় যে, তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন। রাধাদামোদরের পুত্র কিশোরীলাল বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, এবং বাংলা-সংস্কৃত-পারসী-ইংরাজীতে পণ্ডিত ছিলেন। কিশোরীলালের পুত্র রামকৃষ্ণ মহাপণ্ডিত ছিলেন, এবং জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের আমলে হাইকোর্টে

(১) ইনি প্রসিদ্ধ রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্র।—সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ১ম পরিশিষ্ট (পৃ ২১০)

জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। রামকৃষ্ণ-পুত্র কৃষ্ণগোপাল পাখোয়াজ, সেতারাদি-বাদনে সুদক্ষ, এবং সৎক্রিয়াশীল ছিলেন। কৃষ্ণগোপালের পোষ্যপুত্র কমলাকান্ত জনপ্রিয় ও উপযুক্ত কর্মী; তাঁহার গোলাপ-বাগিচা একটি দর্শনীয় বস্তু। কমলাকান্তের পুত্র নির্মলকৃষ্ণ, বি-এ, কাব্যব্যাকরণন্যায়তীর্থ (ব্যাকরণে প্রথম ও স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হন)।

এই বংশের দৌহিত্র বৃন্দাবন (অধিকারী) গোস্বামী রাণাঘাটে মোক্তারী করেন। "শান্তিপুর-নিবাসী 'বড় গোসাঞি'র বিরচিত একটি পদ এইরূপ—

ও মন, তোমায় আমায় এ দু'জন,
চল, যাই সাধের বৃন্দাবন!
একটা পয়সা নাই হাতে, যা'ব ত্রিহুতের পথে,
মহারাণীর শাসন ভারী, ভয় কি, রে, তাতে ;—
কেবল মদনা কুকুর, হুঁকুর হুঁকুর, কামড়ালে জ্বলে দ্বিগুণ!..."(১)

(ঈ) মধ্য (হাটখোলা) গোস্বামী

সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা—

ঘনশ্যাম (২)—রামদেব, রঘুনন্দন

রামদেব—লক্ষ্মীনারায়ণ, প্রাণকৃষ্ণ ; লক্ষ্মীনারায়ণ—গোপীকান্ত, কৃষ্ণকিঙ্কর ; গোপীকান্ত—কৃষ্ণনাথ—ব্রজনাথ ভাগবতরত্ন—কুঞ্জবিহারী, বিনোদবিহারী (পুত্র মানগোবিন্দ), বংশীবদন (পুত্র মনোমোহন,

(১) সরোজনাথ মুখো—শরৎকুমার লাহিড়ী (পৃ ১৬৩)। ইনি কোন্ 'বড় গোসাঞি' তাহা বলা যায় না। প্রথম ভাগে 'বড় গোস্বামী'দের কথা কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। (২) সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ৩০২) দ্রষ্টব্য।

মোহিনীমোহন); কৃষ্ণকিঙ্কর—নসিরাম—গোলোকচাঁদ—কৃষ্ণপ্রসন্ন—খগেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ

প্রাণকৃষ্ণ—কৃষ্ণকান্ত, যুগলকৃষ্ণ; কৃষ্ণকান্ত—কৃষ্ণচন্দ্র, জয়কৃষ্ণ; কৃষ্ণচন্দ্র—হরিমোহন—বিপিনবিহারী—কৃষ্ণচন্দ্র, রঘুনাথ; জয়কৃষ্ণ—দীনবন্ধু, রামদয়াল; রামদয়াল—রাসবিহারী, গোপীমোহন, রাধিকা-মোহন, মদনমোহন (পুত্র পঞ্চানন, বি-এ); যুগলকৃষ্ণ—রামতনু—রামলাল—হরিলাল (পুত্র অনুপলাল), রাধিকালাল (পুত্র অবনীলাল বা কৃষ্ণচন্দ্র), শ্যামলাল (পুত্র শরচ্চন্দ্র)

রঘুনন্দন—ইন্দ্রনারায়ণ, কৃষ্ণগোবিন্দ; ইন্দ্রনারায়ণ—মুরলীধর—কৃষ্ণমোহন—রাধাকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ; রাধাকৃষ্ণ—বিজয়কৃষ্ণ—রাধারাণী—দুর্গামণি; রামকৃষ্ণ—হারাণকৃষ্ণ—হরিহর ন্যায়রত্ন; কৃষ্ণগোবিন্দ—রামহরি, রাজকৃষ্ণ তর্কবাগীশ; রামহরি—কৃষ্ণবল্লভ, রমাকান্ত; কৃষ্ণবল্লভ—জ্ঞানানন্দ—কিশোরীমোহন—অতুলানন্দ (পোষ্যপুত্র)— ব্যোমকেশ; রমাকান্ত—গোকুলনাথ—বিপিনবিহারী—কৃষ্ণরতন; রাজকৃষ্ণ— কৃষ্ণ-প্রসাদ, রাধানাথ; কৃষ্ণপ্রসাদ—রামব্রহ্ম—রাজেন্দ্র, কমলাপতি (পুত্র জীবনগোপাল); রাধানাথ—কিশোরীলাল বিদ্যাসাগর (পুত্র নৃত্যলাল, বি-এ), রাধিকাপ্রসাদ (পুত্র যোগীন্দ্রকুমার—নিকুঞ্জমোহন)

এই শাখার রামদেব পণ্ডিত ছিলেন। রঘুনন্দন গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবনচন্দ্র জীউর সেবায়েত দণ্ডীর নিকট বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিতেন। কথিত হয় যে, তিনি ফিরিয়া আসিবার সময় সেখানকার দুইটি বিগ্রহের (১) মধ্যে একটি প্রার্থনা করিলে, দণ্ডী চক্ষুবদ্ধাবস্থায়

---

(১) কেহ বলেন যে, ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের অনুরূপ বিগ্রহ উহাদের মধ্যে একটি। এরূপও শ্রুত হওয়া যায় যে, রঘুনন্দন প্রথমে দণ্ডী-নির্মিত ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের মূর্তিটিই লইতে চান; তখন, দণ্ডী দুইটি অনুরূপ মূর্তি করিয়া উল্লিখিত পরীক্ষার উদ্ভাবন করেন।

তাঁহাকে উঁহাদের মধ্য হইতে একটিকে লইতে বলেন, এবং তিনি যেটি ঐ অবস্থায় স্পর্শ করিয়া লইয়া আসিয়া শান্তিপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন সেইটিই ৺গোকুলচাঁদ জীউ বিগ্রহ; ইঁহার মন্দির ১৭৪০ খৃস্টাব্দে (আনুমানিক) নির্মিত হয় (১), এবং বর্ধমানের জামগ্রামের নন্দীরা উহার খরচা বহন করেন। এই শাখার প্রাচীন গৃহবিগ্রহ ৺রাধাবিনোদ জীউ। ব্রজনাথ ভাগবতের পাঠক ছিলেন। তাঁহার পৌত্র মানগোবিন্দ শান্তিপুরের কংগ্রেস-কর্মী, এবং নানা অনুষ্ঠানের এক জন উৎসাহশীল উদ্যোগী পুরুষ; পৌত্র মনোমোহন ভাগবত-পাঠক, এবং মোহিনীমোহন (সার্ভে-পাস) সুবর্ণবণিক্-সমাচার, সাবিত্রী ও যুবকে কবিতাদি লিখিতেন। নসিরাম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ উত্তরপাড়া-মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও জনৈক কমিসনার ছিলেন, এবং সেখানে, মধুপুরে ও কলিকাতায় কতিপয় বাটী নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন; তিনি বালি-পাটকলের 'বড় বাবু' ছিলেন; 'যুবকে' কবিতা লিখিতেন; শান্তিপুরে 'দেওড়া-ভোগে' লোকজন ভোজন করাইতেন; অনেকের চাকরী করিয়া দেন; ক্রীড়ায় উৎসাহ দিতেন, এবং শান্তিপুরে ফুটবল-ক্রীড়ায় পিতার নামে 'কৃষ্ণপ্রসন্ন-স্মারক চাল'-প্রতিযোগিতার (ইহা পূর্বে উত্তরপাড়ায় চলিত ছিল) প্রবর্তন করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামীর উল্লেখ পূর্বে (২) ও অন্যত্র (৩) কৃত হইয়াছে। খগেন্দ্রনাথ ভক্তিসাগর কীর্তন করিতে পারেন।

বিপিনবিহারী-পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র অদ্বৈতাচার্যের এক চিত্র প্রকাশিত করেন,—ইহার অঙ্কন-শিল্পী ব্রহ্মশাসনের ভূনাথ মুখোপাধ্যায়; রঘুনাথ সঙ্গীতজ্ঞ। জয়কৃষ্ণ-পুত্র দীনবন্ধু ও রামদয়াল ঢাকায় বাসস্থাপন

(১) Nadia Dt. Gazetteer (1910)—Garrett (২) প্রথম ভাগ (৩) বালক বিজয়কৃষ্ণ

করেন; রাসবিহারী মোক্তার ছিলেন, গোপীমোহন অভিনয় করিতেন, রাধিকামোহন অঙ্কন-শিল্পী এবং মদনমোহন পেশকার ছিলেন; মদনমোহন-পুত্র পঞ্চানন, বি-এ। হরিলাল (১) দার্জিলিংএ কার্যোপলক্ষে বহু কাল ছিলেন, সেখানে তাঁহাকে 'ঠাকুর বাবু' বলিয়া ডাকিত; তাঁহার পুত্র অনুপলাল দার্জিলিংএর এক জন উৎসাহশীল কর্মী,—ইঁহার কথা চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনীতে উল্লিখিত আছে, ইনি ঢাকায় ভাওয়াল-রাণীর পক্ষের সাক্ষী ছিলেন। রাধিকালাল-পুত্র অবনীলাল (কৃষ্ণচন্দ্র) মিউনিসিপ্যাল-স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষক। শরচ্চন্দ্র সাব-ওভারসিয়ার ছিলেন।

ইন্দ্রনারায়ণের শাখার রাধারাণী নিম্নলিখিত রামরাজা লাহিড়ীর স্ত্রী ছিলেন; তিনি ও তদীয় কন্যা দুর্গামণি শান্তিপুর, পুরী ও কাশী, ইত্যাদি স্থানে নানারূপ দানাদি সৎকার্য করিয়াছেন;—শান্তিপুরের 'দুর্গামণি-স্ত্রী-বালিকা-পাঠশালা' দুর্গামণির কীর্তি ঘোষিত করিতেছে। (২) রামকৃষ্ণ-পৌত্র হরিহর ন্যায়রত্ন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও গণিতবিৎ ছিলেন; তাঁহার কথা পূর্বে (৩) উল্লিখিত হইয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, রামকৃষ্ণ গোস্বামীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়া রামমোহন (*নন্দদুলাল ?*) লাহিড়ী শান্তিপুরে আসিয়া হাটখোলা গোস্বামিপাড়ায় বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করেন। রামমোহন-পৌত্র শিবচন্দ্র; শিবচন্দ্রের প্রথম পক্ষের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ, এবং দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র কেদারনাথ, পূর্ণচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, ও জামাতা শ্যামাচরণ সান্যাল। ত্রৈলোক্যনাথ ভাগ্যবান্ ও শান্তিপুরে সৎক্রিয়াশীল ছিলেন। তিনি

---

(১) 'জয়গোপাল গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (২) জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—বংশ-পরিচয়, ২য় খণ্ড: বেচারাম লাহিড়ী; স্বাস্থ্য-সমাচার, ১৩২৩ (পৃ ১৯৬); ভারতবর্ষ, ১৩৩২ অগ্রহায়ণ (পৃ ১১৮৩); নিম্নে দ্রষ্টব্য। (৩) 'কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন'-প্রসঙ্গে

জুনিয়র-সিনিয়র পাসকরা ছিলেন; এবং রংপুরে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের (বর্দ্ধনকুঠী, ধানকুড়া, ইত্যাদি জমিদারীর), এবং পরে বর্দ্ধনকুঠীর সাবালক জমিদার, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, দিনাজপুরের রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, পাইকপাড়ার শরচ্চন্দ্র সিংহ (লালাবাবুর পৌত্র) প্রমুখ ব্যক্তির জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন। শান্তিপুরের ওড়-গোস্বামী-বংশের যতীন্দ্রনাথ (ব্যায়ামাচার্য শ্যামসুন্দরের পিতা) বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারের গুরুবংশীয় হিসাবে যখন সেখানে যাইতেন, ত্রৈলোক্যনাথ (যতীন্দ্রনাথ ইঁহাকে 'জেঠামহাশয়' বলিতেন) মনিবের গুরুকে সম্মান করিতেন। ত্রৈলোক্যনাথ বাঁকুড়ায় সেরেস্তাদার, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়ার আদালতে প্রধান কেরাণী, ছাপড়ায় শিক্ষক ও শান্তিপুরে তখনকার স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ও তদীয় ভ্রাতা মুঙ্গেরের উকীল চন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে বাটী নির্ম্মাণ করেন। ই লকউড (ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট)-প্রণীত 'Early Days of Marlborough College' নামক গ্রন্থে ত্রৈলোক্যনাথের (ইনি তখন মুঙ্গেরে কার্য করিতেন) প্রশংসা লিখিত আছে। ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম পুত্র শ্রীনাথ ডেপুটী পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এবং দ্বিতীয় পুত্র শরচ্চন্দ্র, বি-এল, সাব-ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। শরচ্চন্দ্র চুঁয়াডাঙায় অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, সেণ্ট্র্যাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি, ইত্যাদি, এবং তিনি সেখানে বাটি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। শ্রীনাথের এক পৌত্র পুলিসের দারোগা। শরচ্চন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে সুবোধচন্দ্র, এম-এ, বি-এল (ভকীল), Notes on the Indian Evidence Act নামক পুস্তক লিখেন; সুরেশচন্দ্র, এম-বি, চুঁয়াডাঙায় ডাক্তারী করেন; এবং সুধীরচন্দ্র, বি-এসসি (হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়; বিলাতে শিক্ষিত), টাটানগরে সরকারী স্টোর্স-একজামিনাররূপে কার্য করেন। শ্রীনাথের পুত্রেরা মুঙ্গেরে বাস করেন। কেদারনাথ পুলিসের দারোগা ছিলেন। তাঁহার পুত্র নীলমণি, বি-এ, গড়বেতা-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের সহকারী

প্রধান শিক্ষক ছিলেন (ইঁহার শ্বশুর শান্তিপুরের রমাপ্রসাদ মৈত্র), এবং রমণীমোহন ও ইঁহার স্ত্রী তারকেশ্বর-এস্টেটের বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ; রমণীমোহনের শ্বশুর পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দিনাজপুরবাসী ব্রজরাখাল সান্যাল, এবং পুত্র জ্যোতিঃপ্রসাদ বি-এ, ও রবীন্দ্রনাথ, বি-এ (অন্তরীণ ছিলেন, রজনীকান্ত মৈত্রের পুত্র হেমন্তকুমারের জামাতা) ; কেদারনাথের এক জামাতা গিরিজাভূষণ সান্যাল, এম-এ, বি-এল, এডভোকেট, ও অন্য জামাতা মধু মৈত্রের বংশজ প্রসিদ্ধ চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ, বি-ই। নীলমণি-পুত্র দেবীপ্রসাদ ম্যাট্রিকে ৪র্থ স্থান অধিকার করে। (১) এই লাহিড়ী-বংশ শান্তিপুরের মৈত্রবংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ। চন্দ্রনাথ-পৌত্র চরণদাস, এম-এ, বি-এল, মুঙ্গেরের উকীল, এবং পূর্ণচন্দ্র সরকারী খাল-বিভাগের তত্ত্বাবধারক ছিলেন।

উপরিলিখিত শ্যামাচরণ সান্যালের কথা অন্যত্র (২) লিখিত হইয়াছে। তিনি একজন 'জবরদস্ত' লোক ছিলেন, এবং পরকে শাসন করিবার ছলে অপ্রিয় সত্যমূলক শ্লেষ অতি কঠোর মর্মান্তিকভাবে ব্যক্ত করিতেন। তিনি সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরীর (৩) কাগজ 'চারুবার্তা'য় সেখানকার অন্য জমিদার নাগ-মহাশয়ের উপর আক্রমণ করিয়া 'নাগ-রহস্য' নামে কবিতা লিখেন ; আনীত মামলা আপোষে মিটিয়া যায়। একবার রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কোন মামলায় সান্যালমহাশয়ের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন। ইনি ইহার প্রতিকার-কল্পে যে মামলা উপস্থিত করেন সেটি ক্রমে হাইকোর্টে যায়। মাননীয় জজ টটেনহাম ও ম্যাকসন উভয়ে একমত হইয়া ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের

---

(১) শান্তিপুর, ১৩৩৬ ভাদ্র (পৃ ১১৯) (২) 'জয়গোপাল গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) উপরে দ্রষ্টব্য।

কার্যের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া প্রতিকারোদ্দেশ্যে নথিপত্র লাট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতে আদেশ দেন। চন্দ্রশেখরবাবু পূর্বে আর একবার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলে, লাট সাহেব তাঁহাকে কার্যের অনুপযুক্ত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন, এবং তিনি চতুর্থ হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে অবনমিত, এবং পটুয়াখালি-মহকুমায় স্থানান্তরিত হন। (১) "শান্তিপুরের ভূতপূর্ব হেড কনস্টেবল প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সালিশী পচা মোকদ্দমাটী চাগিয়া উঠিয়াছে। এবার উহার বিচারভার হাই-কোর্টের আদেশানুসারে কৃষ্ণনগরের সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ভগবান্‌চন্দ্র বসুমহাশয়ের হস্তে পড়িয়াছে। ইহাতে 'সোমপ্রকাশের' শান্তি-পুরস্থ সংবাদদাতা (২) আসামী।" (৩) এতৎসম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে, শ্যামাচরণবাবু রাজপথে কতিপয় কনস্টেবলের সহিত একক হাতাহাতি করিয়া জয়ী হইয়া আসেন। শুনা যায়, তিনি অলক্ষ্যে গিয়া থানায় 'ডঙ্কা' বাজাইতেন। একবার 'লম্পটদমন' পুস্তক লেখায় ডাঃ—বাগ্‌চী তাঁহার নামে মামলা আনয়ন করেন,—ইহাতে তাঁহার কারাদণ্ড হয়, এবং পুস্তক নিষিদ্ধ হয়। (৪) তৎপ্রণীত গ্রন্থ—বহুরূপী (কবিতা; 'মুদ্গরে' প্রকাশিত; 'শ্রীকাঁড়নদাস বাবাজী' কর্তৃক প্রণীত; ১২৯০); লম্পটদমন; 'বিদ্যাসুন্দরের' অনুরূপ একখানি গ্রন্থ; নাগ-রহস্য (কবিতা; শ্রীপাট শাসননিবাসী 'শ্রীকাঁড়নদাস বাবাজী' কর্তৃক প্রণীত; ১২৯০)। তিনি

(১) সোমপ্রকাশ, ১, ১৫।৩, ৫।৪, ১, ৮, ২২।৫।১২৮৭ (২) শান্তিপুরের ও রাণাঘাটের মোক্তার দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষও ঐরূপ এক জন সংবাদদাতা ও লেখক ছিলেন। দুর্গাচরণবাবু, বোধ হয়, হুগলী হইতেও (তাঁহার বাটী হুগলীতে ছিল) 'সোমপ্রকাশে' সংবাদ প্রেরণ করিতেন।—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৪ (পৃ ১৫০ ক-খ) (৩) সোমপ্রকাশ, ২২।৫।১২৮৭ (৪) এ সম্বন্ধে শান্তিপুরে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে।

'সোমপ্রকাশে' নিয়মিতভাবে লিখিতেন। তিনি ১২৯০ সালে নিজবাটীস্থ 'কাব্যপ্রকাশ'-মুদ্রাযন্ত্র (পরে শান্তিপুরের মতিগঞ্জস্থ ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে স্থানান্তরিত ও 'হিতকরী'-যন্ত্র নামে খ্যাত) হইতে 'মুদ্গর' নামে মাসিক পত্রিকা (আষাঢ়ে একখানি এবং শ্রাবণ ও ভাদ্রে একত্র একখানি প্রকাশিত ; 'উচিতবক্তৃ-অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রমানাথ ন্যায়-পঞ্চানন' কর্তৃক সম্পাদিত ; হাস্যরসোদ্দীপক ; ইহাতে মোজাম্মেল হক, প্রভৃতি লিখিতেন) এবং 'ভারতভূমি' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা (প্রায় এক বৎসর চলে) সম্পাদন বা প্রকাশ করেন। (১) এই দুইখানি কাগজ গৃহ-বিবাদের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। তিনি ও উক্ত ভুবন-মোহন চট্টোপাধ্যায় 'হিতকরী'-যন্ত্র হইতে অন্য পুস্তকও প্রকাশ করিতেন। শ্যামাচরণবাবু শান্তিপুরের তদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ লিখেন।—

কালে কালে সব গেল, কাল কাল রাত্তি।
মোগল পাঠান হর্দ হ'ল পার্সি পড়ে তাঁতি॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ম'লো শল্য সেনাপতি।
আজব সহরে যথা শৃগাল ভূপতি॥
তেমনি এ শান্তিপুর, শান্তিগন্ধহীন।
পরস্পরে দ্বেষাদ্বেষি, সবাই স্বাধীন॥
কেহ কারে নাহি মানে, ছোট বড় মানী।
স্বামীহীন স্থানে যথা দিনে রাহাজানি॥
অঘাট হইল ঘাট, বিচিত্র ব্যাপার।
উঠে গেল হিন্দুয়ানী আচার বিচার॥ (২)

(১) সোমপ্রকাশ, ২৫।১০।১২৯০ ; পঞ্চপুষ্প, ১৩৪০ কার্তিক (পৃ ১৫২)। 'ভারতভূমি'-পত্রিকার সম্পাদক যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক বীরেশ্বর প্রামাণিক, কার্যাধ্যক্ষ প্রমথনাথ গোস্বামী ও প্রকাশক শ্যামাচরণ সান্যাল—এইরূপ লিখিত ছিল। (২) বহুরূপী

তাঁহার অন্ত ভাবের কবিতা—

জায়া কায়া পরিবার, মায়ার আধার।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কি কহিব আর॥
প্রিয় পুত্র, প্রিয় কন্যা, প্রিয় পরিজন।
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা প্রাণাধিক ধন॥
এ সব বেদের বাজী, নিশির স্বপন।
কে কোথায় প'ড়ে রবে, মুদিলে নয়ন॥
... ...
আমি আমি ভাবাভাবি লাভালাভ নাই।
কর্ম্মভোগ কর্ম্মক্ষেত্রে, মর্ম্ম নাহি পাই॥ (১)

হাটখোলা-গোস্বামিপাড়ার আর এক লাহিড়ী-বংশ এই গোস্বামি-শাখার সহিত বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বিবাহের পর এই লাহিড়ী-বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। এই বংশে রামতনু লাহিড়ী শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও সততা অবলম্বনে ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও ভূসম্পত্তি অর্জন করেন। তিনি শান্তিপুরস্থ ব্রাহ্মণ-সমাজের এক জন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রসিদ্ধ জমিদার মতিবাবু তাঁহার নিকট হইতে ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তিনি নিজবাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ করিতেন, এবং তাঁহার মনোহর পূজার দালান প্রায়ই নিমন্ত্রিত-অভ্যাগতে পূর্ণ থাকিত। তাঁহার পুত্র রামনন্দন, তৎপুত্র রামময়, রামরাজা (২) ও রামহৃদয়। রামময়-পুত্র বেচারাম, বি-এল, ও কেনারাম। বেচারাম কৃষ্ণনগরে ও কিয়ৎকাল হাইকোর্টে ওকালতী করেন। তিনি পূর্ব্বে কংগ্রেসে যোগ দিতেন। তিনি নদীয়া-জেলা-সমিতি ও কৃষ্ণনগর-করদাতৃসভার সম্পাদক,

---

(১) বহুরূপী (২) উপরিলিখিত

কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরস্থ ব্রাহ্মণ-সভার সদস্য এবং শান্তিপুর-বন্ধুসভার কর্মী সদস্য ছিলেন; নিম্নলিখিত শান্তিপুরের ভূতপূর্ব জাতীয় বিদ্যালয় গঠনে তাঁহার দান ও উৎসাহ ছিল। তৎপ্রণীত গ্রন্থ—সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ (২ খণ্ড; ২য় সংস্ক); হস্তলিখিত: স্বাস্থ্য ও সাধন-তত্ত্ব, ছেলেদের গীতা, ছেলেদের চণ্ডী। তিনি যুক্ত-প্রদেশের মৈনপুরী-জেলা-আদালতের প্রধান উকীল নদীয়াবাসী কৃষ্ণগোপাল সান্যালের কন্যা চারুমতি দেবীকে প্রথমে বিবাহ করেন। চারুমতি-প্রণীত 'শরীর-পালন' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। তাঁহার এই পক্ষের পুত্র রামপদ, বি-এসসি, এঞ্জিনীয়ার, এবং এক জামাতা রাজসাহীর জমিদার জননায়ক কিশোরীমোহন চৌধুরীর পুত্র। কেনারাম পাটের দালালী করিতেন। রামরাজা কুসীদব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। তাঁহার উপরিলিখিত পত্নী রাধারাণী ও কন্যা দুর্গামণির অন্যান্য সৎকার্যের মধ্যে শান্তিপুরে দুর্গামণি-শ্রীপাঠশালা ও 'রামরাজা-ধর্মশালা' প্রতিষ্ঠা (শান্তিপুরে এই প্রথম ধর্মশালা; রাধারাণী কর্তৃক; পরে শান্তিপুরে আর ১টি ধর্মশালা হয়), দুইটি ইন্দারা খনন (দুই জনের পৃথক্ পৃথক্ দানে), হাসপাতালের স্ত্রীবিভাগের জন্য ১২,০০০৲ টাকা দান (উভয়ের; বেচারামের তদ্বিরে; কৃষ্ণনগরের দরবারের সময় লর্ড কারমাইকেলের হস্তে প্রদত্ত; মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে ন্যস্ত; পরে প্রত্যাহৃত) উল্লেখযোগ্য। (১) রামহৃদয় ব্যবসায় করিতেন, এবং পক্ষীর ক্রীড়া-প্রদর্শনী দেখাইতেন।

এই বংশের রামধন-পুত্র রামেশ্বর শিক্ষকতা করিতেন, এবং লর্ড-সিংহের অভিভাবক-শিক্ষক, জমিদার ও সৎক্রিয়াশীল ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন।

---

(১) জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—বংশ-পরিচয়, ২য় খণ্ড (পৃ ২৪৭); যুবক, ১৩৪৮ পৌষ (পৃ ১)

তাঁহার পুত্র রামলাল ও রামযোগীন্দ্র রেলে কার্য করিতেন, রামযোগীন্দ্র কণ্ট্র্যাক্টরও ছিলেন; এবং অন্য পুত্র রামরঞ্জন ব্যবসায় করিতেন এবং বৃহৎভাবে আবগারী দোকানের ইজারা গ্রহণ করিতেন। রামলালের পুত্র দয়ালচন্দ্র ই-বি-রেলে সুপারভাইজার ছিলেন; রামগতি কাশীর গবর্ণমেণ্ট-কুইন্স-কলেজিয়েট-স্কুলে প্রায় ৩০ বৎসর অঙ্কন-শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন (১); এবং রামপ্রসন্ন ওভারসিয়ারী করিতেন। রামরঞ্জন-পুত্র রামকমল, এম-এ, বি-এল, ই-আই-রেলের ল-ক্লার্ক; এবং কন্যা মুকুলরাণী ও বকুলরাণী উভয়ে বি-এ-উপাধিধারিণী। এই লাহিড়ী-বংশীয়েরা হাটখোলা-গোস্বামীদের বর্দ্ধমান-ইছাপুর জমিদারীর পত্তনিদার।

কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামীর শাখার কৃষ্ণরতন ঢাকা-অঞ্চলে ভাগবত পাঠ করেন; তিনি ভাওয়াল-রাজকুমারের পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। রাজকৃষ্ণ তর্কবাগীশ রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের প্রিয় ছাত্র, এবং 'কুসুমাঞ্জলি'র টীকাকার (২) ছিলেন; তিনি বর্দ্ধমান-রাজসভা-পণ্ডিত ছিলেন, এবং আন্দুলের বিখ্যাত রাজা জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক তাঁহার শিষ্য ছিলেন। (৩) রামব্রহ্ম-পুত্র কমলাপতি দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং ভাগবতের পাঠক; তিনি ম্যাকিন্নন-মেকেঞ্জি-কোম্পানীর অফিসে কার্য করিতেন; তাঁহার পুত্র জীবনগোপাল বামার-লরি-অফিসের জনৈক কর্মচারী। কমলাপতির শ্যালক শান্তিপুরবাসী বনমালিভূষণ গোস্বামী, এম-এ (ডবল), বিদ্যাবিনোদ নানা স্থানে প্রধান শিক্ষক ও অধ্যাপকের এবং একবার অধ্যক্ষের কার্য করেন; তৎপ্রণীত দুইখানি গ্রন্থ আছে—

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮।২।১৩৪৫ (২) হরিমোহন প্রামাণিক—ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়-নিরূপণ (৩) সংবাদ-প্রভাকর, ১।১২।১২৬০; ইঁহার কথা ৩য় ভাগে 'নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী'-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে।

A Guide to Introductory Science (সুরেশচন্দ্র দত্তের সহযোগে ; ১৮৯৬ খৃ) ; Notes on Selections from Cowper's Letters, pt. I (১৮৯৭ খৃ) ;—ইঁহার পিতা জগবন্ধু ন্যায়পঞ্চানন, এবং পুত্র রঙ্গলাল, বি-এসসি (বৃত্তিপ্রাপ্ত), এক জামাতা ধীরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, বি-এ, জমিদার ও বালিগঞ্জবাসী ছিলেন, এবং অন্য জামাতা যোগেশচন্দ্র রায় মৌলিক (ধামরাইবাসী) বিহার-সেক্রেটারিয়েটের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন ;—ইঁহাদের আদিনিবাস মাণিকগঞ্জ-বেতিলায় ; ইঁহারা অদ্বৈত-বংশীয় নহেন, কিন্তু হাটখোলা-গোস্বামীদের সহিত নানারূপে বিবাহ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ; বেতিলার বিখ্যাত ৺মোহন রায় ঠাকুর ও তাঁহার রাস ইঁহাদেরই ; বনমালীবাবুর অনুজ রেবতীমোহন অবসরপ্রাপ্ত জজ, এবং নবদ্বীপে ১০।১২ খানি বাটী নির্মাণ করিয়াছেন। রামব্রহ্মের এক পৌত্র ললিতকুমার লিলুয়ায় জর্জ-স্পেনসার-মৌল্টন-কোম্পানীর (বিলাতের ইণ্ডিয়ান রবার-ম্যানুফ্যাকচারার্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট) অফিসের প্রধান কেরাণী। রামব্রহ্মের দৌহিত্র শান্তিপুরের দুই প্রসিদ্ধ ভ্রাতা বিনয়কুমার, বি-এ, ভাগবতভূষণ, ও অমিয়কুমার সান্যাল। তাঁহারা স্বদেশী যুগের কর্মী ও বক্তা ছিলেন, এবং শান্তিপুরে জাতীয় বিদ্যালয় ও স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করেন। বিনয়কুমার লালগোলাধিপতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আলয়ে, কলিকাতার গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনী-গৃহে ও অন্যত্র গীতা, ভাগবত, ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-কীর্তন করিতেন ; তিনি 'হিন্দু-সংহতি'র সম্পাদক ছিলেন, এবং এই সম্পর্কে সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার কথা প্রকাশিত হইত। তৎপ্রণীত গ্রন্থ—চিদ্বিলাস (ষড়্‌দর্শন-পরিচয় ; ১৩১৫ ; কলিকাতা-পটলডাঙার ধনী ক্ষেত্রনাথ বসু মল্লিক দ্বারা প্রকাশিত ; কাশীর পণ্ডিত রঘুবীর ত্রিবেদী ও অপর ছয় জন পণ্ডিতের সাহায্যপ্রাপ্ত) ; ভাগবত-গীতিকা, ১ম খণ্ড ['আনন্দবিলাস' ; দশম স্কন্ধ অবলম্বনে সগীত গদ্যপদ্যে লিখিত ও সরলভাবপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব-

সম্বলিত ; সচিত্র ; ১৩২৪ ; জে-কে শর্মা দ্বারা প্রকাশিত ; ২য় খণ্ডও ('রাস') লিখিত আছে] ; গীতা-প্রবেশিকা ('অমৃতবিলাস' ; লাল-গোলাধিপতি মহারাজ রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, সি-আই-ই, মহোদয়ের উৎসাহ ও সাহায্যে প্রণীত ; প্রতিকৃতিসহ ; ১৩৩৬ ; মহারাজের 'বিজ্ঞপ্তি'সহ ; শঙ্করাচার্যের অদ্বয়তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের ঐক্য প্রদর্শিত) ; বিদগ্ধমাধব ('প্রেমবিলাস' ; নাটক ; রূপ গোস্বামীর পুস্তকের পদ্যানুবাদ ; সচিত্র ; ১৩৩৭ ; লালগোলাধিপতির সাহায্যে প্রকাশিত ; মহারাজ-লিখিত 'অধিবাসন'সহ) ; এনকা-প্রয়াণ (কবিতা ও গীত ; শোকোচ্ছ্বাস) (১)। তিনি শান্তিপুরের করুণাময় করের 'ভাব-বিকাশ' নামক গ্রন্থের প্রকাশক। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। (২) তাঁহার পুত্র কমলকৃষ্ণ এম-এসসি, ও বিমলকৃষ্ণ, বি-এ। অমিয়কুমার শান্তিপুরের নানা সৎকর্মে অগ্রণী, এবং ১৩৪০ সালের বিহার-ভূমিকম্পের সময় শান্তিপুর-'আর্তত্রাণসমিতি'র পরিচালক ছিলেন। তিনি উপরোক্ত 'দুর্গামণি-শ্রীপাঠশালা'র শুভাকাঙ্ক্ষী, এবং জনৈক শিক্ষক ছিলেন, এবং তাঁহার তত্ত্বাবধারণে ইহার ক্রমোন্নতি হইতেছে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রথমে এই অবৈতনিক 'শ্রীপাঠশালা' শবাসনা দেবী ও তাঁহার দুই পুত্র বিনয়কুমার ও অমিয়কুমারের উদ্যোগে নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় ; দুর্গামণি দেবীর দানের পর ইহার স্থান, নাম ও অবৈতনিক নিয়ম পরিবর্তিত হয় ; দুর্গামণিও ইহার একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বর্তমানে এই পাঠশালা-গৃহে মেয়েদের উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের শ্রেণী বসিতেছে। অমিয়কুমার পুরাতন 'জন্মভূমি'তে 'অচ্যুতানন্দ দাস' নামে প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি বঙ্গরত্ন, শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-বার্ষিকী,

---

(১) Amrita Bazar Patrika, 5.5.1940 (২) যুগান্তর, ১১।১০।১৩৪৮

ইত্যাদিতে কবিতাদি লিখিয়া থাকেন। তিনি সুবক্তা, এবং শান্তিপুরে ও বাহিরে (১) নানাসভায় বক্তৃতা করেন; এমন কি, তাঁহাকে শান্তিপুরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বাবলার শ্রীঅদ্বৈতপাট-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক; এই সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি কমলাকান্ত গোস্বামী ও মানগোবিন্দ গোস্বামী, ধনরক্ষক অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন (মিউনিসিপ্যাল কমিসনার ডাঃ পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক পূর্বে এই পদে ছিলেন), পরিচালক-সেবায়েত শান্তিসখা গোস্বামী, এবং ইহাতে কতিপয় সভ্য আছেন। (২) নদীয়া-জেলা-বোর্ড হইতে বাবলার উক্ত পাটে ইন্দারা ও নলকূপ খনন এবং পথসংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। (৩) মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের ভক্তগণ এই পাটের অনেক উন্নতি করিয়া দিয়াছেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থ—বিজয়কৃষ্ণ-লীলামৃত (কবিতা) (৪), গীতা (কবিতা), অমিয়ধারা (গীত; শান্তিপুরের দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের স্বরলিপিসহ); তিনি শান্তিপুরে ও ভাগলপুরে (হিন্দীতে) প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশের পূর্বে সাধারণের সমক্ষে পাঠ করেন। (৫) তাঁহার পুত্র জ্যোতিঃকৃষ্ণ, এম-এ (ডবল), এবং অধ্যাপকতা করেন; ইনি ব্যারিস্টারী-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন; ইঁহার পত্নী আলোকলতা বি-এ-উপাধিধারিণী, এবং ইঁহার বিবাহের সময় কন্যাকে (সগোত্রা বলিয়া) অন্যের দত্তকরূপে

---

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪।৮।১৩৪৮ (২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২।৬, ২৮।৭।১৩৪৪, ১৯।৪।১৩৪৬ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০।১।১৩৪০ (৪) Amrita Bazar Patrika, 29-9-1937, 19-6-1938; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪।৩।১৩৪৫ (৫) তাঁহার কথা প্রথম ভাগে (পৃ ১৩৫) লিখিত হইয়াছে।

সম্প্রদান করা হয়। রামব্রহ্ম গোস্বামীর ভাগিনেয় নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ অজিতনাথ ন্যায়রত্ন।

নৃত্যলাল, বি-এ, গৌরীপুর-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; তৎপ্রণীত বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ—Word-Book, Model Essays, Students' Daily Correspondence, English Grammar, Geography;—উক্ত পুস্তকগুলি জে-কে শর্মা কর্তৃক ১০,০০০ করিয়া প্রকাশিত হইত। যোগীন্দ্রকুমার (জে-কে শর্মা) কলিকাতায় বী-প্রেসের পরিচালক ও গ্রন্থাদির প্রকাশক ছিলেন। তৎপুত্র নিকুঞ্জমোহনের কথা পূর্বে (১) লিখিত হইয়াছে,—ইনি এখন আর বাব্‌লার শ্রীঅদ্বৈতপাটের সেবায়েত নহেন। যোগীন্দ্রকুমারের জামাতা মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীধর আচার্য চৌধুরীর পুত্র,—এবং দৌহিত্র শিশিরকুমার, এম-এ, বি-এল।

(উ) ছোট (চাক্‌ফেরা) গোস্বামী (২)

রামেশ্বর চক্রবর্তী সর্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। "পূর্বকালে তিন হইতে চারি বা পাঁচ দর্শনের পণ্ডিতগণ 'চক্রবর্তী' বা 'সার্বভৌম' উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, এবং সর্বদর্শনের অধ্যাপকের 'ভট্টাচার্য' পদবী লাভ হইত। সাঙ্গবেদবেত্তা মহানুভব রামেশ্বর চক্রবর্তীর সম্মত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ তাঁহার সন্ততিগণের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে।" (৩) তিনি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ ('রামেশ্বরী সন্ধ্যা') প্রকাশ করেন। তিনি দেবদেবীর পূজায় হোমপদ্ধতি রহিত করেন। কথিত আছে যে, তিনি আহ্নিক ও রাসপঞ্চাধ্যায় অধ্যয়ন করিতে করিতে

(১) প্রথম ভাগ (২) সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ৩০৭-১৩) (৩) রাধিকানাথ গোস্বামী—যতিদর্পণ বা সন্ন্যাস

৺রাধাবল্লভ জীউর দর্শন পাইতেন। 'দিনে রাস রাতে দোল, এই হ'ল রামেশ্বরের বোল।'—তাঁহার আমলে এই বংশে এই ব্যবস্থা প্রবল থাকিলেও, বর্তমান কালে রাস রাত্রেই নিষ্পন্ন হয়। তিনি 'চাক্‌রাসের' সৃষ্টি করেন। (১) তিনি মহাতেজস্বী এবং অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি মত মিথিলায় প্রচলিত আছে। তিনি বেদাদিও অধ্যাপনা করিতেন, এবং তাঁহার চতুষ্পাঠীতে তৈলঙ্গ (দ্রাবিড়), কর্ণাট, মিথিলা ও কাশী, ইত্যাদি অঞ্চল হইতেও বহু ছাত্র আসিত। তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, ইত্যাদি সাতটি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাগড়ের রামেশ্বর চক্রবর্তী এক জন সাধক ছিলেন। এই চাক্‌ফেরা-গোস্বামীদের কথা পূর্বে (২) লিখিত হইয়াছে। "পণ্ডিত জগদীশ গোস্বামী চাক্‌ফেরা-গোস্বামীদের পূর্বপুরুষ। সাধারণত দ্বিজগণ যে সন্ধ্যা-মন্ত্র অভ্যাস করিয়া থাকেন তিনি সেই 'সন্ধ্যা' পরিত্যাগ করিয়া স্বরচিত নূতন সন্ধ্যার প্রবর্তন করেন। এখনও তাঁহারই সন্ধ্যা অবলম্বন করিয়া তাঁহার বংশধরেরা উপাসনা করিয়া থাকেন।" (৩)

রামকৃষ্ণের বৃদ্ধপ্রপৌত্র কৃষ্ণনাথ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মন্দির, নাটমন্দির, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, নহবৎখানাদি নির্মাণ করেন। এই বংশের চরমোন্নতি তাঁহার সময়েই হয়। তিনি (১২০১-৬১) বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন।

হরিদেবের প্রপৌত্র অদ্বৈত (দত্তক) পুরীরাজের গুরু ছিলেন, এবং তাঁহার অধস্তন বংশীয়েরা পুরীতে বাস করিতেছেন। তিনি পণ্ডিত-সাধক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি শান্তিপুর হইতে পুরীতে যাইলে,

---

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২৪৫) (২) এই গ্রন্থে ও প্রথম ভাগে (পৃ ৩৬) (৩) যুবক, ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ১১); দ্বিতীয় 'সন্ধ্যা'-প্রবর্তক জগদীশ কে ছিলেন বুঝা গেল না।

পুরীরাজ চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে ধনরত্নসমন্বিত এক বিগ্রহ হস্তোত্তলিত অবস্থায় রাখিয়া সমবেত সভায় বলেন যে, যে পণ্ডিত বলপ্রয়োগে বা মন্ত্রের দ্বারা ঐ হস্ত না ভাঙিয়া নমিত করিতে পারিবেন, তিনি যথেষ্টভাবে পুরস্কৃত হইবেন ; সকলে অসমর্থ হইলে, অদ্বৈত তিনটি অঙ্গুলি দেখাইয়া উত্তোলিত হস্ত নমিত করেন, কারণস্বরূপ অদ্বৈত উত্তর দেন যে, যিনি ত্রিসন্ধ্যা শুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান করেন, তিনি সর্বশক্তিজয়ে সমর্থ হন। তৎপরে, রাজা তাঁহার নিকট দীক্ষা লন, এবং প্রচুর ধনরত্ন ও ৮,০০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি দিয়া তাঁহাকে পুরীতে বসবাস করান।

গোপালের পুত্র মাণিকচন্দ্র ও কৃষ্ণরাম। মাণিকচন্দ্রের পৌত্র নিত্যানন্দ ও জগমোহন। নিত্যানন্দের পুত্র সর্বানন্দ ঢাকা-সাভারে, এবং জগমোহন পাবনা-গয়েশপুরে গিয়া বসবাস করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ দুই স্থানে আছেন। কৃষ্ণরাম ফরিদপুর-জেলার গোপালপুর ও নটাখোলা-গ্রামে গিয়া বাস করেন, এবং উভয় স্থানে তাঁহার বংশীয়গণ বাস করিতেছেন।

কেশবের পুত্রগণের মধ্যে রামকান্ত প্রিয় ছাত্ররূপে প্রসিদ্ধ রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন,—ইঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র যশোদানন্দ ও তৎপুত্রগণ মেদিনীপুর-রামজীবনপুরবাসী ; রসিকানন্দ পরম বৈষ্ণব ও যোগসিদ্ধ ছিলেন ; এবং পীতাম্বর শান্তিপুর-শ্যামবাজারে উঠিয়া গিয়া বাস করেন। পীতাম্বরের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মুটবিহারী (সুদক্ষ পাখোয়াজবাদক) ও গোষ্ঠবিহারী। মুটবিহারী-পুত্র বিনয়ভূষণ প্রথমে বম্বে-ফিল্ম-কোম্পানীতে কার্য করেন, এবং পরে সবাক্ ছায়াচিত্র -অভিনয়ে যোগদান করিয়া গৌরাঙ্গ ('শ্রীগৌরাঙ্গ'), অজিত ('মা'), হারু ('দেবদাসী'), কামন্দক ('হরিশ্চন্দ্র'), সাধক ('প্রফুল্ল'), উপেন্দ্র ('ইন্দিরা'), মোহন ঘোষাল ('গোরা'), প্রথম বৈষ্ণব ('অভিজ্ঞান'), ইত্যাদির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন ; তাঁহার সুমিষ্ট

সঙ্গীত রেডিও ও হিন্দুস্থান-রেকর্ডাদিতে ('সোণার সংসার', ইত্যাদি) শ্রুত হওয়া যায় ; তাঁহার এক ভ্রাতা আইন-অমান্ত-আন্দোলনের সময় দণ্ডিত হন। গোষ্ঠবিহারী-পুত্র বনবিহারী Advance পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য করিতেন, এবং শান্তিপুর ও যুবক পত্রে লিখিতেন ; তিনি শান্তিপুরের 'কর্মমন্দির' ও 'কল্যাণসঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠাতা ; তিনি অন্তরীণ হন, তাঁহার কথা 'Flowers of Bengal' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

—বাঁশবুনিয়া-উপশাখা (১)

ইঁহাদের গৃহদেবতা ৺শ্যামসুন্দর জীউ। সন্তোষকে কেহ কেহ রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কথিত হয় যে, সন্তোষ শূদ্র শিষ্য গ্রহণ করায়, তেজস্বী পিতা কর্তৃক প্রথমে পরিত্যক্ত হন, কিন্তু পরে জনৈক পণ্ডিতের এই বিষয়ক শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও অনুরোধের ফলে পুনরায় তৎকর্তৃক গৃহীত হন। (২) সন্তোষই এই উপশাখার আদিপুরুষ। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে গোপীরমণ বাহাদুরপুরবাসী ; আর এক পুত্র রাধারমণের পুত্র কৃষ্ণপ্রাণ, প্রাণকৃষ্ণ ও কেবলকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের প্রপৌত্র নিত্যানন্দ শান্তিপুর-কাগুপপল্লীর তদানীন্তন হিন্দু-বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ; তিনি সেখানে পণ্ডিত ছিলেন, এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থ—বঙ্গভাষা ব্যাকরণ (১২৯২ ; ইহা নর্ম্যাল ও মধ্যশ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রপাঠ্য ছিল), সুলভ ব্যাকরণ ; তাঁহার পৈতৃক শিষ্যও ছিল। তাঁহার পুত্র সুধীররঞ্জন হাওড়া-জেলা-স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। কেবলকৃষ্ণের পৌত্রগণের মধ্যে রামরতনের পুত্রের দৌহিত্র প্রবোধচন্দ্র সান্যাল,—ইনি শান্তিপুরে

(১) সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ৩১৩) (২) এই ভাগের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

জিমন্যাস্টিকের শিক্ষক ও অভিনেতা ছিলেন (১), এবং শান্তিপুরে সাধারণসমক্ষে মধ্যে মধ্যে তুলসীদাসী রামায়ণ (সঙ্গীতসহ) পাঠ করেন ; রামগোবিন্দের পুত্রের দৌহিত্র শান্তিপুরের সুরেন্দ্রকুমার ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র (২) ; এবং রামযাদবের পৌত্রের জামাতা হাটখোলা-পল্লীবাসী রমানাথ হালদার (ইনি শিক্ষকতা করিতেন)। (৩)

(ঙ) আউলিয়া (পাগলা) গোস্বামী (৪)

কুমুদানন্দ—রুক্মিণীকান্ত—রামানন্দ, রামচন্দ্র

রামানন্দ—রামনাথ, গোপাল, কৃষ্ণনাথ, যুগলকৃষ্ণ, রাজারাম, রসিকানন্দ; রমানাথ—জগন্নাথ—রামনারায়ণ—কৃষ্ণধন—বিশ্বম্ভর; রাজা-রাম—হরিরাম—রামধন— গোবিন্দচন্দ্র

রসিকানন্দ—নরসিংহ—গৌরমোহন, জগমোহন (প্রপৌত্র পুলিন-বিহারী ; গৌরমোহন—রাধামোহন (পুত্র অক্ষয়চন্দ্র—হরিমোহন), ফটিকচন্দ্র (আনন্দমোহন) ; ফটিকচন্দ্র—জয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণময়, মথুরানাথ (পুত্র ননীগোপাল) ; জয়কৃষ্ণ—চন্দ্রকিশোর, কিশোরীকিশোর ; চন্দ্রকিশোর—সুধীররঞ্জন (পুত্র পঙ্কজকুমার), যশোদানন্দন, নীলমণি ; কৃষ্ণময়—রাধিকাপ্রসাদ, শশিভূষণ, এম-এ ; রাধিকাপ্রসাদ—কুমুদানন্দ, জগদানন্দ (নারায়ণচন্দ্র), বি-এসসি

রামচন্দ্র —গোবিন্দরাম—রামকিশোর—কালাচাঁদ—কিনুলাল—নীল-কমল (পুত্র হরিনাথ), হরেকৃষ্ণ

(১) শান্তিপুরের ন্যাশন্যাল ক্লাবের সুবর্ণ-জয়ন্তী-পুস্তিকা (২) ৩য় ভাগে 'মৈত্রবংশ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। (৩) আতাবুনিয়া-গোস্বামী-শাখার বিবরণ প্রথম ভাগে দ্রষ্টব্য। (৪) সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ২৯৪)

এই শাখার আদিপুরুষ কুমুদানন্দ পণ্ডিত-সাধক ছিলেন; কথিত আছে যে, কৃষ্ণনগররাজ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তি বা সনন্দ প্রত্যাখ্যান বা নষ্ট করায়, তাঁহার 'আউলিয়া' নামে খ্যাতি রটে, এবং তজ্জন্য এই শাখাকে 'আউলিয়া (বা পাগলা) গোস্বামী' বলে। তিনি এই শাখার প্রধান বিগ্রহ ৺কৃষ্ণ-রাই (য়) প্রতিষ্ঠা করেন; এখনও তাঁহার নামে পূজার সঙ্কল্প হয়। তাঁহাদের রাস সম্বন্ধে পূর্বে (১) লিখিত হইয়াছে। কাহাদের শোভাযাত্রা রাজপথে অগ্রে যাইবে এই বিষয় লইয়া খাঁদের সহিত তাঁহাদের তিন বার মারামারি হয়। বড় গোস্বামীরা খাঁদের পক্ষে থাকেন, তজ্জন্য এই দুই শাখার মধ্যে খাওয়াদাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। জয়কৃষ্ণের স্ত্রীর দানসাগর-শ্রাদ্ধের সময় তাঁহাদের পুনরায় মিলন হয়। ডেপুটী ম্যাজিস্টেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের সময় নিয়ম হয় যে, বড় গোস্বামীরা প্রথমে যাইবেন (খাঁরা ইহাতে সম্মতি দেয়), তার পর খাঁরা, তার পর পাগলা গোস্বামীরা, ইত্যাদি। কিন্তু শেষ মারামারি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়ের আমলেও হয়। পাগলা গোস্বামীদের বালক-হাওদায় বাং ১২৪০ সন খোদিত আছে, ইহা তাহার অগ্রেও ছিল।

বিশ্বম্ভর কথক ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্রেরা ঢাকায় বাস করেন। হরিমোহনের জামাতা কলিকাতা-ভবানীপুরনিবাসী অবসরপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধারক-এঞ্জিনীয়ার (মধ্যপ্রদেশ) যতীন্দ্রমোহন রায়। অক্ষয়চন্দ্রের জামাতা শান্তিপুরবাসী লালমোহন চক্রবর্তী দ্বারভাঙার মহারাজের নায়েব ছিলেন। লালমোহনের পুত্র রামময়; তৎপুত্র শশধর গোস্বামী, বি-এ, (২) অবসরপ্রাপ্ত পুলিস-ইন্সপেক্টর এবং তিনি শান্তিপুরের কোন কোন সভায় সভাপতিত্ব করেন, এবং কাগুপপাড়া-বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদক;

(১) প্রথম ভাগ (পৃ ২৪৩) (২) ইনি 'গোস্বামী' বলিয়াই খ্যাত

রামময়ের জামাতা ডাঃ কুমারনাথ বাগ্‌চী, এম-বি, রায় বাহাদুর, বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের রাসায়নিক পরীক্ষক। লালমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠানে কার্য করেন।

ফটিকচন্দ্র প্রসিদ্ধ সাধু ও নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। প্রথমে মুর্শিদাবাদ-নবাবের ও পরে নদীপুর-মহারাজের দেওয়ান গঙ্গাদাস রায় (কায়স্থ) তাঁহার একমাত্র শিষ্য ছিলেন। শ্রুত হওয়া যায় যে, চারি বৎসর বয়স্ক শিশু মৃত গঙ্গাদাসকে তিনি কমণ্ডলুর জল দিয়া সঞ্জীবিত করেন। গঙ্গাদাস শান্তিপুরে ফটিকচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীর দানসাগর-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। জয়কৃষ্ণ পণ্ডিত ছিলেন। চন্দ্রকিশোর ও কিশোরী-কিশোর ঠিকাদারী কার্য করিয়া অবস্থার বিশেষ উন্নতি করেন। তাঁহারা, রাধিকাপ্রসাদ এবং শান্তিপুরের হরিদাস ভট্টাচার্য, মনোহর পাল, প্রভৃতি মিলিয়া 'কে-কে গোস্বামী-কোম্পানী' নামে এ-বি, ই-আই ও বি-এন-রেলওয়েতে ঠিকাদারী কার্য করিতেন। কিশোরীকিশোর শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। সুধীররঞ্জন মিউনিসিপ্যাল কমিসনার, মিউনিসিপ্যাল স্কুল-কমিটির সভ্য, হাসপাতাল-কমিটীর সভ্য, বন্ধুসভা ও বঙ্গবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন বা আছেন। তৎপুত্র পঙ্কজকুমার তাঁতের কাপড় তৈয়ার ও বিক্রয় করেন, এবং জামাতা শান্তিপুরের নিবারণচন্দ্র বাগ্‌চী। যশোদানন্দন পশ্চিমের নিমকের এজেণ্ট ছিলেন, এবং বর্তমানে মাদক-দ্রব্যের ব্যবসায় করেন। চন্দ্রকিশোরের জামাতা কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকীল ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী, এম-এ, বি-এল,—তৎপুত্র নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্তী, এম-এ, বি-এল, সেখানে ওকালতী করেন। কিশোরীকিশোরের জামাতা শান্তিপুরের ঠিকাদার গিরীন্দ্রনাথ রায়। এই শাখার উল্লেখযোগ্য শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও বিনোদলাল সেন, এবং রামচন্দ্র মিত্র।

রাধিকাপ্রসাদের পুত্র কুমুদানন্দ কলিকাতা-কর্পোরেশনের জনৈক

ওভারসিয়ার। নারায়ণচন্দ্র শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি আইন-অমান্য-আন্দোলনে যোগদান করায় দুইবার কারারুদ্ধ হন। শান্তিপুরের সাধারণ গ্রন্থাগার-নির্মাণ, বাবলা-পাটে সর্বজনীন পংক্তিভোজন-প্রবর্তন (১), ইত্যাদিতে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি শান্তিপুরাদি পত্রে প্রবন্ধাদি ও স্বরলিপি লিখিতেন। তিনি 'গোবিন্দ দাসের করচা'-সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধ আন্দোলনে যোগদান করেন। শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে (সেবার প্রসিদ্ধ প্রমথ চৌধুরী সভাপতি থাকেন) তিনি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। (২) তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'বাসুদেব ঘোষের গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস' নামক পুথিখানির (সম্পাদক আব্দুল করিম) মৌলিকতা খণ্ডন করিয়া ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া লিখিয়াছেন। এই পুথিখানি চট্টগ্রামের তিনখানি পুথি মিলাইয়া প্রকাশিত এবং বাসুদেব ঘোষ কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রচারিত। "সম্প্রতি শান্তিপুরে বহু চেষ্টার ফলে বাসুদেব ঘোষ-লিখিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস' নামক একখানি পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুথিখানি বাং ১২১২ সালে পুনর্লিখিত। এই নূতন সংগৃহীত পুথিখানি নিতান্তই ছোট; সর্বসমেত ৬৯ শ্লোকের দশটি পদে সমাপ্ত।......সুযোগ্য সম্পাদকমহাশয়ের সংগৃহীত পুথির প্রাচীনতমখানির বয়স মাত্র ৯৩ বৎসর, কিন্তু এই নূতন সংগৃহীত পুথি ১২৩ বৎসর আগে পুনর্লিখিত।......এই নূতন পুথির কোন খণ্ডিতাংশ সুদূর চট্টলে গিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও বিশেষ পরিবর্ধিত হইয়া এই নূতন রূপ পাইয়াছে।" (৩)

---

(১) যুবক, ১৩৩৯ আশ্বিন (পৃ ৯০)। অনুরূপ পংক্তিভোজন মৈত্রবাটীতেও হয়। শেষে কাহারও কাহারও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সঞ্জাত দলাদলি মিটিয়া যায়। (২) পৃ ৫৭৪ (৩) শান্তিপুর, ১৩৩৭ ভাদ্র।

শশিভূষণ প্রথম শ্রেণীতে এম-এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ননীগোপাল কলিকাতায় কেশরঞ্জন-কার্যালয়ে কার্য করেন। পুলিনবিহারী কথক ছিলেন; পূর্বলিখিত জয়গোপাল গোস্বামী ইঁহার লিখিত কথকতার পুথিগুলি হইতে অনেক সাহায্য পান। হরিনাথের কথা পূর্বে (১) লিখিত হইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লোকের দ্বারা হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' পুথিখানি লইয়া যান। তাঁহার জামাতা শান্তিপুরের প্যারীমোহন সান্যাল। হরেকৃষ্ণের দৌহিত্র শান্তিপুরের রাধানাথ সান্যাল।

প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, শান্তিপুরের প্রভাসচন্দ্র গোস্বামী, এম-এসসি, আগ্রায় রাজপুত-স্কুলের শিক্ষক।

এই নকল পুথিখানি পাঠ করিয়া যেন মনে হয়—সন্ন্যাসের সময় মধু নাপিত কর্তৃক চৈতন্যদেবের মস্তকমুণ্ডনাদি শান্তিপুরেই হয়। পরিষৎ হইতে মৃণালকান্তি ঘোষের সম্পাদনায় 'বাসুদেব ঘোষের পদাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে। (১) 'জয়গোপাল গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট

পৃষ্ঠা ১—ছত্র ৪ প্রকৃত পাঠ : 'নশ্বরজগদিদমবধারয়' বা 'ন সদিদং জগদিত্যবধারয়'। সনাতন গোস্বামী প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণকে বাস্তুভিটা হইতে উৎখাত করেন। বৃন্দাবনবাসী রূপ গোস্বামী ইহা অবগত হইয়া 'য-স্ত্রী, র-লা, ই-রং, ন-য়' এই আটটি অক্ষর লিখিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দেন। ব্রাহ্মণ সনাতনকে উহা দিলে, ইনি ঐ শ্লোকটি রচনা করেন, অনুতপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে তদীয় আবাস প্রত্যর্পণ করেন, এবং বৃন্দাবনে চলিয়া যান।

৩—১ ভাগীরথীর পশ্চিম প্রবাহও তখন ছিল। শান্তিপুরকে দ্বীপের সহিত তুলনা করা যাইত। —৫ এই চরের দক্ষিণে ভাগীরথীতীরস্থ কিয়দংশ হইতে হুগলী-জেলার মধ্যে গণ্য করা হয়।

৫—১৪ কোনও মতে, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী-রচনার তারিখ ১৫৭৭ খৃ।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১।১২।১৩৪৮

১৪—পাদটীকা (৭) শেষে বসিবে, 'অন্ধকূপহত্যা'-সম্বন্ধীয় বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক) ও মহাকোষ।

১৯—পাদটীকা (২) 'বক্তিয়ার খিলিজী' নামক প্রবন্ধের অতিরিক্ত অংশ : যুবক, ১৩৪৮ ভাদ্র (পৃ ২৭), মাঘ (পৃ ৩)। সুতরাগড়ের কিয়দংশ 'কোট-ইখতিয়ারপুর'-মৌজা নামে অভিহিত হইত। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মত সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—ভারতবর্ষ, ১৩৩৮ পৌষ (পৃ ৯০)।

২০—প্যারা ২য় : শান্তিপুরের স্ট্র্যাণ্ড-রোডটি কাশীর গঙ্গাতীরের ন্যায় অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

২১—১২ দীক্ষাগুরু : এ সম্বন্ধে 'অদ্বৈতাচার্য'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৩৩—পাদটীকা (৩) বাংলার ভূমিরূপ—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩।২।১৩৪৯

৩৬—১৪ কোনও মতে, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩২০-৭৩ খৃ।—ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ চৈত্র (পৃ ৩৯৮)

৪২—৬ বঙ্গাল—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১।৯।১৩৪৮: বাংলার ভূমিরূপ

৪৮—পাদটীকা (১) গঙ্গারাঢ়ী ও গ্রীক—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫।১২।১৩৪৮

৫০—১৫ অঙ্গরাজ্য—ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ পৌষ (পৃ ৬৭)

৫৩—পাদটীকা (৩) বয়রার বহুলাংশ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে।—অদ্বৈতবিলাস, ১ম খণ্ড। বিল্বগড়=বেলগড়ে।

৭৮—৪-৬ ইদানীং স্টীমার সপ্তাহে তিন দিন প্রধানত মাল লইয়া শান্তিপুরে যাতায়াত করিত। জল থাকিলে কাটোয়ার পরও অনেক দূর যায়। মহাযুদ্ধের দরুণ স্টীমারের গমনাগমন নিয়ন্ত্রিত (সপ্তাহে ২ দিন) হয়। মধ্যে মধ্যে শ্রমিক-ধর্মঘটের জন্য চলাচল বন্ধ হয়। —১৮ বেলেডাঙা-অঞ্চলের লোকেরা চাঁদা-সংগ্রহের দ্বারা এই ভাঙন বন্ধ করিবার চেষ্টা করে।

৮২—৪ দিন কয়েক সাইকেল-রিক্সাও চলে। —১০ সপ্তাহান্তিক ও প্রত্যাবর্তনের টিকেট লইয়া অযথাভাবে ব্যবসায় চালানোর দরুণ অপরাধীগণ কয়েকবার ধৃত হয়।

১১৪—১৩ ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে কলিকাতা-কর্পোরেশনে কমিসনারী-প্রথা প্রবর্তিত হয়।

১২১—পাদটীকা (২) দুই জন মুচী ও এক জন বাগ্‌দীও কমিসনার হয়।

১২৪—৯ আব্দুল জলীল দুই বার ভাইস-চেয়ারম্যান হন।

১২৬—১৩ ইহা কতিপয় বৎসর পূর্বেকার কথা ; উক্ত আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৭৫,০০০৲ টাকা হয়, এবং পুনরায় ট্যাক্স-বৃদ্ধির ফলে ১৯৪২ খৃস্টাব্দ হইতে এই আয় আরও বর্ধিত হয়।

১২৯—পাদটীকা (৭) মিউনিসিপ্যাল দাতব্য-হাসপাতালে কিয়ৎকাল ধাত্রী ও নার্স ছিল না। সুমতি দাস উক্ত কার্যে নিযুক্ত আছে।—যুবক, ১৩৪৮ আশ্বিন (পৃ ৩০)। 'সুজাতা'র স্থলে 'সুমতি' হইবে।

১৩১— ৬ রাস্তার ধারে সঞ্চিত অস্বাস্থ্যকর পয়ঃপ্রণালী-ক্লেদ শান্তিপুরের একটি কলঙ্ক। পায়খানার ময়লা কতিপয় উন্মুক্ত প্রান্তরাদিতে নিক্ষিপ্ত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫।১২।১৩৪৮।— শেষ : ধনী শ্যামকিশোর ভট্টাচার্যমহাশয়দের বাটীতে বিজলী-বাতির আলোক ও নলের জলের বন্দোবস্ত আছে।

১৪৯-৫০, ১৬১-২ শান্তিপুর-বয়ন-শ্রমিকসঙ্ঘের সম্পাদক গোপীনাথ প্রামাণিক লিখিয়াছেন, "শান্তিপুরের ৮,০০০ বয়ন-শ্রমিকের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছে। গত দুর্গাপূজার পর হইতে বস্ত্র-ব্যবসায়ী মহাজনগণ শ্রমিকদের মজুরী অস্বাভাবিকভাবে কমাইয়া দেওয়ার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বহু বয়ন-শ্রমিক দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। গত ৩০শে নভেম্বর স্থানীয় বয়ন-শ্রমিকসঙ্ঘ এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য এক বিরাট মিছিল বাহির করেন, এবং মহাজনদের ঘরে ঘরে যাইয়া বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।"—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০।৮।১৩৪৮। উক্ত সম্পাদক লিখিতেছেন যে, শান্তিপুর ও বেলেডাঙার ৮,০০০ বয়ন-শ্রমিকের গড়ে মাসিক ৫৲ টাকাও উপার্জন হয় না, কিন্তু মহাজনদিগের অবস্থা উন্নততর হইতেছে। গত ইং ১২।১২।১৯৪১ তারিখে তাহাদের অনেকে ১৫।১৬ মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া কৃষ্ণনগরে যাইয়া প্রথমে সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রায় ৫,০০ দস্তখতসহ এক দরখাস্ত পেশ করে, এবং তাঁহার মন্তব্যসহ

উহা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দেয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬।৯।১৩৪৮।
উক্ত সঙ্ঘের স্থায়ী সভাপতি প্রফুল্লকুমার সেনের সভাপতিত্বে আহূত কার্যকরী সমিতির সভায় স্থিরীকৃত প্রস্তাবানুসারে দুঃস্থ বয়নশ্রমিকদের বাকী ট্যাক্স মকুব করিবার জন্য ইং ২৪।১২।১৯৪১ তারিখে মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রতিনিধিদল যাইয়া দরখাস্ত পেশ করে।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫।৯।১৩৪৮। উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭,২১।৮ (দুই স্থলে), ২৭।৯,৬।১০।১৩৪৮ : তাঁত-শিল্পের সঙ্কট (শান্তিপুরে ও অন্যত্র)। কিন্তু মহাযুদ্ধের দরুণ মিলের বস্ত্র মহার্ঘ্য হওয়ায়, তাঁতের বস্ত্রের বিক্রয়াধিক্য হয়।

১৫৩—পাদটীকা (৩) কলিকাতা-প্রেসিডেন্সি-কলেজের জনৈক বিখ্যাত ইংরাজ অধ্যাপক রহস্যচ্ছলে বলিতেন যে, বাঙালী মেয়ের সৌন্দর্য বেশী প্রকাশ পায় যখন সে 'শান্তিপুরে' সাড়ী পড়িয়া স্নান করিয়া উঠে! নিম্ন স্তরের রসিকতা হইলেও ইহাতে সংস্কারের বিষয় রহিয়াছে।

১৬০—১৫ কানাই পাল ছাত্রসঙ্ঘে যোগদানের জন্য মধ্যে মধ্যে নির্যাতিত হন।

১৬২—২২ শৈলেন্দ্রকুমার মঠের হস্তচালিত তাঁতের কারখানায় ধুতিসাড়ী ব্যতীত কোট ও সার্টের কাপড়, পর্দা ও বিছানার চাদর (নক্সাযুক্ত, রঙিন ও সাদা), লুঙি, ইত্যাদি প্রস্তুত হয়, এবং সমগ্র ভারতে ও সিংহলে বিক্রীত হয়।

১৬৪—১১ চেতলার হাটেও শান্তিপুরের বস্ত্র বিক্রীত হয়।

১৬৯—৮ নগেন্দ্রনাথ ও লক্ষ্মীকান্ত পালও উত্তম মৃৎশিল্পী।

১৭১—পাদটীকা : এই বাজারটি এখন মুন্সীপাড়ায় বসে।

১৭২—শেষ : পূর্বে ২।৩টি ভাল হোটেল ছিল ; এখন নিকৃষ্ট ধরণের হোটেল ও রেস্তরাঁদি আছে। কিয়ৎকাল 'হেয়ার-কাটার' ও 'ডাইং-ক্লিনিং'এর দোকান ছিল।

১৭৩ শেষে বসিবে—শান্তিপুরের ওজন বা মাপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চলিত ছিল। পূর্বে চিনি ও দলুয়াজাত দ্রব্য কাঁচি ওজনে (৬০ তোলায় সের), গুড় ও তজ্জাত দ্রব্য পাকি ওজনে (৮০ তোলায় সের) এবং চাউল ও রবিশস্যাদি পাকি ৮২৷৷৵০ তোলায় সের হিসাবে বিক্রীত হইত। তৎপরে, চাউল ও রবিশস্যাদি পাকি ৮২ তোলা, ভাঙা ডাউল ও অন্য সমস্ত দ্রব্য পাকি ৮০ তোলা, এবং দুধ কাঁচি ৬০ তোলা হিসাবে বিক্রীত হইত। ইং ১।৭।১৯৪২ তারিখ হইতে ভারতে এক ওজন প্রচলিত হইবার কথা হইয়াছিল। প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, ভারতের সর্বত্র স্ট্যাণ্ডার্ড-সময় প্রচলিত হইলেও, পাঁজীর ব্যবহারের জন্য অনেকে কলিকাতা-সময়ও অনুসরণ করিয়া থাকে।

১৭৬—পাদটীকা (১) শান্তিপুরের দোলের বিবরণ—পূর্ণিমায় মদনগোপাল, বড়, পাগলা, বাঁশবুনিয়া, চাকফেরা, আতাবুনিয়া ও হাটখোলা-গোস্বামী, গোস্বামী ভট্টাচার্য, ভারত পোদ্দার, ভজহরি দে, প্রভৃতির বাটীতে; প্রতিপদে উড়িয়া-গোস্বামী, যাদুনাথ কাঁসারী, প্রভৃতির বাটীতে, শ্যামচাঁদ ও চৌগাছার ৩ গোপালের; দ্বিতীয়ায় হরিপুরে; তৃতীয়ায় মথুর চট্টোপাধ্যায়ের (ঘটক) বাটীতে (পূর্বে হইত); চতুর্থীতে 'দিল্লী'-বাটীতে; পঞ্চমীতে জ্যেঠা গোপীনাথের, গোপালপুরের গোপালের ও হীরু সাহার বাটীতে, নিশ্চিন্তপুরে পুঁটে-পুঁটীর ও বৃহৎ গোপালের, মুচীপাড়ার গোপালের; সপ্তমীতে চাকফেরার সীতানাথের (বুড়ো-বুড়ী), বাবলার সীতানাথের; নবমীতে ফুলিয়ায় রাধাকৃষ্ণের ও বলরাম-রেবতীর। তৃতীয় ভাগে 'ওড়-গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

১৭৮—৫ ক্ষিতীশচন্দ্র ভাগবতভূষণ কথক। ক্ষিতীশচন্দ্র পাল সাহিত্যভূষণ ভিন্ন ব্যক্তি। —১১ পটেশ্বরীতলার শ্রীরামধামে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি বৈষ্ণবসভার অধিবেশন হয়;

সেখানে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বক্তৃতা করেন।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪।১।১৩৪৯

১৮৮—১ তরফদারপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত ৺হরগৌরীর পিত্তল-মূর্তি পূজিত হয়। —১৯ বাং ১৩৪৮ সালে প্রবীণ ও নবীন মহিলারা চড়কে পাক খাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হয়। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০।১।১৩৪৯) এই কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

১৮৯—২ চড়ক উপলক্ষে রজনীকান্ত মৈত্রমহাশয়ের ৺কাশীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে পৌরাণিক নানা মূর্তির প্রদর্শনীসহ মেলা বসিয়া থাকে।

১৯০—১৮ মন্মথনাথ দে কর্তৃক বড়বাজারে ৺রামসীতা-প্রতিষ্ঠার সময়ে রামনবমীতে চৌদ্দ মাদল ও হস্তীসহ শোভাযাত্রা, মহোৎসব, মাঠে বাজী পোড়ান, ইত্যাদি হয়; কয়েক বৎসর ধরিয়া বড়বাজারে উক্ত বিগ্রহ থাকার সময় মেলা বসে।

১৯৩—১১ বিষ্ণুপদ ইন্দ্র অনেকগুলি ইন্দারা খনন করিয়া দিয়াছেন।

১৯৫—৮ বটকৃষ্ণ সরকার 'চিত্রা' নামক চলচ্চিত্রে বাদক নিযুক্ত আছেন। —১৫ বেহালা-বাদক শশিভূষণ অধিকারী ও ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়কে সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্থাপিত করা হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮।২।১৩৪৯ : ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীত

১৯৭—২ তোপখানার সেখ আহাদ বক্স ও মিস্ত্রীপাড়ার জিহু মিস্ত্রী গীত রচনা করিতে পারিতেন। ভজহরি প্রামাণিকের (ডাবরে) তরজার দল ছিল। তাহার সাকরেত হরিদাস, মাণিক ও পঞ্চানন প্রামাণিক পৃথক্ তরজার দল করিয়া গাহিত। বর্তমান কালে, হাজারীলাল কবিকণ্ঠ বাণীকণ্ঠের ভাল তরজার দল আছে। কুঠীরপাড়ার সত্য খাঁ, বয়রার বামাচরণ প্রামাণিক, ডাবরেপাড়ার কালী প্রামাণিক (কুঁজো), দত্তপাড়ার নবীন চক্রবর্তী, প্রভৃতি দাশরথির পাঁচালী অবলম্বন করিয়া পাঁচালী গাহিত। সরস্বতী, কামিনী (রাজু), রাজবালা (রাজী),

যোগমায়া, মানকুমারী, প্রভৃতি বারনারী প্রধানত মধুসূদন কাইনের পালা অবলম্বনে চালিত ঢপকীর্তনের দল রাখিত।

১৯৭—৩ প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, একবার আমড়াতলায় কবি-গান হইয়া গেলে, পটেশ্বরীতলার লোকেরা সেই কবিদলকে নিজেদের পল্লীতে গাহিবার জন্য লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। পাছে নিজেদের বিপক্ষে কিছু বলে এই ভয়ে আমড়াতলার লোকেরা কবিওয়ালাকে গৃহমধ্যে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়।—৮, ১৫ সুতরাগড়ে, জেলেপাড়ায়, গোপালপুরে, এবং বারনারীদের একটি করিয়া যাত্রার দল ছিল বা আছে; কিয়ৎকাল 'কৃষ্ণযাত্রা'র দল ছিল।—প্রবোধচন্দ্র সান্যাল (বাঁশবুনিয়া-গোস্বামিবংশের দৌহিত্র) (পৃ ৬৯৯) শান্তিপুরে তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করেন; তিনি ঢোলপুরে ওভারসিয়ার ছিলেন। বর্ত্তমান কীর্তনীয়াগণের মধ্যে চরণদাস ও কানাইদাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

২০০—২ মুসলমান যুবকগণের জন্য হামিদা-ক্লাব আছে।

—১৮ রঙ্গমঞ্চ বা ছায়াচিত্রের অভিনেতা হিসাবে অহীন্দ্র চৌধুরী (পৃ ৩৯৩; 'ছায়ালোকের নর-নারী', পৃ ২২৫, 'বাংলার নট-নটী', পৃ ২৭, ২৯০), অহিভূষণ সান্যাল ('বাংলার নট-নটী', পৃ ১৪৫; প্রসিদ্ধ রজনীকান্ত মৈত্রের দৌহিত্র, এবং উপারিলিখিত ললিতমোহন লাহিড়ীর ভাগিনেয়), বিনয়ভূষণ গোস্বামী ও মীরা বাগ্‌চীর নামও উল্লেখযোগ্য। অমলেন্দু ও নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী—'বাংলার নট-নটী', পৃ ৯১, ৩৯। ইঁহাদের অন্য সকলের বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে; এখানে কেবল দুই জনের কথা লিখিত হইল।

অহীন্দ্র চৌধুরী ১৩০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে সখের থিয়েটারে, এবং ১৩৩০ সালে আর্ট-থিয়েটারে (স্টার-রঙ্গমঞ্চ) যোগদান করেন। এখানে প্রথমে 'কর্ণার্জুন' নাটকে অর্জুনের ভূমিকায় তাঁহার যশঃসৌরভ প্রসারিত হয়। তিনি ১৩৩৭ সালে মিনার্ভা-থিয়েটারে অধ্যক্ষ ও

প্রধান নটরূপে যোগদান করেন। তৎপরে অন্যান্য স্থানে অভিনয় করেন। তিনি প্রধানত বৃদ্ধের ভূমিকায় সর্বোত্তম অভিনয় করিতে পারেন, এবং কৌতুক, বীর, করুণ, রুদ্র, উন্মাদ ও কূটরসের অভিনয়ে যত সুদক্ষ, শৃঙ্গাররসে ততটা নহেন। তিনি বাংলায় দ্বিতীয় নট হিসাবে বিখ্যাত, এবং অদ্বিতীয় রূপসজ্জার পরিবেশনে 'লন চ্যানির' সহিত উপমিত হন। তিনি প্রযোজক, এবং লেখকও বটে। তাঁহার নট-প্রতিভা উচ্চ স্তরের, কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ ভগ্ন, এবং আকৃতি সুচারু। তিনি চলচ্চিত্রে (সবাক্ ও নির্বাক্) ফটো-প্লে-সিণ্ডিকেট, ম্যাডান-কোম্পানী, নিউ থিয়েটার্স, ইত্যাদিতে অভিনয় করিয়াছেন; এবং এই বিষয়ে প্রযোজকও বটে। নাচঘর, দীপালি, নবশক্তি, সংবাদ, ভগ্নদূত, Advance, Liberty, ইত্যাদি পত্রে তাঁহার অভিনয়ের প্রশংসাসূচক পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় ও বাগাঁচড়ায় বাটী নির্মাণ, এবং যশের সহিত যথেষ্ট অর্থ অর্জন করিয়াছেন।

রঙ্গমঞ্চে তাঁহার অভিনয়ের আংশিক পরিচয়—কর্ণার্জুন (অর্জুন, কর্ণ), চন্দ্রগুপ্ত (সেলুকস, চাণক্য), চিরকুমার-সভা (চন্দ্রবাবু; রবীন্দ্রনাথ দেখিয়া বলেন, 'It's a creation'), নবযৌবন (দর্পনারায়ণ; অমৃতলাল বসু দেখিয়া উচ্চ প্রশংসা করেন), সাজাহান (সাজাহান), রাজারাণী (কুমার সেন), অযোধ্যার বেগম (সুজাদ্দোলা), ইরাণের রাণী (দারা), কপালকুণ্ডলা (অধিকারী), জয়দেব (জয়দেব), রামানুজ (যাদবাচার্য), চৈতন্যলীলা (মাধাই), শ্রীকৃষ্ণ (দুর্যোধন, বসুদেব), শ্রীরামচন্দ্র (রাবণ, দশরথ), শ্রীবৎস (শ্রীবৎস), দেবাসুর (বৃত্রাসুর), বিল্বমঙ্গল (বিল্বমঙ্গল), হরিশ্চন্দ্র (হরিশ্চন্দ্র), পাণ্ডবগৌরব (ভীম), আত্মদর্শন (মনরাজা), কলির সমুদ্রমন্থন (তরুণ), মন্ত্রশক্তি (মৃগাঙ্ক), চন্দ্রনাথ (কৈলাস খুড়ো), প্রফুল্ল (রমেশ), রাজাবাহাদুর (মিঃ ফিস), গৃহলক্ষ্মী (শৈলেন্দ্র), চাঁদ সদাগর (চাঁদ সদাগর), রাখীবন্ধন (কুম্ভ সিংহ),

রাঙা রাখী (সদাশিব মুখুজ্যে), ওথেলো (ওথেলো), ম্যাকবেথ (ম্যাকবেথ), আরবী-হুর (মুসা), রাজসিংহ (আলমগীর), ফুল্লরা (কালকেতু), বাসুকী (বাসুকী), বেহুলা (চন্দ্রধর), আলমগীর (আলমগীর), বঙ্গে বর্গী (ভাস্কর), প্রতাপাদিত্য (ভবানন্দ), জনা (প্রবীর), অলীকবাবু (গদাধর), বন্দিনী (অ্যামেশিশ), শিরি ফরহাদ (ফরহাদ), বন্দে-মাতনম্ (বাজবাহাদুর), ঋষির মেয়ে (অগ্নিবর্ণ), মেবারপতন (মহাবৎ), মিশরকুমারী (আবন), শোধবোধ (সতীশ), গৃহপ্রবেশ (যতীন), গোলকুণ্ডা (ঔরঙজেব), মৃণালিনী (পশুপতি), চন্দ্রশেখর (নবাব, প্রতাপ), বিষবৃক্ষ (নগেন্দ্র), রজনী (অমরনাথ), সরলা (বিধুভূষণ), বলিদান (রূপচাঁদ), শাস্তি কি শাস্তি (প্রকাশ), মগের মুলুক (সুজা), লাখ টাকা (রক্তবীজ), পুরোহিত (পুরোহিত), দেশের ডাক (গুণধর), অভিজাত (রুদ্রপ্রতাপ), বাঙালী (রামলোচন), বিশ বছর পরে (ডিটেক্টিভ), কঙ্কাবতীর ঘাট (কঙ্কাবতীর পিতা), মাইকেল (মাইকেল), তটিনীর বিচার (ডাক্তার ; চলচ্চিত্রেও), মাটির ঘর (সত্যপ্রসন্ন), রত্নদীপ (সোনার হরিণ), অবতার।

চলচ্চিত্রে তাঁহার আংশিক অভিনয়—রাজসিংহ (রাজসিংহ); বিষবৃক্ষ (নগেন্দ্রনাথ), শাস্তি কি শাস্তি (প্রকাশ), মিশরের রাণী (দায়া), প্রেমাঞ্জলি (নন্দের চাঁদ), Soul of the Slave (ধর্মদাস) ; সবাক্ : আলমগীর, মৃণালিনী, সীতা (শম্বুক), ঋষির প্রেম (কর্ণাটরাজ), প্রহ্লাদ (হিরণ্যকশিপু), বিষ্ণুমায়া (কংস), কৃষ্ণকান্তের উইল (কৃষ্ণকান্ত), মীনাক্ষী, শেষ উত্তর, রাজনর্তকী (রাজগুরু), রিক্তা (ব্যারিস্টার), অভিনয় (অভিনেত্রীর বাপ), কণ্ঠহার (ডাকাত), ডাক্তার (পিতা), রাজকুমারের নির্বাসন (শিল্পী), নন্দিনী, জীবন-সঙ্গিনী, অভয়ের বিয়ে।

অহিভূষণ সাচ্চা সঙ্গীতজ্ঞও বটে। রঙ্গমঞ্চে (রঙমহল…) তাঁহার

আংশিক অভিনয়—বিষ্ণুপ্রিয়া (নিতাই), সাদী-কি-ভূল (উকীল), রেশমী রুমাল (যামিনী), দেবদাসী (শেখর), বনের পাখী (সমরু), মহানিশা (বাউল)। চলচ্চিত্রে তাঁহার আংশিক অভিনয়—শঙ্করাচার্য (শিষ্য ও কাপালিক; কিনেমা আর্টস), গৌরাঙ্গ (যবন হরিদাস; রাধা-ফিল্ম), মাসতুতো ভাই (বাবাজী; নিউ থিয়েটার্স)। তৎপরিচালিত নবদ্বীপের 'ভারত-কৃষ্টি-পরিষৎ' নানা স্থানে সঙ্গীত ও প্রাচ্যনৃত্যাদি দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করে।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮।৪।১৩৪৯। তিনি শান্তিপুরেও অভিনয় করেন।

২০০—পাদটীকা (২) যুবক, ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ (পৃ ৩)

২০৪—২১ বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের সম্পাদক অজিতকুমার স্মৃতিরত্নের আশ্রমে কিয়ৎকাল শান্তিপুরবাসী হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিলেন। কোনও সময়ে, ইঁহার উপদেশানুসরণে নাকি ত্রিবেণীতে এক শবকে (মৃতকল্প ব্যক্তি?) পুনরুজ্জীবিত করা হয়। প্রকৃত ধর্মভাবাপন্ন বা ধর্মের ভেকধারী এইরূপ অনেক ব্যক্তি শান্তিপুরে ছিলেন বা আছেন।

২১১—৪ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য একটি বংশেও 'ব্রহ্মচারী' উপাধি চলিত হইয়াছে।

২১২—২০ দে (তিলির মধ্যেও)

২১৫—পাদটীকা (২) 'বড় গোস্বামী (কল্পনা)'

২১৭—১৫ 'বোকা'-বংশের (তন্তুবায়) এক জন উপবীত গ্রহণ করিয়াছে। তন্তুবায়-বংশে ব্যাপক উপনয়ন গ্রহণের চেষ্টা হইতেছে। উহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ১৫ দিনে শ্রাদ্ধাশৌচ শেষ করিতেছেন।—বয়ন, ১৯৪২ জানুয়ারি-মার্চ

২২০—১২ প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, 'কুঁজো'-বাটীর সহমরণের চিতাবশিষ্ট কড়িগুলি সর্পের ওঝাগণ নিজপ্রয়োজনে ক্রয় করিত।

২২১—২২ প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, অন্ত্যেষ্টিসময়ে প্রচলিত কতিপয় প্রথা বিসদৃশ হিসাবে সংস্কৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২২৮—৭ একাধিক সাধারণ বা ধনী মান্য শিক্ষিত ব্যক্তি ক্ষমতাহীনতা সত্ত্বেও বিবাহ করিয়াছে, এবং দেবর ও বিধবা ভ্রাতৃবধূ স্বামীস্ত্রীরূপে বাস করিয়াছে,—কিন্তু সমাজ ভ্রষ্টা মাত্র ছিল বা আছে। প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, নপুংসকেরা প্রায়ই শিশু-নপুংসকগণকে লইয়া যায়;—অন্দরমহলে ইহাদের কুৎসিত ব্যবহার আপত্তিজনক।

২২৯—১৩ বর্তমান কালে, হাফ-প্যাণ্ট-ইজের পরিহিত বালক-বালিকা, লুঙি-পরিহিত হিন্দু-যুবক, উপবীত-মালাধারী ব্রাহ্মণ, এবং সাইকেল জুতা-ছাতা-ব্যবহারকারিণী নারী সচরাচর দৃষ্ট হয়। চা-পানের প্রথা প্রায় সর্বজনীন হইয়াছে। নেশা, ভাষার অসংযম ও পরচর্চার প্রাবল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

২৩২—৮ প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, বাসরঘরের উচ্ছৃঙ্খলতা, স্ত্রী-আচার ও 'দ্বিতীয় সংস্কারের' সময় (অন্তত প্রাচীনকালের) প্রচলিত কতিপয় প্রথা, ইত্যাদির সংস্কার প্রয়োজনীয়।

২৪৩—১৪ এই প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন লইয়া 'হিন্দু'-পত্রিকায় (১৯, ২৬।১, ২, ৯, ১৬, ৩০।২, ৫, ১২, ১৯।৩।১৩৪৯) আলোচনা হয়। বর্তমান গ্রন্থকার এই আলোচনার উত্তর দেয়।—হিন্দু, ৩০।৪।১৩৪৯ (?)

২৫৪—৩ হেমেন্দ্রনাথ মুন্সীকে সভাপতি, প্রসাদদাস সেনকে সম্পাদক, এবং কমরেড সুনীল লাহিড়ী, হরিদাস দে, অমলকুমার বিশ্বাস, নন্দলাল দালাল, পাঁচুগোপাল গোস্বামী ও রণজিৎকুমার প্রামাণিককে সভ্য করিয়া একটি সোভিয়েট-সুহৃদ্-সমিতি গঠিত হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯।১।১৩৪৯। ইং ১৮।৫।১৯৪২ তারিখে নদীয়ার বিশিষ্ট কৃষক ও কংগ্রেস-নেতা কমরেড সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শান্তিপুরে একটি বৃহৎ ফ্যাসি-বিরোধী সভার অনুষ্ঠান হয়; সেই দিন প্রান্তে একটি

পোস্টার-শোভাযাত্রা ফ্যাসিবিরোধী ধ্বনিসহ নগরের রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩।২।১৩৪৯। উপর্যুক্ত কমরেড সুনীল লাহিড়ীর উপর হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।—আনন্দ-বাজার পত্রিকা, ৯।২।১৩৪৯। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি বেআইনী ঘোষিত হওয়ায়, শান্তিপুরের কংগ্রেস-সমিতিও ঐ পর্যায়ে পড়িয়াছে। —আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬।৪।১৩৪৯

২৫৫—৪ শান্তিপুর-মহিলা-সমিতির উদ্যোগে স্থাপিত রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য এইরূপ—দরিদ্র বিধবার কৃশ শিশুদিগকে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ, দরিদ্র বালকবালিকাগণের পাঠের সাহায্য এবং ম্যাট্রিক-পরীক্ষার ফী দান।—যুবক, ১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ১) —১১ মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব একবার, এবং মুস্লিম-ইউনিয়ন-ক্লাব একবার শান্তিপুর-ফুটবল-লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩।৪।১৩৪৯

২৫৭—১৬ দুইবার —পাদটীকা (১) অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য অধুনা পরলোকগত।

২৬৪—শেষে নূতন প্যারা বসিবে (১)—

তন্তুবায়দিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। শান্তিপুরের ৺শ্যামচাঁদ-প্রতিষ্ঠার সময় খাঁচৌধুরীদিগের সহায়ক ও অন্যান্য তন্তুবায়দল লইয়া 'বড়' ও 'ছোট' দলের সৃষ্টি হয়। (২) 'ছোট'দলীয়েরা ধামরাইএর বিশুদ্ধ বারেন্দ্র বলরাম দাসের সন্তান হইয়াও ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া পড়িতে থাকে। 'বড়' দলের মধ্যে কেহ কেহ আবার নদীয়ার রাজবংশ হইতে কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়, এবং 'প্রামাণিক' ইত্যাদি সম্মানসূচক উপাধিও গ্রহণ করে। রামগোপাল খাঁচৌধুরী এক দিন তৎকর্তৃক

---

(১) এই বিবরণ ভোলানাথ বাণীকণ্ঠের সৌজন্যে প্রাপ্ত। (২) এই পরিশিষ্টে ১ম ভাগের ২৫৫ পৃষ্ঠায় (ছত্র ৩) সংযোজিত অংশ দ্রষ্টব্য।

ঢাকা-নবাবপুর হইতে আনীত সাহাদের কাহারও বাসস্থানে গিয়া দেখেন যে, তাহারা দালানের পারাবত কাটিয়া মাংস রন্ধন করিতেছে। এই ছলে তিনি ক্রমে তাহাদের ও অন্য সাহাদের সহিত আহারাদি বর্জন করেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভাতের হাঁড়ী মস্তকে করিয়া প্রতিকারার্থ নদীয়া-মহারাজের নিকট উপস্থিত হয়, এবং তাঁহার পত্রের বলে 'বড়' দলে পুনরায় স্থান পায়। অন্য সাহারা এইরূপ কার্যকে অপমানজনক মনে করিয়া উহাদিগকে 'ভেড়ুয়া' বা 'ভেড়ো' নামে অভিহিত করে। 'ভেড়ো'রা 'প্রামাণিক' উপাধি লিখে, এবং গোস্বামী ভট্টাচার্যপল্লীতে ও কুঠীরপাড়ায় বাস করে। এই দুই দলীয় সাহাগণ মৌদগল্য-গোত্রীয়। নিশ্চিন্তপুরের 'কবিওয়ালা' সাহাগণ উপর্যুক্ত তেজস্বী দলভুক্ত। সাহাপাড়ার সাহাগণ, এবং লক্ষ্মীতলা ও চৌগাছাপাড়ার সাহাগণ গৌতম-গোত্রীয়।

ক্রমে 'ছোট' দলের কয়েক ঘর (পারাবতভোজী সাহা, পুলো, কল্লা, ঠেঁটা, নকুলে, প্রভৃতি) একত্র হইয়া 'মধ্যম' দল গঠন করে, এবং আহারব্যবহার ও আদানপ্রদান নিজেদের মধ্যেই চালাইতে থাকে। তাহারা 'বড়' দলের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন দরের পাত্র ধরিয়া আনিয়া নিজ কন্যাগণের সহিত বিবাহ দিতে থাকে ;—অবশ্য এই সব পাত্রেরা স্বসমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইতে থাকে। 'মধ্যম' দলের ১৫।১৬ ঘর 'ছোট' দল হইতেও পৃথক্ রহিয়া যায়।

ছোট দলের প্রায় ৬৪।৬৫ ঘর (ফেঁচড়া, টেঁয়ে, মেটো, বাঘা, গৌতম-গোত্রীয় বিশু সাহা, প্রথমে বোকা, গড়ের দালাল, হাকরা, প্রভৃতি) একত্র হইয়া দলবদ্ধ হয়। মধ্যম-দলীয়েরা এই দলে আদান-প্রদান করিত না। তৎপরে, ১৫।১৬ ঘর (কুঁজো, ডাবরে, ভেরান্দা, মেটে, পুতলো, ঘুটকী, প্রভৃতি) এক হইয়া আর একটি দল হয়। ইহারা ইহাদের পরবর্তী দলের সহিত ক্রমে ক্রমে একত্র হইয়া ৫০।৬০ ঘর (সাহাপাড়ার

লালাল, তাপসী, 'বৈষ্ণব'-উপাধিধারী তন্তুবায়, শেষে বোকা, প্রভৃতি) হয়। মেয়েমুখো, কুমড়ো, প্রভৃতি ১৩।১৪ ঘর লইয়া আর একটি দল গঠিত হয়।

শান্তিপুরের তন্তুবায়দের মধ্যে ক্রমে নানারূপ ভেজাল আসিয়া জুটে। "বেড় দাদ্দে বানি, আমড়া চুলচুলে ওয়ানি। থোয়ারে মণ্ডল, বাগানে মণ্ডলও কেহ বলে ইহা জানি॥" এই আট ঘর কোথা হইতে শান্তিপুরে আসে জানা যায় না। বেড়েরা ও দাদ্দেরা অবস্থাপন্ন ছিল ;— বেড়পাড়ার সমগ্র জমিই বেড়েদের জমাই ছিল, এবং এখনকার 'দারিদ্র্য-পাড়া' নাম পূর্বাবস্থার অজ্ঞতাই প্রমাণ করে। ইহারা ছোটদলের মধ্য হইতে কন্যা ক্রয় করিয়া নূতন দলের সৃষ্টি করে। পরে মগরা, ভালকো ও কৃষ্ণনগরের তন্তুবায়েরা শান্তিপুরে আসে। ইহাদের তাঁতে বাঁয়ে খিলি এবং মতির কাঁটা তাঁতের কাপড়ের উপর দেওয়া হইত, বিবাহকালে যে কোনও রংএর কাপড়ে, টোপরে ও ফুলে বিবাহ হইত, এবং পাটের উপর বরকে দাঁড় করাইয়া স্ত্রী-আচার করা হইত, অর্থাৎ, ক'নে বরকে প্রদক্ষিণ করিত (বারেন্দ্র তন্তুবায়দের বেলায় বরকে কাষ্ঠ বা বংশনির্মিত রথের উপর দাঁড় করান হয়)। শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা ইহাদিগকে 'পেটো তাঁতী' বলিত, এবং ইহাদের সহিত করণকারণকারী তন্তুবায়দিগকে বর্জন করিত। এইরূপে ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে উদ্ভূত 'ঘ্যাটা তাঁতী'র দল শান্তিপুরে আসিয়া ভাতের মাড়ে সূতা পাটী করিত, ইত্যাদি। ক্রমে তাহারা অন্য শ্রেণীর তন্তুবায়গণের সহিত আচারব্যবহারে মিশিয়া যায়। ছোট ও মধ্যমদলের মধ্যে এই সব নানা কারণে আহারব্যবহারে দলাদলি ও বিবাহে বিপর্যয় (নিষিদ্ধ বিবাহ পর্যন্ত হইত) দৃষ্ট হয়।

তন্তুবায়-সমাজের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া দেশহিতৈষী শ্যামাচরণ প্রামাণিক (কল্লা) ইহার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হন। এ বিষয়ে

তিনি ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠকে সহায়করূপে প্রাপ্ত হন। উভয়ে তন্তুবায়দিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সকলের সহিত এই দুর্গতি হইতে কিসে সমাজকে মুক্ত করা যায় তাহার উপায়ের জন্য পরামর্শ করিতে থাকেন। শ্যামাচরণ পরলোক গমন করিলে, ভোলানাথ ভ্রাতা গগন ও কালাচাঁদকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর-গড়ে বিশিষ্ট তন্তুবায়দিগের বাটীতে ও অন্যত্র অনেকগুলি বৈঠকী সভার অধিবেশন করান। তিনি সেখানে তাঁহার 'শিবমঙ্গল' গ্রন্থ পাঠ এবং বক্তৃতার দ্বারা তন্তুবায়দিগের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই কার্যে সহায়রাম কাষ্ঠ ভোলানাথের সহকর্মী হন। কেদারনাথ বিদ্যান্ত, রাজকৃষ্ণ লহরী, বিপ্রদাস সেন, মাখনলাল প্রামাণিক, রামচন্দ্র দালাল, গুরুদাস প্রামাণিক, প্রভৃতির বাটীতে ঐরূপ সভা হয়। বাং ১৩১৬ সালের ৬ই মাঘ তারিখে ৺বিশ্বকর্মা-পূজার দিবসে ভবানী প্রামাণিকের ঠাকুরবাটীতে শান্তিপুরের প্রায় ২,২০০ ঘর তন্তুবায়কে নিমন্ত্রণপত্র দ্বারা একটি বিরাট সভায় আহ্বান করার কথা হয়;—সভায় অন্য জাতির লোক সঙ্গে লইয়া আসা নিষিদ্ধ থাকে। কোনও কারণে ওরূপ সভা হয় না, কিন্তু ঐ তারিখে সেখানে সমাগত লোকদিগকে ভবিষ্যতে সভা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হয়।

শান্তিপুর-জাতীয়-বিদ্যালয়ে অধিবেশিত নদীয়া-জেলা-সম্মেলনে ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ তন্তুবায়জাতির প্রতিনিধিরূপে বক্তৃতা করেন, এবং সভামধ্যে এক জন তন্তুবায়াদি জাতির বিরুদ্ধে অযথা কটূক্তি করায়, ভোলানাথ স্বসমাজের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ করেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে তন্তুবায়-সমাজ হইতে ভোলানাথ অভিনন্দন দেন। এই সব কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ক্রমে বিরুদ্ধমতবাদী ডাঃ বামাচরণ দাস, প্রভৃতি, অবসর-প্রাপ্ত স্কুল-ইন্সপেক্টর রামকৃষ্ণ দাস (তাঁহার বাটীতে সভা হয়), নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিক, অধ্যাপক ভগবতীচরণ দাস, হাজারীলাল প্রামাণিক (কল্না),

বিপিনবিহারী সেন (মুকো), প্রভৃতি, তন্তুবায়জাতির হিতকল্পে মনোযোগী হন। ফলে, ১৩২৩ সালের ২৪এ আশ্বিন নবদ্বীপবাবুর বাটীতে "তন্তুবায়জাতীয়-শিক্ষা-বিস্তার-সমিতি" স্থাপিত হয়—ইহার উদ্দেশ্য দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণকে শিক্ষাদান; এই সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়। প্রসঙ্গত লিখিত হইল যে, ১৩২৫ সালের ঐরূপ একটি অধিবেশনে ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ 'তন্তুবায়-ভ্রাতৃগণের প্রতি নিবেদন' নামক একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করেন; উহা পুনরায় ১৩৩৩ সালের বঙ্গীয় তন্তুবায়-মহাসম্মিলনীর উদ্বোধন উপলক্ষে পঠিত হয়, এবং পরে প্রকাশিত হয়। (১)

তৎপরে, কতিপয় বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির স্বাক্ষরে চারি দলের মধ্যে একতার জন্য এক আবেদনপত্র প্রচারিত হয়। হরিপ্রসাদ বিদ্যান্তের বাটীতে আহূত সভায় বিরুদ্ধমতবাদী ব্যক্তিও উপস্থিত থাকেন। ভোলানাথ প্রামাণিকের ভগ্নীর বিবাহে দুই বিরুদ্ধ দল একত্রিত হয়; কিন্তু ইহাতে ডাঃ বামাচরণ দাস (ভজবাবু) যোগদান করেন না। তার পর, নবদ্বীপবাবুর বাটীতে আহূত এক বিরাট সভায় তন্তুবায়জাতির একতার কথা ঘোষিত হয়, এবং কিছু দিনের মধ্যেই ৮।১০টি বিবাহে ঐরূপ বিরুদ্ধ দলের মিলন হইয়া যায়। 'বড়' দলেরা তখনও মিশেন না, এবং ভজবাবু নির্বাচন দ্বারা কতকাংশের মধ্যে ঐরূপ মিলনের পক্ষপাতী হন। নবদ্বীপবাবুর বাটীতে আহূত পরামর্শ-সভায় স্থিরীকৃত হইল যে, একতাই আদর্শ,—শুধু শান্তিপুরের তন্তুবায়দিগের মধ্যেই নহে, বাহিরের মধ্যেও বটে। তার পর, এক বৎসরের মধ্যেই 'বড়' দলের তন্তুবায়গণও ৺কালাচাঁদ ঠাকুরের বাটীতে সভা করিয়া ঐরূপ একতার কথা ঘোষণা করেন, তদবধি এই আদর্শানুযায়ী কার্য করিয়া আসিতেছেন।

(১) ১৩৩৪ তন্তু ও তন্ত্রী, অগ্রহায়ণ

২৬৬—পাদটীকা (২) শান্তিপুরের অন্ধকারাংশের বিষয় আর এক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে।—যুবক, ১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৪)

২৬৭—১০ ডি-ওয়াই-এম-এর সম্পাদক অরীন্দ্রমোহন রায় আর একটি আদর্শ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।—যুবক, ১৩৪৯ বৈশাখ (পৃ ৫)

২৬৯—৯ যুদ্ধের সময়ে রাস্তায় ট্রেন আটক হওয়ায় মধ্যে মধ্যে ঠিক সময়ে ট্রেণ পৌঁছে না, তাহাতে অফিসে বিলম্বে উপস্থিতি, কৃষ্ণনগর দিয়া ঘুরিয়া শান্তিপুর-গমন, পথে অযথা কষ্ট, ইত্যাদি দুর্ভোগ ঘটে। স্ট্র্যাণ্ড-রোডটি সৈন্যদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য (খুলনা-বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তায়) প্রশস্ত করা হয় (১৩৪৯); ইহা প্রথম কাঁচাভাবে ও নিম্ন করিয়া নির্মিত হয় (পৃ ৩ দ্রষ্টব্য)। কোন কোন রাস্তায় স্ত্রীলোকদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ হয়। শরচ্চন্দ্র রায়ের বাটীতে সরকারী রিসেপসন (সিপিং)-অফিস বসে। যুদ্ধপীড়িত স্থানে যে সব শান্তিপুরবাসী ছিলেন তাঁহাদের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। ইঁট ও কেরোসিন তৈল একরূপ অপ্রাপ্য হয়; রাজমিস্ত্রী দুষ্প্রাপ্য হয়। সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ অমান্যের দরুণ কতিপয় অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। বিপণি হইতে লোকের প্রাপ্য অংশের অনেক স্থলে নিয়ন্ত্রণ হয়।

২৭৬—২৪ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, এম-এ, সীতাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, বি-এ

২৭৮—২৪ অণিমা মিউনিসিপ্যাল উচ্চ-ইং-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর (ইনি বাহিরের লোক) কন্যা।

২৮১—১ নিতাইচন্দ্র মিউনিসিপ্যাল কমিসনার।

২৯৪—১৪ গঙ্গাধর ধনী, এল-এম-এফ, অবসরপ্রাপ্ত হাউস-সার্জন।

২৯৬—৭ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-প্রণীত অন্য কবিতাগ্রন্থ সায়ম্, কুমারসম্ভব (সচিত্র) (৩২১-২ পৃষ্ঠায় যথাস্থানে বসিবে); তিনি উপাসনা, মানসী ও মর্মবাণী, ইত্যাদি পত্রে কবিতা লিখিতেন। তিনি পূর্বে

জেলা-বোর্ডের এঞ্জিনীয়ার ছিলেন, এবং বর্তমানে কাশিমবাজার-এস্টেটের এঞ্জিনীয়ার। যতীন্দ্রনাথের পুত্র সুনীলকান্তি, এম-এ,—ইনি ম্যাট্রিক-পরীক্ষায় ৪র্থ, আই-এসসিতে ৫ম, বি-এতে অনার্সপ্রাপ্ত, এবং এম-এতে দ্বিতীয় হন। 'অশ্রুময়' ও 'গৌরী'র গ্রন্থকার অন্য যতীন্দ্রমোহন।

২৯৯—৫ শান্তিপুরের জে-কে শর্মা (যোগীন্দ্রকুমার গোস্বামী) কলিকাতার বী-প্রেসের পূর্বতন মালিক ছিলেন।

৩০১—পাদটীকা (১) যুবক, ১৩৪৮ ফাল্গুন-চৈত্র

৩০৫—১৮ প্রায় ৪,৫০০ গ্রন্থ

৩০৯—২ শান্তিপুর-পরিচয়, ৩য় ভাগও লিখিত হইয়াছে।

৩২৪—১১ পারসী প্রাথমিক পুস্তক—ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৩৩—১৪ বা আকাশমালী

৩৭৩—১৭ শান্ত মুনি তাঁহার বাবলাস্থ আশ্রম অদ্বৈতাচার্যকে সমর্পণ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হন—কেহ কেহ এ কথাও বলেন।

৪২৬—২ দোলগোবিন্দের শাখান্তর্গত উথলিনিবাসী ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ডি-এসসি, কলিকাতা-বিজ্ঞান-কলেজের অধ্যাপক।

৫৪২—১৫ বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদে প্রভুপাদ হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ 'সগণচৈতন্যলীলামৃতং' (প্রধানত অদ্বৈতাচার্য-বিষয়ক), এবং মোহনলাল প্রামাণিকের বাটীতে ক্ষিতীশচন্দ্র পাল সাহিত্যভূষণ তাঁহার 'অদ্বৈতচরিত' সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কিয়ৎকাল পাঠ করেন।

৫৬০—১৭-৮ তিনি তাজমহল-ফিল্মে 'খোকাবাবু'র পরিচালক ছিলেন, এবং ম্যাডান-কোম্পানীতে স্বলিখিত 'বরের বাজারে' বরের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'সরলা'ও ম্যাডানে অভিনীত হয়।

৫৬১—৪ পাকুড়েও তাঁহাদের বাটী আছে।

৫৯৩—১১ প্রাজ্ঞ বিদ্যাভূষণ

৬৫০—১৭ বিশ্বেশ্বর গৃহে পাঠ করিয়াই আই-এ হইতে এম-এ

পর্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। —২২ হরিশ্চন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ভরতচন্দ্র কথক ছিলেন।

৬৭৭—১৯ আনন্দবাজার পত্রিকা

[প্রথম ভাগ—

অতিরিক্ত শুদ্ধি ও সংযোজন

পৃষ্ঠা ১-৮ শিরোনামায় 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' হইবে।

২—ছত্র ১২-৪ অসুস্থ, তখন, ময়রার ৭—৭-৮ খুল্লতাত-পুত্র

৯—৩-৭ মূর্তিটি কাশী হইতে নির্মিত হয়। ইহার চরণপদ্মে 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী' ও তন্নিম্নে 'শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী'র নাম খোদিত আছে।

১৩—৭ ইঁহাকে ১৪ কেশবচন্দ্রের 'ভক্তি'-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা—যুবক, ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ (পৃ ৯)

১৫—১৭ বলিয়া যান ২০—১১ ইঁহার

২১ সাধুর লক্ষণ—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শনাঃ।
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥—ভাগবতম্

২৫—৫ তিনি —১৮ তাঁহার স্ত্রী ও জামাতাও মারা যান।—ভারতী; যুবক, ১৩২১ আশ্বিন; চাঁদরাণী। প্রতিষ্ঠা-তারিখ ১০৯০ সাল।

২৬—২ বক্তৃতাচ্ছলে —২১ বর্ষ

২৮—পাদটীকা: পরবর্তী ২৯—১ হুঁকা

৩২—১১ মহাত্মা 'জ'টে বাবা' (হিন্দুস্থানী বাবাজী) দুই হাতে দুই

মালায় জপ করিতেন ; তাঁহার বয়স ১০০ বৎসরের উপর হইয়াছিল ; তাঁহার জটা পা পর্যন্ত লম্বা ছিল। —১৪ প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, ফরিদপুরে প্রভু জগদ্বন্ধুর মঠের অঙ্গন হইতে ১।৮।১৩৪৭ তারিখে সহস্র মাদলসহ কীর্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫।৮।১৩৪৭। ১৩৪৮ সালে উক্ত স্থানে লক্ষ মাদলসহ মহাকীর্তনোৎসবের সঙ্কল্প হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬।৮।১৩৪৮। ময়মনসিংহ-ছত্রপুরে 'মহানাম-মঠের' উদ্যোগে ১৩৪৬ সালের দোলপূর্ণিমার দিন প্রায় ৬০৲ মাদলসহ কীর্তন-শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯।১২।১৩৪৬

৩৪—২ আশ্রমের ৩৬—১৬ ইঁহাকে

৩৭—পাদটীকা (২) ; উঠিয়া যাইবে। ৩৮-৬ উঁহারা

৩৯ বালক বিজয়কৃষ্ণের অশ্বাপহরণ ও নির্ভীক্ সত্যনিষ্ঠার প্রসঙ্গ—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬।২।১৩৪৮ : 'আনন্দমেলা'র 'গল্প হ'লেও সত্যি' নামক অংশ

৪২—পাদটীকা (১) তাঁহার ৪৩—পাদটীকা (৩) কথামৃত,

৫০—১১ প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম-গ্রহণ'রূপ গুরুতর ঘটনাটি একবার কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'কবির লড়াই'এর বিষয়ান্তর্গত ছিল।—ভারতবর্ষ, ১৩৪৪ ভাদ্র (পৃ ৪৮২)

৫১—পাদটীকা (১) পাল— ; 'গ্রন্থ' শব্দের পরে পৃ ১১৯, ১২১ বসিবে। ৫৩—১৮ সাঁতরাগাছি

৫৪—১ হয়। প্রকৃতপক্ষে, শান্তিপুরের ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে প্রাণনাথ মল্লিকমহাশয় অগ্রণী ছিলেন।

৫৯—শিরোনামা : তৃতীয় ৬২—৫ র‍্যারসা

৬৬—১ যাহারা ৬৮—২ ওম্=অ(বিষ্ণু)+উ (মহেশ্বর) + ম্

(ব্রহ্মা)—এই মতও আছে।—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : অভিধান (২য় সংস্ক); বিশ্বকোষ (২য় সংস্ক) : ওম্, ওঙ্কার, ওঙ্কার-তত্ত্ব

৭১—৫-৬ এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যদিগকে এই স্তবটিও শয়ন ও শয্যাত্যাগের সময় পাঠ করিতে বলিতেন— ; —পাদটীকা (২) ৭৩।

৭৩—৫-৬ ব'স্ —১৭ দিয়া

৭৪—১৩ যোগজীবন ৭৫ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ আন্দোলনের দ্বারা পুরীর পাণ্ডা কর্তৃক যাত্রীপিছু কর আদায় বন্ধ করেন।

৭৬—২ সমাধির উপর —৫ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; নানা স্থানে তাঁহার স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কুলদানন্দের তিরোভাব (১২৭৪—১১।৩।১৩৩৭) ও পুরীতে তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।—ভারতবর্ষ, ১৩৩৭ শ্রাবণ (পৃ ৩১১); আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২।২,২৪।৪।১৩৪৫। —৬ কাশী-মঠের অধ্যক্ষ স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ; ঐ মঠে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ও যোগমায়া দেবীর মর্মরমূর্তি (গোষ্ঠবিহারী পাল কর্তৃক নির্মিত) স্থাপিত হইয়াছে,—ইটালী হইতে আনীত গোস্বামীজীর ব্রোঞ্জ-মূর্তি যথাযথ না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়।—ভারতবর্ষ, ১৩৪৫ আশ্বিন (পৃ ৬৪১)। নানা স্থানে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের মঠ ও আশ্রম বা সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে, এবং নানা স্থানে তাঁহার শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মেদিনীপুর-জেলায় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী 'সদ্‌গুরু-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নদীয়া-রামচন্দ্রপুরে অন্নদাকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজয়কৃষ্ণ-আশ্রমে মধ্যে মধ্যে উৎসব হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬।২।১৩৪৯ —১৯ দ্বারপণ্ডিত —২০ বাচস্পতি

৭৭—৮ ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ

৮০—৯ তাহা গ্রহণে ৯৪—১৩ প্রিয়াঃ ॥"

৯৫—১৪-৭ বসুমতী, ১৩৪৫ কার্তিক (পৃ ১০-১)

১০৪—পাদটীকা : উপেন্দ্রচন্দ্র

১১০—১৬ 'সরস্বতী'—পুণ্ডরীকাক্ষবাবুর অনেক গান 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত' ইত্যাদি পুস্তকে আছে, এবং নানা স্থানে সমাদৃত হয়।

১১২—১৮ ইঁহাকে ১১৪—পাদটীকা : পূর্বোক্ত

১১৬—১৮ মুখোপাধ্যায় ১১৭—৮ হয়।"

১১৮—২০ উক্ত প্রবন্ধ ১১৯—১৮ রায় সাহেব—প্রবোধচন্দ্র বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। তিনি চাকরী-জীবনে সময় সময় তেজস্বিতার পরিচয় দেন। তাঁহার জামাতা (এম-বি) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে চীন-অঞ্চলে কার্য করেন। লালবিহারীর এক অগ্রজ রাসবিহারীর পুত্র সুদিনপ্রকাশ, বি-এসসি, কলিকাতার বরোদা-ব্যাঙ্কে কার্য করেন। বিপিনবিহারীর এক পুত্র নন্দলাল মুর্শিদাবাদস্থ রেশম-কারখানার অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন, এবং বর্তমানে কলিকাতায় ব্যবসায় করেন; অন্য পুত্র শ্যামকিশোর, বি-এ, বাংলার ডিরেক্টর-অব-ইণ্ডাস্ট্রিজ-অফিসে কার্য করিতেন। প্রবোধচন্দ্রের ভ্রাতা নীলমণি মেদিনীপুর-বালিচকের জমিদারীতে চাষবাস ও প্রজাপত্তন দ্বারা অবস্থাপন্ন হন।

১২২—১৬ এক পক্ষ ১২৭—১৪ করুন

১২৮—১৫ ইঁহাকে —১৮ সত্যকুমার

১৩১—১৭ ব্রাহ্মমতে পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ —প্যারার শেষে বসিবে : তৎপরে, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ এ বিষয়ে তাঁহাকে কলিকাতায় সাহায্য করেন; সেখানেও তাঁহার উপর ভীষণ নির্যাতন হয়। —পাদটীকা (৩) ১৯।৪

১৩৩—১৭-৮ হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সিভিল সার্জন); সারদাকান্ত। বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (হরকান্ত ও সারদাকান্ত ইঁহার ভ্রাতা; ইনি বাঁকুড়া-বিজয়কৃষ্ণ-যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ), জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখো (শান্তিপুর-সন্তান, বরাহনগরের বিজয়কৃষ্ণ-বাসুদেবাশ্রমের অধ্যক্ষ)

ও বিপিনচন্দ্র পাল (ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, পৃ ৯৬১, ৯৬৩) মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন।

১৩৪ হেমেন্দ্রবাবুর বাটীতে ও গেণ্ডারিয়ায় অনুষ্ঠিত জন্মোৎসব পত্রিকায় উল্লিখিত হয়। গানটির পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।—ব্রহ্মসঙ্গীত (১১শ সংস্ক, পৃ ৯২৪) —২২ আমার

১৩৫—১ পিরীতি —৪ কলাবাঁধা —১০ অমিয়কুমারের পুস্তক 'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণলীলামৃত' প্রকাশিত, এবং নানা স্থানে প্রশংসিত হইয়াছে; তিনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য। —১৪ : ৪,০০০ —শান্তিপুর-নূতনগ্রামে বিজয়কৃষ্ণ-সেবাসদন (দাতব্য ঔষধালয়সহ) স্থাপিত হইয়াছে; প্রধান উদ্যোগী দেবীপ্রসাদ ঘোষ। বাং ১।৬।১৩৪৭ হইতে শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণের শতবার্ষিক জন্মোৎসব বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ৺শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে দশদিন-ব্যাপী অনুষ্ঠানে গীতা-ভাগবত-চণ্ডী-রামায়ণ(তুলসীদাসসহ)-মহাভারত - গ্রন্থসাহেব - চৈতন্যচরিতামৃত-বিজয়কৃষ্ণলীলামৃত-পাঠ, নামযজ্ঞের অধিবাস ও অহোরাত্র তারকব্রহ্ম নামকীর্তন, সপ্তশতী হোম, প্রসাদবিতরণ, ইত্যাদি সুষ্ঠুরূপে নিষ্পন্ন হয়। নহবৎ-বাদন, মঙ্গলঘট-স্থাপন, উষায় কীর্তনসহ পল্লীভ্রমণ, কৃষ্ণদাস-মোহনদাস-হরিবোলদাস বাবাজী, প্রভৃতির কীর্তন, গোস্বামীজীর চিত্রার্চন ও ৺শ্যামসুন্দরের পূজা, বাবলাপাটে গোস্বামীপ্রভুগণের বাটীতে, ৺জলেশ্বর-শ্যামচাঁদ-সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে ও গঙ্গায় পূজাদানাদি কার্য এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ থাকে। এক দিন প্রাতঃকালে গোস্বামীপ্রভুর প্রতিকৃতি-সহ প্রায় ৪,০০০ লোকের একটি শোভাযাত্রা চৌদ্দ মাদল ও নামকীর্তনসহ নগর প্রদক্ষিণ করে। তৎপরদিন বিরাট সভায় গোস্বামীজীর জীবনী ও আদর্শ সম্বন্ধে কাশীস্থ বিজয়কৃষ্ণ-মঠের অধ্যক্ষ স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, যোগেশচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মচারী, গোপেন্দু-ভূষণ সাংখ্যতীর্থ, কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, নারায়ণদাস ভট্টাচার্য,

রাধাবিনোদ গোস্বামী, হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী, অমিয়কুমার সান্যাল, ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ, প্রভৃতির বক্তৃতা এবং কবিতা-প্রবন্ধ-পাঠ হয়। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬।৫।১৩৪৭, Amrita Bazar Patrika, 9. 9. 1940) এই উৎসবের কার্যকরী সমিতির সভ্যগণের নাম—সভাপতি রজনীকান্ত মৈত্র; সহ-সভাপতি নীরদচন্দ্র গুহ (অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজ; ইনি বর্তমানে শান্তিপুরবাসী), নলিনীমোহন সান্যাল ও যোগীন্দ্রকুমার গোস্বামী; সম্পাদক মানগোবিন্দ গোস্বামী ও বীণাবল্লভ গোস্বামী; সহ-সম্পাদক ধনঞ্জয় চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর গোস্বামী (আতাবুনিয়া-বাটীর), অতুলবিহারী বসু, অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয়কুমার সান্যাল; এবং কোষাধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কাশী, নবদ্বীপ, কলিকাতাদি স্থান হইতে ভক্তমণ্ডলীর সমাগম হয়। সুতরাগড়ে 'বিজয়-বাসরে' (মধ্যে মধ্যে এই বাসরে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সভাদি হয়।) বাং ২৫।১২। ১৩৪৭ তারিখ হইতে ২১ দিবসব্যাপী শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে কালীপূজা, নবদ্বীপের ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ-প্রমুখ অষ্টাদশ জন পণ্ডিত কর্তৃক সপ্তশতী হোম সম্পাদন, নবরাত্র-নামযজ্ঞ-উদ্‌যাপন, প্রসাদ-বিতরণাদি হয়। সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তিভারতীভাগীরথী, অধ্যাপক তুলসীদাস কর, ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ, হেরম্বনাথ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ, প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বঙ্কিমবাবুকে বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদে অভ্যর্থনা করা হয়, এবং মিউনিসিপ্যাল উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ের সভায়ও তিনি বক্তৃতা করেন। সুতরাগড়-উৎসবের যুগ্ম-সম্পাদক থাকেন ধনঞ্জয় চক্রবর্তী ও বিশ্বেশ্বর দাস। সংকীর্তন, যজ্ঞানুষ্ঠান, মহাপ্রসাদ-বিতরণ ও সভাদি হওয়ার পর এই শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। (আনন্দ-বাজার পত্রিকা, ১২।৭।১৩৪৬, ২৫।১২।১৩৪৭, ১৩,১৮,২০,২১।১।১৩৪৮; যুবক, ১৩৪৮ বৈশাখ, পৃ ৩); মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের শতবার্ষিক

উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য (বঙ্গে ও বাহিরে ; ১৯৪০ আগস্ট-১৯৪১ জুলাই) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যে আবেদন করেন তাহার কিয়দংশ এইরূপ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪।১১।১৩৪৬)—

"উনবিংশ শতাব্দী বাঙালী জীবনের সন্ধিক্ষণ। বাঙালী এই যুগে তাহার নিজ সাধনা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া স্বীয় বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া যেভাবে জীবন যাপন করিতেছিল, তাহাকে আত্মঘাতী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই দুর্দিনে যাঁহাদের প্রতিভা ও প্রেরণায় বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন গতিপথ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাঁহারা স্বকীয় প্রেম, জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মশক্তি দ্বারা বিভিন্ন দিক্ দিয়া বাংলার ও বাঙালীর পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন—আচার্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। বর্তমান বাংলা ইঁহাদেরই দানে সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ হইয়া ভারতীয় সাধনায় স্বকীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। এই সব মহাত্মাদের স্মৃতিপূজা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। ঐ কর্তব্য পালন করিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদেরই কল্যাণ সাধন করি।

"আচার্য বিজয়কৃষ্ণ বাংলার এক জন যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষ। যৌবনে নবপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের আচার্যরূপে এবং বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার সাধনার মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ কঠোর তপস্যার দ্বারা যে সার্বভৌমিক সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা অভিনব ও অতুলনীয়। যোগ, জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির একত্র সমাবেশে সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি শেষ জীবনে যে উদার শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, ভারতের ইতিহাস তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার দান অসাধারণ।"

১৩৬—৩ (গোস্বামী মহাশয়) যখন এক দিন (দেওঘরে)

১৩৭—৯ 'এই' উঠিয়া যাইবে।

১৪২ যোগমায়া দেবী : যুবক, ১৩৪৪ ফাল্গুন (পৃ ৬৩)

১৪৫ ঢাকার গেণ্ডারিয়া-আশ্রম ব্যক্তিগত অথবা সাধারণের (বা দেবোত্তর) সম্পত্তি এই বিষয়ে একটি জটিল মামলা ঢাকার সাব-জজ বসন্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আদালতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। বাদী থাকেন যোগজীবন-শিষ্য নোয়াখালি-দালালবাজার-নিবাসী ভূস্বামী নরেন্দ্রকিশোর রায় দীগর, এবং বিবাদিনী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের কন্যা শান্তিসুধা দেবী দীগর। রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, পুরীধামের মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কাশীর সাধু কিরণচাঁদ দরবেশ, প্রভৃতির সাক্ষ্য কমিসন-যোগে বা আদালতে গৃহীত হয়, এবং গোস্বামীমহাশয়ের কতিপয় জীবনচরিত-গ্রন্থ, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর মুদ্রিত ও প্রকাশিত রোজনামচা ('সদ্‌গুরু-সঙ্গ') এবং তাঁহার পূর্বতন বিবৃতি, ইত্যাদি অনেক দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করা হয়। সাব-জজ সিদ্ধান্ত করেন যে, আইন-নিরূপিত সময়েরও অনেক অধিক কাল নিজ স্বত্ব-স্বামিত্ব বজায় রাখিয়া বিবাদিনী উক্ত সম্পত্তি ভোগদখল করিয়া উহার অধিকারিণী হইয়াছেন, এবং খরচাসহ মামলা ডিসমিস করেন।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০।৪।১৩৪৬

১৪৬—১-২ নাটমন্দির-প্রাঙ্গণে —২০ শান্তিপুরে —পাদটীকা: ভারতবর্ষ

১৪৭ মনোমোহন মৈত্র, বি-এসসি (এঞ্জিনীয়ারিং; লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টার), এ-আর-আই-বি-এ (লণ্ডন; একমাত্র বাঙালী; ইনি কলিকাতা-কার্পোরেশনে সহকারী সিটি-আর্চিটেক্ট থাকাকালে, কর্পোরেশন ইঁহাকে বিলাত পাঠায়), এ-এম-টি-পি-আই, বর্তমানে কর্পোরেশনের সিটি-আর্চিটেক্ট, এবং কলিকাতায় নিজবাটীতে বাস করেন। —৯ ইঁহার

১৪৮ বংশলতায় এইরূপ হইবে: গোপীনাথ (—কৃষ্ণমণি); শ্যামসুন্দর, শান্তিসখা······; প্রেমময়ী······। লালমোহন বিদ্যানিধি—

সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ৩০২)। —কোন্নগরের উপেন্দ্রনাথ জ্যোতীরত্ন-কৃত মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জন্মকুণ্ডলী লিখিত হইল।—

শকাব্দা ১৭৬৩।১৯শে শ্রাবণ, সোমবার

জাতাহ	০		০	পরাহ
দিব্যমান	শু ৫	০	০	দিব্যমান
৩২।৪১	লং ২৫°			৩২।৩৯
২ ২২ ৩	বু ৮ র ৯			৩ ২৩ ৪
১৫ ৫০ ৪২	কে ৯		চ ২৩ রা ২২	১৬ ৫৬ ৪৩
২৪ ২৭ ৫০				২৮ ২৮ ২০
	০		শ ১৯	
৪ ১ ১৯	০	ম ১৫	বৃ ১৮	৪৭ ৩ ২০

আয়ুর বিচার—

লগ্নাধিপতি বুধ, রবির সম, কিন্তু তৎকালীক শত্রু, সুতরাং মধ্যায়ু। ৫৮ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছিল।

যোগাদি—

১। ‘পুত্রাধিপে কেন্দ্রগতে চ যোগঃ স্যাৎ পদ্মরাগো নৃপযোগবর্যঃ।
জাতোঽত্র যোগেঽখিলশত্রুহন্তা মহার্থযুক্তো……।’

এখানে পঞ্চমাধিপতি শুক্র লগ্নে কেন্দ্রে আছেন, সুতরাং শত্রুহন্তা। প্রভুপাদের অনেক শত্রু ছিল, কিন্তু সকলেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

২। রবিযুক্ত বুধগ্রহের সহিত চন্দ্রের রাজযোগের ২য় ও ৩য় সম্বন্ধ হইয়াছে।

'যদা যামিনীশো দিনেশং প্রকাশ্যেদ্ধোহপীহ চেষ্টীক্ষতে যামিনীশং।
তদা দৈববেদী কিমর্থং বিমৃশ্যেৎ......॥'

৩। 'যুগ্ম লগ্নে শনিঃ পাপঃ', অর্থাৎ, মিথুন লগ্নে শনি অনিষ্টকারী। ঐ শনি সপ্তমে পত্নীস্থানে, সুতরাং, তাঁহার জীবিতাবস্থায় পত্নীহানি হইয়াছিল।

৪। শনির শুভত্বই ধর্মজীবনে কঠোর ব্রতী সাধক করে। ঐ শনি নবম ভাবের (ধর্মভাবের) অধিপতি হইয়া কেন্দ্রে বৃহস্পতির গৃহে অবস্থিত, সুতরাং, তাঁহার ধর্মবিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল, এবং তিনি সম্প্রদায়বিশেষের সৃষ্টিকর্তা হইয়াছিলেন।

৫। নবমস্থানে বহু দেশ-ভ্রমণ বুঝায়। মেষরাশি হইতে নবম স্থান ধনু; এই ধনুরাশিতে শনি অবস্থিত, সুতরাং, তাঁহার অনেক দেশ-ভ্রমণ ঘটিয়াছিল। শনি ধর্মবিষয়ে প্রযোজক, সুতরাং, তিনি অনেক সাধুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

৬। রবি, চন্দ্র ও বুধের সম্বন্ধে পূর্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে রাজযোগের ফল হয় নাই, কিন্তু ঐ যোগে তিনি দৈবশক্তি ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

৭। দশমাধিপতি ও সপ্তমাধিপতি বৃহস্পতি ষষ্ঠ ভাবগত হওয়ায়, তিনি ধনবান্ হন নাই, কিন্তু ষষ্ঠ স্থান উপরের স্থান বলিয়া তাঁহার অর্থাভাবও কখন ঘটে নাই।

১৫০—১৮ নৃত্যগোপাল

১৫২ অঘোরনাথ-সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত প্রমাণ-পঞ্জী: শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ; The Apostles and the Missionaries of the Nababidhan (1923; Publisher N. Neogy); যুবক, ১৩৪৮ পৌষ (পৃ ৩), মাঘ (পৃ ৩) — পাদটীকা: দেবেন্দ্রনাথ

১৫৩—৪ ব্রহ্মযোগে ১৫৫—১৭ যোগেতে — ২০ বিষয়

১৫৬—৩ না —৫ লইয়া যাওয়া হইতেছে —৭-৮ কত ছিল —২৪ সেবন

১৬২—পাদটীকা (১) পৃ ৩৩৭

১৬৩ রাজলক্ষ্মী দেবীর প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ: ব্রাহ্মসমাজের আদি-চিত্র ও পরলোকতত্ত্ব (পরিশিষ্টসহ; ১৩৪৪; ইহাতে 'শান্তিপুর'-সম্বন্ধীয় একটী কবিতা ও অন্য বিষয় আছে; প্রশংসিত); তীর্থচিত্র (১৩৪৫); রত্নকণা (১৩৪৬; প্রকাশিত হইলে 'মহাভারতের কথা ও উপদেশ' নামক গ্রন্থের এই নাম হয়; প্রশংসিত)। তিনি শান্তিপুরে নানা সভায় বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠ করেন। তিনি 'মোদক-হিতৈষিণী'তে (কাঠিয়া বাবা……) লিখিতেন। প্রাণনাথ-পুত্র রজনীকান্ত শান্তিপুরে ওভারসিয়ার ছিলেন, এবং একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। —৫ প্রাণ-নাথের ভাগিনেয় হলধরের পুত্র বসন্ত —৮ কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কথা রজনীকান্ত মৈত্রের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে (পৃ ১৩৫) উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদের 'চক্রবর্ত্তী' উপাধির কথা উপরিলিখিত 'ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র' গ্রন্থে (পৃ ১০৮-৯, ১১১) বিবৃত আছে। —১১ ধামচরের আর এক নাম ধামসার

১৬৪—হরসুন্দর কৈলাসচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র এবং মুন্সিফ ছিলেন। হরসুন্দর-পুত্র শ্রীশচন্দ্র শান্তিপুরের বড় গোস্বামীদের হেমচন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। হরসুন্দর ও কৈলাসচন্দ্রের পিতা চন্দ্রনাথ শান্তিপুরে আগমন করেন; স্টীমারে শান্তিপুরে আসিবার সময় (১২৮৭ অগ্রহায়ণ) নাভার প্রধান মন্ত্রী ব্রজেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি সঙ্গীরা কৈলাস-চন্দ্রের উপবীত নদীতে নিক্ষেপ করেন।—ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র। হরসুন্দরের আর এক অনুজ গিরীশচন্দ্র ডেপুটী পি-এম-জি ছিলেন। শরদিন্দু, এম-এ, বি-এল, এবং পূর্ণেন্দু, বি-এ, বি-ই ছিলেন।

১৬৫ মুকুন্দকৃষ্ণ শান্তিপুরস্থ বান্ধব-নাট্যসমাজের সম্পাদক ছিলেন।

—প্রবাসী, ১৩২৯ শ্রাবণ (পৃ ৬১১)।—৮সুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চীর মৃত্যুর পরে নানা পত্রে তাঁহার কথা প্রকাশিত হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮।২।১৩৪৬ (প্রতিকৃতিসহ) —৯ সংস্কৃতে

১৬৬—২ মনোমোহন দাস —১১ লক্ষ্মীশ্রী বাং ১৩৪২ সালে প্রকাশিত —১৪ এই পারিবারিক ডায়েরী 'ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। —২০ সুধাকৃষ্ণবাবুর অগ্রজ-পুত্র নির্মাল্যকুমার, এম-এ, দিল্লী-বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-কার্যে নিযুক্ত আছেন। —২২ অধ্যায় ; এই প্রতিবাদের বিবরণ 'ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র' গ্রন্থে লিখিত আছে।

১৬৭ শান্তিপুরের ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রমাণ-পঞ্জী : 'ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র' ; সোমপ্রকাশ, ২২।৮।১২৭০ ; যুবক, ১৩৪৬ চৈত্র (পৃ ৪৫ : মহারাণী সুচারু দেবীর শান্তিপুর-গমনোপলক্ষে শান্তি-পুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের অভিভাষণ)

১৬৮ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৫ এপ্রিল ; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৫ (পৃ ১০১), ১৩৪৬ (পৃ ১৯২, ১৯৫) ; আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১।১১।১৩৪৫ (রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিনিষ্ঠা) ; ভবসিন্ধু দত্ত—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্য—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (পৃ ২—গোস্বামী-ভট্টাচার্যমহাশয়ের নিকট স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।)

১৬৯—৫ হীরালাল দেব ও হাজারীলাল ভড়ও সহকারী ছিলেন। —৮ গৌরগোবিন্দ রায়— ১৩ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী —১৫ প্রমথলাল সেন —১৬ কেদারনাথ দে, বঙ্গচন্দ্র রায় —১৭ চন্দ্রমোহন দাস [যুবক, ১৩৪৬ আশ্বিন (পৃ ২৭)] ও চন্দ্রনাথ দাস [যুবক, ১৩৪৫ ভাদ্র (পৃ ৩১)] উভয়েই শান্তিপুরে আগমন করেন। —১৯ কালীনাথ ঘোষ —২০ অধ্যাত্ম দীননাথ দাস, কৃষ্ণদয়াল রায় —বাহির

হইতে ব্রাহ্মসমাজের কার্যের জন্ত শান্তিপুরে আগত অতিরিক্ত কতিপয় ব্যক্তির নাম : অক্ষয়কুমার লব, অর্জুন পাথর, উমানাথ গুপ্ত, কান্তিচন্দ্র মিত্র, কুঞ্জলাল ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, নেপালচন্দ্র রায়, বিহারীলাল সেন, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও তৎপুত্র চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় [ইঁহারা আদি-ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন; চিন্তামণিবাবু শান্তিপুরের কালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের (শিক্ষক) জামাতা ছিলেন] এবং শিবনাথ শাস্ত্রী —পাদটীকা : বঙ্গরত্ন, ২৪, ৩১।৩, ২১।৪, ১৭, ২৪, ৩১।৫।১৩৪১ ; যুবক, ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ, পৌষ

১৭০—৭ এই আশ্রম লইয়া একটি মামলা হয়।

১৭১—২১ বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ও অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

১৭৪ যোগানন্দবাবু 'ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ' নামক প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। —যুবক, ১৩৪১ শ্রাবণ, ভাদ্র

১৭৫—৫ শক ;—১০-১ যোগানন্দবাবুর পুত্রগণের মধ্যে নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের কার্য করে, এবং কল্যাণকুমার ও সন্তোষকুমার 'যুবকে' প্রবন্ধাদি লিখে, এবং কন্যা সুনীতিবালা ও সুধীরা 'যুবকে' প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিত। সুধীরা বি-এ-শ্রেণীতে পড়িতেছে। —২২ বীরেশ্বর-পুত্র দেবানন্দ যুবক, মাতৃমন্দির, ইত্যাদি পত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেন ; তাঁহার 'শান্তিপুর'-সম্বন্ধীয় কবিতা—শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের পাট (যুবক, ১৩৩৪ ভাদ্র, পৃ ৩৬) ; তাঁহার ভগ্নী বিদ্যাপতি, বি-এ, ভাগলপুর-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী।—১৬ পূর্বলিখিত কালাচাঁদ দালাল। তিনি বর্তমানে 'কার্তিকচন্দ্র-তন্তুবায়-বিদ্যালয়ের' শিক্ষক, এবং নিজ আবাসে ('প্রেম-নিকেতন'—শান্তিপুর, ১৩৩৭, পৃ ২৭) দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেন, এবং ধর্মচর্চা করেন।

(যুবক, ১৩৪৫ ভাদ্র, পৃ ৩৭০) তিনি এককালে কলিকাতার কান্তিক-প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন। কালাচাঁদবাবু কর্তৃক প্রণীত অন্য গ্রন্থ—লীলাবতী (কবিতা ; মৃতা স্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত ; ১৩৪৫ ; প্রশংসিত—Amrita Bazar Patrika, 31.10.1938, জীবশিব-মিসন-পত্রিকা, ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৮, ইত্যাদি) ; মর্মকথা ও মর্মব্যথা [কবিতা ; ১৩৪৮ ; সচিত্র ; প্রশংসিত]। তাঁহার শান্তিপুর বা আত্মীয়-সম্বন্ধীয় লিপি : পল্লীবীর আশানন্দ, দীর্ঘপ্রবাসে অভিনন্দন (সত্যানন্দ প্রামাণিককে), গৃহাগমনে স্নেহোপহার (সত্যানন্দ প্রামাণিকের অভিনন্দন-সভায় পঠিত), অরুন্ধতী (পৌত্রী), শচীনাথ (প্রামাণিক, ডাঃ, শ্রাদ্ধবাসরে বিতরিত), রাধাকান্ত (গোস্বামী, রাধারমণ গোস্বামীর পুত্র), লীলাবতী (কবির পত্নী), জীবনী-কাহিনী, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব (পাগলা-গোস্বামীদের নাটমন্দিরে স্মৃতি-সভায় পঠিত), 'শান্তিপুর'-সম্বর্ধনা (কবিতা ; শান্তিপুর, ১৩৩৬ বৈশাখ, পৃ ১), হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত (শোকসভায় পঠিত ; যুবক, ১৩৪৬ বৈশাখ, পৃ ৭) —১২ কর্তৃক লিখিত ইহার চারিটি ; 'শান্তিপুর-গীতি' অন্য স্থানেও প্রকাশিত হয়।—যুবক, ১৩৩১ পৌষ (পৃ ৮১), ১৩৪৫ আষাঢ় (পৃ ১৮)

—পাদটীকা (২) এই মসী-যুদ্ধের উল্লেখে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে।—যুবক, ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ৯)। শান্তিপুরের দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মদীয় বন্ধুর বিরোধের কাগজপত্রে অবসান হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিলে কি দোষ হয় বুঝা গেল না ; ইঙ্গিতমাত্রেও ৪ বৎসর পরে 'গ্রন্থের গৌরবহানি'র অমূলক সন্দেহ প্রকাশ করায় দুঃখের কারণ হওয়ার সম্ভাবনা।

১৭৬—১৩ রায় সাহেব দামোদর প্রামাণিক, বি-এ ; ইঁহার কথা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে ; ইনি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।—১৪ সত্যানন্দ 'শান্তিপুর' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন।—১৫ নৃত্যগোপাল

দালালের পুত্র কমলাকান্ত 'ভারতী'র সহ-সম্পাদক ছিলেন, 'কান্তিক'-প্রেসের প্রথমে ম্যানেজার এবং পরে ৩ বৎসরের বন্দোবস্তে স্বত্বাধিকারী ছিলেন, এবং ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার প্রেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন; তিনি শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের এক জন উৎসাহী সভ্য ও কর্মী; তদীয় ভ্রাতা তরণীকান্ত টাটানগরে শিপিং-বিভাগের প্রধান কেরাণী, এবং লক্ষ্মীকান্ত কবিতাদি লিখিয়া থাকেন।—পাদটীকা (২) Amrita Bazar Patrika, 15-11-1936

১৭৭—৪ যোগানন্দবাবুকে লিখিত হরেন্দ্রবাবুর একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।—যুবক, ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ১১)। হরেন্দ্রবাবু 'হিতবাদী'র সহ-সম্পাদক ছিলেন। —১১ এই কীর্তনের উল্লেখ—রামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৪র্থ ভাগ (পৃ ১১১)

১৭৮—১২ মাধ্বভাষ্য—পাদটীকা (২) বঙ্গীয় মহাকোষ—পাদটীকা (৩) এবং ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ পৌষ (পৃ ১২২)

১৭৯—১৬ যে—পাদটীকা (১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৭ (পৃ ১৪৯)

১৮০—১ সীতাগুণ—৩ কাশীনাথ সার্বভৌম : শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ—(আ) এই প্রসঙ্গ অন্যত্র লিখিত হইয়াছে।—যুবক, ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ (পৃ ১০ : শান্তিপুরে ভক্তের মেলা)

১৮১—৩ উপস্থিত

১৮২—৮ এই ঘটনা ও কাজীদলনকালে চৈতন্যভাগবতে লিখিত মহাপ্রভুর গৃহভগ্নকরণ ও অগ্নিসংযোগের আদেশদান সম্বন্ধে ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন—"নিত্যানন্দের চরিত্রে উদ্দামতার একটি ধারা বিদ্যমান ছিল। নিত্যানন্দ-ভক্ত বৃন্দাবন দাসের লেখায় শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে সেই উদ্দামতা কিছু সংক্রামিত হইয়াছে মনে হয়।"—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (পৃ ১৯৫-৬)—পাদটীকা (৩) রজনীকান্ত-

১৮৩—৪ শঙ্করদেবকে 'বাউল শঙ্কর' বলিত।

১৮৪—৬ রহিয়াছে।

১৮৯—৮ শ্রীবাস এই গীতটি গান করেন।

১৯০—৩ মুকুন্দ নৃত্যও করেন।

১৯১—পাদটীকা (১) পৃ ১১২ স্থলে পৃ ১১১ হইবে।

১৯২—পাদটীকা (১) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতিরও এইরূপ অভিমত।

১৯৬ শান্তিপুর হইতে বিদায় লইবার সময় চৈতন্যদেব শচীমাতাকে বলেন, "মা, আমি সততই তোমার নিকট থাকিব।" হরিদাস দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া চৈতন্যচরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলে, চৈতন্যদেব বলেন, "এইরূপে আমিও শ্রীজগন্নাথপাদপদ্মে নিপতিত হইয়া বলিব, যেন তোমাতে হরির কৃপা হয়।...নিশ্চয়ই তোমাতে হরির কৃপা হইবে।" গোপীনাথ আচার্য প্রার্থনা করেন, "হে ভগবন্! হে কামজ্ঞ! আমি আপনার সর্বশরীর দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।" এই দুর্বোধ প্রার্থনা পূর্ণ করা হয়। মুরারি গুপ্ত ও কবি কর্ণপূর এই ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। বাং ৯১৭ সালের মাঘী সংক্রান্তিতে ২৩ বৎসর ১১ মাস ৭ দিন বয়ঃক্রমকালে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।—গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, ১ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ (পৃ ১১৩)। 'নিমাই-সন্ন্যাস' সম্বন্ধে অনেক পুথি, নাটক ও পদাবলী আছে। এই বিষয়ের আংশিক অতিরিক্ত প্রমাণ-পঞ্জী —বিশ্বকোষ, ১ম সংস্করণ, ২য় সংস্করণ (পৃ ৯৪, ২য় খণ্ড); বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-সংগ্রহ; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'প্রাচীন পুথির বিবরণ'; ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'চৈতন্যদেব'—পাদটীকা (১) বসুমতী, ১৩৪৫ কার্তিক (পৃ ৫০)

১৯৭—১১ জগদানন্দ

১৯৮—পাদটীকা (১) রজনীকান্ত

১৯৯—১ গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—পাদটীকা (৪) '৪২

২০০—৮ রহিলা—১৯ : ২১৯

২০১—৪ কেহ বলেন যে, কানাই-নাটশালা রামকেলির নামান্তর।

২০৫—৪ কাঞ্চনপল্লী—১১ গোবিন্দের—জলেশ্বরের মন্দির : বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড (পৃ ৯৩, ৯৬ ; ই-বি-আর ; ১৯৪০খৃ)

২০৬—১ কালীপ্রসন্ন—২ ৺জলেশ্বরের সেবায়েত—৫ আশুতোষ পরলোকে গমন করিলে তাঁহার জন্য শান্তিপুরে শোকসভা হয়।—১৪ যায়—মতিবাবুর নীলের চাষ ছিল। "তিনি মাচ্ছর ময়নাগড়ীর কেশরী উদ্ধব মল্লিকের সহিত পরামর্শপূর্বক জ্ঞাতিগণের অধিকৃত পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইঁহাদের কুলীন দৌহিত্রগণ ঐ সকল ভূমিতে তাঁহাদের জীবিকাবৃত্তি এইরূপ প্রমাণ দেওয়ায়, মতিবাবু পরাস্ত হন। বর্ধমান-অঞ্চলের অনেক কুলীন ইঁহাদিগের দৌহিত্র ও বৃত্তিভোগী।"—সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ১ম পরিশিষ্ট (পৃ ১৬৪)

"নদীয়া-জেলার ব্রাহ্মণমাত্রেই দেবোত্তর জমি পাইত এবং রাজবাড়ীতে খাইতে পাইত।...আহারের পর মহারাজ গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মণের হাত হইতে খড়কেকাটি লইতেন; শান্তিপুরের এক ব্রাহ্মণ-পরিবার (এই রায়গোষ্ঠীভুক্ত) এখনও 'খড়কী' নামে পরিচিত।"—বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায় (পৃ ৪০-১) [ইহা অন্যত্র প্রথমে প্রকাশিত হয়।—ভারতবর্ষ, ১৩২২ আশ্বিন (পৃ ৭০৪)]

"শান্তিপুরের কেশরকোণীবর্গ কহেন যে, তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষবর্গ নির্বাধই-দত্তপুকুরে অবস্থান করিতেন, তৎপরে হুগলী-জেলার বংশবাটী-গ্রামের অধিবাসী হইয়া কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করেন। তথা হইতে গুপ্তপল্লীতে কিয়ৎকাল অবস্থানানন্তর পরিশেষে শান্তিপুরে অধিষ্ঠিত হন। ...ইঁহারা গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেক পরবর্তী কালে শান্তিপুরে অবস্থিত হন (গৌরচাঁদ রায় বরাবর মস্তকে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিপুরে 'গৌরহরি' প্রতিষ্ঠিত করেন)।...ভট্টনারায়ণ-নীপ-

১২শ পুরুষ অধস্তন কামদেব—বৈকুণ্ঠনাথ—শ্রীধর—রামচন্দ্র (নির্বাধই-দত্তপুকুর)—রঘুনন্দন—তারাকিঙ্কর—গোপাল—ক্ষিতিপতি—মদনমোহন—বিশ্ববন্ধু—হরিনারায়ণ—চাঁদ,…গৌরচাঁদ…(দ্বাদশ 'চাঁদ')। গৌরচাঁদকে নির্বাধই-দত্তপুকুরের (এবং শান্তিপুর, ময়নাগড়, মাচ্ছর, ইত্যাদি স্থানের) কেশরিগণ মূলপুরুষ স্বীকার করিয়া পরিচয় দেন।…শান্তিপুরের কাঁসারীপাড়ার রায়গণ ('পাঁটী') এই জমিদারদিগের (শান্তিপুরের চাঁদ রায়ের বংশীয়গণ) সপিণ্ড জ্ঞাতি।…শান্তিপুরের জমিদার চাঁদ রায় এক মহাপুরুষের নিকট উপদিষ্ট হইয়া শাক্ত হন, এবং বাগাঁচড়ার বাগ্‌দেবীর আরাধনার সুব্যবস্থা করেন, এবং ঐ পীঠস্থানে এক সন্ন্যাসীর বীরাচারে সন্দিগ্ধ হইয়া অভিশপ্ত হন। সে অভিসম্পাত এই—নির্বংশ অথবা নির্ধন হওয়া, এই উভয়ের একতর স্বীকারকরণ। চাঁদ নিঃসন্তান হইতে স্বীকার করেন, এবং গৌরচাঁদের সন্তান কামনা করেন; এবং মৃত্যুকালে গৌরচাঁদকেই সমুদয় সম্পত্তি দান করেন।"—সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ১ম পরিশিষ্ট (পৃ ১৬০, ১৬৬-৭)। উক্ত সিদ্ধ পুরুষের নাম মহাদেব মুখোপাধ্যায় (বাগ্‌দেবী-স্থাপয়িতা খৃস্টীয় ১৬শ শতাব্দীর রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়), এবং উক্ত দেবীর মন্দিরের নাম সিদ্ধাশ্রম। অনুমান হয় যে, চাঁদ রায় (১৬৬৫ খৃ) নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র রায়ের দেওয়ান ছিলেন, এবং তাঁহার নির্দেশে ১০৮ ঘর সুব্রাহ্মণ লইয়া ব্রহ্মশাসন-গ্রাম ও সেখানকার শিবমন্দির স্থাপন করেন।—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার: জীবনীকোষ [চাঁদ রায় ৩]; তপোবন, ১৩৪৫ মাঘ (পৃ ১৬৬)

কেহ চাঁদ রায়কে বার ভুঁইয়ার অন্যতম শ্রীপুরের চাঁদ রায় মনে করেন, কিন্তু 'প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়'—অন্নদামঙ্গলে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়।—নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩২২)। বিশ্বকোষেও চাঁদ রায়ের সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক বর্ণনা আছে; আরও কেহ কেহ এইরূপ ভ্রমে

পড়িয়াছেন। ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন যে, ব্রহ্মশাসনের (চাঁদড়া বা চাঁদুড়া) 'চাঁদ রায়' ভক্তমালোল্লিখিত বা বার ভূঁইয়ার অন্যতম চাঁদ রায় হইতে পারেন ; এবং তিনি চাঁদ-প্রতিষ্ঠিত ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরের কারুকার্যের সুখ্যাতি করিয়াছেন। কিন্তু 'ভক্তমালের' চাঁদ রায় দস্যু ছিলেন, আর এই চাঁদ রায় প্রথমাবস্থায় দস্যু ছিলেন কিনা বলা যায় না। "এই শিবমন্দির এক সময়ে সমগ্র নদীয়া-জেলার গৌরবস্বরূপ ছিল। একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারিদিকে চারিটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ('তিনটি ধ্বংসস্তূপ') দেখা যায়। উত্তর দিকের মন্দিরটি এখনও দণ্ডায়মান আছে। ইহার চূড়া নাই,—সম্মুখস্থ ভিত্তির গাত্রে নানাবিধ মূর্তি খোদিত আছে। পূর্বদিকের দ্বারের উপর প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত লিপিটি খোদিত আছে।:—

শ্রীশিবঃ

শাকে বারমতঙ্গবাণ হরিনাঙ্কে নাঙ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশু সুধা সুধাকর কর ক্ষীরোদনীরোপমং।
তস্মৈ সৌধমিদমুদা সুজলদানীলনীলোধ্বজং
তৎপাদেরিত ধীর ধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায় দদৌ ॥

(অর্থাৎ, ধীর স্থির বুদ্ধিবিশিষ্ট শ্রীচাঁদ রায় পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্নার মত ও ক্ষীরোদনীর সমতুল্য এবং নিবিড় নীরদসংলগ্ন ধ্বজবিশিষ্ট এই মঠ ১৫৮৭ শকে নির্মাণ করিয়া শিব প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া শিবপদে অর্পণ করিলেন।) অন্য তিনটি মন্দিরেও খোদিত লিপি থাকা অসম্ভব ছিল না।...... শান্তিপুরের জলেশ্বর-মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্মিত হয়। জলেশ্বর-মন্দির-নির্মাতা স্থপতিরা বাগাঁচড়া (ব্রহ্মশাসন)-মন্দিরের অনুকরণে জলেশ্বর-মন্দিরটি নির্মাণ করে।...ব্রহ্মশাসনের শিব-মন্দিরের যে স্তরে মূর্তি ইত্যাদি খোদিত ছিল বলিয়া মনে হয়, সেই স্তরের

ইষ্টকফলক (terra cotta) খসিয়া পড়িয়াছে। এখনও যাহা আছে তাহা বাংলাদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।"—দেশ, ১৫।৫।১৩৪৭ (পৃ ২১১); বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড (পৃ ৯৮; ই-বি-আর; ১৯৪০ খৃ; মন্দিরের তিনটি প্রতিকৃতিসহ)

মতিবাবুর বিস্তৃততর বংশতালিকা—গৌরচাঁদ রায় (বাচস্পতি ভট্টাচার্য)—কুলাচার্য রামগোপাল সার্বভৌম [পৃ ২২৮; বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি (পরিশিষ্ট, পৃ ২০)]—রামকান্ত বাচস্পতি—রামলোচন, রামনৃসিংহ, কৃষ্ণানন্দ, নিত্যানন্দ, রামহরি

কৃষ্ণানন্দ—রামচন্দ্র (রামমোহন ? পৃ ২২৬), শ্যামচন্দ্র (শ্যামমোহন ? পৃ ২২৮), আনন্দচন্দ্র, ভারতচন্দ্র

রামচন্দ্র—রঘুনন্দন (লালাবাবু)—হরমোহন—রাজচন্দ্র; রঘুনন্দন—ঈশানচন্দ্র—শরচ্চন্দ্র, সুরেন্দ্রচন্দ্র, কন্যা [=কৃষ্ণনগর-মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের দৌহিত্র ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামাধব রায় (মুখোপাধ্যায়)]; রাজচন্দ্র—ঈশ্বরচন্দ্র (পুত্র যতীন্দ্রচন্দ্র, তৎপুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র), পরমেশ্বর (পুত্র সুশীল), শ্রীমান্‌চন্দ্র

শ্যামচন্দ্র—শিবচন্দ্র, কালাচাঁদ, সৌরমণি [সয়ামণি, সৈয়েমণি—উলার 'বাবু'দের সরীক চন্দ্রভূষণ মুখো)], জয়কালী; সৌরমণি—হরিদাস মুখো (পোষ্যপুত্র=জয়কালী-পুত্র; পৃ ২২৮, ৩৬৯)—জ্যোতিঃপ্রসাদ

আনন্দচন্দ্র—উমেশচন্দ্র (মতিবাবু), ভগবান্‌চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র; উমেশচন্দ্র—ধরেন্দ্রকুমার, ননীগোপাল (পালিত পুত্র); ননীগোপাল—হরিগোপাল, এম-এসসি (পৃ ২১৬; ইনি কানপুরের আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়কে হাই স্কুলে পরিণতকরণের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫।১০।১৩৪৪); ভগবান্‌চন্দ্র—হরিদাস, শরচ্চন্দ্র; হরিদাস—রামদাস, ললিতমোহন [সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ১ম পরিশিষ্ট (পৃ ১৬০-৩)]

২০৭—৮-৯ এরূপ প্রতিকৃতি উক্ত দুই স্থলে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। —পাদটীকা (২) নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ২৩১)

২০৮—১৬ সিদ্ধ বিশ্বনাথ (ঈশে ?) একবার সুতরাগড়ের একটি মৃত যুবককে 'ওঠ্, শালা' বলিয়া লাথি মারে, এবং তৎপরে সে পুনরুজ্জীবিত হয় বলিয়া কিম্বদন্তী। কোন দোকানদারের নিকট হইতে বিশ্বনাথ দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সে ইহার নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিত না।—সুজননাথ মুস্তোফী : উলা (পৃ ১২৪)। কোনও স্থানে বহু লোক একত্রিত হইলে, বিশ্বনাথ আসিয়াই বলিত, 'বিয়ে ত হ'চ্ছিল' ; কেহ বিবাহ না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বার বার ঐ কথা বলিয়া বলিত 'কিন্তু মশায় কামড়াইল যে !'—কালিদাস বিদ্যাভূষণ : জ্বরতত্ত্ব ও কীটাণুতত্ত্ব (পৃ ৬)। সিদ্ধ বিশ্বনাথ এবং মতিবাবুর সহিত তাঁহার সংস্রব সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে।

২১১—১৬ সত্যচরণবাবু এখন অবসরপ্রাপ্ত।

২১২—১৯ বাবু

২১৫—৭ ইস্কুলের

২১৬—১০ হরিদাসবাবু প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। —পাদটীকা (৩) যমুনা, ১৩৩০ আষাঢ় ; প্রবাসী, ১৩৩০ শ্রাবণ (পৃ ৫১১)

২১৭—২১ : ২৪-পরগণা-জেলাস্থ —২৫ জমিদারী : সুতরাগড় পূর্বে পাটলির জমিদার-বংশের হরশঙ্কর ও সীতারাম রায়ের অধিকারে ছিল বলিয়া শুনা যায়। কেহ বলেন যে, পূর্বে সুতরাগড় বর্ধমান-জেলার কোর্ট-এক্তিয়ারপুর-পরগণার অধীন ছিল। রামচন্দ্র সেন (পৃ ২২৩) এবং গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের মোহন্ত সন্ন্যাসী শ্যামানন্দের সহিত মামলায় লিপ্ত এক রামচন্দ্র অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।—বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ পৌষ (পৃ ৬৯০-১)

"সন ১২৯০ সালের ২৮এ ভাদ্র তারিখে লিখিত ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর একখানি ছাড়পত্রের নকল পাঠে জানা যায়, নদীয়ার রাজস্বের তদানীন্তন তত্ত্বাবধারক জেকব রাইডারের আদেশ অনুসারে তরফ মামজোয়ান ও শান্তিপুরের ইজারাদারদিগের প্রতি উলার তিলকরাম মুস্তৌফী (হুগলী-সুখড়িয়ানিবাসী) এইরূপ নোটিস জারি করাইয়াছিলেন যে, নভেম্বর মাসের পূর্বে তাঁহার মহোত্তরাণ বাটী এবং কাওগাছি, বড়কুল্যা ও শান্তিপুরের দমদমা-গ্রাম হায়াতে তাঁহার জমির ফসল যাহা ক্রোক ছিল তাহা যেন উক্ত ইজারাদারগণ ছাড়িয়া দেন।"—স্বজননাথ মুস্তৌফী: উলার মুস্তৌফী-বংশ (পৃ ১৮৫, ২৬২; ১৩৩৫ ও ১৩৩৭ সালের 'কায়স্থ'-পত্রিকায় উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়)।

"শান্তিপুরের রামনগরপাড়ার ব্রাহ্ম (!) বালিকা-বিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে প্রায় ১২ হস্ত (!) পরিমিত উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একটি আম-বাগান আছে। উহার সেটেলমেণ্ট-দাগ নং ৫৫৫ এবং জমির পরিমাণ ৪৮২।৶০ বিঘা লাখরাজ। এই বাগানের নাম 'মুস্তৌফীর বাগান'। এই বাগানের বাহিরে যে পতিত জমি আছে, উহার সেটেলমেণ্ট-দাগ নং ৫৫৬ এবং উহার পরিমাণ ১॥১।৶০ বিঘা লাখরাজ। উক্ত পতিত জমির নাম 'মুস্তৌফীর মাঠ'। উক্ত বাগানের চৌহদ্দী এইরূপ—দীনদয়াল প্রামাণিকের কলম-বাগানের দক্ষিণদিকে যে রামনগরপাড়া লেন আছে উহার দক্ষিণ; পাটোয়াপাড়া লেনের পূর্ব; রামনগরের মিস্ত্রীপাড়া লেনের ও কালী মিস্ত্রীর বাটীর এবং উক্ত দীনদয়াল প্রামাণিকের পতিত জমির উত্তর; হরি স্বর্ণকার, বিহারী দালাল ও অমূল্য সরকারদিগের বাঁশবাগান ও জমির পশ্চিম। উহার বর্তমান দখলকার সৈয়দ মণ্ডলের পুত্র আবদুল কাদের মণ্ডল, নিবাস ঠাকুরপাড়া, শান্তিপুর। উক্ত 'মুস্তৌফীর মাঠের' দখলকার আবদুল বারি সেখের নিকট হইতে শান্তিপুর-ঠাকুরপাড়ানিবাসী যোগানন্দ প্রামাণিক উহা ক্রয় করেন।

শান্তিপুরের প্রাচীন লোকে বলিয়া থাকে যে, উক্ত ‘মুস্তৌফী-বাগ’ মধ্যে পূর্বে উচ্চ দ্বিতল কোঠাবাটী এবং হস্তীর ঘর ছিল—আজিও উহাদিগের বনিয়াদ মৃত্তিকার নিম্নে বিদ্যমান আছে। বাগানের প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে প্রহরীদিগের জন্য প্রকোষ্ঠ ছিল। শান্তিপুরের লোকে কহিয়া থাকে যে, ঐ বাটীতে উলার মুস্তৌফী-বংশীয় বাবুগণ গঙ্গাবাসের জন্য বৎসরের মধ্যে ৩।৪ মাস কাল বাস করিতেন। পূর্বে উক্ত বাগান হইতে গঙ্গা প্রায় ৬ ফার্লং দূরে ছিল, এক্ষণে উহা প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। উক্ত বাগানের প্রথম ক্রেতা দীনদয়াল প্রামাণিকের পিতা দামু প্রামাণিক। তৎপরে জনৈক অবস্থাপন্ন ঘরামী উহা ক্রয় করে; তৎপরে কৃষ্ণকান্ত প্রামাণিক এবং অবশেষে সৈয়দ মণ্ডল উহা ক্রয় করেন।……উক্ত মুস্তৌফীদিগের বাগান, মাঠ ও গঙ্গাবাসের বাটী তিলকরাম মুস্তৌফীর অথবা উলার অন্য কোন মুস্তৌফীবংশীয়ের ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু উহা মুস্তৌফীদের ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।”—সুজননাথ মুস্তৌফী: উলার মুস্তৌফী-বংশ (পৃ ৮১, ১৮৫)। সুজননাথবাবু শান্তিপুরে আসিয়া ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠের সহিত উক্ত বাগানাদি দেখিয়া যান।

“অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শান্তিপুরে প্রচলিত খাজানার হার এইরূপ ছিল—আউষ বা কলাগাছের উপযুক্ত বা বাগান-জমি একর প্রতি ৩ শিলিং ৭$\frac{1}{2}$ পেন্স; আমন বা অনাবাদী জমি ২ শি ৮$\frac{1}{4}$ পে; সব্জীর, বাস্তু, তামাকের বা হলুদের জমি ৫ শি ৬$\frac{1}{2}$ পে; বাঁশযুক্ত জমি ঝাড় প্রতি ২$\frac{1}{4}$ পে; আম্রকুঞ্জ প্রতি বৃক্ষ ৩ পে; কাঁঠালের প্রতি বৃক্ষ ৬ পে; তেঁতুলের প্রতি বৃক্ষ ৯ পে; কার্পাস-জমি একর প্রতি ৩ শি ৫$\frac{1}{4}$ পে; পান-বাগান ১৯ শি ৬ পে; ইক্ষুর জমি ৭ শি ৩$\frac{1}{2}$ পে; এবং জলা-জমি একর প্রতি ১ শি ৭ পে।”—Hunter: Statistical Account of Bengal, Nadia Dt., vol. II, 1875

"১৭৯৬ খৃস্টাব্দে বন্যার ক্ষতির দরুণ নদীয়ার জমিদার ও প্রজাগণ সরকারের নিকট দুঃখের কথা নিবেদন করেন। নদীয়া-রাজ্য এই সময় হইতেই নিলামে বিক্রীত হইতে থাকে। পুনরায় ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে বন্যার ক্ষতির জন্য নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব-আদায়ে শিথিলতা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন।"—Hunter : Unpublished Records, Nos. 6188, 8385, 281796 ; নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৬৮-৭০)

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে বন্যার জন্য নদীয়ার মহারাণী সুতরাগড় ইত্যাদি স্থানের প্রজাগণের দেয় খাজানা অনেকাংশে মকুব করেন।—Amrita Bazar Patrika, 3.10.1938

২২৫—পাদটীকা (৫) ২য় সংস্ক, পৃ ২০-১

২২৬—৭ না'

২২৯—মিউনিসিপ্যাল বিষয়ে তদানীন্তন বোর্ডের চেয়ারম্যান ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ও ভাইস-চেয়ারম্যান ব্রজলাল মৈত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ সঙ্ঘর্ষ হয়।—Amrita Bazar Patrika, January or February, 1937 : Fifty Years back

২৩০—পাদটীকা (১) পৃ ৯৮ স্থলে ৯০-১ হইবে।

২৩১—৯ পূর্বে শোভাযাত্রা ২টা হইতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার মধ্যেই শেষ হইয়া যাইত ; বর্তমানে উহা গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে।

২৩২, ২৩৪ 'গোড়ো গোয়ালা'রা নদীয়ারাজের সিপাহী এবং ই-আই-কোম্পানীর সৈন্য নিযুক্ত হইত। নদীয়ারাজ বর্ধমানরাজের সহিত কলহ-মোকর্দমায় গোড়ো গোয়ালাদের সাহায্য পাইতেন বলিয়া, পুণ্যাহের সময় তাহাদিগকে অর্ঘ্য দেওয়া হইত।

"গৌড় গোয়ালা নদীয়া-অঞ্চলেই অধিক। তাহারা গৌড় বা শবর জাতিসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। পূর্ববঙ্গে প্রাচীনকালে শবরজাতিরই প্রাধান্য

ছিল। তাহারা বিলক্ষণ বলবান্ হইত, এবং এককালে তাহারা সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করিত।"—পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলার পুরাবৃত্ত

এই 'গৌড় গোয়ালা' ও 'গোড়ো গোয়ালা' অভিন্ন কিনা বলা যায় না। কেহ ইহাদিগকে উড়িষ্যার বিশেষ গোপসম্প্রদায়ের বংশজাত বলেন। যাহা হউক, সুতরাগড়বাসীরা ইহাদিগের প্রতাপের জন্য দস্যুভয় হইতে পরিত্রাণ পাইত। ইহাদিগের মধ্যে 'লক্কা', 'টেঙরী' ও 'বক্কার' উপাধিক শ্রেণীরা সমধিক বিখ্যাত ছিল। 'লক্কা-পুষ্করিণী' মিঠু সেখ খনন করে। প্রবাদ, এক জন 'টেঙরী' বর্ধমানের রাজভৃত্য-রূপে প্রসিদ্ধ 'প্রতাপচন্দ্র'কে ('জাল প্রতাপচাঁদের' কথা সুবিদিত) লালনপালন করেন। বক্কার-শাখার প্রসন্নকুমার ঘোষ শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির কমিসনার ছিলেন।—কার্তিক-চরিত (পৃ ১৫)

প্রসঙ্গত ইহা লিখিত হইল যে, শান্তিপুরের গো-চিকিৎসক আহেরি-গোপগণের 'শ্যাম পিরীতি'র ছড়া প্রসিদ্ধ।—ভারতবর্ষ, ১৩৩৪ মাঘ (পৃ ২১৩)

২৩৩—৪ লিখিলাম।" —৫ ভাগীরথী —১৬ যে

২৩৫ সর্বানন্দীপল্লীর দস্যু শিবে শনির ধৃত হওয়ার বিবরণ আরও বিশদরূপে বর্ণিত হইল। উলার অনাদিনাথ মুস্তৌফী একদা শেষ রাত্রে চাকদহে গহনার (ডাকবাহী দ্রুতগামী) নৌকা ধরিবার জন্য যাত্রা করেন। তিনি মুস্তোফী-বাটীর যোড়বাংলা-মন্দিরের দক্ষিণদিকে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সম্মুখে ডান দিকে 'জামাই-কোঠা'র দ্বিতলের ছাদে একটি লোক পা ঝুলাইয়া কার্ণিসের উপর বসিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছাদে কে?' উত্তর আসিল, 'তোর বাবা'। বলিষ্ঠ অনাদিনাথ তখন নিঃশব্দে উপরে যাইয়া হঠাৎ শিবে শনির দুই হাত সজোরে পিঠমোড়া করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, এবং আহূত ভ্রাতা কর্তৃক আনীত রজ্জুর দ্বারা তাহাকে বাঁধিলেন। শিবে চীৎকার করিয়া

দলের উদ্দেশে বলিল, 'ওরে, আমি মশার হাতে প'ড়েছি, তোরা সব জাল গুটো-না' শিবের দল পলাইল। প্রত্যুষে মুস্তোফীবাটীর সিংহদ্বারের সম্মুখে তাহার দক্ষিণ হস্তের কনুই পর্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হইল। তখনও তাহার মাতাল-ভাব; সে বলিল, 'এখন হইতে বাম হাতে সিঁদ কাটিব, এবং ডান কনুই দিয়া মাটী টানিব।' তখন তাহার দুই হাতের বাহুমূল পর্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হইল, এবং রক্তপাতের ফলে সে ক্ষণকালের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপ ব্যাপার অবশ্য তখনকার কালেই সম্ভব ছিল। শিবের ভগিনী বহু দিন ধরিয়া মুস্তোফীবাটীতে আসিয়া তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিত বলিয়া শুনা যায়। শিবে টিকটিকির মত উঠিতে পারিত, এবং সর্বাঙ্গে তেলসিঁদুর ও কালি মাখিয়া ডাকাতি করিতে যাইত। কেহ বলেন যে, তাহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য তাহার গুরুর উপর নির্যাতন হওয়ায়, সে এইরূপে ধরা দেয়। এই ঘটনা উলার 'বীরনগর' নাম হওয়ার অন্যতম কারণ বলিয়াও কেহ মনে করেন। কিন্তু ১৮০০ খৃস্টাব্দে ডাকাত ধরার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'বীরনগর' নাম প্রদত্ত হয় (পৃ ২৩৪); তবে, তখন উহা জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইত না, শিবে শনি ধরা পড়িবার পর এই নাম সর্বত্র সুপরিচিত হয়। হরিমোহন ঘোষ-প্রণীত 'ভক্তি-প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থানুসারে, উক্ত ঘটনা ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে, এবং 'Nadia Dt. Gazetteer' মতে ইহা জজ ওল্ডফিল্ডের (১৮০২ খৃস্টাব্দে মে মাসে নদীয়া হইতে অবসরপ্রাপ্ত) সময় ঘটে। এই দুই তারিখই ভ্রমাত্মক মনে হয়। উক্ত গেজেটিয়ারে ভ্রমক্রমে 'শেনাশেনি' লিখিত আছে।—সুজননাথ মুস্তোফী: উলা (ভূমিকা—পৃ ।০, পৃ ১৭-৯), উলার মুস্তোফী-বংশ (পৃ ১৪-৬, ২৫৭, ৩১৯; Nadia Dt. Gazetteer, 1910 (p. 105); Index to Reve. Dpt. Proceedings, G. G. in Council, 13.5.1802, no. 1

—পাদটীকা (২) কায়স্থ-পত্রিকা, ১৩৩৫ বৈশাখ (পৃ ২১)

২৩৭—পাদটীকা (৩) বংশ-পরিচয়, ৩য় খণ্ড

২৩৯—১০ ছিলেন।" —১২ : ১৮৭০-৮০ —১৭ কেহ বলেন, ইঁহার নাম সাহ আলম। ইনি নাকি হুমায়ুন ও আকবর বাদশাহেরও গুরু ছিলেন। আকবর নাকি ইঁহাকে তাঁহার অধিকৃত সুতরাগড়ে গিয়া খোদাকে চেরাক (প্রদীপ) দিতে বলেন। আকবর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বাংলার নবাব মুজাফর খাঁ 'সাহ আলম' নামক পীর বা ফকিরকে সুতরাগড় জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। শান্তিপুরের খুন্দকার (মুসলমান-পুরোহিত)-বাটীতে প্রাপ্ত দৈবশক্তিসম্পন্ন কাজেম আলিকে (পৃ ২২৫......) আকবরের পাঞ্জাবলে প্রদত্ত শান্তিপুরের নির্দিষ্ট সীমান্তর্গত ভূমির দলিলে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ বলেন যে, সৈয়দ মহবুব আলম, উপর্যুক্ত সাহ আলম এবং কাজেম আলি এক ব্যক্তি। —কার্তিক-চরিত (পৃ ৪-৫)। অন্য কেহ বলেন যে, ইঁহার নাম সৈয়দ হজরত শা দেওয়ান, এবং ইনি তৈমুরলঙ্গেরও গুরু ছিলেন, এবং কাজেম আলি আধুনিক ব্যক্তি।—শান্তিপুর-স্মৃতি (পৃ ১১০)। অতি দীর্ঘজীবী হইলেও, আওরংজেবের গুরুকে অত দূর টানিয়া লওয়া যায় না, অথবা, উক্ত গুরুকে পূর্ববর্তী করিয়া ইয়ার মহম্মদকে আওরংজেবের সমকালীন ধরা যাইতে পারে; বিভিন্ন ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলিয়া ধরাও সমীচীন নহে। সুতরাগড়ে 'পীরের হাট,' 'ফকিরপাড়া,' 'তোপখানা', 'পাঠানপাড়া','রজপুতপাড়া,' ইত্যাদি স্থান এখনও আছে। পাঠান ও রাজপুত সৈন্যগণের বংশধরগণ সুতরাগড়ে লাখরাজ জমি ভোগদখল করিতেছেন।

২৪২ শান্তিপুরের নিকটস্থ কন্দখোলাগ্রামে একবার দস্যুরা বনমালী ভট্টাচার্যমহাশয়কে বক্ষের উপর বাঁশ দ্বারা চাপিয়া পীড়ন করে বলিয়া শুনা যায়; তৎপরে তিনি শান্তিপুরে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। —পাদটীকা

(১) Vol. 13 —পাদটীকা (৪) সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ১ম পরিশিষ্ট (পৃ ৮৭)

২৪৩—পাদটীকা (১) শান্তিপুর, ১৩৩৬ (পৃ ১৮০, ১৮৩)

২৪৪—৫ ইহার পরেও মধ্যে মধ্যে শোভাযাত্রায় বিরোধ হইয়াছে। বাং ১৩৪৫ সালে বৃষ্টির জন্য শোভাযাত্রা তৃতীয় দিবসে বাহির না হইয়া চতুর্থ দিবসে বাহির হয়। সেবার শোভাযাত্রায় বড় গোস্বামীদের ৺রাধারমণ জীউর প্রতিকৃতিমাত্র বাহির হয়; চূড়ামণিযোগ উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হয়; অনেকের বৃষ্টি, অন্ধকার ও স্থানাভাবের জন্য কষ্ট হয়, এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ক্লিষ্ট যাত্রীদিগকে নিজ নিজ আবাসে স্থান দান করেন। —যুবক, ১৩৪৫ কার্তিক (পৃ ১)। রাস-মেলা প্রায় এক মাস কাল থাকে। বাং ১২৪৮ সালে শান্তিপুর-কাশ্যপপল্লীতে রাসের সময় নদীয়া-জেলার একটি স্বাস্থ্য-শিল্প-প্রদর্শনী হয়, প্রদর্শনী-সমিতির সম্পাদক থাকেন শান্তিপুরের বটকৃষ্ণ প্রামাণিক। —আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫।৭।১৩৪৮। [তৎপূর্বে একবার পুরাতন ডাকঘরের নিকট এইরূপ প্রদর্শনী হয়।] উক্ত সমিতির সভাপতি থাকেন শান্তিপুর-গৌরব জগদীশচন্দ্র মৈত্র, এবং উহার অন্যান্য সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক থাকেন। প্রদর্শনীতে বাহির হইতে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ডাঃ পার্বতীচরণ সেন, রণেশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রভৃতি আসিয়া বক্তৃতাদি (ছায়াচিত্র-সহযোগে) দেন; সঙ্গীত-জলসায় বিখ্যাত তবলচী বটকৃষ্ণ সরকার উপস্থিত থাকেন; এক দিন মহিলা-দিবস থাকে।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬.৮।১৩৪৮। উক্ত বৎসরে ৩২টি শোভাযাত্রা যায় বলিয়া শান্তিপুর হইতে রেডিওতে (কলিকাতা-অঞ্চলে) ঘোষিত হয়। কৃষ্ণনগরের দুই জন বয়োবৃদ্ধের মুখে শুনিলাম যে, জমিদার মতিবাবু নাকি তিন বৎসর কৃষ্ণনগর-রাজবাটী পর্যন্ত রাসের শোভাযাত্রা লইয়া যান; এই ঘটনার সত্যতার কোন প্রমাণ পাই নাই।

১৬৪৯ শক হইতে খাঁচৌধুরীরা রাসের শোভাযাত্রার বিরাট আয়োজন করেন। বড় গোস্বামীদের বিগ্রহ ৺রাধারমণ জীউ পূর্বে একক পূজিত হইতেন; যেবার কার্তিকী পূর্ণিমায় রাধিকার জন্মদিনে রাধিকামূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাঝের রাসের দিনে ৺রাধারমণের সহিত তাঁহার লৌকিক বিবাহকার্য মহাসমারোহে (বরযাত্রী-কন্যাযাত্রী ছিল) নিষ্পন্ন হয়, সেবার ভাঙারাসের দিন বরবেশী ৺রাধারমণ শ্রীমতীসহ খাঁচৌধুরীদের শোভাযাত্রার অগ্রে বাহির হন;—খাঁচৌধুরীরা ব্যয়ভার বহন করেন। তৎপরবৎসর হইতে বড়গোস্বামীগণ মহাসমারোহে রাস করেন। খাঁচৌধুরীদের শোভাযাত্রা বরাবর বড় গোস্বামীদের শোভাযাত্রার পরেই গিয়া থাকে। (২য় ভাগে 'বড় গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।)—৯-১০ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে (২য় সংস্ক, পৃ ৬২৯) উদ্ধৃত হইয়াছে। —পাদটীকা (১) বঙ্গরত্ন, ২১।৬।১৩৪১

২৪৫—১৩ ('ভাঙা রাস')

২৪৬—১৮ থাকিত

২৪৭—৪ নবদ্বীপে এখনও ঐ দিনে খেঁউড়-গান চলে। শান্তিপুরে মোবখাগীতলায় এক বাটীতে ৺শ্যামাপূজা-উপলক্ষে খেঁউড়-গান হইত।

২৪৮—৬ সেবক

২৪৯—৩ কোনও এক

২৫০—১৩ কোন কোন বার লক্ষ লোকের সমাগম হয়।

২৫১—১ এঁদের

২৫২—২ বলরাম-রেবতীর —৪ : ১৬৪৮ শকে রঘুরাম (কৃষ্ণচন্দ্র-পিতা) কৃষ্ণনগরের রাজা ছিলেন। শ্যামচাঁদের মন্দিরের গাঁপনী কাঁচা। ইহার উচ্চতা ১১০ ফীট, দৈর্ঘ্য ৬৮ ফীট ও প্রস্থ ৪৮ ফীট। অতিরিক্ত প্রমাণ-পঞ্জী—নদীয়া-কাহিনী (২য় সংস্ক, পৃ ৩২১); সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সংস্ক, পৃ ১৮৩); হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়: আমরা বাঙালী (পৃ ১০১);

বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড (পৃ ৯৪-৬ ; ই-বি-আর ; ১৯৪০ খৃ) ; ভারতবর্ষ, ১৩৩১ ভাদ্র (পৃ ৩৮৪)

২৫৩—৩ প্রতিষ্ঠা-কার্য —পাদটীকা (১) যুবক, ১৩৩৫ মাঘ

২৫৪—১০-১ নাটমন্দির ৺ভগবতীচরণ দাসের তত্ত্বাবধারণে তাঁহার ভগিনীর অর্থানুকূল্যে নির্মিত। ইহা সভাসমিতির অধিবেশন, যাত্রাভিনয়, মহাপুরুষের আগমন, বহিরাগতের অবস্থিতি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্মৃতির সহিত জড়িত।

২৫৫—৩ ভোলানাথ প্রামাণিক বাণীকণ্ঠের সৌজন্যে প্রাপ্ত খাঁচৌধুরীদের অতিরিক্ত (এই পরিশিষ্টে ২য় ভাগের ২৬৪ পৃষ্ঠায় সংযোজিত অংশ দ্রষ্টব্য।) বিবরণ লিখিত হইল। কোনও মতে, একটি সদ্যজাত শিশুকে নদীবক্ষে পাত্রমধ্যে পাইয়া অদ্বৈতাচার্য শিষ্যগণের উপর উহার পালনের ভার দেন। অন্নপ্রাশনের দিন শিশু 'মাকু' ধরিল দেখিয়া আচার্য উহাকে 'তন্তুবায়বংশজাত' বলিয়া সাব্যস্ত করেন, এবং উহার নাম 'গোবিন্দদাস' রাখেন। গোবিন্দ ক্রমে বিদ্বান্, চরিত্রশীল ও ভক্তি-পরায়ণ হইয়া উঠেন। তৎপরে, আচার্যদেব জাঙীপুরের (কৃষ্ণনগর-পোস্টাফিস) একটি অনুগত তন্তুবায়ের কন্যার সহিত গোবিন্দের বিবাহ দেন। কোনও মতে, গোবিন্দ-পুত্র গৌরীদাস (মতান্তরে, গোবিন্দদাস নিজে ; পৃ ২৫৪, ছত্র ১৭-৮ দ্রষ্টব্য।) ৺গোপীকান্ত-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথ খাঁ (পৃ ২৫৪) স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সস্ত্রীক পুরীধামে গমন করেন, এবং ৺টোটা-গোপীনাথের সেবায়েত বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড়বংশজ পিপলাই-গ্রামী সিদ্ধ শ্রোত্রিয় রামচন্দ্র গোস্বামী বাচস্পতির নিকট পুত্রার্থে সস্ত্রীক দীক্ষা ও বংশ-কবচ গ্রহণ করেন ;—ইনি গদাধর পণ্ডিতের নিকট হইতে উক্ত বিগ্রহের সেবা প্রাপ্ত জগন্নাথ ('মামু') [তৃতীয় ভাগে 'ওড্র-গোস্বামী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।] গোস্বামীর পর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রঘুনাথ পুরীতে প্রচুর দানাদি করিয়া রামচন্দ্র-পুত্র রাধাবল্লভ গোস্বামীকে (ইনি

শান্তিপুরের উড়িয়া-গোস্বামিগণের আদিপুরুষ) ধাতুময় ৺নৃত্যগোপাল-বিগ্রহসহ শান্তিপুরে আনয়ন করেন। পূর্বে খাঁদের বেদজ্ঞ পুরোহিত ছিল না বলিয়া মনে হয়; এবং রঘুনাথ খাঁ প্রথমে কাঞ্জিলাল-গ্রামী তরফদার-বংশের পূর্বপুরুষ এক সুব্রাহ্মণকে নিজেদের পুরোহিত করিয়া শান্তিপুরে আনয়ন করেন। খাঁদের বৈবাহিক আদানপ্রদানও পূর্বে জাঙীপুর, গুঁইপুর ও গোপীপুরের তন্তুবায়গণের (তৎকালে অবজ্ঞাত) সহিতই হইত বলিয়া শুনা যায়। রঘুনাথ নবাবের (পৃ ২৫৪) নিকট হইতে ভূসম্পত্তিও প্রাপ্ত হন ; নবাবের সৈন্যেরা শান্তিপুরের উত্তরদিকস্থ মাঠে কিয়ৎকাল থাকে ; রঘুনাথের পর হইতে এই বংশ দুই শাখায় বিভক্ত হয়,—ধর্মকার্য লইয়া এই দুই শাখায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত।—বঙ্গরত্ন, ২১।৬।১৩৪১। খাঁচৌধুরী-বংশ এখনও বিশেষভাবে বর্তমান; তবে অনেকে 'চৌধুরী' উপাধি লিখেন না। নিম্নলিখিত জগন্নাথ খাঁচৌধুরীদের বংশধরেরা 'বড় খাঁ' নামে পরিচিত। 'নদীয়া-কাহিনী'-কারের (২য় সংস্করণ, পৃ ৩২১) লিপি 'দুইটি বিধবামাত্র ইঁহাদের শেষ চিহ্ন' ভ্রমাত্মক।

বিশেশ্বর (বিশ্বম্ভর, 'বিশু' ; পৃ ২৫৪) খাঁ তৎকালে বঙ্গের প্রধান ধনকুবের ছিলেন। তিনি বঙ্গে ও বাহিরে অসংখ্য পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেন। শান্তিপুরেও 'বিশু খাঁর পুকুর' বলিয়া পরিচিত একটি জলাশয় আছে। ৺কালাচাঁদ-ঠাকুরের গঠন অতি সুন্দর, এবং বিশু খাঁ ইঁহার জন্য একটি বৃহদাকার মন্দিরের ভিত্তিপত্তন মাত্র করিয়া গিয়াছেন। তিনি নবাবকে চাহিবামাত্র প্রার্থিত অর্থ দিতেন; এবং একদা নবাবের প্রশ্নে উত্তর দেন যে, তাঁহার কোষাগারস্থ মুদ্রা দ্বারা তিনি শান্তিপুর হইতে নবাববাটী পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করাইয়া দিতে পারেন। প্রবাদ এই যে, বিশু খাঁ মাতার অনুরোধে একবার স্বীয় ভূগর্ভস্থ ধনরত্ন-ভাণ্ডার প্রদর্শন করেন, এবং তাহার পর হইতেই নাকি আর ভাণ্ডারের ধনাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই।

বিত্ত খাঁর স্ত্রী চৈত্রসংক্রান্তি-দিবসে অষ্টোত্তরশত সগঙ্গোদক স্বর্ণকলস উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। ইহা দেখিয়া রঘুনাথের পত্নী পুত্র জগন্নাথের (বা পুরুষোত্তম) নিকট আক্ষেপ করিতে থাকেন। তখন জগন্নাথ হাওড়ার দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে প্রতি দশ ক্রোশ অন্তর দশ বিঘা ভূমি ও পুষ্করিণীসহ ১০৮টি শিবলিঙ্গ ও মন্দির নির্মাণ এবং মাতাকে দিয়া চৈত্রসংক্রান্তি-দিনে সে সকল উৎসর্গ করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করান।

জগন্নাথ খাঁচৌধুরীর পুত্রগণ—রামগোপাল, রামজীবন, রামভদ্র ও রামচরণ (১ম ভাগ, পৃ ২৪৩, ২৫৩) সকলেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ইত্যাদি ভাষায় সুপণ্ডিত, এবং নদীয়া-মহারাজের সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহাদের যাবতীয় সৎকার্য জ্যেষ্ঠ রামগোপালের নামেই আরোপিত হইত। আনুমানিক ১৬৩০।৩৫ শকে তাঁহারা প্রথম রাস আরম্ভ করেন; হৈমন্তিক পূর্ণিমায় আরব্ধ হইয়া এই রাস কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় তৃতীয় দিবসে শেষ হইত, এবং শেষোক্ত দিনে ঠাকুরকে সমারোহে 'গন্তযাত্রা'য় বাহির করা হইত,—এতদুপলক্ষে মেলা ও যাত্রীসমাগম হইত। ৺শ্যামচাঁদের মন্দির 'রেকুর'-গাঁথুনিতে (২য় ভাগ, পৃ ৮৬ দ্রষ্টব্য) গাঁথা;—ইহাতে লোনা লাগে না এবং গাঁথুনি স্থায়ী হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার জল সেঁচিয়া ফেলিয়া তলদেশে বৃহৎ বৃহৎ চকোর কাষ্ঠ স্থাপিত করিয়া এই মন্দিরের ভিত্তিপত্তন হয়। এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে নদীয়া-মহারাজের সহায়তায় খাঁচৌধুরীরা শান্তিপুর-তন্তুবায়-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। তাঁহাদের পূর্বতন সমাজ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কেহ বলেন যে, চাকফেরা-গোস্বামীদের সন্তোষকুমার খাঁচৌধুরীদের কাহাকেও মন্ত্র দান করায় (২য় ভাগের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। ইহার উত্তরে কথিত হয় যে, তদানীন্তন প্রথায়

বিরুদ্ধে, অথবা, পিতা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী থাকা বিধায়, শূদ্রকে মন্ত্রদানে এইরূপ ঘটে। পূর্বপক্ষ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, অদ্বৈতাচার্য (পূর্বলিখিত গোবিন্দদাস এবং বোকা-বংশের আদিপুরুষ শিবরাম দাস তাঁহার শিষ্য ছিলেন) এবং অন্য গোস্বামিগণের বেলায় শূদ্রে মন্ত্রদান চলিত ছিল বা আছে দেখা যায়; অবশ্য, অদ্বৈতাচার্য যবন হরিদাসকে দীক্ষা দান করায় কিয়ৎকাল সমাজচ্যুত হন। যাহা হউক, উক্ত মন্দির-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞোপলক্ষে পূর্বলিখিত (১ম ভাগ, পৃ ২৫৫) এবং জাঙ্গীপুর-গোপীপুর-গুঁইপুরের তন্তুবায়গণকে লইয়া খাঁচৌধুরীদের সহায়ক 'বড় দল' গঠন করা হয়; এবং সেই সময় হইতে তেজস্বী স্বতন্ত্র তন্তুবায়গণ 'ছোট দল'ভুক্ত হইয়া থাকে। প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্বে জগন্নাথ খাঁচৌধুরীর বৃদ্ধ-প্রপৌত্র হরিপ্রসন্নের পৌত্রীর সহিত ডাঃ বামাচরণ দাসের পুত্র সুধীরকুমারের বিবাহোপলক্ষে এই দুই দল একত্রীভূত হয়। উক্ত মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় হইতে সমাজে খাঁচৌধুরীদের দ্বিগুণ বিদায়প্রাপ্তির ব্যবস্থা হয়।

নীলমণি ভট্টাচার্যের (১ম ভাগ, পৃ ২৫৩) পরামর্শে খাঁচৌধুরীরা নিজেদের নামে না করিয়া গুরুর নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন—এই কথার উত্তরে কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণেতর জাতির নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার নিত্যসেবা হইবে না ইহা খাঁচৌধুরীরা পূর্বে নিশ্চয়ই জানিতেন। এতদুত্তরে বলা যায় যে, এরূপ ক্ষেত্রে পয়সার লোভে নিত্যসেবার জন্য তথাকথিত সৎব্রাহ্মণও মিলিতে না পারিত এমন নহে, এবং হয়ত প্রতিষ্ঠাতারা প্রথমে এইরূপ ভ্রমেই পতিত হইয়াছিলেন।

নদীয়া-মহারাজকে আনিবার জন্য প্রথমে এক লক্ষ টাকা (১ম ভাগ, পৃ ২৫৩) প্রণামী স্থিরীকৃত হয়; কিন্তু হস্ত্যশ্বাদিসমেত বিরাট শোভাযাত্রা-সহ দিগ্‌নগরের নিকটে আগমনানন্তর পিপাসার ছলে রাঘবেশ্বর-দীর্ঘিকা ও মন্দির-চতুষ্টয়-সংস্কার (১ম ভাগ, পৃ ২৫৪) এবং অন্যান্য সৎকার্য

করিবার সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া মহারাজ বা তদীয় অমাত্যবর্গ আরও এক লক্ষ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এই যজ্ঞে শান্তিপুরের তেজস্বী সর্বানন্দী-ভট্টাচার্যেরা যোগদান করেন নাই। বৈশাখী পূর্ণিমায় এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুরের সেবার জন্য 'গোপালপুর' ইত্যাদি জমিদারী রক্ষিত হয় (১ম ভাগ, পৃ ২৫৩)।

এই বংশের মহিলাগণ কর্তৃক আরও ২টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বেশ্বর খাঁর পরবর্তী সপ্তম পর্যায়ে ব্রজেশ্বরী ৺কালাচাঁদ ঠাকুরের সেবারতা ছিলেন।

১১৭৬ সালের মন্বন্তরে খাঁচৌধুরীরা অসংখ্য বৃহৎ জালায় রক্ষিত জল-সিক্ত অন্ন দ্বারা ক্ষুধিতগণের ক্ষুধা নিবারণ করেন। জগন্নাথ খাঁর অষ্টম পুরুষ অধস্তন সত্যচরণ (১ম ভাগ, পৃ ২৫৬)।

২৫৬—১১ নিত্যগোপাল ; ২য় ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। —১৯ উপাধ্যায়

২৬৫—১ 'কোকিল —২ এই মুদ্রাযন্ত্রের নাম 'পুরাণপ্রকাশ' ছিল। 'কাব্যপ্রকাশ'-মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—২য় ভাগ (পৃ ৬৮৯)।

২৬৬—১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমহাশয়ের সাহায্যে ১৩১১ সালে 'কোকিলদূতের' ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (সুধাময় প্রামাণিক কর্তৃক), —যশোদানন্দনবাবু ইহা প্রথম আরম্ভ করেন। ইনি ত্রিবেদীমহাশয়ের সাহায্যে 'কমলাকরুণাবিলাসঃ' গ্রন্থও প্রকাশিত করেন। যশোদাবাবু যে সব জনহিতকর কার্য করেন তাহার মধ্যে একটি হইতেছে রামনগর-পল্লীর গঙ্গাঘাটের রাস্তার সংস্কার। (যুবক, ১৩৪৮ ফাল্গুন-চৈত্র)—১৬ : ২য় ভাগ (পৃ ৬৬৫) দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুদাস-রচিত 'মনোদূতং' নামক একখানি গ্রন্থ আছে ; সম্পাদক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। নরসিংহ দাসের 'হংসদূত' নামক একখানি পুথি আছে।—বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড,, ৩য় সংখ্যা (পৃ ৯৮-১০০) (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ)

২৬৭—১৫ দ্বিতীয়

২৭২—পাদটীকা (১) 'চণ্ডী'-কাব্যগুলি, বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ' (পদ্মাবতীর), 'বিদ্যাসুন্দর' (বিদ্যার), মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধরের গ্রন্থ (রাধিকার), ইত্যাদিতে বারমাস্যার বিবরণ আছে।—অর্চনা, ১৩৩৬ আশ্বিন : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা ; প্রবাসী, ১৩৩৬ কার্তিক (পৃ ১০৬)। নিমাইচাঁদের বারমাস্যা, কৌশল্যার বারমাস, রামচন্দ্রের বারমাস, রাধিকার বারমাস, ইত্যাদি পুথি আছে।

২৭৮—২০ এই হিসাবে 'প্রামাণিক' উপাধি তন্তুবায়াদি জাতির মধ্যেও ব্যবহৃত হইত। তৃতীয় ভাগের 'খাস পাল'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২৭৯—১৮ রামচরণ বসুমহাশয় বিষ্ণুপুর হইতে রাণাঘাটে বদলি হইয়া যান। অবৈতনিক বেঞ্চে তাঁহার বিচার-কার্য ও ব্যবহার প্রশংসনীয় ছিল; তিনি উক্ত বেঞ্চের উৎকর্ষের জন্য কিয়ৎকাল প্রতি শনিবার শান্তিপুরে গমন করিতেন।—সোমপ্রকাশ, ২২।৫, ৫, ১২।৬।১২৮৭। —যশোদানন্দন প্রামাণিক ১৮৭১ খৃস্টাব্দে ইতিহাসে এম-এ-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথমস্থানীয় হন। তৎপূর্বে ১৮৭০ খৃস্টাব্দে মাত্র আর এক জন শান্তিপুরবাসী—হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—এম-এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যশোদাবাবু যথাক্রমে শান্তিপুরের তদানীন্তন স্কুল, ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বান স্কুল, ও কাঁদি-স্কুলের প্রধান শিক্ষক-রূপে কার্য করেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আলিপুরের সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাস ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাগারের গ্রন্থসমূহ স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি দিনাজপুরের মহারাজ গিরিজানাথ রায়ের গৃহশিক্ষক হন, এবং পরে রাজসরকারের কার্যের জন্য হাইকোর্টের উকীল নিযুক্ত হন। তিনি শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির প্রারম্ভ হইতে আমরণ কমিশনার ছিলেন। করদাতাগণের করভার বৃদ্ধি হয় মিউনিসিপ্যালিটির এরূপ

কার্যের তিনি বরাবরই বিরোধী ছিলেন। তিনি শান্তিপুরের সকল জনহিতকর কার্যের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ 'An Analysis of the History of Civilisation in Europe'এর তারিখ ১৮৯২ খৃ। সুধাময় প্রামাণিক, বি-এল, মিউনিসিপ্যাল অফিসে স্বীয় মাতুলের চিত্রোন্মোচন-উপলক্ষে তাঁহার একখানি জীবনী লিখিয়া বিতরণ করেন।—যুবক, ১৩৪৭ আষাঢ় (পৃ ২১), কার্তিক (পৃ ৫২)

২৮১—৯, পাদটীকা (২) উভয়ের মধ্যে এই মসীযুদ্ধ 'Indian Mirror' পত্রেই চলে।—যুবক, ১৩৪৪ বৈশাখ: নিকট-অতীতের শান্তিপুর

২৮২—৪ এলাকায়!'

২৮৫—৭,১২ বাতাবী লেবু

২৮৬—৬ বিগ্রহের নাম ৺রাধারমণ জীউ

২৮৮—পাদটীকা (১) ২৯।১

২৯২—১৮ কৃষ্ণকান্ত আবগারীর দারোগা ছিলেন।

২৯৩—৩ সুধাময় শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির কমিসনার ছিলেন। তিনি 'যশোদানন্দন প্রামাণিকের' জীবনী লিখিয়াছেন; উপরে দ্রষ্টব্য। তাঁহার 'নিকট-অতীতের শান্তিপুর' নামক প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ 'যুবকে' (১৩৪৩, পৃ ৭০, ১৩৪৪, পৃ ৮, ২০, ৪৫, ৫৫) প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি 'তিলি-সমাজ' পত্রেও লিখিতেন।

২৯৫—৩ অমরনাথ ১৩৩৫ সালে অনুষ্ঠিত শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই বংশজাত বিপিনবিহারী প্রামাণিক আদালতের নাজির ছিলেন; তৎপুত্র বীরেন্দ্রগোপাল টাটা-নগরে প্রধান 'শিপার' ছিলেন, দেবেন্দ্রগোপাল সেখানে 'ইয়ার্ড-ফোরম্যানের' কার্য করেন; রমেন্দ্রগোপাল, বি-এ, বি-এ (ই-বি)-রেল-অফিসে কার্য করিতেন, এবং রবীন্দ্রগোপাল শান্তিপুর-মিউনিসিপ্যালিটির

ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন, এবং বর্তমানে শান্তিপুরে একটি তাঁতের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

২৯৬—১৩ বেথা

২৯৭—১৫ বেগোয়ারীলাল

২৯৯—১৭ পুণ্য কার্য অনুষ্ঠিয়া ক'রেছেন জনম সফল,

৩০০—১৯ ফকিরচন্দ্র

৩০১—৯, পাদটীকা (৬) বাসুকুমার দেশে ফিরিয়া আসিয়া কিয়ৎকাল ছিলেন; 'ধীরানন্দ স্বামী' নামে তিনি যে গৌরবের অধিকারী হন, তৎসূত্রেই এইখানে তাঁহার নাম দেওয়া হয়।

৩০৩—১৭ রাধাবল্লভ গোস্বামীর স্ত্রী (রাজবালার মা)

৩০৪—৫ এই সভা (১৯।১।১৩৪৪) মিউনিসিপ্যাল অফিসে বিশ্বেশ্বর গোস্বামী, এম-এ, কাব্যতীর্থের সভাপতিত্বে অধিবেশিত হয়। সেবার উদ্দেশ্যে কার্যকরী সমিতি এইরূপভাবে গঠিত হয়—সভাপতি রায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর; সহ-সভাপতি রামচন্দ্র গোস্বামী; সম্পাদক অমিয়কুমার সান্যাল; সহ-সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী; সভ্যগণ—লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম-এল-এ, বিশ্বেশ্বর গোস্বামী, সুকুমার দাস, এম-বি, হেমেন্দ্রনাথ মুন্সী, বি-এল, মানগোবিন্দ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ হরি। —৮ শান্তিসখা —৯ নিকুঞ্জমোহন এখন আর বাবলার পাটের সহিত সংশ্লিষ্ট নাই। (২য় ভাগ, পৃ ৬৯৬) বাবলাপাট-সংস্কার-সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক অমিয়কুমার সান্যাল এই বিষয়ে সংবাদপত্রে আবেদন প্রচার করেন। উক্ত সমিতির বর্তমান কার্যকরী সভ্যগণের (সাধারণ সভায় নির্বাচিত) নাম প্রদত্ত হইল—সভাপতি: রাণাঘাটবাসী রায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর; সহ-সভাপতি: কমলাকান্ত গোস্বামী ও মানগোবিন্দ গোস্বামী; অন্য সভ্যগণ:

প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, সনাতন গোস্বামী, দেবীদাস মণ্ডল, অতুলবিহারী বসু, কৃষ্ণবিহারী গোস্বামী, ধনঞ্জয় গোস্বামী, গোপালচন্দ্র বঙ্গ, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী ; ধনরক্ষক : অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন (পূর্বে মিউনিসিপ্যাল কমিসনার ডাঃ পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক, এম-বি, ধনরক্ষক ছিলেন) ; ম্যানেজিং সেবায়েত : শান্তিসখা গোস্বামী।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২।৬, ২৮।৭।১৩৪৪, ১৯।৪।১৩৪৬। একবার প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর-যুক্ত এক আবেদনপত্রে বাবলা-পাট-সংস্কারের জন্য সাহায্য চাওয়া হয়। সম্প্রতি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যগণ শ্রীঅদ্বৈতপাটের সংস্কার ও পরিবর্ধনাদি করিয়া দিয়াছেন। জীর্ণ মন্দির ও নাটমন্দির পুনর্নির্মিত হইয়া বাং ২৯।১।১৩৪৯ তারিখে শ্রীঅদ্বৈতবিগ্রহও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; তদুপলক্ষে বিজয়কৃষ্ণ-শিষ্য রেবতীমোহন সেন প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল কীর্তন করেন,—সহস্রাধিক ভক্ত বৈষ্ণব মহোৎসবে যোগদান করেন। বাহিরের কার্য এখনও বাকী আছে।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০।২।১৩৪৯ —১২ নদীয়া-জেলাবোর্ড শ্রীপাটের জন্য ইন্দারা ও নলকূপ-নির্মাণ, এবং পথের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০।১।১৩৪০ —১৬ উত্তরাংশে নির্ঝরিণী (নেঝোর ; ভাগীরথীর খালের খাত) প্রবাহিতা ছিল, এবং আচার্য ঐরূপভাবে উঠিয়া যান নাই। —১৪-৫ সপ্তম দোল। ভোলানাথ বাণীকণ্ঠের এই বিষয়ক দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে—শান্তিপুর-বাবলার পাটের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (বঙ্গরত্ন, ৩১।২, ৭।৩।১৩৪৪) ; অদ্বৈতাচার্যের বাসস্থান-নির্ণয়। —২১ পূর্বে (পৃ ৩১) —২২ এক চিত্র ও বৃদ্ধাবস্থার চিত্র। শিল্পী ভূনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর পরিকল্পিত এক চিত্রে অদ্বৈতাচার্যের শ্মশ্রু আছে ;—এই জন্য নাকি ঢাকায় কৃষ্ণচন্দ্রের নির্যাতন হয়। অনেক অভিনয়েও অদ্বৈতাচার্যের শ্মশ্রু দৃষ্ট হয়। —২৩ : ৬৯৭৫

৩০৫—১২-৩ পোস্ট-মাস্টার; ইনি জগন্নাথ খাঁর প্রপৌত্র শ্যামাচরণের পুত্র; বোধ হয়, ইনি পরে লক্ষ্ণৌতে ডেপুটী পি-এম-জি-পদে অধিষ্ঠিত হন।

৩০৬—৫ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ-লীলামৃত (প্রকাশিত) —১০ উপেন্দ্রচন্দ্র

৩০৮—৭ যোগানন্দ প্রামাণিক 'যুবকে' ভক্তিবিজয়চন্দ্রিকা ও ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ (১৩৪৭ শ্রাবণ, ভাদ্র) নামক প্রবন্ধদ্বয় লিখিয়াছেন। —১১ সদ্‌গুরুর শিক্ষা (২য় সংস্ক)

৩০৯ আনন্দবাজার পত্রিকা—১।৫।১৩৪৭

৩১০—২ ভারতবর্ষ, ১৩৪৭ ভাদ্র (পৃ ৪১৬; প্রতিকৃতিসহ) —৭ যুবক, ১৩৪৫ (পৃ ৩১)

—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি-সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত প্রমাণ-পঞ্জী: অনিলচন্দ্র ঘোষ—বাংলার ঋষি; বড়ুয়া—Kuladananda Brahmachari; বিজয়কৃষ্ণ-মঠ (কাশী)—বিজয়শ্রী, বিজয়কৃষ্ণ, সঙ্গীত-সুধা, Bijaykrishna (বিষ্ণুচরণ দাস); বি সি দাস—Bijaykrishna; ব্যোমকেশ কোঙার —সদ্‌গুরু-সঙ্গে কুলদানন্দ; ব্রহ্মসঙ্গীত ......; মুরারিলাল অধিকারী—বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী (১ম সংস্ক, পৃ ১৫৪, ১৭৭; ২য় সংস্ক); রাজলক্ষ্মী দেবী—ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব; রাজেন্দ্রলাল আচার্য —বাংলার ধর্মগুরু (বিজয়কৃষ্ণ, অদ্বৈতাচার্য); লালমোহন বিদ্যানিধি —সম্বন্ধনির্ণয় (৪র্থ সংস্ক), ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ৩০২); শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (অঘোরনাথ রায়, অনাথবন্ধু গুহ, কুলদানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ: ভারতীয়-ঐতিহাসিক খণ্ড, পৃ ৪১, ১৪০, ৩৮৯, ১৬৫৪); সত্যেন্দ্রকুমার দাস—Bijaykrishna Goswami; সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়—শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ; হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়—আমরা বাঙালী (পৃ ১৭০-১); হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—ছাত্রদের কুলদানন্দ; হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়—শতবার্ষিকীতে বিশ্বের ও বাংলার কেশব ('শিবম্‌' পত্রিকায় প্রকাশিত)

৩১১ —৭ রজনীকান্ত

৩১৩ —যুবক, ১৩৪৭ শ্রাবণ (পৃ ৩০), ভাদ্র (পৃ ৩৫)

৩১৪ —৮ প্রাথমিক রচনা-শিক্ষা (৩য় সংস্ক, পৃ ১৪৮)

৩১৭ —২ (১ম সারি) : পৃষ্ঠা ২১১ —অদ্বৈতাচার্য : ১৭৫ বসিবে।

৩১৯ —আদালত ২১৭ স্থলে ২২৭ হইবে।

৩২১ —উপবীত ৫০ স্থলে ৫৭ হইবে।

৩২৪ —কালীচরণ স্থলে কালীপ্রসন্ন

৩২৫ —কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (২)

৩২৬, ৩৪৯ —২য় সারি বাচস্পতি

৩২৭ —১ম সারি কেদারনাথ দে

৩৩৩ —জমা ২১৮—২০ হইবে।

৩৩৮ —দোল বার স্থলে দোল সপ্তম হইবে।

৩৪১ —নৃত্যগোপাল নিত্যগোপাল হইবে।

৩৪৫ —১ম সারি ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গচন্দ্র রায়

—বরদাকান্ত উঠিয়া গিয়া যথাস্থানে হরকান্ত হইবে।

৩৪৬ —বাগাঁচড়া ১২৭

৩৪৮ —বিশ্বনাথ ৩০২ উঠিয়া যাইবে।

— ঐ দস্যু ৩০২ বসিবে।

৩৫৮ —রাধারমণ গোস্বামী ৩ স্থলে ২ হইবে।

৩৬২ শান্তিসখা ৩৬৬ সারদাকান্ত]

অতিরিক্ত অংশ—

১২৯ —পাদটীকা (১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১।৪।১৩৪৯ : হাফ-আখড়াই গান

২৪৪ —১৭ দত্ত সার্বভৌম—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯।৪।১৩৪৯

২৫০ —পাদটীকা (৫) জীবশিব-মিশন হইতে বর্তমান গ্রন্থকারকে 'গীতাভূষণ' উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

২৫৪ বাং ১৩৪৯ সালের গণ-আন্দোলনে শান্তিপুরে কতিপয় দোকান বন্ধ হয়, এবং কতিপয় ধর্মঘটকারী ছাত্র মিছিল বাহির করে।'—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১।৫।১৩৪৯। এই গণ-আন্দোলন ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য নানাদিকে লোকের সমূহ ক্ষতি, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা, কষ্ট ও অসুবিধা হয়।

২৫৫ —১১ (পৃ ৭১৬) লীগ-বিজয়ী মুস্লিম-ইউনিয়ন-ক্লাব বনাম অবশিষ্ট বাছাই দলের (বিজয়ী) ক্রীড়ায় গোলরক্ষক ললিতমোহন পাত্র 'সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের কাপ' উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হন।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১।৪।১৩৪৯

৩০৪ —পাদটীকা (২) একবার টাউন-ক্লাবের উদ্যোগে রবীন্দ্র-স্মৃতি-দিবস প্রতিপালিত হয়।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০।৪।১৩৪৯

৬৬৫ —পাদটীকা (৪) ১৩১৫ (?) চৈত্র

৭১৩ —২১ শেষ উত্তর (রায় বাহাদুর)

বিশেষ নির্ঘণ্ট

[( ) বন্ধনীযুক্ত পৃষ্ঠায় ১ম ভাগের বিষয় আছে।]

কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণা যৎকৃতং দোষং।
তদ্দোষপ্রশমনায় হরের্নামাহং করোমি ॥

শান্তিপুর-পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ (অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী) সমাপ্ত।

শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ-সম্বন্ধীয় অভিমত

(অ)

Amrita Bazar Patrika, The (2-7, 29-9-1937...)—"The book contains, among other things, the lives of well-known saints like the late Bijaykrishna Goswami, the late Aghorenath Gupta and the late Harimohan Pramanick, the celebrated author...The book will, when complete, be a veritable mine of information all about the place. We are anxious to see the other parts of the book in the near future. The author deserves support and encouragement at the hands of the general public, and particularly the intellectual class of Santipur."

আনন্দবাজার পত্রিকা (২৪।৬।১৩৪৪)—"ইহার মধ্যে শান্তিপুরের ইতিহাস-বিশ্রুত বহু কাহিনীর উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রমুখ বহুজনের পুণ্যস্মৃতির সহিত শান্তিপুরের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। বাঙালীর এবং বাংলার ইতিহাসকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে, শান্তিপুরকে ভাল করিয়া জানার প্রয়োজন। লেখকের পাণ্ডিত্য, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং লিখিবার সুন্দর ভঙ্গিমা পাঠককে একদিকে যেমন আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞান পরিবেশন করিবে।"

উদ্বোধন (১৩৪৪ পৌষ)—"পুস্তকখানি প্রণয়নে গ্রন্থকার অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণ-পঞ্জীতে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া

যায়। শান্তিপুরের তথা সমগ্র বাংলার নিকট পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। লেখকের লেখন-ভঙ্গি এবং সহজ সরল বানান আমরা প্রশংসা করি। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ১৩ খানা চিত্র গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।"

তপোবন (১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ)—"গ্রন্থখানি কেবল মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনচরিত নহে; ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। শান্তিপুরের যে সকল সন্তান নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা গ্রন্থের প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় গ্রন্থের নামকরণে উক্ত মহাত্মার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের সম্বন্ধে অনেক পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে; এখানিও মহাত্মা-সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিবে। ইহাতে মহাত্মার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সমাবেশ আছে। ব্যক্তিগত কথা ব্যতীত ইহাতে ৺জলেশ্বর শিবের মন্দির, ৺শ্যামচাঁদের মন্দির, তোপখানার মসজিদ, রাসযাত্রা এবং শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আছে। পুস্তকটির সর্ব্বত্র গ্রন্থকারের বিদ্যাবত্তা, অনুসন্ধিৎসা এবং পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন সহর শান্তিপুর-সম্বন্ধে জানিতে চাহেন, পুস্তকখানি তাঁহাদিগের বিশেষ সাহায্যপ্রদ হইবে।"

দেশ (১৯৷৩৷:৩৪৪)—"বইখানিতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার সাধনার ইতিহাস এবং অমূল্য উপদেশও পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের সমসাময়িক বহু মহাপুরুষের কথা প্রসঙ্গক্রমে অবতারণা করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে আরও চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন। বাংলা-দেশের ইতিহাসে শান্তিপুর একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বইখানির

নামকরণ সার্থক হইয়াছে--কারণ ইহা পাঠ করিয়া পাঠকপাঠিকাগণ শান্তিপুরের অতীত ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইবেন।"

পরাগ (১৭।১২।১৩৪৬)—"এই গ্রন্থে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত অন্যান্য মহাত্মার জীবনী ও শান্তিপুরের বহু কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, যাহা একাধারে ইতিহাস ও জীবনীর সৃষ্টি করিয়াছে এবং যাহা পাঠে যথেষ্ট আনন্দলাভ করা যায়।"

পরিচয় (১৩৪৪ ফাল্গুন)—"এ বইয়ের প্রধান অংশ ১৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হ'য়েছে। বাকীটা হ'চ্ছে পরিশিষ্ট; আর এই পরিশিষ্টেই শান্তিপুরের প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধে বহু উপাদান সংগৃহীত হ'য়েছে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে শান্তিপুরের স্থান আছে। চৈতন্যদেবের সময় শান্তিপুরের সঙ্গে নবদ্বীপের নিকটসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। চৈতন্যদেবের নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও প্রচলনে অদ্বৈত গোস্বামী যে সহায়তা ক'রেছিলেন তার প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এখনো মেনে চ'লছে। যাঁরা ভবিষ্যতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্কন ক'রবেন তাঁরা যে এই 'শান্তিপুর-পরিচয়' হ'তে বহু উপাদান পাবেন তাতে সন্দেহ নাই।"

প্রবর্ত্তক (১৩৪৪ চৈত্র)—"গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত নূতন বানানপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। পুস্তকখানির আয়তন বৃহৎ, এবং বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। পূর্ব্বে কুমুদনাথ মল্লিক নদীয়াকাহিনী নামে একখানি অতি মূল্যবান্ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের বর্ত্তমান পুস্তকে ঠিক সেই ধারা অনুসৃত না হইলেও ইহাতেও অনেক নূতন তথ্য সন্নিবেশিত আছে। বর্ত্তমানে বাংলাভাষার লেখকদিগের মধ্যে গল্প, উপন্যাস বা কবিতা রচনার দিকে যেরূপ অত্যধিক আগ্রহ দেখা যায়, প্রবন্ধ বা গবেষণামূলক পুস্তক প্রণয়নের দিকে তাহার দশাংশও দেখা যায় না। সেই হিসাবে

তথাকথিত এই কথাসাহিত্যে প্লাবিত যুগে লেখকের এইরূপ প্রবন্ধমূলক পুস্তক প্রণয়নের সদিচ্ছা অতীব প্রশংসনীয়। ঐতিহাসিক তথ্যানুরাগী পাঠকবৃন্দ লেখকের পুস্তকপাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। শান্তিপুর-নগর যেমন সুপ্রাচীন, তেমনি নানা কারণে সুপ্রসিদ্ধ। পুস্তকখানি পাঠে এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে।

"গ্রন্থকার এই পুস্তকে শ্রীশ্রীচৈতন্য, শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শান্তিপুরের অনেক সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য বিষয়ের বিশদ বর্ণনা করিয়া পুস্তকখানির সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। পুস্তকখানির বহুল প্রচার আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।"

প্রবাসী (১৩৪৭ ভাদ্র)—"আলোচ্য গ্রন্থে প্রধানত শান্তিপুরের কৃতী সন্তান মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পর্কে নানা ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, এবং দীর্ঘ পরিশিষ্টে প্রসঙ্গত শান্তিপুরের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কয়েকটি বিষয় ও কয়েক জন খ্যাতনামা মহাপুরুষের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থ সংকলনের জন্য গ্রন্থকার নানা স্থানে ও নানা সময়ে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক আলোচনা করিয়াছেন। পাদটীকায় ও প্রমাণপঞ্জীতে তাহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে একটি বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সংযোজিত হওয়ায়, গ্রন্থ ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। গ্রন্থে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

বঙ্গবাসী (১৯৷৩৷১৩৪৪)—"এই পুস্তকখানি একাধারে ইতিহাস ও জীবনবৃত্তান্ত। নদীয়া-জেলার সুপ্রাচীন নগর শান্তিপুরের পরিচয়-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার এই পুস্তকে এত তথ্য সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে যাঁহারা শান্তিপুরের ও নদীয়া-জেলার ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহাদের পুস্তকগুলিও ঐতিহাসিক উপাদান-সম্ভারে এত সমৃদ্ধ হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। শান্তিপুরের আতাবুনিয়া-গোস্বামিবংশের সুপ্রসিদ্ধ

সাধু ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত-সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। বিজয়কৃষ্ণের বহু শিষ্য এবং আত্মীয় তাঁহার বৃহৎ ও বৃহত্তর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করিলেও, নানা নূতন তথ্যসম্বলিত আলোচ্য পুস্তকখানি যে তাঁহার ভক্তসম্প্রদায়ের আনন্দ বর্ধন করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শান্তিপুর যেমন প্রাচীন, তেমনই নানা কারণে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন নগর। বাংলার ও বাঙালীর ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ও সভ্যতার একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা শান্তিপুর এখনও আধুনিক কালের এই রাজনৈতিক প্লাবনেও স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে। বঙ্গদেশ হিন্দুর শাসন হইতে মুসলমানের ও মুসলমানের শাসন হইতে ইংরাজের শাসনে আসিয়াছে, এবং তাহার ফলে কত স্থানের কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার তুলনায় শান্তিপুরের পরিবর্তন নিতান্ত নগণ্য। এখনও শান্তিপুরে হিন্দুর বার মাসে তের পার্বণ হয়; ধর্মচর্চা ও সাহিত্যচর্চার এখনও অভাব হয় নাই। প্রাচীন আমলের চতুষ্পাঠীর পরিবর্তে এখন শান্তিপুরে পাড়ায় পাড়ায় ইংরাজী-স্কুল হইয়াছে, এবং কেবল বালক নহে, বালিকারাও তাহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে বটে, তথাপি শান্তিপুরের সামাজিক ভাবধারার বিলোপ সাধিত হয় নাই। গ্রন্থকার শান্তিপুর-পরিচয়-প্রসঙ্গে শান্তিপুরের প্রাচীনকালের সহিত বর্তমান কালেরও অনেক কথাই এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন, এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয়ের জীবনবৃত্তান্তের ভিতর দিয়া শান্তিপুরের সাধু, ভক্ত ও কবিগণের প্রসঙ্গক্রমে বহু সাধারণ ব্যক্তির পরিচয়ও বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে শান্তিপুরের বাহিরের পরিচয় যত পাওয়া যাইবে, অন্তরের পরিচয়ও ততই পাওয়া যাইবে। এই গ্রন্থের শেষে যে বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মূল্যবান্।"

বঙ্গরত্ন (২৪।৪।১৩৪৪)—"আমরা এই পুস্তক পাঠে সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বঙ্গের ইতিহাসে শান্তিপুরের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহার সমগ্র ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের এক অংশের

উল্লেখযোগ্য অভাব পরিপূর্ণ হইবে। লেখক সেই অভাব অতি সুযোগ্যতার সহিত পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমাদের এই বিষয়ে খুব আশা হইয়াছে। তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া যে সব প্রাণমনোহর ও ভক্তিপ্রদ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ প্রকাশ করিয়া আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সাধুচরিত্র, ভক্ত ও কৃতবিদ্য সুলেখক ইহার 'পরিচয়' নামমাত্র দিলেও, ইহা 'ইতিহাস' বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। গ্রন্থে যে সব তথ্য অতি নিপুণভাবে সমাবিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা যে কোনও বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের প্রশংসা অর্জন করিবেই করিবে। গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার সহিত এক জন পরম গুরু মহাপুরুষের নাম বিজড়িত রহিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক উপন্যাস-নাটকপ্লাবিত যুগে লেখকমহাশয় আধ্যাত্মিকতাকে উপযুক্ত স্থান দিয়াছেন দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছি। শান্তিপুর-গৌরব পরম ভাগবত পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ-প্রভুর জীবনে সঙ্ঘটিত ঘটনাপুঞ্জকে নূতন আলোকে আলোকিত করিয়া এবং তাঁহার সাধনের ইতিহাস ও উপদেশমঞ্জরী গ্রথিত করিয়া, তাঁহার সংশ্লিষ্ট বহু মহাপুরুষের কথা এবং শান্তিপুরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিষয়ের বিবরণ গ্রন্থকারমহাশয় প্রসঙ্গক্রমে মনোরমভাবে গ্রন্থমধ্যে অবতারণা করিয়াছেন। এই জন্য আমাদের মনে হয় যে, গ্রন্থের নামকরণ সার্থক হইয়াছে। বলিতে কি, এই সংগ্রহখানি পাঠ করিয়া শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যক্তি ও তথ্যের বিবরণ আরও জানিতে আমাদের পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

"পুস্তকখানি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়কৃত বঙ্গভাষার নূতন নিয়মাবদ্ধ বর্ণবিন্যাসে লিখিত হইয়াছে। বিবাহকালে নবদম্পতীকে ইহা প্রীতি-উপহার এবং উচ্চ প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি-শ্রেণী হইতে উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে পর্যন্ত পারিতোষিক দিবার বিশেষ উপাদেয় পুস্তক।

এইরূপ সুরুচিসম্পন্ন পুস্তক বালকবালিকাগণ প্রথম জীবন হইতে পাঠ করিলে তাহাদের চরিত্র নষ্ট হইবার ভয় থাকে না, ভবিষ্যৎ জীবনও উপাদেয়ই হয়। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার আশা করি। ইহাতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, প্রভৃতির অতি সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি চিত্র আছে। ইহাতে পুস্তকখানিকে যেন কাঞ্চনে জড়িত হীরকের ন্যায় করিয়াছে। সারগর্ভ বিষয়পূর্ণ বিপুলকলেবর গ্রন্থের নানারূপ বিশেষত্ব বিদগ্ধমণ্ডলীকে একেবারেই বিমুগ্ধ করিবে। আমরা অতি জোরের সহিত বলিতে পারি যে, ইহা বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নগুলির মধ্যে অন্যতম। আমরা বিশেষভাবে আরও আশা করি যে, সাহিত্যিকবর্গ ও জনসাধারণ এ বিষয়ে গ্রন্থকারমহোদয়কে কার্যকর (অর্থবিষয়ক) উৎসাহ প্রদান করিবেন।"

বঙ্গশ্রী (১৩৪৪ পৌষ)—"এই গ্রন্থে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংক্ষিপ্তাকারে অভিনবভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই মহাত্মার সম্বন্ধে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সকলগুলি পাঠ করা সহজ ব্যাপার নহে; সুতরাং, এইরূপ একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাঁহার ধর্মজীবনের কথা মোটামুটিভাবে জানা যাইবে। বড় রামদাস কাঠিয়া বাবা, তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, প্রভৃতি আধুনিক যুগের প্রায় সকল মহাপুরুষের কথা প্রতিকৃতিসমেত প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট শান্তিপুরের বহু ব্যক্তি ও বিষয়ের বিবরণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই জন্য গ্রন্থের এই ভাগের নাম 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' রাখা হইয়াছে। ভক্ত, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থপাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। আজকালকার দিনে এই ধরণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরস গ্রন্থ বিরল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে গ্রন্থকারের অর্থব্যয় ও শ্রম সার্থক হইবে।"

বণিক্ (১৩৪৬ বৈশাখ)—"শান্তিপুর বাংলার একটি বিশিষ্ট পল্লী। শান্তিপুরের অতীত গৌরব অধুনা ইতিহাসগত কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং শান্তিপুরের অধিবাসী। তিনি অচল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত বিপুল শ্রমসহকারে স্বীয় জন্মস্থানের অতীত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে পুণ্যশ্লোক মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর চরিতকথা বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার গোস্বামীমহাশয়ের সম্বন্ধে যেখানে যে তথ্য পাইয়াছেন, তাহাই সযত্নে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চরিত্রবর্ণনা-প্রসঙ্গে স্থলে স্থলে মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা, তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ভোলানন্দ গিরি, রামকৃষ্ণ পরমহংস, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, প্রভৃতি মহাপুরুষ-গণের চিত্ররাজির সমাবেশে গ্রন্থখানি সাতিশয় উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শান্তিপুরের সুসন্তান অঘোরনাথ রায় গুপ্ত, প্রাণনাথ মল্লিক, হরিমোহন প্রামাণিক, প্রভৃতির জীবনকথাও গ্রন্থমধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে শান্তিপুরে চৈতন্যদেবের আগমন ও লীলা এবং শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাসযাত্রার বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতি পত্রেই গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা ও সংগ্রহ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।"

বসুমতী, দৈনিক (২৪।৬।১৩৪৪)—"লেখক বিজয়ী অনুসন্ধিৎসা ও অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়া মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। মহাত্মার জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লেখক পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন তীর্থস্থান শান্তিপুরেরও পরিচয় দিতে বিস্মৃত হন নাই। লেখকের শক্তিময়ী লেখনীতে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে, সে সকল পাঠ করিয়া কি ভক্ত, কি সাহিত্যিক ও কি ঐতিহাসিক সকলেই পরিতৃপ্ত না হইয়া থাকিতে

পারিবেন না। অথচ এই তথ্যপূর্ণ পুস্তকের মূল্যও খুবই কম—মাত্র ১॥• টাকা।"

যুগান্তর, দৈনিক (৪।৯।১৩৪৪)—"গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে শান্তিপুরের স্বনামধন্য মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়া শান্তিপুর তথা সমগ্র বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দেশের মহৎ ব্যক্তিদের পরিচয় প্রদানের ঐ পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য। বিভিন্ন অঞ্চলের মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী সেই সেই অঞ্চলের লোকদিগকে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবে। আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষ করিয়া মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই ভাল।"

যুবক (১৩৪৪ মাঘ)—"এখানি শান্তিপুরের ইতিহাসসম্বলিত পুস্তক। ইহার মধ্যে শান্তিপুরের ঐতিহ্য ও সাহিত্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এক কথায়, ইহা একখানি শান্তিপুরের ইতিহাস—নূতন ও পুরাতন, অতীত ও বর্ত্তমান-সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে যাহা শান্তিপুরবাসীর পক্ষে অবশ্যজ্ঞাতব্য। শান্তিপুরে এক দিন হরিনামের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল—সেই অতীত যুগের কাহিনী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নদীয়া-জেলাকে ভালরূপে জানিতে হইলে শান্তিপুরকে ভাল করিয়া অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, কারণ নদীয়া-জেলা যাহার জন্য পরিচিত সেই অতীত যুগের কাহিনীই শান্তিপুরের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। শান্তিপুরের অনেক বিষয় উক্ত পুস্তকে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখকের পাণ্ডিত্য, অনুসন্ধিৎসা ও লিপিনৈপুণ্য পুরামাত্রায় বর্ত্তমান। এই পুস্তকখানি শান্তিপুরবাসীর গৃহপুস্তকরূপে রাখা উচিত। গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়া শান্তিপুরের একটি মহৎ অভাব দূর করিলেন। তিনি শান্তিপুর-পরিচয়-প্রকাশে যে যত্ন লইয়াছেন এবং শান্তিপুর-প্রীতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।"

সংহতি (১৩৪৪ আষাঢ়)—"ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নব্য বাংলার সৃষ্টিকর্তা বলিলেও চলে। তাঁহারা শুধু জাতীয়তার ভাবুক ছিলেন না—ধর্মহীন বাঙালী জাতির মধ্যে ধর্মভাব ফিরাইয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। নব্য শান্তিপুরের পরিচয়ে যে বিজয়-কৃষ্ণের পরিচয়ই অধিক দেওয়া প্রয়োজন, তাহা শুধু এই গ্রন্থের লেখক কেন—বাঙালীমাত্রই স্বীকার করিবেন। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার কয়েকজন মহাপুরুষের ছবি দিয়া গ্রন্থখানিকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছেন—বিজয়কৃষ্ণ ছাড়াও কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, তৈলঙ্গ স্বামী, রামদাস কাঠিয়া বাবা (বড়), ভাস্করানন্দ স্বামী, ভোলানন্দ গিরি, প্রভৃতির ছবি এই পুস্তকে আছে। গ্রন্থকার বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া শান্তিপুরের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার 'শান্তিপুর-পরিচয়' শুধু শান্তিপুরবাসীদিগের নিকটে নহে—বাংলা-সাহিত্যেও তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। বাংলার সকল বড় বড় সহরের এইরূপ ইতিহাস প্রণীত হওয়া উচিত।"

সত্যপ্রদীপ (১৩৪৫ চৈত্র)—"সমালোচ্য পুস্তকখানি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহোদয়ের জীবনের বিবিধ তথ্যপূর্ণ; এখানা ঠিক জীবনচরিত নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহার যে কয়খানি জীবনচরিত বাহির হইয়াছে তদপেক্ষা অনেক নূতন তথ্য ও অলৌকিক ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা প্রাঞ্জল এবং বর্ণনার ভঙ্গিও খুব হৃদয়গ্রাহী, কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্ধিত হইয়াছে। আমরা ভক্ত ও অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেককে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

হিতবাদী (৫।৬।১৩৩৬)—"যাঁহারা শান্তিপুর, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অন্য মহাপুরুষ ও নানা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনচরিত-সম্বন্ধে অল্পের মধ্যে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই পুস্তকের

একথানি ক্রয় করুন। আজকালকার লঘুসাহিত্যের যুগে প্রবীণ গ্রন্থকারের বহু পরিশ্রমলব্ধ সাধনার ফলে সুধীবর্গ পরিতোষ লাভ করিবেন একথা নিশ্চয়রূপে বলা যায়।"

হিন্দু-মিসন (১৩৪৫ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)—"ভক্তবীর মহাত্মা বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রভুর জীবনী হইতে গ্রন্থ আরম্ভ করা হইয়াছে। আরও কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের তথ্যপূর্ণ উল্লেখে পুস্তকখানি বিশেষ সমৃদ্ধ। চিত্তাকর্ষক ১৩ খানি ছবির মধ্যে শ্রীশ্রী৺রাধারাণী ও শ্যামসুন্দর জীউর যুগল বিগ্রহের চিত্র বড়ই তৃপ্তিপ্রদ মনে হইল। গ্রন্থকার অন্যান্য বিষয়গুলির বর্ণনা আধুনিক ইতিহাসের ধরণে সুবিস্তভাবে করিলেও ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণের জীবনী লিখিবার বেলায় লোকপ্রসিদ্ধ অলৌকিক ঘটনাগুলি বাদ দেন নাই। এজন্য অবশ্যই তিনি ধন্যবাদার্হ। নবদ্বীপের ন্যায় শান্তিপুরও নানা-কারণে বাংলাদেশের মধ্যে প্রধান এবং প্রসিদ্ধ স্থান। গ্রন্থকারও সবিশেষ পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের সহিত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা আশা করি ভক্ত, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মহলে এই গ্রন্থখানির যথোচিত সমাদর হইবে।"

Industry (1939 June, p. 200), গল্প-লহরী, ভারতবর্ষ (১৩৪৪ শ্রাবণ, পৃ ৩৪৪), মাতৃভূমি (দৈনিক ; ১৩৪৬ আষাঢ় ?), শিবম্ প্রভৃতি পত্রে প্রশংসিত বা পরিচিতি-প্রাপ্ত।

(আ)

পণ্ডিত **অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**, এম-এ, বি-এল—"পুস্তক-খানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহাতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহোদয়ের জীবনী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাক্তন সংস্কারের প্রেরণায় বাল্যকাল হইতে যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষগণের জীবনধারা কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহা

সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। 'যদধ্যাসিতমর্হদ্ভি স্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে'—সুতরাং, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আবাসভূমি শান্তিপুর যে পুণ্যতীর্থ তাহা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থকার 'শান্তিপুর-পরিচয়ের' সহিত এই মহাত্মার জীবনী গ্রথিত করিয়া সুবিবেচনার কার্যই করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকার যে অপরিসীম অধ্যবসায়, পরিশ্রম, এবং ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। পুস্তকখানি অতি সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, পুরাতত্ত্বান্বেষী এবং ধর্মানুরাগী ব্যক্তি-মাত্রেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিবেন। পুস্তকখানির বহুল প্রচার সর্বথা বাঞ্ছনীয়।"

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম করিয়া শান্তিপুরের মহাপুরুষ-গণের জীবন-কথা সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক নূতন তথ্য সেগুলিতে পাইলাম। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্তও বেশ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এ অংশে জানিবার কথা অনেক আছে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শান্তিপুর-সম্বন্ধীয় প্রমাণ-পঞ্জীতে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসার্হ। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।"

কবি **করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়**—"এই খণ্ডে পূজ্যপাদ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন-লীলা সুভাষিত হইয়াছে। প্রমাণ-পঞ্জীসহ শান্তিপুরের প্রাচীন কথা, 'পুরগাথা', প্রভৃতি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকারের অসাধারণ গবেষণাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আচার্য অদ্বৈতের তপোগৌরব ও মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে শান্তিপুর পুণ্যতীর্থ। পাঠকগণ এই নগর-সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিবেন।"

রায় গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বাহাদুর (ভূতপূর্ব অধ্যাপক)—"এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। আজীবন বহু পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থকার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া পুণ্যভূমি শান্তিপুরের ও বর্তমান কালের কয়েকটি শান্তিপুররত্নের পরিচয় নিরপেক্ষভাবে এই পুস্তকে দিয়াছেন। বাঙালীর গৌরব মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জীবনী শান্তিপুরবাসী কেহ ইতিপূর্বে লিখিয়া থাকেন, ভালই। গ্রন্থকার দেশবাসীর সেই অবশ্যকর্তব্যটি এই গ্রন্থ লিখিয়া পালন করিলেন। সাধু অঘোরনাথের ও পণ্ডিত হরিমোহনের পরিচয় ভাল করিয়া ইহাতে পাইলাম। নীরবকর্মী বীরেশ্বর প্রামাণিকের পরিচয় ইহাতে আছে। জমিদার মতিবাবুর অনেক দোষ ছিল ; কিন্তু তিনি 'পুরুষসিংহ' ছিলেন। এই 'মতির জোড়া' বাংলাদেশে কেন, যে কোনও দেশে যে কোনও সময়ে বিরল। এই মূল্যবান্ পুস্তক প্রকাশ করিতে গ্রন্থকারের অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে। আশা করি শান্তিপুরবাসীগণ ইহার যথোচিত আদর করিবেন, এবং শান্তিপুর-সন্তান গ্রন্থকার পরবর্তী ভাগে কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিক (এক্ষেত্রে মিস মেয়ো অপেক্ষাও বেশী অপরাধী) অজ্ঞতাবশত আমাদের জন্মভূমির উপর অযথা যে দোষারোপ ও গালিবর্ষণ করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত উত্তর দিয়া পুত্রোচিত কার্য করিবেন। শান্তিপুর চিরদিন 'সোনার শান্তিপুর'।"

রায় জলধর সেন বাহাদুর—"গ্রন্থখানি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। শান্তিপুর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাস্থান, ভক্তসাধক বিজয়কৃষ্ণের জন্মভূমি—শান্তিপুরকে আমরা পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া মনে করি, এবং পরম ভক্তিভরে শান্তিপুরের নাম গ্রহণ করি। গ্রন্থকার এই পবিত্র স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বাঙালীমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার লেখার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন নিরর্থক বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই, যেখানে যে উপকরণ পাইয়াছেন, তাহাই যথাযথ

সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাঁহারা বাংলা-দেশের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহারা এই পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।"

রায় ডাঃ **দীনেশচন্দ্র সেন**, ডি-লিট, বাহাদুর—"পুস্তকখানি আদ্যন্ত পড়িয়াছি। মূলত মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী-কথা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার আনুষঙ্গিকভাবে শান্তিপুরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় এই পুস্তকে দিয়াছেন। এই সুবিখ্যাত প্রাচীন পল্লীর সম্বন্ধে তিনি কৌতুহলপ্রদ সরল ভাষায় নানা কথা বলিয়াছেন। বস্তুত এই বহুতত্ত্বপূর্ণ সুখপাঠ্য পুস্তকখানি নানা বিষয়ে উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। পুস্তকে অনেকগুলি ছবি দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে শান্তিপুরের অধিবাসী, সুতরাং, তাঁহার বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সঙ্কলনের নানারূপ সুবিধা ছিল, এবং বহুস্থান হইতে আহৃত উপকরণগুলির যথাযথ সন্নিবেশ তিনি যোগ্যতার সহিতই করিতে পারিয়াছেন।

"বঙ্গের প্রাচীন পল্লীগুলির শিক্ষিত অধিবাসীরা যদি স্বীয় স্বীয় নিবাস-ভূমি-সম্বন্ধে এইরূপ উপকরণ সংগ্রহ করেন, তবেই আমাদের প্রাদেশিক ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হইবে। বঙ্গভূমি রত্নগর্ভা, এই রত্ন-খনির অন্ধকারে যে কত মণিমাণিক্য লুক্কায়িত আছে, তাহা শুধু ইংরাজী ও পার্শিভাষায় লিখিত ইতিহাস হইতে জানা যাইবে না; আমাদিগের শাপভ্রষ্টা জলধিগর্ভে নিপতিতা ইতিহাস-লক্ষ্মীকে পল্লীর মাটী খুঁড়িয়া ও পাতালপুরী হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। আমরা আশা করি গ্রন্থকার তাঁহার এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় বিরত না হইয়া পুস্তকখানির পরবর্তী ভাগগুলি প্রকাশ করিয়া জাতীয় ইতিহাসের কল্যাণসাধন করিবেন।"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব **নগেন্দ্রনাথ বসু**—"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। শান্তিপুর-সম্বন্ধে এরূপ বিশদ বিবরণ পূর্বে আর কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। পুস্তকের প্রথমে মহাত্মা

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহারই পরিশিষ্টস্বরূপ 'শান্তিপুর-পরিচয়'। এসম্বন্ধে গ্রন্থকার যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচনানৈপুণ্য এবং গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। আশা করা যায়, গ্রন্থখানি সর্বজনসমাদৃত হইবে।"

নলিনীমোহন সান্যাল, এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন বিদ্যাভূষণ (ভূতপূর্ব স্কুল-ইন্সপেক্টর···)—"পুস্তকে বহু অজ্ঞাত তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাকে শান্তিপুর-বিষয়ক তথ্যের খনি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

স্তর **মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়**—"এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। শান্তিপুর বাংলা-দেশের মধ্যে একটি সুপ্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানের বিবৃতি ও আখ্যায়িকা শুধু ইতিহাস-হিসাবেও বাঙালীমাত্রেরই নিকট সমাদৃত হইবার কথা। কিন্তু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অপরাপর কয়েকজন সাধু-মহাত্মার জীবনীসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হওয়ায় পুস্তকখানি অধিকতর সমাদরের বস্তু হইয়াছে। শান্তিপুরেই গ্রন্থকারের 'শৈশবের অঙ্কুর, যৌবনের প্রসার ও বার্ধক্যের পরিণতি'—একথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহার লেখার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তদুপরি তিনি যে সকল দুষ্প্রাপ্য উপাদান বহু যত্নে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।"

মনস্বী **হীরেন্দ্রনাথ দত্ত**—"ইহাতে শান্তিপুর-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য নূতন কথা জানিতে পারিলাম এবং শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-সম্পর্কেও অনেক কথা জানিলাম।"

[শান্তিপুর-পরিচয়, ১ম ভাগ (মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী)—মূল্য ১৷৹ টাকা; ডবল-ক্রাউন এণ্টিক কাগজ, ১৬-পেজী ফর্মা; মূল পাইকা টাইপে ও পরিশিষ্ট স্মল পাইকা টাইপে সুন্দরভাবে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ৩৭০;

প্রতিকৃতি—৺শ্যামসুন্দর জীউ ও তাঁহার মন্দির, ৺শ্যামচাঁদের মন্দির, ৺জলেশ্বর শিবের মন্দির, তোপখানার মসজিদ, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও স্বর্গীয়া যোগমায়া দেবী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ভোলানন্দ গিরি, তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, রামদাস কাঠিয়া বাবা (বড়), অঘোরনাথ রায়গুপ্ত, যশোদানন্দন প্রামাণিক ; বিষয়বস্তু—২য় ভাগের সূচী-অংশ দ্রষ্টব্য।]